শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

সাহিত্যপ্রকাশিকা
ষষ্ঠ খণ্ড

সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

॥ মুখবন্ধ ॥

অধ্যাপক শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, পি-এইচ-ডি সম্পাদিত বৈষ্ণব রসগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী প্রায় আট বৎসর পূর্বে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর রসময়দাস-কৃত ভাবানুবাদ এই শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী গ্রন্থখানি পাণ্ডুলিপির অবরোধেই আবদ্ধ ছিল; দুর্গেশবাবু তাহার অবরোধ মোচন করিয়া বিদগ্ধ বাঙ্গালী সমাজের দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে যাহা স্মৃতিমাত্র ছিল, সাহিত্যের আপন অঙ্গনে বঙ্গভাষী পাঠক তাহাকে স্বরূপে দেখিতে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী প্রকাশের পর দুর্গেশবাবু কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহের 'গোপাল বিজয়' কাব্যে হাত দেন। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত বহুসংখ্যক পুঁথি পরীক্ষা করিয়া ও তাহাদের পাঠ মিলাইয়া ইহার মুদ্রণযোগ্য পাঠ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। প্রাচীন পুঁথির সহিত যাঁহাদের কিছু পরিচয় আছে তাঁহারাই বুঝিবেন এ কাজ নিতান্ত সুকর নহে। বাঙ্গালা দেশে পুঁথির উপরিভাগে পুষ্পচন্দনের প্রলেপ যতই পুরু হইতে থাকে, উই ইঁদুর এবং আর্দ্রতার আক্রমণ সেই পরিমাণেই বৃদ্ধি পায়। কেবলমাত্র ভক্তির অস্ত্র দিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করা যায় না। ফলে, সম্পূর্ণ পুঁথি নিতান্তই দুর্লভ হইয়া পড়ে। প্রথম পাতা শেষ পাতা কদাচিৎ মিলে। মধ্যের সকল পাতাও অচ্ছিন্ন থাকে না। 'গোপালবিজয়ে'র যে আটটি পুঁথি অবলম্বন করিয়া দুর্গেশবাবু পাঠ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার একটিও অখণ্ড নয়। একের অভাব অন্যের সাহায্যে পূর্ণ করিয়া লইতে হইয়াছে। পাঠ-সংকলনে সম্পাদক যে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

সুদীর্ঘ ভূমিকায় প্রস্তাবিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা বহু তথ্যে সমৃদ্ধ। কেবল রসের বিচার করিয়াই সম্পাদক ক্ষান্ত হন নাই, প্রাচীন বাঙ্গালার ব্যাকরণ-প্রসঙ্গেও আলোচ্য গ্রন্থের মূল্যবত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সহিত স্থানে স্থানে ইহার যে মিল দেখানো হইয়াছে তাহা ভাষাবিজ্ঞানীর নূতন চিন্তার খোরাক জোগাইবে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে যাঁহাদের অনুরাগ আছে এই গোপালবিজয় গ্রন্থখানি তাঁহাদের সমাদর লাভ করিবে এবিষয়ে আমার সংশয়মাত্র নাই।

বিদ্যাভবন, শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ, ১৩৭২

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য
সম্পাদক, সাহিত্যপ্রকাশিকা, ষষ্ঠ খণ্ড

নিবেদন

চর্যাপদের পর বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি মধ্যযুগের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-প্রকাশে। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা ভাষার বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থে পরিস্ফুট। গুণরাজখাঁ মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও বিপ্রদাসের মনসাবিজয়—এই উভয় গ্রন্থের রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দী হইলেও যে-সকল পুঁথির আধারে গ্রন্থদ্বয় সম্পাদিত ও প্রকাশিত, তাহাদের বয়স সেরূপ প্রাচীন নহে ; এই হেতু গ্রন্থরচনাকালীন ভাষার বৈশিষ্ট্য এই উভয় গ্রন্থে যথাযথভাবে প্রত্যাশা করা যায় না। এই দৃষ্টিতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ-সম্পর্কে তো কথাই ওঠে না। কৃত্তিবাসের নামে মুদ্রিত ও প্রচলিত রচনায় কতটুকু কৃত্তিবাস দাবী করিতে পারেন তাহার বিচার এখনও শেষ হয় নাই।

আলোচ্য গ্রন্থ কবিশেখরের গোপালবিজয় এ-বিষয়ে প্রায় অদ্বিতীয়। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত আদর্শ পুঁথির বয়স সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদ। (দ্রষ্টব্য ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৭-২, পাদটীকা) গোপালবিজয় সেকালের সমাজে গীত হইত এবং ভক্ত বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য ইহার প্রতিলিপি করিয়া বা করাইয়া সযত্নে রক্ষা করিতেন এবং তাহারই কয়েকখানি ব্যবহারের সুযোগ আমাদের হইয়াছে। এই দিক্ হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অব্যবহিত পরবর্তী কালে রচিত এই গ্রন্থে ভাষা ও ভাবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো এই গ্রন্থের আলোচনাও যে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। এ-বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় যথাযথস্থানে পাওয়া যাইবে।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস মহাশয়ের উৎসাহ ও অনুমোদনের ফলে এই শ্রেণীর দুঃসাধ্য গ্রন্থ প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। তাঁহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের সহায়তায় এই গবেষণাকার্য সম্পন্ন করিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত গোপালবিজয়ের পুঁথিগুলি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিতে পাইয়াছি তাঁহার সুব্যবস্থায়। সদ্য পরলোকগত অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিগুলি ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংশয়স্থলে পুঁথির পাঠ ঠিক করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের উপদেশও আমার কয়েকটি সন্দেহস্থলে বিশেষ উপকার করিয়াছে। বঙ্গীয় শব্দকোষকার স্বর্গত পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানাভাবে

উপদেশ দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ-সম্পাদনায় প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়। ইঁহাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

বিশ্বভারতী-বাঙ্গালাবিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক ও সাহিত্যপ্রকাশিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার দাস মহাশয়ের আন্তরিক সহায়তায় এইরূপ দুরূহ কার্যে ব্রতী হইতে পারিয়াছিলাম। উক্ত বিভাগের বর্তমান প্রধান অধ্যাপক ও সাহিত্যপ্রকাশিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়া এই গ্রন্থকে যে মর্যাদা দান করিয়াছেন সেজন্য নিজেকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি। ইঁহারা সর্বদা আমাকে নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-অধ্যাপক ও রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ আমার শিক্ষাচার্য শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশন বিষয়ে নানাভাবে আমার আনুকূল্য করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট বাহ্যতঃ কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিলে স্নেহের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইবে। আমি ইঁহাদের লোকহিতপরায়ণ সমুজ্জ্বল দীর্ঘজীবন কামনা করি।

এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত শিবদাস চৌধুরী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুঁথিবিভাগের অন্যতম করণিক শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র মহাশয় পুঁথির পাঠ-পাঠান্তর মিলাইবার কাজে আমাকে অকুণ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত বিমলকুমার দত্ত ও তাঁহার সহযোগীদের নিকট হইতে সর্বদা নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি। ইঁহারা আমার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

এই গ্রন্থের প্রকাশন-ব্যবস্থায় বিশ্বভারতীর গবেষণা-গ্রন্থ-প্রকাশনসমিতির সম্পাদক ও বিশ্বভারতী-গবেষণাগ্রন্থমালার প্রকাশক শ্রীযুক্ত রণজিৎ রায় মহাশয়ের আগ্রহ ও ধৈর্যের কথাও বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতন প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বিশ্বাস মহাশয় ও তাঁহার সহকর্মিগণ এই গ্রন্থের মুদ্রণ-পারিপাট্য ও অঙ্গসজ্জাবিধানে বিশেষ যত্ন নিয়াছেন। প্রেসের অন্যতম সুদক্ষ কর্মী শ্রীযুক্ত বলরাম সাহা মহাশয়কেও এই অজস্র পাদটীকাকণ্টকিত গ্রন্থের মুদ্রণব্যাপারে অপরিমেয় পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইঁহাদের অমূল্য সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি।

এই গ্রন্থসম্পাদনায় আমি শ্রম ও যত্নের ত্রুটি করি নাই। তথাপি আমার অজ্ঞতা ও অক্ষমতা নিবন্ধন যে সকল ভ্রম বা ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, আশা করি, সুধীসমাজ তাহা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিবেন ও আমার দোষত্রুটি-সংশোধনে সহায়তা করিবেন।

বিদ্যাভবন,
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ ১৩৭২

শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয়-সূচী

॥ সঙ্কেত ও প্রমাণপঞ্জী ॥

অ. দ. প = শ্রীরায়শেখরের অষ্টকালীয় দণ্ডাত্মিকা পদাবলী, শ্রীনিত্যানন্দদাস, বৃন্দাবন ধাম, শ্রীমদ্দেবকীনন্দন প্রেস, সম্বৎ ১৯৫৮

ই. বা. সা = ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য, শ্রীসুকুমার সেন, বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৩৫৮

উ. নী = উজ্জ্বলনীলমণিঃ, শ্রীরূপ গোস্বামী, বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র, ২য় সং, ১২৯৫

এ. হি. চ = Ancient History of Champa, R. C. Mazumdar, The Punjab Sanskrit Book Depot, Lahore, 1927

ও. ডি. বি. এল = Origin and Development of Bengali Language, Suniti Kumar Chatterjee, Calcutta University, 1926

ক. খ = কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬১ সংখ্যক বাঙ্গালা হস্তলিখিত পুঁথি

ক. চ = কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৪

কৃ. চ = কৃষ্ণচরিত্র, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব. সা. প, ২য় মুদ্রণ, ১৩৫৩

কৃ. রা = কৃত্তিবাসী রামায়ণ, শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স, ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা, ১২শ সংস্করণ, ১৩৬২

গা. স = গাথা-সপ্তশতী, শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স, লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯৫৬

গো. বি = গোপালবিজয়

গৌ. বৈ. সা = শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য, শ্রীহরিদাস দাস, শ্রীধাম নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর, ৪৬২ চৈতন্যাব্দ

চ. প = চর্যাগীতি-পদাবলী, শ্রীসুকুমার সেন, বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৯৫৮

চৈ. চ = শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, ৩য় সং, ১৩৫৬, ভক্তিগ্রন্থ-প্রচারভাণ্ডার, ৪৬ রসা রোড ইষ্ট ফার্ষ্ট লেন, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩

চৈ. চ. উ = শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯

তু = তুলনীয়

দোহা = বৌদ্ধগান ও দোহা, মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব. সা. প, ১৩৫৮

দ্র = দ্রষ্টব্য

নৈ = নৈষধচরিতম্, শ্রীশিবদত্ত শর্মা, ৫ম সং, নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯১৯

প. ক = শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, ব. সা. প, ১৩৩৮

প. ক (১ম) = ঐ ১ম খণ্ড ঐ ঐ ১৩২২

প. প =	পদাবলী-পরিচয়, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ১৩৫৯
প. ব. স =	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, শ্রীবিনয় ঘোষ, পুস্তক প্রকাশক, কলিকাতা-১২, ১৯৫৭
প. মে =	পদমেরুগ্রন্থ-পদসূচী, পুঁথি-পরিচয়, ২য় খণ্ড, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী, ১৯৫৮
প. সা =	পদাবলী সাহিত্য, শ্রীকালিদাস রায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫
পু, ২য় খণ্ড =	পুরশ্চর্যার্ণবঃ, দ্বিতীয়খণ্ডঃ, শ্রীমুরলীধর ঝাঁ, বারাণসী, সংবৎ ১৯৫৯
পু, তৃয় খণ্ড =	ঐ তৃতীয়খণ্ডঃ ঐ ঐ ঐ ১৯৬১
পুঁ. প =	পুঁথি-পরিচয়, ২য় খণ্ড, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী, ১৩৬৪
পৌ. উ =	পৌরাণিক উপাখ্যান, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৬১
প্রা. ব. সা =	প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য (৫ম ও ৬ষ্ঠ), শ্রীকালিদাস রায়, কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা, ১৩৫৮
প্রা. বা. বা =	প্রাচীন বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিসার্স, ৩৭ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৬২
প্রা. বা. সা. ই =	প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রীতমোনাশ দাশগুপ্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫১
ব. শ =	বঙ্গীয় শব্দকোষ, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ১৩৪০-৫৩
ব. সা. প =	Banga Sahitya Parichaya, Dinesh Chandra Sen, Part I University of Calcutta, 1914
ব. সা সে =	বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক, শ্রীশিবরতন মিত্র, রতন লাইব্রেরী, বীরভূম-সিউড়ী, ১৩৩৬
বা. ই =	বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ১ম সং, বুক এম্পোরিয়ম্, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৫৬
বা. চ =	বালচরিতম্, শ্রীগণপতি শাস্ত্রী, ত্রিবাঙ্কুর মহারাজা সং, ১৯১২
বা. দে. ই =	বাংলা দেশের ইতিহাস, ২য় সং, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৩৫৬
বা. বৈ. ধ =	বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম, মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯
বা. সা =	বাংলা সাহিত্য, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি, ২১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪, ১৯৫৫

বা. সা. ই, ১ম সং—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম সং, শ্রীসুকুমার সেন, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ১৯৪০

বা. সা. ই= ঐ প্রথম খণ্ড, ২য় সং, ১৩৫৫

বি. পু= বিষ্ণুপুরাণম্, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, ২য় সং, বঙ্গবাসী. ১৩৩১

বি. ভা. প= বিশ্বভারতী-পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১৩৬৩

বি. সা= বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড, শ্রীসুকুমার সেন, ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী, ৫২ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ১৯৫৬

বৃ. ত= বৃহৎ তন্ত্রসার, ১০ম সং, বসুমতী সাহিত্যমন্দির, ১৩১৬

বৈ. প= বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যসংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯, ১৯৬১

বৈ. সা. প্র= বৈষ্ণব সাহিত্য প্রবেশিকা, শ্রীহিমাংশুচন্দ্র চৌধুরী, জেনারেল প্রিন্টার্স য্যাণ্ড পাবলিসার্স লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৫৮

ব্র. পু= ব্রহ্মপুরাণম্, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, বঙ্গবাসী সং, ১৩১৬

ব্র. বৈ= ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্ ঐ ঐ শকাব্দা ১৮২৭

ভা= শ্রীমদ্ভাগবতম্ ঐ ঐ ১৩১০ ও শ্রীভাগবত দশমস্কন্ধ, আনন্দমুদ্রাশালা, মাদ্রাজ, ১৯১০

ভা. ই= ভাষার ইতিবৃত্ত, পঞ্চম সং, শ্রীসুকুমার সেন, বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৯৫৭

ভা. মহা= The Mahabharata (the Sabhaparvan), Edited by Franklin Edgerton, Poona Bhanderkar Oriental Research Institute, 1914

ম. বা. বা= মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, শ্রীসুকুমার সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৫২

মহা= মহাভারতম্, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, বঙ্গবাসী সং, শকাব্দা ১৮৩০

রা= রামায়ণম্, ৪র্থ সং ঐ ঐ ১৩১৫

রা. প= রায়শেখরের পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫

লোক= আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক, শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য, এ মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং লিঃ, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ১৩৫৭

শ= অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শ্রীরমেন্দ্রমোহন বসু, মডার্ন বুক এজেন্সি, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ১৯৫৩

শ্রী. কী= শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২৩

শ্রী. বি = শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীগৌড়ীয় মঠ সং, বাগবাজার, কলিকাতা, ১৯৪৫ ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৪

শ্রী. ভ = শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী, শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যপ্রকাশিকা ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৬৩

সা. দ = সাহিত্যদর্পণঃ, শ্রীমদ্ গুরুনাথ বিদ্যানিধি, তৃয় সং, নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, ১৯২৭

সা. প = সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, মুহম্মদ আবদুল হাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৫

সা. প. প, ২য় = সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৭

ঐ ১ম = ঐ ১ম সংখ্যা, ১৩৪০

ঐ তৃয় = ঐ তৃয় সংখ্যা, ১৩৩২

ঐ ৫৬ বর্ষ = ঐ ১৩৫৬

ঐ ১৩৬০ = ঐ ১৩৬০

সি. বি. আই = Contribution to a Bibliography of Indian Art and Aesthetics, Haridas Mitra. M. A., Visva-Bharati, 1951

হ. ব = শ্রীমন্মহাভারতম্, সপ্তমভাগে হরিবংশপর্ব, শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী, চিত্রশালা প্রেস, ১০২৬ সদাশিব বীথী, পুণা, ১ম সং, শকাব্দাঃ ১৮৫৭

হ. ব (ভা) = কবি ভবানন্দের হরিবংশ, শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৩৯

হি = হিতোপদেশঃ, শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর, ১১শ সং, ২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯২৪

হি. ইন. লি = A History of Indian Literature, M. Winternitz, Calcutta University, 1927

হি. বৈ. এফ = Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal, Sushil Kumar De, General Printers aud Publishers Limited, Calcutta, 1942

হি. ব্র. লি = A History of Brajabuli Literature, Sukumar Sen, Calcutta University, 1935

হি. সং. লি = A History of Sanskrit Literature, A Mac Donell, London William Heinemarm Ltd, MCMXXVIII (1928)

R. V. S = Rig-Veda-Samhita, Vol. VI, Edited by F. Max Muller, London, 1874

ভূমিকা

॥ পুঁথি ॥

গোপালবিজয় আটখানি পুঁথি অবলম্বনে সম্পাদিত হইল। ইহাদের প্রত্যেকটিই অপ্রকাশিত। পুঁথিগুলি নিম্নোক্ত চারিটি সংস্থায় সুরক্ষিত,—

১. বিশ্বভারতী
২. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৩. এসিয়াটিক সোসাইটি
৪. বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

সম্পূর্ণ গ্রন্থ কোথাও পাই নাই; আলোচ্য প্রত্যেকখানি পুঁথিই খণ্ডিত, কোনোটি আদিতে, কোনোটি অন্তে; মধ্যভাগে পত্রবিপর্যয়ও আছে। গোপালবিজয়ের প্রাপ্ত অনুলিপির প্রত্যেকখানিই প্রাচীন, দুই শত বৎসরের এদিকে কোনোটির বয়স নহে। পুরাতন তুলট কাগজের আধারে পুঁথিগুলি লিখিত। ইহাদের সংক্ষিপ্ত অন্যান্য পরিচয় এইরূপ, —

১. বিশ্বভারতী-সংগৃহীত পুঁথি

(ক) ২৬২৪ সংখ্যক; ইহার আকার ১৫"×৪৳"; পত্রসংখ্যা ৩ক-১৩০খ; প্রতি-পৃষ্ঠায় ছত্রসংখ্যা ১০, কাচিৎ ১১ বা ১২; পুষ্পিকা[১] নাই। লেখার ছাঁদ দেখিয়া মনে হয়, লিপি ২৫০ বৎসরের এদিকে নহে; পুঁথিতে আছে তিন প্রকার হস্তাক্ষর। এই পুঁথিখানি প্রস্তুত গ্রন্থের সম্পাদনা-কার্যে আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে।

(খ) ৫৩২৪ সংখ্যক[২]; ইহার পত্রসংখ্যা ১০ক-১৪খ; আকার ১৩"×৪৳"; প্রতিপৃষ্ঠায় ছত্রসংখ্যা ১০, কোথাও ১১।

---

১ শিবরতন মিত্র মহাশয় পুঁথিখানির লিপিকাল বলিয়াছেন ১৫৩৫ শকাব্দ। এই সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ২ (পাদটীকা)।

২ ইহাতে দানখণ্ডের শেষাংশ ও নৌকাখণ্ডের প্রথমাংশের বর্ণনা আছে। আদর্শ পুঁথিতে দানখণ্ডের পরিসমাপ্তি ও নৌকাখণ্ডের আরম্ভ ৫৭খ পৃষ্ঠায়; কিন্তু এই পুঁথিতে উক্ত বিষয়গুলির বর্ণনা আছে ১০ক-১৪খ পৃষ্ঠার মধ্যে। ইহাতে মনে হয়, এই পুঁথিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলা, শ্রীকৃষ্ণকৃত নানা অসুরবধ ইত্যাদি বর্ণিত হয় নাই। পুঁথির আরম্ভ দানখণ্ডে ও পরিসমাপ্তি নৌকাখণ্ডে। সুতরাং গোপালবিজয়ের এই দুইটি অংশ সমাজে যে বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়; মনে হয়, এই কারণে স্বতন্ত্রভাবে ইহার অনুলিপি হইয়াছে।

(গ) ৫৮৭৬ সংখ্যক[১]; পত্রসংখ্যা ১৫ক-১০০খ; আকার ১৪"×৪১/২"; প্রতিপৃষ্ঠায় ছত্রসংখ্যা ১১; পুষ্পিকা নাই।

২. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সংগৃহীত পুঁথি

(ক) ৯৬০ সংখ্যক; আদি খণ্ডিত; ইহার আকার ১৭"×৪"; পত্রসংখ্যা ৩ক-২৯খ, ৪৪ক-৯৫খ, ৯৭ক-১১৫খ; প্রতিপৃষ্ঠায় ছত্রসংখ্যা ১০। ইহার পুষ্পিকা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহাতে আদর্শ ও তাহার অনুলিখিত পুঁথির লিপিকাল দুইই আছে। আদর্শ পুঁথির লিপিকাল ১৫৭৮ শকাব্দ (১৬৫৬-৭ খৃঃ); লিপিকর নরোত্তম নন্দী। অনুলিখিত পুঁথির লিপিকাল ১৫৯৫ শকাব্দ (১৬৭৩-৪ খৃঃ)। এই পুঁথিব অপর একটি কালজ্ঞাপক উক্তি হইতে জানা যায়, ইহা 'গোপীনয়ন-চন্দ্রমিতে সৌবর্ণ যুগে' ২৬শে জ্যৈষ্ঠ? মঙ্গলবারে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সম্পূর্ণ। পুঁথির মালিক মকরন্দ সাহুর অভিনবকুমার হরিরাম দাস। 'সৌবর্ণ যুগ' বলিয়া কোনো যুগ আছে কিনা জানি না; তবে শ্রীচৈতন্যদেবের সময়কে সৌবর্ণ যুগ ও তাঁহার তিরোভাবকাল ধরিয়া গণনা করিলে ১৩৮ সৌবর্ণ যুগকে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দ অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার সহিত পূর্বোক্ত ১৫৯৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৭৩-৪ খৃষ্টাব্দের সঙ্গতিসাধন কষ্টকর হয় না।

(খ) ৯৬১ সংখ্যক; ইহার আকার ১৪১/৪"×৪১/২"; পত্রসংখ্যা ১ক-৫খ, ৭ক-১১২খ; প্রতিপৃষ্ঠায় ছত্রসংখ্যা ১২, ক্বচিৎ ১০ বা ১১; পুষ্পিকা অত্যন্ত অস্পষ্ট; লিপিকাল ১৬— শকাব্দ, শেষের দুইটি সংখ্যা মুছিয়া গিয়াছে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিবিভাগ-কর্তৃক ইহার লিপিকাল লিখিত হইয়াছে ১৬১০ শকাব্দ; লিপিকর শ্রীকররঞ্জন?

(গ) ৯৬৩ সংখ্যক; ইহার আকার ১২১/২"×৫৭/৮"; পত্রসংখ্যা ১ক-৯৮খ; প্রতি-পৃষ্ঠায় ছত্রসংখ্যা ১২; লিপিকর অজ্ঞাত; লিপিকাল ১৭০১ শকাব্দ,[২] অর্থাৎ ১৭৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দ।[৩]

---

১ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুঁথিখানি সম্প্রতি পাইয়া বিশ্বভারতীকে দিয়াছেন।

২ এই শকাব্দতে লিখিত গোপালবিজয়ের একখানি পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন শিবরতন মিত্র মহাশয়; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬৩ সংখ্যক পুঁথির লিপিকালও উহাই, সুতরাং উভয় পুঁথিই যে অভিন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও উল্লেখযোগ্য, সিউড়ী রতন লাইব্রেরির ৮৮ নং হস্তলিখিত গোপালবিজয়ের পুঁথিখানি এখন বিশ্বভারতীর (পুঁথিসংখ্যা ২৬২৪) অধিকারে; পুঁথিখানির লিপিকাল ১৫৩৫ শকাব্দ বলিয়াছেন মিত্র মহাশয়; কিন্তু তিনি ইহার কোনো প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। দ্রঃ ব. সা. সে, পৃ ৫৬

৩ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনত্যাগেই এই পুঁথির পরিসমাপ্তি; কিন্তু অন্যান্য পুঁথির ন্যায় পরবর্তী প্রসঙ্গসমূহ,—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনত্যাগে গোপীগণের বিলাপ, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপ্রবেশ, মথুরারাজের ভীতি, কংসবধ, শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের

ভূমিকা

৩. এসিয়াটিক সোসাইটির (গভর্ণমেণ্ট) সংগৃহীত ৪৮৮০ সংখ্যক পুঁথি।

ইহার আকার ১৩½"×৪½" ; পত্রসংখ্যা ২ক-১৪৩খ, ১৪৭ক-১৫২খ ; প্রতিপৃষ্ঠায় ছত্রসংখ্যা ১০, কোথাও ১১, ১২ বা ১৩ ; পুষ্পিকা নাই।

৪. বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ-সংগৃহীত ৩১২ সংখ্যক পুঁথি।

ইহার আকার ১৩½"×৪½" ; পত্রসংখ্যা ৪৭ক-৫৯খ, ৬১ক-৭০খ ; লেখার ছাঁদে মনে হয়, পুঁথিখানি ৩০০ বৎসরের প্রাচীন[১]। পুষ্পিকা নাই।

॥ সম্পাদন-রীতি ॥

পুঁথি-সম্পাদনায় বানানরীতি-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। প্রাচীন পুঁথির সাহায্যে এইরূপ কাজে অবলম্বিত বানানপদ্ধতি জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক। এই হেতু প্রস্তুত গ্রন্থে মদনুসৃত বানানরীতি-সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিবরণ এই অনুচ্ছেদে প্রদত্ত হইল।

তৎসম শব্দের বানান শুদ্ধ করিয়া দিলেও সর্বত্র ভাষার প্রাচীনত্ব রক্ষা করা হইয়াছে। ৪৮৮০ সংখ্যক পুঁথিতে 'আহ্মা', 'তোহ্মা', 'আহ্মি', 'আহ্মার' ইত্যাদি পদের প্রয়োগ থাকায় সর্বনামের এই প্রাচীন রূপটি গ্রন্থে সবত্র অনুসৃত হইয়াছে। তদ্ভব, দেশী, বিদেশী শব্দের বানান যথাযথ আছে। নিম্নে প্রদত্ত কয়েকটি শব্দের দৃষ্টান্তে সম্পাদন-রীতি স্থূলতঃ অধিগত হইবে,—

১. তদ্ভব—ঠাঞি, হাথে, আওাস, বুলে, বাট, পঢ়ে

২. দেশী—ঘাঁটু, খোলাডাহী, ছুতাহাড়ি, কুলিকুলি

৩. বিদেশী—দ্রেকানে, তম্বুরা, কামানের, আরদাসে

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বানান-বৈচিত্র্যেরও কিছু নমুনা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল ; বলাবাহুল্য, শব্দগুলি গ্রন্থে একাধিকবার ব্যবহৃত হইয়াছে।

বসুদেবদৈবকীর শ্রীচরণ-দর্শন, অক্রূর ও কুব্জার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের গমন, শ্রীকৃষ্ণবিরহে বৃন্দাবনে গভীর শোক, মথুরায় দূতীপ্রেরণ, উদ্ধবসংবাদ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে পুনরাগমন ইত্যাদি বৃত্তান্ত এই পুঁথিতে বর্ণিত হয় নাই ; পুঁথির পরিসমাপক কয়েকটি পঙক্তির সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬০ সংখ্যাক পুঁথির শেষ কয়েক ছত্রের সামঞ্জস্য থাকলেও পুঁথিখানি অসম্পূর্ণ। এ বিষয়ে লিপিকর বা গায়কের হাত আছে কিনা বিবেচ্য।

১ দ্র. বা. সা ই. (১ম সং) পৃ ৪০৯

গোপালবিজয়

		মূল পুঁথির পাঠ	সম্পাদিত পাঠ
১.	অ-কারের প্রয়োগ য়-কারের স্থলে	নারাঅনে	নারাঅণে
		পরাঅন	পরাঅণ
		গোপালবিজঅ	গোপালবিজঅ
২.	ই-কারের লোপ	পৃথবি	পৃথবী
৩.	ই, ঈ-কারের নির্বিচার প্রয়োগ	দেখী	দেখি
		কুলবতি	কুলবতী
		গোপিনাথ	গোপীনাথ
৪.	উ, ঊ-কারের নির্বিচার প্রয়োগ	তাম্বুল	তাম্বুল
		কপুর	কপুর
		মূর্ছিত	মূর্চ্ছিত
		কুতুহলে	কুতুহলে
		পুরে	পুরে
৫.	উ-কারের ব্যবহার য়ু, য়ূ-কারের স্থলে	বাউ-দেবী	বাউ-দেবী
		বাউ-রূপে	বাউ-রূপে
		মউর	মউর
৬.	ঐ-কার দ্বিস্বর 'ওই' রূপে উচ্চারিত	দইবে	দইবে
৭.	অন্ত্য ও-কার 'ঙ'-তে পরিণত	কোথাঙ	কোথাঙ
৮.	ঔ-কার দ্বিস্বর 'ওউ'-রূপে উচ্চারিত	কউতুকে	কৌতুকে
৯.	ক-স্থানে 'খ'-এর প্রয়োগ	তাখে	তাখে
		জাখে	জাখে
১০.	অসমাপিকা ক্রিয়ার অন্ত্য ধ্বনি 'ঞ' বা 'আ' দ্বারা উচ্চারিত	লঞা	লঞা
		বুলিঞা	বুলিঞা
		জানিঞা	জানিঞা
		দেখিআ	দেখিআ
		দীআ	দিআ
১১.	ঝ-কারের প্রয়োগ 'জ'-এর স্থানে	সমাঝ (< সমাজ)	সমাঝ
		মাঝা	মাঝা

		মূল পুঁথির পাঠ	সম্পাদিত পাঠ
১২.	থ-কারের ব্যবহার 'ত'-এর স্থানে	হাথে	হাথে
		তাথে	তাথে
		কথো	কথো
		নোথে	নোথে
১৩.	ন, ণ-কারের নির্বিচার প্রয়োগ	দর্পনে	দর্পণে
		শীরোমনি	শিরোমণি
		চরনের	চরণের
১৪.	ব-ফলা স্থানে উ-কার	দুতিঅ (<দ্বিতীয়)	দুতিঅ
১৫.	ব-ফলা স্থানে দ্বিত্ব	সত্তর (<সত্বর)	সত্তর
১৬.	'ভ'-এর প্রয়োগ ব-কারের স্থানে	বিভা (<বিবাহ)	বিভা
১৭.	ম্ব-স্থানে শুধু ম	সমন্ধ	সমন্ধ
১৮.	য-কার বর্গীয় 'জ'-তে পরিণত	জমের	জমের
		জতেক	জতেক
		জেন	জেন
		জথাবিদি	জথাবিধি
১৯.	য়-স্থানে অ-কার	বিদাঅ	বিদাঅ
২০.	য-স্থানে এ-কার	বেথা (<ব্যথা)	বেথা
		বেবোহার	বেবোহার
২১.	য়-কারের প্রাচীনতর রূপ এ-কার	লএ	লএ
		পালাএ	পালাএ
		পেলাএ	পেলাএ
২২.	য়ো-স্থানে ও-কার	পওদি	পওধি
		পত্তধর	পত্তধর
২৩.	র-স্থানে উ	দুবে (<দ্রবে)	দুবে
২৪.	রেফের পরিবর্তে দ্বিত্ব	দুল্লভ	দুল্লভ
২৫.	অন্তঃস্থ 'ব' স্বরধ্বনিতে পরিণত	আত্তাস (<আবাস)	আত্তাস
		আওঁআস	আওঁআস
		আশোআস	আশোআস

		মূল পুঁথির পাঠ	সম্পাদিত পাঠ
২৬.	অতিরিক্ত রেফের ব্যবহার	বৃর্দ্ধকালে	বৃর্দ্ধকালে
		মৃর্ত্যু	মৃর্ত্যু
		নৃর্ত্য	নৃর্ত্য
২৭.	শ, ষ, স-কারের নির্বিচার প্রয়োগ	সকতি	শকতি
		পুরুস	পুরুষ
		বসুমতি	বসুমতী
২৮.	বিসর্গ স্থানে স-কার	দুস্ক (দুঃখ)	দুস্ক
২৯.	যুক্ত ব্যঞ্জন 'হ্ব'-স্থানে 'ভ্ব'	জিভ্বা	জিভ্বা

৩০. নিম্নলিখিত বানানগুলির আকার প্রায়ই এক; অর্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পড়িতে হয়,—

ক্ক, ক্তু, ঙ্গ, জ্ঞ, র্দ্ধ, মু, স্ব, স্ক, ন্দ ইত্যাদি

॥ গ্রন্থনাম ॥

গ্রন্থের নাম-বিশ্লেষণে নামের বিশিষ্ট অর্থ ভিন্ন অন্য কোন তথ্যেরও কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে; এই হেতু গ্রন্থনামের আলোচনা আবশ্যক।

কবিশেখরের 'গোপালবিজয়' গ্রন্থের 'গোপাল' শব্দটি বিশেষ লক্ষণীয়। ইহা কবির চতুর্থ অথবা সর্বশেষ গ্রন্থ। কবির পূর্বরচিত অপর তিনখানি গ্রন্থ 'গোপালচরিত', 'গোপালের কীর্তন-অমৃত' ও 'গোপীনাথবিজয় নাটকের' মধ্যে দুইখানি গ্রন্থের নামকরণে প্রথমে 'গোপাল' শব্দের উল্লেখ আছে। কবিকৃত চতুর্থ গ্রন্থের নামকরণেও 'গোপাল' শব্দই আছে আদিতে; উপরন্তু গ্রন্থমধ্যে[১] উক্ত গোপাল-কথাটি বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, গ্রন্থকার গোপালমন্ত্রে[২] দীক্ষিত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, গোপালবিজয়ের রসাধিকারে বাৎসল্য রস অন্যতম মুখ্য; বিশেষতঃ গ্রন্থের পূর্বভাগে ইহারই আধিক্য; পক্ষান্তরে, লৌকিক ব্যবহারেও 'গোপাল' শব্দটিতে বাৎসল্য রস সুপ্রকট। এই

১ পৃ ৭, ৩০৭-৮, ৩১৩, ৩১৮, ৩২৭, ৩৩১, ৩৩২ ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ—আহ্মি সে গোপাল-ঠাঞি কি করিব স্তুতি।...

গোপাল-বিমুখে কোন কার্জ সিদ্ধ নহে।...

ভকত জনেরে দআ না ছাড়ে গোপাল।...ইত্যাদি

২ বৃ. ত, পৃ ১৮৭ ও পু (২য় খণ্ড), পৃ ৬৯৫

বাৎসল্যাধিক্য হেতু গ্রন্থনাম-সংজ্ঞায় 'গোপাল' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাও লক্ষণীয়, কবি তৎকৃত কোনোও গ্রন্থের নামকরণে 'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দ ব্যবহার করেন নাই; অথচ শ্রীকৃষ্ণেরই জীবনচরিত-অবলম্বনে আলোচ্য গ্রন্থ লিখিত। পুঁথিতে সর্বত্র 'গোপাল-বিজয়' আছে, 'কৃষ্ণমঙ্গল' বা 'গোবিন্দবিজয়' ইত্যাদি নাই। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে বৈষ্ণবগণ প্রধানতঃ গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন।[১] কবিশেখর সম্ভবতঃ ঐ সময়ের কবি। সুতরাং ইঁহার রচিত গ্রন্থ-চতুষ্টয়ের নামকরণে তিনখানি গ্রন্থেই 'গোপাল' শব্দ থাকায় কবির গোপালমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ-বিষয়ে পূর্বোল্লিখিত অনুমান সমর্থিত হয়।

এক্ষণে 'বিজয়' শব্দের অর্থ বিশেষভাবে আলোচ্য। কবি এই শব্দটি তৎকৃত-গ্রন্থচতুষ্টয়ের নামকরণে একাধিক বার ব্যবহার করিয়াছেন। ঋগ্বেদ, রামায়ণ,[৩] মহাভারত[৪] ইত্যাদি গ্রন্থে 'বিজয়' শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিজয় শব্দের অর্থ 'বিক্রম' 'চরিত',[৫] 'গমন', 'আগমন', 'যাত্রা'[৬] ইত্যাদি পাওয়া যায়। ইহার ধাতুগত অর্থ— বিশেষ ন্যূনীকরণ অর্থাৎ সর্বোৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠতা। ভক্তিশাস্ত্রে 'বিজয়' সর্বত্র সর্বোৎকর্ষদ্যোতক; 'শিক্ষাষ্টকে' 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্'[৭]—শ্রীচৈতন্যদেবের এই উক্তিতেও বিজয় শব্দ সদৃশার্থক। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রি রোহিণীচান্দ্রযোগে 'বিজয়' নামে অভিহিত।[৮] গোপালবিজয়ে গোপালের সর্বত্র জয় এবং সকলের উপর গোপালের বিজয় বা প্রাধান্য সূচিত। নররূপে নারায়ণের পৃথিবীতে আগমন বা জন্মগ্রহণ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থই। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকৃত নানা অসুরনিধন, ব্রহ্মার মোহন ইত্যাদি এবং মথুরায় বিখ্যাত মল্ল চানূরহত্যা ও কংসবধ হেতু শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল অর্থে আলোচ্য গ্রন্থের 'গোপালবিজয়'[৯] নাম সার্থক।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে 'মঙ্গল' ও 'বিজয়' কাব্য বলিয়া স্বতন্ত্র ধারায় দুই কাব্য বর্তমান ছিল, -এই ধারণা ভিত্তিহীন। একই কাব্যের বিভিন্ন পুঁথিতে কখনও 'মঙ্গল', কখনও বা 'বিজয়' নাম পাওয়া যায়; যেমন মালাধর বসুর কাব্য শ্রীকৃষ্ণবিজয়, গোবিন্দমঙ্গল বা গোবিন্দবিজয় নামে[১০] পরিচিত ছিল। গোপালবিজয় পাঁচালি ও মঙ্গলকাব্য; কিন্তু গ্রন্থে 'মঙ্গল' শব্দ[১১] কোথাও নাই, সর্বত্র 'বিজয়' আছে।

---

১ বা. সা. ই, পৃ ২০৫ ২ ১০।৮৪।৪, পৃ, ১৮৭ (R. V. S, Vol. 6) ৩ ২।৭১।৩৩; পৃ ৩১০

৪ ১।১।১৫০; পৃ ১১ ৫ শ্রী. বি, পৃ /০ ৬ ব. শ, পৃ ২০৮৬ ৭ শ্রী. বি, পৃ /০

৮ শ্রী কী, পৃ ৪১৬; হ. ব, ২।৪।১৫-১৮ ৯ তু. শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মনসাবিজয়, পাণ্ডববিজয় ইত্যাদি গ্রন্থ

১০ বা. সা. ই, পৃ ১০৬, শ্রী. বি, পৃ /০

১১ দীনেশবাবু কবিশেখরের 'কৃষ্ণমঙ্গল, নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়'-এ (পৃ ৮৩২)। তিনি যে-ছত্রগুলি উহাতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি গোপালবিজয়ের সহিত প্রায় মিলিয়া যায়। কবিশেখরের 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের অস্তিত্ব আমরা জানি না; দীনেশ বাবু ইহার কোনো পরিচয়ও দেন নাই।

॥ কবিপরিচিতি ও গ্রন্থরচনাকাল ॥

গোপালবিজয়ে[১] কবির আত্মবিবরণীতে এইমাত্র জানা যায়, সিংহবংশোদ্ভব কবির নাম দৈবকীনন্দন, উপাধি কবিশেখর, পিতা চতুর্ভুজ, মাতা হীরাবতী[২]। এই কাব্যরচনার পূর্বে গ্রন্থকার 'গোপালচরিত' মহাকাব্য, গোপালের 'কীর্তন-অমৃত' ও 'গোপীনাথবিজয়' নাটক লিখিয়াছিলেন।

সাধারণতঃ সিংহ উপাধি হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থের; কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে সিংহ-উপাধিক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অপেক্ষা কায়স্থের[৩] সংখ্যাই বেশী, আমাদের কবিও খুব সম্ভব কায়স্থই ছিলেন; কারণ পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁহার অনাস্থার ভাব লক্ষ্য করা যায় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি-সমূহে:—

সহজেই কলিকালে মুরুখ আপার।
পণ্ডিত জনের হব বিরল প্রচার ॥
অশেষ প্রবন্ধ করে লোক ভাণ্ডিবারে।
নানা পরকারে পৌসে নিজ পরিবারে ॥
হেনমতে কলিকালে পণ্ডিতের বেহারে।
নরদেহ ধরি জেন বুলে অহংকারে ॥ পৃ ৬

পরলোক উপরহি কেহ নাহি ডরে।
বিপ্র বহি কেহো চিত হস্ত নাহি করে ॥ পৃ ৭৮

কবির জন্মভূমির উল্লেখও কোথাও নাই; তবে গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণে অনুমান, কবি ছিলেন রাঢ়ের অধিবাসী; কারণ রাঢ় অঞ্চলের উপভাষা গ্রন্থে প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলের অধুনা প্রচলিত অপ্রচলিত বহু শব্দ আলোচ্য গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়; ইহাদের মধ্যে এরূপ অনেক শব্দ আছে, যাহাদের অর্থনির্ণয় এই অঞ্চলের ভাষা-ভাষী অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

রাঢ়ের লাল মাটির কথা সর্বজন-বিদিত। গোপালবিজয়ে উক্ত লাল মাটির প্রসঙ্গ একাধিক বার পাওয়া যায়;—

১ পৃ ৮

২ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কবিশেখরের মাতা 'হীরাবতী' স্থানে 'হরাবতী' পড়িয়াছেন; গোপালবিজয়কে নাটক বলিয়াছেন; কিন্তু কবিকৃত অন্যতম গ্রন্থ 'গোপীনাথবিজয়' নাটকের নামোল্লেখ করেন নাই; দ্র. ব. সা. প, পৃ ৮৪০

৩ ব. শ, পৃ ২৯৭৯; প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ওড়িষ্যায় অনেক কায়স্থের সিংহ উপাধি আছে।

চন্দন-অভাবে গাএ মাখ রাঙ্গা ধুলি।
ডোমখোলা হেন বাঁশী বাহ কুলি কুলি ॥ পৃ ২৮৯

বনে বসি রাঙ্গা ধুলা মাখে সব গাএ।
গোআলাছাওাঁল-মাঝে বলীআর বোলাএ ॥ পৃ ৩০৪

মনে হয়, এই 'রাঙ্গা ধুলা' রাঢ় অঞ্চলেরই ; সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, কবির জন্ম রাঢ়দেশে ; তবে রাঢ়ের কোন্ অঞ্চলে তাহা সঠিক বলিবার উপায় নাই।

গোপালবিজয়-রচনার পূর্বে কবিশেখর যে তিনখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে তিনি পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই ; এই হেতু কবি পরে পাঁচালিতে গোপালবিজয় রচনা করেন। এই উক্তিতে[১] মনে হয়, পাঁচালিকাব্যপ্রণয়নের পূর্বে তিনি সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।[২] সংস্কৃতে যে কবির অসাধারণ দক্ষতা ছিল তা গোপালবিজয়-পাঠেই ধরা পড়ে। ভাগবতপুরাণ, নৈষধচরিত, অভিজ্ঞানশকুন্তলাদি সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত গোপালবিজয়ের কবি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন, প্রস্তুত গ্রন্থেই তাহার প্রচুর নিদর্শন আছে। স্বামিগৃহে যাত্রার পূর্বে দৈবকীর প্রতি কংসের উপদেশবাণী[৩] পতিগৃহ-গমনকালে শকুন্তলার প্রতি মহর্ষি কণ্বের উপদেশ[৪] স্মরণ করায় ; ব্রজের গোপীগণকৃত মথুরায় কৃষ্ণের নিকট দূতীপ্রেরণ-প্রসঙ্গে কামকলার প্রতি রাধার নির্দেশে[৫] নৈষধচরিতকাব্যে[৬] হংসের প্রতি ভৈমীর অনুরোধের ভাব বর্তমান। এতদ্ব্যতীত ভাগবত পুরাণাদির সহিত কবির যে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছিল তা গোপালবিজয়ের প্রায় প্রতিপৃষ্ঠায় নিদর্শন রহিয়াছে। অলংকারশাস্ত্রে বৈদগ্ধ্য কবির অন্যতম বিশিষ্ট পরিচয় ; গ্রন্থে প্রায় সর্বত্র ইহার প্রমাণ আছে।

সম্ভবতঃ কবি ছিলেন গোপালমন্ত্রে[৭] দীক্ষিত পরম বৈষ্ণব। সংস্কৃতে ও বাংলায় রচিত তাঁহার প্রায় সমস্ত গ্রন্থই গোপালসম্পর্কে লিখিত। সংস্কৃতে রচিত তাঁহার কাব্য বা নাটক আমরা দেখি নাই ; তবে গ্রন্থের নামসংজ্ঞায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গোপাল বা কৃষ্ণের যশঃশিখায় গ্রন্থগুলি সমুজ্জ্বল। পাঁচালিকাব্য গোপালবিজয়ে কবি একমাত্র নারায়ণকে[৮] পুনঃপুনঃ বন্দনা[৯] করিয়াছেন। বিভিন্ন দেবদেবীর উপর নারায়ণের প্রাধান্যই উপস্থাপিত হইয়াছে নানা উপমা ও উৎপ্রেক্ষায়।[১০]

---

১ গো বি, পৃ ৭-৮

২ অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় 'কীর্তন অমৃত' বাংলায় লিখিত 'রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী' এবং দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'সঙ্গীতমালা' বলিয়াছেন। দ্র. বা. সা. ই, পৃ ২১৪ এবং ব. সা. প, পৃ ৮৪০-১

৩ গো. বি, পৃ ১৮ ৪ শ, ৪।১৮ ৫ গো. বি, পৃ ৩২১-৩ ৬ ৩।৮২-৯৬ ৭ বৃ. ত, পৃ ১৮৭ এবং পু, (২য় খণ্ড) পৃ ৬৯৫ ৮ নারায়ণীয় উপাসনা অতিপ্রাচীন ; দ্র. হি. বৈ. এফ, পৃ ২

৯ গো. বি, পৃ ৫-৬ ১০ ঐ ঐ

আত্মবিবরণী হইতে কবির আবির্ভাব-সময় ও গ্রন্থরচনা-কাল জানা যায় না। এ-বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা পূর্বে হইয়াছে। দীনেশ বাবুর মতে, গোপালবিজয়ের রচনাকাল সপ্তদশ শতক[১]। কবিশেখর ষোড়শ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, বলিয়াছেন অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে[২]। কাহারও অনুমান, দৈবকীনন্দন সিংহ মহাপ্রভুর সমসাময়িক অন্যতম বিখ্যাত পদকর্তা।[৩] কালিদাস রায় মহাশয় 'দৈবকীনন্দন কবিশেখরকে' সপ্তদশ শতাব্দীর কবি বলিয়াছেন; তবে এই কালনির্ণয়ে তিনি যে একেবারে নিঃসন্দেহ নহেন, তাহা তাঁহার উক্তি[৪] হইতেই জানা যায়। অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন, বৈষ্ণব ধর্মের আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাকে স্ফীত করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন যে সমস্ত কবি, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিশেখর রায়।[৫] ঘোষ মহাশয়ের উক্তিতে বুঝা যায়, কবিশেখর ষোড়শ শতাব্দীর কবি। এক্ষণে উক্ত আলোচনাসমূহে ইহাই প্রতীয়মান হয়, কবিশেখরের আবির্ভাবকাল-সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সমালোচকগণ একমত নহেন।

গোপালবিজয় ভাগবতের অনুসরণে রচিত। ভাগবতের অনুবাদকাল-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করিলে গোপালবিজয়ের কবি-সম্বন্ধে আরও কিছু জানা যাইতে পারে এবং তাঁহার গ্রন্থের রচনাকালনির্ণয়েও বিশেষ সহায়তা হইবে, মনে করি।

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই ভাগবতের[৬] অনুবাদে কাব্যসৃষ্টি হইতে থাকে এবং উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহার জের চলে। এইরূপে প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া (১৪৭৩-৪ খৃষ্টাব্দে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৩১-২ খৃষ্টাব্দে রচিত দ্বিজ রামকুমারের ভাগবতের পদ্যানুবাদ পর্যন্ত[৭]) নানা কৃষ্ণলীলাকাব্য রচিত হইয়াছে। এই কৃষ্ণলীলাকাব্যগুলি প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর—এই দুই বিশিষ্ট ধারায় বহমান। চৈতন্যোত্তর যুগে লিখিত কৃষ্ণলীলাকাব্যে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গোবিন্দ আচার্যের কৃষ্ণমঙ্গল, রঘুপণ্ডিতের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী, মাধব আচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, 'দুঃখী' শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল ইত্যাদি কাব্যগুলি যে চৈতন্যদেবের সময়ে অথবা তাঁহার পরবর্তী কালে রচিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে[৮]। রূপ

১ ব. সা. প, পৃ ৮৪০-১ ২ পৃ ২১৪ ৩ প্রা. বা. সা. ই, পৃ ৩৯৭ ৪ প্রা. ব. সা, পৃ ২১০

৫ বা. সা, পৃ ১১৬

৬ ভাগবত-সম্বন্ধে ফারকুহার বলেন, পুরাণখানি দ্রাবিড়দেশে রচিত এবং ইহার রচনাকাল ৯০০ খৃষ্টাব্দের পরে নহে; কিন্তু এ-বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনার অবকাশ আছে, বলেন অধ্যাপক সুশীলকুমার দে মহাশয়; দ্র. হি. বৈ. এফ, পৃ ৫

৭ বা সা. ই, পৃ ৮৯৯ ৮ বা. সা. ই, পৃ ২০৪-২২

গোস্বামীর অনুসরণে ভাগবতোক্ত কাহিনীর অনুবর্তন সপ্তদশ শতকে রচিত কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ; দান ও নৌকা লীলা একেবারে পরিত্যক্ত না হইলেও আদি রসের মাতামাতি অনেক কমিয়া গিয়াছিল। সুবলমিলন, গোপীগোষ্ঠ ইত্যাদি কয়েকটি নূতন মিলনকাহিনী কৃষ্ণলীলার মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। ধীরে ধীরে কাব্যে ভক্তিরস গৌণ হইয়া আসে।[১] এই সময় কৃষ্ণলীলাকাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ভবানন্দের হরিবংশ, পরশুরাম চক্রবর্তীর কৃষ্ণমঙ্গল, অভিরাম দাসের গোবিন্দবিজয়,[২] ঘনশ্যাম দাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস,[৩] যশশ্চন্দ্রের গোবিন্দবিলাস ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ[৪]। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণলীলাকাব্য সপ্তদশ শতকের ধারাই অনুসরণ করিয়াছে, তবে লুকোলুকি খেলা, রাখালরাজা খেলা ইত্যাদি[৫] কতকগুলি অর্বাচীন নূতন কাহিনী, কৃষ্ণলীলাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য হইতেছে বলরাম দাসের কৃষ্ণলীলামৃত, 'দ্বিজ' রমানাথের শ্রীকৃষ্ণবিজয় ইত্যাদি[৬]। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃষ্ণলীলার বর্ণনায় দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডের সহিত বিদেশিনী-মিলন, মান ইত্যাদি কাহিনী এবং কৃষ্ণলীলার আখ্যায়িকা লইয়া ছোট বড় অনেক কাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'দ্বিজ' রামকুমার-রচিত ভাগবতের পদ্যানুবাদ, জয়রামের উদ্ধবসংবাদ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাধাকৃষ্ণবিলাস' ইত্যাদি[৭]।

উপরি-উক্ত চৈতন্যপরবর্তী নানা কৃষ্ণলীলাকাব্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ গোপালবিজয়ে একেবারেই নাই। এই গ্রন্থ চৈতন্যোত্তর কালে রচিত হইলে ইতিপূর্বে আলোচিত বৈশিষ্ট্যসমূহ ও ভাবধারা কাব্যে নিশ্চয়ই পরিলক্ষিত হইত ; কিন্তু গ্রন্থে তাহার একান্তই অভাব। পক্ষান্তরে, প্রাক্-চৈতন্যযুগের কৃষ্ণলীলা-কাব্যের বিশেষত্বই গ্রন্থে পরিস্ফুট ; নিম্নে প্রমাণাবলী প্রদত্ত হইল,—

প্রাক্-চৈতন্যযুগে কাব্যগ্রন্থের বন্দনাংশে মানুষের কোনো স্থান নাই ; না থাকাই স্বাভাবিক ; কারণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে সাহিত্যে মানবিকতার বোধ জন্মে নাই। মানুষ ও দেবতার অতিনৈকট্য ঘটে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অভ্যুদয়েরই ফলে। ইহার পূর্বে দেবতার ছিল একচ্ছত্র অধিকার। গোপালবিজয়ের বন্দনাংশে[৮] এই সত্যই পরিলক্ষিত। শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও[৯] ইহার প্রমাণ আছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ইত্যাদি চৈতন্যপরবর্তী গ্রন্থের বন্দনাংশে চৈতন্যদেব ও তাঁহার সেবক ভক্তগণ এবং নদনদীর উল্লেখ আছে ;

১ বা. সা. ই., পৃ ৪২৬ ২ বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত ; দ্র. পুঁ. প., পৃ ৮০ ৩ বা. সা. ই., পৃ ৬০৮
৪ ঐ, পৃ ৪২৬-৩৬ ৫ ঐ, পৃ ৬১৭ ৬ ঐ, পৃ ৬১১ ৭ বা. সা. ই., পৃ ৮৯৯-৯০২
৮ পৃ ৫-৬ ৯ পৃ ১

কিন্তু গোপালবিজয়ে চৈতন্যদেব বা তাঁহার ভক্তবৃন্দের কোনো উল্লেখ নাই।[১] ভবানন্দের হরিবংশে এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম থাকিলেও কাব্যগ্রন্থখানি যে চৈতন্যপরবর্তী কালে রচিত, তাহার অন্য প্রমাণ আছে।[২]

চৈতন্য-পরবর্তী বাংলা কাব্যে রাধা প্রথম হইতেই কৃষ্ণগতপ্রাণা, কিন্তু গোপালবিজয়ে রাধার সে ভাব কখনও দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ রাধাচরিত্রই লক্ষিত হয় গোপালবিজয়ে।

গোপালবিজয়ে গুরুবন্দনা নাই। প্রাক্-চৈতন্যযুগীয় বৈষ্ণব গ্রন্থের ইহাও অন্যতম লক্ষণ; কারণ শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও[৩] অনুরূপ ধারাই বহমান। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষণীয়, গোপালবিজয়ের বন্দনাংশে কেবলমাত্র নারায়ণের[৪] উল্লেখ আছে। এই নারায়ণীয় উপাসনা অতিপ্রাচীন।[৫]

ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে বৈষ্ণবগণ প্রধানতঃ গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন[৬] এবং আলোচ্য গ্রন্থের কবিও যে ঐ মন্ত্রের উপাসক, ইহার অনুমানসাপেক্ষে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং প্রস্তুত গ্রন্থের নমস্কার এবং কাব্যের নামকরণে 'গোপাল' শব্দ থাকায় গোপালবিজয়ের প্রাচীনত্বই দ্যোতিত হয়।

গোপালবিজয়ে অনেক রাগরাগিণী আছে। গ্রন্থের অধ্যায়বিভাগ হইয়াছে সাধারণতঃ এই রাগরাগিণীতে। চৈতন্যপূর্ববর্তী গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও এই ধারাই পরিলক্ষিত। এই প্রাচীন অধ্যায়বিভাগ-রীতি পরবর্তী কালেও অনুসৃত হইয়াছে।

গোপালবিজয়ে[৭] বড়াইর যে রূপবর্ণনা আছে, তাহা জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণ-(ন) রত্নাকর-ধৃত কুট্টনীর প্রতিচ্ছায়া।[৮] বর্ণরত্নাকর চতুর্দশ শতকে রচিত; সুতরাং এই বিষয়েও গোপালবিজয়ের প্রাচীনত্ব দ্যোতনা করে। বলা বাহুল্য, বড়াই-সম্পর্কে এই বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গোপালবিজয় ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ।

দ্বাদশ শতাব্দীতে[৯] রচিত জয়দেবের কাব্যগীতির মতো[১০] গোপালবিজয়েও প্রধানতঃ

---

১ গোপালবিজয়কার 'বৈষ্ণব-চরণরেণু করিঞা হৃদএ…' ইত্যাদি স্বয়ং উক্তি করিয়া বৈষ্ণবের চরণধূলি প্রার্থনা করিয়াছেন গ্রন্থারম্ভে (পৃ ৮)। তিনি নিশ্চয়ই বৈষ্ণব সমাজকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। সুতরাং গোপাল-বিজয়কার কবিশেখর 'অপাঙক্তেয় জয়গোপালের দলভুক্ত' কখনই নহেন; দ্র. বা. সা. ই, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ ৪৫৪

২ বা. সা ই, পৃ ৪২৭-৯; হ. ব (ভা), পৃ ৩৸৴০ ৩ পৃ ১ ৪ গো. বি, পৃ ৫-৬ ৫ হি. বৈ. এফ, পৃ ২

৬ বা. সা. ই, পৃ ২০৫; প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা মুকুন্দরামের পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র গোপালের উপাসক ছিলেন; দ্র. ক. চ, পৃ ২৪

৭ পৃ ১২৬-৭ ৮ বা. সা. ই, পৃ ২০০ ৯ বি. সা, পৃ ১৪; হি. বৈ. এফ, পৃ ৭ ১০ বি. সা, পৃ ২৫

তিনটি পাত্র-পাত্রী—কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই। ইহাদের মধ্যে দ্বিসংলাপময় গীতপদ্ধতির[১] পরিচয় পাওয়া যায়।[২] এই গীতপদ্ধতিকে 'লগনী' বলে। ইহা প্রাচীনত্ব-দ্যোতক; জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণরত্নাকরে এইরূপ 'লগনীনাচো' উল্লিখিত আছে।[৩] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে[৪] লগনীর পরিচয় অনেক। গোপালবিজয়েও এই ধরণের পদ্ধতি থাকায় কাব্যের প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যায়।

গোপালবিজয়ের ভাষার মধ্যেও সুপ্রাচীনত্বের প্রকাশ আছে। আসিহে (২২০), করিহে, (২৬৮) বলিহে, (২৩১) বুলিহে (১৪৯) ইত্যাদি পদের প্রয়োগ পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে আর দেখিতে পাওয়া যায় না, প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ইহাই অভিমত। (দ্র. ও. ডি. বি. এল, পৃ ৯৬৪-৫)

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যবিভূতিভগবত্তা-প্রদর্শনই ছিল প্রাক্-চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রধান ধারা[৫]। বৃন্দাবনলীলার অন্তর্গত শৃঙ্গারলীলার ধারাও অব্যাহত ছিল। শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণের বহু নিদর্শন চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব মহাজনগণের রচনায় পাওয়া যায়; কিন্তু গোপালবিজয়ে আত্মসমর্পণের অথবা আত্মবিসর্জনপরায়ণতার[৬] নমনীয় ভাবের কোনো আভাস নাই; পক্ষান্তরে, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য, বিভূতি ও ভগবত্তাই সুপ্রকট।

ভগবানের মধুর ভাবের উপাসনায় ব্রজগোপীর ভাবের মধ্য দিয়া অথবা মঞ্জরী-আদি সখার অনুগ হইয়া সখীসুলভ সেবাধর্মের যেরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন চৈতন্যোত্তর যুগে লক্ষিত হয়,[৭] গোপালবিজয়ে তাহার কোনো ইঙ্গিত নাই।

গোপালবিজয় চৈতন্যোত্তর যুগে রচিত হইলে তৎসাময়িক বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের প্রভাব ইহাতে পড়িত; কিন্তু কাব্যে তাহার কোনো প্রকাশ নাই; উপরন্তু তাহার বিরুদ্ধ ভাবই বর্তমান। গোপালবিজয়ে কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধিকাই বয়সে বড়[৮]; (দ্র. পৃ ৫৪-৫ এবং ৬০)। ইহা চৈতন্যপরবর্তী যুগের বৈষ্ণব কাব্যে কখনও দেখা যায় না। এই বিষয়ে কবিশেখর জয়দেবের গীতগোবিন্দ অথবা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ[৯] অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং গোপালবিজয়-রচনাকালে শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুশাসন রচিত হয় নাই, ইহা মানিয়া লইলে গোপালবিজয়ের সুপ্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়।

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলেন, চৈতন্যদেবের পূর্বে যে মধুররস-প্রধান

---

১ বা. সা. ই, পৃ ১৭০ ২ গো বি, পৃ ১০১, ১৬৫-৬ ৩ বি. সা, পৃ ২৬ ৪ পৃ ১০, ১৬, ১৮ ইত্যাদি ৫ প্রা. ব. সা, পৃ ১৯২ ৬ বৈ. সা. প্র, পৃ ১৬ ৭ শ্রী. ভ, পৃ ১৭-২২

৮ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ রাধিকাকে বলিয়াছেন যে তিনি বয়সে রাধা অপেক্ষা বড়; কিন্তু রাধা আবার কৃষ্ণকে বলিয়াছেন, 'এভোঁ তোঁ নাহিঁ ঘুচে তোর মুখে দুধবাস।' রাধিকার এই উক্তিতে মনে হয় কৃষ্ণই বয়সে ছোট; দ্র. শ্রী. কী, পৃ ১৬, ৩৭ ৯ দ্র. ব্র. বৈ, পৃ ৩২৮, ৩৩৪-৯

আসল নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। সুতরাং সমাসবদ্ধ পদ 'কবিশেখরই' গ্রন্থকর্তার প্রকৃত উপাধি। ইহার অনুকূলে প্রমাণ পাইতেছি গ্রন্থের প্রারম্ভে সংস্কৃতে রচিত শ্লোকে[১] ও কবির আত্মপরিচয়ে[২]। গ্রন্থকর্তা স্বয়ং বলিয়াছেন, 'শ্রীকবিশেখর'; সুতরাং 'শ্রী' পূর্বে থাকায় 'কবি' ও 'শেখর' পৃথক পদ হওয়া অসম্ভব। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য, 'শ্রীকবিশেখর এতাং' বাক্যাংশটি ব্যাকরণশুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে 'কবি' ও 'শেখর' পৃথক করিলে হওয়া উচিত ছিল 'কবিঃ শ্রীশেখর এতাং'। সুতরাং এই দিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যায়, কবির উপাধি কখনও শেখর, রায়শেখর বা শেখর রায় নহে, প্রকৃত উপাধি কবিশেখর। অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে,[৩] 'কবিশেখর-রায়'[৪] দৈবকীনন্দন সিংহের ছদ্মনাম। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য, 'কবিশেখর-রায়' হইলে 'কবিশেখর' উপাধি হয় না, নাম হইয়া পড়ে। 'শেখর রায়' বা 'রায় শেখর' একই কথা। 'কবি শেখর রায়' হইলেও 'শেখর রায়' নাম হয়। সুতরাং 'কবিশেখর'ই গোপালবিজয়কারের প্রকৃত ভনিতা। পদরচয়িতা শেখর, কবি শেখর, কবি শেখর রায়, শেখর রায়[৫] ইত্যাদি নামের সহিত গোপালবিজয়কার কবিশেখরের গোলমাল হইয়া গিয়াছে। একটি নিদর্শনও প্রদত্ত হইল,—

অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর (১ম খণ্ড, ১ম প্রকাশ) গোপালবিজয়-প্রসঙ্গে পাদটীকায় লিখিত আছে,—

শেখরে যে কহে গোপালবিজয়ে
শুনিতে অতি রসাল।
সব বেদসারে বুঝাহ সংসারে
তর সুখে কলিকাল ॥

কিন্তু উক্ত গ্রন্থের পরবর্তী কোনো সংস্করণে এই উদ্‌ধৃতি আর নাই। ইহাতেই সুস্পষ্ট, গোপালবিজয়-প্রসঙ্গে উক্ত উদ্‌ধৃতি প্রামাণিক নহে। কারণ আসল পাঠ হইতেছে,—

গোপালবিজঅ কবিশেখর কঅ
শুনিতে পরম রসালে।
সকল বেদের সার ব্রহ্ম অবতার
তঁর দুতর কলিকালে ॥ দ্র. গো. বি, পৃ ৫৩

১ গো. বি, পৃ ৫ ২ ঐ, পৃ ৮ ৩ বা. সা. ই, পৃ ২১৪
৪ 'কবিশেখর' শব্দের অর্থই 'কবিশ্রেষ্ঠ'; সুতরাং পুনরায় 'রায়' শব্দের কোনো সঙ্গত অর্থ কি পাওয়া যায়?
৫ প. ক, পৃ ৩০, প. মে, [দ্র. পুঁ প, পৃ ১৬২-২১০]; প. ক (১ম), পদসংখ্যা, ১০৬, ১৬০, ৯৮০ ইত্যাদি

গোপালবিজয়ে 'শেখর' বা 'শেখর রায়' ভনিতা কোথায়ও পাওয়া যায় না; শুধু একটিবার 'রায়শেখর'[১] ভনিতা পাওয়া গিয়াছে। আটখানি পুঁথির মধ্যে একটি পুঁথিতে মাত্র একবার 'রায়শেখর' ভনিতা পাওয়া গেলেই উহা কবিশেখর দৈবকীনন্দনের সঙ্গে অভিন্ন বলা মোটেই সংগত নহে।

অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'বাংলা সাহিত্য' নামক গ্রন্থে[২] গোপালবিজয়-গ্রন্থকর্তার নাম পদকর্তা 'কবিশেখর' বা 'রায়শেখর' বলিয়াছেন; কিন্তু পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, 'কবিশেখর' ও 'রায়শেখর' এক ব্যক্তি নহেন।

কেহ কেহ বলেন, কবিশেখর, শেখর, রায় শেখর, শেখর রায় একই কবির ভনিতা এবং কবি রঘুনন্দনের শিষ্য কারণ রচনাংশে রঘুনন্দনের বন্দনা করা হইয়াছে। গোপাল বিজয়কার কবিশেখরকেও রঘুনন্দনের শিষ্য বলা হইয়াছে; কিন্তু এই ধারণা একেবারে ভ্রান্ত; কারণ গোপালবিজয়ের বন্দনাংশে রঘুনন্দনের কোনো উল্লেখ নাই। বন্দনায় গোপালবিজয়কার দৈবকীনন্দন সিংহ একমাত্র নারায়ণকে নমস্কার জানাইয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অন্য কোনো দেব-দেবতা, অবতার, মহাপুরুষ বা বৈষ্ণব ভক্ত প্রভৃতি কাহারও বন্দনা নাই।

আবার কাহারও অনুমান, গোপালবিজয়ে কবিশেখরের গুরু রঘুনন্দনের বন্দনা না থাকার কারণ হয়ত কবি গ্রন্থরচনার পরে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ-প্রসঙ্গে বক্তব্য, কবিশেখরের গোপালবিজয় কবির রচিত চতুর্থ এবং খুব সম্ভব শেষ গ্রন্থ। এই সময় কবির নিশ্চয়ই যথেষ্ট বয়স হইয়াছিল; তিনি বৃদ্ধ বয়সে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ইহাই বা নিশ্চিতরূপে বলা যায় কি করিয়া?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'রায়শেখরের পদাবলী' নামক গ্রন্থে[৩] কবিশেখর-ভনিতার প্রায় পঞ্চাশটি পদ আছে; উহাদের মধ্যে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদও (সংখ্যা ২৩৪, ২৩৬, ২৪৬) বর্তমান। প্রায় সমস্ত পদই ব্রজবুলিতে লেখা। উক্ত পদাবলীসংকলন-গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয় মনে করিয়াছেন যে কবিশেখর, কবি শেখর, শেখর, রায়শেখর, শেখর রায়, কবি শেখর রায় ইত্যাদি ভনিতার পদ একই ব্যক্তির। এখানে লক্ষণীয়, কবিশেখরের পদগুলি প্রায়ই ব্রজবুলিতে লিখিত; এমন কি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলিও প্রায় ব্রজবুলির পর্যায়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহের গোপালবিজয়ে কোথাও ব্রজবুলির নামগন্ধ নাই। যে-কবিশেখর পদাবলীরচনায় গৌরাঙ্গদেবের নৃত্যাদি-লীলা, ঐশ্বর্য ও

১ দ্র. পাঠান্তর, পৃ ২৫৮ ২ পৃ ১১৭ ৩ প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫ খৃঃ-এ

মাধুর্য বিষয়ক পদ লিখিয়াছেন, তিনি যদি গোপালবিজয়কার কবিশেখরের সঙ্গে অভিন্ন হইতেন, তবে গোপালবিজয়ে কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই গৌরাঙ্গদেবের উল্লেখ থাকিত; অথবা তাঁহার ঐশ্বর্য বা মাহাত্ম্য বিষয়ক বর্ণনা গ্রন্থে নিশ্চয়ই স্থান লাভ করিত বা তাহার আভাস থাকিত। সুতরাং পদাবলীকার কবি শেখর এবং গোপালবিজয়ের কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ কখনও এক ব্যক্তি নহেন। তবে পদাবলীর দুই একটি স্থানে গোপালবিজয়ের ছত্রাংশের যে মিল দেখা যায় তাহা পদাবলীর উপর গোপাল-বিজয়েরই প্রভাবজাত। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে,—

বৃন্দাবন ভরি সব রসের বাদলে।
তাহে প্রেমতরঙ্গেতে অধিক উথলে॥ গো. বি, পৃ ৩৩৫

বৃন্দাবন ভরি রসক বাদর
কবিশেখর রস গায়॥ রায়শেখরের পদাবলী, সংখ্যা ৫১

তবে কৃষ্ণ হাসিঞাঁ ডাকিল চন্দ্রমুখী।
হেঠমাথে রহে গোপী ভূমো নখ লেখি॥
জত জত আরতিকে ডাকে গোপীনাথে।
ততেক লজ্জাএ গোপী রহে হেঠমাথে॥ গো. বি, পৃ ২২৩

যব পহুঁ কহলহি লহু লহু বাত।
তবহুঁ কয়ল ধনি অবনত মাথ॥ রায়শেখরের পদাবলী, সংখ্যা ৩৬

অষ্টকালীয় দণ্ডাত্মিকা পদাবলীর রচয়িতা কবিশেখর নামে একজন পদকর্তার খ্যাতি আছে[১]; ভনিতায় শেখর, শেখর রায়, কবি শেখর, রায়শেখর পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে শেখর ভনিতার পদই বেশী[২]। এতগুলি ভনিতার মধ্যে কোন্‌টি পদকর্তার প্রকৃত নাম, তাহা হঠাৎ নির্ণয় করা অসাধ্য; কিন্তু সযত্ন অনুধাবনেই স্পষ্ট প্রতীয়মান, পদকর্তার আসল নাম 'শেখর', 'রায়' উপাধি ও 'কবি' বিশেষণ; কিন্তু গোপালবিজয়ের কবির নাম দৈবকীনন্দন সিংহ এবং 'কবিশেখর' তাঁহার উপাধিমাত্র—ইহা গ্রন্থকর্তার স্বকীয় উক্তি[৩]।

১ বা. সা. ই, পৃ ২১৮ ২ দ্র. অ. দ. প ৩ গো. বি, পৃ ৮

উপরন্তু, গোপালবিজয়ের কবি ও দণ্ডাত্মিকাপদাবলীকার অভিন্ন হইলে কাব্যগ্রন্থে কোথাও না কোথাও 'শেখর', 'শেখর রায়' বা 'রায়শেখর'[১] ভনিতা পাওয়া যাইতই।

ইহাও উল্লেখযোগ্য, গোপালবিজয়কারের উক্তিতে তৎকর্তৃক ইতিপূর্বে রচিত তিনখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে আত্মবিবরণী-অংশে; কিন্তু দণ্ডাত্মিকা পদাবলীর কোনোই উল্লেখ নাই। তিনি পদাবলী লিখিলে নিশ্চয়ই গোপালবিজয়ে উহা উল্লেখ করিতেন। প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন, কবি হয়ত পরে দণ্ডাত্মিকা পদাবলী লিখিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, উক্ত পদাবলীতে কি গোপালবিজয়কারের অন্যান্য গ্রন্থগুলির উল্লেখ আছে? গোপালবিজয় লিখিবার সময় কবি ইতিপূর্বে রচিত তিনখানি গ্রন্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন উক্ত গ্রন্থমধ্যে এবং চতুর্থ গ্রন্থ কেন তিনি লিখিলেন, তাহারও কারণ প্রদত্ত হইয়াছে। দণ্ডাত্মিকা পদাবলী যদি তিনি পরে লিখিতেন তবে স্বাভাবিক অভ্যাস-অনুসারে তিনি পূর্ব-রচিত গ্রন্থগুলির উল্লেখ নিশ্চয়ই করিতেন; অথবা পদাবলীরচনার উদ্দেশ্য বর্ণনাকালে ঐগুলির কিছু আভাস দিতেন; কিন্তু দণ্ডাত্মিকা পদাবলীতে এই বিষয়ে কোনই ইঙ্গিত নাই। উপরন্তু পদাবলীতে শেখর, শেখর রায়, কবি শেখর রায়, রায়শেখর, কবি শেখর ইত্যাদি নানা ভনিতা রহিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে 'শেখর' ভনিতার পদই বেশী। অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গোপালবিজয়কার ও দণ্ডাত্মিকা পদাবলীর কবিকে অভিন্ন বলা সঙ্গত নহে। বলা বাহুল্য, গোপালবিজয় ও দণ্ডাত্মিকা পদাবলীর ভনিতায় কোনো সাদৃশ্য নাই। ইহাও অসম্ভব নহে, গোপালবিজয়কার 'কীর্তন-অমৃত' নামে স্বরচিত যে গ্রন্থখানির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বাংলায় রচিত হইলে সম্ভবতঃ উহাই পদাবলী। সুতরাং পৃথক গ্রন্থ দণ্ডাত্মিকা পদাবলীর কবি শেখর বা কবি রায়শেখরের সঙ্গে গোপালবিজয়কার কবিশেখরের অভিন্নত্বস্থাপন সমীচীন নহে।

কালিদাস রায় মহাশয় বলেন, 'কবি শেখর রায় যে কবি রায়শেখর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রায় শব্দেই তাহার প্রমাণ'[২]। সুতরাং ইহা নিশ্চিত অনুমেয়, গোপালবিজকার ও অষ্টকালীয় দণ্ডাত্মিকার পদকর্তা অভিন্ন নহেন। এই অনুমানের অনুকূলে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মন্তব্যও পাইতেছি। তিনি বলেন, "বঙ্গদেশে শেখর রায়, রায় শেখর বা কবিশেখর নামে একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা প্রাদুর্ভূত হইয়া বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীতে বহু উৎকৃষ্ট পদরচনা ও সম্পূর্ণ স্বরচিত পদাবলীর দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্য ব্রজলীলার বর্ণনাবিষয়ক 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভনিতার 'কবিশেখর' শব্দটি তাঁহার উপাধি না হইয়া নামের সহিত প্রযুক্ত 'কবি' বিশেষণ

---

১ এই ভণিতা 'ক. খ' পুঁথিতে একবার পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু আদর্শ ও অন্যান্য পুঁথিতে কোথাও নাই দ্র. পাঠান্তর, পৃ ২৫৮   ২ প্রা. ব. সা, পৃ ২৫৮

বলিয়াই বিবেচনা হয়"[১]। সুতরাং সতীশবাবু ও কালিদাস বাবুর মতের আনুকূল্যে ইহাই অনুমিত, দণ্ডাত্মিকাপদাবলীকার হইতেছেন কবি শেখর রায় বা কবি রায়শেখর; কিন্তু কবিশেখর কখনই নহেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, 'কবিরত্নাকর' বা 'কবিভূষণ' উপাধিতে 'কবি' শব্দটি পৃথক পদ নহে, উহা 'রত্নাকর' বা 'ভূষণ'-এর সহিত সমাসবদ্ধ। অতএব গোপালবিজয়কারের 'কবিশেখর' উপাধি একটি সমাসবদ্ধ পদ; 'কবি' ও 'শেখর' পৃথক পদ করিবার হেতু নাই। গ্রন্থকর্তা ও পদাবলীকার যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহার সমর্থনেও প্রমাণ পাওয়া যায় কাব্যরচনার উৎকর্ষ ও পদাবলীর ভাষা আলোচনায়। কাব্যের ভাষা বহু প্রাচীন, পদাবলীর ভাষা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। পদাবলীতে এমন সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা আধুনিক বলা চলে, প্রাচীনত্বের কোনো ছাপ তাহাতে নাই; কিন্তু গোপালবিজয়ে ঐরূপ শব্দ কুত্রাপি দেখা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু উদ্‌ধৃত হইল,—

লুচি, পুরি, সরভাজা, সরপুরি, মণ্ডা, পক্কান্ন, মতিচুর, লড্ডুকা, মিছরি, আম্রের আচার, ঘি, বলিহারি, চিরণী, ঘাম, ঘরকরণ, ছুঁড়ি, চক্ষুর বালি, দুধভাত ইত্যাদি।

সখা-সখীদের নাম—সুবল, মঙ্গল, মধুমঙ্গল, বিশাখা, ললিতা, কুন্দলতা, জটিলা, কুটিলা, ইন্দুলেখা, চিত্রা, রঙ্গদেবী, ধনিষ্ঠা, তুলসী, বৃন্দা, চম্পকলতা ইত্যাদি।

গোপালবিজয়ে ঐ সমস্ত শব্দ এবং সখা-সখীদের নাম কোথাও দেখা যায় না। এক্ষণে রায়শেখর-কৃত পদাবলীর সামান্য পরিচয় দিতেছি,—

দশন মাজনি রসনা শোধনী
থুইল থালিয়ে ভরি।
কর্পূর সহিত মরিচ চূর্ণিত
যতনে করিয়া ধরি॥
নির্ম্মল সলিল, সুগন্ধি শীতল,
পুরিয়া গাগরি ঝারি।
মুখ পাখালিতে সিনান করিতে
বেদির উপরে ধরি॥
গামছা কাচিয়া, সুখান করিয়া,
রাখল পৃথক করি।
এ তৈল আমলা, আনিল শ্যামলা,
থালিয়ে বেলিয়ে ভরি॥[২]

বলা বাহুল্য, এইরূপ রচনা গোপালবিজয়ে একান্তই দুর্লভ।

১ প. ক, পৃ ২০ ২ গ. দ. প, পৃ ৫; রায়শেখরের পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৫ (ইহাতে ব্রজবুলি-পদ প্রচুর, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে কচিৎ মেলে)

রায়শেখর-কৃত অষ্টকালীয় দণ্ডাত্মিকা পদাবলীর সম্পাদক নিত্যানন্দ দাস মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন, '...এই পদকর্তাদের মধ্যে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ, বলরাম কবিরাজ, রায়বসন্ত ও রায়শেখরের পদাবলী সৎসমাজে সম্যক সমাদৃতা; এই পদকর্তাচতুষ্টয় এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, এবং পরস্পরে একভাবাক্রান্তস্বান্তত্ববশতঃ (?) অসীম সৌহার্দ্দশৃঙ্খলায় আবদ্ধ ছিলেন। রায়শেখরের নাম শশীশেখর রায়; ইনি শ্রীমহাপ্রভুর নিঃসীম কৃপাভাজন খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের অন্তেবাসী, ও বৈদ্যজাতি, ইহা মাত্র ইঁহার জীবনতত্ত্ব জানা যায়। কিন্তু ইঁহার পিতার নাম ও জন্মভূমি কোথায় তাহা সম্যকরূপে অপরিজ্ঞাত।' সম্পাদক মহাশয়ের এই উক্তি হইতে জানা যায়, দণ্ডাত্মিকার পদকর্তা রঘুনন্দনের শিষ্য[১]। অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় গোপালবিজয়কার কবিশেখরকেও শ্রীখণ্ডবাসী ও রঘুনন্দনের শিষ্য[২] এবং অষ্টকালীয় দণ্ডাত্মিকার পদকর্তা বলিয়াছেন[৩] কিন্তু এই অনুমান যে ঠিক নহে, তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। উপরন্তু, এই মত খণ্ডন করিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনুলাহিড়ী-অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়। তিনি বলেন '...রায়শেখরের পদের ভাষার সহিত কবিশেখরের ভাষার মোটেই মিল নাই; সেই জন্য 'শাখানির্ণয়োক্ত' রঘুনন্দনশিষ্য কবি শেখর রায় এবং দৈবকীনন্দন সিংহ কবিশেখরকে অভিন্ন মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।' (দ্র. মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, পৃ ২৮০, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৪)

আমাদেরও ধারণা, গোপালবিজয়ের কবি ও দণ্ডাত্মিকার পদকর্তা অভিন্ন হইলে, গ্রন্থকর্তা বন্দনায় নিশ্চয়ই রঘুনন্দনের নামোল্লেখ করিতেন; তিনি পিতামাতার উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু রঘুনন্দনের মতো প্রখ্যাত ও পরম বৈষ্ণব গুরুর নাম করিতে ভুলিয়া যাইতে পারেন না। এ সমস্ত ছাড়া আরও কয়েকটি গুরুতর কথা আছে,—

অষ্টকালীয় দণ্ডাত্মিকা পদাবলীতে রাধাকে ভানুকুমারী, বৃষভানুসুতা বলা হইয়াছে, কিন্তু গোপালবিজয়ে রাধার পিতার নাম 'সুরানন্দ'। (দ্র. গো. বি, পৃ ১৩১)

উক্ত পদাবলী গ্রন্থে গৌরাঙ্গদেবের উল্লেখ ও মহাপ্রভুর ভাবাবেশ-পদ আছে[৪] (দ্র. অ. দ প, পরিশিষ্ট); কিন্তু গোপালবিজয়ে কোথাও মহাপ্রভুর নাম নাই।

পদাবলী আরম্ভ হইয়াছে—'শ্রীগৌরাঙ্গ জয়তি, শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাম্ নমঃ' বলিয়া;

১ প. প, পৃ ২২

২ বিনয় ঘোষ মহাশয় 'রায় শেখর'কে রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়াছেন: দ্র. প. ব. স, পৃ ২৯১

৩ বা. সা. ই, পৃ ২:৮-৯; প. প, পৃ ২২

৪ প্রা. ব. সা, পৃ ২৬০, প. ব. স, পৃ ২৯৫; রা. প, পদসংখ্যা ২২০, ২৩৪ ইত্যাদি

পক্ষান্তরে গোপালবিজয়ে পাই 'নমঃ শ্রীগোপালায়'। বলা বাহুল্য, কোথাও শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের উল্লেখ নাই।

প্রারম্ভে ও শেষে পদাবলীর কবিকে বলা হইয়াছে 'রায়শেখর'; কিন্তু কখনও 'কবি-শেখর' বলা হয় নাই।

এই সমস্ত অমিল থাকা সত্ত্বেও কি বলা সঙ্গত যে অষ্টকালীয় দণ্ডাত্মিকা পদাবলীর কবি রায়শেখর এবং গোপালবিজয়কার কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ একই ব্যক্তি?

গোপালবিজয়ের কবি ও পদাবলীকার তো কখনই এক ব্যক্তি নহেন; বরং গোপাল-বিজয়ের প্রভাব পড়িয়াছে পদাবলীর উপর। পদাবলীতে 'সখীশিক্ষা' ও 'নায়কশিক্ষা' স্পষ্টতঃ প্রভাবিত হইয়াছে গোপালবিজয় দ্বারা। (দ্র. গো. বি, পৃ ২২০-৩ এবং অ. দ. প, পদসংখ্যা ১০৮)

রায়শেখরের নিম্নোক্ত ছত্রাংশও গোপালবিজয়-প্রভাবান্বিত,—

বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর করি —অ. দ. প, পৃ ১৫

তু. গোপালবিজয়—

বৃন্দাবন ভরি সব রসের বাদলে।
তাহে প্রেমতরঙ্গেতে অধিক উথলে॥ পৃ ৩৩৫

বৈষ্ণব পদসমূহের আদি সঙ্কলয়িতা রামগোপাল দাস গোপালবিজয় হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী'-তে। এই সঙ্কলনগ্রন্থে পদকর্তা কবি শেখরের পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। রামগোপাল দাস কোথাও বলেন নাই যে গোপালবিজয়কার কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ এবং পদকর্তা কবি শেখর বা রায়শেখর একই ব্যক্তি। উপরন্তু, তাঁহার পদ-উদ্ধৃতির রীতি ও গ্রন্থে উদ্ধৃতপদের উপস্থাপনা লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে গোপালবিজয়কার কবিশেখর ও পদকর্তা কবি শেখর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উভয়ে এক ব্যক্তি হইলে রসকল্পবল্লী-তে উদ্ধৃত অংশগুলি একত্র এক সঙ্গে একই কবির রচনা বলিয়া রামগোপাল দাস দেখাইতেন; কখনও পৃথক পৃথক ভাবে এবং পৃথক পৃথক শিরোনামায় উল্লেখ করিতেন না। রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী হইতে অংশগুলি তুলিয়া দিলাম বক্তব্যের পরিস্ফুটতার জন্য,—

"গোপালবিজয়ে—

হের দেখ রাধা পক্ক দাড়িম্ব রহয়। মিলিতে চাহে তোমার পয়োধর॥
ফুলে জিনিতে চাহে তোমার অধর। বিজে দশনপাঁতি জিনিবে সকল॥"

[দ্র. সা. প. প. (১৩৩৭), পৃ ১০৭ এবং সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃ ২০৭]

"কবিশেখর—

(ক) বসনে বসনে লাগিবে লাগিয়া একুই রজকে দেয়।
মোর নামের আদি আখর * * * তাই সে যদাই লেয়॥

(খ) কানু বিরস কথি লাগি। কি মোর করম অভাগী॥"

[দ্র. সা. প. প (১৩৩৭), পৃ ১১৩]

উক্ত অংশগুলি পৃথক পৃথক ভাবে উদ্ধৃতির ফলে নিশ্চিত অনুমান করা যায় যে রাম-গোপাল দাস গোপালবিজয়কার কবিশেখর এবং পদকর্তা কবি শেখরকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়াই জানিতেন। আরও উল্লেখযোগ্য, (ক) এবং (খ) উদ্ধৃতিদ্বয় গোপালবিজয়ে নাই। উপরন্তু, (খ) অংশটি ব্রজবুলিতে রচিত। পদকর্তা রায়শেখর বা কবি শেখরের স্থান অমিয়মধুর ব্রজবুলির রচয়িতা গোবিন্দ দাসের পরেই। কবি শেখরের প্রায় সমস্ত পদই ব্রজবুলিতে রচিত; কিন্তু গোপালবিজয়ের রচনায় কোথাও ব্রজবুলির নামগন্ধ নাই। সুতরাং এই হিসাবেও বলা চলে, গোপালবিজয়কার কবিশেখর এবং পদকর্তা কবি শেখর বা রায়শেখর এক ব্যক্তি নহেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেন যে উভয়কে অভিন্ন বলিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না। [দ্র. সা. প. প (১৩৩৭), পৃ ১০৭-১১৩]

রঘুনন্দনের পিতৃব্য নরহরি সরকারের গৌরাঙ্গপূজার প্রবর্তন, গৌরমূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য[১]। ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন বাল্যকাল হইতেই পিতৃব্য নরহরি সকাশে প্রতিপালিত হন[২]। সুতরাং স্বভাবতঃই রঘুনন্দনের উপর নরহরির প্রভাব পড়িবার কথা। রায়শেখর গোপালবিজয়কার হইলে গৌরাঙ্গভক্ত রঘুনন্দনের শিষ্য হইয়া বন্দনায় গৌরাঙ্গ বা চৈতন্যদেবাদির নাম নিশ্চয়ই করিতেন। সুতরাং উক্ত প্রমাণ-সমূহে অনুমান করা যায়, পদকর্তা রায়শেখর ও গোপালবিজয়ের কবি 'কবিশেখর' এক ব্যক্তি নহেন; কবি শেখর, শেখর, রায়শেখর, শেখর রায়ের ভণিতায় পদকল্পতরু-ধৃত পদগুলি দণ্ডাত্মিকা-পদকারের রচিত বলিয়া মনে হয়; কারণ পদকল্পতরু ও দণ্ডাত্মিকা পদসমূহের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে[৩]।

কেহ কেহ অনুমান করেন, কবিরঞ্জন বৈদ্য বা ছোট বিদ্যাপতিই গোপালবিজয়কার কবিশেখর। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত; কারণ কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ কখনও বৈদ্য হইতে পারেন না। সিংহ উপাধি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা কায়স্থ ছাড়া অন্য কাহারও হয় না।

---

১ প. ব. স, পৃ ২৯৬; সা. প প (১ম সংখ্যা), ১৩৪০, পৃ ১৮, বা. সা. ই (১ম সং) পৃ ২১২; নরহরি সরকার প্রথম গৌরগীত রচনা করেন; দ্র. চৈ. চ. উ, পৃ ৪৪ ২ প. ব. স, পৃ ২৯৫

৩ প. ক, পদসংখ্যা. ১৬০, ২৪৪, ৩০০, ৯৭৬, ৯৮০, ৯৮১ ইত্যাদি এবং অ. দ. প, পৃ ১২

আর একটি কথা, দৈবকীনন্দন সিংহ নিজেকে সর্বদা কবিশেখর বলিয়াছেন। তাঁহার বিরাট গ্রন্থে কোথাও কবিরঞ্জন বা বিদ্যাপতি ভনিতা নাই। সুতরাং জোর করিয়া গোপালবিজয়কারকে কবিরঞ্জন বা বিদ্যাপতি বলা সঙ্গত নহে।

অতঃপর গোপালবিজয়ের সুপ্রাচীনত্বের নিম্নলিখিত কারণগুলিও বর্তমান ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর পঞ্চম খণ্ডে[১] বলিয়াছেন, 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রাক্ চৈতন্যযুগের পদাবলীর আরও একটা অসাধারণ বিশেষত্ব আছে। বিদ্যাপতির খাঁটি পদাবলীতে ও বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কুত্রাপি ললিতা, বিশাখা ইত্যাদি রাধার সখীদিগের; সুবল, মধুমঙ্গল ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের ও জটিলা-কুটিলার প্রসঙ্গ বা উল্লেখ দেখা যায় না…'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গোপালবিজয়েও জটিলা, কুটিলা, সুবল, মধুমঙ্গল ইত্যাদি নাম নাই। কেবলমাত্র শ্রীদামের উল্লেখ দুই বার আছে[২]। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য, প্রাক্-চৈতন্যযুগে রচিত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও[৩] সুদাম ও শ্রীদাম সখার উল্লেখ আছে। সুতরাং রায় মহাশয়ের উক্তির ফলে গোপালবিজয়ের শুধু সুপ্রাচীনত্বই সূচিত হয় না, কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগেও আসিয়া পড়েন।

কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহের নাম কাটোয়া ও খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত মহাজনদের তালিকায় পাওয়া যায় না। সুতরাং ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কবিশেখরের তিরোভাব ঘটে।

গোপালবিজয়ের প্রাচীনত্ব-বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক সত্যও মিলিয়াছে। কবিশেখর উপাধিক দেবকীনন্দন সিংহ হোসেন শাহ ও তৎপুত্র নসীরুদ্দিন নুসরৎ শাহের (১৪৯৩-১৫৩৩ খৃঃ) অধীনে কাজ করিয়াছিলেন[৪]। ইঁহার কয়েকটি পদে[৫] হোসেন শাহ ও নসীরুদ্দিন শাহের নাম আছে; পদের ভনিতায় বিদ্যাপতি ও কবিশেখর উভয়ই আছে[৬]। এই 'বিদ্যাপতি'[৭] ভনিতা গোপালবিজয়ে কোথাও নাই; কিন্তু অন্য বিষয়গুলি সবই মিলিয়া যাইতেছে। গোপালবিজয়ের কবির আসল নাম দৈবকীনন্দন সিংহ এবং হোসেন শাহ-নুসরৎ শাহের কবি কর্মচারীও দেবকীনন্দন সিংহ এবং উভয়েরই উপাধি কবিশেখর। সুতরাং গোপালবিজয়কার ও উক্ত সুলতানদ্বয়ের কর্মচারী অভিন্ন বলিতে

১ পৃ ৩৪-৫ ২ গো. বি, পৃ ১০৩, ১২৯ ৩ পৃ ৪৯

৪ বা. সা. ই. পৃ ৭৩, ৮০; ম বা. বা, পৃ ১৮; সা প প (১৩৮০), পৃ ২৮

৫ হয়ত ইনি পদ লিখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা আজ আর জানিবার উপায় নাই, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মতোই তাঁহার দশা ঘটিয়াছে। ৬ বা. সা. ই, পৃ ৭৩, ৮০; ম. বা. বা, পৃ ১৮; সা. প. প (১৩৪০), পৃ ২৮

৭ কবিশেখরের বিদ্যাপতি খ্যাতি বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং গোপালবিজয়কার কবিশেখরেরও অন্যতর ভনিতা 'বিদ্যাপতি' পরবর্তী কালের 'গায়ন' বা লিপিকরের স্বেচ্ছাকৃত অথবা অনবধানহেতু প্রযুক্ত; দ্র. বা সা. ই, পৃ ৮০

কোনো বাধা হয় না। এই সত্য অনুমানের আরও একটি সমর্থন মিলিতেছে। বৈষ্ণব পদসমূহের আদি সংকলয়িতা রামগোপাল দাসের 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী'-তে (১৬৪৩-১৬৭৩ খৃ:)[1] গোপালবিজয় হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে,[2] ইহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। কবিখ্যাতি-প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন; গ্রন্থরচনার সময় হইতেই তাহার সম্ভাবনা কম; উপরন্তু, প্রাচীন কালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না; হাতে লিখিয়া অনুলিপির কাজ চলিত। সুতরাং গ্রন্থপ্রকাশ হইতেই বহু সময় লাগিত; কবিপ্রতিষ্ঠা তাহার আরও পরে। রসকল্পবল্লী সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত হইলে, তাহার এক শত বৎসর পূর্বে গোপালবিজয়ের রচনাকাল অনুমান করা অসঙ্গত মনে হয় না। সুতরাং ঐতিহাসিক প্রমাণের[3] সহিত এই অনুমানের সমন্বয়ে বলা যাইতে পারে, গোপালবিজয় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে রচিত হইয়াছিল।

উক্ত অনুমান সুদৃঢ় হয় গ্রন্থে বর্ণিত নিম্নোক্ত দুইটি বিষয়ের প্রামাণ্যেও,—

(১) গোপালবিজয়ের ৩৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণবিরহাতুরা রাধিকার উক্তি—

জখন সে হেন প্রভু হইল নিরুপেখি।
তখনে ই ছাড় জীউ ধরিব কি দেখি॥
সবে বিধাতার পাএ মাগি এক দানে।
মোর পঞ্চভূত জেন আস্থে প্রভু-থানে॥

রাধিকার দেহত্যাগের পর তাঁহার দেহাশ্রিত পঞ্চভূত যেন কৃষ্ণের স্পর্শ লাভ করে, ইহাই রাধিকার প্রার্থনা। শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত 'উজ্জ্বলনীলমণি'-র অনুসরণে কবিশেখর এই অংশ বর্ণনা করিয়াছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, পদকর্তা গোবিন্দদাসেরও 'যাহা যাহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত···॥' ইত্যাদি অনুরূপ একটি পদও আছে। সুতরাং মনে হইতে পারে, কবিশেখর হয়ত গোবিন্দদাসেরই অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু গোবিন্দদাস অপেক্ষা শ্রীরূপ গোস্বামীই যে গোপালবিজয়কারের আদর্শ ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীরূপ গোস্বামিরচিত নিম্নোক্ত দুই ছত্র পাঠ করিলে,—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং।
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরং॥ উ নী, পৃ ৭৯৫

১ সা প প, ২য় (১৩৩৭), পৃ ১০০
২ ঐ ঐ, পৃ ১০৭
৩ বা. সা. ই, পৃ ৭৩, ৮০; ম. বা. বা, পৃ ১৮; সা. প. প (১৩৪০), পৃ ২৮

এখানে বিশেষ লক্ষণীয়,—পঞ্চভূতের কথা, বিধাতার চরণে প্রণামপূর্বক বরপ্রার্থনা ইত্যাদি সংস্কৃত শ্লোকের বক্তব্যের সহিত কবিশেখরের বর্ণনার চমৎকার মিল পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে নিশ্চিত অনুমেয়, গোপালবিজয়কার এ-বিষয়ে শ্রীরূপ গোস্বামীর সার্থক অনুসরণকারী। গোবিন্দদাসের পদে বিধাতা, পঞ্চভূত ইত্যাদি কথার উল্লেখ নাই। গোপালবিজয়কার গোবিন্দদাসের পরবর্তী হইলে কাব্যকর্তা নিশ্চয়ই পদকর্তার প্রসিদ্ধ পদটিই অনুসরণ করিতেন। সুতরাং গোপালবিজয়ের কবি শ্রীরূপ গোস্বামীর পরবর্তী এবং গোবিন্দদাসের অগ্রবর্তী। শ্রীরূপ গোস্বামীর জীবিতকাল আনুমানিক ১৪৭০-১৫৫৪ খৃষ্টাব্দ (দ্র. শ্রী. ভ, পৃ ৫০)। অতএব গোপালবিজয়কার কবিশেখরের আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে এবং গোপালবিজয়ের রচনাকাল ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে।

(২) গোপালবিজয়ের লোকপ্রিয়তা এরূপ ব্যাপক ছিল যে পদকর্তা ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ গোপালবিজয় হইতে প্রায় অবিকল কয়েক ছত্র লইয়া একটি পদের রূপ দিয়াছেন। নিম্নে তাহার আলোচনা করা দেওয়া যাইতেছে,—

গোপালবিজয়ে রাসখণ্ডের এক বর্ণনায় জানা যায়, অন্য গোপিকার প্রতি কৃষ্ণের আসক্তি ও তাহার সহিত কুঞ্জে একত্র অবস্থান লক্ষ্য করিয়া রাধা অভিমানে স্থানত্যাগ করিয়াছেন। কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিয়া রাধিকাকে না দেখিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন এবং রাধাবিরহে কাতর হইয়া সর্বত্র রাধিকাকে অন্বেষণ করিয়া যখন কৃষ্ণ তাঁহার দর্শন পাইলেন না, তখন তিনি মাধবীলতাকুঞ্জে বসিয়া নানা খেদ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কোকিলের সহায়তায় কৃষ্ণ রাধিকার খোঁজ পাইলেন এবং তাঁহার নিকট যাইয়া নানা অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। গোপালবিজয়ে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। (পৃ ২৩১-৩৩) পদকর্তা ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ গোপালবিজয়ের উক্ত বর্ণিত বিষয় হইতে কয়েক ছত্র গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত পদটির রূপ দিয়াছেন,—

মাধবি লতাতলে বসি।
চিবুকে ঠেকনা দিয়া বাঁশি ॥
তোহারি চরিত অনুমানে।
যোগী যেন বসিলা ধেয়ানে ॥
হরি হরি যবে গেলি রাধা।
হাঁচি জিঠি না পড়ল বাধা ॥
জল গেলে কি করিবে বান্ধে।
নিশি গেলে কি করিবে চান্দে ॥

জিউ গেলে কি কাজ শরীরে।
রাধা বিনু কি নন্দকুমারে ॥
রাধা রাধা জপে অবিরাম।
না জানি কি হয়ে ঘনশ্যাম ॥ (দ্র. প. ক, ১ম খণ্ড, পৃ ১৪৪-৫)

ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ গোবিন্দ কবিরাজের (মৃত্যু ১৬১৩ খৃঃ) পৌত্র ও দিব্য সিংহের পুত্র। পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমান, ঘনশ্যাম দাসের জন্মকাল ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের দিকে। (দ্র. প. ক, ৫ম খণ্ড, পৃ ৮৭ এবং গৌ. বৈ. সা, পৃ ২।৩৮)

উক্ত প্রমাণসমূহে নিশ্চিত অনুমান করিতে পারি, গোপালবিজয় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে রচিত হইয়াছিল।

॥ কাব্যকাহিনীর সংক্ষিপ্ত-পরিচয় ॥

প্রথম আট পৃষ্ঠায় বন্দনা, কাব্যরচনার উদ্দেশ্য ও কবির সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়। পরে মথুরার বর্ণনায় কাহিনীর আরম্ভ।

কংসের অত্যাচারে প্রপীড়িতা বসুমতী পাতালে উপস্থিত হইলে বাসুকি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া ব্রহ্মার নিকটে পাঠাইলেন। বসুমতী গোরূপ ধারণ করিয়া দেবগণের সহিত ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা সকলকে লইয়া ক্ষীরোদসমুদ্র-তীরে নারায়ণের স্তব করিলেন। স্তবে তুষ্ট নারায়ণ বলিলেন, কংসের বিনাশার্থ তিনি এক অংশে রোহিণীর পুত্র বলরামরূপে এবং অপর অংশে বসুদেব-দৈবকীর অষ্টম পুত্র শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন[১]। এই হেতু রম্ভাদি বিদ্যাধরীগণকে[২] গোপীরূপে এবং দেবগণকে গোপরূপে গোকুলে জন্মগ্রহণ করিতে নারায়ণ আদেশ করিলে সকলে আশ্বস্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে প্রবল ক্ষমতাশালী কংস পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া মথুরার সিংহাসনে বসিলেন। হাতে শক্তি পাইয়া তাঁহার অত্যাচার চরমে উঠিল। তাঁহার ইচ্ছায় বসুদেবের সহিত দৈবকীর পরিণয় সম্পন্ন হয়; কন্যাসম্প্রদান করেন উগ্রসেন।[৩] দৈবকীর পতিগৃহ-গমনকালে অমঙ্গল দৈববাণী শুনিয়া কংস ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হন; পরে, বসুদেব ও দৈবকীর কাতরতায়[৪] তিনি শান্ত হইলে দৈবকী স্বামীর সহিত প্রস্থান করেন পতিগৃহে।

১ বি. পু (৫।১।৫৯-৬০)-এ এই প্রসঙ্গে শ্বেত ও কৃষ্ণ কেশের উল্লেখ আছে; ব্র. বৈ-এ অন্য প্রকার বর্ণনা

২ ভা (১০।১।২৩)-এ সুরস্ত্রী; বি. পু-এ এ-বিষয়ে কোনো উল্লেখ নাই। শ্রী. বি-এ তিলোত্তমা-আদি স্বর্গবিদ্যাধরীদের কথা আছে। রাধার জন্মবৃত্তান্ত গো. বি-এ নাই। ৩ ব্র. বৈ-এ দেবক সম্প্রদানকর্তা

৪ ব্র. বৈ-এ দৈবকীর কাতরতার কোনো উল্লেখ নাই

দৈবকীর পর পর ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিল ; কংস তাহাদিগকে হত্যা না করিয়া[১] তাঁহার ভাবী শত্রু কেবল অষ্টম গর্ভজ সন্তানকে বিনাশ করিবেন, স্থির করিলেন। এদিকে নারদ একদিন কংসসভায় আসিয়া অসুরবধার্থ দেবতাদের সংকল্প জানাইলে কংস ক্রোধে দৈবকীর ছয় পুত্রকে বধ, বসুদেব-দৈবকীকে কারাগারে অবরোধ ও 'গো ব্রাহ্মণ তীর্থ' সহ জত 'ভারত-পুরাণ' ধ্বংস করিতে আদেশ করিলেন[২]। যোগনিদ্রার মায়াবলে দৈবকীর সপ্তম গর্ভ রোহিণীর উদরে স্থাপিত হইলে বলভদ্রের জন্ম হয়। অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলে শিশুর নির্দেশ-অনুসারে বসুদেব গোকুলে সদ্যপ্রসূতা সংজ্ঞাহীনা যশোদার ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া তাঁহার কন্যাকে লইয়া আসিলেন মথুরায়[৩]। কংস শিশুকন্যাকে শিলাপটে নিক্ষেপ করিতে গেলে কন্যা কংসের হাত 'নিকসিঞা' অষ্টভুজারূপে কংসকে বলিলেন,

তোহ্মা সভা মারিঞা খণ্ডাইব ভূমিভারে।
গোকুলে[৪] জন্মিলা আজি হেনথ কুমারে ॥···
তোহ্মারে মারিব হেন দেবের জুগতি।
ইহাতে রাখিব হেন কাহার শকতি ॥

ইহা শুনিয়া কংস চানূরমুষ্টিকাদি অসুরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সেই শিশুর বধার্থ পুতনাকে গোকুলে পাঠাইলেন এবং বসুদেব-দৈবকীকে নির্দোষ মনে করিয়া তাহাদের মুক্তি দিলেন।

এদিকে নন্দালয়ে বিরাট উৎসব। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র হওয়ায় নন্দ পুত্রোৎসব-উপলক্ষে ব্রাহ্মণকে ধেনু বৎস দান করিলেন এবং রাজা কংসের সন্তোষবিধানার্থ 'ঘৃত দধি ঘোল দুধ' রাজকর দিয়া মথুরা হইতে ফিরিবার পথে বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ের নানা কথাবার্তার পর বসুদেব নবজাত পুত্রকে সাবধানে রাখিতে পরামর্শ দিলেন এবং দৈবকী 'লোকদ্বারে' নন্দকে সম্ভাষণপূর্বক বলিলেন,

দুষ্টজন-জাতাআত নিরোধিহ ঘরে।
জারে তারে না দেখাইহ রূপস কুমারে ॥

মথুরা হইতে গোকুলে প্রত্যাবর্তনের পরেই পুতনাবধ-বৃত্তান্ত শুনিয়া বসুদেব ও দৈবকীর কথায় নন্দের প্রতীতি জন্মিল। তিনি যশোদাকে দৈবকীর সাবধান বাণী শুনাইয়া শিশুর প্রতি

১ ব্র. বৈ-এ জন্মমাত্র পুত্রকে কংস হত্যা করেন ২ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে

৩ এই প্রসঙ্গের কিছু কিছু অংশে কবি ভবিষ্যৎ পুরাণের আশ্রয় লইয়াছেন। শিশুসহ বসুদেবের যমুনা-উত্তরণের সময় শৃগালীর প্রসঙ্গ কবি গ্রহণ করিয়াছেন উক্ত পুরাণের বসিষ্ট-দিলীপ সংবাদের অন্তর্গত জন্মাষ্টমীব্রত-কথায়। শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে।

৪ ব্র. বৈ-এ কোনো স্থানের উল্লেখ নাই

সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন। ঐ দিন ছিল নন্দপুত্রের জন্মতিথি ; সেই হেতু যশোদা সকলকে আমন্ত্রণ করিলেন। শুভক্ষণে নন্দরানী শিশুকে পায়ে শোয়াইয়া তৈল, হরিদ্রা, পিঠালি দ্বারা তাহার গাত্র নির্মল করিলেন। পূজা, দান-ধ্যান, নৃত্যগীত বাদ্যে নন্দের নগরী মুখরিত হইয়া উঠিল। উৎসবশেষে নিদ্রাতুর শিশুকে বিচিত্র শকটতলে শয়ন করাইয়া ও কয়েকজন বালককে সেখানে রাখিয়া যশোদা নিমন্ত্রিত জনকে বিদায় দিতে গেলেন। এই সময় বালকগণের কোলাহলে[১] জাগ্রত শিশু চরণাঘাতে মস্তকোপরি শকট ভাঙ্গিয়া ফেলিলে প্রচণ্ড ভঞ্জনশব্দে ভীত যশোদা ছুটিয়া আসিয়া পুত্রকে কোলে লইলেন। শিশুগণ বলিল, বালকই শকট ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু যশোদার কিছুতেই বিশ্বাস হইল না এবং তিনি ভাবিলেন, ছেলেরা মিথ্যা কথা বলিতেছে। এদিকে শিশুকৃত পুতনা-বধ ও শকটভঙ্গ শুনিয়া কংস অতিশয় শঙ্কিত হইলে তৃণাবর্ত কংসকে আশ্বাস দিয়া নন্দপুত্রকে বধ করিতে গোকুলে প্রস্থান করিল। অসুর বায়ুরূপে সমস্ত গোকুল ধূলায় পূর্ণ করিলে ভীত যশোদা শিশুক্রোড়ে 'আত্তাসে' প্রবেশ করিবার পথে পুত্রের মায়ায়[২] তিনি তাহাকে বাহিরে রাখিয়াই গৃহমধ্যে গমন করিলেন। অসুর এই সুযোগে শিশুকে লইয়া পলায়ন করিতে থাকিলে বালক বিশ্বম্ভররূপে তাহাকে বধ করিলেন। শিশুর এই অদ্ভুত কর্মে সর্বত্র বিস্ময়ের সঞ্চার করিল।

এই সময় রোহিণীর পুত্রটির নামকরণের[৩] উপযুক্ত কাল বিবেচনায় বসুদেব গর্গ মুনিকে নন্দালয়ে প্রেরণ করিলেন[৪]। নন্দরাজ মিত্র বসুদেবের নির্দেশ পাইয়া মনে মনে ভাবিলেন, নিজ পুত্রেরও নামকরণের সময় হইয়াছে। তখন মুনিকে তিনি অনুরোধ করিলেন, উভয়েরই নামকরণ করিয়া দিতে। মুনি তদনুসারে পুত্রদ্বয়ের যথাবিধি নামকরণ-অনুষ্ঠান-সম্পাদনান্তে রোহিণীর পুত্রের নাম রৌহিণেয়, সঙ্কর্ষণ ও বলরাম এবং রূপগুণ-অনুরূপে নন্দপুত্রের নাম কৃষ্ণ রাখিলেন। নৃত্যগীতবাদ্যরঙ্গে গোকুলে আনন্দের লহরী উঠিল। এইরূপে নন্দালয়ে কৃষ্ণ 'আতিবলীআর' তমালশিশুর ন্যায় যশোদা ও গোপীগণের কোলে কোলে বাড়িতে লাগিলেন।

যশোদার কোলে একদিন কৃষ্ণ অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলেন, জননী কিছুতেই তাঁহাকে শান্ত করিতে পাড়িলেন না। গোপনারীগণ একে একে কৃষ্ণকে কোলে লইলেও কৃষ্ণ কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে রাধিকা কোলে লইলে কৃষ্ণ 'রস' বুঝিয়া শান্ত ও নিদ্রিত হইলেন ; তখন সকলের অনুরোধে রাধিকা কৃষ্ণকে কোলে লইয়া শয়ন করিলেন।[৫]

১ পুরাণে অন্যপ্রকার কারণ ; দ্র. ভা. ১০।৭।৬ ; বি. পু. ৫।৬।১

২ ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত ইত্যাদি পুরাণে (ভা, ১০।৮।১২-৩) অন্য কারণ ৩ ব্র. বৈ-এ অন্নপ্রাশনেরও উল্লেখ আছে

৪ ব্র. বৈ-এ গর্গ মুনি কৃষ্ণজন্মের সত্যপ্রকাশ করেন নন্দের নিকট ৫ এই বৃত্তান্ত পুরাণে নাই

কিছুদিন পরে হাঁটিতে শিখিলে কৃষ্ণ নন্দের আঙ্গুল ধরিয়া চলেন; যশোদা 'শুকশিশুসম' তাঁহাকে শিক্ষা দেন; আঙ্গিনায় পাখী দেখিলে কৃষ্ণ তাহা ধরিতে যান, আপন ছায়া দেখিয়া চাপড় মারেন, 'সাপ বেঙ কাটা খোচ' কিছুই বাছেন না। একদিন কৃষ্ণ মাটি খাইতে থাকিলে যশোদা তাহা নিবারণ করিতে আসিয়া শিশুর মুখের ভিতর চতুর্দশ ভুবন দেখিয়া বিহ্বল হইলেন; কিন্তু পুত্রকে কোলে লইলেই তিনি সমস্ত ভুলিয়া গেলেন।

কিছুকাল পরে কৃষ্ণ শিশুদের সহিত গোকুলে বেড়াইতে লাগিলেন; পথে পুরনারী-সঙ্গে তিনি ঢামালী করেন, 'শিশু হাথাইঞা' কাহাকেও অপমান করেন, আবার শেষে নিজেই বিবাদের সমাধান করিয়া দেন; পথে ভক্ষ্যের পসার দেখিলে সকলে মিলিয়া তাহা ছড়াইয়া দেন; রাজার নিকট কেহ 'গোহারি' করিতে চাহিলে তাহাকে আনিয়া প্রবোধ দেন; আবার যে কংসের গরবে বেশী কিছু বলে, তাহাকে অপমান করিতে ছাড়েন না; প্রতিগৃহ হইতে দধি, দুগ্ধ চাহিয়া আনিয়া সকলকে পথে খাওয়ান। কেহ যদি কৃষ্ণকে নীতি শিখাইতে আসে, তবে সে অপমানিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে পথ পায় না। রসের নিধান কৃষ্ণ যখন যে রসের কথা বলেন, তখন কেহই তাহার উত্তর দিতে পারে না; তাঁহার বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ যে কৃষ্ণ হারিয়া তর্ক করিয়া গেলেও কেহ তাহা খণ্ডন করিতে পারে না; বুদ্ধিমান লোকও কৃষ্ণের কথায় স্তব্ধ হইয়া যায়। গোপনারী-প্রেরিত খাদ্যদ্রব্য কৃষ্ণ আনন্দে গ্রহণ করেন, কখনও পসার লুটিয়া খান, কাহারও 'গোহারি' শোনেন না. কেহ কৃষ্ণের জন্য দধি, দুগ্ধ না পাঠাইলে কৃষ্ণ বাছুর দিয়া তাহার গাভীর দুগ্ধ খাওয়াইয়া দেন।

চত্বরে খেলা পাতিয়া কৃষ্ণ নানা খেলা করেন। খেলা করিতে করিতে তিনি সমস্ত ভুলিয়া যান; বাড়ী ফিরিবার কথা তাঁহার মনে থাকে না; সন্ধ্যা হইলেও সেই খেলার বিরাম নাই। এদিকে বেলা-অবসানে কৃষ্ণকে ঘরে না দেখিলে যশোদা অতিব্যাকুলভাবে হাহাকার করিয়া পথে পথে তাহাকে অন্বেষণ করিতে থাকেন। এইরূপে একদিন খোঁজাখুঁজির পর কোথাও পুত্রের 'শুদ্ধি' না পাইয়া যশোদা আয়ানের গৃহে গমনপূর্বক রাধিকার প্রতি অভিযোগ করিয়া বলিলেন,

আজনম কাহ্ন-সঙ্গে তোহ্মার পিরিতি।
তোহ্মা বশ কানাঞি আতি-বিপরীতি॥
তোহ্মা পাইলে বাপমাও ঘরদ্বার ছাড়ে।
তিলেক না দেখি রাধা রাধা ডাক ছাড়ে॥
শিশুকাল হইতে নিঞা বুল ঠাই ঠাই।
তোহ্মা হইতে অনাআত হইলা কাহ্নাঞি॥

এই অনুযোগে দুঃখিতা রাধিকা যশোদাকে নম্রভাবে বলিলেন, 'মুখ-মামলাএ' তোমার গৃহে যাই ; যদি বল, তবে তোমার বাড়ী আর যাইব না। কৃষ্ণ এইখানেই ছিল, বোধ হয় গোষ্ঠে খেলিতে গিয়াছে। এই কথায় ক্রুদ্ধা যশোদা গোষ্ঠে গেলে কৃষ্ণ মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার কোলে ঝাঁপ দিলেন, অন্য শিশুরা পলাইল, আর বলরাম মনে মনে 'সাত পাঁচ' ভাবিলেন। মায়ের সস্নেহ তিরস্কারে কৃষ্ণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যশোদা বলরামকে কোলে লইয়া বড় বলিয়া অনুযোগ দিলেন। পরে তিনি দুই ভাইকে আনিয়া ও তাহাদের আহারাদি করাইয়া শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

একদিন রাত্রিশেষে কৃষ্ণকে শয্যায় রাখিয়া যশোদা দধিমন্থন করিতেছিলেন। মন্থনের শব্দে জাগরিত কৃষ্ণ মায়ের নিকট আসিয়া নবনী খাইতে থাকিলে যশোদা হাতে 'সাঠ' লইয়া তাঁহার নিকটে গেলেন; কৃষ্ণ তখন হাসিতে হাসিতে পলাইতে থাকিলে 'নন্দরানী পড়িলা উদাসে'। শেষে কৃষ্ণ মায়ের নিকট ধরা দিলেন। যশোদা কৃষ্ণের স্বভাব জানিয়া অনেক উচ্চে শিকায় দধি, দুগ্ধ রাখিলেন ; কৃষ্ণ মায়ের অসাক্ষাতে দণ্ডের সাহায্যে দুগ্ধভাণ্ড বিদীর্ণ করিয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন এবং 'পিড়াপিড়ি' দিয়া তাহার উপর চড়িয়া ভাণ্ড হইতে নবনী খাইয়া পেট ভরাইলেন। এমন সময় মায়ের সাড়া পাইয়া কৃষ্ণ কোণের মধ্যে লুকাইলেন। গৃহতলে পতিত দুগ্ধাদি-দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ যশোদা কৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক খোঁজার পরও কৃষ্ণকে না পাইয়া যশোদা অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলে কৃষ্ণ মায়ের বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া হাঁসিয়া ফেলিলেন। যশোদা তখন কৃষ্ণকে ধরিয়া অনেক ভর্ৎসনা করিলেন। পরে 'ছান্দ দড়ি' দিয়া উদুখলের সহিত কৃষ্ণকে বাঁধিয়া তিনি গৃহকর্মে মনোযোগ দিলেন। এদিকে অদূরে যমলার্জুন বৃক্ষ দেখিয়া এবং নারদের অভিশাপে কুবের-পুত্রদ্বয়ের বৃক্ষত্বপ্রাপ্তি[১] ও তাঁহারই পাদস্পর্শে শাপমুক্তি স্মরণ করিয়া কৃষ্ণ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যভাগে উদুখল আকর্ষণ করিলে যমলার্জুন মহাশব্দে পতিত হইল। তখন শাপমুক্ত নলকূবর ও মণিগ্রীব কৃষ্ণকে প্রণামপূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া স্বপুরে চলিয়া গেলেন। এদিকে বৃক্ষপতনের শব্দে ভীত নন্দ ও যশোদা পতিতবৃক্ষ-সমীপে দ্রুত উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণকে উদুখলের সহিত আবদ্ধ দেখিয়া যশোদা ত্বরায় বন্ধন 'মুকাঞা' পুত্রকে কোলে লইলেন। পরে, বৃক্ষপতনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বালকগণ বলিল, কৃষ্ণ বৃক্ষমধ্যে আসিয়া উদুখলে টান দিতেই গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শিশুদের এই কথায় কেহ বিশ্বাস না করিয়া নানা অনুমান করিলে 'দেখিতে দেখিতে গাছ উড়িল তথাঞি'। তখন অমঙ্গল আশঙ্কায় যশোদা পুত্রের 'রক্ষা' বাঁধিয়া ব্রাহ্মণদ্বারা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাইলেন।

১ ব্র. বৈ-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়, ক্রীড়ারত নলকূবর ও রম্ভা দেবল ঋষির যথোচিত সম্মান না করায় মুনি উভয়কে অভিশাপ দেন।

একদিন আঙিনায় ক্রীড়াকালে কৃষ্ণ কোন শবরীর নিকট হইতে সমস্ত ফল লইয়া প্রতিদানে তাহার 'চুপুড়ি'তে ধান ভরিয়া দিলে সেই পাত্রটি মুহূর্তমধ্যে নানা রত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে বিস্মিত শবরী সেই চুপুড়ি ঢাকিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রস্থান করিল। এইরূপে কৃষ্ণ শিশুগণের সহিত নানাবিধ ক্রীড়ায় শৈশব অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু গোকুলে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র দেখিয়া ও তাঁহার অমঙ্গলের আশঙ্কা ভাবিয়া একদিন নন্দঘোষ[১] 'দক্ষ মুখ্য বৃদ্ধ সব' ডাকিয়া পুতনাতৃণাবর্তাদিবধের বৃত্তান্ত ও রাজা কংসের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া গোকুলত্যাগের সংকল্প করিলেন[২]। ইহা শুনিয়া আয়ান কোনো একটি বনে বসতি স্থাপনের প্রস্তাব করিল। ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ বৃন্দাবনের নামোল্লেখ করিলে সকলেই ইহা অনুমোদন করিল এবং তদনুসারে পরের দিনই গোকুল ত্যাগ করিয়া গোপগণ সপরিজনে বৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা করিল এবং দিবাবসানে সেখানে পৌঁছিল। তখন বসন্তকাল ; নানা ফুলফলে বৃন্দাবন পরিপূর্ণ ও অতিশয় মনোরম। সেখানে উপস্থিত হইবার পর 'আজতনে' রন্ধনভোজন সুসম্পন্ন হইল। বাথানে গরু সুখে 'পাজ' কাটিতে লাগিল। এইরূপে আনন্দে রাত্রি প্রভাত হইলে সকলে একত্র হইয়া 'আচীর পাঁচীর সজ্জ করিল চৌআরি। গোশালা পাঠশালা ভিতরে জলহরি'॥ দেখিতে দেখিতে বৃন্দাবন সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং নন্দ ইন্দ্রাধিক সম্পদ ভোগ করিতে লাগিলেন।

একদিন নন্দঘোষ শিশুদের ডাকিয়া ও রামকৃষ্ণকে কোলে বসাইয়া কংসের নানা অত্যাচারের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং ধেনুবৎস রাখিবার ছলে সাবধানে গোষ্ঠে থাকিতে ও খেলাধূলা করিতে বলিলেন। তদনুসারে বালকগণ প্রত্যহ ধেনুবৎস লইয়া বৃন্দাবনে সমস্ত দিন কাটাইতে লাগিল। এইরূপে একদিন বৎসগণ আপন সুখে বৃন্দাবনে চরিতেছিল ; হঠাৎ তাহাদিগকে না দেখিয়া কৃষ্ণ স্বেচ্ছামাত্র দুষ্ট জন্তুদের বৃন্দাবন হইতে বিতাড়িত ও বৎসগণের অন্বেষণে শিশুদের নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং কদম্ববৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন। গাছে উঠিয়া কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেই ধেনুবৎস সেই বৃক্ষমূলে সত্বর আসিয়া মিলিত হইল। শিশুগণও বাঁশীর শব্দানুসারে আসিয়া ও কদম্বমূলে তাহাদিগকে দেখিয়া পরম বিস্মিত হইল। পরে, দিনাবসানে ধেনুবৎস লইয়া সকলে গৃহে চলিল।

একদিন কৃষ্ণ অধিক বেলাতেও শয্যাত্যাগ না করায় ও গোষ্ঠে যাইবার জন্য সঙ্গিগণ কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকায় নন্দ ও যশোদা কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিতেই কৃষ্ণ হাতমুখ ধুইয়া ও অন্নব্যঞ্জন সঙ্গে লইয়া শিশুগণের সহিত গোষ্ঠে গমন করিলেন। তথায় বাথানে

১ শ্রী. বি-এ নন্দের কথাই আছে ২ ভা (১০।১১।২২) এ উপানন্দ এই সংকল্পের কথা বলেন

বৎস বাঁধিয়া বনের মধ্যে বালকগণ 'ডরোআ' ও 'গেণ্ডু' খেলিতে লাগিল। এদিকে কৃষ্ণকৃত নানা অসুরবধের সংবাদে কংস কাতর হইয়া পাত্রমিত্রগণকে বলিলেন, কেহই তাঁহার মঙ্গলের চিন্তা করিতেছে না, প্রত্যেকে নিজের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত। এই কথায় বৎসকাসুর কৃষ্ণবধে প্রতিজ্ঞা করিলে কংস তাম্বূলদানে তাহাকে সংবর্ধনাপূর্বক যমুনা[১]-তীরে পাঠাইলেন। 'কৈলাস-অধিক গোর' এবং 'জমের অধিক ঘোর' সেই অসুর বৎসরূপে কৃষ্ণের নিকটে আসিতে থাকিলে কৃষ্ণ অসুরের দুই পা ধরিয়া তাহাকে লাটিমের মতো ঘুরাইতে লাগিলেন। অবশেষে অসুর আর্তনাদ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। বৎসাসুর-নিধনে শিশুগণ আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। অনন্তর কৃষ্ণ ভাণ্ডীরের তলে যাইয়া বাঁশী বাজাইলে সকলে মিলিত হইয়া গৃহে গমন করিল। এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া গোপকুলের ভয়ের আর সীমা রহিল না।

অনন্তর কংস-প্রেরিত বক, অঘ, ধেনুক ও প্রলম্ব নামক অসুরচতুষ্টয় একে একে কৃষ্ণ ও বলরাম কর্তৃক নিহত হয়। ইহার পর কৃষ্ণকৃত কালিয়দমনে[২] বৃন্দাবনে আর কোনো ভয়ের কারণ রহিল না।

এদিকে কংসবধে ভূতলে অবতীর্ণ কৃষ্ণের শক্তিপরীক্ষার জন্য ব্রহ্মা একদিন বৎসকুল-সহ শিশুদিগকে হরণ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। তখন কৃষ্ণ ধ্যানে ব্রহ্মার ছলনা জানিয়া ঈষৎ-হাস্যসহকারে স্বীয় অঙ্গ হইতে যাবতীয় বৎস ও শিশু সৃষ্টি করিয়া গৃহে গমন করিলেন। এইরূপে নূতন সৃষ্ট শিশু ও ধেনুবৎসগণের প্রত্যহ গোচারণ পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। এইভাবে এক বৎসর পূর্ণ হইবার দুই দিন পূর্বে ব্রহ্মা পুনরায় সেই বনে আসিয়া বৃক্ষতলে রাম, কৃষ্ণ এবং সেই শিশু ও সেই বৎসগণ দেখিতে পাইলেন। পরে আপনার স্থানে (ব্রহ্মলোকে) আসিয়া সেই বৎস ও শিশুদের দেখিয়া বিস্মিত ব্রহ্মা পুনরায় তরুতলে ফিরিয়া আসিয়া তখন কৃষ্ণকে একাকী দেখিলেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার তাঁহার পার্শ্বে বলরাম এবং পশ্চাতে শিশু ও বৎসগণকে আসিতে দেখিলেন; আবার মুহূর্তমধ্যে পার্শ্বে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সম্মুখে স্তুতিরত ব্রহ্মা এবং গরুড়ের সহিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ ও স্থানে স্থানে নিজমূর্তি দেখিয়া বিমূঢ় প্রজাপতি রথ হইতে অবতরণপূর্বক আত্মকৃত মহাপরাধহেতু কৃষ্ণচরণে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহাতে দয়ায় কৃষ্ণ হাস্য করিলে ব্রহ্মা স্বস্থান হইতে প্রকৃত বৎস ও শিশুগণকে কৃষ্ণের নিকট আনিয়া দিলেন। এই বৃত্তান্তশ্রবণে গোপগণ কৃষ্ণকে সর্বশক্তির আধার সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিতে পারিল।

১ গাথা সপ্তশতীতে যমুনানদীর উল্লেখ আছে; দ্র. গা. স, পৃ ২৫১ (৭।৬৯)

২ ঋগ্‌বেদে কালিয় নাগের প্রসঙ্গ আছে; দ্র. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় –কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ। তৃয় সং পৃ ২ (ওঁ কালিকা নাম সর্পো নব নাগসহস্রবলঃ ইত্যাদি)

অন্য একদিন গোচারণকালে কৃষ্ণ ব্যতীত সকল শিশু 'নিদাঘ-আআসে' নিদ্রিত হইলে হঠাৎ বনে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই শব্দে শিশুগণেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। ক্রমে অগ্নি তাহাদের চতুর্দিকে ঘিরিয়া আসিলে তাহারা প্রাণরক্ষার্থ কৃষ্ণের নিকট আশ্রয়গ্রহণ-মাত্রই কৃষ্ণ স্বকীয় ঐশ্বর্যে দাবানল নির্বাপিত করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে অগ্নির চিহ্নমাত্র না দেখিয়া বালকগণ আনন্দে কৃষ্ণের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। এইরূপে শিশুগণসহ যমুনাপুলিনে কৃষ্ণের শৈশব কাটিতে লাগিল।

গোপকন্যাগণ কাত্যায়নীব্রতোপলক্ষ্যে যমুনাতীরে প্রতিদিন স্বহস্তে রচিত মৃন্ময়ী চণ্ডিকা দেবীর পূজান্তে কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইত। একদিন পূজাবসানে বিবসনা কন্যাগণের যমুনায় জলক্রীড়াকালে নদীতীরে রক্ষিত বস্ত্রসমূহ কৃষ্ণ সকলের অলক্ষ্যে হরণ করিয়া[১] কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। স্নানান্তে তীরে উত্তীর্ণ কন্যাগণ বস্ত্র না দেখিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে হঠাৎ কৃষ্ণকে কদম্ববৃক্ষে দেখিয়া তাঁহার নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করিল। শেষে কৃষ্ণের নির্বন্ধাতিশয্যে গোপীগণ পুটাঞ্জলি করিলে 'হাসিয়া নেহালি বস্ত্র দেই বনমালী'।

একদিন গোচারণকালে শিশুগণকে ক্ষুধায় কাতর দেখিয়া কৃষ্ণ তাহাদিগকে নিকটবর্তী ব্রাহ্মণনগরের যাজ্ঞিকগণের নিকট হইতে অন্ন আনিতে বলিলে বালকগণ সেখানে যাইয়া দ্বিজগণকে কৃষ্ণের প্রার্থনা জানাইল। তাঁহারা অবহেলাপূর্বক শিশুদিগকে নিরাশ[২] করিলে দুঃখিত বালকগণ কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসে। কৃষ্ণের কথায় শিশুরা পুনর্বার দ্বিজনারীগণের নিকটে আসিয়া কৃষ্ণনামে অন্নপ্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণপত্নীগণ আপনাদিগকে কৃতকৃত্য মানিয়া শিশুগণকে ভোজন করাইলেন[৩] এবং অসংখ্য পাত্রে নানা ভক্ষ্য ও পানীয় সাজাইয়া কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ তাঁহাদের ঈষৎ ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন যে স্বামীর অনুমতি বিনা স্ত্রীলোকের হঠাৎ বনে চলিয়া আসা কুলধর্মবিরুদ্ধ ও মহাপাপ। তখন কৃষ্ণের এই কথায়[৪] নারীগণ ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,

> অনেক তপের ফলে পাইল দরশন।
> ছাড়াইলে না ছাড়িব তোহ্মার চরণ॥
> এত বুলি সব নারী বেঢ়িলেক পাএ।
> হাসিঞা দআএ কিছু কহে জদুরাএ॥

---

১ ব্র. বৈ (পৃ ৩৮৮) এবং ভা (১০।২২।৭-৯)-এ কৃষ্ণ একাকী বস্ত্রহরণ করেন নাই

২ ভা (১০।২৩।৯)-এ নিরাশ করার কথা নাই

৩ ব্র. বৈ ও ভা-এ শিশুদের অন্নভোজন করাইবার কথা নাই

৪ ভা এবং ব্র. বৈ-এ এই কথার উল্লেখ নাই

নারীগণের এই দৃঢ়া ভক্তিতে কৃষ্ণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া শিশুগণের সঙ্গে[১] তাঁহাদিগকে গৃহে প্রেরণ করিলেন[২]। এই বৃত্তান্তশ্রবণে ব্রাহ্মণগণের চৈতন্যোদয় হইলে তাঁহারা সখেদে বলিলেন,

মিছাই পঢ়িল বেদ পুরাণ ভারথে।
আচার বিচার করি মিছা নানা মতে॥
কার তরে করি জপ তপ জজ্ঞ দানে।
আজিহ নহিল আহ্মার ছার তিরি জ্ঞানে॥

এই বলিয়া অনুতপ্ত ব্রাহ্মণগণ নিজেদের ধিক্কার দিতে লাগিলেন; পরে কৃষ্ণদর্শনে তাঁহারা অভিলাষী হইয়াও কংসভয়ে পুনরায় নিবৃত্ত হইলেন।

এই সময় নন্দ শস্যলাভার্থ মেঘের দেবতা ইন্দ্রের পূজা-অনুষ্ঠানের সংকল্প করিলে কৃষ্ণ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, মেঘের উৎপত্তির মূল সূর্য এবং গিরিবর মন্দার[৩] ঐ মেঘের আশ্রয়; এইজন্য গোকুলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে; সুতরাং কাহারও পূজা করিতে হইলে গিরিপূজার অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়। কৃষ্ণের এই উত্তম প্রস্তাবে গোপগণ নানা উপচারে পর্বতরাজের পূজা করিল। এদিকে ইন্দ্র 'আপন আপূজালাজে' প্রতিশোধ-গ্রহণার্থ পুষ্করাদি মেঘরাশি আহ্বান করিয়া গোকুলে প্রচুর বারিবর্ষণ করিলে সমগ্র স্থলভূমি জলে ডুবিয়া গেল; তখন নিরুপায় বিপন্ন গোকুলবাসী কৃষ্ণকেই আশ্রয় করিল। কৃষ্ণ তখন 'ছাথার সমান' মন্দার পর্বত বাম করে তুলিয়া তাহার নিম্নে গোবৎসসহ সমগ্র গোকুলবাসীকে রক্ষা করিলেন। অতুলনীয় শক্তিমান কৃষ্ণের সহিত বিবাদে ইন্দ্র প্রমাদ গণিয়া পরিশেষে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া 'কুসুমমালার' মতো দণ্ডবৎ হইলেন। তখন কৃষ্ণ হাসিয়া সম্ভ্রমে ইন্দ্রকে হাত ধরিয়া তুলিলে দেবরাজ কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। পরে কৃষ্ণের অনুমতি লইয়া এই মাহেন্দ্রসময়ে দেবগণসমক্ষে ইন্দ্র সুরভির দুগ্ধাদি দ্বারা কৃষ্ণের অভিষেককার্য সমাধা করিয়া বলিলেন, আমি শুধু স্বর্গেরই রাজা, আর তুমি ত্রিলোকের পতি; এই হেতু তুমি 'গোবিন্দ'। কৃষ্ণের এই অভিষেকবার্তায় কংস অতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণের শক্তি পুনরায় পরীক্ষা করিতে একাদন বরুণদেবতা গোকুল হইতে নন্দকে

১ ভা (১০।২৩।৩১-৫)-এ কোনো সঙ্গীর উল্লেখ নাই

২ ব্র. বৈ-এ কৃষ্ণের বরে দ্বিজপত্নীগণের কায়ার গোলকপ্রাপ্তি হয়; শুধু ছায়ামাত্র থাকিয়া যায় পৃথিবীতে; ব্র. পৃ ৩৫৩

৩ রামায়ণে (অরণ্যকাণ্ডম্, ৪৭ শঃ সর্গঃ) মন্দর পর্বতের উল্লেখ আছে; ব্র. বৈ-এ গোবর্ধনের উল্লেখ পাই

অদৃশ্যভাবে অপহরণ কারলে গোকুলে হাহাকার পড়িয়া গেল। সকলে মনে করিল, নিশ্চয়ই এ-কাজ কংসের ; কিন্তু কৃষ্ণ ধ্যানে সমস্ত অবগত হইয়া সকলের অজ্ঞাতে বরুণালয়ে উপস্থিত হইলে দিক্‌পাল 'ভএ আনন্দে বিস্মএ' কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,

জবে নন্দকে ধরি হরিঞা না আনিব।
কোন তপে মো ছার তুই চরণ দেখিব ॥

অনন্তর ভক্তবৎসল কৃষ্ণ দিক্‌পালের প্রার্থনায় একদিন বরুণালয়ে থাকিয়া পিতা নন্দের সহিত গোকুলে প্রত্যাবর্তন করিলেন ; জলাধিপতিও অনেক ধন-রত্ন দিলেন সঙ্গে। এইরূপে নানা বাল্যলীলা সমাপন করিয়া অবশেষে 'জৌবনবিষয়ে সুখ ভুঞ্জে হৃষীকেশে'।

একদিন কৃষ্ণ সঙ্গিগণের সহিত 'বাহির বিজয়'-এর সংকল্প করিলে গোপীগণ গন্ধদ্রব্য, বস্ত্র, আভরণ ইত্যাদি নানা উপহার কৃষ্ণের নিকট পাঠাইল। কৃষ্ণ নানা বেশ-ভূষায় মোহনরূপ ধারণ করিয়া বালকগণের সহিত 'নগরবিজয়'-উৎসবে যাত্রা করিলেন ; গোপীগণও কৃষ্ণের এই নগরবিজয়-লীলার শুভাগমন-অভ্যর্থনায় নিজ নিজ গৃহ নানা উপকরণে সজ্জিত করিল। কৃষ্ণ সঙ্গীদের সহিত পথে পথে গোপীগণের দর্শনলালসা চরিতার্থ করিয়া দিবাবসানে কদম্বতলে নানা নৃত্যগীতবাদ্যে মহোৎসব করিলেন।

এদিকে রাধা-আদি গোপীগণও কদম্বমূলে কৃষ্ণের উৎসব-শ্রবণে বড়াইকে সঙ্গে করিয়া মদনপূজার্থ যাত্রা করিল। পথে কদম্বমূলে সমাসীন কৃষ্ণকে নানা বিলাসভাব দেখাইয়া গোপীগণ উপবনে 'মদনমণ্ডপে' উপস্থিত হইল। অনন্তর পূজার জন্য রাধা বড়াইকে এক ব্রাহ্মণকুমার আনিতে বলিলেন। এদিকে রাধারূপ-চিন্তায় বিকল কৃষ্ণ বচনপ্রবন্ধে সঙ্গিজনের নিকট বিদায় লইয়া গোপীগণের পদচিহ্ন-অনুসারে উপবনে প্রবেশ করিলে হঠাৎ কদম্বতলে উপবিষ্ট এক গোপীকে দেখিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে রাধার সখী জানিয়া সানুনয়ে রাধাদর্শনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে গোপী রাধার পরিচয় দিয়া বলিল, রাধার দর্শনলাভ অসম্ভব হইলেও বড়াইর সহায়তায় কার্যসিদ্ধি হইতে পারে। ঠিক এই সময় কৃষ্ণ অদূরে বড়াইকে দেখিয়া তাহার নিকট গমনপূর্বক নিজের পরিচয় দিলেন এবং নানা দৈত্যবিনাশে আপনার বিক্রমের কথা বলিয়া রাধার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বড়াই কামাতুর কৃষ্ণকে ভর্ৎসনাপূর্বক এ-বিষয়ে তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিল ; কিন্তু তাহাতেও কৃষ্ণের নির্বন্ধাতিশয় দেখিয়া রাধার পরিচয়দানান্তে বড়াই প্রত্যাবর্তনে উদ্যত হইলে কৃষ্ণ 'তুই হাথে বান্ধি রহে বড়াই-চরণ'। বৃদ্ধা নানা অসুর বধে তাঁহার বিক্রমের প্রশংসা করিলেও গুরুনারীহরণেচ্ছু কৃষ্ণকে অতিশয় নিন্দা করিয়া মৌনী রহিল। তখন নিরুপায় কৃষ্ণ বড়াইর নিকট বিশেষ কাতরতা প্রকাশ করিলে বৃদ্ধা কৃষ্ণকে শেষে আশ্বাস দেওয়ায় কৃষ্ণ যেন

হাতে স্বর্গ পাইলেন। পরে, বড়াই কৃষ্ণকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া এবং রাধার মদন-পূজার্থ এক 'ব্রাহ্মণ বালী' আনিয়া পথে যাইতে যাইতে কৃষ্ণকে সঙ্কেতে অন্যত্র পাঠাইয়া রাধার নিকট উপস্থিত হইল। পূজান্তে প্রত্যেক গোপী প্রার্থনা করিল, 'নন্দের নন্দন মোর হইএ নিজ পতি'[১]। তমালের 'আড়ে' দণ্ডায়মান কৃষ্ণ গোপীদের এই সমস্ত ব্যবহার দেখিয়া পরম আশ্বস্ত হইলেন। পরে গোপীগণ বড়াইর পদধূলি গ্রহণ করিলে বৃদ্ধা রাধাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্বক 'হাথসানে' গোপীদিগকে অন্যত্র যাইতে বলিল। তখন রাধার দুই তিন জন সখী ভিন্ন সকলেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। অবশিষ্ট গোপীরা রাধার ইঙ্গিতে ফুল তুলিবার ছলে স্থানান্তরে চলিয়া গেলে এই অবকাশে বড়াই রাধাকে বলিল,

হেন রূপে জনমিঞা গোআলার কুলে।
তোরে স্বামী করি দিল ভাণ্ডুআ গোআলে ॥...
মুরুখের ঠাই গুণ অধিক আশোআথে।
মালতী পড়িল জেন বানরের হাথে ॥

অনন্তর বড়াই রাধাকে রূপমুগ্ধ কৃষ্ণকে ভজনা করিতে বলিলে 'কথা কানু কথা আহ্মি আন্তর আপার', এই কথা বলিয়া রাধা বড়াইকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিলেন। রাধার এই কথায় 'বুঝিতে না পারে বুঢ়ি বুলএ সাঁতরি'। এই সময় সখীগণ ফুল সংগ্রহ করিয়া আসিলে সকলে মিলিয়া গৃহে প্রস্থান করিল; তখন কৃষ্ণও তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

গৃহে আসিয়া রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ে উভয়ের গুণস্মরণে মুগ্ধ হইলেন। মনোদুঃখ-প্রকাশে অসমর্থ হইয়া রাধা 'কুম্ভারের পুনি'র মতো অন্তরে অনুক্ষণ দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণও রাধা-গৃহ লক্ষ্য করিয়া বাঁশীতে 'রাধা-রূপনামগুণ' গাহিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে বড়াই কৃষ্ণের নিকটে পুনরায় আসিলে দীর্ঘদিন অদর্শনহেতু কৃষ্ণ তাহাকে অনেক অনুযোগ দিলেন। পরে, তিনি রাধার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে বড়াই কৃষ্ণকে বলিলেন, রাধাপ্রাপ্তির বিষয়ে আশা নাই। বড়াইর এই কথায় কৃষ্ণ রাধার জন্য গজমতিহার তাহার হাতে দিয়া পুনরায় চেষ্টা করিতে বলিলেন। তদনুসারে বড়াই কোনো কাজের ছলে রাধার নিকট উপস্থিত হইলে রাধা বৃদ্ধার পাদবন্দনা করিলেন; কিন্তু বড়াই অভিমানে রাধার দিকে দৃষ্টিপাত না করায় রাধা এই বিমর্ষ ভাবের কারণ জানিতে চাহিলেন। তখন কৃষ্ণকে বঞ্চিত করায় রাধাকে অনুযোগ দিয়া বড়াই কৃষ্ণপ্রেরিত গজমতিহার তাহাকে দিতে চাহিল। রাধা হারের কথা শুনিয়া হাত পাতিলেন; কিন্তু তাহা 'নয়ানকালিমা-চিহ্নে' গুঞ্জারূপ দেখিয়া ফেলিয়া দিলেন। তখন বড়াই পুনরায় উহা তুলিয়া আনিয়া রাধার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেই

১ তু. শ্রী. বি—'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'

রাধার 'পুলকে পুরিল গাও উথলিল বেথা'। পরে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ প্রভৃতি গৃহ-পরিজনের কথা বলিয়া রাধা বড়াইকে ক্ষমা করিতে বলিলেন। রাধার সরস কথায় বড়াই এ-বিষয়ে নিজেই ভার লইতে চাহিলে রাধা তাহাতে সম্মতি দিলেন। তখন বড়াই সানন্দে কৃষ্ণের উদ্দেশে গমন করিল। কিছুক্ষণ পরে বড়াই হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণের নিকটে আসিলে কৃষ্ণ বড়াইকে রাধার কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন। বড়াই বলিল, রাধা তোমাকে ভজনা করিবে, তুমি স্থির হও; সে স্বতন্ত্র নহে; 'বিকিছলে' গোপীগণের সহিত রাধাকে আমি যমুনার তীরে আনিলে তুমি দানছলে তাহাদিগকে আটকাইবে এবং সকলকে ছাড়িয়া শেষে রাধাকে রাখিয়া দিবে। এইভাবে কৃষ্ণকে আশ্বাস দিয়া বড়াই গৃহে প্রস্থান করিল।

কৃষ্ণের সঙ্গে এইরূপ পরামর্শ করিয়া একদিন বড়াই কৌশলে নন্দগৃহে আয়ান প্রভৃতি গোপগণকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, আমি মথুরায় গোপগণের বিরুদ্ধে নানা নিন্দা শুনিলাম। কংস বলেন, গোপগণ এখন কুলীন হইয়াছে; গোপীরা পসরা লইয়া আর মথুরার হাটে যায় না; সুতরাং গোকুলে এখন নন্দের রাজত্ব হইয়াছে; সেই হেতু গোকুলের কর আজকাল পাওয়া যাইতেছে না। কংসের এই কথায় শঙ্কিত হইয়া আমি তাঁহার মন্ত্রী অক্রূরকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উপদেশ দিলেন, কৃষ্ণ ও বলরাম যেন এক সঙ্গে বেড়ায় না, বরং বনে লুকাইয়া থাকে; আর গোপীরা যেন পসার সাজাইয়া মথুরায় দধিদুগ্ধাদি বিক্রয় করিতে যায়।

বৃদ্ধার মুখে এই সকল দারুণ সংবাদ শুনিয়া গোপগণ অত্যন্ত ভীত হইল; তাহারা বড়াইর এই চাতুরী ধরিতে না পারিয়া তাহারই উপর সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। ইহাতে বড়াইর উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল।

পূর্ব পরামর্শানুসারে একদিন কৃষ্ণ শিশুগণের সহিত বনে প্রবেশ করিলেন এবং তাহাদিগকে ধেনু চরাইতে বলিয়া তিনি একাকী যমুনাতীরে কদম্বমূলে উপবেশন করিলেন। ঠিক এই সময় গোপীগণ পসরা লইয়া মথুরার পথে যাইতে যাইতে কৃষ্ণকে কদম্বমূলে দেখিয়া 'লাজে আথান্তরি' হইলে বড়াই তাহাদিগকে সাবধানে নীরবে যাইতে বলিয়া আগে আগে চলিল। তখন কৃষ্ণ বাহুপ্রসারে সকলকে আটকাইলেন। গোপীরা তখন 'হেঠমাথে' বড়াইর দিকে চাহিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে বার বৎসরের পথের দান দিতে বলিলেন। ইহাতে বড়াই কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, 'নিমাথী দেখিঞা করসি বলাত্কারী'। কৃষ্ণ বলিলেন, আমি রাজকর্মচারী, ঘরের কানাঞি বলিয়া ভাবিও না; শীঘ্র দান দাও। বড়াই কৃষ্ণকে পথে বিলম্ব না ঘটাইতে বার বার অনুরোধ করিল। তাহার এই কথা গ্রাহ্য না করিয়া কৃষ্ণ গোপীদের অভিমত জানিতে ইচ্ছুক হইলে বড়াইকে লক্ষ্য

করিয়া ক্রুদ্ধ রাধা কৃষ্ণকে বলিলেন, তুমি রূপগুণে অদ্বিতীয় এবং মাননীয় নন্দের পুত্র; অল্প বয়সে যশস্বী হইয়া তোমার এই হীন কাজে 'কুলের খাঁখার' হইবে। পথের 'ঘাটিআলি' তোমাকে কে দিল? অবলার প্রতি বলপ্রকাশ করিলে রাজা কংসের হস্তে ইহার সমুচিত ফল পাইবে।

রাধার এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, এতদিন আমার লোক পথের দানী ছিল; কিন্তু তোমরা তাহাকে কড়ি দাও নাই, এই হেতু আমি এখন আসিয়াছি। কৃষ্ণের এই কথায় রাধা বলিলেন, এখন তবে দান লিখিয়া রাখ, মথুরা হইতে ফিরিবার সময় তাহা লইও। রাধার কথায় কৃষ্ণ দাননির্ণয়হেতু গোপীগণকে তাঁহার সম্মুখে বসিতে নির্দেশ দিয়া রাধাকে বলিলেন,

এ তোর নবনী ঘৃত আর দুগ্ধ দধি।
অমূল্য পসরা রাধে রসময় নিধি॥
অমৃতের তুল্য মূল্য ইথে দান কহি।
লেখা জোখা করিতে কড়ির অন্ত নাহি॥

কৃষ্ণের কথায় গোপীগণ প্রমাদ গণিয়া বৃদ্ধাকে উপায় স্থির করিতে বলিল; কিন্তু বড়াই এই বিষয়ে নীরব থাকিলে গোপীগণ পসরা ফেলিয়া গৃহে প্রত্যাগমনই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া গমনোদ্যত হইলে কৃষ্ণ বাহুবিস্তার-পূর্বক রাধাকে বলিলেন, 'গোরসে কি ছার দান বোল অকারণে'। পরে, কৃষ্ণ রাধার কেশ, নাসিকা, অধর ইত্যাদি প্রত্যেক অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ দান চাহিলে রাধা বড়াইকে বলিলেন, যৌবনের মহাদান কোথাও শুনি নাই; কৃষ্ণ তো দানী নহে, কেবল জঞ্জাল বাড়াইতেছে; সুতরাং, বড়াই, তুমি গৃহে যাইয়া আমার প্রতি কৃষ্ণের 'বলাবল' সকলকে জানাও; কৃষ্ণ আর কুবচন বলিলে আমি যমুনায় প্রাণত্যাগ করিব।

এই কথায় বড়াই রাধাকে বলিল, কৃষ্ণকে 'পিরিতে মানাঞা' ও 'বচনে ভাণ্ডিঞা' যাইব; যে-কৃষ্ণের নিকটে ইন্দ্রাদি দেবতা বা কংস অতিতুচ্ছ, তাহার সহিত বিবাদ অনুচিত; মুহূর্তে সে অনর্থ ঘটাইতে পারে; আর আমাকে গোকুলে পাঠাইলে তোমরা বিপদে পড়িবে। গোপীরা পুনর্বার কৃষ্ণকে অনুনয় করিলে কৃষ্ণ তাহাদের বলিলেন, প্রত্যয়স্বরূপ রাধাকে রাখিয়া তোমরা সকলে যাইতে পার। তখন বড়াই উত্তর দিল, তোমার কাছে রাধাকে রাখিয়া যাওয়ার অর্থ হইল রাহুর নিকটে চন্দ্র অথবা সিংহের নিকট হরিণী রাখার মতো; বরং আমি তোমার কাছে থাকি, আর রাধা সকলের সঙ্গে মথুরায় প্রস্থান করুক। বড়াইর কথায় কৃষ্ণ হাসিয়া উপেক্ষা করিলে রাধা আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, আমি মথুরায় আর যাইব না, এইবার ঘরে চলিলাম।

রাধা এই কথা বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলে কৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদিগকে পায়ে 'রেখা-বেঢ়ি' দিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই কৃষ্ণ রাধার নিকটে যাইয়া তাহার অঞ্চল ধরিলে রাধা ভয়ে কম্পিত হইলেন। নিরুপায় হইয়া রাধা তখন কৃষ্ণকে ধর্মভয়, লোকলজ্জার ভয় দেখাইলেন[১] এবং শেষে যশোদার দোহাই দিয়া তিনি বিশেষ কাতরতা প্রকাশ করিলেও 'মদন-আঁধলা' কৃষ্ণ কোনো কথাই শুনিলেন না।

এদিকে শঙ্কিতা বড়াই রাধার অদর্শনে চঞ্চল হইয়া চতুর্দিকে অন্বেষণ করিতে করিতে কদম্বতলে তাঁহাকে দেখিতে পাইল। বড়াইকে দেখিয়া রাধা কৃষ্ণের নানা অত্যাচারের কথা তাহাকে জানাইলেন। তখন কৃষ্ণ রাধার অঞ্চল ত্যাগ করিয়া দান চাহিলেন। রাধা তাঁহাকে কংসের ভয় দেখাইলে কৃষ্ণ পুতনাবধ, গোবর্ধনধারণ, ব্রহ্মার মোহন ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক নিজ শৌর্যের পরিচয় দিয়া[২] বলিলেন, রাধা আমার কথা না শুনিলে পরে কষ্ট পাইবে। কৃষ্ণের এই কথায় রাধা বলিলেন, তিনি যেন মিথ্যা অভিলাষ না করেন, কারণ, রাঙ্গের সঙ্গে হীরার যুড়ি হয় না। ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ রাধার নিকটে যাইয়া যোড়হাথে বলিলেন, আমাকে সামান্য মানুষ বলিয়া জানিও না; আমি স্বয়ং নারায়ণ, ভূভারহরণে পৃথিবীতে আমার অবতারগ্রহণ; পূর্বজন্মে তুমি আমার নারী ছিলে[৩]; এই হেতু 'আপনা না বাসি তোহ্মা স্মরি'। কৃষ্ণের এই কথায় রাধা মনে মনে ভাবিলেন,

জার পদ-পরশনে মুক্ত হেন জানি।
ব্রহ্মা-আদি দেব জাহাকে বাখানি॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর জত জার পদ সেবে।
বিধি-অনুকূলে নিধি মোরে মেলে এবে॥

কিন্তু কুলকলঙ্ক-ভয়ে রাধা তাঁহাকে কিছুই না বলিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলে কৃষ্ণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন; পরে, চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি বড়াইকে বলিলেন, আমি বিরহানলে আত্মাহুতি দিব, তখন পুরুষঘাতিনী বলিয়া রাধার নাম রটিবে। এই কথায় বড়াই কৃষ্ণকে সান্ত্বনা দিয়া উপায়ান্তরে কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহাকে যমুনায় কাণ্ডারী[৪] হইতে পরামর্শ দিলে কৃষ্ণ তাহাতেই সম্মত হইলেন। (এইখানে দানখণ্ডের শেষ)

কৃষ্ণও বড়াইর পরামর্শ-অনুসারে অন্য পথে গিয়া যমুনায় কাণ্ডারী সাজিলেন। এদিকে গোপীগণ যমুনাতীরে আসিয়া 'কেরুআল'-হস্তে পুনরায় কৃষ্ণকে দেখিয়া ভাবিল,

জারে এড়াইআঁ বুলি ঠেকি তার পাশে।
আম্বের ডরে পালাইঞা তেতলি-তলে বাসে॥

১ শ্রী. কী, পৃ ৬৫-৬ ২ ঐ, পৃ ৯৫ ৩ শ্রী. কী, পৃ ১০৩ ৪ ঐ, পৃ ১৪০

পরে, দূরে ঘর এবং নিকটে মধুপুরী চিন্তা করিয়া গোপীগণ লজ্জা-পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলে রাধা কৃষ্ণকে বলিলেন, কোনো প্রকারে তোমাকে এড়াইবার পথ নাই; অকারণে কষ্ট না দিয়া আমাদের পার কর। কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, পথের দান বরাবর বঞ্চনা করিয়া এইবারও 'ধর্ম-খেআ' বলিয়া কড়ির নাম করিতেছ না। তাঁহার কথায় গোপীগণ লজ্জিত হইলে রাধা বলিলেন, তোমার প্রাপ্য তুমি লইও, আগে আমাদের পার কর। তখন ক্ষুদ্র নৌকা হেতু কৃষ্ণ গোপীদের একে একে পার করিতে প্রস্তাব করিলে বড়াই ইহাতে সম্মত হইল; কিন্তু গোপীদের তাহা মনঃপূত না হইলে অনর্থক বিলম্বহেতু অসহমানা রাধিকা একাই নৌকায় আরোহণ করিলেন। কৃষ্ণও তখন সুযোগ বুঝিয়া নৌকা চালাইয়া দিলেন; কিন্তু নদীর মধ্যস্থলে আসিয়া তিনি নৌকাবহনের অসামর্থ্য হেতু রাধার সাহায্য চাহিলে রাধা তাঁহাকে এ-সমস্ত 'ঢামালী' ছাড়িয়া নদী পার করিতে বিশেষ অনুনয় করিলেন; কিন্তু কৃষ্ণের মায়ায় নৌকা টলবল ও অঙ্গভঙ্গীতে 'একাশি' হইলে অতিশয় শঙ্কিতা রাধা নিরুপায় হইয়া কৃষ্ণকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং কৃষ্ণও সেই লক্ষ্যে রাধার সহিত নদীতে ঝাঁপ দিলে[১] তীরস্থিত গোপীগণ হাহাকারে বলিল, 'জে হকু সে হকু রাধে জীকু দামোদরে'।

এদিকে রাধাকৃষ্ণ জলে ভাসিতে ভাসিতে কোনো নিভৃত নিকুঞ্জের নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহারা হঠাৎ সেই নৌকাখানি পাশে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তখন কৃষ্ণ রাধার নীরব সম্মতিতে বহু দিনের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া রাধাকে নৌকায় তুলিয়া মথুরার পারে রাখিলেন এবং অনতিবিলম্বে অপর পারে আসিয়া বড়াইর নিকটে কপট দুঃখে বলিলেন, নৌকা ডুবিবার পর রাধার উদ্দেশ কোথাও পাইলাম না; তোমরা শীঘ্র নৌকায় আরোহণ কর, অপর পারে গিয়া আমরা সকলে মিলিয়া রাধার অন্বেষণ করিব। কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া সকলে ভয়ে, শোকে ও আশঙ্কায় নৌকায় উঠিলে তাহাদিগকে লইয়া কৃষ্ণ মথুরার পারে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন সেখানে হঠাৎ রাধাকে দেখিয়া 'সব সখী রাধা পাঞা কোলাকোলি কান্দি'। রাধাও পরম আশ্বস্ত হইয়া বড়াইর পাদবন্দনান্তে ক্রন্দন করিয়া সকলের নিকট প্রকৃত বিষয় ভাঁড়াইলে কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিলেন। পরে, কৃষ্ণকে যমুনাতটে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া বড়াইর সহিত রাধা-আদি গোপীগণ পসরা লইয়া মথুরায় গমন করিল এবং হাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বড়াই কৃষ্ণকে কর গ্রহণ ও নদী পার করিতে বলিল। অনন্তর যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া গোপীগণ কৃষ্ণবিচ্ছেদে বিষণ্নমনে গৃহে গমনপূর্বক 'বচনপ্রবন্ধে' গৃহজনের মনোরঞ্জন করিল। (এইখানে নৌকাখণ্ডের সমাপ্তি)

---

১ তু. শ্রী. কৃ, পৃ ১৬১

গোপীগণ এইভাবে 'বিকিছলে' প্রত্যহ নিকুঞ্জে কৃষ্ণের সহিত সমস্ত দিন যাপন করিয়া ও 'ঘর রঞ্জিবারে' কৃষ্ণের নিকট হইতে কিছু কড়ি লইয়া গৃহে গমন করিত। কিছুদিন পরে এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া যশোদা কৃষ্ণকে ভৎর্সনাপূর্বক গোপীগণকে অনুযোগ দিলে[১] রাধা সবিষাদে বলিলেন,—

সভে মেলি নিতি মধুপুরী বিকে জাই।
তোহোর সুন্দর কানু দেখিতে না পাই ॥...
না জাব মথুরা বিকে না আসিব এথা।
কাহা-সঙ্গে সতিসাধে না কহিব কথা ॥

রাধার এইরূপ বিষাদের কথা শুনিয়া নন্দরাণী গোপীগণকে আর কিছু না বলিয়া মধুরবচনে সকলকে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিলেন।

একদিন বাসন্তী পূর্ণিমায়[২] মণিমালা, ময়ূরপুচ্ছচূড়া ইত্যাদি নানা বেশে সজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ যমুনাপুলিনে কদম্বমূলে ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়াইয়া 'রাসরসে' মোহন বংশধ্বনি[৩] করিলেন। তাহাতে 'তৃণ-আদি সভাকার' মুক্তিলাভ ঘটিল; কীটপতঙ্গ ও পক্ষিকুল উল্লসিত এবং তরুলতা মুকুলের ছলে পুলকিত হইল; গোধন খোয়ার ভাঙ্গিয়া শব্দানুসারে ধাবিত হইল।[৪] গোপী-গণ কাষ্ঠপুত্তলীবৎ স্থির হইয়া রহিল; রন্ধন, পরিবেশন ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদের মতিভ্রম জন্মিল। পরে, গৃহকর্ম সত্বর সম্পন্ন করিয়া তাহারা অভিসারের জন্য প্রস্তুত হইল। দ্বিতীয় বার মুরলীরবে সাজসজ্জায় গোপীগণের নানা বিথতাভাব জন্মিল; কেহ গলায় কিঙ্কিণী, কেহ পায়ে হার পরিল। এইরূপে সকলে সজ্জিত ও গমনার্থ প্রস্তুত হইলে গোপগণ তাহাদিগকে 'আপন শপতি' দিয়া আটকাইয়া রাখিল। তৃতীয় বংশীরবে গোপীদিগকে বাধা দিয়া রাখা আর সম্ভব হইল না। তাহারা 'চালিল সাপিনী'র মতো অগ্রসর হইল; কিন্তু কৃষ্ণদর্শনে বঞ্চিত গৃহাবরুদ্ধ কোনো গোপী কৃষ্ণচিন্তায় দেহত্যাগ করিলে কোনো গোপ আর কাহাকেও নিবারণ করিতে সাহস পাইল না। পরে, গোপীগণ রাধার সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণসমীপে এমনভাবে গমন করিল,—

জেন বরিষার নদী করিঞাঁ উল্লাস।
গঙ্গাএ সম্ভাঞাঁ জাঅ সমুদ্রের পাশ ॥

১ শ্রী. কী (পৃ ২৬৭)-এ রাধাই যশোদাকে সকল কথা বলিয়া দেন।

২ ভা (১০।২৯।১), বি. পু (৫।১৩।২৩), হ. ব (২।২০।১৫)-এ শারদীয় রাস; ব্র. বৈ-এ (৪।২৮।৬) ও গীত গোবিন্দে বসন্তকালীন রাস।

৩ ব্র. বৈ (৪।২৮।১৮), ভা (১০।২৯।৩) ও বি. পু (৫।১৩।১৬)-এ মধুর গীতি।

৪ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে অনুরূপ বর্ণনা আছে। বলা বাহুল্য, ইহা ভাগবতে নাই।

নিজকুলধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্ধকার নিশীথে গোপীগণ বনে আসায় কৃষ্ণ তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া গৃহে ফিরিতে বলিলে তাহারা কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ কৃষ্ণের সমীপে অবস্থান করিতে লাগিল।[১] পরে, রাধা-আদি গোপীগণ 'গৃহপতি গ্রহপতি তোম্বে প্রাণপতি' বলিয়া সকাতরে ক্রন্দন করিতে থাকিলে কৃষ্ণ তাহাদের উপর সদয় ও প্রসন্ন হইলেন। তখন গোপীগণ গন্ধ, মাল্য ইত্যাদি উপহার দিয়া কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিলে কৃষ্ণ তাহাদের নিমিত্ত সৃষ্ট অতিমনোরম বৃন্দাবনের উল্লেখ করিয়া তাহাদের সহিত বনদর্শনে 'বিজয়' করিলেন। কৃষ্ণ গোপীগণে পরিবৃত হইয়া বামে রাধাকে লইয়া সকলকে তরুলতা-ফলপুষ্প-মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ অপূর্ব সৌন্দর্যময় বৃন্দাবন দেখাইলেন। দীর্ঘ বনপর্যটনে পরিশ্রান্ত গোপীগণ নিদ্রাকুল হইয়া কুঞ্জে শয়ন করিল। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় কৃষ্ণের বেনুরবে জাগরিত হইয়া তাহারা কৃষ্ণের সহিত রাসমণ্ডলের দিকে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল মেঘস্পর্শী স্বর্ণের পুরী, 'গরুড়ের চূড়া'-শোভিত দ্বার, ষোলশত 'বাসঘর', কেলি-বন ও কেলি-সরোবর। বাসগৃহের আট দিকে 'আঠখান আওাস' ও মাঝে অপূর্ব রাসসভা। ইহার মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় চূড়ায় 'মাণিক-ছাউনি'র কলস ও গরুড়ধ্বজে শোভিত মণিময় মণ্ডপ এবং মধ্যস্থলে 'দোলঙ্গ' সিংহাসন। রাসমণ্ডপে রাধাকৃষ্ণের উপবেশনের পর, তাম্বূলহস্তে চন্দ্রাবলী, চামরহস্তে মাধবী ও মালতী, স্বর্ণভৃঙ্গার-হস্তে রত্নাবতী, কনকদর্পণ-ধারিণী ইন্দুবতী, বেশরচনায় তৎপরা মদালসা, নবা, মনোরমা—এই অষ্ট সখী[২] রাধাকৃষ্ণকে পরিবৃত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। ইহা ছাড়া কৃষ্ণের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি চন্দ্রমুখী-আদি অপর ষোলশত গোপীও কৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই সময় রাসরসাভিলাষী কৃষ্ণের 'হাথ-সানে' গোপীগণ সজ্জা লইয়া প্রস্তুত হইলে কৃষ্ণ তাহার সাহায্যে মনোহর বেশ ধারণ করিলেন। পরে, গোপীগণও মনোরম সজ্জায় সজ্জিত হইল। তাহাদের রূপলাবণ্যে 'নিশিপতি থির রহে পথ নাহি চলে'। গোপীগণ ষোল শত, কিন্তু কৃষ্ণ একা; এই হেতু যত গোপী তত সংখ্যক রূপ পরিগ্রহ করিয়া কৃষ্ণ প্রত্যেক গোপীদ্বয়ের মধ্যে বিরাজ করিলে গোপীগণের নৃত্য আরম্ভ হইল; পরিশ্রমে তাহাদের 'স্বেদজল' দেহ 'উবরিঞা' ঝরিতে লাগিল। নৃত্যসমাপনে কৃষ্ণ বহু রূপ সংহৃত করিলে গোপীগণও রাসমণ্ডপ হইতে নিজ নিজ নিকুঞ্জে প্রস্থান করিল। বিশ্রামান্তে কৃষ্ণ রাসমণ্ডপে পুনর্বার বংশীধ্বনি করিলে সমাগত গোপীগণের মধ্যে রাধাকে না দেখিয়া কৃষ্ণ

১ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসে গোপীরা আগমন করিলে কৃষ্ণ অনুরূপভাবে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন গোপীদিগকে।

২ এই অষ্ট সখীর নাম কোনো পুরাণে নাই। স্কন্দ পুরাণের দ্বারকা ও প্রভাসক্ষেত্র মাহাত্ম্যে যে সকল সখীর নাম আছে তাহার সহিত গোপালবিজয়ের কোনো মিল নাই।

বিষণ্নমনে তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন; কিন্তু কোথাও রাধার উদ্দেশ না পাওয়ায় তিনি হতাশ হইয়া মাধবীতলে বসিয়া খেদ করিতে লাগিলেন। এই সময় কূজনশ্রবণে কৃষ্ণ কোকিলের সহিত মিত্রতা করিয়া রাধার উদ্দেশে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে পিকবব রাধার অন্বেষণার্থ প্রতিকুঞ্জে ঘন ঘন ডাকিতে লাগিল। এইভাবে কোকিল ঘুরিতে ঘুরিতে এক কুঞ্জে বিরহবিধুরা রাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণকে সংবাদ দিলে তিনি সেই কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রাধা সখীকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করিতে থাকিলে কৃষ্ণ যেন তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ছলনাপূর্বক ভূতলে পতিত হইলেন। পরে, কৃষ্ণ পুনরায় রাধাকে সানুনয়ে বলিলেন, অকারণে তুমি আমাকে দোষী করিতেছ; রাধা কটাক্ষপাতপূর্বক বলিলেন, তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে আর সম্বন্ধ রাখিবেন না; কারণ তাঁহার বাহিরে 'রাতুল রাগ' কিন্তু অন্তর অত্যন্ত মলিন। এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ নানাপ্রকারে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিলে রাধা তখন স্মিতহাস্যে তাঁহার দিকে চাহিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিলেন। তখন কৃষ্ণের ইঙ্গিতে সখী রাধাকে প্রসন্ন হওয়ার উপদেশ দিয়া বলিল,—

কুলীন সাপের বিষ কুলবধূ-মান।
জত তত বাড়ুক এক মন্ত্রে সমাধান॥

সখীর কথায় রাধা অভিমানে ক্রন্দন করিলে সখী এই বিষয়ে কৃষ্ণকেই দায়ী করিল। পরে, তাহার চতুরতা ও কৌশলে রাধা অভিমান ত্যাগ করিলে রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল এবং উভয়ে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া রাসমণ্ডপের দিকে চলিলেন। কিছু দূর গমন করার পর রাধা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে কৃষ্ণ তাঁহাকে স্কন্ধে লইতে চাহিলেন। রাধা 'আতিরসে' আপনাকে বিস্মৃত হইয়া তাহাতে নীরব স্বীকৃতি জানাইলে তাঁহার 'মানমদ' খণ্ডাইতে কৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হইলেন[১]। তখন কৃষ্ণ-অদর্শনে রাধা অচেতন হইয়া 'কাটিল কদলী জেন ভূমি পড়ে গিরি'।

এদিকে রাধার অন্বেষণে বহির্গত কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখিয়া বিষণ্ন গোপীগণ কৃষ্ণপদচিহ্ন-দর্শনে 'লোটাঞা লোটাঞা কান্দে হাকান্দ কান্দনে'। পরে, তাহারা কৃষ্ণের পদাঙ্কানুসরণ-ক্রমে রাধার নিকুঞ্জে উপস্থিত হইল এবং সেখানে সখীক্রোড়ে শয়ান ও ক্রন্দনরত রাধিকাকে দেখিয়া গোপীরা তাঁহার চরণযুগল কৃষ্ণনামোচ্চারণে ধারণ করিলে রাধা নামশ্রবণে চমকিত হইয়া সম্মুখে সখীগণকে দেখিতে পাইলেন। শেষে কৃষ্ণবিরহে অসহমানা রাধা প্রাণত্যাগের সংকল্প করিলে সখীগণ কৃষ্ণের নানা নিন্দা করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া অনুক্ষণ ক্রন্দনরতা রাধা দুঃখে বলিলেন,—

১ তু. ব্র. বৈ, পৃ ৪৫৩

কানুকে জে বলি সে আপনাকে বলি।
পর বৈলে পর নহে দেব বনমালী ॥
দোষ বাখানিতে তার গুণে মুখ পুরে।
বচনে গঞ্জিতে চাহি মুখে নাহি ফুরে ॥

এইরূপ শোক করিতে করিতে রাধা অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলে কৃষ্ণ অদূরে মুরলীধ্বনি করিলেন[১]; তখন সকলের দেহে যেন প্রাণসঞ্চার হইল। গোপীগণ সেই ধ্বনি-অনুসারে দ্রুতপদে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া শোকে, ভয়ে, লজ্জায় তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলে তিনি নানা প্রকারে তাহাদের সান্ত্বনা দিয়া মনোরঞ্জন করিলেন। পরে, তিনি গোপীদের সহিত যমুনায় মহাসুখে জলক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া[২] সকলকে লইয়া কদম্বমূলে উপবেশন করিলেন। (এইখানে রাসখণ্ড সম্পূর্ণ)

এই সময় ভ্রমরগুঞ্জনে নিশাবসান জানিয়া দুঃখিত গোপীগণ 'তনু লঞা ঘর গেলা কানু লইল মনে'। তাহাদের গৃহপরিজন কৃষ্ণের প্রভাবে গোপীগণের রাত্রিতে অনুপস্থিতি জানিতে পারিল না। এইরূপ গোপনে তাহাদের মিলনের সময় একদিন অরিষ্টাসুর কৃষ্ণবধার্থ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ তাহাকে নিহত করিয়া গোপীদের ভয় দূর করেন।

এদিকে কলহপ্রিয় নারদ একদিন মথুরায় আসিয়া দেবতাদের ষড়যন্ত্রের কথা কংসকে জানাইলেন এবং ধনুর্যজ্ঞচ্ছলে কৃষ্ণকে মথুরায় আনিয়া 'আপন আগ্রতে' কাজ করিতে উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলে ক্রুদ্ধ কংস বসুদেব ও দৈবকীকে কারারুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণবধার্থ কেশীকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন; কিন্তু অসুরের বীরদাপ নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হইল। তারপর কংস নারদের উপদেশ স্মরণ করিয়া মথুরায় ধনুর্যজ্ঞে যোগদানের নিমিত্ত নন্দাদি গোপগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং রামকৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য অক্রূরকে[৩] বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিলেন। কংসের এই নিষ্ঠুর আদেশে পরমবৈষ্ণব অক্রূর স্বীয় 'পরাধীন জীবিতে'র নিন্দাপূর্বক ক্রন্দন করিয়া ভাবিলেন,—

রাজ-আজ্ঞা না পালিলে ঠাঞে প্রাণ লএ।
কার প্রাণে আনি দিব মারিতে দুই ভাএ ॥
জানিঞা কে আনলে ফেলিব ফুলমালে।
শারী শুক আনি দিব ভুখিল বিড়ালে ॥

কিন্তু পরক্ষণেই অক্রূর মনে করিলেন, আমি অবিদ্যাবশতঃ দেব চক্রপাণিকে সামান্য মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। যাঁহার নামে জন্মমৃত্যু হইতে জীবের মুক্তিলাভ হয়,

---

১ ভা (১০।৩২।২) ও বি. পু (৫।১৩।৪২)-এ মুরলীধ্বনির স্থলে কৃষ্ণের আবির্ভাব

২ তু. ব্র. বৈ, পৃ ৪৫৪   ৩ তু. ব্র. বৈ, পৃ ৪৫৫

সেই হরিই গোপরূপে ভূতলে অবতীর্ণ। বৃন্দাবনগমনে তাঁহার শ্রীচরণদর্শন হইবে ভাবিয়া তিনি যারপরনাই আনন্দিত হইলেন; অক্রূর আরও ভাবিলেন, এতদিনে তাঁহার জন্ম সার্থক। এদিকে কংসপ্রেরিত কেশী ও ব্যোমাসুর কৃষ্ণকর্তৃক নিহত হওয়ার সংবাদে কংস আপনার মৃত্যুভয়ে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিলেন।

কংসের আদেশে অক্রূর রথ লইয়া নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন; কৃষ্ণের শ্রীচরণদর্শনার্তিতে তাঁহার মনে হইল, তিনি যদি পাখী হইয়া উড়িয়া যাইতে পারিতেন[১] তবে তাঁহার জন্ম সফল হইত। এই সময় অদূরে বৃন্দাবনদর্শনে আনন্দে অক্রূর 'আগু নাহি ধরে'। কৃষ্ণের সহিত ভাবী সম্ভাষণ মনে হওয়ায় পরম পুলকিত অক্রূরের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইল। যমুনা-উত্তরণের সময় হঠাৎ পথে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি-যুক্ত কৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখিয়া অক্রূর শ্রীচরণধূলি স্বীয় কপালে ধারণ করিলেন। এইরূপে কৃষ্ণের কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি সন্ধ্যাকালে নন্দালয়ে উপস্থিত হইলে নন্দ অভিগমনপূর্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; পরে, অন্নপানে পরিতৃপ্ত অক্রূর কংসের ধনুর্যজ্ঞে তাঁহাদের আমন্ত্রণ জানাইয়া বলিলেন,

রাম কৃষ্ণ দুই ভাই সেহো জাব সঙ্গে।
তা সবা দেখিতে রাজার বড় রঙ্গে ॥

ঠিক এই সময় দুই ভাই সেখানে উপস্থিত হইলে অক্রূরের প্রেমাশ্রুতে নেত্রদ্বয় অবরুদ্ধ হওয়ায় তিনি তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না; উপরন্তু জিহ্বার অবশতাহেতু তিনি কিছুই বলিতে না পারিয়া মনে মনে আপনাকে 'অধিক্ষেপ' ও ক্রন্দন করিয়া পড়িতেই কৃষ্ণ তাঁহাকে ধরিয়া গাঢ়-আলিঙ্গনদানপূর্বক আসনে বসাইলেন। পরে, কৃষ্ণের কুশল-জিজ্ঞাসায় অক্রূর তাঁহাকে সমস্ত নিবেদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে 'সঙ্কোচে' ও গদগদস্বরে কংসের আদেশ জানাইলে রাম-কৃষ্ণ 'ভাল ভাল' বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদনুসারে পরদিন প্রভাতে সকলের মথুরাযাত্রার বিষয় তূর্যধ্বনিতে নগরে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল।

এদিকে রাধা-আদি গোপীগণ সঙ্কেতনিকুঞ্জে গমনকালে সর্বত্র তূর্যধ্বনি-শ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইলেন। পরে, এক সখী ইহার স্বরূপবার্তা জানিতে কৃষ্ণের নিকট গমনে উদ্যত হইলে তখনই রোরুদ্যমানা কোনো সখী তথায় আসিয়া কৃষ্ণের মথুরাযাত্রার স্থির সংকল্প জানাইল। ইহা শুনিয়া সকলে ক্রন্দন ও বিষাদ করিতে করিতে সঙ্কেতনিকুঞ্জে কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ নানাপ্রকারে তাহাদের সান্ত্বনা দিয়া মনোরঞ্জন করিলেন।

১ তু. শ্রী. কী. পৃ ১৯৪

প্রভাতে মথুরাযাত্রার জন্য সকলে নন্দের দ্বারে আসিয়া মিলিত হইল। ভবানীর পূজান্তে যশোদা অষ্ট দূর্বা ও তণ্ডুল রাম-কৃষ্ণের মস্তকে দিয়া এবং উভয়কে ভোজন করাইয়া প্রবাসবিষয়ে নানা উপদেশ দিলেন। পরে, যথাযোগ্য স্থানে প্রণামসম্ভাষণাদি করিয়া দুই ভাই অক্রূরের সহিত রথে আরোহণ করিলেন।

এই সময় কৃষ্ণবিরহে শোকাকুল রাধা-আদি গোপীগণ অক্রূরকে নানাপ্রকারে ভৎর্সনা করিয়া রথের গতি রোধ করিতে সংকল্প করিলে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া 'তখনে রসিকগুরু ছিন্দি বনমালা। একে একে ফুল দিঞাঁ তুষি ব্রজবালা' ॥ পরে, রথ চলিতে থাকিলে সকলে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে ক্রমে রথধ্বজ অদৃশ্য হইলে তখন 'মূর্চ্ছিতা হইঞাঁ গোপী পড়ে সেই ঠাই'। অনন্তর সংজ্ঞালাভান্তে সকলে বিলাপ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

মথুরার পথে বলরাম ও কৃষ্ণ অক্রূরের সহিত নন্দ-আদি গোপগণের পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। এই সময় মধ্যাহ্ন আসন্ন দেখিয়া অক্রূর তাঁহাদের নিকটে সন্ধ্যা-উপাসনার অনুমতি লইয়া যমুনায় আহ্নিককৃত্য সম্পন্ন করিলেন। পরে, তাঁহারা পুনরায় রথে আরোহণ করিয়া মথুরার সন্নিকটে সকলের সহিত মিলিত হইলে কৃষ্ণ পিতা ও অন্য সকলকে অক্রূরের সহিত নগরে পাঠাইয়া স্নানের ছলে সেই স্থানে থাকিলেন। অক্রূর মথুরায় পৌঁছিয়া যজ্ঞশালার নিকটে সকলের থাকার ব্যবস্থা করিয়া কংসকে সংবাদ দিলেন; পরে, তিনি রামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন।

তারপর তিন জন যাইতে যাইতে পথে কৃষ্ণ রাজধোপাকে দেখিয়া তাহার নিকটে 'কৌতুকে' বস্ত্র চাহিলে রজক তাঁহাকে রাখাল, মূর্খ, ইতর ইত্যাদি বলিয়া গালি দিলে ক্রুদ্ধ বলরাম তাহাকে নিহত করেন[১]। তখন দুই ভাই মনোমত বস্ত্র পরিধান করিয়া যাইতে যাইতে এক মালাকারকে দেখিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে পরিচয়দানান্তে কৃষ্ণের সম্মুখে ফুলের ডালি ধরিলে কৃষ্ণ আগে বলরামকে সাজাইয়া পরে নিজে মালা পরিলেন। অনন্তর 'তিন ঠাঞি বাকা' এক 'কুব্জী'কে সেখানে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে নিজের পরিচয় দিয়া কৃষ্ণের সম্মতি-গ্রহণপূর্বক তাঁহার দেহ কর্পূর-চন্দনে অনুলিপ্ত করিলে কুব্জার প্রেমভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার দেহ ঋজু করিবার অভিপ্রায়ে,—

এক হাথে কুবুজ ধরিল শ্রীহরি।
আর হাথে চিবুক ধরিল উভ করি ॥

---

১ ভা (১০।৪১।৩৭) এবং ব্র. বৈ (৪।৫৫।৯)-এ কৃষ্ণই রজককে নিহত করেন

দক্ষিণ আঁঠুর ঠেকনা দিল বুকে।
এক সঙ্গে উজু করিল তিন বঙ্কে ॥

কৃষ্ণের স্পর্শে কুব্জা বিদ্যাধরীরূপধারণ-পূর্বক কৃষ্ণের চরণে পতিত হইয়া তাঁহার প্রতি সকাম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কৃষ্ণ 'আখি ঠারে কুএজীরে ভাই দেখাইঞাঁ'। প্রত্যাবর্তনকালে কুব্জার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন বলিয়া কৃষ্ণ সরস বাক্যে তাহাকে আশ্বাস দিয়া গৃহে পাঠাইলেন। এইরূপে দুই ভাই ক্রমে ক্রমে কংসের যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইয়া ধনুর্গৃহে বিশাল ধনুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কংসদূত তাঁহাকে উপহাসপূর্বক ধনুর পরিচয় দিল। তখন কৃষ্ণ বামহস্তে অনায়াসে সেই ধনু তুলিয়া গুণ আরোপণ করিলেই তাহা দ্বিখণ্ডিত হইল। তখন দূত কংসকে এই সংবাদ জানাইলে রাজা সবিশেষ চিন্তিত ও ভীত হইলেন। অক্রূর যজ্ঞশালার নিকটে কংসের উপবনগৃহে উভয়ের থাকার ব্যবস্থা করিলে দুই ভাই সেখানে অবস্থান করিয়া সুখে রাত্রিযাপন করিলেন; কিন্তু কংসের রাত্রি অতিবাহিত হইল নানা দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠায়। পরিশেষে মহিষীর আশ্বাসবাক্যে কংস,—

গাএ বল দিঞাঁ বইসে তেজে ব্রহ্মাণ্ড পরশে
জেন ডাকে ভামাইল সাপে।

পরে, রাজা পাত্রমিত্র ও 'বলীআর' বীরগণের যথাযোগ্য কার্যে নিয়োগপূর্বক চাণূরাদি বীরকে নিজের কাছে রাখিয়া কুবলয়াপীড় হস্তীকে দ্বারে অধিষ্ঠিত করিলেন এবং বসুদেব, দৈবকী, উগ্রসেন ও রাজমণ্ডলীকে সভায় বসাইয়া স্বয়ং রঙ্গস্থলে উচ্চ মঞ্চে উপবেশন করিলেন।

এদিকে বলরাম ও কৃষ্ণ পরদিন প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যসমাপনান্তে যথাবিধি স্নান ও দেবার্চনা করিলেন। পরে, জননীদত্ত 'ভোগ উপহার' গ্রহণ করিয়া দুই ভাই মল্লবেশ ধারণ করিলেন। এইরূপে রামকৃষ্ণ রাজদর্শনে রঙ্গস্থলে যাত্রা করিলে সর্বত্র 'শুভ শকুন' দেখিয়া নন্দ পরম আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে কংসের ইঙ্গিতে বিকটদশন হস্তী তাঁহাদিগকে মারিতে আসিল। তখন মহাবল কৃষ্ণ 'লীলাএ' হস্তীর দন্তদ্বয় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তথাপি রক্তাক্তমুখে হস্তী তাহাদের আক্রমণ করিলে কৃষ্ণ বিশ্বম্ভররূপে সেই দন্তদ্বয়ের আঘাতেই তাহাকে নিহত করিলেন। কুবলয়বধের সংবাদে কংসের আতঙ্কের সীমা রহিল না।

অনন্তর হস্তিরুধিরে সিক্তদেহ কৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সহিত রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলে কংসের আদেশে মন্ত্রিগণ তাঁহাদের সহিত মল্লযুদ্ধার্থ চাণূর ও মুষ্টিককে নিয়োজিত করিলেন। তখন চাণূর কৃষ্ণকে নানা কথায় হীন ও দুর্বল বলিয়া অবহেলা এবং আপনাকে অত্যন্ত বলশালী প্রকাশ করিয়া আস্ফালন করিলে কৃষ্ণও তৎকর্তৃক কেশিকুবলয়-বধ ইত্যাদি বিষয় তাহাকে জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—

বড়কে বড়াই কইলে বল নাহি জানি।
হাথের বলআ কভু দর্পণে না চিনি ॥[১]
নগরে কুকুর পুষি নানা পরকারে।
তমু বনের সিংহের সমুখ জাইতে নারে ॥

কৃষ্ণের এই উক্তিতে ক্রুদ্ধ চাণূর ও মুষ্টিক বীরদর্পে অগ্রসর হইলে সভাজন এই অন্যায় যুদ্ধের[২] নিন্দা করিলেন; কিন্তু কংসের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিতে কাহারও সাহস হইল না; সুতরাং মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইভাবে কৃষ্ণের সহিত চাণূর এবং বলরামের সহিত মুষ্টিকের ঘোরতর মল্লযুদ্ধে বলরামের বজ্রমুষ্টির আঘাতে মুষ্টিক[৩] নিহত হইল এবং কৃষ্ণের চাপনে রক্ত বমন করিয়া চাণূর 'কুড় কুড় বেঙ জেন রহিল পড়িঞাঁ'। মল্লদ্বয়ের বিনাশে কংস ক্রুদ্ধ হইয়া বলরাম, কৃষ্ণ ও পিতা উগ্রসেনকে বিতাড়িত এবং বসুদেব-দৈবকীকে নিহত করিতে আদেশ দিলে[৪] কৃষ্ণ এক লম্ফে কংসের মঞ্চে আরোহণ করিয়া 'কুমারিআ পোকা'র ন্যায় অসুরের কেশ ধরিলেন; তথাপি কংস বলপ্রকাশ করিলে,—

সেই মতে ধরাধরি পড়ে ভূমিতলে।
হেঠে কংস-উপরে পড়িলা বিশ্বম্ভরে ॥
ভূমির পরশে কংস তেজিল পরাণে।
পাকিল ফুটের জেন ফুটিল তখনে ॥

কংসবধে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; দেবগণ কৃষ্ণের উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন; সর্বত্র জয়ধ্বনি, দশ দিক নির্মল, প্রকৃতি আনন্দময় এবং সকল জীব উল্লসিত হইল।

কংসবিনাশান্তে কৃষ্ণ উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।[৫] এমন সময় কংসের নারীগণ কৃষ্ণের নিকটে আসিয়া পতিশোকে ক্রন্দন করিলে দয়ার্দ্রচিত্ত কৃষ্ণ নানা সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিলেন।[৬] পরে, তাঁহার আদেশে প্রেতকৃত্য সম্পাদিত হইলে কৃষ্ণ-বলরাম পিতামাতার দর্শনার্থ অক্রূর এবং উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া জনকজননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বহুদিন পরে পুত্রদর্শনে তাঁহাদের দুঃখের কিঞ্চিৎ অবসান হইল। পুত্রদ্বয়কে ক্রোড়ে লইলে তাঁহাদের দেহ অশ্রুসিক্ত হইল এবং রাম-কৃষ্ণের আনন্দাশ্রুতে পিতামাতার চরণ বিধৌত হইতে লাগিল। দৈবকী অতীত দুঃখের কথা সরোদনে কৃষ্ণকে বলিলে কৃষ্ণ নানা কথায় পিতামাতার বিষাদ দূর করিলেন। পরে, দৈবকী উভয়কে স্নান ও দেবার্চনা করাইয়া তাহাদের পঞ্চামৃতে ভোজন করাইলেন। নানারস-প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ অতিবাহিত

১ তু. 'হাথে রে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ' চ. প, পৃ ৮৮ ২ তু. শ্রী. বি, পৃ ২০৬

৩ ব্র. বৈ (৪।৫৫।৯)-এ কৃষ্ণই মুষ্টিককে হত্যা করেন, শ্রী. বি-এ বলরাম

৪ তু. শ্রী. বি, পৃ ২০৮ ৫ তু. ব্র. বৈ, পৃ ৪৫৬, শ্রী. বি, পৃ ২১২ ৬ তু. শ্রী. বি, পৃ ২১১

হইলে রাম-কৃষ্ণ পিতামাতার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইলেন। পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে দুই ভাই অধিকাংশ গোকুলবাসীকে পিতার সঙ্গে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া রাজসভায় বসিলেন এবং সকলের সহিত পরামর্শপূর্বক রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য কৃষ্ণ যথাস্থানে 'গোকুলসেবক' নিযুক্ত করিলেন। কৃষ্ণের প্রতাপে সামন্ত নৃপতিবৃন্দ বশীভূত হইলে মথুরার প্রজাগণ পরমসুখে বাস করিতে লাগিল।

একদিন বলরাম ও কৃষ্ণ অক্রূরের গৃহে গমনপূর্বক তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন[১] এবং অপর একদিন কৃষ্ণ হঠাৎ কুব্জার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পূর্বপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন [২]

এদিকে নন্দ সকলকে লইয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করিলে পুত্রদ্বয়কে না দেখিয়া যশোদা ও পুরজন ক্রন্দন করিতে থাকায় নন্দ তাহাদের সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ কংসকে নিহত করিয়া উগ্রসেনকে রাজ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ; নয় দশ দিনের মধ্যেই সে আসিবে ; কিন্তু নন্দের এই কথায় প্রত্যয় না হওয়ায় সকলে নানা দুশ্চিন্তা করিতে লাগিল। কৃষ্ণশোকে যশোদার মূর্ছায় শেষে নন্দও অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ইহা দেখিয়া কৃষ্ণের বয়স্যগণেরও মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা সকরুণ বিলাপ করিতে লাগিল। এইরূপে বালবৃদ্ধযুবার ক্রন্দনধ্বনিতে বৃন্দাবনে গভীর শোকের ছায়া পতিত হইল।

রাধিকাপ্রভৃতি গোপীগণের শোকও বর্ণনাতীত। কৃষ্ণবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে তাহারা কামকলা নামে এক সখীকে পসরাবিক্রয়ের ছলে কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকারের উপায়স্বরূপ নানা উপদেশ দিয়া মথুরায় প্রেরণ করিল। মথুরায় যাইয়া কৃষ্ণের সহিত দেখা করিয়া দূতী গোপীগণের দুঃখের কথা জানাইলে কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে তিনি শীঘ্রই গোকুলে ফিরিবেন। দূতীমুখে কৃষ্ণের শীঘ্র আগমনের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার দর্শন-আশায় গোপীগণ নগরের উপান্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কৃষ্ণও গোপীগণের আশ্বাসদানার্থ উদ্ধবকে[৩] বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলে উদ্ধব সন্ধ্যাকালে[৪] নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া সকলের প্রবোধদানান্তে বলিলেন, শীঘ্রই কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিবেন এবং এই প্রত্যয় নিমিত্ত তিনি আমাকে অগ্রে পাঠাইয়াছেন। এইরূপে সকলের সন্তোষবিধানপূর্বক উদ্ধব কৃষ্ণ-কথায় রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে[৫] কদম্বমূলে রথস্থাপনপূর্বক যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। গরুড়ধ্বজরথ-দর্শনে কৃষ্ণের প্রত্যাগমন মনে করিয়া গোপীগণ সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণভ্রমে উদ্ধবের চরণে পতিত হইলে উদ্ধব হাহাকারপূর্বক সকলকে বিরত করিলেন এবং কৃষ্ণের সংবাদজ্ঞাপনার্থ গোপীগণের সহিত রাধাসমীপে উপস্থিত হইলেন। উদ্ধবের সংবর্ধনার্থ অভ্যুত্থানে অসমর্থা

---

১ তু. শ্রী. বি, পৃ ২২৭ ২ ব্র. বৈ (৪।৫৫।১০)-এ কৃষ্ণ কুব্জাকে গোলোকে স্থান দেন

৩ তু. শ্রী. বি, পৃ ২১৯ ৪ ঐ, পৃ ২২০ ৫ ঐ, পৃ ২২১

বিরহক্ষীণা রাধা 'হাথসানে' তাঁহাকে আসনে বসাইলে উদ্ধব রাধাকে বলিলেন, শীঘ্রই প্রভুর শ্রীচরণদর্শন-লাভ হইবে[১]; কারণ,—

সহজে তোহ্মার প্রভু ভকতবৎসলে।
ধেনুর বাছুর-সম পাছু পাছু বুলে॥

এইরূপে নানাপ্রকারে রাধা-আদি গোপীগণকে প্রবোধ দিয়া বৃন্দাবনে তিন দিন[২] অবস্থানের পর উদ্ধব কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং একে একে সকলের দুঃখ নিবেদন করিলেন।

বৃন্দাবনের সংবাদশ্রবণে ব্যাকুল কৃষ্ণ উগ্রসেনের উপর রাজ্যের সমস্ত ভার দিয়া এবং মন্ত্রণার্থ অগ্রজ বলরামকে মথুরায় রাখিয়া পিতামাতার দর্শনছলে বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। এদিকে 'বিরহে ঝামরী' গোপীগণ কৃষ্ণ-সন্দর্শনের নিমিত্ত বিবিধ বেশ ধারণ করিল; পুত্রের আগমনবার্তা-শ্রবণে যশোদা 'কি করিতে কিবা করে হেনঞি না জানি'; বালবৃদ্ধ সকলে কৃষ্ণসন্দর্শনে সজ্জিত হইল, প্রতিগৃহে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল; 'প্রতি-নাছে' আরম্ভ হইল নৃত্য, গীত-বাদ্য; মাল্য-পতাকাদিতে নগর সুশোভিত হইল। কৃষ্ণের অভ্যর্থনায় পুরজন বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইল। অনন্তর দিবাবসানে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে,[৩]—

১ তু. শ্রী. বি, পৃ ২২৫ ২ ভা (১০।৪৭।৫৪)-এ কতিপয় মাসের কথা আছে

৩ কৃষ্ণ যে পুনরায় বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় পূজারী গোস্বামীর টীকায়। ভাগবতের শ্লোকটি এই বিষয়ে লক্ষণীয়,—

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।
তত্রাব্দকোটি-প্রতিমঃ ক্ষণো ভবে
দ্রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত॥ ভা. ১।১১।৯

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞান্তে কৃষ্ণ দন্তবক্রবধের জন্য ব্রজমণ্ডলে গমন করেন। তখন দ্বারকাবাসী কৃষ্ণের বিরহ স্মরণ করিয়া এই উক্তি করিয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণ যে ব্রজমণ্ডলে পুনরায় আসিয়াছিলেন উক্ত শ্লোকে তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডস্থিত পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায়ের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে কৃষ্ণ দন্তবক্রকে বধ করার জন্য মথুরায় আসেন। পরে, যমুনা পার হইয়া কৃষ্ণ ব্রজধামে গমন করতঃ পিতামাতা ও অন্যান্য সকলের সঙ্গে মিলিত হন। যমুনাপুলিনে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণ তিন দিন ধরিয়া বিহার করেন। পরে, কৃষ্ণের অনুগ্রহে নন্দাদি গোপজন বৃন্দাবনের পশুপক্ষীর সহিত দিব্য বিমানে বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

পদাবলীর মধ্যেও দ্বারকা হইতে কৃষ্ণের বৃন্দাবনে পুনরাগমনের উল্লেখ পাওয়া যায় উদ্ধবদাসের ভনিতায়,—

দ্বারকাবৈভব-লীলা প্রকটন করি।
দন্তবক্রবধ-শেষে আইলা মধুপুরী॥

সবপুরজন-আখি-ভুখিল-চকোরে।
কৃষ্ণরূপসুধা পিএ মুখ নাহি মোড়ে॥
জবে নন্দসুত আইলা নন্দের দুআরে।
মৌহুমাছি-সম লোক বেঢ়িল আপারে॥
মোর বাঞ্ছাপুরনিঞাঁ জশোদা কৈল কোলে।
পুতের বাৎসল্য ভাসে লোহের হিল্লোলে॥

পরে, গোপীগণ একে একে কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে রাধা নিভৃতে কৃষ্ণের চরণ-বন্দনান্তে বলিলেন,

আর না ছাড়িহ প্রভু অনাথী গোপিনী।
ইবেসি জানিল জত দুখ তোহ্মা বিনি॥

অনন্তর গোপীগণকে অভিসারের ইঙ্গিত দিয়া ও ভোজনাদি নানা ব্যবহারে রাত্রির প্রথম প্রহর অতিবাহিত করিয়া কৃষ্ণ নিকুঞ্জে গমনপূর্বক বংশীধ্বনি করিলে গোপীগণ সেখানে আসিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইল। এইরূপে বৃন্দাবনে 'রসের বাদলে' সকলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল।

এইখানেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

মথুরাদক্ষিণ দ্বারে দন্তবক্র নাশি।
ব্রজপুরে উদয় করিলা ব্রজশশী॥
জয় জয় রব ব্রজে আনন্দ হিল্লোল।
শৃঙ্গ বেণু তুরী ভেরী দুন্দুভির রোল।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে করে উচ্চ বেদধ্বনি।
সুখে হুলাহুলি দেয় ব্রজের রমণী॥
সখাগণ সঙ্গে নাচে শ্রীমধুমঙ্গল।
নাচয়ে ময়ূর আর কোকিল সকল।
এ উদ্ধব দাসে ভণে শ্রীরাধারমণ।
রাসরসে মত্ত হইলা লৈয়া গোপীগণ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (৪।১২৭।২১) কৃষ্ণের বৃন্দাবনে পুনরাগমনের বিবরণ আছে, বিষ্ণুপুরাণ (৫।২৪।৮) ও হরিবংশে (২।৪৬।১) বলরামের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

॥ শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গোপালবিজয় ॥

(তুলনাত্মক অধ্যয়ন)

'গোপালবিজয়' পঞ্চদশ শতকের শেষে অথবা ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে রচিত বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই হেতু চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগের অপর দুইখানি বৈষ্ণব কাব্য[১] 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের[২] সহিত গোপালবিজয়ের ভাব ও ভাষাগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয়। তিনখানি গ্রন্থেই দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ পরম ঐশ্বর্যময়[৩] এবং ভূভারহরণার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণবিজয়কার মালাধর বসু একজন ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস মূলতঃ কবি,[৪] আর গোপালবিজয়ের গ্রন্থকার কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ যুগপৎ ভক্ত ও মহাকবি।

তিনটি কাব্যের মধ্যে রচনাগত কালের ব্যবধান যথেষ্ট; এতৎসত্ত্বেও গ্রন্থত্রয়ে বাক্য, বাক্যাংশ, শব্দ ও ভাষাগত মিল বিশেষ লক্ষণীয়। এই সমস্ত সাদৃশ্য প্রদর্শনের পূর্বে অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে,—

গ্রন্থত্রয়ের অভিধায় জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও গোপালবিজয় পৌরাণিক পাঁচালি কাব্য; পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রাচীন কালের যাত্রা-নাট ও পাঁচালির মাঝামাঝি রূপ পাওয়া যায়।[৫]

গোপালবিজয়ের বন্দনাংশে কবিশেখরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ইহাতে একদিকে কবির বৈষ্ণবতা এবং অপর দিকে ভক্তির আতিশয্য পরিলক্ষিত। তিনি নারায়ণ ভিন্ন অন্য কোনো দেবদেবীর উল্লেখ করেন নাই; মালাধর বসুও প্রথমে নারায়ণ এবং পরে নানা দেবদেবীর বন্দনা করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসকৃত কোনো বন্দনা পাওয়া যায় না, কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রথম দুইখানি পাতা নাই। তবে গ্রন্থে সর্বত্র বাসুলীদেবীর উল্লেখ থাকায় মনে হয়, বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীদেবীর বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অপৌরাণিক অংশই মুখ্য; সুতরাং অপৌরাণিক দেবতা বাসুলীর বন্দনা গ্রন্থে থাকা একান্তই স্বাভাবিক; পক্ষান্তরে গোপালবিজয়ে দান ও নৌকা লীলা থাকিলেও পৌরাণিক অংশই ইহার অন্যতম প্রধান বিষয়। সেইজন্য নারায়ণের বন্দনা করিয়া কবিশেখর গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা কাব্যের বন্দনায় অনেক দেব-দেবী, ধর্মস্থান ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু কবিশেখরের গোপালবিজয় এবিষয়ে দ্বিতীয়-রহিত।

১ বি. সা, পৃ ৫৩ ২ পুঁথির লিপিকাল-সম্বন্ধে সাম্প্রতিক অভিমত দ্রষ্টব্য বি. সা, পৃ ১০৭-৯

৩ বি. সা, পৃ ৫৩ ৪ ঐ. ঐ ৫ বা. সা. ই, পৃ ১৬৯

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের[১] গল্পাংশ-অনুসরণে রচিত ; বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের অনুসরণও ইহাতে কোথাও কোথাও দেখা যায়[২]। দান ও নৌকা লীলা ইহাতে নাই ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গোপালবিজয়ে ভাগবদতিরিক্ত উক্ত অংশদ্বয় বর্তমান। গ্রন্থে পুরাণ-বহিভূ্ত লৌকিক অংশ সংযোজনায় কবিশেখরের উক্তি[৩] বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে[৪] রাধার উল্লেখ আছে ; কিন্তু বড়াইর নাম পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন ও গোপালবিজয় এই উভয় গ্রন্থেই তিনটি পাত্র—কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই। তিনটি চরিত্রই নানা ঘটনার মধ্য দিয়া বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে ; কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস অপেক্ষা কবিশেখরের রাধাচরিত্রচিত্রণ অনেকাংশে বিশেষ উজ্জ্বলতর। বড়ু চণ্ডীদাসের বড়াই হীনচরিত্রা কুট্টিনী, কিন্তু কবিশেখর-বর্ণিত বড়াই আদর্শভ্রষ্টা নহে। বড়-আই এর মতো বড়াই কৃষ্ণের প্রতি ভৎর্সনায় ও ঘৃণাপ্রকাশে কৃষ্ণকে কুৎসিৎ লাম্পট্যের পথ হইতে বিচ্যুত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু কৃষ্ণের পুনঃপুনঃ কাতরতা ও সনির্বন্ধ অনুনয়-বিনয়ে বড়াইর স্ত্রীসুলভকোমল প্রকৃতি অধিক দিন কঠোরতা রক্ষা করিতে পারে নাই[৫]।

তিনটি গ্রন্থেই চন্দ্রাবলীর নাম পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্ন[৬] ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও গোপালবিজয়ে এ-বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। উভয় গ্রন্থেই রাধা ও চন্দ্রাবলী ভিন্ন[৭]। গোপালবিজয়ে চন্দ্রাবলী রাধার অষ্ট গোপিকার অন্যতমা, আবার কোথাও[৮] রাধার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও[৯] ইনি ষোড়শ নায়িকার অন্যতমা।

তিনটি গ্রন্থেই পয়ারের আধিক্য ; স্থানে স্থানে দীর্ঘ-ত্রিপদী আছে। লঘু-ত্রিপদী ও একাবলী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং গোপালবিজয়ে পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে নাই। ইহাও বিশেষ লক্ষণীয়, গোপালবিজয়ে[১০] ত্রিপদী ও একাবলীর নাম যথাক্রমে দীর্ঘছন্দ ও মধ্যছন্দ। পাঁচালি-কাব্য হেতু গ্রন্থত্রয়ে সর্বত্র রাগরাগিণী উল্লিখিত হইয়াছে।

১ বাঙ্গালা দেশে ইহার প্রচলন সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য ম. বা. বা, পৃ ১৭

২ বা. সা. ই, পৃ ১০৮ ; শ্রী বি, পৃ ।৵৹ ৩ গো. বি, পৃ ৭-৮

৪ পৃ ৪৯-৫২ ৫ গো. বি, পৃ ১৩৩-৩৭

৬ শ্রী. কী, পৃ ১১, ১৮ ইত্যাদি ; বা. সা. ই. পৃ ১৭৩। রাধার আর এক নাম চন্দ্রাবলী—দ্রষ্টব্য প. সা, পৃ ৯৯

৭ শ্রী. বি, পৃ ৫০-১ ; গো. বি, পৃ ২১৩, ২১৬ ; বি. সা, পৃ ৫২

৮ পৃ ১৬২, ১৬৬, ১৮১ ৯ পৃ ৪৯-৫১

১০ [দীর্ঘছন্দ=৮+৮+১০ ; ত্রিপদীছন্দ=৬+৬+৮(৯)] দ্র. পৃ ১০, ২১, ৮২, ১৩৫, ২৯৬, ৩২৪, ৪৬, ৬১, ২৩১, ২৩৭

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 'বীথী' নামক নাট্যরচনার অনুরূপ[১] ; গোপালবিজয়ের কয়েকটি স্থানেও[২] ইহার নিদর্শন আছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়[৩] ও গোপালবিজয়ে[৪] শ্রীকৃষ্ণের জন্মলগ্ন[৫] বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ-বিষয়ে উভয় গ্রন্থে তো সাদৃশ্য আছেই ; উপরন্তু চন্দ্র, রোহিণী, মকর, বুধ, শনি ইত্যাদি গ্রহগণের রাশিচক্রে অবস্থান-বিষয়েও গ্রন্থদ্বয়ে হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মলগ্ন যদিও অনুরূপ নহে, তথাপি পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মতোই শুভযোগের ইঙ্গিত করে ; এই গ্রন্থে 'বিজয়'[৬] কথাটির বিশেষ অর্থ আছে ; ইহা বিজয়া অষ্টমী[৭]। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও গোপালবিজয়ে এই 'বিজয়' শব্দের উল্লেখ নাই।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে কৃষ্ণের দুই স্ত্রী বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও গোপালবিজয়ে[৮] ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই বিষয়ে কোনো উল্লেখ নাই।

শ্রীকৃষ্ণাবতারে স্বর্গবিদ্যাধরীদের ভূলোকে জন্মগ্রহণের কথায় পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে সাদৃশ্য পাওয়া যায় ; কিন্তু দেবগণের জন্মগ্রহণ-বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। গোপালবিজয়ে দেবগণের গোপরূপে জন্মগ্রহণের নির্দেশ আছে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে দেবগণকে শুধু মর্ত্যধামে যাইতে বলা হইয়াছে ; জন্মগ্রহণের কোনো উল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কার এই বিষয়ে নীরব।

বসুদেবকর্তৃক রোহিণীপরিণয়ের কারণ-নির্ণয়ে এবং নবজাত শিশু কৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের যমুনা-উত্তরণকালে পথপ্রদর্শকরূপে শৃগালীর প্রসঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও গোপালবিজয়ে।[৯]

ভাগবতে আছে যে, দৈবকীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেই কংস তাহাকে হত্যা করিতেন ; কিন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে একবারেই ছয় পুত্র-বিনাশের বিবরণ পাওয়া যায়[১০]।

ইহা বিশেষ লক্ষণীয়, গোপালবিজয় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার পরিচয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গোপালবিজয়ে[১১] রাধার পিতা সুরানন্দ,[১২] স্বামী আইআন ; মাতার কোনো উল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে[১৩] 'সাগরের ঘরে' 'পদুমা উদরে' রাধার জন্ম এবং স্বামী নপুংসক আইহন[১৪] ;

১ বা. সা. ই, পৃ ১৭০ ২ পৃ ১০১, ১৬৫-৬ ৩ পৃ ৮-৯ ৪ পৃ ৩১-২

৫ বি. পু, ৫।১।৭৬ ; পৌ উ, পৃ ৫৩

৬ হরিবংশে (২।৪।১৭) 'বিজয়' মুহূর্তের উল্লেখ আছে ৭ শ্রী. কী, পৃ ৪, ৪১৬ ৮ ভা-এ এই বিবরণ নাই

৯ শ্রী. বি, পৃ ২৭, ৪০ ; গো. বি, পৃ ২০, ৩৫

১০ দ্র. ভা ১০।১।৬৬, শ্রী. বি, পৃ ৩৯, গো. বি, পৃ ২৪ ১১ পৃ ১৩১

১২ এই নাম পুরাণে পাই নাই। ইহা কি কবির স্বকপোলকল্পিত ?

১৩ পৃ ৬-৭ ১৪ শ্রী কৃ, পৃ ৭৭

কিন্তু গোপালবিজয়ে আয়ানের নপুংসকত্বের কোনো উল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে[১] রাধার নামোল্লেখ থাকিলেও তাঁহার আর কোনো পরিচয় মিলে না। গোপালবিজয়ের রাধা কৃষ্ণের মরম গেঁআতি, মাতুলানী নহেন।

শ্রীচৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে ভগবানের লীলাস্বাদনের দুইটি ধারা দেখা যায়। একটি ধারায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও ভগবত্তা প্রকটিত এবং অপরটিতে শৃঙ্গার-রস তথা বৃন্দাবনলীলার অভিব্যক্তি। গোপালবিজয়ে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয়েরই পরিচয় আছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও তাহাই দেখিতে পাই[২]; কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস অপর ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শৃঙ্গাররসই প্রধান; সেইজন্য ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের প্রকাশ থাকিলেও তাহা শৃঙ্গার-রসাশ্রিত। সুতরাং মালাধর ও কবিশেখর প্রথম ধারার এবং বড়ু চণ্ডীদাস দ্বিতীয় ধারার কবি। মালাধর ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের গল্পাংশ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন এবং একাদশের তাত্ত্বিক অংশেরও সারাংশ দিয়াছেন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে নানা ঘটনার সমাবেশে কবিত্বপ্রকাশের অবকাশ তেমন নাই[৩]; পক্ষান্তরে, গোপালবিজয় দশম স্কন্ধের প্রায় পূর্বার্ধ-অনুসরণে রচিত। সুতরাং গ্রন্থকার নানা স্থানে কবিত্ব-প্রকাশের বিশেষ সুযোগ পাইয়াছেন। কবিশেখরের ঐ সকল অংশ কবিত্বসম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ।

নানা অলঙ্কারের প্রয়োগে গোপালবিজয়ের বক্তব্য যেমন সুপরিস্ফুট, তেমনই রসাল। অপর গ্রন্থদ্বয়ে ইহার নিদর্শন তেমন সুলভ নহে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ বিভাগ নাই, গ্রন্থখানি রাগরাগিণীতে বিভক্ত। গোপালবিজয়েও তদ্রূপ; ইহা প্রাচীন মঙ্গলকাব্যেরই অনুগ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন জন্ম, তাম্বূল, দান ইত্যাদি ত্রয়োদশখণ্ডে বিভক্ত। গোপালবিজয়েও চারিটি খণ্ডের উল্লেখ আছে; সুতরাং এ-বিষয়ে শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও লক্ষণীয়, গোপালবিজয়ে সাধারণতঃ একটি রাগ বা রাগিণীর শেষে ভনিতা দেওয়া আছে; সেই-খানেই কাব্যের আংশিক বিরাম।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাসলীলার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় 'বৃন্দাবনখণ্ডে'; বৃন্দাবনের ফুল ও ফল নষ্ট করায় শ্রীকৃষ্ণকৃত রাধার প্রতি অভিযোগের বিবরণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যেরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও গোপালবিজয়ে সেরূপ বর্ণনা কোথাও নাই। গোপালবিজয়ে রাসখণ্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে; কৃষ্ণের চতুর্দিকে দণ্ডায়মানা গোপীগণের যে বর্ণনা গোপালবিজয়ে পাওয়া যায়, বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রচলিত বিবরণের সহিত তাহার মিল নাই।

১ পৃ ৪৯-৫২ ২ প্রা. ব. সা, পৃ ১৯২-৩ ৩ বি. সা, পৃ ৫০

কবি সম্ভবতঃ তাঁহার সময়ে প্রচলিত চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাধনার বা বৈষ্ণবীয় তন্ত্রশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়াছেন[১]। রাসলীলা-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সহিত আলোচ্য গ্রন্থের অনেক সাদৃশ্য বর্তমান।[২] কৃষ্ণের বংশীধ্বনি-শ্রবণে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতে যে বিরাট পরিবর্তন ও প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার মনোরম বর্ণনা উভয় গ্রন্থে প্রায় একই ; বলা বাহুল্য, ইহা ভাগবতে নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ড বড়াইর প্রতি রাধার রোষহেতু যে দুর্ব্যবহার তাহারই প্রতিশোধমূলক[৩] ; কিন্তু গোপালবিজয়ে রাধাকৃষ্ণের সহজ মিলনার্থ দানখণ্ডের সৃষ্টি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের যে মিলন হইয়াছে, তাহাতে বড়াই কর্তৃক রোষের প্রতিহিংসাসাধন ও কৃষ্ণকৃত প্রতিশোধগ্রহণ পরিস্ফুট, অর্থাৎ যে-রাধা কৃষ্ণপ্রেরিত তাম্বূল ও ফুল ঘৃণার সহিত পদদলিত করিয়া দূতী বড়াইকে চড় মারিয়াছিলেন, সেই রাধাকে স্বমতে আনিতে কৃষ্ণ বড়াইর উপদেশে দানখণ্ডে মহাদানী সাজিয়াছেন ; কিন্তু গোপালবিজয়ে উভয়ের মিলন সম্পূর্ণ সহজ, কোন প্রতিহিংসামূলক নহে।

বড়ু চণ্ডীদাসের বংশীখণ্ড ও কবিশেখরের মুরলীখণ্ড বিষয়গত ভিন্ন হইলেও মূলতঃ এক। ভগবানের আহ্বানে ভক্তের আকুলতাই উভয় গ্রন্থে পরিস্ফুট। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এ-বিষয়ে পৃথক কোনো বর্ণনা না থাকিলেও কৃষ্ণের বংশীরবের মাহাত্ম্য উল্লিখিত আছে[৪]। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণনা অন্য প্রকার; তাহাতে জানা যায়, কৃষ্ণের বেণুরবে বিরহাতুরা রাধা অতীব উতলা ও ধৈর্যহারা হইয়া পড়েন ; ফলে, বড়াইর সহায়তায় রাধা কৃষ্ণের বাঁশী অপহরণ করেন ; পরে, কৃষ্ণের কাতর অনুনয়ে রাধা কৃষ্ণকে বাঁশী প্রত্যর্পণ করিলে উভয়ের মিলন ঘটে—ইহাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশীখণ্ডের বিষয় ; গোপালবিজয়ের মুরলীখণ্ডে জানা যায়, কৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নহেন ;

---

১ বি. সা, পৃ ৫২ ; গোপালবিজয়ের নিম্নোক্ত ছত্রগুলি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য,—

ত্রিবলিতরঙ্গী দেখি কে না মোহ জাএ।
নাভি আবরত মন নিরুদ্ধে সে পাএ॥
এ তোর সমূল সন্ধি জেন কালীদহে।
দেখিতে দেখিতে প্রাণ ধড়ে নাহি রহে॥ পৃ ১৮১
নহে তোর রোমাবলী এ কালসাপিনী।
নাভিকুপে হাথ ভরি তুলিউ আপুনি॥ পৃ ২৫০

বল্লভাচারী ও নিম্বার্কের সম্প্রদায় রাধাকে কৃষ্ণের শক্তি মনে করেন। দ্র. হি. বৈ. এফ, পৃ ৬

২ শ্রী. বি, পৃ ৪৩-৫২ ; গো. বি, পৃ ১৯৫-২০৩, ২৪৮-২৬৪

৩ শ্রী. কী, পৃ ২৪-৮ ৪ শ্রী. বি, পৃ ৪৭

তাঁহার বংশীধ্বনি চরাচরাত্মক ভূতগণের সম্বন্ধে ভগবানের প্রতি সম্মুখীকরণেরই ডাক। এই ডাক এত করুণ যে গোপীগণ সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ব্যাকুলভাবে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে প্রস্তুত হইল। এই উদ্যোগ ব্যাহত হওয়ায় কোনো গোপী গৃহে থাকিয়া তখনই দেহান্তে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইল[১]। এই শেষোক্ত ঘটনার উল্লেখ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়[২] ও গোপালবিজয়ে[৩] এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও গোপালবিজয়ের বিষয়গত সাদৃশ্য যতটা বর্তমান, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সহিত ততটা নহে। পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে ভূভারপীড়িত দেবী বসুমতীর ক্রন্দন, দৈবকীর বিবাহ, কৃষ্ণের জন্ম ও তৎকৃত নানা অসুরবধ, গোবর্ধনধারণ, রাসলীলা, অক্রূরসংবাদ, কংসবধ, উগ্রসেনের উপর রাজ্যভার-অর্পণ ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। শেষোক্ত গ্রন্থের সহিত দান ও নৌকালীলা প্রসঙ্গে গোপালবিজয়ের কোথাও কোথাও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; অন্যান্য খণ্ডের সহিত গোপালবিজয়ের সামান্য মিল থাকিলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। সর্বোপরি গোপালবিজয়ের একটি বিশেষ মৌলিকতা আছে, যাহা অপর গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ জানা যায়, কংসবধার্থ কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছিলেন এবং সেই স্থান হইতে আর কখনও বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এই বিবরণই আছে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও সম্ভবতঃ ইহাই ছিল; কিন্তু গোপালবিজয়ে পাওয়া যায়, কৃষ্ণ কংসবধ ও উগ্রসেনকে মথুরার রাজ্যভার-প্রদান করিয়া বিরহকাতরা গোপীগণের সান্ত্বনাপ্রদানার্থ পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বৃন্দাবনবাসীর আকুলতায় কৃষ্ণ স্থির থাকিতে পারেন নাই; তাঁহার আগমনহেতু বৃন্দাবনে পুনরায় জীবনসঞ্চার হইল। ইহার মন্তব্যে বলা যায়, কবিশেখর পরম বৈষ্ণব; ভক্তির চরমোৎকর্ষ-সংস্থাপনই তাঁহার কাব্য-রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য; সুতরাং তিনি বৃন্দাবনবাসীর সহিত কৃষ্ণের পুনর্মিলন সংঘটন করিয়া ভক্তিধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন দিয়াছেন। কবিশেখর এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সম্ভবতঃ পদ্মপুরাণ হইতে। (দ্র. কাব্যকাহিনী-পরিচয়, পৃ ৭৭-২)

ইহা উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থত্রয়ে কিছু কিছু আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ[৪] অংশ আছে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, এখনকার দৃষ্টিভঙ্গির সহিত সেকালের দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। উপরন্তু, প্রাচীন কালে বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র ছিল ধর্মসম্পৃক্ত; সেই হেতু সাহিত্যের মধ্যে গ্রাম্য রচনা বা মন্দিরে নিরাবরণ চিত্রাঙ্কন দূষণীয় মনে হয় নাই; নতুবা মালাধর অথবা কবিশেখরের ন্যায় ভক্ত কবির গ্রন্থে এইরূপ অংশের সংযোজনা হইত না; উপরন্তু,

১ গো. বি, পৃ ১৯৭-৯ ২ পৃ ৪৩ ৩ পৃ ১৯৯

৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের গ্রাম্যতা-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠিতে পারে না; দ্র. প্রা. বা. বা, পৃ ২৭

লৌকিক সাহিত্য ধর্ম-সাহিত্যেরই অঙ্গ ছিল[১]। এতদ্ভিন্ন অলঙ্কারশাস্ত্রেও শৃঙ্গাররসের বিশেষ প্রাধান্য; কারণ রসবর্ণনায় শৃঙ্গাররসের আলোচনাই সর্বাগ্রে[২]। ইহাও উল্লেখ-যোগ্য, সম্ভোগবর্ণনার প্রীতিকর সকল অবস্থাই অবশ্য বর্ণনীয় বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন সংস্কৃত আলংকারিকগণ; পক্ষান্তরে, রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগলীলা নিতান্ত অপ্রাকৃত ও রূপকাত্মক মনে করিয়াই কবিগণ অসংকোচে তাহা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং কাব্যে যদি অংশতঃ আদিরস-সম্পৃক্ত রচনা থাকে, তবে কাব্যের অগৌরব মনে করিবার হেতু নাই। তবে কোনো কাব্য যদি আদিরসেই সম্পূর্ণ হয়, তবে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু গোপালবিজয়ে অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত প্রায় সব রসেব নিদর্শন রহিয়াছে। বৈষ্ণবভক্তি-শাস্ত্রে মধুররসই সর্বশ্রেষ্ঠ; গোপালবিজয়ও বৈষ্ণব গ্রন্থ। সুতরাং এ-বিষয়ে গোপালবিজয়ের গৌরব আদৌ ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

গ্রন্থত্রয়ে রচনাগতকালের ব্যবধানসত্ত্বেও ইহা বিশেষ লক্ষণীয় যে ইহাদের মধ্যে বাক্য, বাক্যাংশ, শব্দ ও ভাষায় পরস্পরের মিল আছে। নিম্নে সাদৃশ্যের উদাহরণ প্রদত্ত হইল,—

বাক্যগত মিল

আউট হাথ দেহেরে কত কর মাআ। গো. বি ৯৭
আউট হাত প্রমাণ আমার কলেবর শ্রী. বি ২৩
আহুঠ হাথ কলেবর তোর শ্রী. কী ৫৫

এ তোহ্মার ভ্রূহি-যুগ কামের কামানে গো. বি ১৫৮
কামের কামান জিনি ভুরু-যুগবন্ধ শ্রী. বি ৮২
কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহি যুগল শ্রী. কী ৬

বাহু ভেড়ি দেহ মোরে দৃঢ় আলিঙ্গন গো. বি ১৭৮
সম্মুখে আনিয়া তারে ভেটি দেয় কোল শ্রী. বি ৫০
ভিড়ি দেহ আলিঙ্গন দানে শ্রী. কী ১৬৯

১ ই. বা. সা, পৃ ৫; বা. সা, পৃ ১১৮
২ সা. দ, পৃ ১৩০

আপন গৌরব রাখ ওলাহ পসারে।
একে একে মোর আগে দেহ ত বিচারে। গো. বি ১৫২
ওলাহ। রাধা মাথার চুপড়ী দেখো মো তোহ্মার পসরা।
কোণ বথু লঞা জাহা মথুরা তাহার দেহ বিচারা ॥ শ্রী. কী ১৪ (দান)

কি লাগি করহ তুই কুলের খাঁখার গো. বি ১১০
কেন হেন কৈলি পাপ কুলের খাঁখার শ্রী. বি ১৪০
কৈলে বড়াই খাঁখার শ্রী. কী ১৬১

কটিতে পিঅন ধটী বাজএ কিঙ্কিনি গো. বি ১৭৬
কটি-তটে ধটী শোভে, সব পাট শ্বেত শ্রী. বি ৪৯
নেত ধড়ী পরিধানে…কিঙ্কিনী বান্ধিল কাহ্নে শ্রী. কী ২৬৯

হেন মন করে পাখি হইঞা উড়ি পড়ি গো. বি ২৬৯
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ শ্রী. কী ২৯৪

বিষাইল কাণ্ডে যেন ঝুমিল হরিণে গো. বি ১২৭
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী শ্রী. কী ১৫৫

শিব শিব কিবা বিধি লেখিল কপালে গো. বি ২৩৭
হরি হরি কিনা বিধি লিখিল কপালে শ্রী. বি ৪৭
কেনা বিধি আগ বড়াই লেখিল কপালে শ্রী. কী ৫১
হরি হরি সুন বড়ায়ি মথুরা গমন নাহিঁ শ্রী. কী ৪০

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও গোপালবিজয়ের মধ্যে বাক্যগত সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয়। নিম্নোক্ত ছত্রগুলি ইহার নিদর্শন,—

নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ শ্রী. বি ১
নন্দের নন্দন জেন হইএ নিজ পতি গো. বি ১৩৯
পতি করি দেহ মোরে নন্দের নন্দন গো. বি ১০৫

শৃগালীর রূপে মহামায়া আগে যায়।
ফণা-ছত্র ধরিয়া বাসুকী পাছে ধায় ॥ শ্রী. বি ১০

শিবারূপ ধরি আগে জাএন মহামাএ।
ফণা-ছত্র ধরিঞা বাসুকি পিছে ধাএ॥ গো. বি ৩৫

ছাওয়াল লইয়া যাহ আপনার ঘর।
ইহা হইতে ভয় কিছু নাহিক আমার॥ শ্রী. বি ৭
লঞা জাহ ঘর তুমি আপন কুমার।
ইহা হইতে ভঅ কিছু নাহিক আহ্মার॥ গো. বি ২১

শুন শুন চাণূর-মুষ্টিক মহাশয়।
কেশী. ধেনুক, শুন বক মহাশয়॥ শ্রী. বি ১১
শুন শুন চাণূর মুষ্টিক দুই ভাই।
শুন কেশী ধেনুক পুতনা মহাগাএ॥ গো বি ৩৭

দেবমানে দ্বাদশ সহস্র বৎসর।
নিরাহারে তপ তুমি করিলে বিস্তর॥ শ্রী. বি ৯
নিরাহারে তপ বড় কইলে নিরন্তর।
দেবমানে দ্বাদশ সহস্র বৎসর॥ গো. বি ৩৪

আমা লৈয়া যাহ তুমি নন্দঘোষ ঘরে।
উপজিল মহামায়া জসোদা উদরে॥ শ্রী. বি ৩৯
আহ্মা লঞা ঝাট জাহ নন্দঘোষ-ঘরে।
জন্মিঞাছে মহামাআ জশোদা-উদরে॥ গো. বি ৩৫

স্রীগালি রূপে দেবী আগে মোহামাএ।
ফনাছত্র ধরিয়া বাসুকী পাছু জাএ॥ শ্রী. বি ৩৯ (ক. বি)
শিবারূপ ধরি আগে জাএন মহামাএ।
ফণা-ছত্র ধরিঞা বাসুকী পিছে ধাএ॥ গো. বি ৩৫

না করিহ ভয় কীছু হৈল দৈববাণি।
স্গালি ত আগু জাএ আঠু এক পাণি॥ শ্রী. বি ৪০

না কারহ ত্রাস হেন হইল দৈববাণী।
আগে সে শৃকালি জাএ আঁঠু হেন পাণি ॥ গো. বি ৩৫

দধি-দুগ্ধ-ঘৃত লইল শকটে পূরিয়া।
নড়িলা ত নন্দঘোষ রাজকর লইয়া॥ শ্রী. বি ১২
ঘৃত দধি ঘোল দুধ শকটে পূরিঞা।
লড়িলা প্রভাতে সর্ভে রাজকর লঞা॥ গো. বি ৪০

তবে আসি কংসরাজা বসুদেব আনি।
বন্দি ছোড়াইয়া তারে বলে প্রিয় বানি॥ শ্রী. বি ৪৫
তবে কংস বসুদেব দৈবকীরে আনি।
বন্দি ছোড়াইঞা কিছু বৈল প্রিঅ বাণী॥ গো. বি ৩৮

আস্তব্যস্তে নন্দ ঘোষ পুত্র কৈল কোলে।
কি হৈল কি হৈল বলে সকল গোকুলে॥ শ্রী. বি ৫০
অস্তব্যস্তে নন্দ আসি পুত্র কৈল কোলে।
রাক্ষসী দেখিঞা বোলে কি হইল কি হইল॥ গো. বি ৪২

আচম্বিতে দেখি কানাঞি কদম্বের গাছে। শ্রী বি ৩২
অচম্বিতে কৃষ্ণ দেখে কদম্বের ডালে। গো. বি ১০৬

তথাইত শ্রীহরি গলা চাপি ধরি। শ্রী. বি ৫
তথাঞি শ্রীহরি গলা চাপি ধরি। গো. বি ৪৭

আড় হৈয়া উদুখল লাগিল তথাই। শ্রী বি ৭০
আড় হইঞা উদুখল লাগিলা দুই গাছে। গো. বি ৭১

কেনে হেন সাহস করিলে, দ্বিজনারি। শ্রী. বি ৩৫
কেনে হেন সাহস কইলে অকারণে। গো. বি ১০৯

বাম পার্শ্বে রাধিকা, দক্ষিণে চন্দ্রাবলী। শ্রী. বি ৪৯
কৃষ্ণের ডাহিনে বামে রাধা চন্দ্রাবলী। গো. বি ২১৬

বাক্যাংশগত মিল

আলাইল কেশপাশ ঘনে বহে নিঃশ্বাস। গো. বি ৬৮
অত্যন্ত রাতুল মুখ আলাইল চুলি। শ্রী. বি ৫১
আউলাইল কুন্তল মোর সত্বর গমনে। শ্রী. কী ২৪৪

গোহারি করিতে জেবা জাএ রাজার ঠাই। গো. বি ৫৮
রুষ্ট হৈয়া তুমি যদি করিবে গোহারি। শ্রী. বি ৩৩
রাজা-আগেঁ করিবোঁ গোহারী। শ্রী. কী ৬৫

জতেক বিনতি করি নাহি কাঢ়ে রাএ। গো. বি ১৭৩
বিপরীত রাও কাড়ে রাক্ষসী দারুণী শ্রী. বি ১২
শেষ পহর রাতী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ শ্রী. কী ১৪৪

ঘামে তোলবোল সব গাএ গো. বি ৬৮
তে কারণে দেহ মোর ঘামে তোলবলে শ্রী. কী ১৯৬

নন্দ ঘোষ চাহি সভেঁ বুলে ঠাঞি ঠাঞি গো. বি ১১৭
কৃষ্ণকে চাহিয়া বুলে সব গোপীগণে শ্রী. বি ৪৫
বাপ নান্দ ঘোষ চাহিআঁ বুলে শ্রী. কী ১০৮

গাছে উঠি বাএ কৃষ্ণ মনোহর বাঁশী গো. বি ৮১
বৃন্দাবনে বংশী বায়ে নন্দের তনয়ে শ্রী. বি ৩২
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে শ্রী. কী ২৯৪

ইহা বুলি আনন্দে মেলানি দিল নন্দে গো. বি ৪১
এত শুনি মেলানি দিল নন্দ মহাশয় শ্রী. বি ১২
তখনে রাধাক দিল মেলানী শ্রী. কী ২৯২

তাহে কৃষ্ণের কপটে   বান্ধিতে দড়ি না আটে   গো. বি ৬৮
যত দড়ি আনে দুই অঙ্গুলি না আঁটে   শ্রী. বি ১৬

তথাঞি শ্রীহরি গলা চাপি ধরি   গো. বি ৪৭
তথাইত শ্রীহরি গলা চাপি ধরি   শ্রী. বি ৫৭ (ক. বি)

কিবা ইন্দ্রজাল কিবা দেখিল স্বপনে   গো. বি ৫৬
কীবা ইন্দ্রজাল কীবা কৃষ্ণের কারণ   শ্রী. বি ৬৫

গোকুলে পড়িঞাছে ছঅ ক্রোশ জুড়ি   গো. বি ৪২
পড়িল পুতনা পথ ছয় কোস জুড়ি   শ্রী. বি ৫০

শব্দগত মিল

টুটয়ে, টুটে = হ্রাস হয়
উথি কলা টুটে ইথি নিতি বাঢ়ে কলা   শ্রে. বি ২:৪
প্রধান নারীর প্রেম না টুটয়ে মহাজন   শ্রী. বি ১৬৮
ভাণ্ড মাথে ষোল পন কড়াহো নাহিঁ টুটে   শ্রী. কী ৭৭

ঢামালী = হাস-পরিহাস
পথে পরনারী-সঙ্গে পাঢ়এ ঢামালী   গো. বি ৫৭
যতেক গোকুল-নারী কৌতুকে ঢামালি করি   শ্রী. বি ১৩
মোরে কেহ্নে বোলএ ধামালী   শ্রী. কী ৩৫

√পাত্ = √কর্
পাতিআ অশেষ মাআ বুলে ঘরে ঘরে   গো. বি ৪১
ঘরে ঘরে বুলে সেই পাতি নানা ছলা   শ্রী. বি ১২
কত না পাতসি মায়া   শ্রী. কী ১০১

পিরীতি = প্রীতি, সন্তোষ
এতেকে জানিল কৃষ্ণ পিরিতে সে পাই   গো. বি ২৯০
দেখ তাহে পিরিতে রসের পরিণামে   " ৩১৪
কেবল পিরিতে বশ দেব নারাঅণে   " ৫৫
পিরিতে থাকিলে মনে দুরে নহে দুর   " ১১০

অতিথির সুখে আমার বড়ই পিরীতি শ্রী. বি ২০০
বারেক কাহ্নের মোর করাহ্ পিরিতী শ্রী. কী ২৭৯

ইহা স্মরণীয়, গোপালবিজয়ে 'পিরিতি' শব্দ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রচলিত নরনারীর প্রেম অর্থে পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসের অযোধ্যা ও উত্তর কাণ্ড ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থের সহিত গোপালবিজয়ের সাদৃশ্য আছে[১]।

√বাস্ — অনুভব করা
তে কারণে আপনা না বাসি তোহ্মা স্মরি গো. বি ১৬৯
দৈবকীর সাত মাস গর্ভের পাইঞা বাস " ২৫
শতযুগাধিক বাসি সকল সুন্দরী শ্রী. বি ৪৭
এ বোল বুলিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মুখে লাজ বাস শ্রী. কী ৯৫

ডাকর = বড়
কাঁচা পাকা ডাকর পাইএ সর্বকালে গো. বি ২০৬
দুই যোজন হয় বকের শরীর ডাগর শ্রী. বি ২০
ডাকর ডালিম দুই কুচে শ্রী. কী ৩৪

√পুর্ — শব্দ করা
তখনে পুরিল কৃষ্ণ তেঅজ মুরলী গো. বি ১৯৯
কতি হেঁা কোকিল-পাখী সুস্বর নাদ পূরে শ্রী. বি ২৪
হরিষে পুরিআঁ কাহ্নাঞি তাহাত ওঁকার শ্রী. কী ২৯৩

শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাই, এরূপ বহু প্রাচীন শব্দ গোপালবিজয়ে আছে। নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদত্ত হইল,—

আউসি[২] ৩২০ (=বিলাসযুক্ত), আলিঞা ১৫৭ (=ত্যাগ করিয়া), উকটিতে ৭২ (=খুঁজিতে), উটাএ ১২১ (=ব্যাকুল হয়), উবরি ৯০ (=হাত ছাড়াইয়া), উলামালি ৩৯ (=ব্যস্তভাবে), কুলি কুলি ২৮৯ (=সঙ্কীর্ণ গলি), উলিপালি ৯৩ (=পর্যায়ক্রমে) ইত্যাদি।

১ রাবণের ধাই প্রহস্ত পাঠাইল পিরীতি (কৃত্তিবাস, উত্তর কাণ্ড, ৩১) ; দ্র. বি. সা, পৃ ৫৬
২ আরবী শব্দ ?

ভাষাগত মিল

নির্দেশাত্মক 'খানি' ও 'গুটি' শব্দের প্রয়োগ,—

কংস ঘোরতর কন্যাখানি সে উজলী গো. বি ৩৬
আর একখানি দোষ না লবে আহ্মার " ৭
তোহ্মা হেন গুটে হএ ঘর করে বাপ মাএ " ৮৩
জুয়াচুরি করিয়া কান্দিল কন্যাখানি শ্রী. বি ১০
ছাওয়াল গোটা মারিব—একি বড় কাজ? শ্রী. বি ৫৪
সাত গুটি বিন্ধ তাত করি আমুপাম শ্রী. কী ২৯৩

বহুবচনে '—রা' বিভক্তি,—

তাহাতে তোহ্মারা ভারি জৌবনের ভরে গো. বি ১৮০
তোমরা করহ মনে দেবতা বরিতে শ্রী. বি ১৬০
পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মণে শ্রী. কী ৩২

এই '-রা' বিভক্তি কেবল সর্বনামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বিশেষ্যের সহিত কখনও প্রযুক্ত হয় নাই।

'-কের' বিভক্ত্যন্ত সম্বন্ধ পদের প্রয়োগ,—

লাখকের হঞাঁ নহি নিখকের মূলে গো. বি ২৭৬
এখন না জাএ ছাড়া কড়াকের মাটী " ১৫৬
দেখি রাম-দামোদর বৎসকের [বৎসগণ][1] সঙ্গে শ্রী. বি ৫৭
লক্ষকের বৃন্দাবন মোর ফুল বাড়ী শ্রী. কী ২১৯
তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহ্ন নদীকের বাণে " ১০৯

উপরি-উক্ত 'লক্ষকের', 'লাখকের' ও 'নিখকের' পদগুলি '—কের' বিভক্ত্যন্ত নাও হইতে পারে; ইহাদিগকে যথাক্রমে লক্ষক, লাখক ও নিখক শব্দের '—এর' প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদও বলা যায়।[2]

ষষ্ঠীর '— কার' বিভক্তি,—

ঘরে হইতে সভাকার আনাই বসনে গো. বি ১০৭
সবিনয়ে সভাকারে বৈল প্রিয় বাণী শ্রী. বি ৮৯
তবেঁ কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী শ্রী. কী ৩২২

---

১ দ্র. শ্রী. বি, পৃ ৫৭ ; বি. সা, পৃ ৫৯

২ বি. সা, পৃ ৫৯

এখানে দ্রষ্টব্য, শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও গোপালবিজয়ে '—কার' বিভক্ত্যন্ত সম্বন্ধ পদ পাওয়া যায় সর্বনাম পদে ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই বিভক্তি কালবাচক শব্দের সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে[১]।

'—রে' বিভক্ত্যন্ত সম্বন্ধ পদ[২],—

কৃষ্ণ বোলে বুড়ি আই কী দোষ আহ্মারে   গো. বি ১৮৭
হেন রূপে নারাঅণ দেখোহোঁ তোহ্মারে   „   ৩৩
ত্রিভুবনে দিতে নাই উপমা তাহারে   শ্রী. বি ১৪৪
আশে পাশে রক্ষক তাহারে   „   ১৪৭
ডালিম সদৃশ তন তোহ্মারে   শ্রী. কী ২৪৩
পরাণ অধিক বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে   „   ১৩

নিম্নলিখিত পদগুলি গোপালবিজয়ের ভাষার প্রাচীনত্ব-জ্ঞাপক,—

আহ্মা, তোহ্মারে, আলিসাএ, আত্তারি, ইথি, ইহাসি, আউট, ইবেসি, এতি, কহির, করেন্তু, কমন, কহনে না জাএ, কতি, কীকে, কহন্তি, কিস তরে, খণ্ডনে না জাএ, মোহোর, অবতরিহে[৩] ইত্যাদি।

উক্ত পদগুলির কিছু কিছু শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায়।

কথার মাত্রা হিসাবে পাদপূরক 'ত' (স্বার্থিক বিভক্তির মতো),—

দূরেত পোড়াহ গাও পরশে শীতলে   গো. বি ১৬৯
বিরহসাগরে-মাঝে মজ্জেত শ্রীহরি   „   ১৭১
বড়াই চরণ ধরো কহত স্বরূপে   „   ১৭৩
গুপ্তভাবে কৈল বিভা নামেত রোহিণী   শ্রী. বি ৭
দেখিয়াত মুনিবরে উঠি কংসরাজা   „   „
তথিত উপর শোভে হার মঞ্জরী   শ্রী. কী ৫৭
তোহ্মেত ভাগিনা কাহ্ন আহ্মেত মাউলানী   „   ৭১
নেত আঞ্চল সে দিআঁত ওহাড়ী   „ ১০০

উক্ত পাদপূরক অব্যয় গোপালবিজয়ের ভাষার অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব। ইহা ক্রিয়াপদ ও অন্য পদেও নানা ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১ বি. সা ৬০
২ ঐ, পৃ ৬০-১
৩ ভবিষ্যদর্থে প্রথম পুরুষে -হে বিভক্তি বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগ অর্থাৎ পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত পাওয়া যায় ; পরবর্তী কালে ইহা লুপ্ত হইয়াছে ; দ্র. ও. ডি. বি. এল, পৃ ৯৬৪-৫

প্রাচীনতর ধাতুর প্রয়োগ[১],—

রাজা সচেতন কইল বিবিধবিধানে গো. বি ৩৭
জত কিছু বইল তাহা না লইহ মনে „ ৩৮
তিরিজাতি পুতনা মইল বিষজ্বালে „ ৪৬
সে মোরে গোপিনী মাইল কটাক্ষের বাণে „ ১৩৩
ভাই দেখি কৃষ্ণ কিছু না বইল লাজে শ্রী. বি ১৪৩
হাড়-গোড় চূর্ণ হইল, মইল অসুরে „ ২৫
তোহ্মে নানারূপে কইলেঁ আসুরের খণ্ড শ্রী. কী ১
একেঁ একেঁ মাইল ছয় গর্ভ্ভ দৈবকীর „ ৩

উত্তম পুরুষের ক্রিয়ায় পড়হুঁ, কহিঙু, করিঙু ইত্যাদি প্রাচীনত্বসূচক পদের প্রয়োগ,[২]

হের চাহ সুন্দরী মো পড়হুঁ তোর পাএ গো. বি ১৩০
ভাল বন লক্ষ্যে সভে করিঙু বসতি „ ৭৫
আর হেন গুপতে কহিঙু একু বোলে „ ৯০
না লইহ মোর দোষ পড়হুঁ চরণে শ্রী. বি ১১
চরণে পড়োঁ দূতী আণী দেহ প্রাণপতী শ্রী. কী ৩৮৫

উত্তম পুরুষের ন্যায় প্রথম পুরুষের ভবিষ্যতের রূপ। ইহা প্রাচীনত্বসূচক,[৩]—

শাস্ত্রের মরম কত জানিব মুরুখে গো. বি ৬
পণ্ডিত জনের হব বিরল প্রচার „ „
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার শ্রী. বি ২
পাপ দুঠ্ঠ কংসে তাক সবই মারিব শ্রী. কী ৩

ই-কারান্ত ধাতুর অতীত কালের ব্যবহার,[৪]—

বনে জবে একটি মধুর ফল পাই।
জত শিশু লখে ততখানি করি খাই॥ গো. বি ৩১৫
দুরে হইতে জবে চাহিল কানাঞি।
দুখ পাসরিঞা জশো আনন্দ মনে পাই॥ „ ৬০

---

১ বি. সা. পৃ ৬১
২ ঐ ৬২
৩ ঐ, ঐ
৪ ঐ, ঐ

আসিয়া ধেনুক বলাইর গলা চাপি ধরি।
ক্রোধে বলদেব তারে এক লাথি মারি॥ শ্রী. বি ২৫
তবে কতকালে গোকুলে দেব শ্রীহরি।
ধরিয়া মানুষ-রূপ বাল্য-ক্রীড়া করি॥ „ ১৬

'ল' বা 'ইল' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ,—

ভুখিল ভ্রমর জেন মধু নাহি ছাড়ে গো. বি ২২৮
আউলাইল কেশপাশ রহিঞাঁ না বান্ধে „ ২৯৩
চালিল সাপিনী জেন মন্ত্র নাহি শুনে „ ২২৫
ভাঙ্গিল শকটখান গড়াগড়ি জাএ „ ৪৫
উপজিল পুত্র নিল কংস-বরাবরে শ্রী. বি ৭
তাহাত মজিল চিত না জাএ ধরণ শ্রী. কী ৩০৪

এইরূপ বিশেষণ পদ চর্যাগীতিতে অনেক পাওয়া যায়।

তুমর্থভাববচন,—

কটাক্ষে মুনির মন হরিবাকে[১] পারে গো. বি ৪১
অবলা পরাণে কত সহিবাক পারি „ ২৪৫
দেব-ভিন্ন কেহ কারে না পারে দিবাকে শ্রী. বি ১৬১
আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারী শ্রী. কী ১৪
পরাণ দিবাক পারোঁ তোহ্মার বচনে „ „

'—হে' বিভক্ত্যন্ত ক্রিয়াপদ[২]—

রাম কৃষ্ণ দুহে না বুলিহে এক ঠাই গো. বি ১৪৯
নালিহে [না লইবে][৩] স্বামী মোর সেই ভাল হইল শ্রী. বি ৩৫
যবেঁ তোরে মারিহে পরাণ শ্রী. কী ৬৫
পাছে কাহ্নাঞিঁ মোকে না দিহে দোষে „ ১০০

বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এই ক্রিয়াপদগুলি ভবিষ্যৎকালের অর্থ প্রকাশ করে নাই[৪]। ভাববচন পদের সহিত '√যা' ধাতুর পদ দিয়া যৌগিক কর্মভাববাচ্য-গঠন,[৫] —

---

১ তু. 'কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ' দ্রষ্টব্য চ. প, পৃ ৫৬; বি. সা, পৃ ৬৪
২ বি. সা, পৃ ৬৫
৩ শ্রী. বি, পৃ ৩৫, বি. সা, পৃ ৬৫
৪ দ্র. ও. ডি. বি. এল. পৃ ৯৬৪-৫
৫ ভা. ই, পৃ ১৩০-১

অগ্নির জতেক দুখ কহনে না জাএ গো. বি ৯
বিধির লিখন কভোঁ খণ্ডনে না জাএ „ ১৪
তা দেখি মাএর সুখ ধরণে না জাএ „ ৫৫
অ প্রাণ ধরণ না জাএ সুন্দরি রাধে শ্রী. কী ৩২৩

এইরূপ প্রয়োগ গোপালবিজয়ে অনেক, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে নাই

সাহিত্যিক মূল্যাঙ্কন

॥ গ্রন্থরচনার প্রয়োজনীয়তা ॥

বাঙ্গালা দেশে ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবদেবী ও বিকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভক্তিধর্ম মন্দীভূত হওয়ায় ধর্মানুষ্ঠান প্রায়ই কামনামূলক হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় বাঙালীর নৈতিক হীনতারও সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের পরবর্তী পৌরাণিক যুগে যুগধর্মের এবং তন্ত্রশাস্ত্রবিহিত তান্ত্রিক ধর্মের বিকৃতিতে সমাজ প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। দেবমন্দিরাদিও এই দুর্নীতির পরিণামে অপবিত্র হইয়া পড়ে। শারদীয়া পূজায় শাবরোৎসব, বসন্তে হোলক, চৈত্রমাসে কামমহোৎসব ইত্যাদি ইহার প্রমাণ। গ্রন্থেও ইহা বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছিল; আর্য্যাসপ্তশতী, পবনদূত ইত্যাদি তাহার পরিচায়ক[১]। সমাজের এইরূপ অধঃপতনের অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপাস্য দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালা দেশে উন্নত ভক্তিধর্মের প্রচার অত্যাবশ্যক মনে হয় এবং এই কারণে গোপালবিজয়কার সেকালের ধর্মের ও সমাজের অধোগতি হেতু শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। গোপালবিজয়ের বিষয়বিশেষে ইহার পরিচয় আছে।

আলোচ্য কাব্যের তিনটি বিষয়— প্রেমধর্ম, বীরধর্ম ও ভক্তিধর্ম। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় মাধুর্যে প্রেমধর্ম, কংসাদি অসুরনিধনে বীরধর্ম এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে অক্রূরাদি ভক্তের আত্মনিবেদনে ভক্তিধর্ম পরিস্ফুট। কাব্যকার স্বীয় গ্রন্থে উক্ত বিষয়গুলি বিবৃত করিলেও বীরধর্মের কথাই গ্রন্থে বিশেষভাবে স্থান লাভ করিয়াছে। হীনবীর্য বাঙালীকে বীরধর্মে উৎসাহদান-বিষয়েও কবির ইঙ্গিত থাকা অসম্ভব নয়।

ভাগবতের আলোচনীয় ঘটনাবলী জনসাধারণের শ্রুতিরোচক করিয়া কবি স্বীয় গ্রন্থ

---

১ বা. ই. পৃ ৫২৬, ৭৫২

গোপালবিজয়ে বিবৃত করিয়াছেন। জনসাধারণের প্রতিই কবির লক্ষ্য ; যে জনমণ্ডলী সেরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত নহে বা সংস্কৃতশাস্ত্রে যাহাদের তেমন অধিকার নাই, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কবি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; সুতরাং ভাগবতের তাত্ত্বিক অংশ এই গ্রন্থে বর্জিত হইয়াছে। সরলচিত্ত জনসাধারণের শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে যে বিরাটত্বের ধারণা, তাহারই প্রকাশ ঘটিয়াছে গ্রন্থের সর্বত্র ; সাধারণ জনমণ্ডলীর অনধিগম্য কোনো বিষয় এই গ্রন্থে নাই। সেকালে ধনীর গৃহে ভাগবতাদি গ্রন্থ-পাঠের ব্যবস্থা হইলেও সাধারণ জনের পক্ষে তাহা অনধিগম্যই ছিল। সমাজের এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কবি সহজ বাঙ্গালা ভাষায় গোপালবিজয় রচনা করিয়া সাধারণ জনসমাজের ইহা সহজাধিগম্য করিয়াছেন[১]। জনসাধারণ ভক্তিনম্রচিত্তে ইহা গ্রহণ করিত এবং সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের লীলা মনে করিয়া কোনো বিচারবিশ্লেষণের প্রয়োজন মনে করিত না। ইহা লোকসাহিত্যেরই অন্তর্গত।

॥ পৌরাণিক ও লৌকিক ধারার সংমিশ্রণ ॥

গোপালবিজয় পাঁচালি[২]-কাব্য। বাঙ্গালা সাহিত্যের তিনটি পুরাতন ধারা পাওয়া যায়—পদাবলী, পাঁচালি ও সন্দর্ভ। পদাবলী গেয় গীতিকবিতা ; পাঁচালি, পঞ্চালী বা পঞ্চালিকা গাথাকাব্য ; ইহাও গান করা হইত ; সন্দর্ভ পাঠ্য কাব্য। প্রথম স্তরের প্রথম গীতিকবিতা চর্যাগীতি-পদাবলী ; দ্বিতীয় স্তরের কাব্য শ্রীরাম-পাঁচালি, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসাবিজয় ইত্যাদি পাঁচালিকাব্য এবং শেষোক্ত স্তরের প্রথম পাঠ্য কাব্য চৈতন্যচরিতামৃত[৩]। গোপালবিজয় উক্ত দ্বিতীয় স্তরের পাচালি গাথাকাব্য। ইহা নানা রাগ-রাগিণীতে[৪] গান করা হইত। কি রাগে গাহিতে হইবে তাহারও নির্দেশ আছে। গৌরী, ধানসী, কানড়া, বরাড়ী, আহের, শ্রী, সুহই, কেদার, ললিত, বাঙ্গাল-বরাড়ী পুরবী, বসন্ত, গুঞ্জরী, কর্ণাট, পাহিড়া, তুড়ী, গান্ধার, মন্দার, মল্লার, মালব, মালসী, সারঙ্গ, পটমঞ্জরী—এই কয়টি রাগরাগিণীর উল্লেখ গোপালবিজয়ে পাওয়া যায়।

পাঁচালিকাব্যের বিষয় দেবকথামূলক ও ভক্তিরসাশ্রিত ; কিন্তু আলাওলের পদ্মাবতী-পাঁচালি, ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর-পাঁচালি ইত্যাদি আদিরসাত্মক পাঁচালি কাব্যেরও নমুনা আছে। লৌকিক অর্থাৎ দেশীয় কাহিনীর অনুসরণে রচিত পাঁচালি

১ এই বিষয়ে কবির উক্তি দ্রষ্টব্য গো. বি, পৃ ৬-৭

২ ইহার অর্থ-সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য ম. বা. বা, পৃ ৪৮

৩ বা. সা. ই, পৃ ৮৪

৪ পুঁথিতে রাগিণীগুলিও 'রাগ' নামে অভিহিত হইয়াছে

কাব্যের মধ্যে পড়ে মনসার পাঁচালি, ধর্মঠাকুরের পাঁচালি ইত্যাদি। সংস্কৃত পুরাণের অনুবাদে যে কাব্য রচিত, তাহাই দেববিষয়ক ও ভক্তিরসাশ্রিত পাঁচালি কাব্য[১]। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ ইহার নিদর্শন। আমাদের আলোচ্য কাব্যখানি উক্ত ধারারই একটি শাখা; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়াদি পাঁচালি কাব্যের সহিত গোপালবিজয়ের বিশেষ পার্থক্য এই যে ইহাতে পৌরাণিক ও লৌকিক উভয় ধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ইহার পৌরাণিক অংশে দেখা যায় হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের অনুসরণ এবং লৌকিক অংশে আছে বাঙ্গালাদেশে পূর্বাপরপ্রচলিত রাধাকৃষ্ণলীলা-কাহিনীর বর্ণনা। যে-প্রণালীতে শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত, কবিশেখরের গোপালবিজয় ঠিক সেই প্রকারে লিখিত হয় নাই। পৌরাণিক অংশেও কবি হুবহু পুরাণের অনুসরণ করেন নাই। পুরাণবহির্ভূত নানা বিবরণ ও বর্ণনা গোপালবিজয়ের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ-বিষয়ের আলোচনা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের ভাবাবলম্বনে রচিত; মুদ্রিত গ্রন্থে দানলীলা ও নৌকালীলা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোনো কোনো পুঁথিতে ঐ দুই খণ্ড পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ধারণা, উক্ত কাহিনীদ্বয় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে প্রক্ষিপ্ত[২]; কিন্তু বক্তব্য এই, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন পুঁথিতে উক্ত অপৌরাণিক অংশ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উহা গায়ক বা লিপিকরের প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না[৩]; কারণ উহা বাঙ্গালাদেশে স্মরণাতীত কাল হইতে লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে। এখনও গ্রামের ভক্তবৃন্দ ভবনদী-পারকর্তা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণপূর্বক গভীরতম ভক্তিতে তন্ময় হইয়া যায়। বীরভূম জেলায় 'ঘুড়িষা' নামক গ্রামে (ইলামবাজার থানার সন্নিকট) একটি প্রাচীন মন্দির আছে; ইহার অধিদেবতা শ্রীকৃষ্ণ। মূর্তির বৈশিষ্ট্য এই, শ্রীকৃষ্ণ নাবিকবেশী এবং নৌকায় অধিষ্ঠিত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ মূর্তি এবং নানা লৌকিক কাহিনী, ছড়া ইত্যাদি[৪] বিদ্যমান থাকিলে তাহার গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য; কারণ সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনী অপেক্ষা প্রাচীনতর কাহিনী প্রাদেশিক

১ বা সা. ই, পৃ ৮৪

২ ঐ, পৃ ১০৭

৩ প্রসঙ্গতঃ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম-রচিত দামুন্যাপ্রশস্তিমূলক দ্বিতীয় আত্মকাহিনী স্মরণীয়। ইহা সকল পুঁথিতে না মিলিলেও একাধিক পুঁথিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কার হইতেই সপ্রমাণ হয় যে এই অংশ স্বয়ং কবিরই রচনা, পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ বলা চলে না।

৪ দ্র. বেউর বাঁশের বাঁকখানি নীল পাটের শিকে।
কিষ্টোর কাঁধেতে দিয়ে চলিছে রাধিকে।
—বিশ্বভারতী-সংগৃহীত অপ্রকাশিত ছড়াসংগ্রহ হইতে গৃহীত।

ভাষার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আছে[১]। সুতরাং মনে হয়, গোপালবিজয়ের মতো শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও দান ও নৌকা লীলা ছিল। ইহা সুবিদিত, স্বয়ং চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসাদি-বিরচিত পদ শুনিয়া অতিশয় প্রেমাকুল হইতেন[২] এবং তিনি দানলীলার অভিনয়ও করিয়াছিলেন[৩]। প্রাকৃতরস ইহার মুখ্য বিষয় হইলে চৈতন্যদেবের অনুরক্তির কোনো কারণ থাকিত না; সুতরাং ইহা নিশ্চিত, তিনি উক্ত লীলায় ভক্তিরসেরই আস্বাদন পাইয়াছিলেন। গোপালবিজয়ের কাব্যাংশে উক্ত লৌকিক কাহিনীর সংযোজনে গ্রন্থখানির বিশিষ্টতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। লৌকিক মানসক্ষেত্রে যে ভক্তিরসধারা প্রবাহিত, তাহার মূল্য সামান্য নহে; প্রাকৃত জন সংস্কৃত ভাগবতাদি গ্রন্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া ভক্তিরস-আস্বাদনে অসমর্থ; তাই লৌকিক কাহিনীই তাহাদের আশ্রয় করিতে হইয়াছে সেই ভক্তিধারাকে প্রবহমান রাখিতে[৪]। গোপালবিজয়কার রাধাকৃষ্ণের মধুরলীলা[৫] কাব্যগ্রন্থে সংযোজিত করিয়া দেশের বৃহত্তর জনসমাজের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়াছেন। এই হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে গোপালবিজয়ের একটি বিশেষ স্থান আছে। অপৌরাণিক লৌকিক কাহিনী কাব্যে সন্নিবেশিত করার হেতুও গ্রন্থকর্তা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

কি কহিব আর জত অংশ-অবতারে।
দুষ্ট মারি সৃষ্টি রাখিল বারে বারে॥
সে সব প্রভুর জদি অবতার হএ।
তা সব বর্ন্নিতে তনু মন নাহি লএ॥
একু গোপরূপে জত করিল বিলাস।
তাহাই কহিতে মনে অধিক উল্লাস[৬]॥…
আর একখানি দোষ না লবে আহ্মার।
পুরাণের অতিরেক লেখিব আপার॥ পৃ ৬-৭

১ সা. প. প, ৫৬ বর্ষ (১ম ও ২য় সংখ্যা), পৃ ৪৮

২ চৈ. চ, ২।২।৬৭; ২।১০।১১০; সা. প. প (১৩৬০), পৃ ৪৩

৩ প্রা. ব. সা, পৃ ২১৬

৪ সেকালে লৌকিক আখ্যান ধর্মসাহিত্যেরই অঙ্গ ছিল; দ্র. ই. বা. সা, পৃ ৫; সা. প, পৃ ৯৬

৫ এ-বিষয়ে মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের মন্তব্য,—কবিশেখর বড়ু চণ্ডীদাসের ন্যায় আদিরসকেই মুখ্য স্থান দিয়াছেন; কিন্তু রসের অবতারণায় কোথাও তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো বাড়াবাড়ি করেন নাই। দ্র. বা. সা, পৃ ১১৮

৬ তু. গীতগোবিন্দ—যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্।

কবিশেখর সংস্কৃতেও কাব্যরচনা করিয়াছিলেন; গোপালচরিত মহাকাব্য ও গোপীনাথ-বিজয় নাটক—এই গ্রন্থদ্বয় ইহার পরিচায়ক[১]। গোপালবিজয়ে জানা যায়, সংস্কৃতগ্রন্থ-রচনায় তাঁহার কবিমানস পরিতৃপ্ত হয় নাই[২]; ইহার কারণ, প্রাকৃত জন সংস্কৃতে রচিত গ্রন্থের রসাস্বাদনে অসমর্থ; সুতরাং গ্রন্থরচনার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য একেবারেই ব্যর্থ; দ্বিতীয়তঃ, উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে পুরাণ-অন্তর্গত বিষয় ভিন্ন লৌকিক আখ্যান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা স্থান পায় নাই, মনে হয়; পক্ষান্তরে, উক্ত লীলারস-আস্বাদনেই সাধারণ জনমণ্ডলী সমুৎসুক; এই হেতু কবি তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ গোপালবিজয়ে পৌরাণিক বিষয়ের সহিত উক্ত লৌকিক আখ্যানের সংযোগসাধন করিয়াছেন। এইরূপে পৌরাণিক ও লৌকিক বিষয়ের সংমিশ্রণে আলোচ্য গ্রন্থ রচিত।

বাৎসল্যাদিরস-বিষয়ক কৃষ্ণলীলা এবং মাধুর্যমূলক ব্রজলীলা কৃষ্ণেরই বিষয়াবলম্বনে রচিত। সংস্কৃতে রচিত কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিত সাধারণতঃ সমাজের উচ্চতর অর্থাৎ সংস্কৃতাভিজ্ঞ জনগণ, আর নিম্নশ্রেণীর সমাজ কৃষ্ণের ব্রজলীলার মাধ্যমে ভক্তিবিমিশ্র সাহিত্যরস উপভোগ করিত। কানু, রাই, আয়ান ইত্যাদি নামগুলি অপভ্রংশের মধ্য দিয়াই আসিয়াছে। সুতরাং ইহা নিশ্চিত অনুমেয়, দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড ইত্যাদি ব্রজলীলা-বিষয়ক কাহিনী প্রাকৃত অপভ্রংশের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল[৩]। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, কৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক কাহিনী অতিশয় গ্রাম্য। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ভাগবত হইতে গীতগোবিন্দ পর্যন্ত অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থে আদিরসের অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে[৪]। অধুনা ইহা রুচিসম্মত না হইলেও পূর্বে দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইত না। শিল্পেও যে ইহার নিদর্শন ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীন নানা মন্দিরের গাত্রে। গোপালবিজয়েও সেই প্রাচীন ধারাই বহমান।

পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক প্রাচীনতম প্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের ভাবাবলম্বনে রচিত; কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনা অন্যপ্রকার। ইহাতে পূবাপর একমাত্র আদিরসের বর্ণনাহেতু শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য মাহাত্ম্য তাদৃশ পরিস্ফুট নহে; পক্ষান্তরে, গোপালবিজয়ে নানা ঐশ্বর্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ মাহাত্ম্য পরিলক্ষিত। যিনি নানা অসুর-বধে স্বীয় অসীম শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, গোবর্ধনধারণে যাঁহার অলৌকিক শক্তিতে দেবরাজ ইন্দ্র পরাজিত ও বিমূঢ়, যিনি মহাসুর কংসকে অবলীলাক্রমে সংহার করিয়া পৃথিবীর ক্লেশভার অপনীত করিয়াছিলেন, গোকুলবাসীর সর্বদা কল্যাণসাধন-

১ বা. সা. ই, পৃ ২১৪ ২ গো. বি, পৃ ৭
৩ বা. সা. ই, পৃ ৬৫ ৪ প্রা. ব. সা, পৃ ১৯৩

হেতু যাঁহার যশ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, যাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপরূপ শ্রীমণ্ডিত, জ্ঞানে ও বৈরাগ্যে যিনি অদ্বিতীয়, সেই ষড়ৈশ্বর্যবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়প্রাপ্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পাঠে দুর্লভ; পক্ষান্তরে, গোপালবিজয়ে কৃষ্ণের সমস্ত ঐশ্বর্যই বিস্তৃততর-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপে সাধারণ মানুষের পক্ষে ভক্তি জাগরিত করা ক্লেশসাধ্য; কিন্তু গোপালবিজয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরিতশ্রবণে যুগপৎ স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তির উদ্রেক হয়। ইহার অন্যতম দুইটি অংশ দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডে আদিরসের প্রাধান্যেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো কৃষ্ণের উচ্ছৃঙ্খল কার্যের পরিচয় পাওয়া যায় না; অধিকন্তু সেখানেও কৃষ্ণ বিচারবুদ্ধিপরায়ণ ও সংযত। সংক্ষেপে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মূলতঃ আদিরসাত্মক; গোপালবিজয় অংশতঃ শৃঙ্গাররসাশ্রিত হইলেও দাস্যসৌখ্যবাৎসল্যবীরাদি রসের সমন্বয়ে কাব্যের সম্যক্ পরিপুষ্টি ঘটিয়াছে। নন্দযশোদার বাৎসল্য, রাখালবালকগণের সৌখ্য, অক্রূরাদিসেবকের দাস্য, এবং গোপীগণের প্রেমভক্তি রসের সন্ধান গ্রন্থে থাকিলেও করুণরৌদ্রবীরাদি রসের পরিচয়ও যথেষ্ট। গোপালবিজয় সাহিত্য হিসাবে এক সময়ে বাঙ্গালা দেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ গ্রন্থখানির অসংখ্য পুঁথি-প্রাপ্তিতে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একখানি ভিন্ন দ্বিতীয় পুঁথি পাওয়া যায় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীলা বাঙ্গালা দেশে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু শুধু এই কথায় বিষয়ের জটিলতা থাকিয়া যায়; সুতরাং বিস্তৃততররূপে ইহার কিছু আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে; নিম্নে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে,—

শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীলার সংবাদ ঋগ্‌বেদে সেভাবে না পাওয়া গেলেও গোপী ও রাধা শব্দের ইঙ্গিত পাওয়া যায় নিম্নোক্ত সূক্তে,—

'ইহ ত্বা গোপরীণসা মহে মন্দন্তু রাধসে সরো গৌরো যথা পিব।' ঋগ্‌বেদসংহিতা, ৮।৪৫।২৪ (পৃ ৭৭৬)

অথর্ববেদে (১৯।৭।৩) রাধা বিশাখানক্ষত্রেরই অপর নাম,—

'রাধে বিশাখে সুহবানুরাধা জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রমরিষ্ট মূলম্।'

বিশাখাদ্বয় অর্থাৎ রাধা ও অনুরাধাকে নক্ষত্রসমূহের অধিপত্নী এবং জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোপী বলা হইয়াছে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।১।১।১১),—

'নক্ষত্রাণামধিপত্নী বিশাখে। শ্রেষ্ঠাবিন্দ্রাগ্নী ভুবনস্য গোপৌ।'

মনে হয়, ঋক্ ও অথর্ববেদের রাধা নামটি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের গোপী শব্দের সঙ্গে একার্থক হইয়া পরবর্তী কালে পুরাণগুলিতে স্থান পাইয়াছে।[১]

১ দ্র. গী. গো, পৃ ১০৭

মহাভারতে পুতনাবধ, গোবর্ধনধারণ,[১] কংসবধ ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ আছে; কিন্তু রাস বা রাধার প্রসঙ্গ না থাকিলেও কৃষ্ণকে একবার 'গোপীজনপ্রিয়', 'ব্রজনাথার্তিনাশন' বলা হইয়াছে। সভাপর্বে কুরুসভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী বিপদ্‌ভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিতে বলিয়াছেন,—

'আকৃষ্যমানে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় ॥
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব।
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্তিনাশন।
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দন[২] ॥

এ-স্থানে 'গোপীজনপ্রিয়' কথায় কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার কোনো ইঙ্গিত করে কিনা তাহা সুধীগণের বিবেচ্য[৩]।

প্রাচীন পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। হরিবংশে[৪] বর্ণিত 'হল্লীসক-ক্রীড়নম্'-এর অর্থ চক্রাকারে নৃত্য[৫]। নীলকণ্ঠ ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'চক্রবালৈঃ মণ্ডলৈঃ হল্লীসকক্রীড়নম্ একস্য পুংসো বহুভিঃ স্ত্রীভিঃ ক্রীড়নম্ সৈব রাসক্রীড়া[৬]। 'মণ্ডলেন চ যন্নৃত্যং স্ত্রীণাং হল্লীসকং তু তৎ'[৭]-এই অর্থ করিয়াছেন হেমচন্দ্র। এই হল্লীসকক্রীড়ার কারণসম্বন্ধেও হরিবংশে[৮] উল্লেখ আছে,—

শারদীং চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিং প্রতি।
স করীষাঙ্গরাগাসু ব্রজরথ্যাসু বীর্যবান্ ॥

পরে, রতিকামী কৃষ্ণ গোপকন্যাগণকে বশে আনিলে, তাহারা পতি, মাতা ও ভ্রাতার নিষেধসত্ত্বেও রাত্রিতে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিল[৯]। এখানে রাধার[১০] নামোল্লেখ না থাকিলেও পরবর্তী কালে ইহা রাধাকৃষ্ণলীলায় পরিণত হইয়াছে, মনে হয়। সুতরাং রাধাকৃষ্ণের মধুরলীলার বীজ হরিবংশে নিহিত আছে মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না।

১ রামায়ণে (লঙ্কা। ৬৯।৩২) বিষ্ণুর গিরিধারণের উল্লেখ আছে

২ মহা, ২।৬৮।৪১-২

৩ ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট হইতে প্রকাশিত মহাভারতে শ্লোকটি নাই, অন্যরূপে আছে। দ্র. ভা. মহা, পৃ ৩০৪-৫

৪ ২।২০ ৫ দ্র. টীকা; হ. ব, পৃ ১৯৯ ৬ ঐ

৭ বৈ. সা. প্র, পৃ ১২৩ ৮ ২।২০।১৫ ৯ হ. ব, ২।২০।১৮-৩৫

১০ বঙ্গবাসী সং-এর হরিবংশের অনুবাদে (৭৬ তম অধ্যায়, ১২১ পৃ) রাধার নাম পাইতেছি

গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের রাসলীলার বর্ণনা ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে আছে এবং রাসমণ্ডপ হইতে কৃষ্ণের অন্তর্ধান-বিষয়ক একটি নূতন সংযোজনা ঐ পুরাণদ্বয়ে পাওয়া যায়[১]। ইহা ভিন্ন বিষ্ণুপুরাণে এ-বিষয়ে আর একটি নূতন কথায় জানা যায় যে রাসমণ্ডপ হইতে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহার অন্বেষণরত গোপীগণ কিছু দূর অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণের চরণচিহ্নের সহিত মিলিত কোনো গোপীর পদচিহ্ন দেখিতে পায়[২]। এই পুরাণের 'কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালসা[৩]'—শ্লোকাংশে লিখিত 'কাপি কৃতপুণ্যা' পরবর্তী কালে রাধা নামে পরিচিত হইয়াছে, মনে হয়।

বিষ্ণুপুরাণোক্ত ঐ বিবরণের সহিত ভাগবতের যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনই আর একটি নূতন বিষয়ও ভাগবতে জানা যায়। কৃষ্ণের অন্বেষণরতা গোপীগণ কোনো রমণীর পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ'[৪]। ভাগবতের এই শ্লোকাংশে 'অনয়ারাধিত' পদে রাধা নামের ইঙ্গিত থাকা অসম্ভব নয়। উক্ত অনুগৃহীতা গোপীর গর্ববশতঃ কৃষ্ণ তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক অন্তর্হিত হইয়াছিলেন[৫]—ইহা ভাগবতের নূতন সংযোজনা। রাস পঞ্চাধ্যায়ে[৬] গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের রাসলীলার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

পদ্মপুরাণোক্ত[৭] রাধাকৃষ্ণলীলা শৃঙ্গাররস-বর্জিত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও জয়দেবের গীতগোবিন্দেই[৮] সুস্পষ্টভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেববর্ণিত রাধাকৃষ্ণলীলা সম্ভবতঃ বাঙ্গালা দেশেই প্রথম প্রচলিত হয় এবং পরে সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করে[৯]।

অথর্ববেদের অন্যতম উপনিষৎ 'গোপালতাপনী' তে গোপগোপীপরিবৃত কৃষ্ণের উল্লেখ আছে ; গান্ধর্বী নামে একজন প্রধানা গোপীরও নাম পাওয়া যায়[১০]। বৈষ্ণবগণের মতানুসারে ইনিই রাধা।

ভাসের 'বালচরিতম্' নাটকের, তৃতীয় অঙ্কে[১১] গোপকন্যাগণের সহিত কৃষ্ণের

১ বি. পু, ৫।১৩।২৪, ব্র. পু, ১৮৯।২২

২ বি. পু, ৫।১৩।৩২ ৩ বি. পু, ৫।১৩।৩২ ৪ ভা, ১০।৩০।২৮

৫ ভা, ১০।৩০।৩৯ ৬ ভা, ১০।২৯-৩৩ ৭ পাতালখণ্ড, ৩৮-৯

৮ অধ্যাপক সুকুমার সেন ও সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মতে, গীতগোবিন্দের রচনাকাল ১২শ শতকের দিকে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ইহার পরে রচিত ; দ্র. বি. সা, পৃ ১৪ ; হি. ব্র. লি, পৃ ৪৭৫ ; হি. বৈ. এফ, পৃ ৭

৯ বা. দে. ই, পৃ ১৪৪

১০ কৃ. চ, পৃ ২৯০ ১১ পৃ ৩৪

'হল্লীসকক্রীড়া'র উল্লেখ আছে। পুরাণোক্ত বিবরণ হইতে এই নাটকের বর্ণনায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়,—

অনেক 'দামক' কথাপ্রসঙ্গে বৃদ্ধ মাতুলকে বলিলেন, আজ এই বৃন্দাবনে আমাদের ভর্তা দামোদর গোপাকন্যাগণের সহিত হল্লীসকক্রীড়া করিবেন। উত্তরে বৃদ্ধ বলিলেন, ইহা তো উত্তম কথা, আমরাও গোপগণের সহিত দামোদরের হল্লীসক নৃত্য দেখিব[১]। এই নাটকের বিবরণ হইতে অনুমান হয়, পূর্বে গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের ক্রীড়া শৃঙ্গাররস-বর্জিত ছিল; পরে, ইহা আদিরসের বিষয়ীভূত হইয়াছে। এই নাটকে[২] হল্লীসক বা রাসের উল্লেখ থাকিলেও রাধার নাম নাই।

রাধাকৃষ্ণলীলার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় লৌকিক সাহিত্য হালের সংকলিত 'গাথা-সপ্তশতী' তে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল,—

লীলাহিতুলিঅসেলো রক্‌খউ বো রাহিআথণপ্‌ফংসে।
হরিণোপঢ়ম-সমাগম-সজ্‌ঝস-বেবল্লিও হত্থো॥[৩]

অর্থাৎ কৃষ্ণের যে হস্ত শৈল উত্তোলন করিয়াছিল, সেই হস্ত প্রথম সমাগম হেতু ভয়ে রাধার স্তনস্পর্শে কম্পিত হইল; সেই হস্ত তোমাদের রক্ষা করুন।

মুহ মারুএণ তং কণ্‌হ গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এদাণং বল্লবীণং অণ্ণাণং বি গোরঅং হরসি॥[৪]

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি মুখমারুতের সাহায্যে রাধিকার (মুখলগ্ন) গোরজ দূর করিয়া অন্য গোপীগণের গৌরব হরণ করিতেছ।

হালের সময় লইয়া পণ্ডিতসমাজে নানা মতভেদ আছে[৫]; সাধারণতঃ অনুমান[৬], অন্ধভৃত্যবংশীয় নরপতি হাল খৃষ্টীয় প্রথম শতকে বর্তমান ছিলেন।

মেঘদূতের (পূর্বমেঘ, শ্লোকসংখ্যা ১৫) একটি শ্লোকে উপমাচ্ছলে গোপবেশ বিষ্ণুর উল্লেখ আছে,—

'বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ।'

১ বা. চ, পৃ ৩৮
২ ইহার রচনাকাল খৃষ্টীয় ৩য়-৭ম শতক; দ্র. বৈ সা. প্র, পৃ ১২৬; হি. ব্র. লি, পৃ ৪৮৪
৩ বৈ. সা. প্র, পৃ ১২৭; উ. নী, পৃ ৯৪৩
৪ বৈ. সা. প্র, পৃ ১২৭; গৌ. বৈ. সা, পৃ ২৮, গা. স, ১৮৯, পৃ ৩৬
৫ হি. ব্র. লি, পৃ ৪৮৪; হি. সং. লি, পৃ ৩৪৪; বৈ. সা. প্র, পৃ ১২৭
৬ বি. ভা. প, পৃ ২৭০; গা. স, পৃ ।৵০

রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত একটি মনোরম বর্ণনা পাওয়া যায় বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে। মথুরাধিপতিকে দেখাইয়া ইন্দুমতীকে সুনন্দা বলিতেছেন,—

সংভাব্য ভর্তারমমুং যুবানং মৃদুপ্রবালোত্তরপুষ্পশয্যে।
বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে নির্বিশ্যতাং সুন্দরি যৌবনশ্রীঃ॥
অধ্যাস্য চাম্ভঃপৃষতোক্ষিতানি শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি।
কলাপিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং কান্তাসু গোবর্ধনকন্দরাসু॥ (ষষ্ঠ সর্গ, ৫০-১ শ্লোক)

বৃন্দাবনের এইরূপ মনোরম বর্ণনায় মনে হয়, সুমধুর বৃন্দাবনের পুণ্যস্মৃতি কবি কালিদাসের চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রায় দেড়হাজার বৎসর পূর্বে রচিত পঞ্চতন্ত্রে বর্ণিত কোনো রাজকন্যার উদ্দেশে কৃষ্ণবেশধারী এক তন্তুবায়পুত্রের নিম্নোক্ত উক্তিতে রাধা ও গোপকুলের কথা জানা যায়,—

'সুভগে সত্যমভিহিতং ভবত্যা পরং কিন্তু রাধা নাম মে ভার্যা গোপকুলপ্রসূতা প্রথমমাসীৎ।'

আনুমানিক অষ্টম শতকে আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক'-এ,[১] জয়দেবের পূর্ববর্তী কবি ক্ষেমেন্দ্রের 'দশাবতারচরিত'-এ[২], একাদশ শতকের পূর্বে রচিত 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়'-এ[৩], ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ[৪] রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক শ্লোক পাওয়া যায়।

প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত আচার্য নিম্বার্ক রাধাকৃষ্ণ-উপাসনার প্রবর্তন করেন। কোনো প্রামাণিক সুপ্রাচীন সূত্র হইতে যে তিনি উপাসনাপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। তখন ঐ অঞ্চলে লক্ষ্মী-নারায়ণ-উপাসক রামানুজের প্রবল প্রভাব। সুতরাং আচার্য নিম্বার্ক কোনো অশাস্ত্রীয় উপাসনার প্রবর্তন করিলে পাণ্ডতগণ কিছুতেই তাহা মানিয়া লইতেন না।

আচার্য নিম্বার্কের প্রায় সমসাময়িক দক্ষিণভারতীয় সাধক বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' রাধাকৃষ্ণলীলা-কথায় পূর্ণ।

গাথা-সপ্তশতী, ধ্বন্যালোক ইত্যাদি গ্রন্থে রাধার নাম পাওয়া গেলেও খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী অর্থাৎ ভাগবতের রচনাকাল[৫] পর্যন্ত পুরাণে কৃষ্ণলীলায় গোপীগণের এবং

১ বা. সা. ই, পৃ ১৬০-১ ; প. প, পৃ ১৭-৮ ; লোক, পৃ ৭৬
২ বা. সা. ই, পৃ ৪৩ , প. প, পৃ ১৮
৩ বা. সা. ই, পৃ ২৩-৪ ; প. প, পৃ ১৮-৯,২৫
৪ হি. ব্র. লি, পৃ ৪৮৬ ; বা. সা. ই, পৃ ২৫
৫ হি. ইন. লি, পৃ ৫৫৬ ; শ্রী. ভ, পৃ ৭০ ; বা. বৈ. ধ, পৃ ৩০-১

পরবর্তী কালে গোপীগণের সহিত প্রধানভাবে রাধার উল্লেখ দেখা যায়। দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের সৃষ্টি যে এই সময় হইতেই[১] তাহার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় চতুর্দশ শতকে রচিত 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে'।[২] নিম্নে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল ;—

অরে রে বাহিহি কান্হু ণাব, ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি।
তুহঁ এখণই সন্তার দেই জো চাহসি সো লেহি।[৩]

উক্ত শ্লোকপাঠে মনে হয়, এই দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডে আদিরস আদৌ ছিল না। গোপীগণ যখন দধি, দুগ্ধ ইত্যাদি লইয়া মথুরায় যাইত, তখন কৃষ্ণ ও তাঁহার সঙ্গিগণ ঐগুলি প্রার্থনা করিত; পরে, এই সাধারণ বিষয়টি শৃঙ্গাররসানুসিক্ত হইয়া আদিরসে পরিণত হইয়াছে।[৪]

নানাবিধ শিল্পেও যে কৃষ্ণলীলার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার প্রমাণ দুর্লভ নয়; কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল ;—

উত্তরবঙ্গে পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত মূর্তির মধ্যে কৃষ্ণের গোবর্ধনধারণ, চাণূর ও মুষ্টিকের সহিত কৃষ্ণ ও বলরামের যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে কৃষ্ণের সহিত অন্যান্য গোপগোপীগণের লীলার নিদর্শনও পাওয়া যায়[৫]। ইহাতে জানা যায়, বাঙ্গালা দেশে কৃষ্ণলীলা ষষ্ঠ শতাব্দী বা তৎপূর্বে প্রচলিত ছিল; তবে ঐ মূর্তিগুলির সহিত প্রাপ্ত যুগলমূর্তি-সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে স্ত্রীমূর্তিটি রাধার; আবার কাহারও অনুমান, রুক্মিণী বা সত্যভামার।[৬] সুতরাং পূর্বোক্ত শতকে কৃষ্ণলীলা বাঙ্গালা দেশে বিশেষ জনপ্রিয় হইলেও রাধাকৃষ্ণের কাহিনী প্রচলিত ছিল কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।[৭] বাদামী গুহা, দাক্ষিণাত্যের মহাবলীপুর, খাজুরাহো ইত্যাদি স্থানের মন্দিরগাত্রে খোদিত রাধাকৃষ্ণের চিত্র প্রমাণ করিয়া দেয় যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই রাধাকৃষ্ণের উপাসনা ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে[৮]।

ভারতীয়গণ সুদূর প্রাচ্যে যে সমস্ত উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহাদের মধ্যে চম্পারাজ্য অন্যতম। এখানে শৈবধর্মের প্রাধান্য থাকিলেও নারায়ণ, বিষ্ণু, হরি, গোবিন্দ প্রভৃতি দেবতার নাম অজ্ঞাত নহে। এই রাজ্যের শিলালেখে বিষ্ণুর অবতাররূপে রাম ও কৃষ্ণের

---

১ হি. ব্র. লি, পৃ ৪৭৫
২ বা. সা. ই, পৃ ৪০; হি. ব্র. লি, পৃ ৪৭৬
৩ বা. সা. ই, পৃ ৪০
৪ হি. ব্র. লি, পৃ ৪৭৭
৫ বা. দে. ই, পৃ ১৪৩; বা. ই, পৃ ৬০১
৬ হি ব্র. লি, পৃ ৪৮০, বা. দে. ই, পৃ ১৪৩-৪
৭ বা. দে. ই, পৃ ১৪৩-৪ ৮ গী. গো, পৃ ১০৬

উল্লেখ পাওয়া যায়; কৃষ্ণের গোবর্ধনধারণের চিত্র এবং তৎকৃত কংস, কেশী, চাণূর এবং প্রলম্বের বধের প্রতিমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণের মধুরলীলা-বিষয়ক কোনো চিত্র বা মূর্তি পাওয়া যায় নাই[১]। শ্রীমার ছিলেন চম্পারাজ্যের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা এবং খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে তিনি সেখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন[২]। চম্পারাজ্যের এই বিবরণে অনুমিত হয়, খৃষ্টীয় শতকের প্রথমের দিকে কৃষ্ণের মধুরলীলা ঔপনিবেশিক ভারতীয়গণের অজ্ঞাত ছিল।

নবম শতকের মধ্যভাগে ব্রজলীলার আভাস পাওয়া গিয়াছে কামরূপরাজ বনমালবর্মদেবের অনুশাসনে[৩]। গৌড়ের রামকেলির নিকটে কানাইনাটশালা গ্রামে চৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক চিত্রদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায় চৈতন্যচরিতামৃতে[৪]।

আনুমানিক ১১শ শতকে ভোজবর্মার বেলাব ও লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি শাসনে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের সহিত 'গোপীশতকেলিকার' কৃষ্ণের মধুরলীলার প্রসঙ্গও আছে।[৫] ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে কৃষ্ণের মিথুনলীলার উল্লেখ থাকিলেও সেই লীলার সঙ্গে রাধার কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় নাই; তবে জয়দেবের পূর্বেই যে রাধাতত্ত্ব ও রাধার রূপকল্পনার সৃষ্টি হইয়াছিল, সে বিষয়ে বোধ হয় সংশয় নাই।[৬]

এই সমস্ত আলোচনায় জানা গেল, গোপালবিজয়ে বর্ণিত অপৌরাণিক লীলা দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড কখনই কবিকল্পিত নহে। প্রাচীন কাল হইতে নানা সাহিত্যে ও শিল্পে কৃষ্ণের ব্রজলীলা যেরূপ দৃষ্ট হয়, তাহাই অবলম্বন করিয়া গোপালবিজয়কার স্বীয় গ্রন্থের লৌকিক অংশে রাধাকৃষ্ণের মধুরলীলা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই প্রসঙ্গ রাধাকৃষ্ণলীলার অন্যতম প্রধান অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ। এই অংশ বাদ দিয়া রাধাকৃষ্ণ-কথা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

॥ কৃষ্ণের চরিতাবলী ॥

গোপালবিজয়ে কৃষ্ণ নারায়ণের অবতাররূপে গৃহীত হইলেও তাঁহার কার্যাবলীতে আদর্শ মানবতার সুস্পষ্ট ছাপ বর্তমান। মানবিক ভাবসম্বৃদ্ধ তাঁহার কার্যসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

মাতা যশোমতীর অলক্ষ্যে কৃষ্ণের নবনীভক্ষণ, জননীর অজ্ঞাতসারে ভাণ্ডারে

১ এ. হি. চ, পৃ ১৯৪-৫ ২ ঐ, পৃ ২২, ১৯৪-৫ ৩ বা. সা. ই, পৃ ১৬ ৪ ২।১।২১৩

৫ হি. বৈ. এক, পৃ ৭; বা. সা. ই, পৃ ১৬, বা. ই, পৃ ৬৫৯

৬ বা. ই, পৃ ৬০১; 'গোপবেশস্থ বিষ্ণোঃ'—এই উক্তির মধ্যে রাধার অস্তিত্ব পাওয়া কঠিন,' বলেন নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়: দ্র. বা. ই, পৃ ৬০১

প্রবেশপূর্বক শিকায় রক্ষিত দুগ্ধভাণ্ড-ভঙ্গ ও দুগ্ধপান, পথগামীর প্রতি তাঁহার উপদ্রব এবং বলপূর্বক তাহাদের নিকট হইতে ভক্ষ্যদ্রব্য-গ্রহণ, পুরবাসীদের অজ্ঞাতসারে সুকৌশলে তাহাদের গৃহ হইতে দধিদুগ্ধাদি-সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষ্ণের সাধারণশিশু-সুলভ চপলতা পরিদৃষ্ট হয়।

সখাগণের সহিত কৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন ও গোচারণ, কালিদহে বিষজলপানে মৃতসখাগণের জীবনদানে তাঁহার সাফল্য, বকাদি অসুরের কবল হইতে তাহাদের সংরক্ষণ, বৃক্ষ হইতে ফল আহরণপূর্বক সকলের মধ্যে বণ্টন, তাহাদের ক্ষুধায় অন্ন ও তৃষ্ণায় জল সংগ্রহের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় তাঁহার সখ্যের বিশেষ পরিচায়ক। সখাগণও তাঁহাকে প্রাণাধিক ভালবাসিত। গোচারণকালে কৃষ্ণ শ্রান্ত হইয়া পড়িলে সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিত এবং তাঁহার শ্রান্তি অপনোদনের জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিত। দলের মাঝে তাঁহাকে রাখিয়া তাহারা কৃষ্ণকে রক্ষা করিয়া চলিত। তাঁহার প্রতি সখাগণের সুগভীর প্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায় কংসবধান্তে বৃন্দাবনে তাঁহার অপ্রত্যাবর্তন-হেতু তাহাদের সাতিশয় খেদোক্তিতে।

ধেনুবৎসের যত্নপূর্বক সংরক্ষণ, প্রজ্বলিত দাবানল হইতে সখাগণের উদ্ধার ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার জীবে দয়া সুপ্রকট।

ফলবিক্রয়কারিণী শবরীর সামান্য মূল্যের ফলের বিনিময়ে 'চুপুরি ভরিঞাঁ' তাহাকে ধান্যপ্রদানে তাঁহার নীচ জনেও বিশেষ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

ইন্দ্রপূজা-নিবারণে এবং নানা যুক্তিতে গোপগণকে উৎসাহদানপূর্বক গিরিযজ্ঞের অনুষ্ঠানে তাঁহার ভূয়োদর্শিতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে।

বৃন্দাবনে কংসপ্রেরিত নানা অসুরবধ, কংসের শ্রেষ্ঠ মল্ল চাণূরাদি সহ কংসনিধন ইত্যাদি বিষয় কৃষ্ণের অসামান্য শক্তিমত্তার নিদর্শন।

স্বামীর অজ্ঞাতসারে দ্বিজপত্নীগণের অন্নব্যঞ্জন সহ গোপবালকগণের সমীপে বনবিপিনে আগমনহেতু প্রচলিত সংসারধর্মের বিরুদ্ধাচরণে ও পাতিব্রত্যরক্ষার শৈথিল্যে দ্বিজরমণী-গণের প্রতি কৃষ্ণের গার্হস্থ্যোচিত হিতোপদেশ তাঁহার সংসারধর্মে ঐকান্তিকী নিষ্ঠার পরিচায়ক।

দানলৌকারাস-লীলা তাঁহার চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির নিদর্শন। ভাগবতের[১] রাস-পঞ্চাধ্যায়ে ইহার গূঢ়ার্থ জ্ঞাতব্য।

কংসের ধনুর্যজ্ঞে তাঁহাকে মথুরায় আনয়নের জন্য বৃন্দাবনে প্রেরিত অক্রূরের প্রতি তাঁহার শিষ্টাচরণ, সুমিষ্ট আলাপে সেবকের শ্রমাপনোদন, অক্রূরের গভীর ভক্তি-সন্দর্শনে

১ ১০।২৯-৩৩

তাঁহাকে গাঢ়-আলিঙ্গন-দান, মথুরার পথে যমুনায় আহ্নিককার্য-রত অক্রূরের সহিত নানা মধুরালাপ, কংসবধান্তে তাঁহার গৃহে গমনপূর্বক ভক্তের অভিলাষপূরণ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের বিশদ পরিচয় আছে।

অত্যাচারী কংসের বধান্তে মথুরার সিংহাসনাধিষ্ঠানে তাঁহার নিস্পৃহতা, উগ্রসেনের উপর রাজ্যের কর্তৃত্বভার-অর্পণ, রাজ্যশাসন-বিষয়ে ঐকান্তিক সহায়তা ইত্যাদি বিষয় তাঁহার ধর্মরাজ্যসংস্থাপনের ও সম্পদে অনাসক্তির পরিচয়জ্ঞাপক।

কংসবিনাশের পর আত্মসমর্পণকারী কংসনারীগণকে সান্ত্বনাদান, শত্রুপক্ষের ক্লেশ-লাঘবে আন্তরিক প্রয়াস, কংসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সম্পাদনে নারীগণের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ ইত্যাদি বিষয় তাঁহার সহৃদয়তা ও করুণতার নিদর্শন এবং ধর্ম ও কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচায়ক।

কংসবধান্তে শোকার্ত স্বীয় পিতামাতা বসুদেব-দৈবকীর নিকট অনতিবিলম্বে গমন ও তাঁহাদের শোকাপনোদনে জনকজননীর প্রতি তাঁহার কর্তব্যপরায়ণতা ও ভক্তিনিষ্ঠা সুপ্রকট। এই বিষয়ে মাতার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি অত্যন্ত করুণরসানুসিক্ত।

শত্রুরাজ্যবিজয়ের পরে মথুরায় সুশাসনের ব্যবস্থা, শান্তিস্থাপনে সবিশেষ প্রয়াস, বিদ্রোহনিবারণকল্পে তথায় মথুরাবাসীর পরিবর্তে 'গোকুলসেবক'-নিয়োগ, রাজনীতিতে কংসের রাজভাণ্ডার 'খোদ'-করণ, প্রতাপে নৃপতিগণের বশে আনয়ন ইত্যাদি বিষয় তাঁহার বিমৃশ্যকারিতা ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক।

মথুরা হইতে বৃন্দাবনে পুনরাগমনকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের উপর রাজ্যের মন্ত্রণা-ভারার্পণ এবং উগ্রসেনের হস্তে সৈন্যদলের কর্তৃত্বস্থাপনে রাজ্যে তাঁহার সুষ্ঠু নিরাপত্তা-বিধানের পরিচয় পাওয়া যায়।

গোপালবিজয়ে কৃষ্ণের উল্লিখিত কার্যাবলীর আলোচনায় তাঁহার যে অনন্যসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গল-কাব্যে সুদুর্লভ। ভক্ত কবি কবিশেখর ষড়ৈশ্বর্যবান্ কৃষ্ণের যে-মূর্তি অবলোকন করিয়াছিলেন ধ্যাননেত্রে তাহারই বিশিষ্টরূপ-দান করিয়াছেন লেখনীর সহায়তায় স্বীয়গ্রন্থ গোপালবিজয়ে।

॥ কাব্যে বর্ণিত মৌলিক বিষয়ের অবতারণা ॥

পুরাণে নারায়ণের অবতারবর্ণনায় বাসুকির কোনো প্রসঙ্গ নাই; কিন্তু গোপালবিজয়-পাঠে[১] জানা যায়, কংসের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রপীড়িত পৃথিবী প্রথমে

পাতালে বাসুকির[১] নিকট গমন করেন। বসুমতীর খেদোক্তিতে তদানীন্তন দুর্গত বাংলা-দেশের যেন একটি করুণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

দেবাঙ্গনাদের গোপীরূপে মর্তে জন্মগ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায় ভাগবতে[২]; কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে[৩] উর্বশী-আদি 'বিদ্যাধরী'-গণের গোপীরূপে জন্মগ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে।

মথুরার বর্ণনা ও তাহার ঐশ্বর্যকীর্তন; কংসকৃত উগ্রসেনের কারাবরোধ ও সিংহাসন-অধিকার; পরনারীর প্রতি কংসের অত্যাচার; দৈবকীর পরিণয়োৎসবে দেবগণের ছদ্মবেশে মথুরায় আগমন; বিবাহে রাজন্যবর্গের নানাবিধ যৌতুক-দান; ইন্দ্রাণী, বরুণানী প্রভৃতি দেবীগণের দৈবকীর বিবাহে রন্ধনকার্য-সম্পাদন এবং নরদেহে দেবগণের ভোজন; ইন্দ্রাদি দেবতার স্ত্রীরূপধারণ ও মথুরাপুরনারী-সঙ্গে 'বাসহরসুখ'-ভোগ ইত্যাদি গোপালবিজয়-লিপিবদ্ধ বিষয়[৪] পুরাণে নাই, সমস্তই কবির মৌলিক রচনা। বসুদেব-দৈবকীর পরিণয়-প্রসঙ্গে বাঙালী পরিবারের বিবাহোৎসবের একটি পূর্ণ নিখুঁত চিত্রই রূপপরিগ্রহ করিয়াছে।

দৈববাণীশ্রবণে কংস দৈবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলে দৈবকীর কাতরতাপ্রকাশের বর্ণনা পুরাণে[৫] নাই; কিন্তু গোপালবিজয়ে[৬] প্রাণভয়ার্ত কংসভগিনীর ক্রন্দন অতিশয় মর্মস্পর্শী। দৈবকীর উক্তিতে ভারতীয় নারীর চিরন্তন আদর্শই সুপ্রকট।

গোপালবিজয়ে[৭] বর্ণিত দৈবকীর গর্ভলক্ষণাদির কথা পুরাণে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে দেবগণকৃত দৈবকীর গর্ভস্থ শিশুর স্তব গোপালবিজয়ে[৮] গভীর ভক্তির পরিচায়ক; কিন্তু পুরাণে[৯] ইহা দার্শনিক তত্ত্বে পর্যবসিত।

সদ্যোজাত শিশুর সহিত বসুদেবের নন্দালয়ে গমনকালে পুরাণোক্ত[১০] ফণাছত্রধারী অনন্তের পরিবর্তে গোপালবিজয়ে[১১] বাসুকির উল্লেখ আছে; পথপ্রদর্শক-কারিণী শিবারূপে মহামায়ার উল্লেখ এই কাব্যে[১২] থাকিলেও প্রচলিত পুরাণে নাই। ভবিষ্যৎ পুরাণে শৃগালীর প্রসঙ্গ থাকিলেও মহামায়ার কোনো উল্লেখ নাই। পুতনা, বৎস, ধেনুক, অঘাসুরের বধ, উদুখলবন্ধন, কালিয়দমন ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনায় গোপালবিজয়ে[১৩] অভিনবত্ব দৃষ্ট হয়।

১ অনন্তনাগকৃত পৃথ্বীধারণের কাহিনী এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়; কিন্তু গোপালবিজয়ে অনন্তনাগের পরিবর্তে বাসুকির উল্লেখে বৈশিষ্ট্য আছে; প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে চম্পারাজ্যের প্রাপ্ত শিলালেখে নারায়ণের সমুদ্রশয়নে বাসুকিরই উল্লেখ আছে, অনন্তের নাই; দ্র. এ. হি. চ, পৃ ১৯৪-৫।

২ ১০।১।২৩ ৩ পৃ ১৪ ৪ পৃ ৮-১০, ১৪-১৭ ৫ ভা, ১০।১।৩৭-৫৫; ব্র. বৈ, ৪।৭।১৯-৩৫

৬ পৃ ১৯ ৭ পৃ ২৭-৮ ৮ পৃ ৩০-৩১ ৯ ভা, ১০।২।২৬-৪১; বি. পু, ৫।২।৬-২০

১০ ভা, ১০।৩।৪৯, ৫০; বি. পু, ৫।৩।১৭, ১৮ ১১ পৃ ৩৫; এ. হি. চ, পৃ ১৯৪-৫ ১২ পৃ ৩৫

১৩ পৃ ৪১, ৮৭-৮৮, ৯৩, ৯৪-১০২

এই কাব্যে ৫৩ হইতে ৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত কৃষ্ণের নানা শিশুলীলা, গোপবালকগণের সহিত ক্রীড়াকৌতুক ইত্যাদি বিষয়ে রচনা একবারেই মৌলিক। গোকুলত্যাগপূর্বক গোকুলবাসীর বৃন্দাবনযাত্রা ও তথায় গৃহাদিনির্মাণ, গোপবালকগণের গোষ্ঠবিহার, বরুণদেবতা কর্তৃক নন্দাপহরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহের বর্ণনা[১] যথেষ্ট মৌলিকতা-সমৃদ্ধ। বৃন্দাবনে উপনিবেশস্থাপনের বর্ণনা বড়ই কৌতুকপ্রদ ও চিত্তগ্রাহী।

পুরাণোক্ত বস্ত্রহরণ-লীলায় কৃষ্ণ বয়স্যগণের সহিত গোপীগণের বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন এবং গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের কথোপকথন-কালে গোপবালকগণও সেখানে উপস্থিত ছিল[২]; কিন্তু গোপালবিজয়ে[৩] কেবলমাত্র কৃষ্ণেরই উল্লেখ আছে। গিরিযজ্ঞের প্রসঙ্গে পুরাণবর্ণিত[৪] তত্ত্বকথা ও গোব্রাহ্মণ-পূজা এই কাব্যে[৫] গৃহীত হয় নাই।

আলোচ্য গ্রন্থের বংশীখণ্ডে[৬] কৃষ্ণের বেণুরবে বৃক্ষলতার মুকুলোদ্গম, সর্পজাতির ব্যাকুলতা, মৃগ ও ধেনুবৎসগণের বিশেষ চাঞ্চল্য ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখসহ গোপীগণের রাসস্থানে সমাগমের কথা আছে; কিন্তু পুরাণে[৭] বংশীরবে কেবল গোপীগণেরই প্রসঙ্গ রহিয়াছে। এই সমস্ত বর্ণনায় কবিশেখরের ভক্তহৃদয়ের প্রগাঢ় আকুতি সুপ্রকট।

গোপালবিজয়ে রাসলীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত নবসৃষ্ট বৃন্দাবনের পশুপক্ষী, তরুলতা, ষোলশত বাসগৃহ, রাসসভা, রাসমণ্ডপের নির্মাণকৌশল, রাধাকৃষ্ণের চতুর্দিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মানা ষোলশত গোপীগণের অবস্থান, চন্দ্রাবলী-আদি অষ্ট সখীর রাধাকৃষ্ণ-সেবা ইত্যাদি বিষয়[৮] পুরাণে নাই।

রাসলীলাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণের অন্তর্ধানের কারণ ভাগবত[৯] এবং এই কাব্যে[১০] বিভিন্ন। বিষ্ণুপুরাণে[১১] কৃষ্ণের অন্তর্ধানের কারণ উল্লিখিত হয় নাই। ভাগবতের বর্ণনায় জানা যায়, কৃষ্ণানুগৃহীতা কোনো গোপীর চরিত্রে গর্বভাবের উদয় হইলে কৃষ্ণ রাসস্থল হইতে অন্তর্হিত হন।[১২] কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের[১৩] বর্ণনায় দেখা যায় যে রাধা নিরপরাধা, সরলা বালিকামাত্র। পুরাণান্তর্গত গোপীর সহিত গোপালবিজয়ের রাধিকার কোনো মিল নাই এই প্রসঙ্গে। রাসলীলান্তে গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের জলবিহার-বর্ণনা গোপালবিজয়ে[১৪] সুবিস্তৃত; ভাগবতে[১৫] শুধু প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র আছে। বাসন্তনিশির

১ পৃ ৭৩-১১৯ ২ ভা, ১০।২২।৮-১১; ব্র. বৈ, ৪।২৭।৫৬-৬২ ৩ পৃ ১০৬-৮

৪ ভা, ১০।২৪।১৩-৩৩, বি. পু, ৫।১০।২১-৩৫; ব্র. বৈ, ৪।২১।৪৮-১২৭ ৫ পৃ ১১১-৫

৬ পৃ ১৯৪-৮ ৭ ভা, ১০।২৯।৩-৪; বি. পু, ৫।১৩।১৬-২৩; ব্র. বৈ, ৪।২৮।১৬-৪৪

৮ গো. বি, পৃ ২০৩-২১০, ২১৪-২৪৯ ৯ ভা, ১০।৩০।৩৫-৮ ১০ পৃ ২৪৮-৯

১১ ৫।১৩।২৪ ১২ ভা, ১০।৩০।৩৫-৮ ১৩ পৃ ২৪৮-৯ ১৪ পৃ ২৫৯-৬২

১৫ ১০।৩৩।২৩-৫

অবসানে কৃষ্ণের সহিত আসন্নবিচ্ছেদ-ভাবনায় গোপীগণের ব্যাকুলতা বড়ই মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে এই কাব্যের[১] বর্ণনায় ; ভাগবতে[২] ইহার উল্লেখমাত্র আছে, কোনো বর্ণনা নাই।

এই কাব্যে ২৭২ হইতে ২৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত কৃষ্ণের মথুরাযাত্রার আয়োজন, আসন্ন কৃষ্ণবিচ্ছেদে রাধা-আদি গোপীগণের হাহাকার ও বিলাপ, গোপীগণকে কৃষ্ণের সান্ত্বনাদান, যমুনা ও যামিনীর প্রতি রাধিকার প্রার্থনা, রাম ও কৃষ্ণের কল্যাণার্থ যশোদার ভবানীপূজা, পুত্রদ্বয়ের যাত্রা-মুহূর্তে যশোদার বিহ্বলতা, গোপীদের নিকট কৃষ্ণের বিদায়-গ্রহণ, অক্রূরের সকাশে যশোদার করুণ আবেদন ও তাঁহার হস্তে পুত্রদ্বয়কে সমর্পণ, রাম-কৃষ্ণের মাতৃপাদবন্দন ও যথাযোগ্যস্থানে প্রণাম-সম্ভাষণ, অক্রূরের প্রতি গোপীগণের ভৎসনা, কৃষ্ণের রথারোহণে রাধা-আদি গোপীগণের ক্রন্দন ও বিলাপ ইত্যাদি বিবরণের সহিত পুরাণের মিল নাই।

কংসবধের পরে জনকজননী বসুদেব-দৈবকীর সহিত রাম-কৃষ্ণের মিলনে যে আনন্দপ্রবাহ বহিয়াছিল, সেই প্রসঙ্গে কবি বাৎসল্যরসের যে বর্ণনা দিয়াছেন গোপাল-বিজয়ে[৩] তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এ-বিষয়ে পুরাণের[৪] বর্ণনার সহিত এই কাব্যের কোনো সাদৃশ্য নাই।

মথুরা হইতে প্রত্যাগত নন্দ প্রভৃতি গোপগণের সহিত কৃষ্ণকে না দেখায় যশোদাদি গোপীগণ ও বালবৃদ্ধযুবার রোদনধ্বনিতে বৃন্দাবনে যে গভীর শোক উত্থিত হইয়াছিল কাব্যকারের বর্ণনায় তাহা অত্যন্ত করুণ হইয়া উঠিয়াছে[৫] ; পুরাণে ইহার কোনো বিবরণই নাই। এতদ্ব্যতীত গোপীগণকৃত মথুরায় দূতীপ্রেরণ ও উদ্ধবরাধা-সংবাদও[৬] পুরাণে নাই।

কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমনের কথা পুরাণে[৭] একাধিক বার পাওয়া যায় ; এবং কার্যতঃ যে তিনি আসিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ মিলিতেছে পূজারী গোস্বামীর টীকায়। এই প্রসঙ্গে ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটি বিশেষ লক্ষণীয়,—

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।

১ পৃ ২৬৩-৪   ২ ১০।৩৯।৩৯   ৩ পৃ ৩০৯-১১

৪ ভা, ১০।৪৪।৫০-১ ; ১০।৪৫।১-১১ , বি. পু, ৫।২০।৭৯-৯১, ৫।২১।১-৬ ; ব্র. পু, পৃ ৭৬৪-৫ ; ব্র-বৈ, ৪।৭২।১০৭-১৫   ৫ গো. বি, পৃ ৩১৪-২০

৬ ঐ, পৃ ৩২০-৩২ ; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (৪।৯৩।৭) উল্লিখিত উদ্ধবরাধা-সংবাদ অন্য প্রকার

৭ ভা, ১০।৪৫।২৩, ১০।৪৬।৩৪ ; ব্র. বৈ, ৪।৯৬।৩৮-৪০, ৪।৯৩।৮০-২

তত্রাব্দকোটি-প্রতিমঃ ক্ষণো ভবে-
দ্রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত ॥ ভা, ১। ১।৯

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞান্তে কৃষ্ণ দন্তবক্রবধের জন্য ব্রজমণ্ডলে গমন করেন; তখন দ্বারকাবাসী কৃষ্ণের বিরহ স্মরণ করিয়া এই উক্তি করিয়াছিলেন। গোপগোপীদের সহিত কৃষ্ণের পুনর্মিলন হইয়াছিল কুরুক্ষেত্রেও। সূর্যগ্রহণোপলক্ষে কৃষ্ণের সহিত স্বজনগণের সম্মেলনের সময় নন্দযশোদাদি গোপগোপীগণও আসিয়াছিলেন সেখানে।[১] বলরামের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমনের উল্লেখ পুরাণে আছে[২]; কিন্তু গোপালবিজয়ে[৩] জানা যায়, বলরামকে মথুরায় উগ্রসেনের মন্ত্রণাকার্যে নিযুক্ত রাখিয়া কৃষ্ণ পিতামাতার দর্শনচ্ছলে বৃন্দাবনে পুনরাগমন করিয়াছিলেন।[৪]

॥ সমাজচিত্র ॥

বিশিষ্ট কাব্যে তদানীন্তন কালের দেশের তথা সমাজের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কবি যে-সমাজে বাস করেন সেই সমাজের প্রভাব স্বতই আসিয়া পড়ে কবির রচনায়। বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ চর্যাগীতি-পদাবলী ইহার অন্যতম নিদর্শন। ইতিহাসের উপাদানও সংগ্রহ করিতে হইলে প্রাচীন গ্রন্থগুলির অধ্যয়ন ও অনুশীলন অপরিহার্য। আলোচ্য কাব্যে তদানীন্তন সামাজিক আচারের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার একটি বিশেষ স্থান আছে। এক্ষণে এ-বিষয়ে আলোকপাত করা যাইতেছে,—

সেকালেও গর্ভিণী নানা ভক্ষ্য বস্তু পাইয়া মৃত্তিকাভক্ষণে উৎসাহিত হইতেন এবং কোমল-শয্যাপরিত্যাগপূর্বক মাটিতে শয়ন করিতেন। ভূমিষ্ঠ সন্তানের জন্মক্ষণে তিথি নক্ষত্রাদির গণনায় জাতকের শুভাশুভ পরিণাম নির্ণীত হইত। নানা ক্রিয়াকাণ্ডে পুত্রের জন্মোৎসব ও জন্মতিথির অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। জন্মোৎসবে ব্রাহ্মণকে ধেনুবৎসদান এবং রাজাকে দধিদুগ্ধাদি-প্রদানে তাঁহাদের সন্তোষবিধান অবশ্য করণীয় ছিল। জাত সন্তানকে অপরিচিতের নিকট আনা হইত না অমঙ্গল-আশঙ্কায়। তখনকার দিনে পুত্রের জন্মতিথিও সাড়ম্বরে পালন করা হইত। পুত্রের জন্মতিথিদিবসে জননী তৈল হরিদ্রায় শিশুর গাত্রমার্জনান্তে 'পিঠালি'

১ ভা, ১০।৮২।১৩-৪৬

২ ভা, ১০।৬৫।১; বি. পু, ৫।২৪।৮, হ. ব, ২।৪৬।১; ব্র. পু, পৃ ৭৭৩ ৩ পৃ ৩৩৩-৫

৪ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (৪।১২৬।১-৭) রাধার সহিত কৃষ্ণের পুনর্মিলন বর্ণিত আছে, কিন্তু বৃন্দাবনে কৃষ্ণ প্রত্যাবর্তন করেন নাই। 'সিদ্ধাশ্রমে' অবস্থানকালে কৃষ্ণ নন্দ ও যশোদাকে ব্রজে পাঠাইয়া স্বয়ং 'রাধিকাস্থানে' গমন করেন। (স্বপ্নে গোকুলে কৃষ্ণের আগমনের কথা আছে; দ্র. ব্র. বৈ, ৪।৯৮।৪১-৪)

দিয়া তাহাকে নির্মল করিতেন ; অনন্তর পিতা যথাবিধি দেবার্চনাপূর্বক নানা 'দান-ধ্যান' করিতেন। নিমন্ত্রিত জনগণ উৎসবগৃহে আগমনপূর্বক এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান নৃত্যগীতাদির সহিত সম্পাদিত হইত। নামকরণও ছিল অনুরূপ একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। নৃত্যগীতবাদ্যে গৃহ অনুক্ষণ মুখরিত হইয়া উঠিত এবং সকলে শিশুর দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া আশীর্বাদ করিতেন।

সাধারণত অল্প বয়সে কুমারীর বিবাহসংস্কার সম্পাদিত হইত ; অবিবাহিতা বয়স্কা কন্যা গৃহে থাকিলে কুটিল লোকে 'আনবুদ্ধি' করিত। বরনির্বাচনে কন্যাপক্ষ পাত্রের কৌলিন্য, রূপ, গুণ, শাস্ত্রজ্ঞান, ধন, দাক্ষিণ্য, আচার, শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষভাবে বিচার করিতেন। বিবাহে 'পানিসাহ'-অনুষ্ঠান (জলসাধা) ছিল মেয়েদের মধ্যে বিশেষ আনন্দের বিষয়। ইহার পরে 'ত্রিষামা বিধি' অতিসত্বর সম্পাদিত হইত। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেই বিবাহে যোগদান করিত। রন্ধন, ভোজন, দেবার্চনা, নৃত্যগীতবাদ্যে বিবাহোৎসব মুখরিত হইয়া উঠিত। পুরোহিত বরকন্যার হাত কুশে বাঁধিয়া দিতেন অগ্নি সাক্ষী করিয়া। তাঁহার দক্ষিণাও ছিল প্রচুর। বিবাহে নানা যৌতুকদানের রীতি ছিল। নারীগণ বরকন্যার সহিত হাস্যপরিহাসাদিতে বাসররাত্রি অতিবাহিত করিত ; সেখানে কোনো পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। কন্যাসম্প্রদানের পর জননী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া বরকন্যার ভোজনের ব্যবস্থা করিতেন। এ-বিষয়ে কৃত্তিবাসও তাঁহার রামায়ণে লিখিয়াছেন,—

> বহু দাস দাসী রাজা দিল কন্যাবরে।
> জলধারা দিয়া নৈল কন্যাবর ঘরে ॥
> রাজরাণী গিয়া ঘরে করিল রন্ধন।
> কন্যাবর দুইজনে করিল ভোজন ॥[১]

পরদিনেই কন্যা বরের সহিত শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিত। শ্বশুরালয়ে নানা আচরণীয় বিষয়ে কন্যাকে অবহিত করাইবার পর এ-বিষয়ে তাহাকে বিশেষ উপদেশ দেওয়া হইত। শ্বশুর-শাশুড়ী যথাবিধি আচার-অনুষ্ঠানে পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্বাদপূর্বক গৃহে বরণ করিয়া লইতেন। গন্ধর্ববিধানেও[২] বিবাহ প্রচলিত ছিল[৩]। বহু বিবাহের প্রথা[৪] তখন অজ্ঞাত ছিল না। যে বিবাহ করিতে পারিত না বা যাহাকে বিবাহ দেওয়া হইত না, সে দেশ-বিদেশে বৈরাগী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত[৫]।

১ কৃ. রা, পৃ ৮৮ ২ পু, ৩য় খণ্ড, পৃ ৮৪৭-৮ ৩ গো. বি, পৃ ১৬
৪ গো. বি, পৃ ২০ ৫ গো. বি, পৃ ১৭১

কুমারী কন্যারা কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া দেবীর নিকট অভিমত বর প্রার্থনা করিত। এই ব্রতোপলক্ষ্যে তাহারা সরোবরে বা নদীতে স্নানান্তে মৃন্ময়ী চণ্ডিকার পূজা করিত। স্নানের সময় তাহারা পরিধেয় বস্ত্র নদীর তীরে রাখিয়া বিবসনা হইয়া জলে নামিত। মেয়েদের এই কাত্যায়নী পূজায় ব্রাহ্মণ বালিকা পৌরোহিত্য করিতেন। অনন্তব্রতের অনুষ্ঠানও প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণেতর স্ত্রীলোকের অনুষ্ঠেয় পূজা কখনও কখনও দ্বিজনারী দ্বারা সম্পাদিত হইত।[১] বিদেশগামী পুত্রের কল্যাণার্থ মাতা নানা উপচারে ভবানীপূজা করিতেন এবং পূজান্তে পুত্রের মাথায় অষ্টদূর্বাতণ্ডুল দিয়া আশীর্বাদ করিতেন।

বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বেণু, বীণা, স্বরমণ্ডল, সপ্তস্বরা, তুম্বা, দামা, দড়মসা, দগড়, কাহাল, পিনাক, সারঙ্গী, তম্বুরা, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঘণ্টা, পটহ, কাঁসি, তাল, করতাল, বিপঞ্চি, ভেরী, ঝরঝরী, খমক, মহুরী, সিন্ধুআন, রুদ্র, কবিলাস[২]। বিবাহাদি উৎসবে এই বাদ্যযন্ত্রগুলি প্রায়ই বাজানো হইত।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বেদ ভাগবতাদির পাঠে ও শ্রবণে সানন্দে কালাতিপাত করিতেন; কিন্তু কোনো কোনো ব্যক্তি কৌশলে ধন-উপার্জনার্থ কিছু কিছু পুঁথি অভ্যাস করিয়া নিজেদের পণ্ডিত বলিয়া প্রচার করিতেন এবং নানা প্রকার 'প্রবন্ধে' লোকের মনোরঞ্জন-পূর্বক ধনার্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেন। অহংকারী পণ্ডিতের সংখ্যাও তখন কম ছিল না; লোকের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহারা কপটতাও অবলম্বন করিতেন। এখনকার দিনের মতো তখনও অর্থকরীবিদ্যা-সম্বন্ধে সকলে বিশেষ অবহিত ছিলেন।[৩]

নগরবাসীর অবস্থা সাধারণতঃ উন্নত থাকায় গৃহাদি সুনির্মিত, সুসজ্জিত ও অত্যুচ্চ-প্রাচীরবেষ্টনে সুরক্ষিত ছিল। রাজারা ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী এবং সুরাপানে মত্ত হইয়া সর্বদা অন্তঃপুরে অবস্থান করিতেন। রাজকার্যে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র মন ছিল না; পরনারী-সংগ্রহ ছিল তাঁহাদের প্রধানতম কর্তব্য; প্রাসাদে স্ত্রীলোকদিগকে আনিয়া পরে দূতের সহায়তায় তাহাদিগকে গৃহে পাঠানো হইত। কৌলিন্যপ্রথা তখন অজ্ঞাত ছিল না।[৪]

গৃহাদিনির্মাণে চারুশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘরের চুনকামে 'মুকুতার চুন' ব্যবহৃত হইত[৫]। সাধারণতঃ 'চৌআরি' ঘর ছিল গৃহস্থের বাসগৃহ; ইহার সঙ্গে থাকিত পড়াশুনার ঘর ও ভিতরে 'জলহরি'; সরোবরের সোপানশ্রেণী পাথরে বাঁধা। প্রত্যেক বাড়ীতেই গোশালা থাকিত। বাড়ীর চত্বর প্রস্তরনির্মিত ও তাহার চতুর্দিকে থাকিত সুগন্ধি পুষ্পের উদ্যান। সরোবরের চতুষ্পার্শ্ব স্ফটিকে নির্মিত এবং বাড়ীর বাহিরে থাকিত অতিশয় গভীর 'খাই'। সামগ্রীসম্ভারে গৃহ পূর্ণ থাকিত; নৃত্যগীতবাদ্যে ও নগর-

---

১ গো. বি, পৃ ১০৫, ১৩৮-৯, ১৬১, ২৭৯ ২ ঐ পৃ ১৬ ৩ ঐ পৃ ৬ ৪ ঐ পৃ ১৪-৫
৫ ঐ পৃ ৭৮

আধিদৈবিক বিপত্তি হইতে রক্ষার নিমিত্ত মন্ত্রপাঠপূর্বক রক্ষাবন্ধনের নিয়ম ছিল; ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামস্মরণে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রক্ষাবন্ধন হইত। হাঁছি, জিঠির বাধা সকলেই মানিয়া চলিত [১]।

মুদ্রাকে সাধারণতঃ কড়ি বলা হইত; দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ঘোল ইত্যাদি দ্রব্যে রাজকর-প্রদানেরও উল্লেখ আছে[২]; ইহাতে অনুমান হয়, তখন বিনিময়-প্রথারও প্রচলন ছিল। দ্রব্যাদি-ওজনের সূক্ষ্মতম মান ছিল 'ধান'[৩]। (৪ ধান = এক রতি)

সাধারণতঃ কাঁসার বাসনপত্র ব্যবহৃত হইত। অন্য ধাতুজ পাত্র হইলেও 'কাঁসা' নামেই উহা অভিহিত হইত, মনে হয়[৪]। এখনও বীরভূম জেলার পল্লী-অঞ্চলের মেয়েরা যে-কোনো বাসনপত্রকে কাঁসা বলিয়া থাকে।

কাঠ, খড় ইত্যাদি দ্রব্যের সাহায্যে রন্ধনকার্য সম্পন্ন হইত; মাটির উপর কাপড় পাতিয়া এবং তাহার উপর অন্নব্যঞ্জন রাখিয়া বনপ্রদেশে ভোজনকার্য সমাধা হইত।[৫]

কোনো কর্মে কাহাকেও নিযুক্ত করিতে হইলে তাহার হস্তে তাম্বূল দিয়া কার্যে নিয়োগের কথা পাওয়া যায়। লজ্জাজনক কার্যে অপরাধীর হস্তে শাস্তিস্বরূপ 'গুআ পান' দেওয়ার কথাও আছে[৬]।

কোনো নারী একাকী পথে চলিতেন না, দলবদ্ধ হইয়া যাইতেন; আর তাঁহাদের সঙ্গে থাকিত দাসী এবং ইহারা বহন করিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার[৭]; রাত্রিতে স্ত্রীলোক পথে বাহির হইত না; কারণ জাতিনাশের ভয় ছিল।[৮]

কোনো নারী গৃহস্থের বাড়ীতে আসিলে গৃহিণী তাঁহাকে 'মিষ্ট আম্র পান' দিয়া পরিতুষ্ট করিতেন; সীমন্তে সিন্দূর ও চক্ষে কজ্জল পরাইয়া দিতেন এবং গন্ধমাল্য ও কর্পূরতাম্বূলে তাঁহাকে সম্মানিত করিতেন।[৯]

মেয়েদের কেশপ্রসাধনে বিশেষ নৈপুণ্য দেখা যাইত; 'কানড়ছান্দে' কবরীবন্ধনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহারা ললাটে তিলকরেখা ধারণ করিতেন এবং নয়নে কাজল পরিতেন। আভরণস্বরূপ তাঁহারা কানে পরিতেন মণিখচিত কুণ্ডল বা 'হীড়াধর কড়ি', বক্ষে মুক্তার 'ঝারা', বাহুযুগলে নবগ্রহমণিময় 'চাবুকি তাড়' এবং হীরকাঙ্কিত স্বর্ণ-'বাহুটী', বাহুর দুই পাশে থাকিত সুরঙ্গ পাটের 'থোপা', বাম করে কঙ্কণ ও 'মুদড়ী', নীবিবন্ধে সুরঙ্গ কিঙ্কিণী এবং চরণযুগলে রত্নখচিত 'সুনাদ' নূপুর ও পাসলী[১০]।

১ গো. বি পৃ ৪৩-৪, ৭৯, ২৩১ ২ ঐ পৃ ৪০ ৩ ঐ পৃ ৬৭, ২৭৫, ২৭৮, ৩১০, ৩২৯, ৩৩২
৪ ঐ পৃ ১২২ ৫ ঐ পৃ ৯৫, ১৯৭
৬ ঐ পৃ ৮৭, ১০৬; তাম্বূলদানে কর্মে নিয়োগের কথা পাওয়া যায় হিতোপদেশে; দ্র. হি, পৃ ২৯৫
৭ গো. বি পৃ ১২৬ ৮ ঐ পৃ ১৯০ ৯ ঐ পৃ ১৯৪ ১০ ঐ পৃ ১২৫-৬

মেয়েরা ঠোটে লাক্ষারস ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে পাতলা কাচুলি ব্যবহারের রীতি ছিল। চন্দনের অনুলেপন ও কর্পূরমিশ্রিত পানের ব্যবহার ছিল[১]।

সেকালে পাটজাত বস্ত্রের বিশেষ মর্যাদা ছিল; মণিমালাখচিত পাটের চাঁদোয়া বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইত।[২]

সন্ধ্যা-আহ্নিক কৃত্যের পূর্বে স্নান অবশ্য করণীয় ছিল এবং আকাশে সূর্যের অবস্থান লক্ষ্য করিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় নির্ধারণ করা হইত[৩]।

ভাষার বৈশিষ্ট্য

গ্রন্থখানির ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; ভাষার প্রাচীনত্ব গ্রন্থে প্রায়ই রক্ষিত হইয়াছে; গ্রন্থের বহুল প্রচলনেও ভাষার তেমন বিকৃতি ঘটে নাই। লিপি-করের অনবধানতায় মূলভাষার পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে; আবার গানের সুবিধার জন্য গায়েনও কখনও কখনও নিজের ইচ্ছামতো ভাষার পরিবর্তন করে। গোপালবিজয়ে এই সমস্ত বিষয়ে আশঙ্কা থাকিলেও ভাষার তেমন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। সুতরাং ভাষার সুপ্রাচীন নিদর্শন গ্রন্থে আশা করা যায়। এই পরিচ্ছেদে ভাষাগত বৈশিষ্ট্য দেখানো হইয়াছে। তৎসম শব্দের শুদ্ধি করিয়া দিলেও স্থানে স্থানে তাহার বৈশিষ্ট্যরক্ষায় প্রযত্ন লক্ষ্য করা যাইবে; বলা বাহুল্য, তদ্‌ভব শব্দ প্রায় সর্বত্র অবিকৃতই আছে।

॥ ধ্বনি বিচার ॥

১. গোপালবিজয়ের ভাষায় অ-কারান্ত পদের উচ্চারণ সাধারণতঃ অ-কারই ছিল, হসন্ত উচ্চারণ হইত না; ইহা বুঝা যায় পয়ারের ছন্দ হইতে। কোথাও কোথাও ইহার ব্যতিক্রমও হইত। এই কাব্যে পয়ার, ত্রিপদী ও একাবলী এই তিন প্রকার ছন্দ দেখা যায়, তবে পয়ারই বেশী। পয়ার ছন্দে চরণের শেষ পদটি প্রায়ই এ-কারান্ত; ইহা প্রাচীনত্বজ্ঞাপক,—

এক সুবর্ন্নে জেন নানা অলঙ্কারে।
তেন নারাঅণ সব-দেব-অবতারে ॥ ৫
সেই নারাঅণ চিদানন্দ নন্দসুতে।
শুনিতে শুনিতে মনে বাসি অদভুতে ॥ ৬

১ গো. বি পৃ ১৮৬, ১৮৭, ১৯৪, ১৯৮, ৩৩৩ ২ ঐ পৃ ১২৬, ১৯৪, ২১০ ৩ ঐ পৃ ২৮৭

এতেকে অধিক নাহি ভাষার বিচারে।
বুঝিঞা মরম অর্থ করিহ বেভারে ॥ ৬

পয়ারে চতুর্দ্দশ অক্ষরের আধিক্য ও ন্যূনতা মধ্যে মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে কয়েক স্থলে চতুর্দশ অক্ষরের আধিক্য দেখাইয়া বিচার করা যাইতেছে,—

কোটি চান্দের জ্যোতি দেখি চরণনখ-মূলে। ৩৯

এখানে 'চান্দের জ্যোতি' স্থলে 'চান্দ-জ্যোতি' এবং 'চরণনখ' স্থলে 'পদনখ' হইলে ছন্দঃপতন হয় না।

বৃদ্ধকালে বিধি তোহ্মারে চাহিল মুখ তুলি। ৪১

এই স্থানে 'তোহ্মারে' স্থলে 'তোহ্মা' এবং 'চাহিল' স্থানে 'চাহে' পড়িলে ছন্দ ঠিক থাকে।

আজি মো করিমু দোহার শাপবিমোচনে। ৭১

এখানে 'দোহার স্থানে 'দোহা' পড়িলে ছন্দ ঠিক থাকে।

তবে গ্রাম-নিকটে সভে হঞা এক ঠাঞি। ৮২

এখানে 'ঠাঞি' 'ঠাই'-রূপে উচ্চারিত হইলে ছন্দঃপতন হয় না।

এক্ষণে কতিপয় চতুর্দশ অক্ষরের ন্যূনতার নমুনাও দেখানো যাইতেছে,—

পেলিল সরিষা তল নাঞী জাএ। ১৫

এ-স্থলে 'সরিষা'-র পরে 'জবে' পড়িলে ছন্দ ঠিক থাকে।

মুরূখের ঠাঞি সব শ্লোক বিকল

এখানে 'সব শ্লোক' স্থলে 'শ্লোক সকল' পড়িলে ছন্দঃপতন হয় না।

উপরি-উক্ত ছত্রগুলিতে চতুর্দশ অক্ষরের আধিক্য বা ন্যূনতা থাকিলেও সুর করিয়া পড়িলে বা গান করিলে ছন্দঃপতন হয় না। কবিতাগুলি গান করা হইত; সুতরাং গীতকালে ছন্দ রক্ষা করা সম্ভব।

এই গ্রন্থে দীর্ঘ ত্রিপদী ও লঘু ত্রিপদী ছন্দেও অক্ষরের আধিক্য ও ন্যূনতা মাঝে মাঝে দেখা যায়। দীর্ঘ ত্রিপদীতে প্রথম দুই পাদের প্রত্যেকটিতে আট এবং তৃতীয় পাদে দশ, আর লঘু ত্রিপদীতে যথাক্রমে ছয় ও আট অক্ষর আছে। এক্ষণে ত্রিপদীর অক্ষর বিচার করা যাইতেছে,—

কাহার কাতর বোলে ব্রহ্মা মাথা নাহি তোলে
দেবলোকের হৃদএ বিদরে। ১১

এখানে তৃতীয় পাদে 'দেবলোকের' স্থলে 'দেবতার' হইলে ছন্দঃপতন হয় না।

আবুধ দেবগণে কিবা ভাব মনে মনে
এ বোল আহ্মাতে নাহি জাএ। ১২

এ-স্থলে প্রথম পাদে সাত অক্ষর হইয়াছে। "দেবগণে'-র স্থানে 'দেবতাগণে' হইলে ছন্দ ঠিক থাকে।

তথাত্রি শ্রীহরি গলা চাপি ধ'রি
করিল বিশ্বম্ভরলীলা। ৪৭

এখানে তৃতীয় পাদে 'করিল' স্থলে 'কৈল' পড়িলে ছন্দ ঠিক থাকে।

গর্ভকর্ষণে নাম সঙ্কর্ষণে
বলে রাম থুইল বলরামে। ৫১

এখানে প্রথম পাদে অক্ষরের ন্যূনতা ও তৃতীয় পাদে আধিক্য আছে। প্রথম পাদে 'কর্ষণে' স্থলে 'করষণে' পড়িলে এবং তৃতীয় পাদে 'থুইল' উঠাইয়া দিলে ছন্দ ঠিক থাকে।

ত্রিপদীতে অক্ষরের ন্যূনাধিক্য থাকিলেও গ্রন্থ গীত হইত বলিয়া পয়ারের মতো প্রয়োজনানুসারে স্বরের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা হেতু যতিভঙ্গ হইত না।

২. শব্দের আদিস্থিত অ-কার প্রায়ই আ-কার,—
আর্জিবার, আপার ৬ আবুধ ১২ আতি ২৩ আনেক ৩৪ আগেআন ৩৭ আনীতের ৭০

৩. অনুনাসিক যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে অ-কার স্থানে আ-কার,[১]—
খাণ্ডাইবে ৯ চাণ্ডাল ৩৬ চান্দ ৭৮ সান্তাইলা ৯৩

৪. তদ্ভব শব্দের শেষের অ-কার কখনও কখনও আ-কারে পরিণত,—
মাতা (<মত্ত) ১২১-২ রাতা (<রক্ত) ২৫৮, ২৬১, ৩২৪ উমাতা (<উন্মত্ত) ২১৭

৫. ই-কার ও ঈ-কার এবং উ-কার ও ঊ-কারের মধ্যে উচ্চারণগত পার্থক্য ছিল না,—
গোপিনাথ (গোপীনাথ) ২৮০ পুরে (পূরে) ৭ তোমেঞী (তোমেঞি) ১১ চুড়ার (চূড়ার) ৮ অক্রুর (অক্রূর) ২৮১ কপুর্র, তাম্বুল (কর্পূর, তাম্বূল) ১৯৪

৬. বিশেষণরূপে এ-কারের পরিবর্তে ই-কারের প্রয়োগ,—(কণ্ঠতালব্য 'এ' স্থানে হ্রস্ব উচ্চারণে তালব্য 'ই')
ই সব ১১৮ ই বোল ১০৭, ১১২ ই লোক সি লোক ২৩৭ ই কথা ১৪৭ ই বেদ ১৮২ ই পার ১৮৫ ই ছাদে ১৮৬ ই ঘোর ২০১

৬ক. 'ও' স্থানে 'ঔ'-কার,—
পৌসে (=পোষে) ৬

১ তু. শ্রী. কী, আনেক ১৫ আমুকুল ১৪ আতিশয় ১৩

২ ঐ, ঐ, জাম্বু ৬৫ নান্দসুত ৩৪ ; দ্র. সা. প. প. তৃয় সংখ্যা, ১৩৪২, পৃ ১২৫

৭. আ, ই, উ, এ এবং ও-কারের নিম্নলিখিতরূপে সংহিতা (Juxtaposition) পাওয়া যায়,[১]—

আই ১৬৫ আউদর ২৮ আওবাএ ৭৭ আওঁাসি ২৬২ আইআন ১৫০ আউসি ৩২০ উএ ৩১ উইল ৩৩ আওআসের ৮ আওআরি ১২২

৮. শ্রুতিসাম্যে 'য়' স্থানে অ-কার, আ-কার,—

জাঅ (যায়), ঘাঅ (ঘায়) ৬৩ নআন (নয়ন) ১৯ পআন (প্রয়াণ) ১২৫ দিআ (দিয়া) ৬৪

৯. অঘোষবর্ণ-স্থানে ঘোষ, ঘোষবৎবর্ণ-স্থানে অঘোষ এবং মহাপ্রাণবর্ণ-স্থানে অল্পপ্রাণ,[১]—

উপগার (<উপকার) ১০৭ ডাকর (<ডাগর) ২০৬ পেলিল (<ফেলিল) ১৫ পুচে (<পুছে) ২৭৫। তু. শ্রী. কী, মূড় (<মূঢ়) ২৩৬ সাদ (<সাধ) ২৪১

১০. অল্পপ্রাণ বর্ণের স্থানে মহাপ্রাণ,—

পাঢ়এ (পাড়এ) ৫৭ বিভাহের (বিবাহের) ১৬ নাহিখ (নাহিক) ১০৬ ছাথার (ছাতার) ১১৪ অফরাধে (অপরাধে) ২৩৬

১১. হ্ন (=নহ)—এই অনুনাসিক মহাপ্রাণ বর্ণটিরও কোথাও কোথাও যে মহাপ্রাণহীন উচ্চারণ ছিল, চরণের মিল ও অন্ত্যানুপ্রাস হইতে তাহা অনুমিত হয়,[২]—

শুনিঞা নন্দের বোল কহে শিশুভাই।
সভেঞি দেখিল গাছ ভাঙ্গিল কাহ্নাঞি॥ ৭২
হের তোর প্রাণের অধিক সঙ্গ-ভাই।
ইহারে উত্তর কেহ্নে না দেহ কাহ্নাঞি॥ ১০০

তু. শ্রী. কী,—

কপটেঁ কহিল বড়ায়ি রাধিকার থানে।
তোহ্মার বচনে আহ্মে নিবারিল কাহ্নে॥ ২৯

১২. হ্ম (=ম্‌হ)—এই মহাপ্রাণ ধ্বনিরও উচ্চারণ প্রায়ই মহাপ্রাণ-হীন ছিল, ইহা চরণের মিল হইতে অনুমান করা যায়,[২]—

লঞা জাহ ঘর তুহ্মি আপন কুমার।
ইহা হইতে ভঅ কিছু নাহিক আহ্মার॥ ২১
ইথি মোর দূষণ ভূষণ কৈলে তুহ্মি।
কালিশিরে নৃর্ত্য করে ত্রিভুবনস্বামী॥ ১০১

তু. শ্রী. কী,—কিবা পুরুব জরমে। খণ্ডব্রত কইল আহ্মে॥ ৩৩

১ দ্র. সা. প. প. তৃয় সংখ্যা, ১৩৪২, পৃ ১২৫ ২ ঐ ঐ পৃ ১২৬

১৩. উচ্চারণমূলে অল্পপ্রাণ-স্থানে মহাপ্রাণ[১] (পরবর্তী হ-কারের সহিত সন্ধিতে)—

ইথে (=ইত্তেহে) ১১ উথি (=উতিহি) ২১৪ এভু (=এবহু) ৮৩ কভোঁ (=কবহোঁ) ১৪ ভভোঁ (=ভবহোঁ) ১৫ পঢ়ে (=পড়েহে) ৭ বাঢ়া (=বাড়াহা) ২৯। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, শেষোক্ত দুইটি দৃষ্টান্তে মূল সংস্কৃত হইতে জাত প্রাকৃতের প্রভাব আছে ; যেমন, সং√ পঠ> প্রা√ পঢ> বা√ পড়, পঢ় ; সং√ বৃধ> প্রা√ বড্‌ঢ> বা√ বাড়, বাঢ়

১৪. ন-কার ও ণ-কারের উচ্চারণসাম্যে ন-কার,—

পারনা (পারণা) ১৭০ ঘুনে (ঘুণে) ২৩২ রোহিনী (রোহিণী) ২৫

১৫. উচ্চারণমূলে চন্দ্রবিন্দুর আগম,—

দোঁহো ২৫ মনকেহোঁ ২৭ সভেঁ ৩০ চাঁন্দের ৩২ আঁখি ১৮৯ বাপেহোঁ ২০৫

১৬ অনুনাসিকের অভাব,—

ই ছাদে ১৮৬ সিথাএ সিন্দুর ১৯৪ সিচে ১৮৬ কাপে ১৮০ কাতি ২৭

১৭. এক বর্ণে উচ্চারণমূলক অনুনাসিকদ্বয়,—

বলিঞাঁ, সাজঞাঁ, দেখিঞাঁ, এড়িঞাঁ ৩১৪-৫ মানিঞাঁ ১৯৮। তু. শ্রী. কী, কাহ্নাঞিঁ ১০০ মোঞঁ ১৩০ তেঞিঁ ১২৮ এথাঞিঁ ১২৭

১৮. য-কার ও জ-কারের উচ্চারণসাম্যে মাগধী প্রাকৃতের প্রভাব,[২]—

জার (যার), জোর (যোড়), জে (যে) ৩৩-৪ জাএণ (যায়েন) ৩৫ জেন (যেন) ৩৬

১৯. ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ায় '-ইবে'-র 'ব' স্থানে 'হ'-এর আগম,[৩]—

জনমিহে (=জনমিবে) ১৩ করিহে (=করিবে) ২৬৮ বলিহে (=বলিবে) ২৩১ আসিহে (=আসিবে) ২২০ অবতরিহে (=অবতীর্ণ হইবেন) ৭০

২০. তালব্য 'ই' ও কণ্ঠতালব্য 'এ' উভয়ের তালব্যসাম্যে 'ই' স্থানে কণ্ঠতালব্য 'এ',*—(বিশেষ করিয়া পদটিতে যদি একাধিক ই-কার থাকে)

নেবারে (=নিবারে) ৬৩ বেবর্তিঞা (=বিবর্তিয়া বা বণ্টন করিয়া) ৭৩ ভেড়িঞা (=ভিড়িয়া) ২১৭ লেখি (=লিখি) ১০। ইহার ব্যতিক্রম, বিচিবারে ১৪৭। তু. শ্রী. কী, নেবারী ১৮৮ লেখোঁ ৫৫

২১. ই-কার উ-কারে পরিণত এবং 'ঐ' স্থানে 'অই'—

দু-অজে (=দ্বিতীয়) ২০০ দু-আখরি (=দ্বি-অক্ষর) ৫৪ দুগুণ (=দ্বিগুণ) ১৮৯ দুতিঅ= (দ্বিতীয়) ৩৫ বইরাগী (=বৈরাগী) ১৭১ দইবে (=দৈবে)

---

১ দ্র. সা. প. প, তৃয় সংখ্যা, ১৩৪২, পৃ ১২৬ ২ ঐ ঐ ঐ পৃ ১২৬-৭

৩ ঐ ঐ ঐ পৃ ১২৭

২২. নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে অর্ধতৎসম শব্দের পরিণতি লক্ষণীয়;[১]—

বিপ্রকর্ষ—আমরিষ (∠অমর্ষ) ১৪৯ পরণাম (∠প্রণাম) ৫ পুরূবে (∠পূর্বে) ৬ বিউপতি (∠ব্যুৎপত্তি) ৭ অনুরথ (∠অনর্থ) ২৩ পরতেখ (∠প্রত্যক্ষ) ৫ পরমাণে (∠প্রমাণে) ৭ সরবস (∠সর্বস্ব) ৭

সমীকরণ—মম্ম (∠মর্ম) ২৮৯ দুল্লাল (∠দুর্লাল) ৩১০ সুবন্নে (∠সুবর্ণে) ৫ বন্নিতে (∠বর্ণিতে) ৬ বন্নিআছে (∠বর্ণিয়াছে) ৬

২৩. বর্ণবিপর্যয়,—

দহে (∠হ্রদে) ৯৮ কাহোর (∠কাহারও) ১৫

২৪ রেফের অভাব,—

সব্বনাশ ১৩১ সুবন্নে ৫ দুবল ১৪৩

২৫. উচ্চারণমূলক আগম রেফ,—

মৃত্যুর্ ২০৫ আর্চ্ছাদিঞা ৭ উর্ত্তম ১৫৫ পির্ত্তল ১৬৭ সর্জ্জ ২৭২ শর্য্যা ১৮৪

২৬. সন্ধিতে পরবর্তী 'এক' শব্দের এ-কারের দীর্ঘত্ব হেতু পূর্ববর্তী লঘুস্বর অ-কারের লোপ,—

বারেক (=বার+এক) ২০ বচনেক (=বচন+এক) ১৫৫ লক্ষেক (=লক্ষ+এক) ৯১ তু. শ্রী. কী,—বচনেক দেহ রাধা কাহ্নাইক আশ ২৪

২৭. এক অনুনাসিকের পরিবর্তে অপর অনুনাসিক,—

তেঞি (∠তেন হি) ৯। তু. শ্রী. কী, নান্দে (=নাঁদে) ১৩০

২৮. সন্ধিতে বিশেষত্ব,—

নাছিল (না+আছিল) ২৬৪ আড়াখিএ (আড়+আখিএ) ৯০ অগ্নে (অগ্নি+এ) ১৪৬ বরিষাইল (বরিষা+আইল) ৩২০ দিগান্তর (দিগ+অন্তর) ১৩ জানাই-লাসিঞা (জানাইল+আসিঞা ২২ মণিমআজিনে (মণিমঅ+ আজিনে) ৫৫ হইলানন্দ (হইল+আনন্দ) ৬২ নেহাসিঞা (নেহ+আসিঞা) ১০৭ উত্তরিলাসিঞা (উত্তরিলা+আসিঞা) ২৯০ সমআপেখি (সমঅ+আপেখি) ২৯৭ জোগনিদ্রাবলম্বি (জোগনিদ্রা+অবলম্বি) ৯৯ প্রাতিদুরে (প্র+অতিদুরে) ৭৯

২৯. ই-কার এবং 'র'-কারের লোপ,—

পৃথবী (=পৃথিবী) ১০ পূর্ণমিক (=পূর্ণিমা) ২৩০ দ্রুবে (∠দ্রবে)

৩০. 'নির্' উপসর্গের র-কারের লোপ,—

নিউদ্দেশ (∠নিরুদ্দেশে) ২৪৮

১ সা. প. প, তৃয় সংখ্যা, ১৩৪২ পৃ ১২৭-৮

৩১. 'হ্'-কারের আগম,—

কাহাঁঠালে ১৯১

৩২. 'ন'-কার স্থানে 'ল'-কার,—

লাএ (নাএ) ১৮০ লোকা (নৌকা) ১৭৮ লাও (নাও) ১৭৯ লৌকাএ (নৌকাএ) ১৭৮ লাড়ে (নাড়ে) ২৪৬ তু. শ্রী. কী, কাজন, নাঙ্গন (কাজল, লাঙ্গল)

কৃৎ, তদ্ধিত ও স্ত্রী প্রত্যয়

৩৩. তদ্ধিতান্ত বিশেষ্যের বিশেষণে -উআ প্রত্যয়,—(স্বার্থে 'ক' প্রত্যয়লোপে)

গরুআনাগর বেশ ২৯২ গরুআনাগর ছান্দে ২০৪

৩৪. চেতনপদার্থে -ময়ট্ প্রত্যয়,—

নগর গোআলাময় চাষ নাহি জানে ১৫৫

৩৫. নিম্নলিখিত স্থলে বিশেষণপদে '-আ' প্রত্যয়ের অভাব,[১]—

কাচ লোম এক পাড়ি (কাচ = কাঁচা) ১২৬। তু. শ্রী. কী, কাঁচ কনয়া ৬৯

৩৬. নির্দেশক প্রত্যয়রূপে 'গুটা', 'গোটা' শব্দের প্রয়োগ,[১]—

জমের দোসর হএ ডুই গোটা মল্লে ৩০৬ ডুগুটা শিংহের ঘাএ, ডুগোটা কান পসাবি ৮৮। তু. শ্রী. কী, দুগুটি বেণুয়া ১৬৯

৩৭. বিশেষণে -ইল, -ল প্রত্যয়,—

পেলিল সরিষা তল নাঞী জাএ ১৫ কাটিল কদলী জেন ভূমি পরে গিরি ২৪৯ আসহিল বোল কত সহিব সভারে ১৯৩ নানা রঙ্গে পাকিল নারেঙ্গ-বন জাএ ২০৭ ফুটল কমল জেন বৈসে মধুকরে ১২১ বিভাইল নারী বলে জন্ম হইল মিছে ২৯৪ পাল্য নিধি কেনে রাধে পাএ বিঘটাই ১৬৭ শুনিল লক্ষণ দেখি চিনিব তাহারে ২৬৯

৩৮. স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয়ের অভাব,—

চালিল সাপিনী জেন মন্ত্র নাহি শুনে ১৯৯ ভুখিল চকোরী জেন পাইল শশধরে ৬০ বালক হরিণী জেন কেশরী বেঢ়িলী ১৬২

৩৯. স্ত্রীলিঙ্গ কর্তৃপদের -ইল,-ল প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ায় স্ত্রীপ্রত্যয় 'ঈ',—

দেবী উঠিলী আকাশে ৩৬ তার পাশে পদ্মাবতী মাধবী চলিলী ২১৬ গোপী আসিঞা রহিলী ২৬১ মাতী গেলী রাধিকা গোআলী ২৪৯। তু. চ. প, 'পাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী' ৮৪; শ্রী. কী, বড়ায়ি চলিলী ৯ রাধিকা ভৈলী ১৪। গোপালবিজয়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে, যেমন—চলিলা বড়াই ১৭৫ বড়াই আইল

---

১ দ্র. সা. প. প, ত্রয় সংখ্যা, ১৩৪২, পৃ ১২৮

কানু ঠাঞি ১৫২। পুংলিঙ্গ কর্তার ক্রিয়ায় এই নিয়মের ব্যভিচার, যেমন—কেশরী খেঢ়িলী ১৬২ (রসিকগুরু) মুখে চুম্ব দেইলী বিস্তর ৫৪

৪০. পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যভিচার,—

সুন্দর গোআলী ১৮০ বচন না প্রমাণী ৪৬ সর্বতীর্থময় রাধে ১৭২ অষ্টভুজারূপ দেবী ৩৬

৪১. স্ত্রীপ্রত্যয় 'আ' স্থানে 'ঈ',—

নবিনী গোপিনী সব মজিল হৃদএ ২২০ কংস ঘোরতর কন্থাখানি সে উজলী ৩৬

৪২. স্ত্রীলিঙ্গ সম্বোধনপদে স্ত্রীপ্রত্যয়ের অভাব,—

আর কত ভুর প্রিআ আইস আগুসরি ২৮৫

৪৩. শতৃপ্রত্যয়জাত বিশেষণ,—

এখন পড়িল সে জীঅন্তের হাথে ৪৬ মোর ছঅ পুত্র রাজা জীঅন্ত মারিল ৪০ জীঅন্ত আনিঞা দিব নন্দের কুমারে ১০২

৪৪. ভাববাচক '-পনা' প্রত্যয়,—

সতীপনা ১৪৫ নিঠুরপনা ২৫৭ বিদগদপনা ২২২ নাগরপনা ৫৪। তু. শ্রী. কী, 'তেজ কাহ্নাঞি নাগরপনা ২৪৪

৪৫. স্বার্থে '-ক' প্রত্যয়,—

কিবা মনেক ভুখ দেহ অকারন ১৭৭ পানি না সিচিঁলে পুন হবেক অকাজ ১৮৫ চরণ পাখালিঞাঁ। কেবা মুছিবেক কেশে ২৫৭ আহ্মা দরশনে কভো নহিবেক ভুখে ৭১

॥ পদবিচার ॥

(১) শব্দরূপ

৪৬. বিশেষ্যের বিভক্তি :

প্রথমা। -, -এ

নন্দের কুমার ৬ রাম দামোদর ৮৯ ব্রহ্মাএ ১১ বণিকে ২২৬ মধুকরে ২২৭

দ্বিতীয়া। -, -কে, -এ, -র, -রে

বৎস ৮১ বৎসক ৮৯ রাজা ৩৭ সমুদ্রকে ৫ দিঅতিকে ২১ উগ্রসেনে ১৪ কানে ৮৩ গোপীগণে ১২৫ মাএ ৮৪ দেবীর ১১ কৃষ্ণেরে ৮৯ বড়াইরে ১৫৩

চতুর্থী। -এ, -কে,-রে

বলরামে ২৮৯ পরিজনে ২৮৯ রসকে ২২৫ নামকে ৩৬ দিবসকে ২৮৪ শঅনেরে ৬১, ৮২ লাভকে ১৩১

তৃতীয়া। -এ

ভতনে ৭ পঞ্চামৃতে ৭২ গুঁঠে ৭৮ মণিএ ৮ নিকটমরণ-ভএ ৩৭

পঞ্চমী। -কে

প্রাণকে অধিক বাসি মদনক মালা ২২১ অহল্যাকে অধিক নহিবে তুমি সতী ১৪৫ জামুমাএ জলকে তুলিল গোপীজনে ২৬২

ষষ্ঠী। -এর, -ক, -কার, -কে, -কের, -র

নন্দের ৭৯ ধনিনের ২২৬ লাখকের, নিখকের ২৭৬ মদনক ২২১ পুর্ণমিক ২৩০ আজিকার ৮৯ লোভকে ২৭১ ভাগ্যকে ২৬ পিপীড়াকে ২৭৯ মড়াকে ১২৬ আপনাকে ৩২২ কড়াকের ১৫৬ রাজার ৯২

সপ্তমী। -এ, -এরে, -ত, -তে

গোঠে ৭৯ মনকেহোঁ (স্বার্থে 'ক'+এ) ২৭ চরণকে (স্বার্থে 'ক'+এ) ৩৩০ গোঠেরে ৭৯ মনেত ২৩ ঘরতে ২১১

৪৭. সর্বনামের বিভক্তি :

প্রথমা। একবচনে -, -এ, -এঁ ; বহুবচনে -রা, সব্ধা

আন ৮৩ তুহ্মি ১৩০ আহ্মি ১৩০ মুঞি ৪৬ মো, মু ৬৭ তোম্বে ৯০ তোমে ৭৮ সন্ধেঞিঁ ৯ সব্ধে ১১ তোমেঞী ১১ সভেঁ ৭৯ আহ্মারা ১৫০ আহ্মা সব্ধা ৯২ তোহ্মারা ১৮০

দ্বিতীয়া। -, -এ, -ক, -কে, -রে, ; বহুবচনে সভা

তুহ্মি ১৯ আহ্মা ১৮ তোহ্মা ৩৪ তোহ্মাএ ১৩১ সভে ১৭৮ সবক ২১৪ তোহ্মাকে ৪৪ মোকে ১১০ তাহারে ৮৭ তোহ্মা সভা ২৩

চতুর্থী। -রে

তোহ্মারে ১১ আহ্মারে ১৯

পঞ্চমী। -তে, হইতে

কাহাতে ১৯৪ তোহ্মা হইতে ৬০ ইহা হইতে ২০

ষষ্ঠী। -এ, -এর, -কার, -কে, -র

তোহে ১৮ মোরের ২৭১ সভাকার ১০৭ তোহর ৬৬ তোহোর ২৮৪ মোহোর ১৩ আপনাকে ৩২২ তোর ৬৭ মোর ৬৭ আপনার ৮২ আহ্মার ১৯ তোহ্মার ১৯ কাহোর ১৫

সপ্তমী। -এ, -তে

ইথে ১৯ তাহে ৩১ ইহাতে ১৯ তোহ্মাতে ১৩০ আহ্মাতে ১২

৪৮. উপহাসার্থক ক্রিয়ার কর্মে -রে বিভক্তি,[১]—

লক্ষ্মীয়েহোঁ হাসিথাঙ সোহাগ শুনিঞা ২৭৪। তু. শ্রী. কী, উপহাস করিব তোহ্মারে ১৮৮

৪৯. বিশেষ বিশেষ অর্থে -কে বিভক্তি,—

আহ্মি কত দিনকে (দিনের জন্য) জাইএ কংসসভা ২৮৪ জত জত আরতিকে (আর্তি হেতু) ডাকে গোপীনাথে ২২৩ নামকে (নামের জন্য) বংশ মোর না থুলে সংসারে ৩৬ সব সখীগণ বিকে (বিক্রয় করিতে) চলিলা সোআথে ১৫০ আনন্দে নন্দের রানী ঘরকে (গৃহের দিকে) চলিল ৫৬

৫০. তুমর্থ অসমাপিকার বিভক্তি,[২]—

(১)-ইব+আ+কে (চতুর্থী) : এ দান দিবাকে তোমে মনেহো না কর ১৫৯

(২)-ইব+আ+রে (ঐ) : ইথে দান দিবারে কি মন নাহি ফুরে ১৫৯

এইরূপ—ফুটিবাকে ৫৯, উড়াবাক ৮৭, জীআবাকে ১২৬, কহিবাক ১৪১, লুকাবাকে ১৫৮ নিবাক ২২০

৫১. গমনার্থক ধাতুর যোগে -কে বিভক্তি,[৩]—

জেন সব নদনদী সমুদ্রকে জাএ ৫ আনন্দে নন্দের রানী ঘরকে চলিল ৫৬। তু. শ্রী. কী, ঘরক আইলী বড়ায়ি ২৯

৫২. 'অধিক' শব্দযোগে -কে বিভক্তি,—

দিনকে অধিক সে রাতিএ চলি জাএ ১৯৫ ফুলকে অধিক পত্র সুগন্ধি সুন্দরে ২০৯ দেবতাকে অধিক সেবিহ গুরুজনে ১৮

৫৩. অবচ্ছেদে অর্থাৎ দেহের অংশবিশেষের উত্তর সপ্তমী,—

বসুদেব-করে ধরি রাজা কংসাসুরে ১৮ আন বলি ধরিলেক দৈবকীর কেশে ১৮

৫৪. ষষ্ঠীর -কের বিভক্তি,[৪]—

লাখকের হঞা নহি নিথকের মূলে ২৭৬ এখন না জাএ ছাড়া কড়াকের মাটী ১৫৬। তু. শ্রী. কী, যেহ্ন নদীকের বাণে ১০৯

৫৫. একই শব্দে দুই বার ষষ্ঠীর -র বিভক্তি, —

তভো পাপ মোরের লোভকে ঠাঞি নাহি ২৭১

৫৬. বিভিন্ন কারকে বহুবচনের প্রয়োগ,—

জত বীরভাগ আছে ৮৯ তোহ্মা সভা পার করে ১৮০ নারীএ পুরুষে সব আইল ১৮৪

---

১ দ্র. সা. প. প, তৃয় সংখ্যা, ১৩৪২, পৃ ১৩৫ ২ ঐ ঐ ঐ পৃ ১৪৩

৩ দ্র. সা. প. প, তৃয় সংখ্যা, ১৩৪২, পৃ ১৩৪ ৪ ঐ ঐ ঐ পৃ ১৩৬

সখীজন লঞা ১৮৪ শুধাএ যাএ সকল উত্তরে ৭২ কহে শিশুভাই ৭২ শিশুগণ ধাএ ৮৫ তোহ্মা সহ্মা হেন বীর ৯২ তো সভার মন্ত্রণায় ৮৬ তোহে সভ দেব মেলা ২৪ কৃষ্ণগণ জত সব আনন্দে পাথার ৩০৭

৫৭. খেদসূচক বাক্যপ্রয়োগ,—

শিব শিব ই না দুখ কহিব কাহারে ২৫৬ হরি হরি সে হেন কোমল কলেবরে ২৫৭

৫৮. কারক-বিভক্তিযুক্ত অব্যয় পদ,[১]—

কিকে, কীকে ১৮, ৩৬, ১০৭, ১৫৮ কহির ২৯৫ আরখানিকে ১২৮। তু. শ্রী. কী, কিকে ৩৩ কহির ১৯ হের, হোর ১০৮, ১৫১, ১৫৩-৪, ১৬৪ ইত্যাদি।

৫৯. সম্বোধনে প্রযুক্ত বিশিষ্ট পদ,—

অবাহে জাবক বেলে কি পাত চামালি ১৫২ অবাহে নন্দের পোএ কি ছার বেভার ১৮০ হোর তথি বীজ দেখ মানিক-সমানে ২০৭ হোর দেখ শ্রীফলের অভাগ্যের ফলে ২০৭।

উত্তর বঙ্গে রাজবংশীদের মধ্যে 'বাহে' শব্দটি সম্বোধনে বিশেষ প্রচলিত; সুতরাং এই কাব্যে ব্যবহৃত 'অবাহে' পদের সহিত 'বাহে' শব্দটির বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

৬০. বিশিষ্ট তৎসম শব্দ,—

অবগ্রহে (অনাবৃষ্টিতে) ১৩ জাবকরস (আলতা) ৩৩ রঙ্কের (কৃপণের) ১৭০ মনুলোকে ২৯৫ অবতংসে (ভূষণে) ১৫৯ পিশুন (খল) ২৭৫ বিক্রমের (হীরকের) ২১০ সন্তানকুসুম (দেবতরুবিশেষের ফুল) ৩২ সন্নাহ (বর্ম) ২০২ শরভের (মহাসিংহের) ২৭৭

৬১. গ্রন্থে আরবী, ফারসী ইত্যাদি কিছু শব্দ আছে; এইগুলি টীকাটিপ্পনী-অংশে দ্রষ্টব্য।

(২) ধাতুরূপ

৬২. বর্তমান কালের বিভক্তি,—

উত্তম পুরুষ। -ই,-ইএ,-উ,-ও,-ওঁ

দেখি ১৬৯ বলি ১৬৮ করিএ, কাঁপিএ ১৬৮-৯ দিমু ৩৩ পাউ, পেলাউ ৩৬ দেখো, করো, আইলুঁ ১৬৯ জাও ১১ বাসোঁ ১৬৫ দেখিমো ৩৪ পেলাও ৩৮ পেলুঁ ২১৪

মধ্যম পুরুষ। -অ,-সি,-ইসি

হাস ২৫১ কাঢ়সি ১৫৪ ভর্ছসি ১৭০ সোধাসি ২৭৩ দেখাসি ১৬৫ করসি ২৪ চাসি ৯০ শুনিসী ২৫১ জানিসি ১৩৪

[১] দ্র. সা. প. প, তৃয় সংখ্যা, ১৩৪২, পৃ ১৩৭

প্রথম পুরুষ। -ই,-এ,-অস্তি,-এন্ত

দেই ১১৫ আইসে ১৫ কহে ১৫ হুএ ৬ করে ৬ বহন্তি ১৪৯ পুতন্তি ১৫৫ করন্তি ১২৪ বোলন্তি ১৫৭ করেন্ত ৭২ বহেন্ত ৯৩ হাসেন্ত ১০৬

৬৩. গৌরববোধক ক্রিয়াপদ,—

কৌতুকে বসি আছেন গোপালে ১২৭ জোগনিদ্রাবলম্বি ভাসেন (কৃষ্ণ) মাঝ-জলে ৯৯ কৃষ্ণ বোলেন জে বোল বল সে বড়াই ১৩৪ সভেঞি আপন বলি বোলেন বড়াই ১৪৯

৬৪. -অস্তি,-এন্ত বিভক্তিগুলি প্রায়ই গৌরবে ব্যবহৃত হইয়াছে,—

কৃষ্ণ চাহেন্ত আড়াক্ষে ১৮৮ বড়াই কহন্তি কথা ১৪৯ (গোপী) বোলন্তি বিষাদে ১৫৭ বলাই বোলেন্ত ৯৩ হাসেন্ত শ্রীহরি ১০৬ পিঅন্ত শ্রবণে ১৭৭

৬৫. সাধারণ কর্তৃকারকে গৌরবার্থক ক্রিয়ার প্রয়োগ,—

হাফিনা বহেন ধোঞে ১৩৮

৬৬. কর্তা বহুবচন হইলে তাহার ক্রিয়ায় -অস্তি, -এন্ত বিভক্তি,—

সব লোক নিদ্রা যান্তি ২৯৬ বৃক্ষমুল দেখি সবে করেন্ত উসারি ৭২

৬৭. -ই,-ইএ,-এ বিভক্তি সাধারণতঃ কর্মবাচ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে,—

তার লাগি করিএ পাঁচালী পরবন্ধে ৭ নন্দের নন্দন বলি আক্ষা নাহি জানি ১৬৮ রক্তের পুত্রের মুখে তাম্বূল না খাই ২৮৯ বিবাদ দেখিএ সব শাস্ত্রের বিচারে ৮ না দেখিএ গাও বিহু গন্ধচন্দনে ৮ দিন কথো গোকুলের কর নাহি পাএ ১৪৯ আচারে বিচারে বেদবেদান্তে না পাই ৫ হেনমতে সকল দেখিএ বিপরীত ১৬ হাতে নিঙ্গাড়িলে ফুলের মধু নাহি পাই ২২২

৬৮. মধ্যম পুরুষে -ইসি,-সি বিভক্তি তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,[১]—

মাধবী শুনিসী সহী ২৫১ কি মোরে দেখাসি রাধে ১৬৫ কতেক ভর্ছসি রাধে পণ্ডিত-ভর্ছনে ১৭০ না জানিঞাঁ আবুধ নিন্দসি চক্রপাণি ৩০৫। তু. শ্রী. কী, নিতি নিতি যাসি রাধা ১১২

৬৯. (১) অনুজ্ঞায় প্রথম পুরুষে -উ,-উক বিভক্তি,—

শ্রবণ সফল কর জুড়াকু পরাণ ১২৫ কে আপনাকে দেখাকু ১৫ জে জাবে সে আসু ১৫১ রাধা রহু মোর কাছে ১৬১ জে নিবে পসরা নেকু ১৬২ কে চালাবে চালাউ রথ ২৮৪ কামরাজে যুগ্ম গুণ নিউ টানি ২৪৩ সিদ্ধ হঁউ মনের জুগতি ২৭২ ইথে কে করু প্রতিকারে ১১ ভাল মন্দ হউ কিছু না লব বিচার ৬। তু. শ্রী. কী, কাহ্ন আসু বিদ্যমানে ২৭৫

(২) মধ্যম পুরুষে -অ,-অহ,-আহ,-আহা

না ধর মোএ ১৮৩ স্ত্রীবধে খড়্গ তোলহ না বাসহ লাজে ১৯ না মুকাহ নীবিবন্ধ ১৮৩ খণ্ডাহ বিধাতা ১৬৯ আগু তার ঠাঞী জাহা ১০। তু. শ্রী. কী, তোলহ রাধাকে বড়ায়ি ২৮৩

---

১ দ্র. সা. প. প, তৃয় সংখ্যা, ১৩৪২, পৃ ১৩৯

৭০. -ইল,-ল প্রত্যয়ান্ত অতীত কাল,—

পুছিলো মো তথা ১৮৫ সত্বরে করিতে আইলু তোহ্মারে সম্ভাষা ১৮৫ পুতনা মইল বিষজালে ৪৬ বালক্রীড়া কইল নন্দসুতে ৪৬ মোরে গোপিনী মাইল ১৩৩ দিন অবসান ভেল ১৬৪ সেহো ভেল আনন্দের ছন্দে ২৩৫ তখন পূর্ণিমার শশী উইল আকাশে ২০৪ আখি ভরি সুখে দেখ রইল কাহ্নাই ২০৬

৭১. -ই প্রত্যয়ান্ত অতীত কাল,—

একে একে ফুল দিঞাঁ তুষি ব্রজবালা ২৮৪ একে একে সকল কহি প্রভু-ঠাএ ১০৯ বড়াই দেখিঞা গোপী বড় ভজ পাই ১৩২ বেশ সাজ করি কৃষ্ণ দেই হাথসানে ২১৪ আনন্দে উৎসব করি মনোরথ পুরি ২১ অক্রুর আগু জাই ২৮৮ কেহো কৃষ্ণ কোলে করি হইঞাঁ উমাতা ২১৭। তু. শ্রী. কী, যোড় হাথ করী বনমালী ৩৪৩

৭২. কর্তৃপদ স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্রিয়াপদ অকর্মক হইলে প্রথম পুরুষের ক্রিয়ায় 'ঈ' প্রত্যয়,[১]—

তার পাশে পদ্মাবতী মাধবী চলিলী ২১৬ দেবী উঠিলী আকাশে ৩৬ কামকলা গেলী কৃষ্ণ-ঠাঞে ২২২ হাসিঞাঁ চলিলী গোপী মনোরমা-পাশে ২২৮। তু. শ্রী. কী, বড়ায়ি চলিলী ৯

৭৩. -ইল প্রত্যয়ান্ত অতীত কালের সহিত স্বার্থে -ক বা -এক[২],—

গরলে জিনিল জেন চালিলেক গাএ ১০২ কালকূটে জারিলেক গাও ১০০। তু. শ্রী. কী, তভোঁ আমুমতী মোক নাঁ দিলেক রাহী ৩৯৭

৭৪. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এবং -ইল প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ,—

এহো সে দাবানল পিল অমৃতসমানে ৩০৩ (পান করিল)

৭৫. কর্মবাচ্যের ক্রিয়ায় 'ক্ত' প্রত্যয়সহ -ল বিভক্তি,—

মিছাই পঢ়িল বেদ পুরাণ ভারথে ১১১ সে প্রভু দেখিল আহ্মি জমুনাকাননে ১১০

৭৬. অতীত অসমাপিকার বিভক্তি -ইলে,—

উইলে ২৭৮ শুনিলে ৭

৭৭. নিত্যপ্রবৃত্ত বর্তমানে -ই বিভক্তি,—

দধি দুগ্ধ খীরিসা নবনী জত পাই। সেই ভক্ষ্য উপহারে দিবস নেআই॥ দিন অবসান হইলে সভা দেই ছাড়ি। ঘর রক্তিবারে তবে সঙ্গে দেই কড়ি॥ ১৯২। এই ক্রিয়াপদগুলি নিত্যবৃত্ত অতীতের সহিত অভিন্নও বলা যাইতে পারে।

১ দ্র. সা. প. প, তৃয় সংখ্যা, ১৩৪২, পৃ ১৩৯ ২ দ্র. ঐ পৃ ১৪০

৭৮. নিত্যবৃত্ত অতীতে -ইথ (= -ইত) প্রত্যয়,—

লক্ষ্মীরেহোঁ হাসিথাঙ সোহাগ শুনিঞা ২৭৪ জাহে কামসিদ্ধি সাধিথাঙ নিরন্তরে ৩১৯, জে সমএ বনে বনে চরাইথা গাই ৩২৯

৭৯, সম্ভাব্য অতীতে -ইথ (= -ইত) প্রত্যয়,—

বোল দুই কহিথাঙ মধুর বচনে ৩১৭ আর কেহো শুনিলে করিথ ভাল কাজে ২৮৯ আহ্মি না ধরিলে রাধে ছাড়িথা পরাণে ১৯১

৮০. কর্মবাচ্য হইতে উদ্ভূত অনুজ্ঞায় উত্তম পুরুষের ক্রিয়ায় -ইউ বিভক্তি[১],—

কাহার প্রাণে নিব কৃষ্ণ দেখিউ তাহারে ২৮৪। তু. শ্রী. কী, 'সখিসবে বুইল রাধা লড়িউ সিনানে ২৯৩

৮১. -ইব, -ইবে, -ইহে প্রত্যয়যুক্ত ভবিষ্যৎ কাল,—

উত্তম পুরুষ—ধরিব মানুষাকার করিব লৌকিকাচার ১৩ পৃথবীর খণ্ডাইব ভারে ১৩
মধ্যম পুরুষ—লুকাইতে বলি চালে চড়িবে সদাএ ৬১ একে একে কহিহে সভার পরিহার ৩৩১
প্রথম পুরুষ—কখন আসিহে মোর নাগর-শেখরে ২২০ কি করিহে কি বলিহে চিত্তে ২৩১
রাম কৃষ্ণ দুহে না বুলিহে এক ঠাই ১৪৯ মোরে কিবা হৃদএ করিহে দেবরাজে ১৪৭

৮২. -ইমু, -ইমো প্রত্যয় উত্তম পুরুষে ভবিষ্যতের অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে,—

দিমু ৩৩ জানিমু, দেখিমো ৩৪ পেলিমো, দিমো ১৫৬

৮৩. ভাব ও কর্ম বাচ্যের প্রয়োগ,—

বিধির লিখন কভোঁ খণ্ডনে না জাএ ১৪ তা দেখি মাএর স্থপ ধরণে না জাএ ৫৫ কৃষ্ণের কি কইল হঅ কাহার শকতি ৩০৪ বচনে লুকাইল নহে ২৭

৮৪. ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদে স্বার্থে অথবা অবধারণে -ক (-এক ?)[২]—

পাছু কি হবেক ১৫৩ হবেক বিরহ-দুখ ২৭৮ সিংহ হঞা কে জাবেক শরভের কাছে ২৭৭ গোপী ঢালিবেক ৩২০। তু. শ্রী. কী, 'আথান্তর করিবেক রাধা ৩২৩

৮৫. বর্তমান অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে -আহ বিভক্তি,—

হরিরস খাহ দাহ বিলাহ ছড়াও ২২৩। তু. শ্রী. কী, 'বিলাহ যৌবন রাধা ৬৪

৮৬. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে -ইহ বিভক্তি। ইহা বর্তমান কালে মধ্যম পুরুষের মতো[৩]—

ওথা গিঞা ঝাট আসিহ দুই ভাই ২৭৯ পারাইঞা রাধিকার করিহ উদ্দেশ ১৮৫

৮৭. ভবিষ্যদর্থে প্রথম পুরুষের ক্রিয়ায় -হে বিভক্ত্যন্ত পদ[৪]

কি করিহে কি বলিহে চিত্তে ২৩১ দ্বাপরের শেষে অবতরিহে গোপালে ৭০

১ দ্র. ও. ডি. বি. এল, পৃ ৯১৯-২০ ২ দ্র. সা. প. প, তৃয় সংখ্যা, ১৩৪২, পৃ ১৪০-১
৩ দ্র. সা. প. প, তৃয় সংখ্যা, ১৩৪২, পৃ ১৪২ ৪ দ্র. ও. ডি, বি, এল, পৃ ৯৬৪-৫

৮৮. সঙে মেলি কহিগা তাহারে ১৬০ তুহ্মি ধরগা কাণ্ডার ১৭৫—এই বাক্যাংশ-দ্বয়ের 'কহিগা' এবং 'ধরগা' যথাক্রমে 'কহি গিয়া' এবং 'ধর গিয়া'-র রূপান্তর, মনে হয়[১]।

৮৯. তুমর্থক অসমাপিকার বিভক্তি[২],—

(১) -ইব+আ+ক (চতুর্থী বিভক্তি)—নিবাক পারে ২২০ কহিবাক জানি ২২২

(২) -ইব+আ+রে (চতুর্থী)—দান দিবারে ১৫৯ বালাজন বুধিবারে ২২০

(৩) -ইব+আ+এ (চতুর্থী)—রস রাখিবাএ ২১৯

(৪) -আব+আ+ক, কে (চতুর্থী)—উড়াবাক চাহে ৮৭ জীআবাকে পারে ১২৬

৯০. বর্তমান বা শত্রর্থ অসমাপিকার -ইতে বিভক্তি,—

শুধাইতে ২৭৮ উলটিতে ২৮০

৯১, ভাববচন পদের সহিত 'যা' ধাতুর পদ দিয়া যৌগিক কর্মভাববাচ্য-গঠন[৩],—

কহনে না জাএ ৯ খণ্ডনে না জাএ ১৪ সহনে না জাএ ২৪১। তু. চ. প, ভুলি ত্বহি পিটা ধরণ ন জাই ৪৮; শ্রী. কী, অ প্রাণ ধরণ না জাএ সুন্দরি রাধে ৩২৩

৯২. যুক্ত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ,—

জানিঞাছে ২৮৯ পালাঞা জাই ২৯৮

৯৩. ণিজন্ত ধাতুর প্রয়োগ,—

কর্পূর তাম্বুল দিঞাঁ বৈসাইল পাশে ২৭৯ কি শপতি করাইবে করিঙ বিদ্যমান ২৪০ নিজ গুণ হাসাইবে সতীনের গুণে ২৪২ পড়াইল বসন বান্ধিল কেশপাশে ২২৮ হাথে চান্দ দেখাইল চড়াবার বেলে ১৮৬ দুই হাথে মাথা প্রবেশাল্য তার কান্ধে ১০৩

৯৪. বিভিন্নার্থে ধাতুর প্রয়োগ,—

(১) √চাহ্—রাধার সখীর মুখ চাহ ২৩৬ (দেখা)

এত বলি রাধিকা উঠিতে জবে চাহে ২৩৭ (ইচ্ছা করা)

সববেদ-বলে জারে চাহিঞাঁ না পাই ২৩১ (অন্বেষণ করা)

(২) √বাস্—প্রাণকে কঠিন করি বাসি ২৩৮ (মনে করা)

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীহো নাহি বাসে ২৩৮ (ভালবাসা)

আপনা না বাসি তোহ্মা স্মরি ২৩৮ (অনুভব বা বোধ করা)

জথা তথা জে দেখি কাহ্নাই হেন বাসে ৩২৬ (চাওয়া বা মনে করা)

ইহা মারিবারে তোরে কেমনে মনে বাসে ৩৬ (হওয়া)

১ দ্র. ও. ডি. বি. এল, পৃ ৯০৯ ২ দ্র. সা. প. প, তৃয় সংখ্যা, ১৩৪২, পৃ ১৪৩

৩ দ্র. ভা. ই, পৃ ১৩০

৯৫. নামধাতুর প্রয়োগ,—

শব্দাইল ৩৯ প্রবেশাল্য ১০৩ কটালিল ৮৮ আদরিঞা ৮৯ পরীখিলা ৫ খিলাঞা ১৯৯ আলিঙ্গিল ২০৬ বরিষাইল ৩২০

ক্রিয়াবিশেষণ ও অব্যয়ের প্রয়োগ

৯৬. -ইল প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত[১],—

গোআলিনী-শকতি কার কি করিল হএ ১৬৯ জেমতে রাখিল হএ সৃষ্টি ১০ তবেসি রঞ্জিল হঅ রসিক সে জনা ২২২ কতেক সহিল হএ মদনস্মরতি ২২৫ কার প্রাণ কি করিল হএ ২৯৭

৯৭. 'খানি' অব্যয়ের বিশিষ্ট প্রয়োগ,—

এত শুনি রাধা কহে অভিমানখানি ২৮৫ তেন লাজে আরখানিকে আঙ্খি মরিথাঙ ১২৮ বোল খানি খানি কানু কহিল মধুরে ১৮৬ আধ আধ আগরের বোল খাঁনি খাঁনি ৩১০

৯৮. 'নহে' অব্যয়ের প্রয়োগ,—

গোকুলে থাকিঞাঁ নহে কৈল সুরনাথে ৩০৩ কারে নহে করি কেহো মর্মে পশি ধরু ৩০৬

৯৯. (১) 'জানি' নিষেধার্থক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত,—

ছিণ্ডে জানি গলার গজমুতি হারে ১৮৩ নখরেখ জানি লাগে কুচের উপর ১৮৩ গুরুজন পরিজন কেহো জানি লখে ২২৩ তবে জানি গোপীর সংবাদ কহ কভু ৩২১ তু. শ্রী. কী, পাছে জনি লোক উপহাসে ৩২৭

(২) 'পাছে' সংশয়ার্থক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত[১],—

নিমিষে বিঘ্ন পাছে হএ ২৯ না ধর কাচুলি পাছে লাগে নখ-রেখে ১৬৩

১০০. অবধারণ, অনিশ্চয় ইত্যাদি অর্থে এবং বাক্যালঙ্কাররূপে প্রযুক্ত অব্যয়[১],—

(১) সি—এবেসি জানিল মোরে বিধি অনুকূলে ২৬৯ মনের সুখেসি সুখ মিছা রাজ্যসুখে ২৬৯ লৌকিক মন্ত্রেসি সাপের বিষ নাশে ৭ তু. শ্রী. কী, তবেঁসি কহিহ সব কথা আদিমূল ১৪

(২) সিঞা—তোহ্মাকে কহিল সিঞা ১১ তার সেই সম রূপ পড়ে সিঞা মনে ৩১৯

(৩) ও—কাহোর বচন কেহো শুনিতে না পারে ১৫ (কাহার+ও, বর্ণবিপর্যয়)

(৪) সে—এতেকে জানিল কৃষ্ণ পিরিতে সে পাই ২২৯ (গোপিনী) অঞ্জলি ভরিঞা সে সিচে নাএর পানি ১৮৫ তু. শ্রী. কী, বাহুড়িআঁ চল সে নিষধ বনমালী ২০

(৫) ই—দুঃখ শোকে ভএ একুই পরাণ হারাব ৬১ একুই উদরে জন্ম দেখ কর্মফলে ১৮

১ দ্র. সা. প প, তৃয় সংখ্যা, ১৩৪২, পৃ ১৪৬

ধীরে ধীরে কিবা সিচ একুই না জানি ১৮৬ তু. শ্রী. কী, এথোই না ধরে কাহ্নাঞি উমত আকার ১২১

(৬) বা—হেন অদভুত কত কহিল বা হুঅ ২২৭ মন্দ মন্দ বহে জল চলে বা নাচনে ২৬০ তু. শ্রী. কী, মুণিআঁ বা কি বুলিবে ঘরের গোআল ৩৩

(৭) হো, হোঁ—লাজকেহো অঞ্জলি ভরিঞা দেহ পানি ১৮৫ এতেকেহো রাধা জবে নাহি পাতিআন ২৪০ দোষেহোঁ স্বামীকে কভো না হইহ বাম ১৮ বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীহো নাহি বাসে ২৩৮ তু. শ্রী. কী, গালিহো সাহুড়ী স্থানে না পাইল আহ্মী ২৫

(৮) ত—তুহ্মি ত বড়াই তেঞি সহিল এতি বেলে ১৪১ একে একে মোর আগে দেহ ত বিচারে ১৫২ প্রভাতে চলিব বলি দেহ ত হাঁকারে ২৭২ তু. শ্রী. কী, তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞি আহ্মে ত মাউলানী ৭২

(৯) স—সেই স তনআ জারে সভাএ প্রশংসে ১৮ এ হেন দুল্লভ গন্ধ এই স গাএ সাজে ২০৯ তু. শ্রী. কী, হেন স যৌবন রাধা সব আলপাউ ৬৫

(১০) চ—তথাচ কপট কেলি রচিল কাহ্নাই ৩১৯

১০১. 'কহির' শব্দের প্রয়োগ একবারমাত্র পাওয়া গিয়াছে,—

কহির রাখাল তুহ্মি ইতরের সীমা ২৯৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দুই বার এই পদটির প্রয়োগ পাওয়া যায়,—কহির কপুর তাম্বুল বড়ায়ি কহির নেত পাটোল (পৃ ৮)

॥ প্রবাদ-প্রবচন ॥

বন্ধের পুত্রের মুখে তাম্বুল না খাই ২৮৯
হাথের বলআ কভু দর্পণে না চিনি ৩০৫
জোনাকির প্রাণ সুর্জতেজ নাহি সহি ৩০৫
কোথাহোঁ হাতের শঙ্খ দর্পণে না দেখি ১০
বিষাইল কাণ্ডে জেন ঝুমিল হরিণে ১২৪
বলে জারে নাহি আটে শরণে সে জীএ ৭৫
ভূমি বহি কথাহো চরণ স্থির নহে ৯৭
পিরিতে থাকিলে মনে দুরে নহে দুর ১১০
দুরে জত পাই তত নিকটে না পাই ১১০
সমএ সম্পদ হএ বিপদ-সমানে ১২৩
নখছেদে জাএ কিশলএ তার লাগি কুঠার ফেলএ ২৩৮

তেজ তিমিরে কভো নহে একি ঠাই ১৪২
পির্ত্তল মার্জনে কভো নাহি হএ সোনা ১৬৭
কাক নাহি শোভা করে কোকিল-সমাঝে ১৬৭
চন্দন কাটিল নহে পদ্মপত্র-ধারে ২৪৬
মৃণালের গুণে হাথি বান্ধা নাহি রহে ২৪৬
সিংহের নিকটে কেবা রাখএ হরিণে ১৬২
মত্ত করিকরে কেবা থাপে ফুলমালে ১৬২
রাহুমুখে চান্দকলা না জাএ উবরি ২২২
ধনিন আপন ধন গুপথেসি রাখে ২২৩
লতাএ সহিতে নারে হাথির জাঁতন ২২৫
মধু পিঞাঁ ভ্রমরা বান্ধুলি নাঞি খাএ ২২৫
রাঙ্গের সহিত কভো হীরা নাহি জুড়ি ১৬৭
বিকশিত কমলে পতঙ্গ নাহি সাজে ১৬৭
নালা কুড়ি ঘর-মাঝে কে আনিব পানি ১৭৯
কীলপাকা কাঁহাঠালে কিবা গন্ধ সোআদে ১৯১
পানির পিআস নাহি ঘুচে দুগ্ধপানে ১৯১
রাহুমুখে চান্দকলা না জাএ উবরি ২২২
হাথে নিঙারিলে ফুলের মধু নাহি পাই ২২২
রঙ্কের পুত্রের মুখে তাম্বুল না খাই ২৮৯
মনের সুখেসি সুখ মিছা রাজ্যসুখে ২৯৬
বাদা বনে হাথী না লুকাএ ২৯৮
কাঞ্চন পাইলে কিবা পিত্তলে সম্বন্ধে ৩১৮
মেঘ বিনু গগনে তড়িত না উএ ৩১৮

তাবত পিত্তল পরি নানা পরকারে। জাবত সে না পাই সুবর্ণ-অলঙ্কারে॥ ২১৬
গুণ না থাকিলে রূপ কিবা প্রত্তজনে। ফুটিল শনের ফুল পড়ে কোন জনে॥ ২২১
নিশা গেলে কি করিব চান্দে। জল গেলে কি হৈব বান্ধে॥ ২৩২
জলের বিহনে মাছ জীএ কতক্ষণে। প্রাণের বিহনে দেহ কিবা প্রত্তজনে॥ ২৫১
স্বভে হেলে তৃণে না নিভাই অগ্নিকণা। সমএ তাহার তেজ সহে কোন জনা॥ ২৬৬
জে তরু অঙ্কুরমুখে নখে ছেদে জাএ। প্রসঙ্গে তাহা কাটিতে কুঠার না রহে॥ ২৬৬
জাকে জার অভিরুচি সেসি তারে ভাএ। পল্লব ছাড়িঞা উষ্ট কণ্টক চিবাএ॥ ৭

কাচ কাঞ্চনে কভোঁ না হএ মিলন। লেআলি-দড়িতে নহে মুকুতাগাথন ॥ ১৩১
বড়কে লাঘব কৈলে বড় নাহি হএ। জোনাকি হইলে সূর্য শোভা নাহি পাএ ॥ ১৬৫
জারে এড়াইআঁ বুলি ঠেকি তার পাশে। আম্মের ডরে পালাইঞা তেতলিতলে বাসে ॥ ১৭৬
পিত্তরোগে জবে আর বাধএ রসনা। নিম্বকে অধিক লাগে নবাতের পানা ॥ ৩২১
জেন তেন জলে জার খণ্ডন পিআসে। শীতল সুগন্ধি জল সেহো নাহি বাসে ॥ ৩২১
সম্পদে কার কিছু কাজ না পরমাণি। ভাল মন্দ জত কিছু বিপদে সে জানি ॥ ৩২২
জার বিনে জীতে নারি তারে কিবা রোষে। আনল ছাড়িল নহে গৃহদাহ-দোষে ॥ ২৪২
তাবত সে ভ্রমরা কুটজ মধু ভাএ। জাবত সে মালতীর গন্ধ নাহি পাএ ॥ ২৭৫
জাবত চন্দনে গন্ধ তাবত সোহাগ। গন্ধ না থাকিলে কাষ্ঠ হএ অগ্নি-লাগ ॥ ২৭৬

॥ ছন্দ ॥

গোপালবিজয়ে তিন প্রকার ছন্দ—পয়ার, ত্রিপদী ও একাবলী। ইহাতে পয়ারই প্রধান এবং ইহার প্রাচীন রূপটি বজায় আছে। তখনও স্বরধ্বনির উচ্চারণ পুরাপুরি একমাত্রিক হয় নাই; সুতরাং ইহাতে চৌদ্দ অক্ষরের কমও দেখা যায়, ইহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। যেখানে চতুর্দশ অক্ষরের আধিক্য আছে, সেখানেও সুর করিয়া পড়িলে ছন্দঃপতন হয় না।

গ্রন্থে[১] দীর্ঘ ত্রিপদীকে সাধারণতঃ 'দীর্ঘচ্ছন্দ' বলা হইয়াছে। ইহার প্রতিচরণে যথাক্রমে আট, আট ও দশ মাত্রা; লঘু ত্রিপদীর কোনো নাম দেওয়া হয় নাই; এই ত্রিপদীর মাত্রাসংখ্যা যথাক্রমে ছয়, ছয় এবং আট। অক্ষরের আধিক্য বা ন্যূনতা থাকিলেও গীতকালে ছন্দ ঠিক থাকিত, ইহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। 'দীর্ঘচ্ছন্দ' নামটি প্রাচীনত্ব-জ্ঞাপক।

একাবলী[২] 'মধ্যচ্ছন্দ'[৩]-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে কোথাও দশ মাত্রা, কোথাও বা এগার।

১ পৃ ১০, ২১, ৬১, ৮২, ১৩৫ ইত্যাদি
২ একাবলী অন্যতম অলঙ্কার; দ্র. সা. দ, পৃ ৫১৪
৩ গো. বি, পৃ ২৩১-৬, ২৩৭-৯

॥ অলঙ্কার ॥

অলঙ্কারসম্পদে গোপালবিজয় বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। প্রায় প্রতিপৃষ্ঠায় ইহার পরিচয় মেলে। গ্রন্থের শেষাংশ এই সম্পদে বিশেষ সমুজ্জ্বল। নিম্নে কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল,—

(১) অনুপ্রাস—হেন সব রসে রসে রসবৃন্দাবনে।
বিলসে রসিকগুরু আপনার মনে ॥১১৯
নিজগণগণনে গণিবে মোর নামে।
প্রসঙ্গ করিবে মোরে নিজলোক-ঠামে ॥৩২২
জার বন্দিজন-নঅনাঞ্জনজলে।
আজিহো জমুনা বুলি বহে ক্ষিতিতলে ॥১০

(২) অর্থান্তরন্যাস— জাকে জার অভিরুচি সেসি তারে ভাএ।
পল্লব ছাড়িঞাঁ উষ্ট্র কণ্টক চিবাএ ॥৭
শ্লথ কর কেশপাশ না ধর বিষমে।
বজ্র পড়িএ নাঞি শিরীষকুসুমে ॥১৮

(৩) উৎপ্রেক্ষা— মুরূখের ঠাঞি সব শ্লোক বিকল।
বানরের হাথে জেন ঝুনা নারিকল ॥৬
রক্তে তোলবোল গাওঁ দেখিতে সুন্দরে।
প্রথম সন্ধ্যাএ জেন শোভিত অম্বরে ॥৩০২
রাম কৃষ্ণ না দেখিঞা চাহে চারি পানে।
দাবদাহ-দোষে জেন মৃগ জল ভালে ॥৩১৪
সিন্দুর সুন্দরতর অধর আতি-ধূসর
জেন দুধে ধুইল পোঙার ।২৭

(৪) উপমা— নাসা তিলফুল-তুল রাতুল অধরে।
দাড়িম্বকুসুম-সম আতি-মনোহরে ॥৩৯
কাল কাল জম ছুটিল তারাসম
জথা দৈবকী বন্দীঘরে ।২৮

কৈলাসশৈল-সমানে আসুরা পড়িল থানে
কৃষ্ণ গেলা ভাণ্ডীরের তলে ॥৮৮

(৫) লুপ্তোপমা- ইন্দীবর বলি কেহো মুখ নাহি জানে।
দুই ভুজ বেঢ়ি জাএ তরঙ্গের ভানে ॥৯৯
রাতা উতপল বলি কর নাহি ছোএ।
জমুনার জল বুলি সব অঙ্গ থোএ ॥৯৯

(৬) দৃষ্টান্ত— হেন কেহ্নে মনে নাহি গুণ মহাশএ।
ছাগলের মুখে কভো কুমুড়া না জাএ ॥৯২
তবে হেন হেলা কর সব প্রওজনে।
শিআল হাথাঞা কর সিংহ অপমানে ॥৯২

জ্ঞান না থাকিলে শ্লোক বুঝএ পাষণ্ড।
বিনি দন্তে কি করিব সেই ইক্ষুদণ্ড ॥৬
পদ দুই শুনিলে মরম নাহি পাই।
কি রস চিনির কণা জিভ্বাএ ছোআই ॥৭
রসিক জনেসি জানে রসের চাতুরী।
জিভ্বা বিনি কোন অঙ্গ না লএ মাধুরী ॥৭

(৭) নিদর্শনা- কেমতে জানিব এত ঘরের সেবকসুত
করিবেক এতেক আকাজে।
পিপীড়াএ পাখ হইলে গরুড় জিনিলে হেলে
এত না জানিল কংসরাজে ॥২৯৭

(৮) ব্যতিরেক- সজলজলদ-নীল কোমল কলেবরে।
নিন্দি ইন্দীবর জার নঅন সুন্দরে ॥৩৯
ভুজজুগবলনি করভকর জিনি।৩৯

(৯) ভ্রান্তিমান— সকল গোধন জদি করি এক ঠাঞে।
ক্ষীরোদমথন-সম ভ্রম উপজাএ ॥৫৭

(১০) রূপক— চির-পিপাসিত গোপী-নআন-চকোরে।
পিএ কৃষ্ণরূপ আঁখি পাখ নাহি নাড়ে ॥৪৫
ভাবক-মউর ইথি নাচু পাক ফিরি।
কালসাপে খাউ আরে দুর্জন পাঙরি ॥৩৩৬
অহঙ্কারবীজের শরীর ক্ষেত্রখানি।
কামা ইথি আদিত্য বিষঅ ইথি পানি ॥৩১৩
জার মাআহংসী কালনদী অবলম্বে।
বিনি হংসজোগে কত ব্রহ্মাণ্ড প্রসবে ॥১০০
হিমালঅ ধবল জার জশ গাএ।
জার জশঘর্মবিন্দু ক্ষীরোদ বোলাএ ॥১০
চির পিপাসিত গোপীনআন-চকোরে।
পিএ কৃষ্ণরূপ আঁখি পাখ নাহি নাড়ে ॥৪৫

(১১) সন্দেহ— গরুর আওাস দেখি হেন মন করে।
গোলোক খসিঞা কি পড়িলা ভূমিতলে ॥৫৭
অনেক জতনে গোপী আইলা কৃষ্ণস্থানে।
হাথে করি পথে কি আনিল পাঁচবাণে ॥৩৩৫
সেবিঞা বান্ধুলি কি পতিত দ্বিজরাজে।
পশ্চিম সাগরে ঝাপ দিল সেহ লাজে ॥১৬

———

॥ উপসংহার ॥

আলোচ্য গ্রন্থ অনালোচিতপূর্ব একখানি মূল্যবান ও সুবৃহৎ বৈষ্ণব পাঁচালি। বিদগ্ধ জনমণ্ডলীর দৃষ্টি বহুদিন হইতেই এই গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগে এই গ্রন্থখানির যে একটি বিশেষ স্থান আছে, সে বিষয়ে তাঁহারা নানা স্থানে মন্তব্য করিয়াছেন। গোপালবিজয়কার যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্গণের উক্তিতেও[১] জানা যায়। সুতরাং এইরূপ একখানি মূল্যবান গ্রন্থ এতদিন পর্যন্ত অপ্রকাশিত ও অনালোচিত থাকায় বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অংশ প্রায় অসম্পূর্ণই ছিল। আদিকাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের যে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা বহমান, তাহা কখনও প্রবলবেগে, কখনও স্তিমিতগতিতে প্রবাহিত; কখনও তাহার স্বরূপ স্পষ্টতর, কখনও বা তাহা অস্পষ্টতার লঘিমায় ক্ষীণপ্রভ। গোপালবিজয়ে একটি বিশেষ যুগের সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপতঃ রক্ষিত হওয়ায় এই গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগের একটি আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ।

গীতগোবিন্দ-রচনার সূচনায় কবি জয়দেব বলিয়াছেন,—

> যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
> যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
> মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
> শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্।

যদি কেহ হরিস্মরণে মনকে সরস করিতে ইচ্ছা করেন এবং শ্রীহরির বিলাসকলা জানার কৌতূহল যদি কাহারও হয় তবে তিনিই গীতগোবিন্দ-আস্বাদনের অধিকারী।—এই কথা জয়দেব প্রারম্ভেই বলিয়া দিয়াছেন; বলা বাহুল্য গ্রন্থও রচিত হইয়াছে তদনুসারেই। গোপালবিজয়েও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায় গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্যবর্ণনা-কালে। গোপাল-বিজয়কার বলিয়াছেন,—

> কি কহিব আর জত অংশ অবতারে।
> দুষ্ট মারি সৃষ্টি রাখিল বারে বারে ॥
> সে সব প্রভুর জদি অবতার হএ।
> তা সব বর্ন্নিতে তনু মন নাহি লএ ॥
> একু গোপরূপে জত করিল বিলাস।
> তাহাই কহিতে মনে অধিক উল্লাস ॥.

১ বা. সা. ই, পৃ ২১৪; প. প, পৃ ২২; ব. সা. প, পৃ ৮৪১

শুধু বিলাসলীলাই নহে, জয়দেবের মতো তিনি পুনরায় বলিয়াছেন,—

কিবা মোর হেন জারা আছে গুণগন্ধে।
তার লাগি করিএ পাঁচালী-পরবন্ধে॥
ভাবকের পরায়ণ জোগীর সরবস।
রসিক জনের জেন মূর্তিমান রস॥…
পদ দুই শুনিলে মরম নাহি পাই।
কি রস চিনির কণা জিভ্বাএ ছোআই॥
রসিক জনেসি জানে রসের চাতুরী।
জিভ্বা বিনি কোন অঙ্গ না লএ মাধুরী॥

ভগবান যে রসিক ভক্তের নিকট মূর্তিমান রসস্বরূপ এবং ভগবানের লীলাবিলাসরস-আস্বাদনে রসিক ভক্তই যে একমাত্র অধিকারী তাহা গোপালবিজয়কারের উক্তিতেও সুস্পষ্ট। সুতরাং গোপালবিজয়ের কবি যে জয়দেবেরই অনুসরণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। জয়দেবের ধারা অনুসরণক্রমে বাংলাভাষায় সাক্ষাৎ কাব্যসৃষ্টির প্রথম প্রয়াস বোধ করি এই গোপালবিজয়।

এক সময় বাংলাদেশে ধর্মভেদ প্রবল আকার ধারণ করে। ইহার পরিণামও হয় ভয়াবহ। পরিশেষে তুর্কির আক্রমণে পর্যুদস্ত বাঙালী ইহার চরম শাস্তি পায়। ধর্মসমন্বয়ের মধ্যেই জাতির ঐক্যপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত। যুগে যুগে মহাপুরুষ, কবি, সাহিত্যিক তাঁহাদের বাণী ও রচনার মধ্য দিয়া জাতির শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই গোপালবিজয়ে দেখা যায়, ধর্মের ঐকতান বাজিয়া উঠিয়াছে। হরি-হরে ভেদবুদ্ধি হইয়াছে তিরোহিত।

গ্রন্থপাঠে জানা যায়, বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণা মাতা যশোদা কৃষ্ণ ও বলরামকে আশীর্বাদ করিতেছেন অষ্টদূর্বাতণ্ডুল দিয়া দেবী ভবানীর পূজান্তে। কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরাযাত্রার পূর্বে তিনি পুত্রদের কল্যাণে জগজ্জননী মহামায়ার পূজা করিয়াছেন নানা উপহারে; পূজাসনে উপবেশনপূর্বক তিনি পুত্রদ্বয়কে পাশে বসাইয়া মায়ের নিকট তাঁহাদের কল্যাণের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

কৃষ্ণকৃত পুতনাবধের পর মাতা যশোদা কৃষ্ণকে কোলে লইয়া তাঁহার রক্ষাবন্ধন করিয়াছেন; সেই সময় তিনি স্মরণ করিয়াছেন সদাশিব সহ সমস্ত দেবতাকেই।

অক্রূর আসিয়াছেন গোকুলে রাজা কংসের নির্দেশে রাম ও কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইতে কংসের ধনুর্ময়যজ্ঞে। অক্রূরের হাতে পুত্রদ্বয়কে সমর্পণ করিবার সময় যশোদা মঙ্গলময়ী মহামায়া চণ্ডিকা দেবীর শ্রীপাদপদ্ম পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়াছেন।

ব্রজকুমারীগণের উপাস্যা দেবী জগজ্জননী মহামায়া। কাত্যায়নীব্রত উদ্‌যাপন করিত তাহারা যমুনাপুলিনে। সেখানে স্বহস্তে তাহারা মহামায়ার মৃন্ময়ী মূর্তি রচনা করিয়া পঞ্চোপচারে মায়ের পূজান্তে বর প্রার্থনা করিত যেন নন্দের নন্দনকে তাহারা পাত্ররূপে লাভ করিতে পারে।

সর্বধর্মের সমন্বয়-সংস্থাপন গোপালবিজয়কাব্যের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য স্থল। এই গ্রন্থে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়ই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া সম্মিলিতভাবে ধর্মসাধনা করিয়াছেন। গোপালবিজয়কার সর্বধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শ গ্রন্থে সংস্থাপন করিয়া খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বাঙালী জাতিকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

গোপালবিজয়ে সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য, ভগবত্তা ও বিভূতির প্রকাশ; জন্ম, বাল্যলীলা, কংসাদি অসুরের বধ ইত্যাদি বিষয়ে[১] ইহা সুপ্রকট; অপৌরাণিক অংশেও[২] ইহা দুর্লক্ষ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশ্বর্য, ভগবত্তা ও বিভূতির ব্যাখ্যানে শ্রীচৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব ধর্মের মূল স্বরূপ[৩] জানা যায়[৪]। মালাধর বসু তাঁহার গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে এই স্বরূপতত্ত্বনির্ণয়ে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন[৫]। বৃন্দাবনলীলার অন্তর্গত শৃঙ্গার লীলার ধারাও তখন অপ্রতিহত[৬]। শ্রীচৈতন্যপূর্ববর্তী যুগের অন্যতম গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও[৭] দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিভূতি ও ঐশ্বর্যে রাধাকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ গোপালবিজয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেই ঐশ্বর্য, ভগবত্তা ও বিভূতির প্রকাশ থাকায় শ্রীচৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ-উপলব্ধি অধিকতর সুস্পষ্ট হইবে।

মধ্যযুগে দেখা যায়, বাঙালী দেবতাকে মর্তের মাটিতে নামাইয়া তাঁহাকে পরিবারবন্ধনের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছে এবং সংসারকল্পনার মধ্যে জড়াইতে চাহিয়াছে। শুধু দূরে দূরে রাখিয়া পূজানিবেদনের পরিবর্তে অতিঘনিষ্ঠভাবে ও হৃদয়াবেগের মধ্যে তাঁহাকে পাইতে চাহিয়াছে। গোপালবিজয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদা-বসুদেব-দৈবকীর বাৎসল্য, গোপবালকগণের সখ্য ইত্যাদি বিষয়ে তাহা সপ্রমাণ হয়। ইহার

১ গো. বি, পৃ ৩০-৩৫, ৩৯-৫০, ৩০৫, ৩০৮, ৩১২-৩, ৩৩১ ইত্যাদি

২ ঐ, পৃ ১৩৫, ১৬১, ১৬৫ ১৬৮-৭০ ১৭২ ইত্যাদি

৩ প্রা. ব. সা, পৃ ১৯৩ ; বৈ. সা. প্র, পৃ ১৬

৪ এ বিষয়ে অধ্যাপক সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মন্তব্য দ্রষ্টব্য হি. বৈ. এফ, পৃ ৬-১০

৫ প্রা. ব. সা, পৃ ১৯৩ ; বৈ. সা প্র, পৃ ১৬

৬ বা. বৈ. ধ, পৃ ৪৮

৭ পৃ ১৩, ১৯, ৪৩, ৫২, ৫৮, ৭৮ ইত্যাদি

মধ্যে মানবতার প্রতি প্রাচীন বাঙালীর শ্রদ্ধা এবং অনুরাগও প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালার সাধনায় দেবতারা ধরা দিয়াছেন মানুষের রূপে এবং মানুষের মাপেই দেবতার পরিমাপ[১]। গোপালবিজয়ে[২] শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি যেন আর বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ নহেন ; মানবশিশুরূপে যশোদার নিকট যুগপৎ স্নেহ ও তাড়নার পাত্র, গোপবালকগণের অন্যতম অন্তরঙ্গ বয়স্য, গোপীগণের সহিত ব্যবহারে সাধারণমানুষ-রূপে চিত্রিত, নানা শৌর্যের পরিচয়ে একজন সর্বশক্তিমান বলিষ্ঠমানব-রূপে পরিকল্পিত।

যাজ্ঞিক দ্বিজগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রার্থনা-প্রসঙ্গ গোপালবিজয়ের[৩] একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জ্ঞানপ্রবণ তাত্ত্বিক দ্বিজগণের বহু দিনের সাধনা যে বিফলতায় পর্যবসিত হইল এবং ভাবপ্রবণশীল দ্বিজপত্নীগণ যে অনায়াসে ভগবৎকৃপা লাভ করিলেন, তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ইহাতে আছে। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্মের একটি সংক্ষিপ্ত পূর্ণ পরিচয়ই পাওয়া যায়। জ্ঞান ও ভাবের সমপ্রাধান্যযুক্ত এবং পরস্পর অনুকূল সাধনায় যে তত্ত্ব নিরূপিত, তাহাই ভক্তিশাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত।[৪] এই তত্ত্বানুশীলনেই দ্বিজপত্নীগণ ভগবানের কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন ; পক্ষান্তরে, কেবলমাত্র জ্ঞানপ্রবৃত্তির অনুশীলনে যাজ্ঞিক দ্বিজগণ তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন নাই। ইহাতেই সপ্রমাণ হয়, শুধু জ্ঞানপ্রবণ ভক্তিতে ভগবানকে পাওয়া যায় না। মানুষ যদি জ্ঞান ও ভাবের সমন্বয়-সাধনে বিশুদ্ধ সহজ প্রেম অর্জন করিতে পারে এবং মিথ্যা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ও তৃণবৎ অবনত হইয়া ভগবানের গুণলীলা শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তাহা হইলেই সে ভগবানের কৃপালাভে সমর্থ। যজ্ঞকার্যে নিরত তাত্ত্বিক ব্রাহ্মণগণ অহঙ্কারশূন্য হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'কোথাকার গোপাল সে কেবা জানে শুনে'[৫]। এই উক্তিতেই বোঝা যায়, ব্রাহ্মণগণ আচার-অনুষ্ঠানেই ভগবানের তত্ত্বনির্ণয়ে নিরত, ভক্তিতত্ত্ব তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং এই কারণেই তাঁহারা ভগবৎকৃপা-লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ভাগবতকারও বলিয়াছেন,

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি
র্যে প্রায়শোঽজিত! জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্[৬]॥

অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞানলাভের প্রয়াস ও অভিমানরাশি পরিত্যাগ করিয়া সজ্জনগীত ও শ্রুতিসম্মত তোমার গুণ ও লীলা ইত্যাদি বিষয়ের বার্তাকে কায়মনোবাক্যে অবনত হইয়া

১ বা. ই, পৃ ৮৫৪-৫ ২ পৃ ৫৭-৯৮ ৩ পৃ ১০৮-১১
৪ বা. বৈ. ধ, পৃ ২২-৩ ৫ গো. বি, পৃ ১০৯ ৬ ভা, ১০।১৪।৩

গ্রহণ করিয়া থাকে, হে ভগবান, তুমি অজিত হইলেও তাহারাই তোমাকে জয় করে।

যজ্ঞসম্পাদনকারী দ্বিজগণ জ্ঞান ও অভিমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই; ফলে, তাঁহাদেরই নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী স্বয়ং ভগবানকে তাঁহারা চিনিলেন না। পরে, অবিদ্যার অপগমে নিজেদের ধর্মান্ধতা ও অবিমৃশ্যকারিতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের অনুশোচনার আর অন্ত ছিল না; তখন অত্যন্ত আক্ষেপে তাঁহারা বলিয়াছিলেন—

মিছাই পড়িল বেদ পুরাণ ভারতে।
আচার বিচার করি মিছা নানা মতে ॥
কার তরে করি জপ তপ যজ্ঞ দানে।
আজিহ নহিল আন্ধার ছার তিরি-জ্ঞানে ॥[১]

ব্রাহ্মণগণের এই উক্তির মধ্যে বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্মের সারতত্ত্বই নিহিত। গোপাল-বিজয়কার বিশিষ্ট প্রেমধর্মের নিদর্শনস্বরূপ উক্ত অংশ গ্রন্থে সংযোজনা করায় কাব্যের মূল্য বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছে।

দ্বিজপত্নীগণের কৃষ্ণের প্রেমভক্তি-লাভে আর একটি বিষয় জানা যায়। ব্রাহ্মণগণের ছিল জ্ঞানপ্রবণ প্রবৃত্তি অর্থাৎ পুরুষভাব, ভাবপ্রবণ প্রবৃত্তি বা নারীভাব তাঁহারা অর্জন করিতে পারেন নাই। এই ভাবকেই বলে প্রেমলক্ষণা ভক্তি এবং এই ভক্তিলাভ নারীভাবেই সম্ভবপর, পুরুষভাবে নহে[২]। বৈষ্ণবদর্শনে প্রেমকে বলা হইয়াছে পঞ্চম পুরুষার্থ অর্থাৎ চতুর্বর্গ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের উর্ধ্বে। এই প্রেমের আদর্শে জীবনকে নিয়মিত করাই প্রকৃষ্ট সাধনা। এই পঞ্চম পুরুষার্থ হইতেছে মঞ্জরী সখীর ভাব লইয়া ও সখীর অনুগতা হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করা। পশ্চিমের মিষ্টিক সাধকেরাও অনুভব করিয়াছেন যে নারীভাবে ভগবানকে সেবা না করিলে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ কখনই সম্ভব নহে। F. W. Newman স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'If the soul is to go on to higher spiritual blessedness it must become woman—yes, however manly you may be among men.'[৩] সুতরাং এই নারীভাব বা প্রেমভক্তির অভাবে যাজ্ঞিক দ্বিজগণ ভক্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহা স্মরণীয়, দ্বাদশ আলবারের[৪] অন্যতম ও আজীবন ব্রহ্মচারী প্রখ্যাত শঠারি মুনি 'ব্রজযুবতিগণ-খ্যাতনীত্যা'[৫] অর্থাৎ ব্রজগোপীগণের প্রসিদ্ধনীতি-অনুসারে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন[৬]। শ্রীকৃষ্ণের

১ গো. বি, পৃ ১১১ ২ বা. বৈ. ধ, পৃ ৪০
৩ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার—পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, পৃ ৩
৪ বা. বৈ. ধ, পৃ ৩২-৩; গৌ. বৈ. সা, পৃ ৬
৫ রত্নাবলী, ১৭শ শ্লোক; দ্র. বা. বৈ. ধ, পৃ ৪৩ ৬ বা. বৈ. ধ, পৃ ৪৩

প্রতি দ্বিজরমণীগণের বা শঠারি মুনির ভাবই অহৈতুকী বা পরা ভক্তি এবং ইহাই ব্রজগোপী-অনুশীলিত প্রেমভক্তি। এই পরা ভক্তির অধিকারী হইলে আনুষ্ঠানিক জপ, তপ, যজ্ঞ ইত্যাদি বিষয়ের কোনোই প্রয়োজন হয় না।

আলোচ্য গ্রন্থের বংশীখণ্ড বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাসের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিলে গোপীগণ বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইল—ইহাই ভাগবতের[১] বিবরণ। গোপালবিজয়ে এই বিষয়ে বিশেষ মৌলিকতা আছে। গ্রন্থের বিবরণে পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ 'রাসরসে' বংশীধ্বনি করিলে 'তৃণ-আদি সব জীব' মুক্তিলাভ করিল; কীটপতঙ্গ ও বিহঙ্গকুল হৃষ্ট হইল এবং বৃক্ষলতা মুকুলের ছলে পুলকিত হইল; গোধন খোয়ার ভাঙ্গিয়া বাঁশীর শব্দানুসারে ধাবিত হইল। মনুষ্যেতর প্রাণীর এইরূপ অবস্থা হইলে গোপীগণের যে কী দশা হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহারা 'চালিল সাপিনী'র ন্যায় বৃন্দাবনে প্রস্থান করিল। এই সময় কোনো গোপ তাহার গোপীকে বলপূর্বক গৃহে অবরুদ্ধ করায় সেই গোপী গৃহে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় দেহত্যাগ করিল[২]—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন হইল। এই প্রসঙ্গে ইহাই সপ্রমাণ, ভগবানের ডাক যাহার নিকট পৌঁছায়, তাহার কাছে যাবতীয় কৃত্রিম বন্ধন অবাস্তব। ইহাও অহৈতুকী ভক্তির অন্যতম দৃষ্টান্ত।

গোপালবিজয়ে নীরস বৈরাগ্য, অরূপের ধ্যান, বিশুষ্ক জ্ঞানময় অধ্যাত্ম সাধনা কোনো স্থান পায় নাই। সংসারজীবন দুঃখের আকর বলিয়া যে-বৈরাগ্য সংসারের প্রতি মানুষের চিত্তকে বিমুখ করিয়া দেয়, মানবজীবনের বিচিত্র লীলাকে মায়া বলিয়া তুচ্ছ করিতে শিক্ষা দেয়, তাহা আলোচ্য গ্রন্থে কোথাও নাই; বরং বিপরীত প্রমাণই আছে। ইতিপূর্বে আলোচিত যাজ্ঞিক দ্বিজগণের অনুশোচনায় ইহার আলোকপাত করা হইয়াছে। দ্বিজপত্নীগণ সংসারের যথারীতি কর্তব্য সম্পাদনান্তে পার্থিব রূপ-রসের মধ্য দিয়াই শ্রীকৃষ্ণের করুণা লাভ করিয়াছিলেন; পক্ষান্তরে, নিছক বিশুষ্ক জ্ঞানমার্গের সাধক ব্রাহ্মণগণকে কেবল অনুতাপই ভোগ করিতে হয়[৩]।

আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত রাসখণ্ডের অন্যতম একটি উপাখ্যানে প্রকারান্তরে ভক্তিধর্মের মূল তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত। উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এই,—বৃন্দাবনপরিক্রমার পর রাধাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডপে যাইতেছিলেন; কিয়দ্দূর গমনে রাধার ক্লান্তি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে স্বীয় স্কন্ধে লইতে চাহিলে রাধা 'আতিরসে' নীরব সম্মতি প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধার এই 'মানমদ' খণ্ডন করিতে সহসা অন্তর্হিত হইলেন[৪]। ঘটনাটির বিশ্লেষণে বুঝা যায়, রাধার ভাবপ্রবণ

১ ১০।২৯।১-১১ ২ গো বি, পৃ ১৯৯
৩ গো. বি, পৃ ১১১ ৪ ঐ, পৃ ২৪৮-৯

প্রবৃত্তি অর্থাৎ নারীভাব সাময়িক তিরোহিত হওয়ায় তাঁহার মধ্যে জ্ঞানপ্রবণ পুরুষভাব অর্থাৎ অহঙ্কারের উদয় হয়। মনে অহঙ্কার জন্মাইবার ফলেই রাধার এই দুর্গতির কারণ। সাধকের মনে যখনই এই অহঙ্কার জন্মে, তখনই ভগবানের কৃপালাভে তিনি বঞ্চিত হন। ভক্তিমার্গের সাধকের অহঙ্কার বা পুরুষভাব সর্বথা পরিত্যাজ্য। বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথাই গোপালবিজয়ের উক্ত উপাখ্যানে নিহিত।

উদ্ধবসংবাদ গোপালবিজয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিরহসন্তপ্ত গোপীগণকে সান্ত্বনাদানার্থ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন ; উদ্ধবও বৃন্দাবনে যাইয়া তত্ত্বজ্ঞানোপদেশে তাহাদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল গোপীগণের হৃদয় শান্ত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না[১] ; কিন্তু অপরকে সান্ত্বনাদানের পরিবর্তে উদ্ধব নিজেই ব্যাকুল হইয়া জানিয়াছিলেন, ভগবান 'পিরিতিবশ'[২]। গোপীগণের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের চরম বিকাশ দেখিয়া সেদিন পরম তাত্ত্বিক উদ্ধবের অদ্বয় তত্ত্বজ্ঞানের বিশাল সৌধ[৩] ধূলিসাৎ হইয়া যায়। ভাগবতে উদ্ধব স্পষ্টই বলিয়াছেন, ব্রজগোপীগণের পদরেণু যাহাদের উপর পতিত, বৃন্দাবনের এরূপ কোনো গুল্মলতা বা ওষধির মধ্যে যেন আমি জন্মগ্রহণ করি[৪]। ইহাই হইল অধ্যাত্মশাস্ত্রের নারীভাব। এই নারীভাবের সার গোপীভাব ভাগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব ভাবের চরমোৎকর্ষ[৫]। আলোচ্য গ্রন্থের রাসখণ্ডে ইহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়।

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—অর্জুনের প্রতি ভগবানের এই উপদেশ সার্থক হইয়া উঠিয়াছে আলোচ্য গ্রন্থের ব্রজলীলা, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও রাসখণ্ডের মধ্যে। পার্থসারথির এই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী অমৃতত্ব লাভ করিয়া ফল্গুধারার মতো জাতীয় জীবনকে অভিসিঞ্চিত করিতে সর্বকালে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। সেই অমৃত স্রোতের কল্লোল যে বাঙালী শুনিতে পাইয়াছিল প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য গ্রন্থে রাধা ও ব্রজগোপীদের শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ-প্রসঙ্গে। রাধাসহ ব্রজগোপীগণ সমস্ত বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া এবং কুল-মান-লজ্জা বিসর্জন দিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আত্মদানপূর্বক অর্জুনের প্রতি ভগবানের উপদেশবাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে। সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগপূবক একমাত্র ভগবানের শরণই যে প্রকৃত কাম্য তাহা ব্রজগোপীগণের চরিত্রে সুপরিস্ফুট। গীতার এই উপদেশবাণী গোপালবিজয়ের গোপীগণ সার্থক করিয়া তুলিয়াছে নিজেদের আচরণের মধ্য দিয়া। গোপীগণকে আত্মসাৎ করিতে

---

১ গো. বি, পৃ ৩২৬-৩২ ২ ঐ পৃ ৩২৭

৩ বা. বৈ. ধ, পৃ ৪৬ ; গো. বি, পৃ ৩৩০-৩২ ৪ ভা, ১০।৪৭।৬১

৫ বা. বৈ ধ, পৃ ৪৬-৭

ভগবানকেও যথেষ্ট প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। বিভ্রান্ত অর্জুনকে তাঁহার কর্তব্যবিষয়ে উপদেশ দিতে ভগবানকে নানা যুক্তির অবতারণা করিতে হইয়াছে; পরিশেষে অর্জুন আত্মসমর্পণ করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। গোপালবিজয়েও দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে আত্মসাৎ করিতে রাধিকার চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। এই বিষয়ে গোপালবিজয়ের নিম্নোক্ত ছত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—

এত শুনি রসমঅ চতুর বনমালী।
সব মোর দোষ বুলি তুষিল গোআলী॥
তবে সে শরণ করি ত্রিদশের রাএ।
গোপবধূ রাধিকার চরণে লোটাএ॥ পৃ ২৪৩

এই প্রসঙ্গে গীতগোবিন্দের নিম্নোক্ত শ্লোকটি স্মরণীয়,—

স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারম্॥১০।৯

গীতগোবিন্দে উল্লিখিত রাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির প্রতিধ্বনি পাই গোপালবিজয়ে। গোপালবিজয় শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবের পরে রচিত হইলে কবি কখনও ঐরূপ উক্তি করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, গীতগোবিন্দকার যেভাবে প্রেমধর্মের মহিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, গোপালবিজয়-কার কবিশেখরও সেই প্রেমধর্মের জয়ঘোষণা করিয়াছেন স্বীয় গ্রন্থে।

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন 'গোপীগণ গীতার জঙ্গম প্রতিমা। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এই গোপী-কথাকে একটি নূতন বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। গীতার সর্বধর্ম পরিত্যাগের বাণীকে মূল ভিত্তি করিয়াই এই দুইজন গীতিকবি একটি নূতন কথা বলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। শ্রীভগবানের প্রার্থনাতেই গোপতনয়া রাধা আত্মসমর্পণে, দেহদানে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীরাধাকে সংসার সমাজ স্বজনের সর্ববন্ধন হইতে মুক্ত করিতে শ্রীকৃষ্ণের সুনিপুণ চাতুর্যের অন্ত ছিল না। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই বর্ণনা সবিস্তার।'

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের বংশী ও রাসখণ্ডে এই বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণ নানা কৌশলে রাধার মন আকর্ষণ করিয়াছেন। রাধাও সমস্ত খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ধর্ম

পরিত্যাগপূর্বক অখণ্ড ধর্মের নিদান ও একমাত্র শরণ্য ভগবানের শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণে গীতার বাণী সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। গোপালবিজয়কার গীতার শাশ্বত বাণীর সার্থকতার রূপদান করিয়া ভারতীয় ধর্মের নিত্যকালের আলোকবর্তিকা-ধারণে যথার্থ অধিকার লাভ করিয়াছেন।

গোপালবিজয়ে নিহিত বৈষ্ণব ধর্মের যে আলোচনা করা হইল, তাহাই শ্রীচৈতন্যদেবের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কালে বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ। এই সময়ে লিখিত অপর দুই-খানি গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এই ধারাই পরিলক্ষিত, ইহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীচৈতন্য-পূর্ববর্তী বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব ধর্মের কি স্বরূপ ছিল, তাহা গোপালবিজয়ে অধিকতর সুস্পষ্ট হওয়ায় বৈষ্ণব ধর্মানুশীলনে তথা বাঙ্গালা সাহিত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের সূচনা হইবে, মনে করি।

বিশ্বভারতী, বিদ্যাভবন
শান্তিনিকেতন

শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বিশ্বভারতী

গোপালবিজয়

কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ

॥ সঙ্কেত ॥

এ = এসিয়াটিক সোসাইটির (গভর্ণমেণ্ট-সংগ্রহ)	৪৮৮০	সংখ্যক	পুঁথি
ক.ক = কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের	৯৬০	"	"
ক.খ = " "	৯৬১	"	"
ক.গ = " "	৯৬৩	"	"
পা = বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের (আদর্শ পুঁথির পাঠ)	২৬২৪	"	"
বি. ভা = বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের	৫৩৯৪	"	,
সা = বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের	৩১২	"	

/৭ নমঃ শ্রীগোপালায়[১] ॥

দধাসি[২] বিবরং[৩] হরে[৪] কৃতদুরূহকাব্যাল[য়ে[৫]]।
ন কংসভয়মীক্ষ[তে[৬]] হরিত[৭]-বংশসাধুধ্বনিঃ[৮] ॥
নিরন্তরমিবান্ত[রস্ফুরিত[৯]]-যন্ত্রবৃন্দাবনঃ।
স ভক্তজনজীবনো জয়তি দৈবকীনন্দনঃ ॥

গোপীজনব[ন্দিতভবতরণঃ[১০]]
সজ্জনচরণরজোঽলঙ্করণঃ[১১]।
গঙ্গাজলবিমলান্তঃ[১২]-করণঃ
সৎ[কবি[১৩]]-পণ্ডিতচিত্তাহরণঃ ॥

[লিখতি[১৪]] শ্রীকবিশেখর এতাং
প্রতিপদসময়াং[১৫] পদসমুপেতাম্।
নিরবধিমধুর[১৬]-প্রকৃতরসি[১৭]-কালীং
শ্রীগোপালবিজয়-পঞ্চালীম্ ॥

॥ শ্রী[১৮]রাগ[১৯] ॥

একে একে দেবতার কত নিব[২০] নাম   নারাঅণচরণে আমার পরণাম।
এক সুবর্নে জেন নানা অলঙ্কারে   তেন নারাঅণ সব-দেব[২১]-অবতারে।
প্রসঙ্গে কহিএ[২২] বেদপুরাণের সারে   পণ্ডিত মুরুখে সব বুঝিহ[২৩] বিচারে।
ব্রহ্মা-আদি তৃণ-অন্ত জত কিছু দেখ   নারাঅণময় সব দেখ[২৪] পরতেখ।
জেন সব নদ নদী সমুদ্রকে জাএ   তেন সব-দেব-পুজা নারাঅণে পাএ।
আচারে বিচারে বেদ বেদান্তে না পাই   অনুভবে ভাবিতে আছএ সব ঠাঞি

১ ক. গ শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ   ২ ক. খ -ত্তী   ৩ ঐ স্ব-   ৪ ক. গ হারঃ   ৫ ক. খ, ক. গ -য়ো   ৬ ক. খ -ত, ক. গ -তো   ৭ ক. খ রোহ চ-   ৮ ঐ -ধ্বান   ৯ ক. খ, ক. গ -রাস্ফুরদ   ১০ ক. খ -ন্দে ভবাধন   ১১ ঐ -লকিরণঃ   ১২ ক. গ -নির্ম্মলস্ত-   ১৩ ক. খ, ক. গ -কার-   ১৪ ঐ লিখিতং   ১৫ ক. খ -সমু-   ১৬ ক. গ -মধুরে   ১৭ ক. খ নিরবধিরাস-   ১৮ ক. খ গৌরী   ১৯ অতঃপর ক. গ পুঁথির অতিরিক্ত, জয় জয় গোপাল গোবিন্দ ॥ধ্রু॥   ২০ ক. খ কতেক লব   ২১ ঐ বেদ   ২২ ক. গ কহিব   ২৩ ক. খ বুঝহ   ২৪ ক. গ জেন

সেই নারাঅণ চিদানন্দ নন্দসুতে   শুনিতে শুনিতে মনে বাসি অদভুতে।
কি কহিব আর জত অংশ-অবতারে   দুষ্ট মারি সৃষ্টি রাখিল বারে বারে।
সে সব প্রভুর জদি অবতার হএ   তা সব বন্নিতে তনু মন নাহি লএ।
একু[১] গোপরূপে জত করিল বিলাস   তাহাই কহিতে[২] মনে অধিক উল্লাস।
ভাল মন্দ হউ কিছু[৩] না লব বিচার   জে কিছু কহিঞা[৪] দিব[৫] নন্দের কুমার।
পুরূবে আছএ বেদ পুরাণ ভাগবতে   কবি বন্নিআছে জত জার জেবা[৬] মতে।
পণ্ডিতজন[৭] সব শুনিঞা পাএ সুখে   শাস্ত্রের মরম কত জানিব মুরুখে।
মুরুখের ঠাঞি সব শ্লোক বিকল   বানরের হাথে জেন ঝুনা নারিকল।
জ্ঞান না থাকিলে শ্লোক[৮] বুঝএ[৯] পাষণ্ড   বিনি দন্তে কি করিব সেই ইক্ষুদণ্ড।
সহজেই[১০] কলিকালে[১১] মুরুখ আপার   পণ্ডিত জনের হব বিরল প্রচার[১২]।
কলিতে[১৩] বিদ্যাএ দুনু[১৪] বাঢ়এ[১৫] অহঙ্কার   পুথিতে অভ্যাস[১৬] করে ধন আর্জিবার
অশেষ প্রবন্ধ করে লোক ভাণ্ডিবারে[১৭]   নানা পরকারে[১৮] পৌসে[১৯] নিজ পরিবারে।
হেন মতে কলিকালে পণ্ডিতের[২০] বেহারে[২১]   নরদেহ ধরি জেন বুলে[২২] অহঙ্কারে।
লোক রঞ্জিবারে করে কপট আচার[২৩]   মনশুদ্ধি নাহিক আটোপ-মাত্র সার।
কলিকালে লোকের[২৪] বুঝিল নহে চিত[২৫]   কেবা[২৬] সে মুরুখ আর কেবা[২৬] সে পণ্ডিত।
কেহো কেহো অভ্যাসে দড়ায়ে[২৭] বাট বহে   কেহো কেহো অভ্যাসে অশেষ শাস্ত্র কহে :
অভ্যাস করিলে জদি[২৮] পণ্ডিত বোলাই   কেবা নহে পণ্ডিত আনহ মোর ঠাঞি।
সেই সে পণ্ডিত যে রন্ধ্রে[২৯] মোক্ষ জানে   ইহা বহি[৩০] মুরুখ বুঝিহ[৩১] অনুমানে[৩২]।
কাম্য ধর্ম্মে পণ্ডিতে মুরুখ করি জান   অন্য কর্ম্মে দুঃখ বহি ফল নাহি আন।
কৃষ্ণবৈষ্ণবে জার সমতা ব্যবহার   তাহা বহি পণ্ডিত নাহিক কেহো আর।
একেতে অধিক[৩৩] নাহি ভাষার বিচারে   বুঝিঞা মরম অর্থ করিহ বেভারে[৩৪]।

১ ক. গ এক   ২ ক. খ বর্নিতে   ৩ ঐ কেহো   ৪ ক. গ বর্নিয়া   ৫ ক. খ দিল
৬ ঐ কত নাটকের   ৭ ক. গ পণ্ডিতে তা   ৮ পা সব   ৯ ক. খ বুঝহ   ১০ এ সহজে
১১ ক. খ সহজেই কালে   ১২ ঐ বিচার   ১৩ এ কলিব   ১৪ ঐ পুন   ১৫ এ বাঢ়ে, ক. খ বাঢিব   ১৬ এ পৃথিবিতে আভ্যাস   ১৭ ক. গ সব পর ভাদিয়া আপন নাম করে   ১৮ ক. খ পরবন্ধে   ১৯ এ পোসে   ২০ ক. খ করে   ২১ ক. গ ব্যবহারে   ২২ ক. খ করে নানা
২৩ ক. গ আচার বিচার   ২৪ ক. খ কেবে   ২৫ ক. গ বুঝিতে নারি চিত্ত   ২৬ ঐ কিবা
২৭ ক. গ দড়াতি   ২৮ এ জবে   ২৯ ক. গ রান্ধব   ৩০ ঐ বই   ৩১ ক. গ বুঝহ
৩২ পরবর্ত্তী দুই ছত্র কেবল এ-পুঁথির পাঠ   ৩৩ ক গ এত্তেকে অধিকার   ৩৪ ঐ করি ব্যবহার

লৌকিক বলিঞা না করিহ উপহাসে   লৌকিক মন্ত্রেসি সাপের[১] বিষ নাশে।
তেন কলিবিষ নাশে লৌকিক কীর্তনে   নাম দেব করিব নিকট পরমাণে[২]।
পণ্ডিতে সে[৩] জত পঢ়ে ভাগবত[৪] পুরাণে   কেবা না বুঝএ লোক লৌকিক আখ্যানে[৫]।
সে অর্থ বুঝিলে[৬] ফল পাই বা না পাই   সে সব বিচার বুঝিহ[৭] তার ঠাঞি।
জে জন পণ্ডিত বুলি[৮] ধরে অহঙ্কারে   পুরাণ ভাগবত তার[৯] আছে ভারে ভারে।
জে জনার নাহিক অধিক বিউপতি[১০]   গোপালচরণে তার[১১] থাকুক ভকতি।
ভাষাদোষ না বাছে ভাবনা মাত্র জানে   রসের বচন দুই কহিঞা[১২] বাখানে।
কিবা মোর হেন জারা আছে গুণগন্ধে[১৩]   তার লাগি করিএ[১৪] পাঁচালী-পরবন্ধে।
ভাবকের পরাঅণ[১৫] জোগীর সরবস   রসিক জনের জেন[১৬] মূর্তিমান রস।
ইহলোকে পরলোকে হিত উপদেশ   গোপালদেবের কেলি কৌতুক বিশেষ।
বিষয়ীর প্রাণ ধন বৈরাগীর ফল   বৈষ্ণব জনের ভাণ্ড সভার সকল।
পদ দুই শুনিলে মরম নাহি পাই   কি রস চিনির কণা জিভ্বাএ ছোয়াই[১৭]।
রসিক জনেসি[১৮] জানে রসের চাতুরী   জিভ্বা বিনি[১৯] কোন অঙ্গ না লএ মাধুরী।
জাকে জার[২০] অভিরুচি সেসি তারে ভাএ   পল্লভ ছাড়িঞা উষ্ট্র[২১] কণ্টক চিবাএ।
সব কালে সম্পদে কথাঙ[২২] নাহি জাএ   সকল মধুরে কেহো কিছু নাহি পাএ।
সব ভাল ফুলে মালা নাহিঁ গাথে মালী   সব খন[২৩] মধুর না কুহুলে কোইলী[২৪]।
সকল মধুরে এক ঠাঞি নাহি সিধি   অমৃত উগারি বিষ উগারে পওধি[২৫]।
হেন মতে[২৬] দোষ গুণ দেখিঞা সংসারে   দোষ আচ্ছাদিঞা গুণ করিহ[২৭] প্রচারে।
আর একখানি দোষ না লবে আহ্মার[২৮]   পুরাণের অতিরেক লেখিব আপার।
অবিচারে আপতি না দিহ দোষ[২৯]-ভারে   স্বপনে কহিঞা দিল নন্দের কুমারে।
তবে মহাকাব্য কৈল[৩০] গোপালচরিত   তবে কৈল গোপালের কীর্তন-অমৃত।
গোপীনাথবিজঅ নাটক কৈল আর[৩১]   তমু গোপ[৩২]-বেশে মন না পুরে আহ্মার[৩৩]।

---

১ এ মন্ত্রে সর্পের   ২ ক. গ পরনামে   ৩ এ সেব   ৪ ঐ ভারথ   ৫ এ বাখানে
৬ ক. গ বুঝিতে   ৭ ঐ বুঝহ   ৮ ঐ বলি   ৯ ক. গ তবে, এ ভারথ তারা   ১০ ক. গ বিৎপত্তি   ১১ এ কিছু   ১২ ক. গ রহিয়া   ১৩ ক. গ -বন্ধে   ১৪ ক. গ করিনু
১৫ এ পরান   ১৬ এ ইএ   ১৭ ঐ ঠেকাই   ১৮ ক. গ জনেই   ১৯ এ বহি
২০ ঐ জারে জারে   ২১ এ থাকিতে উঠ   ২২ ক. গ কোথাও   ২৩ ঐ সর্ব্বক্ষণ
২৪ এ বোল না বোলে কোকিলি   ২৫ ঐ পওনিধি   ২৬ এ কত   ২৭ ক. গ করিবে
২৮ ঐ আমার   ২৯ এ দেষ-   ৩০ ক. খ বৈল   ৩১ এ সার   ৩২ ঐ গো-
৩৩ ক. গ আমার

তবে সে[১] পাঁচালী করি গোপালবিজএ   বৈষ্ণবচরণ[২]-রেণু করিঞা হৃদএ।
সিংহবংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন   শ্রীকবিশেখর বুলি[৩] বোলে সর্ব জন[৪]।
বাপ চতুর্ভুর্জ নাম মাও হীরাবতী[৫]   কৃষ্ণ জার প্রাণ ধন[৬] কুল শীল জাতি॥

॥ সুহই ॥

আছএ মথুরা নামে পুরী[৭] মনোহর   জাহার তুলনা নাহি ত্রৈলোক্য[৮]-ভিতর।
মরকত-মণিএ[৯] বান্ধিল ঘাট বাট   সুবন্ন-রচিত[১০] ঘর রত্নের কপাট।
চুড়ার কলসে[১১] পরশিল শশধরে   মেঘের বিশ্রাম-ধাম রজতপ্রাচীরে।
সুগন্ধি কুসুম বুলি জার নাম আছে   সে সব রুপিল আওআসের কাছে কাছে।
স্ফটিকে বান্ধিল কেলি-সর নাছে নাছে[১২]   মণিএ[১৩] বান্ধিল[১৪] পারিজাত গাছে গাছে[১৫]
কেতকীকুসুম-ধূলি দেখিএ[১৬] নগরে   রুধির করাঘাতে নারীর[১৭] পওধরে।
নিবিড় বন্ধন করে[১৮] নারীকে সভারে   কলহ যুবতীগণ[১৯] মান পরিহরে।
বিবাদ দেখিএ সব শাস্ত্রের বিচারে   আখিলোহ দেখিএ অতিথ-অনুসরে[২০]।
পুরী দেখি গুণিজন-হৃদঅহরণে   অতিশঅ সংশঅ[২১] দেখিএ[২২] গুনিজনে[২৩]।
রম্ভাদি সুন্দরী সব হস্তলেখ করি   আগু কিছু পরিখিলা[২৪] শিল্পের চাতুরী।
তবে ব্রহ্মা কংসভএ জার পুরনারী   নির্মাণ করিল চারি মুখে অবধারি।
জার রূপ[২৫]-কথা শুনি স্বর্গ-বিদ্যাধরী   আজিহো নিমিষ নাহি কুবলঅ[২৬]-ধারী[২৭]।
সে সব সুন্দরী জবে[২৮] দেখি স্বামিস্থানে   রতিকামে জনমএ[২৯] পিশাচ-গেআনে।
জে অঙ্গ দেখিএ সেই অঙ্গে অলঙ্কার   না জানি বিধাতা জানে কত পরকার[৩০]।
না দেখিএ[৩১] গাও বিন্দু[৩২] গন্ধ চন্দনে   কপূর্র তাম্বুল বিনু না দেখি বদনে।
সুগন্ধি কুসুম বহি নাহি[৩৩] দেখি কেশে   মদনে সহিতে কিছু না দেখি বিশেষে।

১ ক. গ -ই   ২ পা -জনের   ৩ ঐ নাম   ৪ এ তৃভুবন   ৫ ক. গ শ্রীচতুভু জ মা হরাবতি   ৬ এ জাহার প্রাণ   ৭ ক. গ -পুরি নাম   ৮ এ, ক. খ শংসারে   ৯ ক. গ মনেতে   ১০ এ সুবর্ণের জত   ১১ ক. গ বল সে   ১২ ঐ সরোবর কাছে   ১৩ ক. গ মালিকে, এ মলিএ   ১৪ ঐ রাখিল   ১৫ ক. গ নাছে নাছে   ১৬ এ, ক. খ আছএ   ১৭ ঐ রূধিরে করঙ্গাঘাত দেখি   ১৮ ঐ সব   ১৯ ক. গ কহিল সুরতি জন   ২০ এ ব্যবহারে   ২১ ক. গ সঞ্চয়   ২২ ঐ দেখিয়া   ২৩ ক. গ -গনে   ২৪ এ বিচারিল   ২৫ ঐ গুন-   ২৬ এ -কবে, ক. গ -কবি   ২৭ এ, ক. গ -লয়ধরি   ২৮ ক. গ সবে   ২৯ ঐ জনমর্ত্ত   ৩০ এই স্থানে বিশ্বভারতীর ২৬২৪ সংখ্যক পুঁথির আরম্ভ।   ৩১ পা দেখিল   ৩২ ক. খ বিনি, পা বিনে   ৩৩ পা বিনে না

সভেক্ৰি[1] সুন্দর আরে[2] মনোহর ভাতি   বিনি[3] না পুছিলে কারো না জানিএ জাতি ।
রজনীতে ভঅ কিছু নাহি পুরজনে   হাথে ধনু নগর জাগাএ[4] পাঁচবাণে ।
পথের দোপাশে সারি সারি[5] রামকলা   লাখ[6] হেমকলস[7] উপরে জঅমালা ।
কৌতুকে নাগরী সব দেখে[8] চন্দ্রশালে   মদনে পাতিল জেন চান্দের পসারে ।
জবে বা রাবণ হেন হএ দশমুখ   তবে কিছু অনুভই মথুরার সুখ ।
হাট-কলরব শুনি হেন লএ[9] মনে   পুনরপি কেবা করে পওধি-মথনে ।
ব্রহ্মাএ জতেক মনে করিতে না পারে   তত বস্তু পাইএ প্রতি পসারে[10] পসারে[11] ।
জেখানে পসরা লোক তার কাছি কাছি[12]   মধুএ বেঢ়িল[13] জেন আছে[14] মধুমাছি ।
কল[15]-রবে কোহো[16] কিছু না শুনিএ[17] ঠামে আখর লেখিঞা দেই জার জেই[18] নামে[19]
মথুরার মহিমা সে কহিতে না জানি[20]   কংস মহারাজার জেখানে[21] রাজধানী[22] ।
ব্রহ্মাএ জাহার লাগি খাওআইবে[23] ভারে   মহেশ জাহার তরে[24] ভিক্ষুক আচরে ।
ইন্দ্র জাহার ডরে[25] সুমেরুশিখরে   দশ দিক ভালিতে সহস্র আখি ধরে ।
জমের মহিষ বৃষ মহেশের লঞা   কুবের ধন আনে[26] শকটে পুরিঞা ।
দানপরিবাদ-ভএ বলি রসাতলে   মাথার মণির ভএ বাসুকি পাতালে ।
জাহার প্রতাপতাপে[27] সমুদ্র শুষিল[28]   নিজগজ-মদজলে পুন তা পুরিল ।
তেঞি সে আজিহো নাহি হএ জলশুধি[29]   সভেঞি মলিন জল দেখিএ পওধি[30] ।
কংসরাজ-ভএ বহ্নি জথাবিধি জলে   বিনি ধুমে অগ্নি জলএ ঘরে[31]-ঘরে ।
অগ্নির জতেক দুখ[32] কহনে না জাএ[33]   জেই জেনমত বোলে তেনমত হএ ।
কুসুমপতন-ভএ রাজার উপবনে   চামরের বাও জিনি[34] বহএ পবনে ।
সর্বকাল সম্পূর্ণ উঠএ[35] শশধরে   দেবেহো না খাএ অংশ কংসরাজ-ডরে[36] ।
জথাবিধি নিজ তেজ ধরে[37] দিবাকরে   জথাবিধি জাতাআত উদঅ-আদি করে[38] ।

১ পা সভেঞি   ২ ঐ আর   ৩ এ বিপ্র   ৪ পা জাএ, এ ধনু নগরে জোগাএ   ৫ ক. খ শোভে শোভে   ৬ এ লাম্ব   ৭ ক. খ -মরকত   ৮ এ দেখি   ৯ ঐ করে   ১০ ক. খ একুই   ১১ এ ঘরে ঘরে   ১২ এ কাছে কাছে   ১৩ পা বেঢ়িঞা   ১৪ ঐ থাকে   ১৫ এ জন-   ১৬ ক. খ জন কলরবে   ১৭ এ নাহি শুনে   ১৮ ক. খ জেবা   ১৯ পা কামে   ২০ ক. ক. কে জানে   ২১ ক. খ -স্থানে   ২২ এ রাজের সেস্থানে রাজস্থানি   ২৩ ক. ক, ক. খ খাওআইবে, ক. খ খামজই   ২৪ ক. ক, এ লাগি, ক. খ ঘরে   ২৫ এ লাগি, ক. খ জার ভয়ে রহে, পা তরে   ২৬ এ কুবেরের ধন লএ, ক. ক লএ।   ২৭ এ -ভএ   ২৮ ঐ উথথিল   ২৯ পা -শুদ্ধি   ৩০ ক. খ তেঞি জলনিধি   ৩১ পা প্রতি   ৩২ পা জাতনা   ৩৩ ক. খ, এ কহিতে না জুয়ায়   ৩৪ ক. খ বিনে না   ৩৫ ক. গ উদয়   ৩৬ ঐ -ভএ   ৩৭ এ করে   ৩৮ পা করে দিবাকরে

জার বন্দিজন-নঅনাঞ্জন জলে[১] আজিহোঁ জমুনা বুলি বহে ক্ষিতিতলে।
চারি জলধি[২] জার মথনের ভএ হইঞা শরণাগত[৩] পরিখা বোলাএ।
জার প্রতাপতাপে[৪] পৃথবী টলবলে তাহার তুলনা দেউ কমন বাউলে।
হিমালঅ ধবল জার জশ গাএ জার জশঘর্ম-বিন্দু ক্ষীরোদ[৫] বোলাএ।
কোথাহোঁ হাতের শঙ্খ দর্পণে না দেখি কংসকথা শুনিতে[৬] আনের[৭] কথা লেখি
আর কি কহিব[৮] জার বধের কারণে অজ হঞা গর্ভবাস লভিল[৯] নারাঅণে।
গোপালবিজঅ নর শুন মনোহরে বিনি নাএ পার হবে সংসারসাগরে[১০]।
কহে কবিশেখর সংশঅ[১১] পরিহরি মথুরানগর লোক দেখ আখি ভরি॥

॥ **দীর্ঘচ্ছন্দ**। ধানশী[১২] ॥

কংসপরিবার-ভরে পৃথবী সহিতে নারে
জাএ দেবী পাতালভুবনে
বাসুকি বিনঅ করি হিত উপদেশ বলি
রহাইল অনেক জতনে।
শুন হের বসুমতী কোরোধে না দিহ মতি[১৩]
রিপুকে না দিহ কভোঁ পৃষ্টি[১৪]
ব্রহ্মাদি ত্রিজগতনাহা আগু তার ঠাঞী জাহা[১৫]
জেমতে[১৬] রাখিল হএ সৃষ্টি[১৭]।
বাসুকিবচন শুনি বসুমতী মনে[১৮] গুণি
চলিলা[১৯] ব্রহ্মার সন্নিধানে
গোরূপ ধরিঞা দেবী ব্রহ্মার চরণ সেবি[২০]
কান্দে কান্দে[২১] অঝর নআনে।
অভিমানে উত্তরোল মুখে না নিস্বরে[২২] বোল
উসসি উসসি[২৩] দেবী কান্দে

---

১ এ বন্দির জলের নয়ন নঞ্জন ২ ক. ক জলনিধি; ক. গ উচারিল জলনিধি, ক. খ চারি জলে বিধি ৩ পা লবনাগত ৪ ঐ বল প্রতাপে ৫ পা পরিক্ষ্যা ৬ এ কহিতে ৭ পা ভীমাদি ৮ এ কিছু কহি ৯ ঐ কহিলা ১০ ঐ নৌকায় হবে পার এ ভব সংসারে ১১ পা সংসার ১২ ক. খ পতমঞ্জরী ১৩ এ চিত্তি ১৪ ঐ পৃষ্ঠ ১৫ ঐ ব্রহ্মাদ্য জগতেশ্বর তারে কয় গোচর ১৬ পা জেমতি ১৭ এ শ্রীষ্ট ১৮ এ বলে ১৯ পা জাএ দেবী ২০ এ ধরি ২১ ঐ দেবী ২২ পা নাহি স্বরে ২৩ এ হিফিঞা২

জত দেবগণ আছে সঙ্গে[১] একে একে পুছে[২]
কার বোলে সম্মতি না দে[৩]।
জত দেবগণ কহে[৪] উত্তর না দেই মোহে
নঅনে গলএ জলধারে
কাহার[৫] কাতর বোলে ব্রহ্মা মাথা নাহি তোলে
দেবলোকের হৃদএ বিদরে।
তোহ্মারে জে নিবেদিব সে আপনে সহি সব[৬]
তোমেঞী সকল[৭] তত্ত্ব জান
আতি মনে দুখ পাঞা[৮] তোহ্মাকে কহিল সিঞা[৯]
স্বরূপ বচন মোর শুন[১০]।
শুন হের প্রজাপতি অনেক প্রাণ-শকতি
এত দিন রাখিল সংসারে
এবে কংসবংশ-ভার সহিতে না পারি আর
প্রাণ লঞা জাঙ[১১] স্থানান্তরে।
জত জত দেব বইসে সভেঞী কংস-তরাসে[১২]
নিজ নিজ দেবীর হারাএ[১৩]
তবে মহাদেবী-সনে করিঞা গুপত প্রেমে
নানা ধন সাজাঞা পাঠাএ।
একে সে অসুরজাতি আরে দেব অন্যমতি[১৪]
ইথে কে করু প্রতিকারে
এই বড় পরকারে[১৫] আপনা রাখিতে নাবে[১৬]
জশ অপজশ[১৭] কোন ছাবে।
শুনি বসুমতীকথা ব্রহ্মাএ না তোলে মাথা
দেবলোক করে ঠারাঠারি

১ পা সভে ২ ক.ক আছে ৩ পা দেহ ৪ ঐ আছে ৫ পা জাহার ৬ এ সফল সে সব হইব ৭ ঐ তুমি সে সকলি ৮ ক.ক, পা পাই ৯ পা তেঞী কিছু কহিতে চাই ১০ পা পাপিষ্ঠ পেসন হেন মান ১১ এ জাব ১২ ক.ক কংসের ত্রাসে, এ জত দেব আছে বসি সভেহি কংসের ত্রাসি ১৩ ক.ক, এ নিজরূপ তেজি জার ভয়ে ১৪ এ অনুমতি ১৫ ক.খ উপকারে ১৬ পা পারে ১৭ এ পরাক্রম

অসহিষ্ণু[১] নারদ কলহের বিশারদ
ততক্ষণে দিল প্রত্যুত্তরি।
আবুধ[২] দেবগণে কিবা ভাব মনে মনে
এ বোল আহ্মাতে[৩] নাহি জাএ
বসুমতী সঙ্গে কর ক্ষীরোদের তীর চল
জথা আছে দেব দেবরাএ[৪]।
এই বোল হএ বুলি উঠিলা দেব[৫]-মণ্ডলী
গেলা জথা দেব নারাঅণে
ব্রহ্মা এই অনুমানে কি করিব প্রভু-থানে
জোগনিদ্রা ঘুচিব কেমনে।
আশ্বাসিঞাঁ বসুমতী স্তুতি করে প্রজাপতি
সুললিতগহনবচনে
নারদ বিপঞ্চি[৬]-রাএ লক্ষ্মী-প্রসাদএ পাএ
চিআইলা কমললোচনে।
বচনের অবিষঅ[৭] তোহ্মার[৮] গুণনিচঅ[৯]
রূপ নিরূপিল নহে মনে
বচন মনের পার তোহ্মার[৮] সহজাচার[১০]
স্তুতি করে কোন আগেআনে।
তোহ্মার[৮] স্তুতিসমঅ[১১] মৌন উচিত হঅ
ভক্তিভাবে করিএ[১২] গোচর[১৩]
জাহার জতেক মতি বুদ্ধি অনুমানে[১৪] স্তুতি
সে দোষে সেবকে নাহি ডর।
ত্রিগুণ-অতীত রূপ দেব না জানে স্বরূপ
কৌতুকে প্রকৃতে দিলে[১৫] মন
সৃজিঞা এ ত্রিভুবন মোরে কইলে কারণ[১৬]
তোহ্মার[১৭] মাআ বুঝে[১৮] কোন জন।

১ এ আছিলা তপা ২ এ অবোধ ৩ পা য়েমতে ৪ পা নারায়ণ ৫ পা দেবের ৬ পা, ক. ক বিনার ৭ পা চরণের অভিষঅ ৮ ঐ তোমার ৯ এ, পা -নিশ্চয় ১০ পা -পার ১১ এ, ক. ক মহাশয ১২ পা করাএ ১৩ পা করাএ মুখরে ১৪ পা তাহার অনুমান ১৫ এ, ক. ক দেহ ১৬ এ অকারণ ১৭ পা তোর ১৮ ঐ বুঝিবে

স্বর্গ মর্ত পাতাল   এ তোহ্মার[১] ইন্দ্রজাল
  সৃজন পালন সংহার[২] লীলাএ
মোহোর কতেক বুধি[৩]   কি তোহ্মার[৪] জানে[৫] শুধি
  ভ্রমি বুলি[৬] তোহ্মার[৪] মাআএ।
এবে সে বিতথা দেখি   ইথে[৭] বসুমতী সাখি
  . কহ দেবী কংসের বেভার
জত দেবগণ ছিল   ' নিজ রূপ ছাড়িল
  ভ্রমি বুলে দিগ দিগান্তর।
বসুমতী জত কহে   শুনিঞা সে দআমএ
  স্মিত[৮] সুললিত কিছু কহে
জেন দশ দিগ ভরি   বিজুলী উজলী[৯] করি
  মেঘ বরিখএ[১০] অবগ্রহে।
ভাল বইলে দেবগণ   আহ্মার[১১] আছিল মন[১২]
  পৃথবীর খণ্ডাইব ভারে
জেবা কংস মহাবল   তারে[১৩] কথাঁ মহীতল
  ত্রিভুবন বেআপিতে পারে[১৪]।
বসুদেবসুত হঞা   দেবকীর গর্ভ পাঞা
  জনমিব অষ্টম গর্ভরূপে
ধরিব মানুষাকার   করিব লৌকিকাচার
  কংস জেন না জানে স্বরূপে[১৫]।
আহ্মার[১১] শরীরান্তরে[১৬]   রাম হঞা নন্দঘরে
  জনমিব রোহিণী-উদরে
জশোদার উদর পাঞা   জনমিহে মহামাঞা[১৭]
  লক্ষ্মী সরস্বতী স্থানান্তরে।

১ পা তোর ২ এ শৃজ লার সংগার ৩ ক. ক বুদ্ধি ৪ পা তোমার ৫ এ জান ৬ পা বুলে ৭ ঐ হের, ক. ক ইবে ৮ পা স্মৃত, ক. ক স্তুতি, এ স্মৃতি ৯ ক. গ, এ উজ্জল ১০ পা সএ ১১ পা আমাব ১২ এ, ক. ক মুনি কহে নারায়ন ১৩ ক. গ ঢাকে ১৪ এ নারে ১৫ ক ক লপিতে না পারে ১৬ ক. ক আমাব অন্তরে ১৭ এ, ক. ক মহামায়া জন্ম জাঞা

রম্ভোর্বশী-আদি[১] করি জত স্বর্গ[২]-বিদ্যাধরী
জন্ম জাঞা[৩] গোকুলনগরে
মোর অনুচরগণ জত আছে দেবগণ
জন্ম গিঞা গোপ ঘরে ঘরে।
এত নানা পরকারে কহি পূর্ণ অবতারে
পাঠাইল সভা আশ্বাসিঞা
ভ্রূকুটি হাথের সানে সভে গেলা জথাস্থানে
পরম আনন্দ মনে পাঞা।
কহে কবিশেখর শুন হে আবুধ নর
হরি বিনু সকল আসারে[৪]
জপিতে না কর লাজ হরি হেন মন্ত্ররাজ
সংসারবিষম[৫]-বিষ জারে[৬] ॥

॥ কানড়া[৭] ॥

এথা কংস মহাবল[৮] করিঞা মন্ত্রণা বাপ উগ্রসেনে দিল বহুত[৯] জাতনা।
বাপ কারাগারে থুঞা নিগড় বন্ধনে আপনে করএ রাজ্য বিবিধ বিধানে।
অন্তঃপুরে[১০] নিরন্তর করে মধুপানে ভালমন্দ রাজ-কাজ কিছুই না জানে।
ত্রিভুবনে জত আছে পরমসুন্দরী তা সভা কৌতুকে আনে[১১] নিজ অন্তঃপুরী।
করএ বিবিধ কেলি[১২] নানা কুতূহলে দূত দিঞা পাঠাএ জাহার জেই ঘরে।
কংসভএ সে সব সুন্দরী মহীপালে জানিঞা না জানে হেন করে ব্যবহারে।
হেনমতে নানা সুখ ভুঞ্জে অন্তঃপুরে[১৩] রম্ভাদি লঞা জেন ইন্দ্র কেলি করে।
একদিন দৈবকী দেখিল মহারাজে[১৪] কার নারী বলিঞা পাইল বড় লাজে[১৫]।
বিরসবদনে রাজা হইলা বাহিরে[১৬] আপনা অপনি তিরস্করিঞা অন্তরে[১৭]।
বিধির লিখন কভো খণ্ডনে না জাএ জাহার যে ভাবি থাকে সে অবশ্য পাএ[১৮]

১ এ আদ্য ২ ক. ক সুন্দর ৩ পা গিঞা ৪ ক. ক অসার ৫ পা -বিষম ৬ এ, ক ক জালে ৭ এ শ্রী ৮ এ -রাজ ৯ এ বিবিধ ১০ পা অভ্যন্তরে ১১ এ আনিল হরি ১২ ঐ একত্রে বিবিধ কৈল ১৩ পা অভ্যন্তরে ১৪ এ দৈবকীর দেখি বেবোহারে ১৫ ঐ হবে বুলি চিন্তিত অন্তবে ১৬ ঐ গুণি মনে বড় লাজ ১৭ এ মহারাজ ১৮ ঐ অবশ্য তাহা হয়ে

ত্বরাএ বিচার নাহি চাহে[১] কংসাসুরে মনেক্ষি বরিল রাজা[২] বসুদেব বরে।
আর অদভুত দেখ বিধির ঘটনে রতনে কাঞ্চনে জেন করিল জোটনে[৩]।
সহজে কুলীন পুত্র রূপের অবধি সর্বশাস্ত্রে বিশারদ সব-গুণ-নিধি[৪]।
কুবের-অধিক ধন দানে কল্পতরু আচারে বিচারে শিক্ষা দীক্ষা দেবগুরু।
পরম জতনে জবে[৫] ত্রিভুবন চাই তভোঁ হেন বরগুণ[৬] একত্র না পাই।
একে কংস মহারাজ আরে তাহে জত্ন বচন বলিতে নাহি আইসে নানা[৭] রত্ন।
জলে তৈলবিন্দু[৮] জেন সরিল[৯] বচনে[১০] কানাকানি করিতে জানিল সবজনে।
না বলিতে সে সব দিগ্‌গজ[১১] নৃপবরে[১২] ভাগ্য হেন মানি আইলা জতুকেব ছলে[১৩]।
বচনের বাট কেহো না সহিল ঘরে নিজ নিজ পরিংসদে[১৪] আইলা সত্বরে[১৫]।
কাহোর বচন কেহো শুনিতে না পারে ত্রিভুবন একত্র হইল কংসপুরে।
কংসভএ সরস্বতী বসিলা[১৬] সভাএ সঙ্কেতে সকল কথা কহে মথুরাএ।
একে সে মথুরাপুরী আরে কংসরাজে আরে ত্রিভুবনরাজ[১৭]-মণ্ডল-সমাঝে।
আরে সে দৈবকীপরিণঅ-মহোৎসবে বর্ণিঞা কে আপনাকে দেখাকু[১৮] সেঁ সবে।
জাতাআত লোকের সে[১৯] পথ নাহি পাএ[২০] পেলিল[২১] সরিষা তল নাঞী জাএ।
ত্রিভুবনে বাদ্য[২২] বলি জার নাম আছে বাজএ সে সব[২৩] বাদ্য প্রতি নাছে নাছে।
নিশি-অবশেষে জত স্বর্গবিদ্যাধরী ধরিঞা বিবিধ[২৪]বেশ হাথে স্বর্ণ[২৫]-ঝারি।
কিন্নরী মঙ্গল গীত গাএ জন্ত্র বাএ গন্ধর্ব নাচুনী[২৬] নাচি নাচি ধীরে জাএ।
হেনমতে পানিসাহে মথুরানগরে পুরনারী[২৭] হুলাহুলী দেই ঘরে ঘরে।
বিভাহ-জাত্রিকজন জত জত দেখি শপত করিঞা কেহো না নিমিটে[২৮] আখি।
বসুদৈবকীর বিভাহ-উৎকণ্ঠাএ রজনীত্রিজামা-বিধি করিল ত্বরাএ।
হেন বেলে[২৯] পূর্ব দিগে বনিতাবদনে চুম্বিলেক শশধর সহস্র নআনে[৩০]।[৩১]
কর-আগে দূর করি তিমিরপটলে পরশিল উদএ-শিখরি-পওধরে।

১ এ সহে ২ পা বর ৩ এ হইল জোড়নে ৪ পা গুণের অবধি ৫ এ জার
৬ ঐ গুণরব ৭ এ কত ৮ ঐ -বিম্ব ৯ ক.গ গুরিল ১০ ক.ক ভ্রবএ রতনে
১১ পা দিগন্ত ১২ পা -বলে ১৩ পা সকলে ১৪ এ পরিচ্ছদে ১৫ পা সকলে
১৬ পা কহিল ১৭ ঐ -লোক ১৮ এ বসিঞা কি দেখাএ আপনা ১৯ পা কথা এস
জাতাআতে ২০ এ বহে ২১ ঐ পেলিএ ২২ ক.খ বিদ্যা ২৩ এ বাজাএ বিবিধ
২৪ ঐ করিঞা মোহন ২৫ এ সুবর্ণের ২৬ ঐ তরুণি ২৭ এ -জন ২৮ ঐ নিমিষে
২৯ ক.গ মতে ৩০ পা লাজে মুকুলিতে হইল কুমুদ নঅনে ৩১ অতঃপর দুই ছত্র পা-এ নাই

সে দিগে বনিতা হাসি কমলবদনে লাজে মুকুলিত কইল কুমুদনআনে।
সেবিঞা বান্ধুলি কি পতিত দ্বিজরাজে পশ্চিম সাগরে ঝাপ দিল সেহ লাজে
তার অনুশোকে[১] প্রিঅতমা কুমুদিনী জোগবলে অনুসরে[২] হেন অনুমানি।
দিঅড়ি জলএ জত আওারি আওআরি চিত্রলেখিত জেন দেখি সারি সারি।
দিগে দিগে শুনিএ কপোতকুল রাএ কুরলে বাঅসগণ বসিঞা বাসাএ।
প্রাতঃক্রিয়া করিঞা সকল লোকজনে নানা দেশের কথাএ বসিলা[৩] থানে থানে[৪]
কথোক্ষণ গোঙাইল[৫] স্নান দেবার্চাএ[৬] কথোক্ষণ রন্ধনভোজন-চরচাএ[৭]।
কথোক্ষণ নৃত্যগীতবাদ্য-আদ্য[৮] রসে হেনমতে নানাসুখে নেআএ[৯] দিবসে।
বিভাহের সে সব জাত্রিক পরিৎসদে[১০] দেবদানবনাগ[১১]-লোক নাহি ভেদে।
দুমা দামা দড়মসা দগর[১২] কাহালে মৃদঙ্গ পটহা কাঁসি[১৩] তাল করতালে।
বিপঞ্চি[১৪] ঝরঝরী ভেরী[১৫] শঙ্খ সিন্ধুআন[১৬] থমক মহুরী ঘণ্টা বাজে জথাস্থান।
স্বরমণ্ডল সপ্তস্বরা আতি-মনোহরে[১৭] রুদ্র কবিলাস আদ্য প্রতি ঘরে ঘরে[১৮]।
কিন্নরী সঙ্গীত গাএ বাএ দেবগণে নাচএ গন্ধর্বগণ[১৯] বিবিধবিধানে।
গীতসম বাদ্যসম সম-নৃত্য[২০]-রঙ্গ[২১] নৃত্যসম লঅসম সম-অঙ্গভঙ্গ।
পাএ পাএ মহাতাপ[২২] দেখি মনোহরে রাতিএ দিবস বুদ্ধি জানিল[২৩] সংসারে।
কুমুদ মুদিত হইল কমলবিকাশে[২৪] গুপ্ত অভিসারিকা নেঅটী ঘর[২৫] আইসে।
হেনমতে সকল দেখিএ বিপরীত জন-কোলাহলে ত্রিভুবন চমকিত।
হাথসানে কংস লোক[২৬] নিশবদ করে তথা শুভক্ষণে উগ্রসেন বর[২৭] বরে।
গন্ধর্ববিধানে বিভা করে কন্যা বরে অন্যোন্য কুসুম[২৮]-গেণ্ডু পেলি পেলি মারে।
দশ দিগ কংস নিজোজিল জনজালে[২৯] তা হইতে ইন্দ্র হইলা দশদিক-পালে।
পুরোহিত কুশ বান্ধে কন্যা-বরের করে হরেক বন্ধন কিবাপূর্ব রঙ্গ করে[৩০]।
ঐরাবত হেন গজ দিল শতে শতে উচ্চৈঃশ্রবা-সম[৩১] অশ্ব[৩২] দিল যূথে যূথে[৩৩]।

১ এ -তাপে ২ ঐ -মানে ৩ পা কথা বসি ৪ এ স্থানে২ ৫ পা আইল ৬ এ, ক. ক -চ্চনে ৭ ঐ গোঙাইল রন্ধন ভোজনে ৮ ঐ অর্থ ৯ পা নেআইল ১০ এ পরিচ্ছদে ১১ ঐ -গন্ধর্ব ১২ এ দামামা দগড় কাঁসি দাদড় ১৩ ঐ ভেরি ১৪ পা ঝিল্লি ১৫ ঐ বাঁসি ১৬ এ বিধানে ১৭ পা ররাবে ১৮ পা বাদ্য নানা রবে ১৯ এ -নারি ২০ এ নিত্য ২১ পা -ভঙ্গে ২২ পা -তপে ২৩ এ রাত্রিতে দিবস বলি হইল ২৪ এ -প্রকাশে ২৫ ঐ দিঅটি গন ২৬ ক. ক, ক. গ জন ২৭ এ কন্যা ২৮ ঐ পুষ্পের ২৯ এ -ভালে ৩০ এ তার পূর্ব রঙ্গকালে ৩১ এ, পা হেন ৩২ ক. ক ঘোড়া ৩৩ পা সহস্রস্রাতে

মহেশবৃষ-সম বৃষ[১] লক্ষে লক্ষে   জমের মহিষ-সম মহিষ অসংখ্যে।
কামধেনু-সম ধেনু দিল পালে পালে   চিন্তামণি হেন মণি[২] মুকুতার মালে।
বরুণে আনিঞা দিল স্বর্ণজল-ধারে   শতপল রচিত দিল কনকের থালে।
চারিকোণ পৃথবীর এক কোণ দিল বরে   ত্রিকোণ পৃথবী রাজা[৩] ভুঞ্জে কংসাসুরে।
স্থান-অবসর না দেখিঞা উগ্রসেনে   কত কত মহাধন উচ্ছর্গিল মনে।
কিছুই না দিল বুলি লৌকিক আচারে   পঞ্চ হরীতকী দিয়া করে পরিহারে।
অগ্নিদেব আছিলা[৪] আপন দিগ রাখি   ডাকিঞা আনিল কংস অগ্নি কৈল সাখি।
দক্ষিণা কনকগিরি দিতে কংসাসুরে[৫]   অনেকজতনে তা রাখিল পুরন্দরে[৬]।
কংসনারী-আদি করি জত[৭] নারীজনে   কন্যা-বর লঞা জাএ[৮] পরমজতনে।
বাসহরে নাহিথ ব্রহ্মার[৯] অধিকারে   নিজপুর-নারীগণ[১০] আপন সুখে করে।
বাসহরে অগ্নিপ্রিয়া[১১] করএ রন্ধনে   বাউ-দেবী ফুক দিঞা জ্বালে ঘনে ঘনে।
বরুণতরুণী তাহে তুলি দেই পানি   হাথ নাড়ি দেখাএ শিখাএ মহেন্দ্রাণী।
দেবনারীগণ সব বস্তু দেই[১২] আনি   বাসহরে সুখে বসি রান্ধে কংসরাণী[১৩]।
ইন্দ্রাদিদুর্লভ অন্ন ব্যঞ্জন সকলে   নরদেহে অনুভএ দেখ কর্মফলে[১৪]।
জত জত পুছে দেবদানব-সুন্দরী   উত্তর না দেই রহে[১৫] হেঠ মাথা করি[১৬]।
মাথা তুলি নাহি চাহে অনেকজতনে   লজ্জাএ বিফল করে সকল নএনে।
সহস্রনআন অনুরূপ রূপ সাজে   ত্রিনঅন মুখ নাহি তোলে সেই লাজে।
বাসহরে জত কথা কহিতে না পারি   রতি জাতে কামকার মদন প্রহরী।
ইন্দ্রাদি দেবতা তিরি-রূপ ধরি রঙ্গে   ভুঞ্জএ বাসহর-সুখ পুরনারী-সঙ্গে।
তথাঞি আছএ হেন চতুর নাগরী   তোষএ নাগর পাঞা লখিতে না পারি।
সুরনর[১৭]-নাগরী কিবা একোই না চিনি   নিমিষ না কইলো কেহ বসন্ত[১৮] রজনী।
চারি ভিতে[১৯] বরকে বেঢ়িল নারীগণে   বালচাঁন্দ বেঢ়ি জেন শোভে[২০] তারাগণে।
মনে মনোভব সহি সকল জুবতী   হাস্য[২১] রস পরিহাসে পোহাইল রাতি।
সেই সব পরিৎসদে কংস নৃপবরে   কন্যা-বর অনুবর্জি[২২] গেলা কথো দূরে॥

১ পা দিল   ২ এ সম মনি গজ   ৩ ঐ রাখি   ৪ এ দেবতা ছিলা   ৫ ঐ কংসবাএ
৬ এ দেবরাএ   ৭ পা সব   ৮ এ গেলা   ৯ ক. ক, এ কাহার   ১০ পা অতিরিক্ত, -জে
১১ এ, ক. ক জাঞা   ১২ এ দিল   ১৩ এ রান্ধয়ে ইন্দ্রানি   ১৪ এ দেখহ সকলে   ১৫ ঐ শুনে   ১৬ অতঃপর, তিন ছত্র পা-এ নাই   ১৭ এ -পুর   ১৮ এ পোহাইল   ১৯ পা দিগে
২০ ঐ রহে   ২১ এ বাহ্য   ২২ পা

॥ বরাড়ী ॥

হাথসাঁনে নিশবদ[১] করি[২] সব জনে দৈবকী প্রবোধে কংস মধুরবচনে।
না কান্দ ভগিনী না জন্মাহ মতিমোহে আমি কংস থাকিতে কী ভঅ দুখ তোহে।
একুই উদরে জন্ম দেখ কর্মফলে পরভাগ্যে উপজীবী হএ কন্যা হইলে।
ততদিন থাকে বাপ মাএর অধিকারে জতদিন হএ নাঞি বিভাহ-বেভারে।
সেই স তনআ জারে সভাএ[৩] প্রশংসে সেই স তনআ জে শ্বশুর-ঘরে বইসে।
জবে স্নেহবশে কন্যা থাকে বাপ-ঘরে অবশ্য কুটিল লোক আন বুদ্ধি করে।
দেবতাকে অধিক সেবিহ[৪] গুরুজনে উত্তরে[৫] উত্তর না দিহ স্বামিস্থানে[৬]।
দোষেহোঁ স্বামীকে কভো না হইহ[৭] বাম পরিজন[৮] জিজ্ঞাসা করিহ অবিরাম।
নাঅরগরবে না করিহ কোন কাজে স্বপনেহো স্বভাবে করিহ সাললাজে।
সংক্ষেপে কহিল গৃহনি-ব্যবহারে দেখিঞা উভঅ কুলে করিবে বেভারে[৯]।
বসুদেবকরে ধরি রাজা কংসাসুরে ভগিনীরে সমর্পণ করে লোকাচারে।
দৈবকী সভার প্রাণ শিশুকাল হইতে না পারে পরের[১০] বড়[১১] বচন সহিতে।
বোলকে মাছির বাএ[১২] সহে নাহি গাএ দিবসে আপনা ছাআ[১৩] দেখিঞা ডরাএ।
ভোখ শোষ কারে বুলি হেনঞী[১৪] না জানে বচন বলিতে নাহি করে অভিমানে।
আহ্মা[১৫] দেখি সহিবে সকলদোষ-ভার গুণ বহি দোষ কিছু না লবে ইহার[১৬]।
এত বলি বিষাদে বিকল[১৭] নরপতি অচম্বিতে শুনিল আকাশসরস্বতী[১৮]।
অহে মহারাজ কিকে[১৯] করহ হাতাশ দৈবকী-অষ্টমগর্ভে তোহ্মার[২০] বিনাশ।
দৈবকী-অষ্টমগর্ভে জন্মিব জেই জন অবশ্য তাহার হাথে তোহ্মার[২০] মরণ।
শুনিঞা আকাশবাণী কংস মহাসুরে কোরোধে অরুণ আখি কাপএ অধরে।
আন বলি[২১] ধরিলেক দৈবকীর কেশে[২২] সম্ভ্রমে কাটিতে খড়্গ তুলিল আকাশে।
হেন বেলে বসুদেব কাতর-উত্তরে কি কর কি কর বুলি ধরিলেক করে।
ভগিনীকে স্নেহ জত করিলে এখনে[২৩] তাহার প্রতীত কি দেখাহ সর্বজনে।
শ্লথ কর কেশপাশ না ধর বিষমে[২৪] বজ্র পড়িএ নাঞি শিরীষকুসুমে।

১ পা নিসধ ২ ঐ কারে ৩ এ জাকে সভাতে ৪ ঐ নাহি ৫ এ তথাপি ৬ ঐ -মনে ৭ পা হইল ৮ এ গুরু- ৯ এ আচার ১০ ঐ কাহার ১১ পা যত ১২ ঐ বাও ১৩ পা আপছায়া ১৪ এ একুই ১৫ পা আমা ১৬ এ দোষের না করিবে বিচার ১৭ এ, ক.ক বিষাদ করিল ১৮ ঐ কহিল আকাশে বশুমতি ১৯ এ কেহ্নে ২০ পা তোমার ২১ এ এত শুনি ২২ ঐ কেশপাশে ২৩ পা আপনে ২৪ এ, ক.খ কর যতনে

জাহার প্রতাপতাপে[১] ত্রিভুবন রাজে   স্ত্রীবধে খড়্গ তোলহ না বাসহ[২] লাজে।
মরণ[৩] শরীরধর্ম্ম শুণাহ সভাএ[৪]   আকাশে কহএ কথা এহো মনে লএ[৫]।
জদি বা শুনিলে তুমি আপনার কানে   তবে কোন কৈতব বুঝিএ অনুমানে।
তোমার ভগিনী বিভা করিতে না পাঞা   কেবা কি বৈল বাদে আকাশে থাকিঞা।
হবে সেই সত্য বুলি[৬] জানিলে বিশেযে   সে হইলে ভগিনী আছএ কোন দেশে।
কোরোধে না দেহ মতি শুন কংসরাজ   ভগিনী বধিলে পাছে পাবে বড় লাজ।
ছাড় কেশপাশ হের পড়হুঁ চরণে[৭]   পুনরপি আহ্মারে[৮] ভগিনী কর দানে।
নহে যে উচিত হএ করহ আহ্মার[৯]   দৈবকীর ঘুচক অপত্য-ব্যবহার।
শুনিঞা প্রভুর আতি-কাতর বচনে   দৈবকী কান্দিঞা[১০] কহে কংসের চরণে।
প্রভু জে কহিল কথা সেই সত্য[১১] হএ   অবশেযে কহিল বিরুদ্ধ মতিমোহে[১২]।
কথাঙ পরের দোযে পর দোষী নএ[১৩]   আহ্মার[৯] কেবল দোষ প্রভুর কি দাএ।
তবে সে কাতর আখি গদ্‌গদস্বরে   আপন মনের দুখ কহে প্রাণেশ্বরে।
না কান্দ না কান্দ প্রভু নহ ত কাতরে   কাহার শকতি আছে দৈব-উপরে।
এখন জাউক জীউ[১৪] তোহ্মার[১৫] সমুখে   ইথে এ তিরির নাহি তিল মন[১৬]-দুখে।
সবে মোর হৃদএ রহিল বড়[১৭] শালে   তোহ্মা[১৮] হেন স্বামী না সেবিলোঁ কথো[১৯] কালে।
হেন রূপে[২০] গুণে বিধি স্বজিঞা আহ্মারে[২১] জাবত জনম-শোক রহিল[২২] তোহ্মারে[২৩]।
বাসহর-তাম্বূলরাগ আছএ অধরে   অরুণিত নআন বাসর উজাগরে।
ইহাতে করিল বিধি হেন বিঘটনে   আহ্মা[২৪] ছার তিরি সোঁঅরিবে কোন গুণে।
কতি[২৫] গেলা পাত্র মিত্র সকল সভাএ   দেখিল শুনিল কিবা বোলে কংসরাএ।
আহ্মার[৯] অপত্যে হবে জানিলে বিনাশে   আহ্মা[২৪] তিরি বধিঞা সাধিবে কোন জশে।
আহ্মার[৯] অপত্যে জদি করে কংস অপকার   কিবা সিধি[২৬] সাধিব রাখিঞা সেই ছার।
অপত্য হইলে নিঞা দিব কংস[২৭]-বরাবরে   জেবা মনে লএ তাই করিহ তাহারে।
জবে বা প্রতীত নাহি করহ আহ্মারে[২১]   নিজ অনুচর কিছু দেহ মোর ঘরে।

১ ঐ প্রতাপে কাঁপে ২ এ কোন ৩ পা বচন ৪ এ সভারে ৫ ঐ আকাস কি কহে কথা অদ্ভুত সংসারে ৬ এ বোল হবে ৭ অতঃপর, পরবর্ত্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ৮ পা আমারে ৯ ঐ আমার ১০ এ বন্দিয়া ১১ পা সব ১২ এ পুত্র হইলে তত্ত্ব হইহ মহাশয় ১৩ এ কোথাহোঁ স্ত্রির দোষে স্বামীর দোষ নহে ১৪ পা প্রাণ ১৫ পা তোমার ১৬ এ এক তিল মোর নাহি মোর ১৭ পা এক ১৮ পা তোমা ১৯ এ চির ২০ ঐ বশ ২১ পা আমারে ২২ ক. ক মন দুখ রাখিল, এ দুঃখ রাখিল ২৩ পা তোমারে ২৪ পা আমা ২৫ পা কোথা ২৬ পা সিদ্ধি ২৭ ঐ আনি দিব

দৈবকীবচনে কংস[১] ক্রোধ সম্বরে   মন্ত্রে জেন কুলীন সাপের বিষ হরে।
পাত্রমিত্র-বচন করিঞা[২] পুরস্কারে   নিজলোক দিঞা পাঠাইল কন্যা-বরে।
পথে জাইতে কন্যা-বরে দেখে জেই জন   সাধু সাধু করিঞা বাখানে ঘনে ঘন।
জথাবিধি আচার করিঞা কন্যা-বরে   মাও বাপ কৌতুকে আনিল নিজ ঘরে।
শ্বশুর শাশুড়ী পুত্রবধূ কোলে করি   কত আশীর্বাদ করে মনোরথ পুরি।
শম্ভুর বনিতা-সম হইহ বল্লভা   ইন্দ্রের ইন্দ্রানী-সম হইহ দুল্লভা[৩]।
কৌশল্যাসমান[৪] তুমি হইহ পুত্রবতী   সাবিত্রীসদৃশ তুমি হইহ সতী।
হেনমতে কৌতুকে মঙ্গল নানা রসে   ভুঞ্জএ[৫] বিবিধ সুখে দিবসে দিবসে।
দেখিঞা রাজার আতি-পাপিষ্ঠ হৃদএ   কথো দিনে করিলা রোহিনী পরিণএ।
হেনমতে সুখে জবে গেল কথো দিনে   দৈবকীর দেখিএ কিছু গর্ব্ভের লক্ষণে।
বসুদেব তা শুনিঞা হরিষ বিষাদে   চরমুখে নিতি রাজা শুনএ সংবাদে।
দৈবকী সমঅ পাঞা জদি প্রসবিল   কংসদুতে উলটিঞা দেখিতে না দিল।
প্রথম-অপত্য-অপমৃত মতিমোহে   অপত্য দেখিতে নাঞি পাএ আখিলোহে।
মাএ কি দেখিতে পারে পোএর[৬] মরণ   দৈবকী ধরিল কংসদুতের চরণ।
সভাকার[৭] আছএ অপত্য-ব্যবহারে   সভেঞি জানিএ দুখ সুখের[৮] বিচারে।
দশ মাস উদরে ধরিল কার তরে   প্রসববেদনা অনুভই কিস[৯] তরে।
রোগলক্ষ্যে মইলে এতেক দুখ[১০] নহে   জীঅন্ত[১১] মারিব[১২] পুত্র কার প্রাণে সহে।
আন নহে আপনার সহোদর ভাই   তবে[১৩] হেন বিচার বুঝিব কার ঠাই।
খেমা কর দুতজন[১৪] পরহু চরণে   বারেক দৈবকী দেখি দেহ পুত্র-দানে।
জাহ সভে জাহার তাহার পুত্র লঞা   দেহ নিঞা কংস-ঠাঞি আহ্মার[১৫] বলিঞা।
এথা মহা-মহাধন দিমু তো সভারে[১৬]   পুরুষে পুরুষে বসি খাইহ স্থানান্তরে।
না শুনিল হেন করি দৈবকী-বচন   হাতে ধরি[১৭] কাঢ়ি লৈল[১৮] কংসদুত-জন।
মোহ পাঞা দৈবকী পড়িলা ভূমিতলে   দুতে শিশু দিল নিঞা কংস-বরাবরে।
দেখিঞা সুন্দর শিশু দআ উপজিল   কি করিব হেন মনে ভাবিতে[১৯] লাগিল।
২২ হইতে মৃত্যু জবে না বইল আহ্মারে[২০]   কেহ্নে[২১] হেন অকারণে মারিব কুমারে।

১ এ এথা ত দৈবকির বোলে   ২ পা করিএ   ৩ এ সুলভা, পা দুর্ল্লভা   ৪ পা -সদৃস   ৫ পা ভুঞ্জিএ   ৬ এ পুত্রের   ৭ পা সভাই, ক. ক সব বাই, এ সভারাই   ৮ পা সোকের   ৯ এ কিসেব   ১০ ঐ সোক   ১১ পা জিতত   ১২ পা মারিবে।   ১৩ এ তার   ১৪ ঐ হের   ১৫ পা আমার   ১৬ পা দিমু তোমার   ১৭ এ হইতে   ১৮ পা পুত্র নিল   ১৯ এ মন কবিতে   ২০ ঐ ইহার হাথেতে মৃত্যু নহিব আমার   ২১ পা কেনে

ইহা বুলি রাজা তবে কহে দুতজনে   দৈবকী-অষ্টমগর্ভ আনিহ জতনে[১]।
ইহা বুলি বসুদেব ডাক দিঞা[২] আনি   বিনঅপূর্বকে কিছু বইল প্রিঅবাণী।
লঞা জাহ ঘর তুমি আপন কুমার   ইহা হইতে ভঅ কিছু নাহিক আহ্মার[৩]।
তবে বসুদেব আতিহরষিত হঞা   সেই পুত্র দৈবকীর কোলে দিল লঞা[৪]।
তা দেখি দৈবকী দেবী[৫] আপনা পাসরি   আনন্দে[৬] উৎসব করি মনোরথ পুরি[৭]।
এই মত দুই তিন চারি পাচ ছঅ[৮]   না মারিল পুত্র তার কংস মহাশঅ[৯]।
দৈবকীর পরিণঅ দেখহ[১০] সংসারে   বিনি নাএ পার হবে সংসারসাগরে[১১]।
গোপালবিজঅ নর শুন একমনে   কহে কবিশেখর অমৃত-বরিষণে॥

॥ আহের। দীর্ঘচ্ছন্দ[১২] ॥

একদিন কংসরাজ   করিঞা[১৩] নিজ সমাঝ
বসিলা সকল বন্ধুজনে
হৃদএ আতি-কাতরে   কহে গদ্‌গদস্বরে
বজর বিন্ধিল জেন ঘুনে।
শুন পাত্রমিত্রগণ[১৪]   হেলাএ না দিহ মন
মরণে অধিক ভঅ[১৫] নাঞি
আমি হেন মনে জানি   মিথ্যা নহে দৈববাণী
নিঅতিকে না সহে বড়াঞি।
স্বর্গ মর্ত পাতাল   সভ মোর[১৬] অধিকার
দেবলোক খাটে মোর ঘরে
আমার কটক-বলে   বসুমতী টলবলে
এভোঁ নাহি ঘুচে মৃত্যুডরে।
আপন রক্ষা-নিমিত   সমএ করহ[১৭] রাত[১৮]
আপন-অধিক কেহো নহে

১ এ আমার তজ্জনে ২ ঐ ডাকিআ ৩ পা না রইল আমার ৪ পা নিঞা ৫ এ নারি ৬ পা অনেক ৭ এ মথুরা নগরি ৮ ক. ক, এ পাচ ছয় মাসে ৯ ঐ ছাড়িল হরিসে ১০ এ শুনহ ১১ ঐ ভবসিন্ধু জদি হবে পারে ১২ পা-এ নাই ১৩ পা করি ১৪ এ সভে পাত্র-জন ১৫ পা দুখ ১৬ এ আমাব সভ ১৭ পা করিএ ১৮ এ হিত

চতুর্বর্গের[১] সাধন আত্মা[২] পরম ধন
আত্মা রহিলে সব রহে ।
বসু[৩]-দৈবকী আনি নেহ তার পরানি[৪]
ছঅ পুত্র মার[৫] আছাড়িঞা
সেবক আহ্মার[৬] কাছে জত দেবগণ[৭] আছে
জাহ সর্ভে মথুরা ছাড়িঞা ।
শুনিঞা কংসের[৮] কথা সভার হৃদএ বেথা
শোকে কেহো মাথা নাহি তোলে
অক্রুর সে মহামতি মন্ত্রণাএ বৃহস্পতি
ত্রিযোগ-নির্মাণ[৯] কিছু বলে ।
শুন শুন মহারাজ কহিলে মনের কাজ
তোমা বহি কে জানে মন্ত্রণা[১০]
জার ভ্রূকুটী-লীলাএ অসাধি সাধিল হএ
তার কেহে হৃদএ জন্ত্রণা ।
বসুদেব দৈবকী ইহা ছার কথা[১১] লেখি
কি আহ্মা বল[১২] করহ[১৩] মোরে
ভুজদণ্ডে গজদণ্ডে দেখি[১৪] করোঁ খণ্ডে খণ্ডে
আপনা পাসর কেনে ভোলে ।
একখানি বোল তহি তেঞি এত দিন সহি
কহিতে সংকোচ করি মনে
জবে নারদাদি[১৫] কহে তবে কিছু মনে লএ
নরহাথে তোহ্মার[১৬] মরণে ।
হেন বেলে তুরে ছিঞা[১৭] দ্বারী[১৮] জানাইলাসিঞা[১৯]
দ্বারে সে নারদ মুনিবরে

১ ঐ -র্বেদ ২ পা আগো ৩ এ -দেব ৪ ঐ লহ তাঁহারে ডাকি ৫ এ মারিল ৬ পা আমার ৭ ঐ -তাদী ৮ এ রাজার ৯ ঐ নির্ব্বাসন ১০ অতঃপর, দুই ছত্র পা-এ নাই ১১ পা কোথা ১২ ঐ আমা করিবে ১৩ ক.গ করি ১৪ পা দেখ ১৫ এ নারদ ১৬ পা তোমাব ১৭ এ, ক.গ বেলা সিগ্র জাঞা ১৮ এ ঝাট ১৯ এ, ক.গ - গীঞা

শুনি কংস-পরিবার　　পাল্য[১] বড় চমৎকার
　　গেলা সভে মুনি[২]-অনুসারে।
মুনি দেখি কথো দুরে　　আগুসরি কংসাসুরে
　　দিল পাদ্য অর্ঘ্য আচমনে
করিঞা অতিথ-পুজা　　পালঙ্কে বসিলা রাজা
　　প্রশ্ন কহে[৩] মধুরবচনে।
দেখিঞা আতি-সম্ভ্রম　　নারদে লাগিল ভ্রম
　　বড় শঙ্কা ভাবিল[৪] অন্তরে
দুষ্টের আতি-আদর　　সব অনুরথ[৫] ফল
　　মনে গুণি[৬] পড়িল ফাফরে।
কংস করে পুটাঞ্জলি　　মুনিরে করি[৭] সিঅলি
　　বিষাদ মনেত ভাবিঞা[৮]
নারদ সকল শুনে　　মাথা নাড়ে ঘনে ঘনে
　　মুখ চাহে হাসিঞা হাসিঞা।
জার চরণাশীর্বাদে　　ত্রিভুবন নিরাপদে
　　তার কিবা শুধাব কুশলে
জার শুভ আগমন　　ত্রিকাল[৯] শুভসুচন[১০]
　　কি শুধাইব আগমন-ফলে।
তভো চপল হৃদএ　　মুখর করাএ মোএ[১১]
　　শুভ-আগমন-শুদ্ধি চাহে
শুনিঞা[১২] কংসের কথা　　সভার হৃদএ[১৩] বেথা
　　নিভৃতে নিভৃতে কিছু কহে[১৪]।
সকল দেবতাগণে　　করিল গূঢ় মন্ত্রণে[১৫]
　　তোহ্মা সভা[১৬] বধিবার তরে[১৭]

১ পা পাইল　২ পা মুনির　৩ ক. গ পুন করে　৪ এ লাগিল　৫ এ, ক গ সকল অনর্থ　৬ পা মুনি　৭ পা মুনি করে　৮ এ, ক. গ বিনত অবনত সির হঞা　৯ ক. গ ত্রিলোক　১০ এ -ক্ষন　১১ ঐ শুধাবারে চাহি মোহে　১২ পা জানিঞা　১৩ এ, ক. গ হৃদয়ে পাইয়ে　১৪ পা বোলে　১৫ পা করিঞা সদৃঢ় মেনে, এ করি দৃঢ় মন্ত্রনে　১৬ পা তোমা সব　১৭ ক. গ. এ মারিব সরূপে

কহিল সার[1] সন্দর্ভ দৈবকী-অষ্টমগর্ভ
কেবল[2] তোহ্মার[3] মৃত্যুডরে[4]।
কি আর করসি হেলা তোহে সভ[5] দেব মেলা
ভাল হেন না দেখিএ কাজে
দেখিঞা[6] সভার মতি ছাড়িলোঁ মো স্বর্গ-বসতি
কিছু না রইল মুখলাজে।
হেন পরকার কর জে আপনে জীতে[7] পার
আপনার বহি[8] কেহো নাই
ধন জন রাজ্যভার সব হএ কত বার
আপনা রাখিলে সভ পাই।
ইহা কহিঞা[9] নারদ কলহের বিশারদ
কৌতুকে চলিলা নিজ স্থানে
শুনিঞা মুনির বোল মনে আতি-উত্ত[10]-রোল
ভএ কংস[11] হরিল গেআনে।
জত বন্ধু বান্ধবে ডাকিঞা[12] আনিল সভে[13]
কহে রাজা কাতরবচনে
দৈববাণী জত বৈল নারদে কহিঞা দিল[14]
হবে মোর নিশ্চঅ মরণে[15]।
জখন জে হএ সহি বিপদে কাতর নহি
উজ্জোগ[16] করিতে জত হএ
দৈব-উপবে ভার কুপুরুষ-ব্যবহার[17]
এ পুনঃ[18] রাজার নীত নহে[19]।
আনিঞা[20] ছঅ কুমার মারিল তা বারে বার[21]
বসুদেব দৈবকীরে আনি

১ পা সকল ২ পা কহিব ৩ ঐ তোমার ৪ ক. খ, ক, গ তোমার মৃত্যুরূপে, এ বধরূপে ৫ এ তোর সব ৬ এ দেখি তা ৭ এ বাইচে ৮ ঐ আপনা বৈ ৯ এ এত কহি ১০ ঐ ভএ কংশ আতি- ১১ এ মনে মনে ১২ পা ডাক দিঞা ১৩ এ -বন্ধবেরে ডাকিল ত সত্বরে ১৪ ক. গ তা কহিল, পা-এ নাই ১৫ পা-এ নাই ১৬ এ, ক.ক উপাঅ ১৭ পা পরকার ১৮ ক. গ এখনি ১৯ এ হএ ২০ পা আনি তার ২১ পা আনিল তার বিদ্যমান

বান্ধিঞা নিগড় তারে[১] থুইল নিঞা কারাগারে[২]
মরণকারণ দোঁহো জানি।
পাত্রমিত্র জত[৩] ছিল সভাকারে আদেশিল
মোর বোলে জাহ ঠাঞি ঠাঞি
পৃথবীতে জত জত দেবলোকে অনুগত
তারণ করহ তথাঞি[৪]।
জপ[৫] জজ্ঞ দেবার্চন জতেক[৬] বৈষ্ণব জন
হরি[৭]-কথা জেবা জথা করে
চাইঞা তার লহ[৮] প্রাণ ইথে নাহিক আন
দেবের উল্লেখ জেন নএ।
গো ব্রাহ্মণ তীর্থ জত নঠ[৯] কর অবিরত
জেন নহে দেবের প্রচার
জত ভারথ-পুরাণ সব কর খান খান
আর জেন নহে সদাচার।
ইহা বুলি কংসাসুরে গেলা নিজ অন্তঃপুরে
পাত্রমিত্র গেলা জথাস্থানে
বসুদেব-কারাগারে . পাইক থুইল[১০] থরে থরে
রাতিদিন আন নাহি জানে।
দৈবকীর[১১] সাত[১২] মাস গর্ভের পাইঞা[১৩] ৰাস
সব লোক কহে[১৪] কানাকানি
জোগনিদ্রার বলে গর্ভ কাটি নৈল ছলে
রোহিনী-উদরে থুইল আনি[১৫]।[১৬]
তবে গর্ভপাত বলি ঘোষএ মথুরাপুরী
হাতাশ হইল কংসাসুরে[১৭]

১ এ নিগুড় তাহে ২ ঐ কারাগারে লৈযা থোয়ে ৩ এ জথা ৪ ক. গ সেই ঠাঞি, পা কর সেই ঠাই ৫ এ সব ৬ এ, পা জথা বা ৭ পা দেব- ৮ পা চাই লেহ তার ৯ এ মানা ১০ ক. গ রহে, পা দিল ১১ পা এথান্তরে ১২ পা পাঁচ ১৩ পা পাইল, এ হইল ১৪ এ করে ১৫ পা আনি থুল ১৬ অতঃপর, চারি ছত্র পা-এ নাই ১৭ এ -পুরে

আতিশুক্ল[১]রূপ ধরি অংশরূপে শ্রীহরি
উপজিল রোহিণী-উদরে।
বসুদেব গুপ্ত করি আনি রোহিণী[২] সুন্দরী
পাঠাইল নন্দঘোষ-ঘরে
আনিঞা মরম জনে শিখাইল[৩] নানামনে
আনে জেন[৪] লখিতে না পারে।
আহ্মার[৫] হেন সমএ[৬] হইলএ এক তনএ
কংসরাএ আতি-নিরদএ
পাঠাই তোহ্মার[৭] ঠাঞি[৮] তোহ্মা[৯] বহি কেহো নাঞি[১০]
গুপ্ত করি রাখিবে নিলএ[১১]।
নৃপতি আতি-কঠোর জে করু সে করু মোর
এই এক মোর পরিহারে
করিবে এক করম দেখিঞা কংস-ধরম[১২]
পুত্র বলি পালিবে কুমারে।
এতেক বিনতি করি পুত্র-সহিতে সুন্দরী
রহিলাগা গোকুলনগরে[১৩]
দিনে দিনে বাঢ়ে সুত রূপে গুণে[১৪] অদভুত
জিনি শুক্ল[১৫]-পক্ষ শশধরে।
হেনমতে কথো দিনে গোঞাইল দুই জনে
ঘরের মানুষ নাহি জানে
এথা কংস নৃপমণি অষ্টম[১৬] গর্ভ শুনি
রাত দিন আন নাহি মনে।
দৈববশে[১৭] ঋতুকালে গর্ভ হইল[১৮] বন্দীশালে
ভাগ্যকে অশক্য[১৯] কিছু নাঞি

১ এ -শুভ্র ২ পা, এ নিজ ৩ এ সিখাইব ৪ পা জন ৫ পা আমার ৬ এ, পা জোইস বএসে ৭ পা তোমার ৮ এ ঘরে ৯ পা তোমা ১০ এ জেন কেহো লাখিতে নারে ১১ ঐ আলএ ১২ এ সে জষধর্ম ১৩ এ, ক. ক, ক. গ পাঠাইল নন্দঘোষ ঘরে ১৪ পা দেখিএ ১৫ পা কৃষ্ণ ১৬ ক. গ দৈবকীর ১৭ এ দৈবে সে ১৮ পা বহে ১৯ পা অভাগ্য

আপনে সে[১] ভগবানে করিল[২] গর্ভাধানে
কা কহিব[৩] তপের বড়াই।
বসুদেব দৈবকী গর্ভের লক্ষণ দেখি
মনকেহোঁ লুকাবারে[৪] চাহে
কানে[৫] কানে সানে সানে জানিল সকল জনে
হাথসানে চাঁন্দ না লুকাএ।
সহজে মধুরা কাতি[৬] দিনে দিনে আন ভাতি
আনহি দেখিএ তনুলীলা
প্রতিদিনে বাঢ়ে অঙ্গ দেখিতে পরম রঙ্গ
জেন শুক্লপক্ষ-শশিকলা।
বচনে[৭] লুকাইল নহে শরীরে সকল কহে
দেখি তার[৮] গর্ভের লক্ষণে
বদন আতি-ধুসর জেন দিনে শশধর
কপোলজুগল বিলক্ষণে।
সদাএ আলস[৯] মন হাঁমি[১০] উঠে ঘনে ঘন
অবিরত মোড়ে তনুলতা
আলস মন্থরা ভার[১১] নঅন মধুরাকার
লীলাএ জিনিল ভাঙু[১২]-পাতা।
সিন্দুর সুন্দরতর অধর আতি-ধুসর
জেন দুধে ধুইল[১৩] পোঙার
আলস আলস বলে মধুর[১৪] মন্থর চলে
আপন শরীর বাসে ভার।
একে গোর পওধর কালিমা তথি উপর
কমল অকুল মধুকরে
কিবা[১৫] হেম-কটোর বলি দিল মরকত ডালি
কামদেব-গুপ্তভাণ্ডারে।

১ এ শ্রী- ২ পা করিনর ৩ ক.ক করিব ৪ এ, ক.খ লুকাইতে ৫ এ করে ৬ ঐ হেমমুর-, পা কান্তি ৭ পা চরণে ৮ পা ব্যক্ত দেখী ৯ পা আলসলালস ১০ ক.গ হাই ১১ ঐ মধুর তার ১২ ক.গ ভাণ্ডু ১৩ ঐ হইল ১৪ ক.গ মদন ১৫ পা কি

অন্তরে জে চতুর্ভুজে তাহার শঙ্খের তেজে
সর্বাঙ্গ পাণ্ডুমা হেন দেখি
কিবা নর-গর্ভবাসে মনে বিশ্বম্ভর হাসে[১]
তাহার পাণ্ডিমা হেন লখি[২]।
অবিরত মতি-মোএ শজ্যা ছাড়ি ভূম্যে শোএ
ধুলাএ ধুসর কলেবরে
বসুমতী স্নেহ করি কিবা ধেনুরূপ[৩] ধরি
দৈবকীরে আলিঙ্গন করে।
নানা ভক্ষ্যবস্তু পাএ তথাপি মৃত্তিকা খাএ
তেঞি মোর হেন মনে বাসে
পৃথবী মৃত্তিকামই আতি মনে দুখ পাই
গর্ভে কৃষ্ণ করে আরদাসে।
বসিঞা উঠিতে শ্রম অবিরত[৪] মতিভ্রম
নীবিবন্ধন[৫] আলিসাএ
সঙ্কোচ[৬] দেখিএ লাজে সব পরাঅত[৭] কাজে
আর সব কহনে না জাএ।
দেখিঞা দৈবকীভাতি বসুদেব মনে আতি
হরিষ বিষাদে বেআকুলে
দুতে তা নিশ্চএ ভাগে কহিল রাজার আগে
শুনি রাজা হইলা বাউলে[৮]।
কি বোল কি বোল বুলি উঠে[৯] আউদর-চুলী[১০]
খসিল বসন নাহি পরে
কাল কাল জম[১১] ছুটিল[১২] তারাসম
জথা দৈবকী[১৩] বন্দীঘরে।
দেখিঞা গর্ভলক্ষণে রাজা[১৪] শুখাইলা মনে
কি করিব হেনঞি না জানে

১ পা বাসে ২ এ দেখি ৩ ক.গ বেশু- ৪ ঐ আতি বড় ৫ এ নিবিবন্ধ বান্ধীতে ৬ পা সাক্ষী ৭ ক.গ পরাজত ৮ পা বাহিরে ৯ এ, ক.গ উঠিল ১০ ঐ ছলি. ১১ এ, ক.গ জম জম ১২ ঐ বুলিঞা সে ১৩ ঐ ছুটিল দৈবকীর ১৪ এ বাজার

খেনেকে[১] চেতন পাঞা দুত পাঠাইল ধাঞা।
ডাক দিঞা পাত্রমিত্র আনে।
সভার যুক্তিবিচারে কিছু না করিল তারে
আদেশিল সব দুতজনে
জবে সভে আহ্মা[২] চাহ প্রাণপণ করি জাহ
দৈবকীরে রাখহ জতনে।
লক্ষেক রক্ষক বোঢ়া[৩] দিলা[৪] বহুগুণ[৫] বাঢ়া
ক্ষেণে ক্ষেণে মোরে জেন কহে
জোগি কথো জন আন নিমিষ না করে জেন
নিমিষে বিঘ্ন[৬] পাছে হএ।
পাত্রমিত্র জত আছে সভে রহু[৭] কাছে কাছে
না করিবে রাতিদিন বুদ্ধি
মাআবি দেবতাগণ বুঝিতে নারিএ[৮] মন
ক্ষেণে দশবার লবে[৯] শুদ্ধি।
জতেক শকতি পার তত পরকার কর
এই গর্ব্বে নিশ্চএ মরণে
এত[১০] বুলি[১১] কংসরাএ উর্দ্ধ করি দুই বাহে
চাটু করি বলে ঘনে ঘনে।
শুনিঞা[১২] রাজবচন সভে কৈল[১৩] প্রাণপণ
অহংকার[১৪] করে বীরদাপে
জবে একা[১৫] মন করি ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডিতে[১৬] পারি
কি করিব দেবতার বাপে।
সভার বচন ধরি[১৭] হৃদএ আশ্বাস[১৮] করি
অন্তঃপুর গেলা কংসরাএ

১ পা, এ অনেকে ২ পা আমা ৩ এ লক্ষে কক্ষি বেড়া ৪ পা দিলার ৫ এ বিলাষ দ্বিগুণ ৬ ক. গ বিঘটন ৭ পা, এ রহ ৮ এ না পাবি ৯ ঐ নিবে ১০ পা ইহা ১১ এ বলি ১২ পা, এ শুনি ১৩ পা করি ১৪ পা অঙ্গীকার ১৫ ঐ লভে এক ১৬ এ খণ্ডাইতে ১৭ পা করি ১৮ পা ভরোসা, এ বিশ্বাস

রাতি[১] দিবস[২] তথাঞি সুপ্তি[৩] ভুক্তি[৪] জ্ঞান নাঞি
জুগ জেন এক দণ্ড জাএ।
দৈবকীর গর্ভ-বেলী সকল দেবতা মেলী
মর্ত[৫]-লোক করিল সঞ্চারে
চিদানন্দমঅ রূপ দেখিঞা[৬] গর্ভ-স্বরূপ
করে সভেঁ জঅজঅ-কারে।
ব্রহ্মাদি দেবতাগণে হঞা এক চিত্ত মনে[৭]
দণ্ডবৎ পরণাম করে
প্রেমে গদ্‌গদস্বরে পুলকিত[৮] কলেবরে
আনন্দাশ্রু সব দেহ ভরে[৯]।
মহেশ জাহার লাগি সভ লোক দেখে জোগী
জটাভস্ম[১০] দিগম্বর বেশে
ছাড়িঞা সকল[১১] সুখ উন্মত্ত[১২] অধিকরূপ
ভিক্ষা-ছলে বুলে[১৩] দেশে দেশে।
নারদাদি মুনিজনে[১৪] নিশ্চএ না জানে[১৫] মনে
নামমাত্র গাইঞা বেড়াএ
আগমনিগম-বলে আহ্মা[১৬] হেন কত জনে
ভ্রমি বুলে তোহ্মার[১৭] মাআএ।
তোহ্মার[১৭] নামস্মরণে আচাণ্ডাল জত জনে
গর্ভবাস-জাতনা এড়াএ
সে তোমে দৈবকীগর্ভে কে[১৮] জানিব সন্ধর্ভে[১৯]
তোহ্মার[২০] লীলা কহনে না জাএ।
তোহ্মে[২১] ভকতবৎসলে দৈবকীর তপোফলে[২২]
ভৌম সুখ ভুঞ্জিবে কপটে

১ এ রাত্রি ২ পা দিন ৩ এ সুদ্ধি, পা শুক্তি ৪ এ বুদ্ধি ৫ পা মৃর্ত্য- ৬ এ জানিঞা নিশ্চঅ ৭ পা এক চিত্ত এক মনে ৮ ঐ আনন্দাশ্রু ৯ এ আনন্দে সকল অঙ্গ ভরি ১০ ঐ ছটা- ১১ এ সে জন ছাড়িয়া ১২ ঐ উত্তম ১৩ এ ভ্রমে ১৪ এ -গনে ১৫ ক. গ জানিতে ১৬ পা আমা ১৭ পা তোমার ১৮ এ কি ১৯ ক. গ জানে ইহাব সন্ধর্ভ ২০ পা তোর, ক. গ তোমা ২১ ক. গ তুমি সে, পা তোমে ২২ এ কর্ম-

অন্যথা কোন করম তোহ্মার[১] নব[২] জনম
আন নহে এই রূপ[৩] বটে।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড জাহার লোমকুপে অবতার
সে জন দৈবকীগর্ভকুপে
আপনে সে[৪] নারাঅণ ভক্তজন-পরায়ণ[৫]
প্রেমে বশ জানিল স্বরূপে।
ইহা বুলি প্রদক্ষিণ করিঞা[৬] দেবতাগণ
সুখে সভে গেলা জথাস্থানে
এথা পুর্ণ[৭] দশ মাস গর্ভ পাইল বাস[৮]
সভে আতি হইলা সাবধানে।
শুভ ভাদ্র মাস তথি[৯] কৃষ্ণা আষ্টমী[১০] তিথি
শুভক্ষণ শুভযোগ বেলাএ[১১]
রোহিণীর নিশাপতি লগনে সে[১২] বৃহস্পতি
আর তাহে ভৃগুর তনএ।
বৃষে উচ্চ চাঁদ লখি মকরে মঙ্গল দেখি
তুলা শনি কন্যাএ[১৩] বুধ বসে
নিজ ঘরে শুক্র রহু মিথুনে বসএ রাহু
চান্দে হো দ্রেকানে[১৪] পরশে।
হেন শুভ বেলাএ[১৫] সর্বজন নিদ্রা জাএ
নিবারিল গগনমণ্ডলে
বিরল নক্ষত্র[১৬]-গণ উএ রোহিণীর মন
নির্মল দেখিএ জলস্থলে।
স্থাবর জঙ্গম জত দেখি সব উলসিত
উলসিত পাতালভুবনে

১ পা তোমার ২ ঐ জে ৩ পা বোল ৪ ক. গ, এ কি কহিব ৫ পা ভক্ত বৎসল পন ৬ প করি ৭ ঐ পুর ৮ ক. গ কংশ বড় পাএ ত্রাস, এ পাইল তরাষ ৯ ক.গ জাথ, ক. ক তীথে ১০ পা কৃষ্ণাষ্টমি ১১ ক. ক লএ, এ শুভ জোগ শুলক্ষণ হয়। অতঃপর, দুই ছত্র পা-এ নাই ১২ ক. গ গগনে, ক. খ লাগুসে ১৩ এ কন্যা, পা কন্যাতে ১৪ ক.গ চান্দহো রাত্রিক, ক. খ রাত্রিকে কাল, এ চন্দ্রহ রাতে, ক. ক চন্দ্রহো রাত্রি ১৫ এ সমএ ১৬ এ বিসম লক্ষয়ে

ইন্দ্রাদি দেব-সমাঝে স্বর্গে[১] দুন্দুভি বাজে
হরষিত পুষ্পবরিষণে[২]।
হেন মাহেন্দ্রসমএ সর্বলোক নিদ্রা জাএ[৩]
দৈবকী পুত্র প্রসবিল
চাঁন্দের উদএ-বেলে সমুদ্র জেন উথলে[৪]
সর্বলোক হরষিত হইল।
কবিশেখরে কএ শুন গোপালবিজএ
আনন্দরসের পরিপাকে
শুনিতে পরম সুখ খণ্ডএ[৫] সকল[৬] দুখ
গোবিন্দচরণে ভক্তি থাকে ॥

॥ শ্রী[৭] ॥

ইন্দ্রনিল মণি জিনি সুন্দর শরীরে নানামণি-খচিত[৮] মুকুট শোভে শিরে।
নীল কুটিল মৃদু[৯] দীঘল কলেবরে[১০] সন্তানকুসুম[১১]-দাম[১২] আতি-মনোহরে।
আষ্টমীর চাঁন্দ জিনি ললাট-ফলকে গগনের চাঁন্দ-সম চন্দন[১৩]-তিলকে।
তুলিএ[১৪] তুলিল জেন[১৫] ভ্রূহি নিরমাণে ফুটিল[১৬] কমলদল[১৭] ললিত নঅনে।
মকরকুণ্ডল-রুচি রুচির[১৮]কপোলে সুরতরু-স্তবক সুন্দর[১৯] শ্রুতিমূলে[২০]।
উন্নত মধুর[২১] নাসা তিলফুল-তুলে[২২] ত্রিভুবনে দিতে নাঞি নাসাপুট-মূলে[২৩]।
সিন্দুররঞ্জিত মণি সুন্দর বদনে দাড়িম্বকুসুম-সম[২৪] দশনশোভনে[২৫]।
মুচুকী হাসির ঠাঞি[২৬] অমৃত কী ছারে জার মুখশোভা শতকোটি[২৭] চান্দ হারে
সিংহ-অধিক গ্রীবা কম্বুকণ্ঠ ধরে নানা মণিমালা উরে ঝলমল করে।
তারাগণ-হেন জলে[২৮] মকুতার ঝারা[২৯] আজানুলম্বিত মনোহর বনমালা।

১ এ স্বর্গতে ২ পা পাতাল ভুবনে ৩ এ, ক. গ ত্রিভুবন জয় জয় ৪ ক. গ উছলে ৫ এ ঘুচায় ৬ এ, ক. গ সংসার ৭ এ মেল্লার রার্গ ৮ ঐ গঠিত ৯ এ মৃদ্ধল ১০ পা কবরে ১১ ক. গ -কুমুদ ১২ এ সম ১৩ ঐ জিনি ললাট ১৪ ক. গ তুলিতে ১৫ ঐ কামের ধনুঙ্গ ১৬ ক. গ দলিত, পা সত ১৭ এ কমল জেন ১৮ ঐ শোভিত ১৯ পা তরকা লুলিত ২০ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ২১ এ পরম উদ্ধ ২২ মধুর তিলফুলে ২৩ ক. গ -তুলে ২৪ এ জিনি ২৫ পা রসনে ২৬ ক. গ হাসিয়া চাই ২৭ পা -কোটি ২৮ এ মালে শোভে ২৯ পা হারে

হৃদএ কৌস্তুভমণি করে পরকাশে   সূর্যমণ্ডল জেন উইল আকাশে।
বন্ধুর-উদর-মাঝে শোভে লোমমালা[1]   গম্ভীর আবর্তনাভি[2] সরোরুহলীলা[3]।
ভুজজুগ ভুজগকরভ-সমতুলে   করতল জেন রাতা উতপলফুলে।
নখমণি দেখি জেন[4] সুন্দর[5] সুকুমারে   নখাঙ্কুর-বদন[6] অঙ্কুশ-পরকারে।
অঙ্গুরীর কিরণে আঙ্গুলি ঝলমলে   অঙ্গপাম রতনকঙ্কণ দুই করে।
কনকসমান পীত বসন নিতম্বে   মণিমঅ কনককিঙ্কিণী তাহে লাম্বে।
কনকমঞ্জীর আলিঙ্গিত[7] পদমূলে   চরণে জাবকরস[8] মৃদুল রাতুলে।
ইন্দ্রাদি মুকুট নিলমণি মধুকরে   চারিদিগে আগুলিল চরণকমলে।
দুই পাশে লক্ষ্মী সরস্বতী দুই নারী   চারি করে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারী।
আপনে গরুড় ত্রিভুবন মনোহরে   ব্রহ্মাদি দেবতা চারিভিতে[9] স্তুতি করে।
দেখিঞা শিশুর রূপ অদভুত সংসারে   দৈবকী বসুদেব দুহে পড়িলা ফাঁফরে।
কি দেখি কি দেখি হেন[10] করএ পরাণি   কি করিব কোথা জাব একোই[11] না জানি।
না জানি মাআবি কংস কত মাআ জানে   কোন পরকারে দোঁহার বধিব পরাণে।
সভেই স্তুতির বশ হেন অনুমানি[12]   বসুদেব স্তুতি করে সকরুণবাণী।
সূক্ষ্মরূপে পরব্রহ্ম তুহ্মি[13] নির্বিকারী   ব্রহ্মাদি দেবতা নহে ধ্যানে অধিকারী।
ত্রিগুণ-অতীত[14] নিরঞ্জন নিরাকার   বচন[15] মনের কাজ অগোচর সমাচার।
স্থুলরূপে নারাঅণ ঘোষএ সংসারে   ব্রহ্মাদি দেবতা সব সেবিছে আপারে[16]।
মহেশ জাহার পাদশৌচ জল পাঞা   ভ্রমএ তপস্বিবেশে কৃতকৃত্য[17] হঞা।
শুকদেব-আদি[18] জার উদ্দেশ না পাএ   নারদ জাহার নাম গাইঞা বেড়াএ।
ইন্দ্রাদি দেবতা জার সাক্ষাৎ না পাঞা   রচিঞা প্রতিমা পুজে হরষিত হঞা।
হেনরূপে নারাঅণ দেখোহোঁ তোহ্মারে[19]   দেখিঞা মানুষগর্ভে করিএ[20] বিচারে।
কথা নরজন্ম[21] কথা অজ ভগবানে   কেমতে জন্মিব ইথে[22] স্বরূপ গেআনে।
লক্ষ্মী জার নারী তারে দিমু কোন ধনে   সরস্বতীপতি-স্তুতি করিব কেমনে।
জার পাদশৌচ জল শিরে শিব[23] ধরে   কেমতে সেবিব তারে মনুষ্যশরীরে।

১ ক. গ -সাজে নানা ২ এ ভগির উষর্ত্ত ৩ এ, ক. গ মেলা ৪ পা -দেখীএ ৫ এ মধুর ৬ পা দেখিএ ৭ পা মঞ্জরী আলিঙ্গন, ঐ নখাঙ্গুলি মদন ৮ এ চরণ মধুর আতি ৯ ঐ দিগে ১০ পা কেন ১১ ঐ কি বলিব হেনঞী ১২ পা হেনঞী না জানি ১৩ পা তুমি ১৪ পা বিহিত ১৫ ঐ চরন ১৬ ক. গ ইন্দ্রাদি দেবতা জারে উদ্দেশে সোঙরে ১৭ এ রচিঞা প্রতিমা বেবে হরষিত ১৮ ক. গ সুক সনাতন ১৯ পা তোমারে ২০ ঐ করিল ২১ পা -গর্ভ ২২ ক. গ তারে ২৩ এ মহেশ

কৃপা কর কৃপামঅ[১] ভকতবৎসলে   ব্রহ্মাদি দেবতা না বুঝএ তোহ্মার[২] ছলে[৩]।
আহ্মি[৪] ছার কেমতে জানিব তোহ্মার[২] রূপে   আপনে কহিঞা দেহ[৫] আপন স্বরূপে।
বসুদেবস্তুতি শুনি[৬] দেব বিশ্বম্ভরে   হাসিঞা রহিলা কিছু না দিল[৭] উত্তরে।
তবে সে দৈবকী দেবী জোড়হাথ করি   কংসের তরাসে স্তুতি করে ধীরি ধীরি।
সেই স হৃদঅ জে তোহ্মার[২] রূপ বহে[৮]   সেই স মুখ জে তোহ্মার[২] গুণ কহে[৯]।
সেই স শ্রবণ[১০] জে তোহ্মার[২] গুণ শুনে   জে তোহ্মার[২] রূপ দেখি সেই স নআনে।
সেই পুন কর[১১] জে[১২] তোহ্মার[১৩] কর্ম করে   সেই স মস্তক জে তোহ্মাএ[১৪] নমস্কারে[১৫]।
সেই স চরণ জে তোহ্মার[১৩] স্থান চলে   সেই স আঙ্গ জে লোটাএ পদমূলে[১৬]।
ইহা বুলি পুলকাশ্রু গদ্গদ বলে[১৭]   দণ্ডবৎ করিঞা পড়িলা ভূমিতলে[১৮]।
দআমঅ নারাঅণ দআ উপজিল   উঠ উঠ বলি মাএ প্রবোধ করিল[১৯]।
সম্ভ্রমে উঠিঞা দেবী করি পুটাঞ্জলি[২০]   পুনরপি নারাঅণে করএ[২১] সিঅলি[২২]।
মো কেমতে জানিমু তুহ্মি[২৩] মানুষের পেটে   অজ হঞা গর্ভবাস লভিবে[২৪] কপটে।
আহ্মা[২৫] হেন ভাগ্যবতী ত্রিভুবনে নাঞি   তুহ্মি[২৬] দেব গর্ভবাস[২৭] লভিলে জথাঞি।
ভাগ্যাধিক লাখ গুণে[২৮] অভাগ্য আহ্মার[২৯] ক্ষেণেকে তোহ্মার[৩০] মুখ না দেখিমো[৩১] আর।
এখনি তোহ্মার[৩২] জন্ম শুনি[৩৩] কংসাসুরে   তোহ্মা[৩৪] মারিব[৩৫] আর মোর কিবা[৩৬] করে।
শুনিঞা মাএর কথা হাসে নারাঅণে   কৌতুকে কহিল সব পুরুব[৩৭] কাহিনে[৩৮]।
পুরুবে তৃতীয়[৩৯] জন্মে তুমি ভগবতী[৪০]   আহ্মা[৪১] লাগি তপ কইলে আনেক শকতি।
নিরাহারে তপ বড় কইলে নিরন্তর   দেবমানে দ্বাদশ সহস্র[৪২] বৎসর।
তোহ্মার[৪৩] তপের ফলে এই রূপ ধরি   আসিঞা ত দিল বর তোরে[৪৪] কৃপা করি।
মুক্তিবর না মাগিলে আহ্মার[৪৫] মাআএ   আহ্মা[৪১] পুত্র লাগি বর মাগিলে লীলাএ[৪৬]

১ ঐ কৃপাময়ই ২ পা তোমার ৩ পা জারে উদ্দেশে সোঙরে ৪ পা আমি ৫ প দিবে ৬ পা দেখি ৭ ঐ দিব ৮ এ গুন কহে ৯ ক. গ গাএ ১০ পা ভুবন ১১ এ করপল্লব ১২ ক. গ সে করপুট বলি, ক. খ স করণ ১৩ পা তোমার ১৪ পা তোমায় ১৫ পা-এ নাই ১৬ পা-এ নাই ১৭ পা -স্বরে ১৮ পা প্রণাম করিল করপুটে ১৯ ঐ সম্বোধন দিল ২০ পা করপুট করি ২১ এ, পা করিল ২২ ক. গ সিহলি ২৩ এ দেব, ২৪ পা তুমি লভিল ২৫ পা আমা ২৬ পা তুমি ২৭ এ, পা হরি ২৮ এ হেন লখি পুন ২৯ পা আমার ৩০ পা তোমার ৩১ ঐ দেখিব ৩২ পা তোমার ৩৩ ক. গ শুনিলে ৩৪ পা তোমা, ক. গ তোমাকে ৩৫ পা মারিবে ৩৬ পা আমার কি ৩৭ পা পুরাণের ৩৮ এ কথন ৩৯ এ তৃতিয় ৪০ ঐ ভাগ্যবতী ৪১ পা আমা ৪২ ক.গ, এ কৈলে তপ দ্বাদস ৪৩ পা তোমার ৪৪ ক. গ তোমাকে ৪৫ পা আমার ৪৬ ক. খ, এ বর তুমি মাগিলে লিলাএ, ক. গ এক দায়

ভক্ত্যে[১] তুষ্ট হঞা তোরে এই[২] বর দিল পুত্ররূপে গর্ভে হঞা জনম লভিল।
দুতিঅ[৩] জনমে তুহ্মি[৪] হইলা অদিতি বসুদেব তখন কশ্যপ প্রজাপতি।
সে বামনরূপ মোর বিদিত[৫] সংসারে দানছলে বলি ছলি[৬] নিল রসাতলে।
এথত এই[৭] জন্ম শুন মহাসতী[৮] দুষ্ট মারি তুষ্ট[৯] মো করিব বসুমতী।
তোমাসম বসুদেব[১০] তপ বড় কইল আহ্মা[১১] পুত্র বহি আর বর না মাগিল[১২]।
পুত্রভাবে কৈবল্য পাইবে বড় সুখ কি করিতে পারে সে কংসের[১৩] ভঅ দুখ।
গুপ্তবেশে মারিব কংসাদি দুষ্ট বীরে[১৪] না করিহ ত্রাস দোঁহে মন কর স্থিরে।
আহ্মা[১৫] লঞা ঝাট জাহ নন্দঘোষ-ঘরে জন্মিঞাছে মহামাআ জশোদা-উদরে[১৬]।
আহ্মা[১৫] এড়ি তাহা লঞা[১৭] দেহ কংসাসুরে একে একে সভার করিমো[১৮] দর্পচুরে।
এত বলি ভকতবৎসল নারাঅণে অদভুত শিশুরূপ ধরিল তখনে।
চট করি বসুদেবের নিগড় খসিল মধুপুরে সমেতে অচেট[১৯] নিদ্রা গেল।
হরি কোলে করি বসুদেব হরষিতে চলিলা গোকুলপুরী ভঅ চমকিতে[২০]।
শিবারূপ ধরি আগে জাএন[২১] মহামাএ ফণাছত্র ধরিঞা বাসুকি পিছে ধাএ।
জার নামে জন্ম[২২]-মৃত্যু-ভঅ নাহি মানে তারে কংসভএ বাপে গোকুলেরে আনে।
জমুনার হিল্লোল দেখি পড়িলা ফাফরে কিসের তরাসে[২৩] গাও থরহর করে।
না করিহ ত্রাস হেন হইল দৈব[২৪]-বাণী আগে সে শৃকালি[২৫] জাএ আঁঠু হেন[২৬] পানি।
জার নাম করি হৃদে[২৭] ভবসিন্ধু তরি বসুদেব-কোলেতে সাক্ষাৎ সে[২৮] হরি।
ইথে বসুদেব হইলা জমুনাএ[২৯] পার তাই অদভুত হেন ঘোষএ সংসার।
সেই মতে[৩০] উত্তরিলা জশোদার ঠাএ কন্যা প্রসবিঞা সে জশোদা নিদ্রা জাএ।
পুত্র এড়ি কন্যা নিঞা দৈবকীরে দিল পূর্ব্বরূপ নিগড়াদি সকল লাগিল।
হেন বেলে ওঁহা চুহা শুনিঞা ক্রন্দনে অস্তবেস্তে কংসেরে জানাইল দুতজনে।
কথা নাঞি শুনিতেই কংস মহাবীরে ছুটিল সত্তর জেন কামানের তীরে।

১ ক.গ ভক্তিতে ২ এ সেই ৩ তৃতীয় ৪ পা তুমি ৫ ক.ক দ্বিতীয় ৬ এ, ক.ক রাজা ৭ ক.গ এখন তৃতীয়, এ এখনে চতুর্থ জন্ম ৮ পা পুন ভগবতি ৯ এ মারিঞা সৃষ্টি ১০ এ তুমি বসুদেব তবে ১১ পা আমি ১২ ঐ পুত্রবর বহি তুমি আন বর না মাঙ্গিলে ১৩ এ কংস আদি ১৪ ঐ জনে ১৫ পা আমা ১৬ ক.গ জশোদার ঘরে ১৭ এ, ক.গ আনি ১৮ পা করিব ১৯ ক.গ আচট, এ মধুপুরী সহিত অচেতনে ২০ এ পথে পবন তুরিতে ২১ ক.গ জাএ, এ শ্রীগালের রূপ ধরি আগু ২২ ক.খ -ভয় ২৩ এ, ক.গ তরাশা সকল ২৪ এ ভয় কিছু হইল ভয় ২৫ এ দেখি শ্রীগালির ২৬ পা এক ২৭ পা ভঅ ২৮ ক.গ, এ ধন্য বসুদেব কোলেতে শ্রী- ২৯ ক.গ সেই পথে বসুদেব যমুনা হৈলা ৩০ এ পথে

কাট কাট বলিআ ডাকেন উচ্চস্বরে   নিমিষে বেঢ়িল গিঞা দৈবকীর ঘরে।
দৈবকীর কোলে গিঞা দেখে[১] কন্যাখানি   কোলে হইতে ছিছোল্যে[২] আমিলেক টানি[৩]।
কান্দিঞা দৈবকী দেবী ধরিল চরণে   ভাই বুলি অনেক[৪] করিল ক্রন্দনে।
ভাই হঞা হইলা মোখে[৫] চাণ্ডাল-অধিকে   আর অকারণে মোরে দুখ দেহ কীকে[৬]।
ছঅ পুত্র মারিলে মোর অশ্বিনীকুমারে   নামকে[৭] বংশ মোর না থুলে সংসারে।
জেবা কন্যাখানি হইল মোর এ সব বএসে   ইহা মারিবারে তোরে কেমনে মনে বাসে[৮]।
কতি গেল এখন সে পাপিষ্ঠ মুনিবর   জার বোলে মাইলে মোর ছঅ কোঁঅর।
এখন সে পাপিষ্ঠ মুনির লাগ পাউ   হাথে পাএ[৯] বান্ধিঞা অন্ধকুআএ পেলাউ।
পুড়ু[১০] দেবসভার আম[১১] কি বলিব কাকে[১২] জথা ভণ্ড তপস্বী নারদ মুনি থাকে।
কথা বা অষ্টম গর্ভ কথা বা কুমার   মিথ্যা পাকে[১৩] পরবোলে হইলা গোঁআর।
খেমা কর মহারাজ পড়হু চরণে   ছাড় কন্যা জতন না কর[১৪] অকারণে।
হেনমতে দৈবকী কান্দিঞা কান্দিঞা[১৫]   কতেক[১৬] কাকুতি কইল চরণে ধরিঞা[১৭]।
তভু সে পাপিষ্ঠ কংসের দআও[১৮] না হইল   না শুনিল হেন করি কাঢ়ি লঞা গেল[১৯]।
কোপে কংস করে ধরি কন্যা লঞা[২০] জাএ   জেন পাকা আম্রে কাকে[২১] লঞা পালাএ।
কংস ঘোরতর কন্যাখানি সে উজলী   নব[২২] জলধর জেন পড়িছে বিজলি।
শিলাপটে আছাড়িঞা মারিবার তরে   দুই পাএ হাথে ধরি কন্যা তুলিল উপরে।
কংসভুজদণ্ড-আগে কাপে[২৩] কন্যাখানি   মত্তকরিকরে[২৪] জেন দেখিএ নলিনী।
হাথ নিকসিঞা[২৫] দেবী উঠিলী আকাশে   অষ্টভুজারূপ ধরি[২৬] মনে মনে হাসে।
হাসিঞা বইল দেবী মধুরবচনে   আহ্মা[২৭] মারিবারে রাজা না কর জতনে।
তোহ্মা[২৮] সভা মারিঞা খণ্ডাইব[২৯] ভুমিভারে   গোকুলে জন্মিলা আজি হেনখ[৩০] কুমারে।
কি আর প্রকার[৩১] কর শুন মহারাজে   কাজ-ফল[৩২] না পাবে পাইবে বড় লাজে।

১ ঐ জাঞা দেখিল ২ এ সিঘ্রগতি, ক. গ হিছড়্যা২ ৩ ক. গ টাঙ্গা আনি ৪ এ ভাই২ বুলি মিথ্যা ৫ ক. গ মোরে ৬ এ অকারণে কেহ্নে আর মোরে দেহ দুখে ৭ পা, এ নাম মাত্র ৮ ঐ আইসে ৯ এ গলে ১০ ক. গ পড়ু ১১ এ আপনাকে জ্ঞানি বলে ১২ পা তাকে ১৩ পা, এ কাজে ১৪ এ বধ ১৫ এ গদ্‌গদ্ স্বরে ১৬ পা অনেক ১৭ এ কংস বরাবরে ১৮ পা, এ দয়া ১৯ ক. গ, এ কন্যা কাড়িয়া লইল, ক. খ কন্যা হাথে কাঢ়ি লৈল ২০ ক. গ কন্যা লঞা সে কংসরাজ ২১ এ সুবা ২২ ক. গ, এ নীল ২৩ এ আগে গিঞা কান্দে ২৪ ঐ -বরে ২৫ ক. গ ছাড়িঞা, এ হইতে খসিঞা ২৬ পা দেবী ২৭ পা আমা ২৮ পা তোমা ২৯ ক. গ মাড়ি খড়াইব ৩০ ক. গ হেনক, এ এহেন ৩১ ক. গ প্রচার ৩২ পা -সফল

তোহ্মারে[১] মারিব হেন দেবের জুগতি ইহাতে রাখিব হেন কাহার শকতি।
ইহা বুলি ভগবতী হইলা অন্তর্দ্ধানে পড়িলা ভূমিতে কংস হঞা আগেআনে[২]।
সম্ভ্রমে ধাইল পাত্রমিত্রবন্ধু-জনে রাজা সচেতন কইল বিবিধবিধানে।
নিকটমরণ-ভএ[৩] কাতর নৃপতি ডাক দিঞা[৪] আনিল সকল সেনাপতি।
পাত্রমিত্র কুল[৫]-পুরোহিত জত জনে[৬] একত্র হইলা সব বিমরিষ[৭] মনে[৮]।
কান্দিঞা কান্দিঞা রাজা পড়ে[৯] ভূমিতলে রাজার কান্দনে কান্দে মথুরানগরে[১০]।
শুনিঞা রাজার আর্তি-কাতর উত্তরে আছুক মনুষ্যের[১১] কাজ পৃথবী বিদরে।
কৃষ্ণের রহস্য জন্ম[১২] শুনহ সংসারে হাবরি পড়িঞা[১৩] লেহ[১৪] ব্রহ্মের[১৫] বিচারে[১৬]।[১৭]
গোপালবিজঅ নর শুন একমনে কহে কবিশেখর অমৃত-বরিষণে ॥

॥ আহের[১৮] ॥

শুন শুন চানুর মুষ্টিক দুই ভাই[১৯] শুন কেশী ধেনুক পুতনা মহামাই[২০]।
শুন ভাই অঘাসুর বক তৃণাবর্ত অরিষ্ট প্রলম্ব[২১] শুন আমার বিবর্ত।
একে একে শুন সকল পাত্রমিত্রগণ কহিল ভবানী মোর নিকট মরণ।
আহ্মার[২২] বধের হেতু এক মহাকাএ[২৩] জন্মিল গোকুলে আজি কহিল[২৪] মহামাএ।
শিশুকালে না মারিলে নারিব মারিতে তাহার[২৫] বিক্রম কেবা পারিব[২৬] সহিতে।
তোহ্মা-সহ্মা[২৭] হেন বীর থাকিতে নিকটে কি করিতে পারে দেব মানুষ কপটে[২৮]।
শুনিঞা রাজার কথা সব মন্ত্রিজনে দিল প্রত্যুত্তর হৈঞা[২৯] হরষিতমনে।
কোন ছার বোলে ভঅ বাস[৩০] মহারাজে কহিতে এ সব কথা না বাসহ[৩১] লাজে।
কি ছার মানুষজাতি আনের কি কাজে মাথাএ মুকুট বান্ধি আসু দেবরাজে।
লীলাএ মারিমো এথা দেখ মোর[৩২] বলে হেন কত লাখ লাখ আছএ অনুচরে।

১ পা তোমাএ ২ এ হরিঞা গেয়ান, পা হরিঞা চেতনে ৩ ক. গ দেখে ৪ এ ডাকিয়া ৫ ক. গ জ্ঞাতি ৬ এ আদি পুরোহিত জত জত ৭ ক. গ বিসাদিত ৮ এ রাজার অগ্রত ৯ পা কান্দেয়া মহারাজা পড়িঞা ১০ সকলে ১১ ক. ক মানুষ, ক. গ মানুষের, এ অন্তেরা ১২ ক. গ, এ জন্ম রহস্য ১৩ ক. খ চাহিঞা ১৪ ক. ক, ক. খ, এ লহ, ক গ রজ ১৫ এ ব্রাহ্মণ ১৬ এ বিচারি ১৭ অতঃপর, এ-পুঁথিতে 'ইতি কৃষ্ণ জন্ম' ১৮ এ শুহই ১৯ ক. গ, এ মহাশয় ২০ ক. গ মহামাএ ২১ ঐ অরিষ্ট তৃণবর্ত প্রলয় ২২ পা আমার ২৩ এ -সএ ২৪ ঐ বলিল ২৫ পা পরের ২৬ এ বিক্রম আর কে পারে ২৭ পা তোমা সভা ২৮ এ মানুষের পেটে ২৯ পা হৈয়া ৩০ পা মান, এ ভাব ৩১ এ এক কথা মোনে বাসি ৩২ ঐ একা দেখি তার

আজ্ঞা কর করতলে জেন পাকা কুলে[১] দুই হাতে কচটিঞা[২] পেলাঙ গোকুলে[৩]।
আজ্ঞা কর নখটানে গোকুল তুলিঞা কোদালের চেলা[৪] জেন পেলাউ উলটাঞা।
হেনমতে এক জনের ব্যর্থ[৫] অহঙ্কারে কামাইল সাপের জেন ফোঁফানি[৬]-মাত্র সারে।
বুঝিঞা অক্রুর পাত্র করিল মন্ত্রণা আপাত[৭] গোকুলে কেনে করিবে জন্ত্রণা।
গোকুল কাহার রাজ্য বইসে কোন দেশে[৮] মারিব তা দুরাচার উপাএ[৯] বিশেষে।
শুনিঞা অক্রুরমন্ত্র[১০] কংস নৃপমণি জুক্তি করি ডাকিল তা পুতনা ভগিনী।
আহ্মা[১১] দেখি ঝাট জাহ গোকুলনগরী ধরিঞা গোপীর[১২] বেশ বিষ স্তনে ভরি।
মার গিঞা শিশু[১৩] তারে বিষস্তন-পানে ত্রিভুবনে তোহ্মা[১৪] বহি কেবা মাআ[১৫] জানে।
কংসের আদেশ মনে সাত পাঁচ করি চলিলা পুতনা দিব্য[১৬]-নারীরূপ ধরি।
তবে কংস বসুদেব দৈবকীরে আনি বন্দী ছোড়াইঞা[১৭] কিছু বৈল প্রিঅবাণী।
টুটএ[১৮] সংসারবন্ধ জার নাম তেজে তার বাপের নিগড় ঘুচিব[১৯] কোন কাজে।
প্রাণভএ মুঞি ছার পাছু না গুণিলু পরবোলে মিথ্যা কাজে বড় দুখ দিলু।
মোর বধ-হেতু এক বীর এই রাতি[২০] জন্মিল গোকুলে জাঞা[২১] বইল ভগবতী।
চল জাহ দুই জনে পড়হুঁ চরণে জত কিছু বইল[২২] তাহা না লইহ মনে।
জন্মমরণ-আদি হএ[২৩] কর্মফলে কাহার শকতি আছে দৈব-উপরে[২৪]।
না জানিঞা মূঢ় লোক দুখ শোক মানে স্বতন্ত্র কর্মের ফল কেহো নাহি জানে।
মরণ শরীর ধর্ম বুঝহ বিচারে[২৫] জশ অপজশ মিছা ঘোষএ সংসারে।
শরীরে জনমে জীব কীটাদিসমানে অপত্য বলিঞা স্নেহ করে[২৬] আগেআনে[২৭]।[২৮]
মিছাই[২৯] সমন্ধ স্নেহ করএ আবুধে শোক তাপে পোড়এ না জানে আত্মশুধে।
চল জাহ ভগিনী করিহ আশীর্বাদে মিছা শোক বিমনে না গুণিহ[৩০] বিষাদে।
এত বুলি কংসাসুর গেলা অন্তঃপুরে বসুদেব দৈবকী গেলা আপনার[৩১] ঘরে।
গোপালবিজঅ নর শুন কৃষ্ণ-অবতার[৩২] কহে কবিশেখর শুনিতে চমৎকার[৩৩] ॥

---

১ পা পাকুনে ২ ক.গ মসকিয়া, পা মসকটী ৩ ক.গ মারো সকল ৪ এ চেচা ৫ ঐ বৃথা ৬ এ ফোফাঙ ৭ ঐ আপাতত ৮ ক.খ, এ কাহার দেশে বসে ৯ এ তাহাকে সভে প্রকার ১০ ক.ক, এ -কথা ১১ পা আমা ১২ ক.গ নারি, এ করিঞা মোহন ১৩ এ তুমি ১৪ পা তোমা ১৫ ঐ আমা ১৬ ক.গ দেবি ১৭ ক.খ ছাড়াইঞা ১৮ ক.গ ঘুচএ ১৯ ঐ বন্ধন ঘুচেএ ২০ পা আজীকার রাতি ২১ এ গোকুলে হইল জন্ম ২২ ক.গ, এ কইল ২৩ পা দেখ ২৪ ক.ক, এ কার কি করিতে পারে, ক.গ ইহা কি করিতে পারে ২৫ পা সংসারে ২৬ এ করিঞা স্নেহ কিবা ২৭ পা কেনে না করে পালনে ২৮ অতঃপর, এ-পুঁথির অতিরিক্ত, উদরে জনমে জত মনকীটগণে। স্নেহ করি কেহে তার না করে পালনে। ২৯ পা মিথ্যাই ৩০ ক.গ মনে গুনি না কর, পা করিহ ৩১ ঐ নিজ ৩২ ক.গ কৃষ্ণের বিহার ৩৩ অতঃপর, এ-পুথির অতিরিক্ত, ইতি কংসবিলাপ

ধানসী[১]

এথা সে গোকুলপুরে জশোদা সুন্দরী   চিআইঞা পুত্র দেখে দেব শ্রীহরি[২]।
জঅ জঅ শব্দাইল[৩] গোকুলনগরে   গোপনারী হুলাহুলী দেই ঘরে ঘরে।
ঠাঞি ঠাঞি সব লোক কহে আতি-সুখে   বৃদ্ধকালে নন্দঘোষ দেখু পুত্রমুখে।
হাথ পাও ঘন নাড়ে চান[৪] চাহি হাসে[৫]   শুনিঞা সকল লোক আনন্দ বাধসে।
পুর্ণিমার চন্দ্র জেন উইল আকাশে   একে একে আইলা সভে তিরিএ[৬] পুরুষে[৭]।
কেহো ভএ কেহো স্নেহে কেহো লজ্জামুখে[৮]   কেহো উলামালি জাএ শুনি কানুরূপে।
ঘাটে[৯] বাটে ঘরে পরে জত জন দেখি   শিশুকথা বহি আর কথা নাহি লেখি[১০]।
মোক্ষ দক্ষ[১১] সাত পাঁচ মেলি গোপীজনে   অঙ্গে অঙ্গে শিশু দেখে[১২] হরষিতমনে।
সজলজলদ-নীল কোমল[১৩] কলেবরে[১৪]   নিন্দি ইন্দীবর জার নঅন সুন্দরে[১৫]।
নাসা তিলফুল-তুল[১৬] রাতুল অধরে   দাড়িম্বকুসুম-সম আতি-মনোহরে।
ভুজজুগবলনি[১৭] করভকর জিনি[১৮]   কর কোকনদ-সম নব নখ[১৯]-মণি।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-চিহ্ন করতলে   বিশাল হৃদঅতট সে নাভিকমলে[২০]।
মণ্ডুকসমান পাছা না ছাড়ে মাধুরী   জঙ্ঘার বলনী জেন এ রামকদলী।
চরণে গোকুললক্ষ্মী শ্রুতি কিশলএ   ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ[২১]-আদি চিহ্নের উদএ।
কোটি চান্দের জ্যোতি দেখি চরণনখ-মুলে   নখরুচি[২২]-কুসুমে ত ভূষিত[২৩] গোকুলে।
নঅনে থুইলে বেথা নাহি করে আখি   হেনরূপে শিশু শুনি কভু[২৪] নাহি দেখি।
কথাএ অধম কুল গোপকর্ম-ফল[২৫]   কথাএ ত্রৈলোক্যনাথ-লক্ষণ সকল[২৬]।
পাএ লাগি জশোমতী কহ না স্বরূপে   দেবতার[২৭] দুল্লভ শিশু পাইলে[২৮] কোন তপে।
আজি হইতে জপিব তোহ্মার[২৯] নামখানি   নিতি তোহ্মার[৩০] পাও পাখালিঞা খাব পানি
এই মতে জেই দেখে জশোদা-কোঙরে[৩১]   রাতি দিনে মনে পড়ে আন নাহি[৩২] তারে।

১ পা-এ নাই ২ অতঃপর, পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ৩ এ শব্দ হইল ৪ ক. গ নাড়ি চান পানে ৫ ক. ক চাহি ২ হাসে ৬ ক. গ নারি জে ৭ ক. ক গোকুল নগরে লোক কত জন বসে ৮ পা -রূপে ৯ ঐ হাটে ১০ ক. গ সিশুর রূপের কথা বৈ আর নাহি দেখি ১১ ঐ লক্ষ ২ ১২ ক. গ দেখ ১৩ পা কমল ১৪ ক. গ শরিরে ১৫ এ যুগলে ১৬ পা তুল্য ১৭ এ বালক, পা বলঅ ১৮ ক. গ বিভবরজনি ১৯ এ সযোধর অধিক দেখিএ নখ- ২০ পা গভিরে ২১ পা ব্রজা- এ পদ্ম য়াদি ২২ পা -চিহ্নে ২৩ ক. গ, এ পূজিত ২৪ ক.গ কোথায় ২৫ এ, ক. গ কোথা সে অধম গোপ গোকুল পুণ্যফলে ২৬ এ লক্ষিস্নর বল্লব ২৭ পা দেবতাদি ২৮ পা করিলে ২৯ পা তোমার ৩০ ঐ তোর ৩১ এ জেই ২ দেখএ যশোদাকুমারে ৩২ পা তার মনে না পড়এ আন

হাপুতের পুত তাহে[১] অনাথের নাথে বৃদ্ধকালে নন্দ বড় পাইল সোআথে।
পরম-আনন্দে নন্দ পুত্রোৎসব করে বিংশতি সহস্র ধেনু[২] দিল দ্বিজবরে[৩]।
কিবা রাতি কিবা দিন হেনঞি না জানি[৪] আনন্দের সীমা নাহি দিবসরজনী[৫]।
বাল বৃদ্ধ জুবক চিহ্নিতে নাহি পারি আনন্দে উমত সভা আপনা পাসরি[৬]।
নৃত্যগীতবাদ্য-আদি[৭] নানা কুতুহলে পুরন্দরপুর-সুখ ভুঞ্জএ গোকুলে।
মধু-পরবেশে জেন বনভুমি সাজে কৃষ্ণ-পরশিতে[৮] তেন গোকুলসমাঝে।
বিশেষে[৯] চতুর নন্দ রাজার তোষণে কর লঞা জবে[১০] দিল নগর[১১] ঘোষণে।
ঘৃত দধি ঘোল দুধ শকট পুরিঞা লড়িলা[১২] প্রভাতে সভেঁ রাজকর লঞা।
কর দিঞা মেলানি মাগিল নন্দঘোষে রাজার প্রসাদ পাঞা আইলা[১৩] সন্তোষে[১৪]।
তবে নন্দঘোষ গেলা বসুদেব-ঘরে দ্বারেতে সকল[১৫] থুঞা গেলা অন্তঃপুরে[১৬]।
তা শুনি সম্ভ্রমে মিত্র বসুদেব ধাএ পথমাঝে দেখাদেখি হইল দোহাএ[১৭]।
সম্ভ্রমে করিল দোঁহে দৃঢ় আলিঙ্গন[১৮] আনন্দে সম্ভাষা দোঁহে করিল বিস্তর।
নঅন-আনন্দজলে ভিজিল বসনে হাথাহাথী দোঁহে আসি[১৯] বসিলা আসনে[২০]।
অতিথবেভারে কইল বিবিধবিধানে প্রেমসুখ আনন্দ কহিতে কেবা জানে।
একে একে সকল কুশল প্রশ্ন[২১] করি পুত্র-কথাএ[২২] বসুদেব আপনা পাসরি।
ভাল হইল বৃর্দ্ধকালে দেখিলে পুত্রমুখে[২৩] ইবে বিধি মুখ তুলি চাহিল তোহ্মাকে[২৪]।
ধন জন জীবন সকল অকারণ অপুত্রজনের মৃর্ত্যু জীঅন্ত মরণ[২৫]।
জার দৈববশে[২৬] নহে[২৭] পুত্র আপতী[২৮] ইহলোকে পরলোকে নাহি তার গতি।
পুত্রসম কেহো নাহি এ তিন ভুবনে পুত্র বিনু সভ অকারণ ধন জনে।
আহ্মি[২৯] ছার পাপিষ্ঠ কতেক পাপ কইল মোর ছঅ পুত্র রাজা জীঅন্ত মারিল।
সবে এক পুত্র মোর বংশের[৩০] কারণে মাএর সহিতে আছে তোহ্মার[৩১] চরণে।
পালন করিহ তা দেখি জশ ধর্ম ত্রিভুবনে তোহ্মা[৩২] বহি নাহি মোর[৩৩] মর্ম।

১ এ সে, পা মোর ২ পা গরু ৩ ঐ ব্রাহ্মণেরে ৪ ক. গ, এ গোকুল নগরে ৫ ঐ রাতি ঘরে ২ ৬ পা জানিতে না পারি ৭ এ সব ৮ ঐ পরবেসে ৯ ক. গ বিসম, এ বিষই ১০ পা জাইতে ১১ ক. গ রাজার ১২ পা লড়িঞা ১৩ এ আইসেন ১৪ পা পরিতোষে ১৫ এ দ্বারে সব জন ১৬ পা-এ নাই ১৭ পা এ নাই ১৮ পা-এ নাই ১৯ পা আসনে ২০ ঐ দুই জনে ২১ ঐ প্রশ্নর ২২ এ -কহি ২৩ এ কুমার ২৪ পা তোমাকে ২৫ ক.গ পুত্র নাহি জার তার বিফল জিবন ২৬ ঐ -দোসে ২৭ ক.গ জাবদ না হয় লোকের ২৮ এ উতপতি ২৯ পা আমি ৩০ ঐ বংশরক্ষার ৩১ পা তোমার ৩২ পা তোমা ৩৩ এ কেহো

লোকমুখে শুনি তোহ্মার[১] অদ্ভুত কুমার[২]   সমঅ বিষম বড় রাজা আতি-ছার[৩]।
চল ঝাট[৪] সাবধানে থাকিহ নিলএ   প্রতিপদে বিঘ্ন হব তোহ্মার[৫] তনএ[৬]।
লোকদ্বারে দৈবকী সম্ভাষে[৭] নন্দঘোষে   কহিল[৮] আপনদুষ্‌খ অশেষবিশেষে।
আহ্মার[৯] জে কর্মে ছিল সেই ফল[১০] হইল   সতিনের পো-খানি নন্দ তোমাঞে সোপিল[১১]।
বৃদ্ধকালে বিধি তোহ্মারে[১২] চাহিল মুখ তুলি   ভাল মন্দ না জানে জশোদা বাউলী।
দুষ্টজন-জাতাআত নিরোধিহ[১৩] ঘরে   জারে তারে না দেখাইহ[১৪] রূপস কুমারে।
না জানি সংসারে কার কিবা আছে মনে   দিন কথো রাখিহ পুত্র[১৫] পরমজতনে।
ইহা বুলি আনন্দে মেলানি দিল নন্দে   সম্ভ্রমে[১৬] চলিলা মনে পরম-আনন্দে ॥

॥ কানড়া ॥

এথা ত[১৭] পুতনা দেবী মাআ-তিরিবেশে   আলখিতে গোকুল করিল পরবেশে।
ধরিঞা মোহনবেশ লক্ষ্মী-অবতারে   সর্বাঙ্গ ভূষিত নানা দিব্য অলঙ্কারে।
রূপগুণে তার সম নাহিক[১৮] সংসারে   কটাক্ষে মুনির মন হরিবাকে পারে।
পাতিআ অশেষ মাআ বুলে ঘরে ঘরে   কথাও না দেখে দশ দিনের[১৯] কুমারে।
আচম্বিতে উত্তরিলা নন্দের আওারি[২০]   নিরন্তর জাতাআত করে পুর[২১]-নারী।
অনুমানে বুঝিঞা[২২] পুতনা আগু[২৩]-সরে   নারীমাঝে উত্তরিলা নন্দের দুআরে।
এথা[২৪] মনে মনে হাসে দেব নারাঅণে   আইসে রাক্ষসী মোর বধের কারণে।
মারিমু রাক্ষসী আজি স্তনপান-ছলে   চমৎকার লাগে জেন কংস মহাবলে।
করিঞা গোপীর ছান্দ[২৫] পুতনা রাক্ষসী   কহে নানা মাআ[২৬]-কথা শিশুপাশে বসি।[২৭]
ভাগ্যবতী জশোদা প্রশংসি[২৮] তোহ্মারে[২৯]   জার গর্ভে ছিল হেন রূপস কুমারে[৩০]।
হেন অদভুত শিশু কথাহ না শুনি[৩১]   ইহা বুলি শিশু কোলে কৈল আপুনি[৩২]।
মাআ পাতি গোবিন্দাই জুড়িল ক্রন্দনে   পরবোধ-ছলে সুখে দিল বিষস্তনে।
দুই হাথে স্তন ধরি জুড়িল চুমুকে   তার প্রাণ-পআনে কি দেই[৩৩] শঙ্খফুকে।

১ পা তোমার ২ এ পুত্র ৩ ঐ দুরাচার ৪ পা জাহ ৫ ঐ তোমার ৬ পা ভবনে ৭ এ সম্ভাসিল ৮ পা কহেন ৯ ঐ আমার ১০ পা সব ১১ এ তোমারে সমর্পিল ১২ পা তোরে ১৩ ক.গ নিবারিহ ১৪ ঐ কারে জানি দেখহে সে ১৫ এ, পা তা ১৬ ক.গ সত্বরে ১৭ পা সে ১৮ এ না দেখি ১৯ পা সাত দিবস, এ দিবস ২০ পা দুআরি ২১ এ পুরুস ২২ পা জানিঞা ২৩ পা অনু ২৪ এ দেখি ২৫ পা, এ বেশ ২৬ পা উপ- ২৭ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ২৮ এ পরসি ২৯ ক.গ তোমারে ৩০ এ তনএ ৩১ এ নাহি দেখি ৩২ ঐ রাক্ষসী ৩৩ ক.গ কে দিল, এ করিল

পুতনার স্তনবিষ পান করে মাআবলে চুমুকেঞি চারি বস্তু পিঅএ একুবেলে।
প্রলঅ জলধি[১] জেন করে অম্বুনাদে[২] কি হৈল কি হৈল বুলি গুণিল প্রমাদে[৩]।
কি করে কি কয়ে জশোদা তনঅ তোহ্মারে[৪] ঝাট নেহ ঝাট নেহ আপন কুমারে।
প্রাণ জাএ বলি ডাক ছাড়ে[৫] উচ্চস্বরে ডাক ছাড়ি[৬] রাক্ষসী পড়িলা ভূমিতলে।
শব্দ শুনি পাতালে বাসুকি সঙ্কোচিল[৭] আলখিতে সভেঞি উফরিঞা আইল[৮]।
হেনবেলে নন্দঘোষ আইসে কর দিঞা[৯] তরাস পাইল শব্দ নিঘাত শুনিঞা[১০]।
অস্তব্যস্তে নন্দ[১১] আসি পুত্র কোলে কৈল[১২] রাক্ষসী দেখিঞা বোলে কি হইল কি হইল।
শুনিয়া সভাএ মুখে ভাবিত হইলা[১৩] বসু দৈবকীর বোলে পরতীত পাইলা[১৪]।
বাল বৃদ্ধ জুবা সব[১৫] গোকুলনগরে দেখিল রাক্ষসী পড়িঞাছে ভূমিতলে।
পুতনা দেখিতে সব লোকের হুড়াহুড়ি গোকুলে পড়িঞাছে ছঅ ক্রোশ জুড়ি।
এক ক্রোশ জুড়ি তার মাথার পাতনে[১৬] লাঙ্গলের ঈষসম[১৭] বিকট দশনে।
গিরিবর-কন্দর জিনি[১৮] নাসাদণ্ড করিবর-সমান[১৯] দেখিএ[২০] মুখখণ্ড।
অন্ধকূপ-সম আখি[২১] দেখি ভঅঙ্করে পোখরির রহি[২২] জেন নাভি[২৩] গভীরে[২৪]।
ইক্ষুবন-সম জার ই ভ্রূহি[২৫]-যুগলে মরুস্থল[২৬]-সম[২৭] উরু আতি[২৮]-ঘোরতরে।
স্তন দুই গোটা জেন সুমেরু-শিখরে ঘোরতর উদর[২৯] সুখান সরোবরে।[৩০]
গিরিনদী-সমান দীঘল দুই হাথে খালিজুলি-সমান অঙ্গুলি শোভে[৩১] তাথে।
জাজ্বাল সমানে জিভ্বা[৩২] দেখিএ দীঘলে দেখিঞা সকল[৩৩] লোকে ভএ বেআকুলে[৩৪]।
খান খান করিঞা পুড়িল[৩৫] সেই ঠাএ অগোরকস্তুরি-বাস[৩৬] গাএ বাহিরাএ।
আর এক অদভুত দেখহ সংসারে আপ্ততাএ মরি[৩৭] রাক্ষসী পাইল নিস্তারে।[৩৮]
মাতৃগতি পাইলেক বিষস্তন-পানে না জানিঞে জশোদা পাইলা কোন স্থানে।

১ এ জলদ ২ ক.গ, এ করএ আর্ত্ত- ৩ পা-এ নাই ৪ পা বালক তোমার ৫ ঐ জায়ে জায়ে করি ডাকয়ে ৬ এ ইহা বুলি ৭ এ কুর্ম্মগন হইলা সত্বরে ৮ এ তবে সভে উফড়ি পড়িল ৯ পা হেন বেলা কর দিঞা নন্দঘোষ আইসে ১০ পা পুতনার কথা শুনি হইলা হাতাশে ১১ পা বাপ ১২ এ করি ১৩ পা ভাবিতে লাগিলা ১৪ ঐ বোল প্রতিত হইলা ১৫ এ জত জত বৃদ্ধ বৈষে ১৬ পা পত্তনে ১৭ এ, ক গ জেন ১৮ ক.ক, এ গিরিকন্দর জিনি সুন্দর, ক.গ জেন সুন্দর, পা দেখি ১৯ ক.ক, ক.গ, এ পর্ব্বতের গুহা ২০ এ, ক.গ জেন দেখি, ক.ক জিনি দেখি ২১ পা নাভি ২২ ক.গ পখুরের রই, ক.থ, পা জাঠে রহি ২৩ পা সম যেই দেখিতে, ক.থ সমান দেখিতে ২৪ পা সুন্দরে ২৫ এ ভূরু ২৬ এ মেরু- ২৭ পা মউছল জেন ২৮ ক.গ তার স্তন ২৯ ক.গ নদীতে জেন ৩০ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৩১ এ থাকে ৩২ পা জাজ্বা ৩৩ ঐ সর্ব্বাঙ্গ ৩৪ ঐ তরাস লাগীলে ৩৫ ক.গ পড়িল ৩৬ এ চন্দন গন্ধ ৩৭ পা আত্মতনে ৩৮ পরবর্তী ছত্র পা-এ নাই

পরশমণির গুণ দেখহ সংসারে[১] লৌহতড়িতে[২] লোহা স্থবর্ণ-গুণ[৩] ধরে।
তেনমত কৃষ্ণতনু পরশে রাক্ষসী ধরিল নির্মল রূপ[৪] বিচিত্র না বাসি।
দেখ দেখ অদভুত[৫] গোকুলনগরে পরব্রহ্ম-অবতার মানুষশরীরে[৬]।
ব্রহ্মাদি দেবতা ভাবিঞা না পাএ জারে সে বস্তু গোপবেশে বসে নন্দের ঘরে।
এই নন্দ জশোদার কি কহিব[৭] তপে আজিহো সকল লোক জার নাম জপে।
আর জন্মে দুই জনে তপ বড় কইল দৃঢ়ভক্তি-ভাবে একা গোবিন্দ সেবিল।
নন্দঘোষ দ্রোণ নাম জশোদা ধরণী তপ করি বশ কইল দেব চক্রপাণি।
ভক্তিবশ[৮] নারাঅণ নিজ রূপ ধরি বর দিল তার ফলে গোপরূপ হরি।[৯]
বর পাঞা দুহে গেলা আপনার পুরী বরফলে দুহে জন্মিলা গোপরূপ ধরি।
সেই দুই জনা সে জশোদানন্দরূপে কহিল বেদান্ত সব হারবি-স্বরূপে[১০]।
গোপালবিজঅ নর শুন অদভুতে রাক্ষসী মাইল[১১] দশ দিনের[১২] নন্দসুতে।
কহে কবিশেখর অমৃত-অবতারে কর্ণপুটে পিঞা সুখে তর কলিকালে ॥[১৩]

॥ কানড়া ॥

এথা পুত্র পুত্র বলি জশোদা বাউলী থু থু করি শিশুশিরে দেই[১৪] কোলে করি।
স্তনপানে পুতনার[১৫] দেখিঞা[১৬] বিনাশ শিশুমুখে স্তন দিতে বাসএ[১৭] তরাস।
মাআ পাতি গোবিন্দাই জুড়িল ক্রন্দনে[১৮] কোলে করি জশোদা রক্ষা বান্ধএ সম্ভ্রমে।
সংসার-ভআদি তরি জার নাম করি[১৯] শিশু বলি তারে রক্ষা বান্ধে গোপনারী।
জার নাভিকমলে[২০] ব্রহ্মার উতপতি সে হরি রাখু তোম্মা[২১] ত্রিভুবনপতি।
জে হরি মহাপ্রলএ একার্ণবজলে বেদরূপে ধর্ম উদ্ধারিল মীনছলে।
তৃণ হেন[২২] পৃথবি ধরিল দন্ত-আগে পৃষ্ঠে তা ধরিল কুর্ম শিরে বহি নাগে[২৩]।
নখে হিরণ্য-বক্ষঃস্থল বিদারিল জার তিন পাএ ত্রিভুবন বেআপিল[২৪]।

১ পা-এ নাই ২ ক. গ লোহাএ এড়িলে ৩ এ জাহাতে ছোআইলে সেই স্থবর্ণরূপ ৪ পা বেশ ৫ পা অপরূপ ৬ ক. খ নন্দঘোষ ঘরে, ক. গ পুত্র বলি যশোদা পালন করে তারে ৭ এ কইঠর ৮ পা -তুষ্ট ৯ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ১০ ক.গ সার বুঝহ স্বরূপে ১১ পা মারিল ১২ এ দিবসের ১৩ অতঃপর, এ-পুথির অতিরিক্ত, ইতি পুতনাবধ ১৪ পা কহে ১৫ পা জানিঞা ১৬ ঐ পুতনা ১৭ পা, এ মাএর ১৮ এ, ক. গ মনে ২ কান্দে ১৯ এ সংসারের জত ভয় জার নামে তরি ২০ ঐ -পদ্মে ২১ পা তোমা ২২ ঐ সম ২৩ এ পৃথিবী ধরিঞা জে স্থজিল চারি যুগে, ক. গ নাগলোকে ২৪ পা বধি দেবজনে পবিত্র করিল

চরণের জলে জার ত্রিভুবন নিস্তারিল[১] নিঃক্ষত্রিঅ পৃথবি কত[২] বার কইল।
সেতুবন্ধ বান্ধিঞা বধিল[৩] লঙ্কাপতি হেন নানা মতে করে জগতের স্থিতি।
সে দেব তোহ্মাকে[৪] বাপু রাখু সব মতে জাহা বহি আর কেহ নাহি ত্রিজগতে।
শির রাখু গোবিন্দ কেশব রাখু কেশ ললাট ভ্রূহি[৫] আখি রাখু হৃষীকেশ।
শ্রবণ নাসিকা দন্ত অধর রসনা চিবুক চিকুর[৬] রাখু পীতবসনা[৭]।
কণ্ঠ বৈকুণ্ঠনাথ গ্রীবা হঅগ্রীব বাহু আঙ্গুলি[৮] নখ রাখু সদাশিব।
বক্ষ[৯] শ্রীবৎস রাখু উদর বিশ্বম্ভর নাভি পদ্মনাভ[১০] কৈটভারি[১১] কটিতল।
উরু জানু জংঘা চরণ জনার্দনে[১২] সন্ধি গুহ্য সর্বাঙ্গ রাখু[১৩] ভগবানে।
মন সর্বেন্দ্রিয় রাখু[১৪] দেব নারাঅণে চলিতে বলিতে বিষ্ণু রাখু শঅনে[১৫]।
আকাশে গরুড়াসন ভূমি জগন্নাথে সব ঠাঞি সব দেব[১৬] রাখু শোআথে।
হেনমতে রক্ষা বান্ধি নন্দের ঘরণী প্রবোধিঞা শকটে শোআইল চক্রপাণি।
তবে সে জশোদা পুত্র-জনম-দিবসে অনেক মঙ্গল সজ্জ[১৭] কইল[১৮] হরিষে।
গোকুলনগরে জত জত[১৯] জন বইসে সভারে ঘোষণা দিল জনম-দিবসে।
সহজে সুন্দর শিশু[২০] সাজিল জতনে শিশু দেখে গোপজন[২১] হরিল চেতনে।
জশোদা গোআলী শিশু শোআইঞা পাএ তৈলহলদ্রী রঙ্গে দেই সব গাএ।
ক্ষীরোদ-অনন্ত-শিজে জাহার শআনে সেহো প্রীতবশে শোএ গোআলী[২২]-চরণে।
ত্রিগুণ-অতীত নিরঞ্জন নিরাকার শিশু বলি উদ্বর্তন করএ তাহার[২৩]।
জার আঙ্গ ছুইলে[২৪] নির্মল হএ গাএ তাহারে পিঠালি দিঞা নির্মল করএ।
একে সে সুন্দর আর[২৫] সাজিল জতনে[২৬] রতনদর্পণ জেন করিল বআনে।
জথাবিধি জনম-পুজাদি[২৭] কর্ম করি নানা দান-ধ্যান কইল নন্দ-অধিকারী।
নৃত্যগীতবাদ্য-আদ্য[২৮] মহোৎসব করি[২৯] নন্দের নগরী হইল আনন্দলহরী[৩০]।
গন্ধমাল্য বসন ভূষণ অলঙ্কারে[৩১] দেখিতে শুনিতে সব আতি-মনোহরে[৩২]।

১ পা জিনি ক্ষত্রিরুধির দেবজনে পবিত্র করিল ২ এ কতেক ৩ ঐ নাসিল ৪ পা তোমাকে ৫ এ রাঘব ৬ ক.গ আস্য চিবুক ৭ এ ভূলোকতারণা ৮ পা করাঙ্গুলি ৯ পা, এ বৎস ১০ ক.গ কংসারি রাখুক ১১ পা, এ রাখু ১২ পা কনাঙ্গুলে ১৩ এ সিদ্ধ গুহ্যক রাখুক দেব ১৪ পা রাখুক ১৫ ক.গ বিঘ্ন রাখুক সঘন ১৬ ক.খ মতে ১৭ ক.খ সাজ, এ শব্দ ১৮ পা করিল ১৯ এ, ক.গ গোপী ২০ ক.গ তাহে, এ আর, পা সুন্দরী সব ২১ পা -নারী ২২ ঐ হরি পিরিতে সোএ গোয়ালিনীর ২৩ এ পাএ উদ্বর্তন করে তার ২৪ পা জাহার নাম সুনিতে ২৫ পা সুন্দর বালক ২৬ ক. গ, এ বিধানে ২৭ এ দিবসের ২৮ ঐ -বাদ্যাদি ২৯ এ মহোৎসবে ৩০ ঐ স্বর্গসুখ নন্দপুরে অনুভয়ে সবে ৩১ এ চন্দনে করিঞা পরিছেদ ৩২ ঐ দেবতা মানুসে করিতে নারি ভেদ

স্বর্গবিদ্যাধরী-বেশ করি গোপনারী আনন্দে দেখিতে আইলা দেব শ্রীহরি[১]।
কৃষ্ণ-দরশন-আশে[২] গরাসিল লাজে গুরুজন-ভআদি হৃদএ নাহি রাজে।
ঠেলাঠেলি পেলাপেলি জাএ আতিরসে কৃষ্ণ-দরশন বহি আন নাহি বাসে।
কৃষ্ণ-পরশন-সুখে লুবধ গোপীজনে গন্ধ চন্দন দেই উলসিতমনে।
একালা কাহ্নাই লাখ লাখ গোপীজনে কোলে করি কারু আশ[৩] নাহি পুরে মনে।
সভে আরোপএ হেম[৪] কুচের উপরে কমলমুকুলে জেন ভ্রমএ ভ্রমরে।
দেখিতে দেখিতে রূপ অধিক মধুরে আখি ভরি থুই[৫] কৃষ্ণ হেন মন করে।
চির-পিপাসিত গোপী-নআন[৬]-চকোরে পিএ কৃষ্ণরূপ আঁখি পাখ[৭] নাহি নাড়ে।
হেনমতে সভে হৃষ্ট[৮] জনম-দিবসে নিমিষে অধিক গোঙাইল নানা[৯] রসে।
সভারে বিদাঅ দিতে গেলা জশোমতী শিশু চারি পাঁচ[১০] থুয়া তাহার সংহতি।
শিশু নিদ্রাতুর দেখি নন্দের ঘরণী বিচিত্র[১১] শকটতলে শোআইল আনি।
শিশুর কোলাহলে[১২] চিআইলা হরি[১৩] দেখিল শকটখান মাথার উপরি।
শিশুলীলা করি হরি[১৪] চরণের ঘাএ ভাঙ্গিল শকটখান গড়াগড়ি জাএ।
হপহপ করি দধি দুধের পএড়ে[১৫] কৌতুকে পৃথবি[১৬] কিবা হাসে খলখলে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল পাএ বামনের রূপে সে পাএ[১৭] শকট ভাঙ্গে একি অপরূপে[১৮]।
শকটের শবদে ত্রিভুবন বেআপিল[১৯] ডাকিঞা কি বসুমতী কৃষ্ণ[২০] আশ্বাসিল।
শব্দ শুনি তরাসে ধাইলা জশোমতী হা পুত হা পুত বুলি চাহে[২১] চারিভিতি।
দধি দুধে[২২] ধবল কাহ্নাঞি নাহি চিহ্নে আগু বলভদ্র বুলি উপজিল মনে।
হরি হরি করি বুকে[২৩] হানে নন্দরানী দুধে মতমতি[২৪] শিশু কোলে নিল[২৫] আনি।
দুই আখি ছলছল গদগদস্বরে মুখ মুছি চুম্ব দিল গালের[২৬] উপরে।
দেখিঞা শকটভঙ্গ লাগিল তরাসে[২৭] কি বোল কি বোল বুলি সভারে সম্ভাষে[২৮]।
আঙ্গুলি দেখিঞা সভে বোলে[২৯] বারে বারে ভাঙ্গিল শকটখান তোহ্মার[৩০] কুমারে।

১ এই ছত্রটি পা-এ নাই ২ এ -রসে ৩ ঐ কিছু ৪ পা উচ্চ ৫ ক.খ দেখি ৬ পা মন ৭ পা পক্ষ ৮ ঐ কৃষ্ণ ৯ পা আতি বড় ১০ ঐ পাঁচ সাত ১১ পা নৃত্যত ১২ এ শিশু সুইল, ক. গ -মনে ১৩ পা শ্রী- ১৪ এ মাইল ১৫ এ দুগ্ধের পড় চলে ১৬ পা পুরি ১৭ পা রাজে এ, জন ১৮ এ কোন কার্য্যে লাগে ১৯ ঐ পৃথিবী কাপিল ২০ ক.গ কৃষ্ণ পাএ পৃথিবী, এ প্রথিবি কৃষ্ণপায়ে ২১ এ পুত্র পুত্র বলিঞা নেহালে ২২ ক.গ দুগ্ধে ২৩ এ বুলি বুকে ঘাও ২৪ ক.গ ধরমড় ২৫ এ দুগ্ধেতে ধবল সিশু কোলে করি ২৬ ঐ বদন ২৭ এ পাইল চমৎকারে ২৮ ঐ সুধায়ে ২৯ পা দেখাহ ৩০ পা তোমার

জশোদা বোলএ শিশুর বচন না প্রমাণী[১] কথাএ শকটখান[২] দুধের পো-খানি।
ননীর পোতলী তনু[৩] ছুইতে মিলাএ কেমতে শকট ভাঙ্গিব তার পাএ[৪]।
কমলের ঘাএ গিরিবর নাহি খসে বজ্রসম[৫] দৃঢ় নহে আর কার জশে[৬]।
না দোষহ ছাওাল সভে মোর কুমারে না দেখিল না শুনিল না কহিঅ আরে[৭]।
ভাঙ্গিল শকটখান তোহ্মার[৮] কুমার সাক্ষাৎ এ করম কেহে অনুমান আর[৯]।
এত শুনি জশোদা প্রতীত নাহি মনে মিথ্যা অপবাদ বুলিল[১০] শিশুগণে।
এই মত শকটভঞ্জন-কথা[১১] শুনি দেবদানবাদি-ব্রজাঘাত[১২] হেন গুণি[১৩]।
ভগিনীপুতনা-বধ শকটভঞ্জন শুনিঞা তরাসে কংস হরিল চেতন[১৪]।
আজি ভালমতে দুধ পিতে নাহি জানে মাইল[১৫] পুতনাদেবী বিষস্তন-পানে।
বিকট শকট ভাঙ্গে চরণের ঠেলে[১৬] না জানি নন্দের সুত কত বল ধরে।
ইহা বুলি সভারে কহিল তিন বার কে মোরে আনিঞা[১৭] দিব নন্দের কুমার।
তবে বীর তৃণাবর্ত্ত উঠে হাফালিঞা[১৮] নিমিষে মুঞি ত[১৯] ধরিঞা দিব নিঞা।
তিরিজাতি পুতনা মইল[২০] বিষজালে ঘুণে জীর্ণ শকট ভাঙ্গিল গর্ব্বভরে[২১]।
মিথ্যা কাজে মহারাজ কর আশোআথে এখন পড়িল সে জীঅন্তের[২২] হাথে।
ইহা বুলি কোরোধে[২৩] চলিলা মহাবীর নিদাঘ-সমএ জেন প্রলঅসমীর।
গোপালবিজঅ নর শুন একচিত্তে[২৪] জত জত বালক্রীড়া কইল নন্দসুতে।
কহে কবিশেখর লৌকিক পরকারে[২৫] হাবরি পাইঞা লেহ[২৬] ব্রহ্মের বিচারে॥[২৭]

॥ আহের ॥[২৮]

তবে তৃণাবর্ত্ত করিঞা বিবর্ত্ত[২৯]
আতিঝাঁড়ি[৩০] বাউ-রূপে
সকল গোকুলে করিল ব্যাকুলে
কেহো না জানে স্বরূপে।

১ এ মানি ২ ঐ কথা ৩ ক. গ চরণ কোনে, এ চরনখানি কার ৪ পা ঘাএ ৫ ঐ ব্রজ- ৬ পা আন তারো বশে ৭ ঐ না দেখি না শুনি কেনে কহ অরে ভারে ৮ পা তোমার ৯ পা কর ১০ ঐ হবেক বলিঞা তুসিল ১১ ঐ জেবা ১২ ক. গ, এ অব- ১৩ ক. খ দেবদানবাদি ভয় কিছু নাহি মানে, এ, ক. গ দেবদানবের- ১৪ ক. গ শুনিল মরণ, এ গুণে মণে মণে ১৫ পা মারিল ১৬ পা তলে ১৭ ক. গ মারিঞা ১৮ ক. গ লাফ দিয়া ১৯ পা জিওন্তা, এ জিয়ন্তে ২০ ক. গ মারিল ২১ এ, ক. গ গব্যের- ২২ পা জীঅন্ত লোক, এ মানুসের ২৩ এ ক্রোধচিত্তে ২৪ পা অদভুতে ২৫ এ বেবোহারে ২৬ ক. গ লহ ২৭ অতঃপর, এ-পুঁথির অতিরিক্ত, শ্রীঃ। ইতি শকট ভঞ্জন ২৮ এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ত্রিপদীছন্দ ২৯ ক. গ আবর্ত ৩০ এ বড় ঝাঁঝা, ক. গ ঝঞ্ঝাপন

ধুলাএ পুরিল গগনমণ্ডল
স্বরুজী কইল গরাসে
গোকুলনগর[১] জত ছিল ঘর[২]
তুলিঞা লইল আকাশে[৩]।
অসুরা[৪] বিক্রমে উপাড়ে তরুগণে[৫]
মনে মনে হরি হাসে
জশোদা সুন্দরী পুত্র কোলে করি
ত্রাসে[৬] সান্তাএ[৭] আওাসে।
গোকুলে প্রলঅ দেখি কৃপামঅ[৮]
মাআএ বঞ্চিল মাএ
তরাসে শিশু পেলি[৯] জশোদা ঘর গেলী
অসুরা শিশু লঞা জাএ।
তথাঞি শ্রীহরি গলা চাপি ধরি
করিল[১০] বিশ্বম্ভরলীলা
আপন আকৃতে[১১] পড়িলা[১২] ভূমিতে
অসুরা তথাই মইলা[১৩]।
কথা[১৪] গেল ঝড় কথা[১৪] গেল ভর[১৫]
কথা[১৪] গেল ঘোর নাদে
জে জথা গিঞাছিলা সম্ভেই[১৬] ঘর আল্যা[১৭]
গোকুলনাথ[১৮]-প্রসাদে।
না দেখিঞা ব্রজ[১৯]-চান্দ সভেঞি[২০] হইলা আন্ধ[২১]
সম্ভে কহি ঠাঞি[২২] ঠাঞি[২৩]
গাছ জল স্থলে চাহিল গোকুলে
না পাইল সুন্দর[২৪] কাহ্নাই।

১ পা জতেক জন, এ সুন্দরী জন ২ পা করিল পল্কিল ৩ পা কীছু না দেখী পরকাসে ৪ পা অসুরারি ৫ পা গোকুল আক্রমে ৬ পা, এ সত্রমে ৭ পা ঢুকিল ৮ এ চিন্তিল জে দয়াময় ৯ পা এড়ি ১০ পা ধরিল ১১ ঐ আঙ্গতে, ক. খ আকৃতে প্রকৃতে ১২ এ অশুর পড়ে ১৩ ক. খ পাইঞা পীড়া, এ ত্রিভুবন আনন্দিত হৈলা ১৪ পা কোথা ১৫ ক. গ ষড় ১৬ পা সভেঞি ১৭ ঐ আইলা ১৮ এ -চান্দের ১৯ পা গোপ- ২০ এ সভেতে ২১ পা অন্ধ ২২ পা সব লোক কহে ২৩ এ ত ঠাই ২ চাই ২৪ ক. গ চাহিয়া বুলি, এ কোথাহ না পাই

তবে জশোদা রাণী না পাঞা পো-খানি
ভ্রমএ[১] সকল গোকুলে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখি[২] অচম্বিতে
অঞ্জনগিরি-সমতুলে[৩]।
ভঅ পরিহরি জশোদা সুন্দরী
নিকটে সকল নেহালে
মত্তকরি-ভ্রম কপোলে অলিসম
অসুরা-কণ্ঠে গোপালে।
জাহার নামলেশে কণ্ঠে পরবেশে
শমনের[৪] ভঅ দুর জাএ
আপনে দেব[৫] হরি কণ্ঠ[৬]-তটে ধরি
অসুরা বধিল লীলাএ[৭]।
জশোদা নিজ[৮] সুত আতি সে[৯] অদভুত
হৃদএ মুঠকী[১০] হানি
পুত্র পুত্র বলি সম্ভ্রমে কোলে করি
কহিল[১১] কাতর বাণী।
এখনি অনাথ করিঞাছিলা[১২] পুত
সংসার ঘোর[১৩] অন্ধকারে
জশোদা অভাগী একুই[১৪] তোহ্মা[১৫] লাগি
কইল[১৬] জীবন আসারে[১৭]।
জদি বা পরসন্ন হইলা নারাঅণ
বৃর্দ্ধকালে তোহ্মা[১৮] দিল
কত না প্রতিপদে কইল[১৯] বিপদে
হেন[২০] জানিতে নারিল।
সবে[২১] একখানি ভাগ্য করি[২২] মানি
দৈব বুঝি অনুকূলে

১ পা সম্ভ্রমে, এ ভ্রমি বুলে ২ এ দেখিল জে ৩ ক. গ -গিরির তুলে ৪ পা জনের ৫ পা সে ৬ পা কচে ৭ এ হেলায় ৮ ঐ আপন ৯ এ দেখিঞা ত ১০ ঐ ঘাও ১১ এ কহিতে সে ১২ ক. গ করিছিলে ১৩ ক. গ ঘর, এ তোহ্মা বিনু সব ১৪ এ একা পুত্র ১৫ পা তোমা ১৬ ঐ কহিল জে ১৭ পা আমারে ১৮ ক, গ, এ পুত্র ১৯ পা করিল ২০ এ বোল ২১ ঐ -মাত্র ২২ এ করিঞা

পুনর্জন্ম বুলি মহোৎসব করি
গোকুলে আতি-উতরোলে[১]।
করিঞা মন্ত্রশুদ্ধি জশোদা নিরবুধি
বালক[২] লইয়া বেড়াএ
এ তিন ভুবনে জত জত জনে[৩]
সকল দেখিল তথাএ।
তবে কৃপামএ সে সব লীলাএ
মাআ দেখাল্য মাএ[৪]
থাকিঞা মাএর কোলে হাসিঞা ত[৫] হাসি তোলে
সম্ভ্রমে জশোদা চাএ।
দেখিঞা তনঅ জন্মিল বিস্মঅ
সাত পাচ করে মনে
কিমতি বিকার কিবা[৬] ইন্দ্রজাল[৭]
কিবা দেখিল স্বপনে।
পরচার-ভএ সদঅ হৃদএ[৮]
করিল মাআ অন্তরে
জশোদা স্থন্দরী সকল পাসরি
চলিলা আপন ঘরে।
হেন নানা রসে[৯] দিবসে দিবসে[১০]
বাঢ়এ নন্দের বালা
জেন বলীআর[১১] বনের তমাল[১২]
জেন সে চান্দের কলা[১৩]।
নাম-সমঅ জানি গর্গ মুনি[১৪] আনি
কহিল সব বসুদেব
তোহ্মার[১৫] অগোচরে কি[১৬] আছে চরাচরে
তোহ্মারে[১৭] বা কিবা নিবেদিব।

১ এ হইল কুতুহলে, পা উত্ত- ২ এ ঘরে ঘরে ৩ পা দেবতাদিগনে ৪ এ যসোদায় ৫ পা হাসি ৬ পা দেখীল ৭ ঐ -জাএ ৮ এ দেখি মনভ্রম মাএ, সদয় হৃদয় হএ ৯ ঐ -বসি ১০ এ জেন শুক্লপক্ষ সৰি ১১ ক. খ বলি তারে, এ আধ আধ বোল বলে ১২ এ শুনিতে মধুর সারে ১৩ ঐ যশোদা আনন্দে বিভুলা ১৪ এ -ডাকি ১৫ পা তোমার ১৬ এ কেবা ১৭ পা তোমারে

গোকুলে নন্দের ঘরে[১] আহ্মার কুমারে[২]
আছে মাএর সহিতে[৩]
তাহার নাম-কাজ করিবে মুনিরাজ
তোহ্মারে[৪] কি জানিএ[৫] কহিতে।
এ মোর জদুকুলে জতেক নৃপবলে[৬]
সভার তুহ্মি[৭] অধিদেবা
জন্মাদি সংস্কার কে জানে তোহ্মার[৮] পার
তোহ্মার[৮] মহিমা[৯] জানে কেবা।
বসুদেবকথা শুনি মুনিএ[১০] মনে গুণি
ধেআনে জানিল কারণে
পৃথবি-গুরুভারে[১১] করিবারে উদ্ধারে[১২]
বিহরে দেব[১৩] নারাঅণে।
তবে সে গর্গ মুনি ভাগ্য হেন[১৪] মানি[১৫]
চলিলা নন্দের[১৬] ঘরে
নন্দ সে আনন্দে করিল নানা ছান্দে
পুজিল[১৭] অতিথ-বেভারে।
তুষ্ট[১৮] হঞা মুনে[১৯] বসিলা আসনে[২০]
নন্দ সমুখে দাণ্ডাই
মধুরভাষণে করিল সম্ভাষণে
গমনকারণ শুধাই।
তবে ত মুনি[২১] কহে শুন মহাশএ[২২]
বসুদেব পাঠাইলা মোরে
গুপত পরকারে[২৩] তাহার কুমারে[২৪]
আছএ তোহ্মার[২৫] ঘরে।

১ এ নগরে ২ পা তনঅ আছে, এ মোর এক- ৩ এ আছএ গুপত বেসে ৪ পা তোমারে ৫ এ জে কিবা ৬ ঐ জত জত নৃপবরে ৭ পা তুমি ৮ পা তোমার ৯ ঐ তোমা রতনে ১০ এ মুনিরাজ ১১ ঐ পৃথিবীর দেখি ভার ১২ পা হরিতে সংসার ১৩ এ বিহার করেন ১৪ ক. গ -মনে ১৫ ঐ জানি ১৬ ঐ নন্দঘোষের ১৭ পা মুনির ১৮ পা তৃপ্ত ১৯ এ মুনি-বরে ২০ এ -উপরে ২১ এ -রাজ ২২ এ নন্দ- ২৩ ঐ গুপ্ত প্রকারে, এ সব- ২৪ এ এক- ২৫ পা তোমার

আজিকার[১] দিনে　　করিঞা শুভক্ষণে
　　করিব নামকরণে
আন হেন উপহার　　জে কিছু ঝাট[২] পার
　　বিলম্ব না কর আপনে[৩]।
মুনির বচন শুনি　　সাত পাচ মনে গুণি
　　কহিল নন্দ গোআলে
মুনি[৪] দআ ধর　　ঘৃণা[৫] নাহি কর
　　কহিতে চাহিএ এক বোলে।
সভার আশিসে　　এ বৃদ্ধ[৬] বএসে
　　হয়্যাছে এক[৭] কুমার
জবে আজ্ঞা হএ　　এ শুভ সমএ[৮]
　　থুইএ নাম তাহার।
শুনিঞা নন্দ-বোল　　মুনি বলে[৯] ভাল ভাল
　　প্রেম-পুলকিত[১০] অঙ্গে
করিঞা শুভক্ষণে　　আনিঞা দুই জনে
　　নাম থুইল আতিরঙ্গে[১১]।
রোহিণী-কোঙর　　দেখিঞা মুনিবর
　　রৌহিণেঅ থুইল নামে
গর্ভকর্ষণে[১২]　　নাম সঙ্কর্ষণে
　　বলে রাম থুইল বলরামে।
দেখিঞা[১৩] নন্দসুত　　আতি বড় অদভুত
　　পরম-আনন্দ-রূপে[১৪]
শ্রীকৃষ্ণ[১৫] হেন নাম　　থুইল আতি-অনুপাম[১৬]
　　রূপগুণ-অনুরূপে।
আর নাম কত[১৭]　　ইহার অনুরূপ
　　হইব কার্য-অনুসারে

১ পা তাহার আজি ২ এ করিতে ৩ এ অকারণে ৪ পা জবে ৫ ঐ -মনে ৬ পা সব ৭ পা -টি ৮ পা এই ত ৯ পা বইল ১০ ঐ -হঞা ১১ এ নাম ইহার থুইল তরঙ্গে ১২ ঐ তেজপুঞ্জ তর্জনে ১৩ এ -ত ১৪ এ তার-, পা স্বরূপে ১৫ পা কৃষ্ণ ১৬ ঐ রূপগুণ ১৭ পা কত ২ নাম

জে চরণ-স্মরণে সকল বন্ধনে[১]
তরিএ দুতর[২] সংসারে।
এই শিশুর গুণ কিছু[৩] কহিএ শুন
হৃদএ না করি আনে[৪]
ইহা হইতে সভে বিপদ তরিবে
বড়ই লভিবে সম্মানে।
দুষ্টজন সংহরি সৃষ্টি পালন করি
ভুঞ্জিব গঞ্জি দুষ্টরাজে[৫]
হরি[৬] বসুমতীভার সধর্ম[৭] রাখিবার
করিব[৮] দেবের কাজে[৯]।
মুনির বচন শুনি পুরজন[১০]
হরিষে করে[১১] অঙ্গীকারে
দুই শিশুর শিরে অনেক আহীর বীরে[১২]
কইল[১৩] আশিস আপারে[১৪]।
নৃত্যগীত-রাজি[১৫] নানা বিধি সাজি
আতি[১৬]-মহোসব করি
গোকুলনগরী[১৭] উঠিল কলকলী[১৯]
প্রেম-আনন্দ-লহরী[২০]।
তবে[২১] মুনিবরে নানা[২২] কুতুহলে
সে রামরাতি পোহাই[২৩]
প্রভাতসমঅ করিঞা বিদাঅ
চলিলা বসুদেব-ঠাঞি।
কত শত আনন্দ পাইল গোপ নন্দ[২৪]
চলিলা সভে জথাস্থানে

১ পা তৃভুবনে, এ তরি ভব- ২ এ গোর বিসম ৩ পা জে- ৪ পা হএ়া সভে সাবধানে ৫ পা দুষ্ট গঞ্জি সৃষ্ট বঞ্জিব ভুঞ্জিব ত্রিভুবন রাজে ৬ পা সকল ৭ এ হরিব- ৮ ঐ নিস্তারিব ৯ ক. গ সমাঝে ১০ ঐ অনুমানি ১১ ঐ কৈল ১২ এ সকল গোআল- ১৩ পা আনন্দে ১৪ পা করে ১৫ এ বাদ্যরঙ্গ ১৬ ঐ কোতুকে ত গোপে ঢঙ্গ ১৭ এ গোকুলে ১৮ ক. গ, এ নগরে ১৯ ঐ নানারব কুতুহলে ২০ এ দেখি জেন ইন্দ্রের শুরপুরি ২১ ক. গ -তথা ২২ ঐ করি- ২৩ এ সর্ব্বরি নেআই ২৪ ঐ এত্তেক উত্তর করি সব গোচর

হেন[১] নানা রসে দিবসে দিবসে
গোকুলে বাঢ়এ কাহ্নে[২]।
গোপালবিজঅ কবিশেখর কঅ
শুনিতে পরম রসালে
সকল দেবের[৩] সার ব্রহ্ম-অবতার[৪]
তর দুতর কলিকালে ॥[৫]

॥ শ্রী ॥

হেনমতে দিনে দিনে বাঢ়এ গোপালে জেন আতি-বলীআর বনের তমালে।
ক্ষেণে জশোদার কোলে ক্ষেণে নন্দকোলে ক্ষেণে ক্ষেণে পুরজন[৬]-হিআএ হিল্লোলে।
ক্ষেণে গোপীজন-উচ্চকুচের উপরে আজনম শজ্যাএ পরশ নাহি করে।
করে কুবলঅ কৃষ্ণ হৃদএ[৭] কস্তুরি আখির অঞ্জন কৃষ্ণ মাথার কবরী।
গলাএ কী মদন-পরশ বনমালা[৮] হৃদএর সরবস মোর[৯] নন্দবালা।
হেন নানা উল্লাল[১০] করিঞা নন্দনারী অহর্নিশি বসি রহে কৃষ্ণ কোলে করি।
ঘর বুলি নিমিষেক কেহো না বাসাএ কৃষ্ণদরশন বহি আশ নাহি ভাএ।
বৃদ্ধনারীজন কানু[১১]-রূপ শুনি আইসে নআনে না দেখে[১২] তত সর্বাঙ্গ হুতাশে।
অর্ধ-[১৩]বৃদ্ধ নারী সব দেখে শিশুচান্দে[১৪] দীর্ঘল নিশাস ছাড়ি ভাবিঞা বিষাদে।
দেখিঞা জুবতী[১৫] সব কানুর বিলাশে আপনা নিরাশে ক্ষণে দেই আশোআসে।
জত জত নব নব গোআলাকুমারী[১৬] হৃদএ ভরসা বান্ধে[১৭] বএস সোঙরি।
মিছা[১৮]-কাজ-ছলে[১৯] কেহো আইসে ঘনে ঘনে তিরিপিত নহে[২০] দেখি কানুর বদনে
কেহো মিথ্যা কন্দলি[২১] করিঞা নিজ ঘরে রহএ নন্দের ঘরে কৃষ্ণ দেখিবারে।
হেনমতে অহর্নিশি সব গোপনারী ক্ষেণেক আঁখের আড় না করে শ্রীহরি।
একদিন শৃঙ্গারপরশ[২২] পড়ে মনে[২৩] জুড়িল ক্রন্দন কৃষ্ণ পাতিআ[২৪] না মানে।

১ এ -সর, পা -মতে ২ ঐ গোকুল নগরে বারএ কান ৩ পা বেদ ৪ পা বুঝহ সংসার ৫ অতঃপর, এ- পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি তৃনাবর্ত্তবধ ও নামকরণ ৬ পা গোপি- ৭ ঐ হাথের ৮ এ মুনি- ৯ ঐ তোর ১০ এ উল্লাষ ১১ ক. গ কৃষ্ণের, পা হরি ১২ ক. খ দেখিয়া ১৩ এ আর ১৪ পা -ছান্দে ১৫ এ কুমারি ১৬ পা গোআলার নারি ১৭ এ, ক. ক করে ১৮ পা মিথ্যা ১৯ এ বলি ২০ ঐ তৃপ্ত না হএ ২১ ক. গ কন্দুল ২২ ক. গ -ক্রীড়ারস, এ পরসমণি ২৩ পা দুই কালে ২৪ পা প্রবোধ

গোপীজন-উচ্চকুচ-হিল্লোলের[১] আশে জশোদার কোলে কৃষ্ণ কান্দএ বিশেষে[২]।
তা দেখি জশোদা রানী হইলা বাউলী বুকে ঘাও হানি[৩] কান্দে আউদরচুলী।
চেতনী গোপিনী সব আনিল ডাকিঞা শুধাশুধি সব[৪] জন আইলা ধাইঞা।
কাকুতি করিঞা জশো সভারে ভাবাএ[৫] সভে মেলি মোর প্রাণ[৬] রাখহে বাপাএ।
একাখরি দু-আখরি জেবা কিছু জানে চরণে পড়িঞা[৭] বোলে রাখ মোর প্রাণে।
মুখ মেলি স্তন দেউ মুখ মুড়ি কান্দে[৮] জত নাম ধরি ডাকোঁ সমতি[৯] না দে।
নঅন না মেলে খেনে উঠে চমকাএ[১০] কেন জানি করে বাছা[১১] কহনে না জাএ।
শিজ নাহি পরশে আনল হেন বাসে মোর কোলে থির নহে কান্দএ তরাসে।
কহ না কহ না[১২] বাপু[১৩] কেন জানি করে হেন বোল বুলি জশো[১৪] কান্দে উচ্চস্বরে।
হেন বেলে আসি এক চেতনী গোপিনী[১৫] মোর কোলে দেহ বলি নিল জদুমনি।
কোল নাহি পরশিতে জুড়িল ক্রন্দনে পাত্যাইতে[১৬] দুহু[১৭] কান্দে নন্দের নন্দনে[১৮]।
জে বলে আহ্মারে[১৯]দেহ আমি পাতিআই তার কোলে ততোধিক[২০] কান্দে গোবিন্দাই।
একে একে জবে[২১] সব গোপিনী চাহিল তবে সব গোপবধূ কোল পাতি নিল।
দুই হাথে হিল্লোলিঞা[২২] উচ্চ কুচ ঠেলে খেনেকে সম্বিত পাঞা কান্দে শেষ বেলে।
হেনমতে সবগোপবধূ-কোলে কোলে তভো পাতিআইল[২৩] নহে[২৪] আবাল গোপালে।
মরম জানিঞা শেষে রাধিকা সুন্দরী প্রবোধিঞা নিঞা বুকে কোলে চাপি ধরি[২৫]।
চলিতে চলিতে গেলা নিভৃত বিশেষে জনজাল[২৬]-ভএ আর কেহো নাহি আইসে।
অবসর[২৭] জানিঞা সে রসিক জদুরাএ আপন নাগর-পনা কিছু দরিশাএ[২৮]।
জবে[২৯] রাই দুই হাতে দিঞা দুই কান্ধে কোলে করি মুখচুম্ব দেই[৩০] নানা ছান্দে।
তখন রসিকগুরু পাঞা অবসর কোলে কোলে মুখে চুম্ব[৩১] দেইলী বিস্তর[৩২]।
হেন রস[৩৩] অনুভএ আপনা পাসরি লাজ ভএ ব্যাকুলী[৩৪] হইলী রাধানারী।

১ এ, ক.খ পরশের ২ পা তরাষে ৩ এ মারি ৪ ঐ পৌর ৫ পা সুধায় ৬ ঐ কানু ৭ এ ধরিয়া ৮ ক.খ নাহি মেলে ৯ পা উত্তর, এ সম্মতি ১০ এ কেন চমকি উঠই ১১ পা, এ বাপু ১২ ক.গ, এ দেখ না দেখ না ১৩ এ, ক.খ রোহিনি ১৪ ক.গ যশোদা ১৫ পা চতুর গোআলিনী ১৬ ক.গ প্রবোধিতে ১৭ পা দুহু ১৮ এ নেতের আচলে মুখ পোছএ জতনে ১৯ ক.গ মোর কোলে, পা আমারে ২০ এ চতুর্গুন ২১ ক.গ হেনমতে জত, এ হেনমতে একে একে ২২ এ তুলিঞা ২৩ ক.গ প্রবোধ, এ পাতিয়াতে ২৪ এ নারে ২৫ পা হরি কোলে করি ২৬ ক.গ জঞ্জাল ২৭ পা সময় ২৮ ক.গ রসিকপনা কিছু জে দেখাএ ২৯ পা তবে ৩০ এ দেখি চুম্বে ৩১ পা চুমে চুমা ৩২ ক.খ, ক.গ, এ দেই নিরন্তর ৩৩ পা সব, এ শিশুভাবে ৩৪ পা বিস্ময়, ক.গ ব্যাকুল বিস্ময়

চারিদিগে চাহে রাই সম্বরে[১] আপনা   রস বুঝি কোলে ঘুম[২] গেলা সে জনা।
তবে সে পরশ-লোভে করিঞা বেআজে   ধীরে ধীরে নিশবদে শোআইল শিজে।
সভাকার অনুরোধে রাধিকা সুন্দরী   শুতিঞা রহিলা তথি কৃষ্ণ কোলে করি।
হেনমতে নানা সুখে ভুঞ্জি নিতে নিতে[৩]   কহিলে কহিল নহে[৪] আতি-অদভুতে।
তবে কথো দিনে কৃষ্ণ বুক ঠেলি জাএ   তা দেখি মাএর সুখ[৫] ধরণে না জাএ[৬]।[৭]
জবে সে হাসিল দেখে মধুর বদনে[৮]   হাসির নিছনি ফুল দিল সব জনে।
মাও[৯]-কোল ছাড়ি কৃষ্ণ পদ দুই চলে   থপ করি পরি হাসি পাছু পানে ভালে।
নন্দের আঙ্গুলি ধরি পাও[১০] দুই চলে   বাপের শিক্ষাএ গুরুজন নমস্করে।
বেদ জার বাক্য সরস্বতী জার নারী   শুকশিশু-সম[১১] তারে শিখাএ গোআলী[১২]।
ক্ষীরোদসমুদ্র-মাঝে জাহার অধিকার   জশোদার দুধের লাগি[১৩] কান্দে সে কুমার।
হেন অদভুত দেখি নন্দের নন্দনে[১৪]   কেবল পিরিতে বশ দেব[১৫] নারাঅণে।
একদিন কাহ্নাই[১৬] বলরাম-সঙ্গে   মণিমআঙ্গিনে ফিরএ[১৭] নানা রঙ্গে।
কটির কিঙ্কিণি-ধ্বনি শুনি রঙ্গ[১৮] পাএ   তেরছ[১৯] নঅনে[২০] চাহি রহি নাচি[২১] জাএ।
আঙ্গিনার পাখি দেখি ধরিবারে জাএ[২২]   ধরিতে না পারি পাছে রহনি খেলাএ[২৩]।
আপনার প্রতিবিম্ব দেখি হাস্য[২৪]-মনে[২৫]   দুই হাথে চাপড় মারএ শিশুভ্রমে।
হেন বুঝি ভারে বেআকুল বসুমতী   করসানে আশ্বাসিল হেন লএ মতি[২৬]।
সাপ বেঙ্গ[২৭] কাটা খোচ একুই[২৮] না বাছে[২৯]   সব বেতে ভরে[৩০] জার লাগ পাএ কাছে।
তবে দৈবে পাঞা কৃষ্ণ মাটি একখানি   চাবানিতে[৩১] সম্ভ্রমে দেখিল নন্দরানী।
হা হা কেহে মাটি খাও গোঙার[৩২] কাহ্নাঞি   গোসাঞী-দিল[৩৩] ঘরে কিবা ধন[৩৪] নাঞি।
ইহা বুলি চিবুক[৩৫] ধরিল বাম হাথে   দক্ষিণ তর্জনী দিঞা দেখে সব বেঁতে।
কিছু নাহি খাই বলি প্রসারিল বেঁতে   চতুর্দশ ভুবন জশোদা দেখি তাথে।

---

১ পা পাসরে ২ ক. গ নিদ্রা ৩ ক. গ নন্দসুতে, এ নানা শুত ৪ ক. গ কহন না জায় ৫ পা গাও, ক. গ পরম সুখ ৬ এ মহাশুখ উপজাএ মাএ ৭ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৮ ক. গ এ, শিশুর বচনে ৯ ঐ মায়ের ১০ এ পদ ১১ ঐ বেসে ১২ পা গোপ নারী ১৩ পা, এ তরে ১৪ পা সদনে ১৫ ক. গ জানিল কেবল প্রেমরস ১৬ পা অনুযোগে, ক. গ -যুগে ১৭ এ আঙ্গনে ফিরেন ১৮ ঐ মহো ১৯ এ হাস্য ২০ ক. গ বদনে ২১ পা রহি রহি ২২ ঐ নন্দের নন্দনে ২৩ ঐ বেড়াএ তার সনে ২৪ ক. গ মান, পা মতি ২৫ পা ভ্রমে ২৬ এ চিত্তি ২৭ ঐ সর্প ভেক ২৮ ক. গ কিবা অমৃত কিবা বিষ কিছুই. ২৯ এ কিছুই না মানে ৩০ ক. গ সভাকারে ধরে ৩১ এ চাবাইতে, ক. গ তাহা খাইতে ৩২ ক. গ নন্দের ৩৩ এ গোসাঞির প্রসাদে ৩৪ ক. গ, এ কোন বস্তু ৩৫ এ বুকে

আব্রহ্মস্তম্ভপর্যন্ত দেখিল সকলে   তথা আর কৃষ্ণ দেখে জশোদার[১] কোলে।[২]
তা দেখি জশোদারানী পড়িলা ফাঁপরে   হাথ পসারিঞা জাএ কৃষ্ণ আনিবারে।
তা দেখি হাসিঞা কৃষ্ণ মাআ সম্বরি[৩]   সেই মুখ সেই মুখ দেখিএ শ্রীহরি।
তরাসে চক্ষু বুজিয়া রহে[৪] জশোদাএ[৫]   কলার বালড়ি[৬] জেন হালে সর্বগাএ।
ক্ষেণেকে সম্বিত পাঞা চাহে চারিপাশে   দেখিঞা মাএর রীত[৭] কৃষ্ণ মনে হাসে।
তবে নন্দরানী মনে সাত পাঁচ গুণি   কি দেখিল কি দেখিল[৮] হেনই না জানি।
কিবা ইন্দ্রজাল কিবা দেখিল স্বপনে   কিবা গোসাঞীর মাআ না বুঝি কারণে।
কিবা আজঞ্জাল দেখিল অমঙ্গলে   হেন সব[৯] ভাবিঞা ছাওআল কৈল কোলে।
কৃষ্ণের পরশ-রসে সব পাসরিল   আনন্দে নন্দের রানী ঘরকে চলিল।
হেনমতে নানা রঙ্গে বাঢ়ে[১০] নন্দবালা   দিনে দিনে গোকুলের আনন্দ শৃঙ্খলা।
কহে কবিশেখর গোপালবাল-কেলি   হেলাএ খেলাএ কালে[১১] পিঅ এক বেলি[১২]

কথো দিনে রামকৃষ্ণ শিশুগণ-সঙ্গে   ভ্রমএ গোকুলপুরে[১৩] আতি-বড় রঙ্গে।
চরণে মগরা খাড়ু নগর-শোহনী[১৪]   কটিতটে রুনুঝুনু বাজএ কিঙ্কিণি।
সুরঙ্গ পাটের থোপ নাম্বএ ধরিতে   গলাএ বাঘের নখ সোনাএ জড়িতে।
ধুলাএ ধুসর উড়ে সে চাঁচর কেশে   হাথেতে গেণ্ডুআ[১৫] দেখি নটবরবেশে।
সভে একু বএস একুই আভরণে[১৬]   সভে একু আকার একুই বরণে[১৭]।
কাহোকে এড়িঞা কেহো পানি নাহি পিএ[১৮] কাহো না দেখিঞা কেহো নিমিষ[১৯] না জীএ
এ সব রূপস শিশু গোআল চৌদিশে[২০]   মাঝে মাঝে[২১] রাম কৃষ্ণ দুই ভাই আইসে।
গগনমণ্ডলে জেন তারাগণ-মাঝে   কলঙ্ক-সহিত পুর্ণিমার চাঁন্দ[২২] সাজে[২৩]।
আতিবড় স্বতন্তর[২৪] নন্দের কুমারে   ভ্রমএ গোকুলপুরে দুআরে দুআরে।
নানা বিধি পাথরে বান্ধিল[২৫] ঘাট-বাট   সুবর্ণে রচিত ঘর রত্নের[২৬] কপাট।
ঘাড় ভাঙ্গে চাহিতে সব রজত পাঁচীরে   মরকতে বান্ধিল আঙ্গিনা মনোহরে।
আওাস-ভিতরে মাটি দেখিতে সাধাএ[২৭]   হেন বস্তু নাহি জারে[২৮] চাহিতে না পাএ[২৯]।
নৃর্ত্য গীত বাদ্য বহি আন নাহি শুনি   প্রতিঘরে বিবিধ মঙ্গল জঅ[৩০]-ধ্বনি[৩১]।

১ ক.গ আপনার ২ অতঃপর, সাত ছত্র পা-এ নাই ৩ এ সব মায়াতে সংহরে ৪ ঐ দেখি ৫ ক.গ মাএ ৬ ক.গ বাগুড়ি ৭ ঐ মাএরে ৮ ঐ শুনিল ৯ ক.গ মতে ১০ পা বুলে ১১ এ কৃষ্ণ, পা কাহ্ন ১২ পা বেরি ১৩ ঐ মাঝে ১৪ ক.গ, এ নাগর পোড়নি ১৫ পা হাথে গেণ্ডু খেলে ১৬ পা অভরণে ১৭ এ, ক.গ সভার এক মনে ১৮ পা থাএ ১৯ ক.খ, ক.গ, এ তিলেক ২০ এ, ক.গ জোগান চৌদিগে ২১ এ গেণ্ডুয়া খেলি ২২ পা চাঁদ ২৩ এ দ্বিজরাজে ২৪ এ সুন্দর ২৫ ঐ সাজিল ২৬ এ সুবর্ণ ২৭ ক.গ সধাই ২৮ এ হেথা, ক.গ জাহা ২৯ এ, ক.গ পাই ৩০ এ দ্বিবিধ ৩১ এ -শুনি

গোপনারী দেখিঞা সুখের রথ রহে   এক মুখে তার গুণ কহনে না জাএ।
জার রূপ গুণ লাগি[১] দেব লক্ষ্মীপতি   ছাড়িঞা বৈকুণ্ঠ কৈল গোকুল বসতি।
তাহার সহজ গুণ কহনে না জাএ   সরস্বতী আপনে কহিতে লাজ পাএ[২]।
প্রতি-পাঠশালে দেখি গোআলা-সমাঝে   গৃহকাজ না জানে না জানে রাজকাজে।
ডাগর[৩] শরীর আতি[৪] লাম্ব লাম্ব পেট   খাট খাট কাপড় পরএ নাহি[৫]-হেঠ।
মাথাএ[৬] ডাঙ্গর[৭] পাগ হাথে গুআ পানে   ঘাঁটু হেন বসিঞা আছএ[৮] থানে থানে।
আর দশ বিশ আছে তাহার সংহতি   হেনমতে নানা রঙ্গে[৯] বঞ্চে দিনরাতি।
বসিঞা অশেষ সুখ অনুভই ঠাঞে   বিচারিতে[১০] তিরিএ পুরুষে নাহি জাএ।
আপনার তিরির ছা তার[১১] নহে ঘরে   সে সব সুন্দরী সে[১২] আপন সুখে করে।
গরুর[১৩] আওাস দেখি হেন মন করে   গোলোক খসিঞা কি পড়িলা ভূমিতলে।
দরিদ্রের আশ জেন[১৪] দীঘল গোশালে   খলের হৃদঅ জেন কঠিন অন্তরে।[১৫]
সুজনের মন জেন আতি-নিরমলে   গাভীর চরণ-চিহ্নে না দেখিএ তলে।
পাথরে বান্ধিল তার বাহির খোআড়ে   গোমঅগোমুত্র-ঘ্রাণ লইতে সাধ করে।
অগোর[১৬]চন্দন কাঠের[১৭] ধুঙা[১৮] চারি পাশে   থান পরশিতে নাহি চক্ষে ঘুম[১৯] আইসে।
গোধনের জিজ্ঞাসা কহনে না জাএ   খুরে কাদা পরশিতে[২০] গরুকে সাধাএ[২১]।
হাঁসডিম্ব-সম গাও রৌদ্র[২২] নাহি[২৩] সহে   জার পিঠে কলসী পেলিলে[২৪] ঠাঞে রহে।
সকল গোধন জদি[২৫] করি এক ঠাঞে   ক্ষীরোদমথন-সম[২৬] ভ্রম উপজাএ[২৭]।
জমুনার তটে জবে বৎসগণ চরে   তবে জেন শরদ-জলদ পাটোআড়ে।[২৮]
বৎস-হাম্বারব শুনি বেহান বিকালে   শরতের মেঘ জেন বেড়াএ অকালে।
হেনমতে উথলিল গোআলার গারি   ইন্দ্রপুরী হেন দেখি গোকুলনগরী[২৯]।
দেখিঞা গোধনশোভা[৩০] নন্দের তনএ   বৎসসঙ্গে ভ্রমিবারে করিল হৃদএ।
হেনমতে দেখি বুলে দেব[৩১] বনমালী   পথে পরনারী[৩২]-সঙ্গে পাঢ়এ[৩৩] ঢামালী।

১ পা শুনি ২ পা না জাএ ৩ এ পুষ্ট ৪ পা আর ৫ পা নাভি ৬ এ মাথাতে, ক. গ মাথার ৭ এ ডাগর ৮ ক. গ আছেন, এ বসিয়াছে জেন ৯ পা রষে ১০ ঐ চারিভিতে ১১ এ আপনা স্ত্রির ছা থার ১২ ক. গ, এ জে ১৩ এ গাবর ১৪ ক. গ হেন ১৫ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ১৬ ক. গ আগর ১৭ এ কাঠে ১৮ পা ধুড়ী ১৯ এ মাত্র চক্ষু নিদ্রা ২০ ক. খ লাগিতে ২১ ক. গ সাধ হয় ২২ ক. গ রোদ ২৩ পা না ২৪ এ দিলে ২৫ পা জবে ২৬ ক. গ হেন ২৭ ঐ জনমাএ ২৮ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ২৯ এ পুরি ৩০ ঐ এমত প্রকার দেখি ৩১ এ সব দেখি বুলে ৩২ পা পুর- ৩৩ এ কৈল

পথে তেন লোক দেখি[১] করে উপহাসে   জত জেবা গালি দেঅ অমৃত[২] হেন বাসে[৩]।
শিশু হাথাইঞা[৪] কারো করে অপমানে   আপনে নিষধি পাছে[৫] করে সমাধানে।
পথে জত জত জাএ ভক্ষ্যের পসারে[৬]   আখি-ঠারে[৭] লুটাএ[৮] সকল ছাওালে[৯]।
গোহারি করিতে জেবা জাএ রাজার[১০]ঠাই   আনিঞা প্রবোধে তারে চতুর[১১] কানাঞি।
কংসের গরবে জেবা বলে আতি[১২]-সরি   হাসি আপমান করে শঙ্কা পরিহরি[১৩]।
ঘরে ঘরে দধি দুধ মাগিঞা[১৪] পাঠাএ   সমাঝ করিঞা পথে বসিঞা[১৫] খাওাএ।
জে পথে খেলিঞা বুলে নন্দের নন্দনে[১৬]   সে পথে গতাআত[১৭] না করে পুরজনে[১৮]।
নীত শিখাইতে জেবা[১৯] আইসে কাহ্নু[২০]-ঠাই   নেউটিঞা[২১] ঘর জাইতে পথ নাই পাই[২২]
জখন জে রসে কহে সে রসে[২৩] নিধান   সমুখে[২৪] উত্তর দিতে নাহি জানে আন।
হারিলে নেআই[২৫] করে খণ্ডাইল নহে   ভাল ভাল লোক চাহি[২৬] ঠ হঞা[২৭] রহে।
পাইলে লুটিঞা খাএ নাহিখ গোহারি   ভাল ভাল ভোক্ষ্য দ্রব্য[২৮] পাঠাএ গোআলী[২৯]।
আপন আপন নামে গোআলার নারী   নানা বস্তু সাজিঞা পাটাএ আগুসরী।
জেবা[৩০] তারে দধি দুধ দিঞা না পাঠাএ   রজনীশেষ বুঝিঞা তার ঘরে জাএ[৩১]।[৩২]
খোআঁড় মেলিঞা সব বাছুর পিআএ   ধীরে ধীরে জাঞা ঘরের কপাট ঘুচাএ।
দেখিতে না পাই ঘর বড় অন্ধকার   তাহাতে প্রবিষ্ট হএ নন্দের কুমার।
ভাল ভাল বস্তু সব জেই ঠাই থাকে   বাহির করিঞা তাহা আঙ্গিনাতে রাখে।
বালক সকল লঞা বসিঞা ত খাএ   জে খাইতে নারে তাহা ছিটাঞা পেলাএ।
দধিদুগ্ধঘৃত-আদি জত বস্তু পাএ   কিছুমাত্র খাঞা তাহা সকল পেলাএ।
তবে সে উঠিঞা জাএ তেন দ্বারে দিঞা   গরু সব লঞা দেএ বনে খেদাড়িঞা।
জেই বস্তু না পাঠাএ তার হেন করে   সাজাঞা ত সেই বস্তু পাঠাএ সেই ডরে।
হেন নানামতে কৃষ্ণ শিশুভাব[৩৩] করে   খেলাএ বিবিধ খেলি পাতিঞা চাতরে।

১ ক. গ লোক দেখি তারে ২ ক. গ সুধা ৩ এ তাথে নাহি রোসে ৪ ক. গ ঠেকাইয়া ৫ ঐ নিসধ্যা পিছে ৬ এ উপহারে ৭ ক. গ আখির ঠারেতে ৮ পা ছড়াএ ৯ ক. গ লোটাএ সকল পশার ১০ এ গোচর করিতে জাএ জে নন্দঘোসের, পা কারো ১১ পা সুন্দর ১২ এ আগু ১৩ এ, পা অংশ সারি ১৪ এ চাহিয়া ১৫ পা সভারে ১৬ এ কুমারে ১৭ পা, এ জাতাআত ১৮ এ নগরে ১৯ ক. গ জেবা নিতি সিখাইতে ২০ পা তার ২১ এ পালাইয়া ২২ ক. গ পাএ ২৩ এ রস করে রসের ২৪ পা উত্তরে ২৫ এ হরিকে ন্যায় ২৬ পা সব ২৭ এ মুখ চাহি ২৮ ক. গ ভক্ষ বস্তু, এ ভোগ্য সব ২৯ এ গোপনারি ৩০ ঐ জারে ৩১ পা নিতি আলখিতে তার বাছুর পিআএ ৩২ পরবর্তী সাত ছত্র পা-এ নাই ৩৩ এ -কৃড়া

জত জত পরকার আছে বাল্যখেলা সকল খেলার গুরু একা নন্দবালা।
হেনমতে শিশুসঙ্গে বিহানে[১] বাহিরাএ বেলা-অবসানে ঘর জাইতে না চাএ।
এথা সে জশোদা রানী দেখি শূন্য ঘরে আশে পাশে চাহে[২] নাঞি নন্দের কুমারে[৩]।
বুকে ঘাও[৪] হানিঞা উঠিলা[৫] চমকিতে কোথাঙ[৬] না পাএ একা[৭] কান্হাই দেখিতে।
হাহাকার করি জশো[৮] বুকে হানে ঘাএ নেতের আচল তার ধূলাএ[৯] লোটাএ।
আলুআইল[১০] কেশপাশ দশ দিগ হেরি হরি হরি করি ধাএ[১১] জশোদা বাউলী।
পথের দোপাশে[১২] জত নগরিআ আছে কাতর-নআনে জশো[১৩] তা সভাকে[১৪] পুছে।
কেহো কি দেখিলে মোর সুন্দর কানাঞি[১৫] এখুনি আছিলা ঘরে গেলা কোন ঠাঞি[১৬]।
সজল জলদ নীল কোমল শরীরে চাঁচর চিকুর চূড়া উভ করি শিরে[১৭]।
ললাটে চাঁন্দের[১৮] ছান্দ[১৯] চন্দনের ফোটা তুলিএ তুলিল জেন ভাঙু[২০] দুই গোটা।
আঅত[২১] অরুণ চারু চঞ্চল লোচনে গৃধিনী-অধিক লাম্ব[২২] লাম্ব দুই কানে।[২৩]
উন্নত মধুর[২৪] নাসা জিনি[২৫] তিলফুলে ফুটিল পারুল জেন অধর রাতুলে।
সুপাক দাড়িম্ব[২৬]-বীজ জিনিঞা[২৭] দশনে হাসিএ[২৮] বাসিএ কি অমৃতবরিষণে।
সোনালী পোআলী[২৯] গলে[৩০] মুকুতার হারে সুরঙ্গ পাটের থোপা পিঠদিগে লোলে[৩১]।
করিবরকর জিনি[৩২] বাহুর[৩৩] বলনী বুকের চাঙ্গরা[৩৪] মরকত পাট[৩৫] জিনি।
নহে স্থূল নহে ক্ষীণ[৩৬] সুন্দর উদরে পিঁধন কনক ধড়ী[৩৭] কটির উপরে[৩৮]।
কটিএ কিঙ্কিণি মণি[৩৯] চরণে নূপুরে হাথ পাও রাঙ্গা[৪০] জেন উতপলফুলে।
মত্তগজগতি চলে হাসি কথা কহে[৪১] দেখিতে সে রূপ[৪২] মন কোথাঙ না রহে।
হাপুতের পুত মোর অনাথের নাথ তিল আধ[৪৩] না দেখিলে না পাঙ সোআথ।
কোলে না থাকিলে প্রাণ কেন[৪৪] জানি করে সে আজি[৪৫] এতেক বেলি নাহি মোর ঘরে।
কহ না কহ না প্রাণ ফুটিবাকে[৪৬] চাএ কে জানে কানুর সুদ্ধি কহ না আহ্মাএ[৪৭]।

১ ক. গ নিতি ২ পা দেখে ৩ ঐ সুন্দরে ৪ পা ঘাত ৫ এ চলিলা, ক. গ উঠে ৬ ঐ কোথাহ ৭ এ যশোদা ৮ ঐ যশোদা ৯ পা ভূমিতে ১০ ক. গ খসিল ১১ পা জাএ ১২ ঐ দুই পাশেতে ১৩ হঞা যশোদা ১৪ পা সভাকারে ১৫ ঐ নন্দের কুমারে ১৬ এ কোথাকারে ১৭ পা বন্ধে চুড়ে, এ বান্ধএ তা সিরে ১৮ পা চাঁদের ১৯ ঐ ছাদ ২০ এ ভুরু ২১ ক. গ অবুত, এ আরক্ত ২২ ক. গ লাগ ২৩ পরবর্তী ছত্র পা-এ নাই ২৪ ক. গ অধর ২৫ ঐ জেন ২৬ পা দাড়িম ২৭ পা সমান ২৮ এ হাসিতে ২৯ ক. খ পোঙালী ৩০ পা গলে ৩১ ক. গ, এ দোলে ৩২ ক. খ, পা হাথে কেড়াসম ৩৩ ক. খ বাহির ৩৪ এ পরিসর, পা, ক. গ চাগড়া ৩৫ ক. গ জেন মরকত ৩৬ ঐ উচ্চ ৩৭ ক. গ ধটী, এ সুন্দর ধড়ি ৩৮ পা তাহার অন্তরে ৩৯ এ, ক. গ বাজে ৪০ এ বান্ধি ৪১ পা কএ ৪২ এ দেখিলে শুনিলে ৪৩ পা এক ৪৪ এ কেমন ৪৫ ক. গ আতি ৪৬ ক. গ, এ ফুটিবারে ৪৭ ক. গ আমাএ, পা বাপাএ

শুনি জশোদার এত কাতর উত্তরে   সব লোক বিষাদে গুণিল[১] আথান্তরে[২]।
এইমতে জশোদা শুধাএ[৩] জথা তথা   কেহো[৪] না জানে কাহ্নুর[৫] তত্ত্বকথা।
সংশঅ আকুলী[৬] হঞা বুলে ঠাঞি ঠাঞি   একু[৭] সে পাপিষ্ঠ দুষ্ট কংসেরে ডরাই।
প্রথমে চাহিল[৮] গিঞা আইহনের[৯] ঘরে   রাধিকারে ভরছিল নানা[১০] পরকারে।
ষোলশতগোপী-মাঝে তুহ্মি[১১] মোক্ষা নারী   তোহ্মার মুখের লাজ খণ্ডাইতে নারি[১২]।
আজনম কাহ্নু-সঙ্গে তোহ্মার[১৩] পিরিতি   তোহ্মা[১৪] বশ কানাঞি আতি-বিপরীতি।
তোহ্মা[১৪] পাইলে[১৫] বাপমাও ঘরদ্বার ছাড়ে তিলেক না দেখি[১৬] রাধা রাধ. ডাক ছাড়ে[১৭]।
শিশুকাল হইতে নিঞা বুল ঠাই ঠাই   তোহ্মা[১৪] হইতে অনাআত[১৮] হইলা কাহ্নাঞি।
কোথা জাএ কোথা থাকে একোই[১৯] না জানি   কেমতে সহিব এত মাএর পরাণি।
ইবার[২০] রাধিকা কিছু না বুলিহ মোএ[২১]   সে করিমো[২২] আর জেন নাহি[২৩] বাহিরাএ।
এত অনুযোগ জবে দিল[২৪] নন্দরানী   রাধিকা সুন্দরী কিছু বইল প্রিঅবাণী।
না জানিঞা[২৫] দোষ মোরে দেহ নন্দরানী[২৬] কাহার আঅত বটে তোহ্মার[২৭] পো-খানি[২৮]
মুখ-ঝামলাএ[২৯] তোর ঘর আসি জাই   কারে বা কতেক ধন দিয়াছে[৩০] কাহ্নাঞি।
বোল আর না জাইব তোহ্মার[৩১] দুআরে   আজি হইতে ঘরে রাখ আপন কুমারে।
এখুনি আছিলা এথা শিশুগণ-সঙ্গে   হেন বুঝি[৩২] গোঠে খেলি খেলএ সুরঙ্গে[৩৩]।
শুনিএগ রাধার বাণী কোরোধিত[৩৪] হঞা   চলিলা জশোদা রাপাপথ[৩৫] গোড়াইঞা[৩৬]।
গোঠমাঝে দেখিল সে আপন[৩৭] কুমারে   ভুখিল চকোরী জেন পাইল শশধরে।
দূরে হইতে[৩৮] জবে চাহিল কানাঞি[৩৯]   দুখ[৪০] পাসরিঞা জশো[৪১] আনন্দ মনে পাই[৪২]।
মাএর হৃদঅ বুঝি চতুর কাহ্নাঞি[৪৩]   কোলে ঝাঁপ দিল হাসি[৪৪] রাধা-পানে চাই।
জত শিশুগণ ছিল পালাইলা সভে[৪৫]   সাত পাঁচ মনে গুণিলা[৪৬] বলদেবে।

---

১ এ ভাবিঞা ২ ক. গ অন্তরে ৩ এ ধাএ ৪ পা কেহো জানে ৫ পা-এ নাই ৬ পা আকুল ৭ ক. গ, পা একে ৮ ক. গ খুজিল ৯ পা আঅনের ১০ এ বিবিধ ১১ পা তুমি ১২ পা খণ্ডিতে না পারি, এ খণ্ডিবারে- ১৩ পা তোমার ১৪ পা তোমা ১৫ ক. গ তোমারে দেখিলে ১৬ এ, ক. গ দেখিলে ১৭ ক. গ পাড়ে ১৮ ঐ আনাথ ১৯ পা হেনঞি ২০ পা এবার ২১ ক. গ বলিহ মোরে, এ মোরে ২২ পা করিব ২৩ ঐ ঘরে হইতে না ২৪ ঐ বইল ২৫ পা বুঝিঞা ২৬ ক. গ, এ বারে বারে ২৭ পা তোমার ২৮ ক. গ আওআসে আছে তোমার ছাওআলে, এ কুমারে ২৯ এ দুঃখ মানহ ৩০ পা দিঞ ৩১ পা তোমার ৩২ ক. গ শুনি ৩৩ এ, ক. গ খেলে নানা রঙ্গে ৩৪ এ সক্রোধিত ৩৫ পা -জাএ ৩৬ পা গোড়াইঞা ৩৭ ঐ নন্দের ৩৮ ক. গ দুরাইতে ৩৯ ক. গ, এ গোপালে ৪০ ক. গ -শোক ৪১ পা -বড় ৪২ ঐ পাসরিল সেই কালে ৪৩ পা কানাঞি ৪৪ এ, ক. গ আসি ৪৫ এ তবে ৪৬ ক. গ গুনি আনি, এ ঘুনিঞা রহিলা

তবে সে জশোদা রানী কৃষ্ণ কোলে করি   আনন্দে মুগধি[১] বোলে বোল দুই চারি।
তোহ্মা[২] পুত্রে কোহ্নো[৩] কালে সুখ নাহি পাব[৪]   দুখ শোকে ভএ একুই[৫] পরাণ হারাব
পাশেহো[৬] দোসর জম কংস মহারাএ[৭]   আজনম বাপু তোরে[৮] মারিতে বেড়াএ।
প্রতিপদে জতেক নিষধি[৯] তাই[১০] কর   খাও ত মাএর মাথা ঘুচুক ঝগড়[১১]।
লুকাইতে বলি চালে চড়িবে[১২] সদাএ[১৩]   হাথ বাড়ি[১৪] করি কত[১৫] রাখিব তোহ্মাএ[১৬]
জেই মনে লএ তাই[১৭] কর নাহি দাএ[১৮]   বিনি তোরে তিরিবধ না দিলে না জাএ।
সকল গোকুলে বাপু[১৯] তুহ্মি একা প্রাণ   তোহ্মার[২০] বিহনে বাপু সকল বিথান।
আর জবে হেন কভোঁ কর জদুনাথ[২১]   মাএর[২২] শপতি কর শিরে দেহ হাথ।
এতেক মাএর বোল শুনিঞা গোপালে   দুই করতালে দুই নআন কচালে।
শিশুভাবে গোবিন্দাই[২৩] জুড়িল কান্দনে[২৪]   তারে প্রবোধিল নহে অনেক জতনে।
তবে সে জশোদা বলভদ্র কোলে করি   বড় বলি অনুজোগ দিল গোপনারী[২৫]।
তবে দোঁহা নিঞা গেলা নন্দের ঘরণী   নানা গন্ধে উদ্বর্তন করিল আপুনি[২৬]।
স্নান করাইঞা দিল পরিতে[২৭] বসন   সর্বাঙ্গ ভূষিঞা দিল গন্ধ চন্দন।
নানা দিব্য অন্নপানে[২৮] করাইল ভোজন   শঅনেরে বিছাইল বিচিত্র বসন[২৯]।
হেনমতে রামকৃষ্ণ দিবসে দিবসে   কপটবালক-বেশে[৩০] ভুঞ্জে নানা রসে।
কৃষ্ণের ভ্রমণ-কেলি শুন সর্বজনে[৩১]   জা শুনিলে না ভ্রমিএ সংসার-কাননে[৩২]।
কহে কবিশেখর বুঝিঞা সারোদ্ধার[৩৩]   গোপালবিজঅ শুন অমৃতের সার[৩৪] ॥

॥ শ্রী। দীর্ঘছন্দ[৩৫] ॥

একদিন নন্দরানী   নিশি-অবশেষ জানি
উঠিলা গোবিন্দ থুঞা শিজে
জত দাসদাসী-জনে[৩৬]   নিজোজিল[৩৭] প্রওজনে
গেলী দধি মথনের[৩৮] সাজে।

১ ক.গ হৃদয়ে, এ মুগ্ধ হঞা ২ পা তোমা ৩ পা কোনো ৪ এ হইবে ৫ ক.গ আমি, এ একা ৬ পা পাশেঞি, এ পাছে ত ৭ ঐ মহাশএ ৮ পা বাপুড়ে ৯ এ নিষেধি জাহা, ক.গ জে নিসেদিব ১০ এ সেই কর্ম্ম, ক.গ -তুমি ১১ ক.গ কচাল ১২ ক.গ উঠিবে, এ চড়িঞা ১৩ এ বেড়ায় ১৪ ক.গ কত বাড়ি ১৫ ঐ হাতে করি ১৬ ক.খ তোমারে, এ সদাএ, পা তোমাএ ১৭ পা লঞাই ১৮ এ করিঞা বেড়াএ ১৯ এ পুরে ২০ পা তোমার ২১ এ জগন্নাথ ২২ ক.গ আমার ২৩ এ দুই ভাই ২৪ পা ক্রন্দনে ২৫ পা কোপ করী ২৬ ক.গ, এ তখনি ২৭ এ বিচিত্র ২৮ ক.গ -তবে ২৯ পা সিংহাসন ৩০ এ রূপে ৩১ ঐ জগ- ৩২ এ না ভুঞ্জিবে সংসারবন্ধনে, পা কারণে ৩৩ ক.গ সারোধার ৩৪ পা নহে অমৃত পসার ৩৫ পা-এ নাই ৩৬ এ -গনে ৩৭ পা নিবেদিল ৩৮ ঐ মথিবার

নিতম্বযুগল চলে[১] শ্রবণে কুণ্ডল দোলে[২]
ঝলকএ বাহের[৩] বলএ
গলাএ হার হিল্লোলে নেতের আঁচল দোলে
দধি মথে জশোদা লীলাএ।
রোহিণী-সহিত তাএ সুললিত গীত গাএ[৪]
বলআর ধ্বনি তাএ বোলে[৫]
দধি-মথনের রাএ চিআইলা জদুরাএ
অঙ্গ মোড়িঞা আঁখি মেলে।[৬]
নৌতুন নুনির[৭] গন্ধ পাইঞা হইলানন্দ[৮]
লোভে কৃষ্ণ গেল তার পাশে
কমলের বাস পাঞা ভ্রমরা লুবধ হঞা
জাএ জেন মকরন্দ-আশে।
দেখিঞা দধি-মথনে আতি-উল্লসিত মনে
কৃষ্ণ চাহে দধি মথিবারে[৯]
শিশু হেন বুধি করি আবুধ নন্দের নারী
রুষিঞা নিষধে বারে বারে।
শুনিঞা মাএর বাণী হাসে দেব চক্রপাণি
ক্ষীরোদ-মথন মনে করি
পাড়িল বাল-পাসণ্ড[১০] ধরিল মথন-দণ্ড
বেসালি-ভিতরে হাথ ভরি।
জত জত নুনি ভাসে সব খাএ গাসে গাসে
নুনি-মুখে কৃষ্ণ ভালে সাজে
জেন নীল অন্ধকার[১১] পাঞা ক্ষীণ শশধর
পীড়এ সহজ-বইরি-কাজে।
তবে ত জশোদা মাএ হাথে সাঠ[১২] করি ধাএ
হাসি হাসি পালাএ গোপালে

১ এ দোলে ২ পা চলে ৩ পা, ক. গ বাহির ৪ এ, পা কৃষ্ণের চরিত্র ৫ পা মেলে ৬ অতঃপর, চারি ছত্র পা-এ নাই ৭ এ নূতন নবনি ৮ ক. গ -অন্ধ ৯ পা মাথিবারে ১০ এ বালক সণ্ড, ১১ পা, এ অন্ধকার বন ১২ এ ছাট

চাঞা[1] সে মুঠনী কাটে[2] ধরিল নহে নিকটে
দেখি হাসে সকল গোআলে[3]।
ধাইতে আলাইল চুলে খসিঞা পড়ে নিচোলে
অবিরত ছাড়ে ঘন[4] শ্বাসে
ঘামে তোলবোল গাএ মুখে না নিঃস্বরে রাএ
নন্দরানী পড়িল উদাসে।
মাএর দেখিঞা দুখে ধরা দিল নিজ সুখে
জশোদা ধরিল বাম হাথে
দেখাইঞা তরজনী করে আতি-তরজনি[5]
মনে মনে হাসে জগন্নাথে।
তবে সে কৈতব করি তোলাইঞা[6] পুরনারী
বাড়ি তুলি না মারিল[7] তারে
মিছা দেখাঞা তাতে[8] রাখিল[9] শঙ্কার মতে
উলটিতে সেহো ব্যবহারে।
জানিঞা কৃষ্ণের রীতি[10] চতুর সে জশোমতী[11]
করিল বিবিধ[12] পরকারে
আতিদূরে শিকা দিঞা[13] দধি দুধ থুএ নিঞা[14]
নিরাশিঞা[15] আপন কুমারে।
হেন জশোদা মুগধি না জানে পোএর সুঁধি
পুরুবে বামন[16]-অবতারে
এক চরণের ঘাঅ ব্রহ্মাণ্ড ফুটিঞা জাঅ
শিকা দিঞা তাহারে নেবারে।
বুঝি অবসরবেলা চতুর[17] নন্দের[18] বালা
বাল্যলীলা[19] করে নানা মতে

১ ক. খ ঠাএ ২ এ রহি চাহে বঙ্ক ডিঠে ৩ এ গোকুলে ৪ এ ঘন ঘন ছাড়ে উর্দ্ধ ৫ ঐ বোলে অতি ক্রোধবানি ৬ ক. গ তোলাঞা জে, এ তোলাইল ৭ এ নেবারিল ৮ মীছা দেইঞা তে ৯ ঐ রাখি বল ১০ পা মতি ১১ এ যশোদা চতুরমতি ১২ ক. গ, এ অশেষ, পা সে- ১৩ পা দিআ ১৪ এ তোলে লঞা ১৫ ক. গ নিরসিয়া ১৬ এ মানব ১৭ পা যশ, ক. গ আনন্দে ১৮ পা আনন্দের ১৯ এ কূড়া

আবর্ত্ত দুধের ঘটে নড়ি-আগ দিআ ফুটে
হেটে[১] মুখ পাতি রহে[২] পিতে।
কৃষ্ণের মুখ-উপরে ধবল[৩] দুধের ধারে
দেখিতে লাগএ[৪] চমৎকারে
জেন কুবলঅকোষে অমৃতধারা বরিষে[৫]
কিবা তাহে মৃণাল সঞ্চারে।
তবে দিঞা পিঢ়াপিঢ়ি তাহার উপরে চড়ি
পাইল নব মুনির[৬] গাগরে
খাইঞা[৭] ভরাইল[৮] পেট মুইঞা[৯] নাম্বিলা হেঠ
শুনি[১০] মাএর জেন[১১] স্বরে[১২]।
তবে সে চতুর হরি হৃদএ মন্ত্রণা করি
রহিলা তা কোণের ভিতরে
মরকতমণি-কাঁথে লখিবারে নারি[১৩] তাথে
জেন মেঘে তিমির আবরে।
তবে সে জশোদা মাঅ দুআরে দাণ্ডাঞী চাঅ
দেখে দধি দুধের পঅরে[১৪]
সম্ভ্রমে পশিঞা[১৫] ঘরে সাত পাচ মনে করে[১৬]
কোরোধে সর্বাঙ্গ জেন পোড়ে।
দেখিঞা লখিল কাজে চোর আছে ঘর-মাঝে
এত বলি চাহে সব ঘরে[১৭]
রৌদ্রে[১৮] আসিঞা চক্ষে[১৯] দুনু[২০] আন্ধার[২১] দেখে
ঠাই চোর লখিতে[২২] না পারে।
জত পুরজন আসি সভেই কাহ্নুরে দোষি
ভূমের গোরস তুলি ভাড়ে[২৩]

---

১ পা লাম্ব ২ পা পাতে দুগ্ধ ৩ এ পড়এ, ক. গ ধরিল ৪ পা দেখিতে ৫ ক. গ বিকশি ৬ ঐ পাইয়া ত নবনী ৭ ক. খ খাঞা ৮ এ পুরিল ৯ ক. খ নিঞা জে ১০ এ, ক. গ শুনিঞা ১১ ঐ হেন ১২ ঐ সুরে ১৩ ক. গ লাম্বিতে না পারি ১৪ এ দেখিঞা জাএ দধি দুগ্ধ পড়ে ১৫ ঐ পসিলা, পা পসিআ ১৬ এ ভএ কানু লুকাইল ডরে ১৭ পা চারি পানে ১৮ পা ক্রোধে ১৯ ক. গ রোদে সে আসিয়াছে ২০ পা দুগুন ২১ ক. গ অন্ধকার ২২ এ দেখিতে ২৩ ক. গ তুলে ভাণ্ডে

জশোদা সভারে[১] বোলে কাহ্নু ধরি দেহ মোরে
ঘরের ভিতরে আছে তাড়ে।
জশোদা-আদেশ পাই সভে ঘর-ভিতর জাই[২]
চাহি[৩] কৃষ্ণ দেখিতে না পাই[৪]
সকল গোপীজনে কহে জশোদার স্থানে
বুঝি ঘরে নাইক কাহ্নাই।
দৈবে সে রাধার[৫] হাথে ঠেকিলা গোকুলনাথে
হাথ চাপি রাখিল তথাই
কাঁথ বলি কোলে করি নিজ মনোরথ পুরি
রাধা মিছা[৬] চাহে সেই ঠাই।
চাহিলে ও-দিগে নাঞি ইহা বলি জাহে[৭] রাই[৮]
জাবারে নিষধে জশোদাএ[৯]
তুমি ত ঘরকে গেলে না পাইব গোপালে
বসি তুমি থাক এই ঠাএ।
তবে আতি-কুতুহলে হাসিলা বালগোপালে
জেন মেঘে ধবল[১০] বিজুলী
জশোদা পাইল লাগে ধরিঞা আনিল রাগে
কাহ্নু মিছা করএ নিকলি।
তবে সে নন্দের রানী শুনিঞা কাতর বাণী
মনে আতি জনমিল দয়া
দমন দিবার[১১] কাজে মারিবার জাএ সাজে[১২]
তিরির বুঝিল[১৩] নহে মাআ।
সকল গোকুলপুরী সভে ভাল ভাল বলি
শুনি গাও ধরণে না জাএ
জেই মনে লএ তোরে[১৪] তাই কর স্বতন্তরে[১৫]
কত বা সহিব বাপ[১৬] মাএ।

১ ক.গ সভাকারে ২ পা ঘরে ঘরে চাহী সব ঠাঞি ৩ ক.গ ধাএ, পা ক্রোধে ৪ অতঃপর, দুই ছত্র পা-এ নাই ৫ পা বাধে তার ৬ পা মিথ্যা ৭ এ, ক গ গেলা ৮ ক.গ সেই, পা শিরাই ৯ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ১০ এ ধবিল ১১ এ করিবার ১২ এ মুখে থর ওষ্ঠ বাজে, পা মুখে থর খুটা বানে ১৩ এ স্থির বুঝিতে ১৪ পা তোর পড়ে ১৫ এ কর আত্ম ইচ্ছাএ ১৬ এ কত বার সহিবেক

দু-আঙ্গুলি মুখে[১] দেখ পরবতে দেহ ঠেক
ভালে ভালে জাব কত কালে
কোন[২] সে গোআলাজাতি ইন্দ্রের অধিক ভাঁতি
না জানি কি অনরথ ফলে।
জে রাজার দেশে বইস তারে তৃণ নাহি[৩] বাস
নহ পুন রাখালের জোগে
জীঅ জার পরসাদে তার সনে কর বাদে[৪]
নিতি নিতি দেহ নানা শোগে[৫]।
দুআরে বাড়াঅ পাএ[৬] শিশু[৭] দশ বিশ ধাএ
বিনি দন্দে নাহি রহ বাটে[৮]
উধাঞা[৯] কন্দলী কর মিছাই জে[১০] বল ধর
জীঊত জলন্ত কংস-পাটে[১১]
দুআরে বার‍্যাইলে[১২] তোর আরদাসে নাহি ওর
পরে কত সহিবারে পারে[১৩]
তোহর বাপের কাজে আমার মুখের লাজে
না গোচরে[১৪] রাজার দুআরে।
তোহর গণের[১৫] ডরে দধি দুগ্ধ পচে ঘরে
বিকি কিনি[১৬] কেহো নাহি জাএ[১৭]
অধন গোআলাজাতি বিকি বৈ হি[১৮] নাহি গতি
নেআইব কেমন উপাএ।
জত জত অপকাজে উপজে গোকুল-মাঝে
তোহ্মা[১৯] বই কোথাঅ না জাএ
জোথা জেবা করে দন্দ[২০] সকল তোহ্মার[২১] কন্দ
তোরে কানু জীতে না জুআএ।
এ হেন বএসে আন সকল কাজের[২২] নিধান
তুহ্মি[২৩] আতি[২৪]-আকাজের গুরু

১ এ দেহে ২ পা জাতি ৩ এ হেন ৪ ঐ অকারণে কর সাদ ৫ পা শোক ৬ ঐ ডাণ্ডাই নাক্রি ৭ এ দেখি ৮ ঐ পথমাঝে ৯ এ জাচিঞা ১০ পা, এ মিছা কাজে ১১ এ -রাজে ১২ পা বাহির হইলে ১৩ ক. গ বারে ১৪ পা লাগে চরে ১৫ এ পথের ১৬ ঐ বেচিবারে ১৭ পরবর্তী চারি ছত্র পা-এ নাই ১৮ ক. গ কিনি ১৯ ক. গ তোমা ২০ এ কহে মন্দ ২১ পা তোমার ২২ এ. গুণে ২৩ পা তুমি ২৪ ঐ বড়

লাভ-অপচয়-জ্ঞান নাহি তোর এক ধান
না জানিএ[১] মানুষ না গরু।
না শুন উচিত[২] বোল হইঞা বুল[৩] বাউল
ঘর আসি[৪] হঅ আগেআন
দ্বারে দাণ্ডাইতে নাঞি শিশু দশ বিশ[৫] ধাই
ঘরে থির না হএ[৬] পরাণ[৭]।
জথা জে খাবার থাকে চোরাইঞা[৮] দেহ সভাকে
ঘর বুলি কিছু না বাসএ[৯]
সঞ্চারি না পাঙ[১০] চুরি মজাইলে ঘরগারী
শিশু বুলি সকল নেআএ।
ঘরের ছাওাল[১১] হঞা[১২] সদা চুরি কর জাঞা[১৩]
কত বা রাখিব দিন রাতি
জে বলু সে বলু জন আর না জাএ সহন
আজি মু করিমু[১৪] তোর শাস্তি।
হাথেনাথে[১৫] জত চুরি তভো নহে[১৬] কর হারি[১৭]
এবার ঠেকিলা[১৮] মোর হাথে
একু তোর চুরিবাদে কোথাহো না জাঙ[১৯] সাধে[২০]
বাধিঞা রাখিমু ভালমতে।
জত সখী পরধান সভারে মাগিঞা দান
কৃষ্ণ লাগি না বলিহ মোরে[২১]
হেন মো[২২] করিমু শাস্তি থাকে জেন আথেআতি[২৩]
কভু কেহো[২৪] নাহি করে চোরে।
এ বোল বুলিঞা মাএ[২৫] বাহ্য রোষ দরিশাএ
হাথে নৈল ত পাথী-ছান্দনে[২৬]

---

১ ক গ জানি তুমি, এ জান তো ২ পা পরের ৩ পা বুল জেন ৪ পা আইলে ৫ ঐ শিশুগণ আইসে ৬ ক. গ নহে জে ৭ পা পরানি ৮ এ চোর হঞা ৯ পা বাসহ ১০ ক. গ সঞ্চারে না পাই ১১ এ বালক ১২ পা হইঞা ১৩ পা চুরি করিব আসিঞা ১৪ ক. গ করিব ১৫ ক. গ লোতে, পা নোথে ১৬ এ, পা শব নাই ১৭ ক. গ সব লএ কর পেলি ১৮ পা পড়ীলা ১৯ এ পাই ২০ ক. গ কোথাঙ না জায় সাদে ২১ পা বোলিবে মোকে ২২ ক. গ মুঞি ২৩ এ দুথ রাতি ২৪ ঐ জেন ২৫ পা জাঅ ২৬ এ পাকিয়া চান্দে, পা নিলা ত পাকাআ ছন্দে, অতঃপর, পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই

মাআ পাতি শ্রীহরি কাতর নআন করি
মুখ চাহি জুড়িলা ক্রন্দনে[১]।
তবে সব গোপনারী জশোদার পাঅ ধরি[২]
প্রবোধাএ[৩] নানা-পরকারে
বুঝিঞা সে আথান্তর[৪] সভেঁ গেলা স্থানান্তর
মোহে লোহে[৫] কেহো না সম্বরে[৬]।
তবে নন্দ-গোআলিনী উদুখল টানি আনি
উদরে[৭] বান্ধিল দামোদরে
তাহে কৃষ্ণের কপটে[৮] বান্ধিতে দড়ি[৯] না আটে
জশোদা হইলা[১০] ফাফরে।
আসি জাই নন্দরানী আতিপরিভএ[১১] মানি[১২]
তভো দড়ি আনিবারে হাঁটে
ঘরে দড়ি ত জত ছিল সব বারে বারে নিল[১৩]
তভো কৃষ্ণে[১৪] বান্ধিতে না আটে।
আলাইলা[১৫] কেশপাশ ঘনে ছাড়ে[১৬] নিঃশ্বাস
ঘামে তোলবোল সব গাএ
বসন লোটাঞা জাএ মুখে না নিঃস্বরে রাএ
মাআতে আকুল দেখি মাএ[১৭]।
দড়ি না পাইঞা রানী সেই দড়ি বান্ধি টানি
তা দেখিঞা[১৮] হাসে দামোদরে
জবে মাআ সম্বরিল সেই দড়ি উবরিল[১৯]
নন্দরানী বান্ধিলা[২০] উদরে[২১]।
দেখ হের অপরূপ[২২] ভকতবৎসল-রূপ
ত্রিগুণ-অতীত[২৩] ভগবানে

১ এ নানা মতে কান্দে ২ ক গ পাড়ি ৩ পা প্রবধিল ৪ ক. গ, এ রসান্তর ৫ এ লোক ৬ পা স্বরে ৭ এ দড়ি দিঞা ৮ পা পেটে ৯ পা-এ নাই ১০ পা গোআলিনি পড়ীলা ১১ ক. গ পরিশ্রম ১২ এ একে২ সব আনি ১৩ ঐ বারে বারে আনিল ১৪ পা দড়ি ১৫ এ, ক. গ খসিল সে ১৬ পা ঘন বহে ১৭ পা মাঅ দেখি দআ জহুরায় ১৮ এ -মনে ১৯ পা উবরি নিল ২০ পা বান্ধিঞা ২১ এ দুয়ারে ২২ ঐ অদ্ভূত ২৩ এ রহিত

মিছা ন্থনিচোর-বাদে[১] নন্দের গোআলী[২] বান্ধে
ছান্দ দড়ি দিঞা নিরঞ্জনে[৩]।
ব্রহ্মাদি দেবতা জার না জানে সহজাচার
মহেশ ধেআনে নাহি পাএ[৪]
আগমনিগম-বেলে মুনিগণ চাহি বুলে
চরণের চিহ্ন না পাএ।
বলি ত্রিভুবন দিল তভুঁ জারে[৫] না পাইল
সে জন বালক নন্দঘরে[৬]
তারে ন্থনিচোরা বলি উদুখলে বান্ধিঞা পেলি
গোয়ালিনী ঘরের বাহিরে।
এতেক জানিল আর মিছা আচার বিচার
মিছা জপ জজ্ঞ দান[৭] করি
দেবদুর্লভ কাহ্নাঞি কেবল পিরিতে সে পাই
জাহে[৮] সাখি গোকুলনগরী।
তবে সে জশোদা মাএ বান্ধিঞা গোকুলরাএ
বলে কিছু পরিহাস[৯]-বাণী
কতি গেল সঙ্গিজন[১০] কতি গেলা সে ভাবন
কেমত[১১] খাইবে খাহ ন্থনি।
শুনিঞা মাএর কথা কৃষ্ণ কইল হেঠ মাথা
ঘর গেলী নন্দের ঘরণী
আনিঞা সে দাসীজন[১২] গৃহকর্মে[১৩] দিল মন
ঙথা[১৪] মনে গুণে জদুমণি[১৫]।
শুন এক চিত্ত মনে উদুখলে সে[১৬] বন্ধনে
শুনিলে সংসারবন্ধ জাএ
কহে কবিশেখর[১৭] গোপালবিজঅ ধর[১৮]
তর ভবসাগর লীলাএ[১৯] ॥[২০]

---

১ ক. গ, এ পরিবাদে ২ এ যশোদা গোআলিনি ৩ ঐ নানা মনে ৪ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ৫ পা তারে ৬ পা নন্দনিলয়ে; অতঃপর, পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ৭ ক. গ, এ দান তপ ৮ পা জাএ ৯ এ উপ- ১০ পা ভাই ১১ এ, ক. গ খায় না ১২ এ দাসদাসীগণ ১৩ ঐ কাজে ১৪ এ এথা ১৫ ক. খ কৃষ্ণগুণিন আপনি ১৬ পা উদুখল ১৭ এ কবিশেখরে কয় ১৮ ঐ শুন গোপালবিজয় ১৯ এ শুনিলে বিনাস নাহী হএ ২০ অতঃপর, এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি উদুখল বন্ধন

তবে দেব দামোদর[১] চাহে চারিভিতে   জমল-অর্জুন সে[২] দেখিল আচম্বিতে।

দেখিঞা দোঁহার দুঃখ[৩] দআ উপজিল   পুরুব বৃত্তান্ত সব ভাবিতে লাগিল।

পুরুবে আছিলা দোহে কুবেরকুমার[৪]   রূপে গুণে জোবনে নাহি পাটান্তর[৫]।

সব-কলা-কুশল[৬] সে বিনোদ বিদ্যাধরে[৭]   সংসারে কাহোকে বস্তুবুদ্ধি নাহি করে[৮]।

ত্রিভুবনমোহন[৯] রমণীগণ লঞা[১০]   জলে ত বেহার করে বিবসন[১১] হঞা।

দৈবে নারদ মুনি চড়ি দিব্য[১২] রথে   দেখিঞা দেখিঞা মুনি[১৩] জাএ সেই পথে।

তা দেখিঞা সম্ভ্রম পাইঞা নারীজনে   তীরে উত্তরিঞা ঝাট[১৪] পরিল বসনে।

গাএর গরবে সেই কুবেরকুমারে   হেলাএ সম্ভ্রমে কিছু না কইল তারে[১৫]।

বস্ত্র না পরিল দোহে জলে বিবসনে   তা দেখিঞা রুষিলা নারদ তপোধনে।

দেখিঞা আনীত[১৬] তার করিল তর্জনে   তাহে কিছু মনে না[১৭] কৈল দুই জনে[১৮]।

কোপেতে শাঁপিল তাহে নারদ মুনিবর[১৯]   মুনির কোরোধে তার হইঞা গেল বর[২০]।

জাহ দুরাচারে দোহে গোকুল নগরে   বৃক্ষ হইঞা জন্ম গিঞা নন্দের দুআরে।

দ্বাপরের শেষে অবতরিহে[২১] গোপালে   তাহার পরশে তোর হইব নিস্তারে।

ইহা বলি শাপ দিঞা গেলা তপোধনে[২২]   তার শাঁপে দুহে হইলা জমল-অর্জুনে[২৩]।

দেখহ আনীতের ফল[২৪] বুঝহ সংসারে   গুরু-অনাদরে বৃক্ষ রাজার কুমারে।

জোবন সম্পদ-অবিবেক[২৫]-অধিকারে   এক পদে অনরথ ফলাবারে[২৬] পারে।

হেন চারি পদ জারে একু বেলে ছোএ[২৭]   পদে পদে অনরথ তার মতিমোএ।

ধন জন জোবনে বিষঅ[২৮] জার হএ   ইহলোক পরলোক[২৯] সকল নাশএ[৩০]।

আচার লঙ্ঘিলে কভো নাহিক[৩১] নিস্তারে   সংক্ষেপে[৩২] কহিল সব আগমের সাড়ে[৩৩]।

এত সব অনুমানি[৩৪] দেব দামোদরে   বৃক্ষজন্ম মনে করি বেথিত[৩৫] অন্তরে।

১ এ নারায়ণ ২ ঐ দুই বৃক্ষ ৩ পা রূপ ৪ এ কুবেরের তনয় ৫ ঐ দেখিএ আতিসয় ৬ পা সকল কুসলে ৭ ক. গ ধরি ৮ ঐ করি ৯ এ -মোহিনিবর ১০ ঐ সঙ্গে ১১ এ বিবস্ত্র ১২ ঐ চড়িঞা নিজ ১৩ এ বিনাহস্তে বিঞ্চুগিতে ১৪ ঐ উপরে উঠিঞা সত্তে ১৫ পা তাহে ১৬ এ বিমতি ১৭ ঐ অহঙ্কার আমারে ১৮ পা কোরোধে মুনির হইল রক্তলোচনে ১৯ এ, পা কোপে শাপ দিল তারে নারদ তপোবন ২০ পা হইল আশিষ বচনে, এ মদমত্ত হঞা বুল পাপ দুই জনে ২১ এ অবতির্ণ হইব ২২ পা মুনিবর ২৩ ঐ জমল অর্জুন বৃক্ষ হইলা তার পর ২৪ পা ষফল ২৫ এ অতিরেক ২৬ ক গ করিবারে, এ অনর্থ করি জেবা থাক ২৭ ক. গ হএ ২৮ পা বিষঅ ২৯ এ ইহকাল পরকাল ৩০ পা সব কাজ সাহে ৩১ পা নাহে ত ৩২ এ নিশ্চএ ৩৩ ঐ বিচার ৩৪ পা মনে করি ৩৫ ঐ দুঃখ দেখি দয়া হইল

আজি মো করিমু দোহার শাপবিমোচনে   শুনি কংসরাজ জেন চমকে পরাণে[১]।
ইহা বুলি দামোদর চারিভিতে চাহে[২]   ধীরে ধীরে উদুখল টানি নিঞা জাএ[৩]।
তবে মনে মনে কৃষ্ণ করিঞা উপাএ   উদুখল লঞা দুই গাছ-মাঝে[৪] জাএ।
পার হইঞা গোবিন্দাই নেহালিল[৫] পাছে[৬]   আড় হইঞা উদুখল[৭] লাগিলা দুই গাছে।
পার্যাবার[৮] ছলে কৃষ্ণ দিল এক টানে   পর্বত-আকার গাছ পড়ে বিদ্যমানে[৯]।
গাছের নির্ঘাত-শব্দ শুনিঞা গোকুলে   উফরিঞা সভেঞি পড়িলা ভূমিতলে।
তবে দুই গাছ হইতে দুই ত কুমারে   বাহির হঞা কৃষ্ণের[১০] দুই পাএ ধরে।
সর্বাঙ্গ পুলক-লোহে উছলিঞা জাএ   কনকদণ্ডের সম[১১] পড়ে দুই পাএ।
তবে জোড়হাথ করি ডাণ্ডাইলা দুরে   ভাবে অনাআত[১২] হৈঞা স্তুতি বড় করে।
তুহ্মি[১৩] নারাঅণ পরব্রহ্ম[১৪]-অবতার   না জানিঞা মুগুধে[১৫] বলে নন্দের কুমার।
ব্রহ্মা মহেশ্বর জারে ধেআনে না পাএ   কেহো বা নিগমবলে চাহিঞা[১৬] বেড়াএ।
মো ছার কি জানিমু তোহ্মার[১৭] অনুভাবে   কিবা স্তুতি জানিমু মনুষ্য[১৮]-স্বভাবে।
ভাল হইল শাঁপ মোরে দিল মুনিরাজে   তোহ্মার[১৯] এ চরণ[২০] দেখিলু সেই কাজে।
নমো নমো বলিঞা পড়িল[২১] দণ্ডবতে   উঠ উঠ বলিঞা তুলিল জগন্নাথে।
নলকুবর মণিগ্রীব[২২] চল জাহ ঘরে   আহ্মারে[২৩] ভকতি তোর থাকু নিরন্তরে[২৪]।
আহ্মা[২৫] দরশনে কভো নহিবেক[২৬] দুখে   চিরকাল দোঁহে ত ভুঞ্জিবে[২৭] নানা সুখে।
বর পাঞা দুইজনে প্রদক্ষিণে করি   পরম আনন্দে গেলা আপনার পুরী।
কহে কবিশেখর শুনহ সব নরে[২৮]   জমল-অর্জুন-ভঙ্গ কইল দামোদরে[২৯]॥

প্রলঅ মেঘের জেন ঘোর নাদ[৩০] শুনি   সভারে শুধাই সভে ভঅ মনে গুণি[৩১]।
বজ্রাঘাত হেন শুনি[৩২] জশোদা বাউলী[৩৩]   জাএ দামোদর-ঠাঞি আউদর-চুলী।

১ পা অন্তরে, এ ত্রাস পাএ মনে ২ পা চাহী চারীভিতে ৩ এ টানিল তুরিতে ৪ ঐ বৃক্ষ কাছে ৫ এ নেআইল ৬ পা কাছে ৭ পা তুথনি ৮ এ পালাইবারে, পা পালাবার ৯ ক. গ সেইখানে, এ সেইস্থানে ১০ পা গোবিন্দের ১১ ঐ প্রায় ১২ ক. গ অনায়ন, এ লোমাঞ্চিত ১৩ পা তুমি ১৪ পা দেব পরম ১৫ এ, পা মুগধ, ক. গ মূঢ়ে ১৬ এ সনক সনাতন জারে দেখিতে ১৭ পা তোমার ১৮ ক. গ জানি মুঞি মানুশ ১৯ পা তোমার ২০ এ চরনযুগ ২১ ক. গ করিল ২২ ক. গ কুবর তোরা দুহেঁ, এ কুবের তুমি, ক. গ হয়খগ্রীব ২৩ পা আমারে ২৪ পা থাকিব অন্তরে ২৫ ঐ আমা ২৬ এ না হইব ২৭ ঐ থাকিব ২৮ এ জগজন ২৯ ঐ নারায়ণ ৩০ এ হেন মহাশব্দ ৩১ ঐ বড় ভয় মানি ৩২ এ হইল বলি ৩৩ ঐ ব্যাকুলে

হাকলি বিকলি করি চাহে চারি পানে   উদুখলে-সহিতে ওথা নাহি দামোদরে ।
তবে সে[১] জশোদা রানী বুকে হানি ঘাএ   হরি হরি করি ডাকি উকটিতে[২] জাএ[৩] ।
নন্দ-আদি জত গোপ জাএ রডারড়ি   দেখিল পর্বতাকার গাছ আছে পড়ি ।
তবে নন্দ জশোদা দেখিল[৪] তার কাছে   উদুখল-সনে[৫] বান্ধা দামোদর[৬] আছে ।
ধাঞা গিঞা জশোদা কানাঞি[৭] কইল কোলে   বন্ধন মুকাঞা[৮] গাও পুছিল[৯] নিচোলে ।
লাখ লাখ চুম্ব দিল গালের[১০] উপরে   সম্ভ্রমে শুধাএ মাএ[১১] সকল উত্তরে[১২] ।[১৩]
উদুখল লঞা কেমতে আইলা[১৪] এথা   জখন ভাঙ্গিল গাছ তুহ্মি[১৫] ছিলে কোথা ।
কেমতে করিল প্রাণ সে বেলে তোহ্মার[১৬]   ভাগ্যেতে বিধাতা সব রাখিল আহ্মার[১৭] ।
ইহা শুনি[১৮] নন্দ-আদি সকল গোআলে   একে একে শোধাইল[১৯] সকল ছাওআলে[২০] ।
স্বরূপে কহিবে কেবা দেখিল সাক্ষাতে   একু বেলে[২১] দুই গাছ ভাঙ্গিল[২২] কেমতে ।
নাহিখ পাথর আর ঝড়[২৩] বরিষণ   অচম্বিতে এই কাজ কইল কোন জন ।
শুনিঞা নন্দের বোল কহে[২৪] শিশুভাই   সভেঞি দেখিল[২৫] গাছ ভাঙ্গিল কাহ্নাঞি ।
মাঝে আসি আড়ে[২৬] উদুখলে দিল টানে   দুই গাছ উপাড়িল[২৭] সভার বিদ্যমানে ।
শুনিঞা শিশুর বোল সব গোপ হাসে   না দেখি[২৮] শিশুগণ কিবা বোলহ[২৯] তরাসে ।
জার নামে ভববন উপডএ মূলে[৩০]   তার গাছ-ভাঙ্গা নাহি পাত্যাএ[৩১] গোকুলে ।
তবে সে গোআলা সব নানা রোল[৩২] করি[৩৩]   বৃক্ষমূল দেখি সবে করেন্ত[৩৪] উসারি[৩৫] ।
কেহো বলে বৃক্ষমূলে[৩৬] কিছুই না ছিল   কেহো বলে জক্ষ দানবে ভাঙ্গিল ।
কেহো বলে কত ঠাঞি হেন মত হএ   কেহো বলে শিশুর বচন মিথ্যা নএ ।
ইহা বুলি সভে আতি-শঙ্কিত[৩৭] অন্তরে   নন্দঘোষ-আদি করি[৩৮] সভে গেলা ঘরে ।
হাথে কিছু কিছু করি[৩৯] সভে ঘর জাই   দেখিতে দেখিতে গাছ উড়িল[৪০] তথাঞি ।[৪১]

১ এ না দেখি   ২ ক. গ হরি চাহিবারে   ৩ পা চাহিঞা বেড়াএ   ৪ পা দেখিঞা   ৫ পা-এ নাই   ৬ এ হরি তার মাঝে   ৭ ঐ পুত্র   ৮ এ ঘুচাঞা   ৯ ক. গ, এ মুছিল   ১০ এ বদন   ১১ ঐ যশোদা   ১২ পা ছাওালে   ১৩ অতঃপর, পরবর্তী তিন ছত্র পা-এ নাই   ১৪ ক গ লইয়া কেমনে আইলে   ১৫ ক গ তুমি   ১৬ ঐ তোমার   ১৭ ক গ আমার   ১৮ এ বলি   ১৯ ক. গ শুধাএ   ২০ এ শিশুরে   ২১ ঐ একবার   ২২ এ পড়িল   ২৩ ঐ নাহি ঝড় পাথর নাহি   ২৪ এ সব   ২৫ ঐ দেখিঞাছি   ২৬ পা আসিঞা-   ২৭ পা ভাঙ্গিল   ২৮ পা না   ২৯ পা না বোলে   ৩০ পা সমূলে উপাড়   ৩১ ঐ ভঙ্গতে না প্রত্যিয়ায়   ৩২ ক. গ মনে   ৩৩ এ মত মনে ধরি   ৩৪ পা সকরান্তি   ৩৫ ক গ তরাসি, ঐ হাহাকার করে   ৩৬ পা দেখ মনে   ৩৭ এ সঙ্কোচ   ৩৮ ঐ উপানন্দ   ৩৯ পা করি লঞা   ৪০ ক. গ উঠিল   ৪১ পরবর্তী এক ছত্র পা-এ নাই

এথা সে জশোদা রানী আনিঞা গোপালে   নানা গন্ধে স্নান করাইল তৎকালে
তবে নানামতে রক্ষা বান্ধিল তাহারে   ষষ্ঠী-আদি সভাকারে করাঞা নমস্কারে[১]
ব্রাহ্মণ আনিঞা কইল শান্তি স্বস্ত্যয়নে[২]   মঙ্গলপূর্বক নানা বস্ত্র দিল দানে[৩]
হেন নানা আনন্দ কইল নন্দরানী   পুনর্জন্ম বুলিঞ[৪] জানিল চক্রপাণি ॥[৫]

একদিন আঙ্গিনাতে খেলে[৬] গোবিন্দাই   এক নারী ফল লঞা মিলিল[৭] তথাঞি।
কে ফল লইব[৮] বুলি ডাকে উচ্চস্বরে[৯]   শুনিঞা গোবিন্দ গেলা তার বরাবরে[১০]।
দেখিতে সুন্দর ফল গন্ধে মনোহরে   তা দেখি লুবধ হইলা দেব দামোদরে।
বুঝিঞা কৃষ্ণের মন চতুর শবরী[১১]   ভাগ্য হেন মানি ফল দিলেক সকলি।
আঁচল পাতিঞা কৃষ্ণ তার ফল লইল   তাহার সন্তোষা লাগি আপনে কিছু খাইল।
আর সব শিশুজনে[১২] দিল বেবর্তিঞা[১৩]   তা দেখি শবরী[১৪] জাএ হরষিত হঞা।
তবে তারে[১৫] আশ্বাসিঞা দেব জগন্নাথে[১৬]   ঘরে পুশি ধান্য আনি দিল নিজ[১৭] হাথে।
তবে তার চুপুড়ি ভরিঞা[১৮] দিল ধানে   ক্ষেণেকে পুরিল নানা রতনাদি[১৯] ধনে।
চুপুড়ি ঢাকিঞা ঘর জাএ[২০] সে শবরী   এথা শিশুগণ-সঙ্গে খেলে শ্রীহরি।
হেনমতে নানা ক্রীড়া কইল নন্দসুতে[২১]   কহে কবিশেখর শুনহ মনোহিতে[২২] ॥[২৩]

একদিন নন্দঘোষ বিকাল সমএ   ভোজন করিঞা সুখে বসিলা পিণ্ডাএ।
দক্ষ মুখ্য বৃদ্ধ[২৪] সব[২৫] ডাক দিঞা আনি   দুআর নিকটে সে বসিলা নন্দরানী।
তবে নন্দঘোষ মনে[২৬] ভাবিঞা বিষাদে   একে একে সভারে শুধাএ জুক্তি[২৭]-বাদে।
দেখ কত পুরুষে বসিএ[২৮] গোকুলে   সব কাল সভেঞি নেআই[২৯] নিরাকুলে[৩০]।
ন্দ্বে দেখি[৩১] এখন কত পুণ্যে ভালে জাএ   পাএ পাএ[৩২] বিবাদ লাগিল বিধাতাএ।

---

১ পা শিশু বলি নন্দরানী সংভ্র করে ২ পা শান্তি সান্ত্বায়নে ৩ এ ধন ৪ ক. গ পুনঃজর্ম্ম করিয়া ৫ অতঃপর ক. গ- পুথির অতিরিক্ত, ইতি যমল-অর্জুন ভঙ্গ ৬ এ খেলায় ৭ এ আইল ৮ পা নিবেক ৯ এ বারে বারে ১০ ঐ নিকট তাহার ১১ পা নাগরি ১২ এ শিশুকে ফল ১৩ ক. গ ব্যবস্তিয়া ১৪ ঐ সে নারি ১৫ পা করে ১৬ এ, ক. গ লক্ষ্মীনাথে ১৭ এ তার ১৮ পা পুরিঞা ১৯ এ তাহা নানা রত্ন, পা রতন মহা ২০ এ গেল ২১ ঐ দামোদর ২২ ক. গ শুনিতে মনোহরে এ শুনিতে চমৎকার ২৩ অতঃপর, এ- পুথির অতিরিক্ত, ইতি জমল-অর্জ্জুন-ভঙ্গ ২৪ ক. গ মোক্ষদক্ষ যত ২৫ এ মুক্ষ মুক্ষ জত জন ২৬ পা নন্দরানী ২৭ ঐ মুক্তি- ২৮ পা আছে, এ কত কত পুরুষ হইতে ২৯ এ রাছিএ ৩০ ক. গ গোকুলে ৩১ পা দেখে ৩২ এ পদে পদে

জত জত[১] ছোট বড় সভার[২] আশিসে হৈছে[৩] পো-খানি মোর এ হেন[৪] বএসে।
আজনম পাষণ্ড দেখিএ পদে পদে না জানিএ বিধাতা লাগিল কোন বাদে।
অচম্বিতে পুতনা রাক্ষসী মোর ঘরে পড়িল শকটখান পোএর[৫] উপরে।
তৃণাবর্ত বিবর্ত সভার সুগোচরে[৬] শিশুপাশে জমল-অর্জুন দুই পড়ে[৭]।
হেনমতে ভাল না দেখিএ কিছু চিন[৮] ধর্ম ধর্ম করিঞা গোঙাব[৯] কত দিন।
কিবা গ্রাম-দেবতার কইল অভকতি সেই কারণে বিঘ্ন হএ নিতি নিতি।
আর একখানি আছে ইহার ভিতরে কহিতে সঙ্কোচ কিবা কেবা আছে পরে।
হেন শুনি[১০] কোন ছার বইল নৃপবরে তোহ্মার[১১] বৈরি বাঢ়ে[১২] গোকুলনগরে।
শুনিঞা আবুধ কংস নিবুধি[১৩] লাগিল সেই সব বোল কান পাতিঞা শুনিল।
পুতনা রাক্ষসী পাঠাইঞা মোর ঘরে[১৪] শিশুজন বুধিবারে[১৫] নানা বুদ্ধি করে।
লোকমুখে বিলক্ষণ শুনিঞা ছাওালে এবে আহ্মার[১৬] কুমারে মারিবারে বুলে।
আজনম হইতে জত পরকার করে সভার আশিস আছে তেঞি নাহি[১৭] পারে[১৮]।
জার রাজ্যে বসি তারে বাদে কিবা[১৯] আটি এক তিলে নেআইবে[২০] গোকুলের মাটি।
রাজা হঞা আপনে পরাণ[২১] হিংসা করে আর কেবা[২২] ইহার করিব প্রতিকারে।
ধনের বচন নহে ধন দিঞা থাকি জাতির বচন নহে সভে মেলি রাখি।
আন নহে পরাণ-ভিতরে সনে[২৩] খেড়া[২৪] হাণ্ডির মাছের জেন[২৫] সভে তাহে[২৬] বেঢ়া।
কথা জাব কি কহিব কহনা জুগতি এতদিনে তেআগিব[২৭] গোকুলবসতি।
জত জত নন্দ ঘোষ কহিল সভাএ[২৮] ওদা[২৯] কাথের[৩০] চেপ[৩১] জেন লাগিল হৃদএ।
ভাল ভাল করিঞা বুইল[৩২] সব জনে সভার[৩৩] মনের কথা কহিলে আপনে।
আর এক দণ্ড এথা রহনে না জাএ[৩৪] মন্ত্রভেদ হইলে হব অকাল প্রলএ।
ইহা শুনি[৩৫] জশোদা বোলই[৩৬] দাসী[৩৭] দিঞা সভেঞি[৩৮] থাক এতি পালাব[৩৯] কৃষ্ণ লঞা

১ পা আছে ২ ক.গ, এ তাহার ৩ পা হনিছে ৪ এ বৃদ্ধ ৫ ঐ পুত্রের ৬ ক.গ, এ গোচরে ৭ পা জমল অর্জুন পাড়ে পোএর উপরে ৮ পা চিহ্ন ৯ ঐ নেআইব ১০ এ শিশু ১১ পা তোমার ১২ এ হরি ১৩ ক.গ কি বুধি, পা বিবুধি ১৪ এ পাঠাঞা দিল গোকুল নগরে ১৫ এ মারিবারে ১৬ ঐ আমার ১৭ পা সারিতে না ১৮ ক.গ, এ ফলে ১৯ এ নাহি ২০ পা তিল নেআইব ২১ ঐ আপন ২২ ক.গ কিবা ২৩ ক.গ পরাণের ভিতরের ২৪ পা কড়া ২৫ ক.গ ভিতর হেন ২৬ পা তার ২৭ এ তিতিক্ষিল ২৮ পা সভাএ ২৯ ঐ ওদ, ক.গ আদা ৩০ পা কাথে ৩১ ক.গ লেপ ৩২ পা বলিল ৩৩ পা সভার ৩৪ এ থাকিতে যুক্ত নয়, পা রহিতে না যুআএ ৩৫ পা বলী ৩৬ এ বুইল, পা পাঠাইল ৩৭ পা দাস ৩৮ পা সভে ৩৯ ক.গ এ তিনে পালাই

কৃষ্ণনামে ভিক্ষা মাগি বেড়ামো[১] দেশে দেশে তভো মোর সাধ[২] নাহি এ সুখবিশেষে[৩]।
গোকুলবসত মোর আটীল[৪] আপার জে করিবে সে করু গোকুলে অধিকার[৫]।
জে কংস পরে। বোলে করিঞা বিশ্বাসে দৈবকী ভগিনীর[৬] কইল[৭] বংশনাশে।
কামসম ছত্র বেটা[৮] খাইল আছাড়িঞা শেষে কন্যাখানি তার না গেল এড়িঞা[৯]।
জে ছার সোদর ভগিনীর হেন করে তা ছারের দশা কিবা হইবেক[১০] পরে[১১]!
এত সব জশোদার শুনিঞা বিষাদ সব গোপ সভাএ গুণিল[১২] পরমাদ।
তবে সে আইআন বীর সভা[১৩] চুপ করি নন্দ-জশোদারে বোলে বোল দুই চারি।
জত বোল বোলহ সে সকল[১৪] হুএ বিদেশ জাবার বোল নহে ত সমএ[১৫]।
কংস-ডরে[১৬] পালাইতে[১৭] নাহি কোন দেশে পালাইলে না[১৮] পাব প্রাণ[১৯] কহিল বিশেষে।
বলে জারে নাহি আটে শরণে[২০] সে জীএ আনলে পুড়িলে জেন তাঅ তাপ নিএ[২১]।
ব্রহ্মাদি দেবতা থির নহে জার কাজে তারে পালাইতে হেন আছে[২২] কোন রাজ্যে।
তবে একখানি শুন আহ্মার[২৩] জুগতি ভাল বন লক্ষ্যে[২৪] সভে করিঙ বসতি।
গরু রাখিবার ছলে সব শিশুজনে[২৫] অহর্নিশি বঞ্চিব সে গহন কাননে[২৬]।[২৭]
গরুএ মানুষে তথা থাকিব নিরাকুলে রাজভোলে কংস পাসরিব কথো কালে।
অঅনের জুক্তি শুনি সকল গোআলে[২৮] আনন্দিত হঞা সভে বইল ভালে ভালে।
তবে সে বসত-স্থল[২৯] নিশ্চএর বেলে[৩০] বসিঞা নন্দের পাশ বুইল[৩১] গোপালে।
সকল বালকে দেখিয়াছি এক থানে[৩২] সভার[৩৩] সুখদ থান[৩৪] নামে বৃন্দাবনে।[৩৫]
এদিগে জমুনা বহে কহিল দামোদর ওদিগে[৩৬] কানন আছে পরম সুন্দর।
পর্বতের কাছে আছে গাছ বিলক্ষণ আতি-মনোহর স্থান আতি-সুশোভন।
হাথ বাঢ়াইলে পাই নানা[৩৭] ফল ফুলে রম্যস্থান-খান হেন[৩৮] দেখিএ সকলে।

১ ক. গ থাব, পা জাব ২ এ কাজ ৩ পা সম্পদে ৪ এ আছিল ৫ ক. গ, এ করুক এ শব রাজাভাবে ৬ এ, পা ভগ্নির রাজা ৭ পা করিল ৮ পা পুত্র ৯ এ, পা ছাড়িঞা ১০ পা অধিক করুনা হব ১১ ক. গ ব্যাপারে ১২ এ, পা উঠীল সুনিঞা গুণএ ১৩ এ সভাকে ১৪ পা বোলিলে সব বোল ১৫ পা বিদেশ জাব নহে ত সমত্ত কংসেরে, এ এখন সময় জেন নহে ১৬ ক. গ কংশের, ক. থ কংসকে ১৭ এ, ক. গ পালাঞা জাই ১৮ ক. গ পালাইতে নাঞি ১৯ এ পরান ২০ পা নারি তারে কারনে ২১ এ, ক. গ তার তাপ দিএ ২২ ঐ তারে নয় করিয়া জাবে ২৩ পা, ক. ক, ক. থ আমার ২৪ এ পাঞা ২৫ পা বনের ভিতরে ২৬ ঐ বসিব তা সকল গোআলে ২৭ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ২৮ পা-এ নাই ২৯ এ বসতি স্থানের ৩০ পা নিশ্চয়ে বলে ৩১ ঐ কহিল ৩২ পা স্থানে ৩৩ ক. গ সভারে ৩৪ পা বড় এ সুগন্ধ বন ৩৫ অতঃপর, দুই ছত্র পা-এ নাই ৩৬ ক. গ এদিগে ৩৭ এ গাছের ৩৮ ঐ পুণ্য মনোরম স্থান

কৃষ্ণের বচন শুনি সব গোপবৃন্দে[১] বৃন্দাবন নামে হইলা পরম আনন্দে।
কেহো বলে আমি দেখিআছি ভালমতে কেহো বলে আমিহো[২] জানিএ তার তত্ত্বে।
কেহো বলে ভাল শুনিঞাছি তার বার্তা[৩] কেহো বলে তেন আর দেখিঞাছি[৪] কোথা।
হেনমতে সভে কৃষ্ণের বচন থাপিল[৫] সেই বনে বসতিরে সুদৃঢ় করিল।
বিহানে চলিব[৬] বলি জুক্তি কৈল সার[৭] নিজ নিজ ঘর সব চলিলা[৮] গোআল[৯]।
ধর্ম ধর্ম করিঞা গোঙাইল রাত্রিকাল রাতি-শেষে[১০] গোকুলে উঠিল কোলাহল[১১]।
কেহো কারো নাম ধরি[১২] চিআএ ত্বরাএ[১৩] কেহো গালি দেই জে মুখে বাহিরাএ[১৪]।
কেহো শিকা বাহুক[১৫] কেহো শকট সজ্জ করে[১৬] কেহো ভারিজনকে ডাকে উচ্চস্বরে[১৭]।
কেহো ত ঘরের সজ্জ সাজাএ[১৮] বান্ধিঞা কেহো ত কোলের শিশু[১৯] ভুঞাএ রান্ধিঞা।[২০]
কেহো পিঠে শিশু নিল কাপড়ে বান্ধিঞা কেহো কেহো আগু সজ্জা দিল পাঠাইঞা।
কেহো ত রন্ধন করে শিকাতে তোলে ভাতে কেহো কেহো কোলের শিশু লইল তুরিতে।
কেহো কেহো শিশু লইল কাপড়ে জড়িঞা কেহো শিশু লঞা জাএ আঙ্গুলে ধরিঞা।
কারো কারো নিজ নারী আগুসরি[২১] জাএ তারু বাপা[২২] ঝাপী লঞা পশ্চাতে গোড়াএ[২৩]।
কারো কারো নারী[২৪] জাএ শকটে চড়িঞা আশে পাশে শুধি করে অঙ্গুলি দেখাইঞা।
কারো নারী পুত্র জাএ বলদে চড়িঞা কথো নারীগণ[২৫] জাএ একমেলি[২৬] হইঞা।
জেখানে কাহ্নাঞি জাএ বৎসগণ পিছে[২৭] সব গোপীগণ[২৮] জাঅ তার পাছে পাছে[২৯]।
কৃষ্ণকথা-পরিহাসে সব গোপীজনে পথের আওআস[৩০] দুখ কিছু নাহি জানে।
গোপীর সরস[৩১] ভাবে রসিক গোপালে জাবত জনম চাহে পথ বাহিবারে[৩২]।
পরম জতনে জারে দেখিতে না পাই সে সব সুন্দরী দেখি ঠাই ঠাই।[৩৩]
জে গোপতরুণী কৃষ্ণ দেখিতে সাধএ সে সব নআন ভরি দেখে পাএ পাএ।
কেহো কেহো পিছে[৩৪] জাঅ গোধন চালাঞা উভনড়ি নাম[৩৫] ধরি ডাকিঞা ডাকিঞা।

১ পা ভুযে ২ পা আমী যে ৩ পা কথা ৪ এ স্থান নাহি দেখি ৫ ঐ থাপিঞা ৬ পা -যব ৭ পা সনে ৮ এ গেলেন ৯ পা ঘোআথে ১০ ক. গ প্রাতঃকালে ১১ এ বুঝিঞা উঠিল গোআল ১২ ঐ লঞা ১৩ এ দুআরে ১৪ ঐ কাহোকে গালি দেই নানা পরকারে ১৫ পা রঙ্গে ১৬ ক. গ সকট বাহুক সাজ করে ১৭ ক. গ উচৈশ্ব'র ভারিরে ডাক পাড়ে ১৮ এ বস্তু একত্রে ১৯ পা কোলে বশী ২০ অতঃপর. তিন ছত্র পা-এ নাই ২১ পা আগে নিজ নারি ২২ এ ঝাপা ২৩ ক. গ তবে ঝাপাঝাপি দিঞা তার পাছে জাএ ২৪ পা কেহো সে বিটপে ২৫ পা নারি ২৬ পা একত্র ২৭ এ, ক. গ, ক. থ পাছে ২৮ পা গোপ ২৯ এ, পা কাছে কাছে ৩০ এ আলিস্য ৩১. পা যে সব ৩২ পা নাহী বাহে ৩৩ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৩৪ এ পাছ পাছ ৩৫ ঐ পরি

গরু[১]-হম্বারব শুনি হেন গুণি[২] মনে   পুনরপি করে কেবা পওধিমথনে।
গোকুলের কোলাহলে ভরিল জগতে   আকাল-প্রলঅমেঘ ডাকে অচম্বিতে।
আতি-রাজপরিছেদে গোকুলের ঠাঠে   রঙ্গে ঢঙ্গে উত্তরিলা বৃন্দাবন[৩]-বাটে[৪]।
বসন্তসমঅ আরে দিন-অবশেষে   বনে বিকশিত নানা কুসুমবিশেষে[৫]।
ভ্রমর গুঞ্জরে[৬] কিশলয় লুলে[৭] রাএ   কিবা[৮] বনদেবতা সব[৯] হাথে আওবাএ।
পথের আআসে ভ্রত[১০] গোআলা[১১]-সমাজে   গাছ লক্ষ্য করিঞা বসিলা বনমাঝে।
ভএ চারি পাচ গোপ করিঞা মিলন   পানি পিআইল আনি পিআসিআ[১২] জন।
ফুক দিআ ভাত খাই হেন সব ঠাই   বসিলে সেখান হইতে জাই নাহি চাহি[১৩]।
জেখান দেখিএ সেইখান মনোহরে[১৪]   দেখি আপ্যায়িত হলা[১৫] সকল গোআলে।
খাইতে নানা ফল পাই বসিবারে[১৬] পাতা   অতিথ করিল জেন বনের দেবতা।
রন্ধন ভোজন সব কইল আজতনে   জথাস্থানে সব লোক করিল শঅনে।
ঠাএ[১৭] পেট পুরিল করিল[১৮] জলপানে   সব গরু[১৯] পাজ কাটে শুতিআ বাথানে।
হেনমতে নানা সুখে পোহাইল নিশি   প্রভাতে সকল লোক এক ঠাই আসি[২০]।
ঠাঞি ঠাঞি আগুলিল বসতের[২১] বাড়ী   লাগিলা ঘরের কাজে সব কাজ ছাড়ি।
আচীর[২২] পাঁচীর সজ্জ করিল চৌআরি[২৩]   গোশালা পাঠশালা ভিতরে জলহরি[২৪]।
চারিপাশে কুসুমে বেড়িল[২৫] উপবনে   বাহিরে খাই[২৬] কাটে আতীত[২৭] গহনে।
গুআ নারিকেল টাবা নারেঙ্গ ছোলঙ্গে   নানা গাছে সজ্জ কইল বাড়ির সুরঙ্গে[২৮]।
রজতমঅ[২৯] আওাস পাথর[৩০]-বান্ধা ঘাটে   প্রতিঘরে শোভে চন্দন-কাঠের কপাটে।
সরল সুন্দর নানা কদম্বের গাছে   ফটিকে বান্ধিল পারিজাত[৩১] নাছে[৩২] নাছে।
হেনমতে সভার[৩৩] জনের[৩৪] আওাসে[৩৫]   নন্দাদি-গোআলা-ঘর জেন কবিলাসে[৩৬]।

১ এ গাবি ২ এ লএ ৩ পা -সব, এ চলি জান ৪ পা নিকটে ৫ ক.গ বিকসে, এ প্রকাসে ৬ পা কুহরে ৭ এ উড়ে ৮ পা কি ৯ ক.গ সে ১০ ক.গ আসি ১১ এ গোকুল ১২ ক.গ পিআসিত, এ জল আনি পিআইল তৃর্ণার্থিত ১৩ ক.গ, এ জাইতে মন নাঞি ১৪ ক.গ সেইখানে রবে ১৫ এ হরিষ হইল, ক.গ আনন্দ হইল ১৬ এ পাইল ফল বসিতে তরু ১৭ পা ঠাঞি, এ খেঞা ১৮ পা-এ নাই ১৯ এ সকল গাবি ২০ এ বসি ২১ ঐ বড় বড় ২২ পা আচী ২৩ ক.গ চৌপড়ি, এ বড় বড় প্রাচির ঘর করিল চৌতরি ২৪ পা জরলি ২৫ ক.গ রচিল, এ পাহাড়ে উদ্যান রচিল ২৬ পা খাওাই ২৭ এ কাটিল বড়ই ২৮ পা রঙ্গ বাড়ী সজ্জ কইল রঙ্গে ২৯ পা সৌধ- ৩০ ক.গ পথের ৩১ ঐ আছে প্রতি ৩২ এ ফটিক পাথরে বান্ধিল সব ৩৩ ক.গ সাধারণ ৩৪ পা-এ নাই ৩৫ ক.গ, ক.খ আবাস ৩৬ পা নন্দ আদী জনে রলু জেন কৈলাষ

গোকুলের শতেক শতেক[১] আজতনে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুরী দেখি[২] বৃন্দাবনে।
বিশ্বকর্মা কপটে কামিলা[৩] রূপ ধরি জতনে নন্দের ঘর দ্বার সজ্জ করি।
নানামণিমাণিক-খচিত[৪] থরে থরে রচিল আওাস ইন্দ্রপুরী-অনুসারে।
দেখিঞা শুনিঞা লোকে পাইলা[৫] টাটকী শুনিঞা গুণিল কংস দেবের নাটকী।
মণির কিরণে নাহি তিমিরের লেশ[৬] অমাবস্যা[৭] নিশি দেখি দিবস-[৮] বিশেষ।
মুকুতার চুনের সৌধ[৯] দেখি সব ঠাই সকল নগরে মাটি দেখিতে সাধাই[১০]।
সব পুরজন দেখি নাটুআর ভাঁতি রস পরিহাসে সভে বঞ্চে দিন রাতি।
সভে চান্দ সুরুজের কর[১১] লাগে তাএ বাউ বই গ্রাম দিঞা কেহো নাহি জাএ।
পরলোক উপরহি[১২] কেহো[১৩] নাহি ডরে বিপ্র বহি কেহো চিত[১৪]-হস্ত নাহি করে।
কোহ্নো[১৫] বস্তু আনিতে না জাই কারো ঠাই পাপ-আলক্ষ্মী বহি কিবা ঘরে নাঞি।
বৃন্দাবন-বসতি ইন্দ্রাদি অভিলাষে জা দেখিলে আলকা[১৬] নগরী নাহি বাসে।
দিনে দিনে উথলিল গোআলার[১৭] গারী ইন্দ্রাধিক[১৮] সুখ ভুঞ্জে নান্দ অধিকারী।
গোপালবিজএ দেখ বৃন্দাবনপুরী ব্রহ্মাএ[১৯] কহিতে[২০] নারে জাহার মাধুরী।
কহে কবিশেখর জানিঞা সারোদ্ধার নন্দের নগর[২১] নহে আনন্দবিকার ॥[২২]

একদিন নন্দ-আদি বসি এক ঠাঞি শিশুর সংহতি[২৩] ডাকি আনিল কাহ্নাঞি।
তবে কোলে বসাইল রাম দামোদরে হিত উপদেশ কিছু কহিল উত্তরে।
জত কিছু দেখ বাপু গোকুলের লক্ষ্মী সব তোর পাএর ধুলাএ নাহি লেখি।
তোর সঙ্গে বনমাঝে গিলে নানা[২৪] নিধি তোর পরসাদে হএ আগাধিল সিধি।
দেখিঞা অপরূপ গোআলার গারী পরের সম্পদ[২৫] পরে দেখিতে না পারি।
সবে[২৬] তোমে গোআলার আনাথের ভাগু তোহ্মা[২৭] বিনি[২৮] দিতে পারি[২৯] সব বশদণ্ড[৩০]।
তোহ্মা[৩১] নিঞা হএ জানি কোন কিছু বোল সে কারণে নিতি প্রাণ চমকিত মোর।
না জানি[৩২] পাপিষ্ঠ দুষ্ট কংসের অন্তরে কখন কাহার বোলে কিবা জানি[৩৩] করে[৩৪]।

---

১ এ, পা গোকুলকে সত গুন কইল ২ পা হইল ৩ পা কামীল ৪ ঐ পাথর ৫ এ লাগিল ৬ ঐ লেপ ৭ এ পৌর্ণমাসির ৮ ঐ রাত্রি জেন উজ্জল ৯ এ, ক ক শোভা ১০ ক. গ, এ না পাই ১১ এ কিরন ১২ এ, ক. গ ডর বই ১৩ পা লোকে ১৪ পা চিত্র ১৫ ঐ কোন ১৬ ক. গ ইন্দ্রের ১৭ পা গোআর ১৮ ঐ ইন্দ্রাদি অধিক ১৯ ঐ ব্রহ্মাণ্ডে ২০ পা করিতে ২১ পা নন্দন ২২ অতঃপর, এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি শ্রীবৃন্দাবনবাস ২৩ পা শিশু সহিত ২৪ এ, পা নব ২৫ এ সম্পত্তি ২৬ ঐ তবে ২৭ পা তোমা ২৮ এ বহি ২৯ পা নারী ৩০ এ -দাণ্ড ৩১ পা তোমা ৩২ এ বুঝি ৩৩ ঐ পরমাদ ৩৪ ক. গ, ক. থ হএ

প্রতিপদে এতেক সংশঅ কিবা কাজে   এক বোল শুন সব বালক[১] -সমাজে।
বৎস রাখিবার ছলে বনের ভিতরে   সব শিশুগণ[২] মেলি থাকিহ[৩] সম্বরে[৪]।
মাআবী কংসের মাআ বুঝিতে না পারি   প্রাতিভুরে খেলাইতে না জাইহ শ্রীহরি।
ঘরজন[৫] পরজন[৫] জান[৬] বাপমাএ   সহাএ সম্বল জান জান[৭] কংসরাএ।
আপন সমান[৮] জন জানহ[৯] বৃন্দাবনে   ইহা জানি গোঠেরে বাপু করহ গমনে।
এত শুনি ঠারাঠারি করেন[১০] ছাওালে   মনের উল্লাসে জাত্রা কইল শুভবেলে[১১]।
একে একে গুরুজনে বন্দিল চরণে[১২]   চলিলা গোঠবেহারে নন্দের নন্দনে[১৩]।
তবে সঙ্গে[১৪] শিশুরে পুছিল জদুমণি   কার কি গোঠের সাজ আছে কহ শুনি।
কেহো বোলে মোর ভাল আছে বেতবাড়ি[১৫]   কেহো বোলে ভাল মোর আছে ছান্দদড়ি।
কেহো বোলে ভাল শিঙ্গা আছে মোর ঘরে   হেনমতে শিশু[১৬] সভেঁ কহিল উত্তরে।
কেহো বলে খেলাবার সাজ পাব সঙ্গে[১৭]   বাছুর বান্ধিঞা গোঠে[১৮] খেলিব নানা[১৯] রঙ্গে।
হেন অনুমানি[২০] সভে গেলা নিজ ঘরে   ঘরে উত্তরিলা গিঞা রাম[২১] দামোদরে।
দেখিঞা দোহার আতি সরস বদনে   উপরোধে জশোদা শুধাএ ঘনে ঘনে।
তবে মাএ হাসিঞা বুলিল [২২] গোবিন্দাই   বৎস রাখিবারে গোঠে জাব দুই ভাই।
বাপের আদেশ পাইল[২৩] বৈল পুরজনে   আজি হইতে বাছুর রাখিতে বৃন্দাবনে।
কৃষ্ণের বচন শুনি জশোদা সুন্দরী   হরিষ বিষাদে মন সাত পাচ করি।
কিবা আজি[২৪] ধনাই[২৫] শুনিল[২৬] কার ঠাই   তে কারণে গোঠেরে পাঠাএ[২৭] দুই ভাই[২৮]।
কিবা এবে রাজার দেখিঞা[২৯] দুরাচারে   বনে আলখিতে থোএ[৩০] কোলের[৩১] কুমারে।
হেনমতে নন্দের মন্ত্রণা অনুমানি   কোলে করি কৃষ্ণে[৩২] চুম্ব দিল নন্দরানী।
ভাল মোর বাপু জাবে বৎস রাখিবারে   ভাত খাহ সাজহ ডাকহ[৩৩] ছাওালে।
ইহা বুলি ভুঞ্জাইল রাম দামোদরে   সুগন্ধি চন্দন দিল সকল[৩৪] শরীরে।
ধড়ি[৩৫] পরাইঞা উভ করি বান্ধে কেশ   তাহে মন্ত্র পড়ি রক্ষা বান্ধিল বিশেষ।

১ পা গোআলা ২ এ -ভাই ৩ পা পাকিবে ৪ এ, ক. গ সত্বরে ৫ ক. গ -জাল ৬ এ ঘরজান পরজান জানে ৭ ক. গ সভাই সকল সেই জানে ৮ পা সামনা ৯ এ, ক. গ জান জান ১০ এ, ক. ক চাহে ১১ ক. গ, এ সুগন্ধি চন্দন দিল সুন্দর সরিরে ১২ পা করিঞা বিদায়ে ১৩ পা তনয়ে ১৪ পা সবে ১৫ এ -নড়ি ১৬ পা সব ১৭ পা দড়ি ১৮ এ থোইঞা পথে, ক. গ চোরাব আর ১৯ পা খেলি জন ২০ এ ইহা বুলি ২১ পা দেব ২২ পা কহিল ২৩ এ, ক. গ হৈল ২৪ পা আছি ২৫ ক. গ বচন ২৬ এ আসি সুনিল কহিব ২৭ প পাঠাব ২৮ ঐ গোবিন্দাই ২৯ ক. গ শুনিল ৩০ পা রাখে ৩১ এ আপন ৩২ ঐ সুখে ৩৩ এ ভোজন করি সাজ কর সকল, ক. গ খায় সাজ কর সকল ৩৪ এ সুন্দর ৩৫ ঐ ধড়া

অঙ্গে অঙ্গে অলঙ্কার দিল থরে থরে   বাম হাতে মুরলী পাঁচুনি আর করে।
বলভদ্র হাথে নিল শিঙ্গা বেত্র[১] নড়ি   পরিবার তরে দিল সুন্দর নীল ধড়ি[২]।
পরম-আনন্দে বেশ কইল নন্দনারী[৩]   কহিলে কহন[৪] নহে দুহাঁর[৫] মাধুরী।
তবে রাম দ্বার রহি[৬] শিঙ্গা বাজাইল   সব শিশুগণ আসি জোগান পড়িল[৭]।
চারিদিগে পড়িল[৮] শিশুর পাটোআর[৯]   শত শত দেখিএ মদন-অবতার।
তবে রামকৃষ্ণ জাএ পরণাম করি[১০]   বৎস রাখিবারে জাএ জয় জয় বলি[১১]।
হেন অদভুত সব[১২] দেখহ আখি ভরি   কেবল প্রেমের বশ দেব শ্রীহরি।
ব্রহ্মা মহেশ্বর জারে ধেআনে[১৩] না পাএ   শুক সনকাদি জার চরণ ধেআএ[১৪]।
জার পদ সেবিলে[১৫] হেলে মুক্তিপদ[১৬] পাএ   সে জন গোআল-কুলে[১৭] বাছুর চরাএ।
আগু বৎসগণ জাএ উভপুছ করি   তরঙ্গে তরঙ্গে[১৮] জাএ দু-কান শিহরি[১৯]।
তা দেখিঞা গোপাল তার পাছু[২০] ধাএ   তার পাছে শিশুগণ বড়াবড়ি জাএ।
আতি- বলীআরী[২১] বৎসের পিঠে দিঞা হাথে   হহাকার[২২] করি সঙ্গে ধাএ[২৩] জগন্নাথে[২৪]
মাথাএ পতকা উড়ে জেন নেতফালি   তাহাতে মউরপুছ করে ঝলমলি।
হৃদএর নানা হার পিঠ দিগে দোলে[২৫]   শ্রবণে মকরাকৃতি কুণ্ডল[২৬] হিল্লোলে।
কটিএ কিঙ্কিনি বাজে চরণে নূপুরে   তা শুনিআ বৎসগণ[২৭] পালাএ আতিদুরে।
শ্রমজলে শ্যামল সুন্দর কলেবরে   মরকত তরুএ কি মুকুতা ফল ধরে[২৮]।
ঘনশ্বাসে নাসাপুট আতি-মনোহরে   আলস-লালস[২৯] দুই আখি উতপলে।
অধর শুখাইল[৩০] জেন পাকলীর[৩১] ফুলে   চারিভিতে[৩২] আগুলিল ছাওাল[৩৩] সকলে।
কেহো কেহে বিচে[৩৪] নবপল্লবের বাএ   কেহো কেহো নানামতে[৩৫] জাঁতে[৩৬] হাথ পাএ।
কেহো আনি জোগাএ সুশীতল জলে   কেহো আনি সুগন্ধি পুষ্প জোগাই তৎকালে[৩৭]।

১ ক. গ. এ বেত ২ পা-এ নাই ৩ পা-এ নাই ৪ পা কহিল ৫ ঐ জাহার ৬ ক. গ রই, এ বসি ৭ পা জড় হইল ৮ পা পাটাইল ৯ ঐ মণ্ডলী ১০ ক গ মাঁএ কবিল নমস্কারে, এ যশোদা রোহিনী কৈল নমস্কার ১১ এ, ক গ জয় ২ করি জা৭ বৎস রাখিবারে ১২ এ নর ১৩ এ ধিআনে৭ ১৪ ঐ সনক সনাতন জারে চাহিঞা না পা৭ ১৫ এ নাম শ্রবনে ১৬ পা ত্রিভুবন ১৭ এ হেন কৃষ্ণ নন্দনরে ১৮ ক. গ উটঙ্গে ২ ১৯ এ দুই কান সারি ২০ পা তাহার সঙ্গে ২১ এ বলবন্ত ২২ ঐ হই রব ২৩ পা জা৭ ২৪ ক গ -সাতে ২৫ ক গ দুলে ২৬ প কুণ্ডল জাএ হিল্লোলে ২৭ পা বাছুর ২৮ পা ফলে, ক গ তরু কি মুকুতার ফলে ২৯ পা লাস ৩০ এ, ক. গ শুথান ৩১ ক গ পাবলিল ৩২ পা পাসে ৩৩ এ বালক ৩৪ ঐ করিছেন ৩৫ ক. গ নামৃতে ৩৬ এ নানা পরকারে চাপে ৩৭ পা সুশীতল জলে রস করে, ক গ দেহ সুসীতল জলের শিকরে

কেহো ত সমুখে বসি জোগাএ তাম্বুলে   বলদেব ক্ষণে ক্ষণে অনুজোগ বলে।
তাব উরে দামোদর দিল তবে[১] শিরে   শ্রম-বসে নিন্দা[২]-ইলা[৩] জদু মহাবীরে।
ধীরে ধীরে নানা কথা কহে শিশুজনে   বাছুর আপন সুখে চরে বৃন্দাবনে।
চলিতে শুখান পাতে মড় মড় শুনি   বিরতি বিরতি বৎস জাএ ভঅ গুণি[৪]।
তৃণমুখে[৫] ছাআ দেখি[৬] ভএ নহে থিরে   জল পিতে ছাআএ[৭] জুঝিতে পৈশে নীরে।
হেনমতে বনে বুলে[৮] বৎস পালে পালে   গগনের শরদ-মেঘ[৯] ডাকে চারি পানে।
জবে দৈবে চিআইলা কমললোচনে   তবে বৎসগণ সব পড়ি গেল মনে।
বৎস না দেখিঞা কৃষ্ণ উঠিলা সত্তরে   সভে বৎস চাহি[১০] বুলে বনের ভিতরে।
জথা চাহি[১১] তথা দেখি চরণের চিহ্নে   চাহিঞা বাছুর না পাইল সব জনে[১২]।
তবে বৃন্দাবনে জত দুষ্ট জন্তু[১৩] ছিল   মনে করি[১৪] হৃষীকেশ সভা নিকালিল[১৫]।
তবে ঘর-অধিক নির্ভঅ[১৬] বৃন্দাবনে   বৎস চাহিবারে নিজোজিল শিশুজনে।
জবে সভেঁ চাহিবারে গেলা ঠাঞি ঠাঞি   সেই বৃক্ষমূলে[১৭] উত্তরিলা দুই ভাই।
গাছে উঠি বাএ কৃষ্ণ মনোহর বাঁশী   জথা জত বৎস ছিল[১৮] সভে ধাঞা আসি।
আসিঞা গাছের তলে উভমুখ করি[১৯]   নঅন-পাছারে নাঞি দেখে ত শ্রীহরি।
ওথা বেণুরব শুনি সকল ছাওালে   ধ্বনি-অনুসারে ধাএ জথা সে[২০] গোপালে[২১]।
দেখিল সকল বৎস কদম্বের তলে[২২]   পরম বিস্মিত হইলা সকল ছাওালে।
তবে হাসি গাছ হইতে নাম্বিলা কাহ্নাঞি[২৩]   কহিল সকল বৎস পাইল এক ঠাঞি।
তবে দিন-অবশেষে বৎসগণ[২৪] লঞা   চলিলা পরম[২৫] রঙ্গে শিঙ্গা বাজাইঞা।
সব অঙ্গে গোধুলি[২৬] ধুসর কলেবরে   নবনবপল্লব-লুলিত[২৭] শ্রুতিমূলে।
কনক পাঁচুনি হাথে মাথে ছাঁন্দ[২৮] দড়ি   বৎস-পাছে[২৯] আসি সব করিঞা বাগুড়ি[৩০]।
বৎসগণ-পাছে[২৯] শোভে নন্দের নন্দনে   ক্ষীরোদের তীরে জেন দেব নারাঅণে।

১ পা তবে দমঘোষের উড়াতে দিঞা   ২ এ -ভরেঘুম, ক. গ নিন্দ   ৩ পা সুখে অচেতন   ৪ ক. খ বিবড়ী ২ বৎস ধাএ ভয় মানী, ক. খ বিরূড়ি ২ বৎস জাএ ভয় মানি, এ উভলেঞ্জে পালাএ বৎস মনে ভয় গুনি   ৫ ক. গ, এ ঘাস খাইতে   ৬ পা বৎস সব   ৭ পা ছাআ দেখি   ৮ পা ফিরে   ৯ ঐ মেঘ জেন   ১০ পা রাখি   ১১ এ জাই   ১২ এ বনে, ক. গ দিনে   ১৩ ঐ জন   ১৪ ক. গ, এ তবে   ১৫ ঐ নিবারিল   ১৬ এ দেখিএ   ১৭ পা বৃন্দাবনে   ১৮ এ আছে   ১৯ পা রহে সারি সারি   ২০ এ আইলা জেখানে   ২১ পা-এ নাই   ২২ পা-এ নাই   ২৩ পা নামিলা কানাঞি   ২৪ এ সকল বৎস   ২৫ ক. গ ঘরকে   ২৬ ক. গ শিশু ধুলাএ, এ শিশু গোধুলি   ২৭ ক. গ দুলিত   ২৮ এ ললিত, পা ছাদ   ২৯ পা পাশে   ৩০ ক. গ কাড়ি

ঘরমুখে বৎসগণ জুড়িলা তরঙ্গে   আগু বাহু[১] পসারিঞা রাখে নানা[২] রঙ্গে[৩]।
তবে গ্রাম-নিকটে[৪] সভে হঞা এক ঠাঞি[৫]   আগে বৎসগণ মাঝে রাম কৃষ্ণ দুই ভাই[৬]।
কৃষ্ণ দেখিবারে জেবা জাএ গোপী[৭]-জনে   ধুলাএ ধুসর কৃষ্ণ চিনিব কেমনে।
কৃষ্ণকে শুধাএ কেহো[৮] কৃষ্ণ কোন জনা   পরে দেখাইঞা দেই লুকাএ আপনা।
শিশুমধ্যে চলি জাএ রাজ-পরিৎসদে   বলরাম-আদি শিঙ্গা বাএ[৯] পদে পদে।
জার জেই বৎস সেই ঘর-পথে ধাএ[১০]   রামকৃষ্ণ-সঙ্গে সব শিশুগণ জাএ[১১]।
সেই পরিছদে গেলা আপনার ঘরে   শুনিঞা ত নন্দরানী হইলা বাহিরে[১২]।
মাএ হাথ প্রসারিঞা দোহা কইল কোলে   নেতের আঁচলে সব[১৩] ঝাড়িল[১৪] গোধুলে।
লাখ লাখ চুম্ব দিল গালের[১৫] উপরে   কোলে করি লঞা গেলা ঘরের ভিতরে[১৬]।
পঞ্চামৃত ভোজন্ করাইল[১৭] দুই জনে   সর্বাঙ্গে লেপিল দুহার[১৮] সুগন্ধি[১৯] চন্দনে।
মাল্য আভরণ[২০] দিল পরিতে বসন   শঅনেরে বিছাইল[২১] বিচিত্র সিংহাসন।
আধ রাতি গোঙাইল নানা নাট[২২] গীতে   এইমতে নানা[২৩] সুখে ভুঞ্জে[২৪] নিতে নিতে।
কৃষ্ণের বাছুর[২৫]-রাখা দেখহ[২৬] সংসারে   কহে কবিশেখর অমৃতের ধারে[২৭] ॥

॥ শ্রী[২৮]। **দীর্ঘছন্দ** ॥[২৯]

একদিন গোবিন্দাই   শিজে[৩০] শুঞা নিন্দ[৩১] জাই
বেলা হইল দণ্ড দুই চারি
ক্ষেণে চক্ষু মেলি[৩২] চাএ   পুন অঙ্গ মোড়ি শোএ[৩৩]
কোরোধে না চিআএ[৩৪] নন্দনারী।
জতেক সঙ্গে সমাঝে   গোঠ জাইবার সাজে
আঙ্গিনাএ কৃষ্ণের জোগানে

১ এ পাছু ২ ঐ শ্রীদাম রাখে ৩ পা শ্রী- ৪ এ, ক.গ পরবেসে ৫ ঐ দেব গোবিন্দাই ৬ এ বৎসগণ চালাইঞা করি এক ঠাই ৭ ক.গ, এ ধাএ পুর- ৮ পা জেবা ৯ এ বলরাম সিংহা বাজাএ ১০ ক.গ জায় ১১ পা ধাএ ১২ পা-এ নাই ১৩ ক.গ বসন দিয়া ১৪ এ ছাড়িল ১৫ ঐ বদন ১৬ পা-এ নাই ১৭ পা করিল ১৮ পা নানা ১৯ পা গন্ধ- ২০ ঐ অঙ্গে অলঙ্কার ২১ ক.গ কনক রচিল, এ শয়নকে রচিল ২২ পা নৃত্য- ২৩ এ কৃষ্ণ ২৪ পা বঞ্চে ২৫ এ বৎস- ২৬ ঐ শুনহ ২৭ পা অমৃত অবতারে ২৮ ক.থ বারাড়ি ২৯ পা-এ নাই ৩০ এ, ক.থ শয্যাতে ৩১ ঐ নিদ্রা ৩২ এ আখি বুজি ৩৩ ক.থ নিন্দ জাএ ৩৪ ক.গ ক্রোধে নাহি চাহে

গাই[১] দোহা নাহি জাএ বৎসগণ হাম্বলাএ[২]
নন্দ ঘোষ অনুজোগে কানে।
সহিতে নারিঞা মাএ[৩] গেলা কাহ্নাঞির ঠাএ[৪]
বোলে কিছু চিআবার[৫] আশে
তা শুনিঞা গোবিন্দাই মিছা[৬] করি নিন্দ জাই
কথা শুনি মনে মনে হাসে।
জশোদা বলে গোপাল কবে[৭] হইল প্রাতঃকাল
এভু[৮] বাসি শিজে[৯] নিদ্রা জাহ
তোহোর সঙ্গী[১০] জতে নাহি প্রাতঃ[১১]-কাল হইতে
রহে[১২] চক্ষু[১৩] মেলি নাহি চাহ[১৪]।
উঠহ[১৫] বালগোবিন্দ পুড়ুক তোমার নিন্দ
আজি নিন্দে[১৬] পরিছেদ নাঞি
তোহ্মা[১৭] হেন গুটে হএ[১৮] ঘর করে বাপ মাএ
নিশ্চিন্ত হইএ সব ঠাঞি।
গোআলার কুলে জন্ম কর তুহ্মি[১৯] রাজকর্ম
সন্তাপে[২০] না জাব[২১] কোন গুণে
বৎস রাখিবারে দিল সেহো[২২] সিদ্ধি না হইল
জীঞা থাক মা বাপের পুণ্যে[২৩]।
উঠহ[২৪] সুন্দর কাহ্নু[২৫] দেখি কি বুলিব আন
বাসি শিজে শুঞা এতি বেলি
এথা রাধা-আদি করি[২৬] দেখি[২৭] উপহাস করি
হএ নহে চাহ আখি মেলি[২৮]।

১ এ, ক.ক গাবি ২ এ হামালাএ, পা হামলাএ ৩ ক.গ জাই ৪ পা ঠাঞী ৫ ক.গ চিআইবার ৬ এ, ক.খ মায়া ৭ ক.গ এবে ৮ এ, ক.গ এথন ৯ এ সর্যাতে ১০ পা তোর সঙ্গীগন ১১ পা প্রাথ- ১২ ক.গ, পা হের ১৩ পা চখি ১৪ এ আখি মেলিঞা দেখহ ১৫ পা উঠ হে ১৬ ঐ নিদ্রার ১৭ পা তোমা ১৮ ক.গ দুই পোএ, এ দুইয়ে ১৯ এ মহা- ২০ ক.গ সম্ভাবনা ২১ ক.গ সম্ভব না জাএ ২২ পা তারে ২৩ ঐ প্রানে ২৪ এ উঠ হে ২৫ পা নন্দের কান ২৬ এ হের রাধা সুন্দরি ২৭ ঐ তোরে ২৮ পা মুখ তুলি

রাধিকার নাম শুনি উলসিত[১] জদুমনি
অঙ্গ মুড়ি চারি পানে চাএ
সাঁজ নাহি হএ কেনে[২] এখনি[৩] চিআইলা কানে[৪]
ইহা বুলি[৫] গঞ্জিলেক মাএ।
মাএর বচনে হাসি মুখ পাখালিঞা[৬] আসি[৭]
ডাকিল সকল সঙ্গিগণে[৮]
অপবাদ হেন বাসি বাছুর মেলিল আসি
তরঙ্গে[৯] চলিল বৎসগণে।
মাএ নানা বিধি বুইল[১০] তভোঁ[১১] কিছু না খাইল
অন্ন[১২] ব্যঞ্জন লইল সঙ্গে
সব-শিশুগণ-মাঝে চলিলা গোকুলরাজে
আগু আগু কেহো পুরে[১৩] শৃঙ্গে।
তবে গোঠ-বৃক্ষতলে বসিলা রাম[১৪] গোপালে
বৎসগণ রহিলা বাথানে
জত শিশুগণ আছে সভে জাএ কৃষ্ণ[১৫]- কাছে
রহিলা খেলার অনুমানে।
পহিল খেলার সারি[১৬] ডাক সারে[১৭] কড়ি মারি
একে একে ছাওালে হারে[১৮]
তবে সে ডরোআ[১৯] খেলে চতুর নন্দের বালে[২০]
খেলাএ অধিক[২১] পরকারে।
জত দুরে ডরোআ[২২] থাকে তত দুরে মারে তাকে[২৩]
ঠাঞে ডাকে[২৪] ডরোআ রহাএ
দুই হাথে ডাবু[২৫] ধরি দুই[২৬] আখি থির করি
ঠন করি ডরোআ[২৭] বাজাএ[২৮]।[২৯]

১ এ চিআইলা ২ ক. গ, ক. খ কানে, পা কালে ৩ পা এখুনি ৪ পা কেনে ৫ এ নানা মত, পা বলি ৬ পা পাখাইল, এ পাখালিল ৭ ক. গ বসি ৮ এ শিশু- ৯ ক. গ উটঙ্গে ১০ ঐ বৈল, পা বইল ১১ পা তভু ১২ পা ভাত ১৩ পা-এ নাই ১৪ পা খেলাএ বাল ১৫ পা কৃষ্ণ কাছে ১৬ ক. গ খেলি সারি ১৭ ক. গ ডাকে সবে ১৮ পা হারিল ছাওালে ১৯ এ ডাবুকা, ক. গ ডরূয়া ২০ পা বালগোপালে ২১ এ নানা ২২ এ ডাবুআ, ক. গ ডরুয়া ২৩ এ ডাকে ২৪ ক. গ পাকে চাএ, এ সেইখানে ২৫ ক. গ হাঠু ২৬ পা এই ২৭ এ ডাবুকা ২৮ পা বাএ ২৯ পরবর্তী চারি ছত্র পা-এ নাই

হেনমতে সভা জিনি খেলি দেব[১] চক্রপাণি
গেণ্ডুআ গেণ্ডুআ ঘন ডাকএ[২]
জোথা জত গেণ্ডু ছিল সব আনি জোগাইল
বাছি গেণ্ডু লইল জদুরাএ।
কামানের বাণ সারি গেণ্ডু পেলে উভ করি
শিশুগণ উভমুখে রএ
কেহো দেখিতে না পাএ হেনখ গেণ্ডুআ[৩] জাএ
হাথ পাতি[৪] লীলাএ[৫] রহাএ।
চারি পাচ গেণ্ডুআ পেলে[৬] আকাশে রহনী[৭] খেলে
হাথ বহি ভুমি নাহি ছোএ
দেখিঞা বালকগণে বিস্মঅ লাগিল মনে
দেখি জগজন মোহ[৮] জাএ।
তবে সব শিশুভাগে পাটাড়ি[৯] রহিলা আগে
সমুখে দুই হাথ পসারিঞা
আকাশে কমলবন ফুটিঞা রহিল জেন
কৃষ্ণ চাহে বাহু[১০] পসারিঞা[১১]।
কৃষ্ণ সে দক্ষিণ করে কনক-গেণ্ডুআ ধরে[১২]
জে পদ্ম শোভে বীজকোষে
এক দিঠে গেণ্ডু চাহি দুই হাত পাতি[১৩] রহি
সব শিশু গেণ্ডুআর আশে।
এক গেণ্ডুআ গোটি[১৪] শিশু রহে কোটি কোটি
সভেঁ চাহে গেণ্ডু ধরিবারে
চতুর নন্দের বালা পাতিঞা[১৫] অশেষ কলা
ধর বুলি[১৬] ভাণ্ডে বারে বারে।
গেণ্ডুআ পেলিল[১৭] জবে তারাসম ছুটে তবে
শিশুগণ ধাএ[১৮] অনুসারে

১ ক. গ খেলা খেলি ২ ক. গ বাএ ৩ পা গেণ্ডু ৪ এ পাড়ি ৫ পা হেলাএ ৬ পা গেণ্ডু খেলে ৭ এ, ক. গ লহলী, পা রহলি ৮ ঐ দেখিতে জগতমন মোহে ৯ এ পাড়াড়ি, ক. গ পাটডারি ১০ ক. গ, এ হাথে গেণ্ডু ১১ এ পেলিঞা, পা প্রসারিঞা ১২ ক. গ করে ১৩ ক. গ পসারি ১৪ ক. গ গুটি ১৫ এ ধরিঞা ১৬ পা বলি ১৭ পা ফেলিল ১৮ পা চাহে

শিশুর[১] দেখিঞা ধাই হাসে দেব গোবিন্দাই
কেহো গেণ্ড ধরিতে না পারে।
হেনখ কৌতুকে[২] খেলে সুন্দর বালগোপালে
বৎসগণ চরে নিজ সুখে
এথা কংস নৃপমনি পুতনাদি কথা শুনি
পাইল বড় হৃদএ দুখে।
তবে পাত্র মিত্র আনি কহিল কাতর বাণী
শুনি সভে লাগে চমৎকারে
সন্ধেঞি জানিল[৩] তত্ত্বে বৈরি হইলা নন্দসুতে
বধিব কমন[৪] পরকারে।
রাজা বলে পাত্র মিত্র না[৫] চিন্ত আমার হিত
বুল সভে উদঅ বন্দিঞা[৬]
তো সভার মন্ত্রণাএ[৭] হাথে হাথে সব জাএ
সংশঅ পড়িল প্রাণ লঞা।
জখন সভাএ[৮] বৈল কেহো বোল না শুনিল
দৈবকী রাখিল জুক্তি করি
সেই মন্ত্রণা সকলে কিবা অনরথ ফলে
হেন বোল জানিতে না পারি।
গাএ আঙলের[৯] ঘ্রাণে দুগ্ধ পিতে নাহি জানে
হেন বেলে মারিল পুতনে[১০]
জখন শজ্যাএ ছিল পাএ শকট ভাঙ্গিল
শবদে পুরিল ত্রিভুবনে।[১১]
পর্বত-আকার নাচে জমল-অর্জুন আছে
ভাঁগিল তা[১২] উদুখল-টানে

১ এ বালকের ২ ক. গ হেনমতে গোঠে, এ হেনমতে ৩ পা সভেঞি জানিঞা ৪ এ কেমত; ক. গ করিব কেমন ৫ পা-এ নাই ৬ এ সময় বঞ্চিঞা, ক. গ উদর চিন্তিয়া ৭ পা মন্ত্রয়ে ৮ এ তোমারে ৯ ঐ গায়ে আঙ্গুলের, ক. গ না ঘুচে গাএর ১০ এ পুতনাকে মারিল তথনে ১১ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ১২ ক. গ তাহা

দুধের নন্দকুমারে না জানি কত বল[১] ধরে[২]
তাহারে মারিব কোন জনে।
এবে জমুনার কূলে বাছুর রাখিঞা বুলে
সকল গোআর[৩] শিশু-সঙ্গে[৪]
হেন কোন বীর আছে সে জাব তাহার কাছে
কে তারে দেখি না দিব ভঙ্গে।
কংসের বচন শুনি সব মন্ত্রী মনে গুণি
সভেঞি[৫] সভার মুখ চাহি
রাজার কথোক[৬] দুরে আছিলা[৭] বৎসকাসুরে
হাফালিঞা[৮] উঠিল তথাঞি।
তবে কংস মহারাএ ডাকিঞা আনিল[৯] তাঅ
কহিল সকল মর্মকথা
জবে তুহ্মি আহ্মা[১০] চাহ ঝাট বৃন্দাবনে[১১] জাহ
নন্দের সে বেটা আছে জোথা[১২]।
মারিঞা দিলে[১৩] তারে আধি[১৪] রাজ্য দিব তোরে
বাঢ়াইমো বড়ই সম্মানে
ইহা বুলি পান দিঞা বৎসক পাঠাইল ধাঞা
জাএ বীর পবন-সমানে।
জেখানে বালগোপালে খেলাএ বৎসকপালে
বৎসকাসুর[১৫] গেল তহি[১৬]
ধরিঞা বৎসকবেশ কইল তথি পরবেশ
জাএ রাম কৃষ্ণ আছে জহি[১৭]।
কৈলাস-অধিক গোর জমের অধিক ঘোর
খুরে[১৮] মহী উড়াবাক[১৯] চাহে

১ পা এত বিক্রম ২ ক. গ করে ৩ ক. গ গোআল ৪ ঐ, পা জনে; পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ৫ পা সভে ৬ ঐ কথোকা ৭ ক. গ আসিলা ৮ ক. গ হাফালিয়া ৯ এ কহিল ১০ পা তুমি আমা ১১ ঐ প্রাণপনে চলি ১২ পা কুমার জথা আছে ১৩ এ মারি আনি দেহ ১৪ ঐ অর্দ্ধেক ১৫ পা বৎসকা অষুর ১৬ এ, ক. গ তোথা ১৭ ঐ জথা ১৮ পা খুর ১৯ পা উলটাইতে, ক. গ উড়াবারে

দু গুটা শিংহের ঘাএ মেঘ খান খান হএ
নাকসাটে[১] গাছ উপাড়এ[২]।
দুই গোটা শিংহশালী দু গোটা[৩] কান পসারি[৪]
আগুসারে জাএ ত ভালিঞা[৫]
একাশি করিঞা শিরে নাক[৬]-সাট মারে বীরে
জাএ চারি খুর নাচাইআ[৭]।
দেখিঞা আসুর-ছান্দে সভে গুণে[৮] পরমাদে
দেবলোকে লাগিল তরাসে
একলা দেব কাহ্নাঞি[৯] মনে তৃণজ্ঞান[১০] নাঞি
রীত দেখি[১১] মনে মনে হাসে।
তবে সে চতুর হরি শিশু সব দুর করি
কটালিল[১২] আসুরার পাশে[১৩]
চরণে ধরিঞা তোলে ফিরাএ জেন কমলে
দেবলোকে কুসুম বরিষে[১৪]।
লাটিম-অধিক হেলে পেলিল ধরণীতলে
অসুরা[১৫] তেজিল পরাণে
পড়িল পর্বতাকার দেখি লোকে[১৬] চমৎকার
শিশুগণে করএ বাখানে।
কৈলাসশৈল[১৭]-সমানে আসুরা পড়িল থানে[১৮]
কৃষ্ণ গেলা ভাণ্ডীরের[১৯] তলে
ত্রিভঙ্গে পুরিল বাঁশী শিশুএ[২০] মেলিল[২১] আসি[২২]
বৎসগণে ধাইল[২৩] সকলে।
সবশিশুগণ-সঙ্গে করিঞা বিবিধ রঙ্গে
ঘর জাএ শিঙ্গা বাজাইঞা

১ ক.গ -সাসে ২ এ নাকের নিশ্বাসে গাছ উড়িঞা পালায় ৩ ঐ দুই ৪ পা সারি ৫ এ, ক.গ নিভালিয়া ৬ ক.গ মাল- ৭ পা নাচিআ ৮ ঐ গুণিল বড় ৯ পা কানাঞি ১০ পা বুদ্ধি, ক.গ হেন- ১১ পা দেখি তারে ১২ ঐ ধাঞা গেল ১৩ এ পানে ১৪ ঐ লাগিল চমৎকারে ১৫ পা আর্থনাদে ১৬ ক.গ লোক ১৭ ক.গ -সিল ১৮ এ সেই স্থানে, পা কানে ১৯ পা ভাণ্ডিরস ২০ শিশুগন, ক.গ সিশু জে ২১ ক.গ মিলিল ২২ পা আথি ২৩ ঐ আইল

দেখিঞা বৎসক-নাশ[১] বৎস নাহি বিশোআস[২]
চালাইল চমকিত হঞা[৩] ।
তবে রাম দামোদর গেলা রঙ্গে নিজ ঘর
শিশুগণ গেলা জথা[৪]-স্থানে
শুনিঞা[৫] বৎসকনাশ[৬] সভারে পাইল[৭] ত্রাস[৮]
সব লোক কহে থানে থানে[৯] ।
গোঠ বেহার করি বৎসক মাইল হরি
সব লোক জঅ জঅ করে[১০]
কবিশেখর কঅ শুন গোপালবিজঅ
শ্রবণ অমৃত[১১] অবতারে ॥[১২]

॥ ধানসী ॥

শুনিঞা বৎসকবধ কংস মহারাএ[১৩] কি বোল[১৪] কি বোল বুলি[১৫] সঘন[১৬] শোধাএ[১৭] ।
জোঁক-মুখে চুন জেন[১৮] ঢুকিল[১৯] অন্তরে কৃষ্ণের বিক্রম শুনি গুণি[২০] আথান্তরে ।
তবে মনে ভাবিল সে[২১] কংস নরপতি কৃষ্ণেরে বধিব[২২] হেন কাহার শকতি ।
ডাকিআ আনিল বকাসুর মহাবীরে আদরিঞা কংস কিছু বৈল[২৩] ধীরে ধীরে ।
জত বীরভাগ আছে আগে তোহ্মা[২৪] লেখি তোহ্মার[২৫] সাক্ষাতে আন[২৬] তৃণ হেন দেখি[২৭] ।
আহ্মার[২৮] সম্পদে জবে[২৯] ভাল হেন মান[৩০] আজিকার ভিতরে মারিঞা দেহ কাহ্ন[৩১] ।
গোআলাছাওাল[৩২] বুলি না করিহ হেলা ইন্দ্রাধিক ধরে বলে সেই নন্দ[৩৩]-বালা[৩৪] ।

১ এ আগে আগে ধাএ বৎস ২ ঐ সব শিশু তার পাছে, ক. গ না করে বিশ্বাস, পা নিবিষেআষ ৩ এ হাম্বারবে আকাশ পুরিঞা ৪ পা নিজ ৫ ক. গ সিমুর ৬ এ শুনি শিশুমুখে ভাষ ৭ ক. থ, ক. গ সভাকে লাগিল ৮ এ বৎসাসুর বিনাশ ৯ ঐ চমকিত সব পুরজনে ১০ ক. গ লাগে চমৎকারে, এ সুরপুরি জয় জয়কার ১১ পা মধুর ১২ অতঃপর এ-পুথির অতিরিক্ত, ইতি বৎসকাসুরবধ ১৩ এ, পা -শঅ ১৪ পা বল ১৫ পা কি বলী ১৬ এ, ক. ক করি সভারে ১৭ ক. গ সুধাএ সভাএ ১৮ ঐ কিবা ১৯ এ লাগিল ২০ ক. গ পড়ে, এ পড়িলা ২১ ঐ ভাবিঞা ২২ ক. থ, ক. গ ধরিব, পা কৃষ্ণে- ২৩ পা আদরে আনিঞা কিছু কহে, এ আদর করিয়া কিছু কহে ২৪ পা তোমা ২৫ পা তোমার ২৬ এ আর ২৭ পা লেখি ২৮ পা আমার ২৯ পা জার ৩০ ঐ জান ৩১ ক. গ কান ৩২ এ -বালক ৩৩ পা কাজ বুঝি তাহার বুঝিল নহে ৩৪ পা কালা

আর হেন গুপতে কহিঙু একু বোলে[১]   তার সনে সংগ্রামে নারিব কোন কালে।
মাআরূপ ধরিঞা রহিবে সেই ঠাই   শিশু-সঙ্গে জথা বৎস রাখে[২] গোবিন্দাই।
আইতে[৩] পাইলে হেন করিহ[৪] উপাএ   রাম কৃষ্ণ এবার উবরি নাহি জাএ[৫]।
কংসকথা শুনি বকাসুর[৬] মহাকাএ   দেখ কি করি বুলি[৭] হইল[৮] বিদাএ[৯]।
সেইখানে মহাবীর বকরূপ ধরি   জমুনার তীরে চলি জাএ ধীরি ধীরি।
বাসি কাপড় হেন[১০] দেখি পাখ[১১]-জুতি[১২]   মাড়া হরিতাল[১৩] জেন ওঠের[১৪] মুরতি[১৫]
সুবলিত[১৬] আমল শ্যামল দুই আখি[১৭]   শুক[১৮]-পাখি পাএ[১৯]-জেন পাঁও দুই লখি।
হেঠমুণ্ডে পাএ[২০] তুলি ধীরে ধীরে জাএ   আড়াখিএ[২১] ঘন ঘন কৃষ্ণ-পানে চাএ।
হেন বেলে তৃষাএ[২২] আকুল নারাঅণে   পানি পিতে দৈবে সভে গেলা[২৩] সেই থানে।
সব শিশু পানি পিএ জমুনার কুলে   বকাসুর[২৪] সভারে গিলিল একু বেলে।
কৈলাস-গুহাএ[২৫] জেন মশা আইসে জাএ   তেন বক-বেতে শিশু[২৬] রহনী[২৭] খেলাএ।
বুঝিঞা[২৮] অসুরমাআ চতুর কাহ্নাঞি[২৯]   আড় হইঞা তার বেতে লাগিলা[৩০] তথাঞি
উভ-মুখে গলা ঝাকাড়িঞা[৩১] বারে বারে   ঠাঞি ঠাঞি বুলে কিছু কহিতে না পারে।
দুই ওঠ পসারিঞা আর্থনাদ করি   গলা হইতে উগারিঞা[৩২] পেলে শ্রীহরি।
বুঝিঞা কৃষ্ণের বল বক মহাশএ   আপনার রূপ ধরি গিলিবারে ধাএ[৩৩]।
উভে দশ আড়ে তিন জোজন প্রমাণে[৩৪]   আকাশে পাতালে লাগে ওঠ দুইখানে।
তা দেখি[৩৫] ঈষৎ হাসি গরুড়বাহনে   উপহাস করি কিছু কহে ঘনে ঘনে[৩৬]।
চান্দ সুরুজ ওঁঠে[৩৭] ধরিবারে চাসি[৩৮]   তোর ডরে[৩৯] আকাশে না বুলে স্বর্গবাসী।
আজি পড়িলা তোম্বে মানুষের হাথে   আজি হইতে সর্বলোক থাকুক সোআথে।
ইহা বুলি মালকাছ করিঞা শ্রীহরি   ঝুটি কেশ বান্ধি ধড়ী পরে দৃঢ় করি[৪০]।

১ পা বেলে   ২ এ রাখিব   ৩ ঐ আড়ে   ৪ পা, ক. ক করিবে   ৫ পা জাই   ৬ এ কংস রাজার বোল সুনি বক   ৭ পা বলী   ৮ পা করিল   ৯ পা পআন   ১০ এ কাপড়ের জেন   ১১ ক. গ দেখে পাখের   ১২ ক. খ জেন জ্যোতি মনোহরে   ১৩ পা মাতাহাথিমুণ্ড   ১৪ ক. গ গোড়ের ১৫ পা দেখিয়ে ওঠজুতি   ১৬ ক. খ ললিত ১৭ ঐ ধবল আকার সব গাএর সে জুতি   ১৮ ক. গ খর   ১৯ পা পাখা   ২০ পা মাথে পাও   ২১ এ আড় আখিতে   ২২ ক. গ তৃষ্ণায়   ২৩ এ আইলা   ২৪ পা ধাঞা   ২৫ এ পর্ব্বতে   ২৬ পা সব, এ -মুখে   ২৭ পা গুহলি   ২৮ এ দেখিঞা   ২৯ পা কানাঞি   ৩০ ক. গ, এ মুখে রহিল   ৩১ ক. গ খাঁখারিয়া, এ করিঞা গলা ঝাকারে   ৩২ পা ঝাকারিঞা   ৩৩ পা রাএ, এ জায়ে   ৩৪ ঐ জোজন আড়ে দুই প্রমান   ৩৫ এ দেখিঞা   ৩৬ ঐ কহিল বচন   ৩৭ ক. গ ঠোঠে   ৩৮ পা জাসি   ৩৯ পা তরে   ৪০ ক. গ, এ ঝাড়ি কেশ বান্ধে নাড়ি পরে নেত ধড়ি

কোছাএ মুরলী[১] গুজি চাহে[২] ঘনে ঘনে তুলিঞা[৩] তুলিঞা পড়ে বাহের[৪] কঙ্কণে।
সভা পাছ করি[৫] রহিলা মুরারি সমুখে অসুরা ধাএ দুই ওঠ[৬] সারি।
ছপ করি[৭] দুই ওঠ ধরি দিল টানে দোআগা করে জেন[৮] চিরিঞা[৯] দুই খানে।
শিশুগণ বাহিরাইল[১০] জেন মালীফুলে তা দেখি[১১] কৃষ্ণের হইল আতি[১২]-কুতুহলে।
বকের মরণ দেখি সব দেবগণে কৃষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণে।
আনন্দে[১৩] দেবতা[১৪] গেলা আপনার[১৫] স্থানে কৃষ্ণের বিক্রমজশ করিঞা বাখানে।
তবে দেব[১৬] দামোদর শিশুগণ-সঙ্গে চলিলা আপন ঘর নানা রসরঙ্গে[১৭]।
জেনমতে বকেরে মারিল জদুরাএ সব শিশু কহিল আপন বাপ মাএ।
দেখিঞা সকল লোকে পাইল চমৎকারে[১৮] বৃন্দাবন উথলিল[১৯] আনন্দে-পাথারে[২০]।
হাটে বাটে মাঠে ঘাটে এই বোল শুনি হরিষ বিষাদে বেআকুল নন্দরানী[২১]।
আদভুত বকবধ শুনহ সংসারে কহে কবিশেখর অমৃত[২২]-অবতারে ॥[২৩]

॥ শ্রী ॥

চরমুখে বকবধ শুনি কংসরাএ গরলে জিনিলে জেন চালিলেক গাএ[২৪]।
চমকি চমকি কংস[২৫] পুছে বারে বারে স্বরূপে বধিল বক নন্দের কুমারে।
জে বকবীরের ডরে[২৬] ইন্দ্র থির নহে জে বক সংগ্রামে মোর এ ডাহিন[২৭] বাহে[২৮]।
সে বীর মারিল জবে নন্দের কুমারে আহ্মা[২৯] হেন লক্ষেক[৩০] নারিব তাহারে[৩১]।
জত মহাবীর সব[৩২] আছে মোর ঠাঞি প্রাণ লঞা পালাহ আমার দাঅ[৩৩] নাঞি[৩৪]
জিনিলে বড়াঞি নাহি হারিলে মরণ কোন ছার ইহা সনে করিবেক রণ।

১ পা ভুবলী ২ পা-এ নাই ৩ এ উপরে ৪ ঐ করের ৫ ক. গ মালসাট মারিঞা ৬ পা দুওাপন ৭ এ সত্বরে ৮ ক. গ কেশের সম ৯ এ উভে চিরিঞা কইল, ক. খ দুই গুচ্ছ কেশের জেন ঝরে ১০ ক. গ বারাইল, পা বাহির হইল ১১ পা দেখিঞা ১২ এ মহা ১৩ পা সকল ১৪ পা -গণে ১৫ এ, ক. গ জার জেই ১৬ ক. গ রাম ১৭ ক. গ রঙ্গ ঢঙ্গে, পা পরসঙ্গে ১৮ এ শুনিঞা লোকে লাগিল বিস্মএ ১৯ ক. গ কোলাহল, পা হুলথুল ২০ ক. গ আপার ২১ পা চক্রপানি ২২ এ অশ্রুত ২৩ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি বকবধ ২৪ ক. গ কি বোল কি বোল বুলি সকল সুধাএ ২৫ ক. গ চমকিত কংসরাজ ২৬ পা বীরে তাকে ২৭ পা ডাইন ২৮ ক. খ বাহ হয় ২৯ পা আমা ৩০ পা এক লক্ষ ৩১ এ কি করিব তার, ক. গ কোন কালে ৩২ পা-এ নাই ৩৩ ক. গ দোষ ৩৪ পা নাহি দায়

কি আর বিরোধ করি নন্দের পো-সনে   ধন প্রাণ হারাব সকল[১] অকারণে।
এত অভরসা কথা[২] শুনিঞা রাজার   উঠে হাফালিঞা অঘাসুর করি অহঙ্কার[৩]।
কোন বোল মুখে আন কংস নরপতি[৪]   বিপত্য[৫] পড়িলে সব বুদ্ধি জাএ কতি।
অবিচারে কাজ কর পাছু নাহি গুণ[৬]   অহঙ্কারে পরের বচন নাহি শুন।
হেন কেহে[৭] মনে[৮] নাহি গুণ[৯] মহাশএ   ছাগলের মুখে কভো[১০] কুমুড়া[১১] না জাএ।
আপনা জানিতেছহ[১২] গোকুলনগরে   তোহ্মার[১৩] বিপদ-হেতু নন্দের কুমারে।
তবে হেন হেলা কর সব[১৪] প্রওজনে[১৫]   শিআল[১৬] হাথাঞা কর সিংহ অপমানে।
তিরিজাতি পুতনা পাঠাহ কাহ্নাঞি[১৭] বধিবারে[১৮] বকবৎস বীর[১৯] তার কী করিতে পারে।
নিকটে থাকিতে আহ্মা সহ্মা[২০] বীরভাগে কাহ্নাঞি[২১] আনিঞা দিব কোন ছারে[২২] লাগে।
এত বীরদাপ[২৩] শুনি অসুর[২৪] মহারাজে   হরষিত হঞা কিছু কহিল সমাঝে[২৫]।
তোহ্মা সহ্মা[২৬] হেন বীর থাকে জার কাছে[২৭]   তাহা বহি[২৮] ভাগ্যবন্ত কে
সুরাসুরে[২৯] আছে।[৩০]
তোহ্মা সভার বলে জিনি সুররাজ   সে আজি নন্দের পো করিল অকাজ।
সবে এক লাজ বড় বাসি আপনার   দৈবে পুতনাদি[৩১] মইল রহিল খাঁখার।
মরণে কি ছার দুখ নিমিষেকে জাএ   পরপরাভব-দুখ[৩২] সহনে না জাএ।
লঘুজন-বোল[৩৩] জবে সহিল হেলাএ   আপন বিক্রম করি[৩৪] মারিব[৩৫] সমএ[৩৬]।
হের শুন[৩৭] অঘাসুর জানিল[৩৮] ভালমতে   তোহ্মা[৩৯] বহি কেহো কৃষ্ণ নারিব মারিতে[৪০]।
শুভ হউ বৈরি মারি আইসহ ঘর[৪১]   শ্বেত ছাথা[৪২] ধরাইব তোহ্মার[৪৩] উপর।
ইহা শুনি বীররাজ[৪৪] হরষিতমনে   রাজার প্রসাদ পাঞা করিল গমনে।
এথা দেব দামোদর রজনী[৪৫]-প্রভাতে   সবশিশু-সঙ্গে জাএ বাছুর রাখিতে।

১ পা-এ নাই ২ পা তবে ৩ পা তবে বির অগাসুর ৪ এ মহামতি ৫ এ বিপদ ৬ পা গন ৭ পা কেনে ৮ এ, ক.গ বোল কেন ৯ এ শুন ১০ পা কভু ১১ ঐ কুষ্মাণ্ড ১২ ক.গ জানিয়াছ ১৩ পা তোমার ১৪ পা করি কর ১৫ এ প্রভুজনে ১৬ ঐ বিরাড় ১৭ পা কানাঞি ১৮ এ মারিবারে ১৯ ক.গ, এ বৎসক অসুর ২০ পা আমা সমা ২১ পা কানাঞি ২২ পা কার্য্যে ২৩ পা বিলাপ ২৪ ক.গ দৈত্য ২৫ এ, ক.গ ভাণ্ডুয়া গোয়ালা মোকে লাগে কোন কাজে ২৬ পা তোমা সম ২৭ ক.গ তোমা বই আনে সিদ্ধ না করিও কাজে, পা থাকিতে মোর কাছে ২৮ ক.গ ততোধিক ২৯ ঐ ত্রিভুবনে ৩০ পরবর্তী এক ছত্র পা-এ নাই ৩১ পা পুতনা ৩২ পা পরপঁরা দুখ সব ৩৩ ক.গ দোস ৩৪ ক.গ বলি ৩৫ এ মানিঞা, পা মানিব, ক.গ জানিঞা ৩৬ পা বেলাএ ৩৭ পা আইস বলো ৩৮ ঐ জানিব, ক.গ জানি ৩৯ পা তোমা ৪০ ঐ আনিতে ৪১ এ সত্বর ৪২ এ ছত্র ৪৩ ঐ মাথার, এ তোমার ৪৪ পা জাএ ৪৫ এ জানি

শিকাএ বান্ধিঞা লইল অন্ন[১] ব্যঞ্জনে উলিপালি করিঞা বহেন্ত সব[২] জনে।
আগু বলরাম জাএ শিঙ্গা বাজাইঞা জথা জে আছিল শিশু মেলিল[৩] আসিঞা।
গোপালের চারি পাস্তো[৪] পড়িলা[৫] জোগানে চান্দ বেঢ়িল জেন দেখি তারাগণে[৬]।
চাঁচরচিকুর-চুড়ে[৭] উড়ে নেতফান্সি শ্রবণে কুণ্ডল দোলে হীরাধর কড়ি[৮]।
গলে ঝলমল[৯] করে নানা মণিমালা গজগমনে[১০] কোটি মনমথলীলা[১১]।
হাস পরিহাসে চলে খেলাএ রহলী শুনিঞা দেখিতে লোক জাএ পেলাপেলি।
দেখিলে সম্ভাষে নানা মধুর বচনে আপনা পাসরে লোক তার দরশনে।
হেনমতে গোবিন্দাই গেলা[১২] গোঠমাঝে সব শিশু মেলি তথা করিল সমাজে।
নানা রঙ্গ কৌতুকে বঞ্চিল কথোক্ষণে বৃন্দাবন প্রবেশিতে সভে কইল মনে।
কৃষ্ণ বোলে এক বোল[১৩] শুন সঙ্গ[১৪]-ভাই এ অন্ন[১৫] ব্যঞ্জন কেহে[১৬] বঞা[১৭] দুখ পাই।
ভোজন করিঞা করি বন পরবেশে এই স[১৮] জুগতি সব আহ্মার[১৯] মনে আইসে।
বলাই বোলেন্ত[২০] কৃষ্ণ ছাড় পরিহাসে শিশুগণ ভ্রমিঞা কিবা[২১] খাব অবশেষে।
তবে সব শিশুগণ হরষিত[২২] হঞা বৃন্দাবনে প্রবেশিলা বৎসগণ লঞা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে গেলা আতি[২৩]-দুরে অচম্বিতে দেখি[২৪] অজগর মহাশূরে[২৫]।
দীর্ঘে দশ জোজন অসুর মহাকাএ আড়ে তিন জোজন দেখিঞা পাইএ ভএ[২৬]।
ভূম্যে[২৭] ওঠ্যখান দেখি জেন দাবানলে আর ওঠ স্বর্গে জেন সুমেরুশিখরে।
জিহ দুইগোটা নাড়ে[২৮] আকাশের মাঝে প্রলঅ আনল-সম[২৯] মনে হেন বাজে[৩০]।
মুখ[৩১]-আরুণিমাঞে আরুণ বৃন্দাবনে দিনে সাঁজ হইল বুঝি সব শিশুজনে।
দুই গোটা সুরুজ[৩২] জেন রাঙ্গা দুই আখি সাত পাতাল হেন মুখখান লখি।
শ্বাসে ঝড় বহে গাছপালা নাহি রহে বিষজ্বালে জীব জন্তু থির নাহি হএ।
শ্বাস-টানে শিশুগণ সান্তাইলা বেঁতে একলা বাহিরে[৩৩] বিশ্বম্ভর নন্দসুতে।
তা দেখি[৩৪] আসুরা মুখখান নাহি বুজে কেমনে মারিব কৃষ্ণ মনে মনে বুঝে[৩৫]।

১ পা ভাত ২ এ জনে ৩ এ মিলিলা ৪ ক.গ, এ পাসে ৫ এ ধরিল ৬ পা পরবেশে জেন দেখিএ সুঠানে ৭ এ জেন ৮ ক.গ পড়এ বিজুলি ৯ এ, ক.গ গলাএ সে শোভা ১০ পা ধিরে ধিরে ১১ পা চলে মনোরথ কলা ১২ পা গেলে ১৩ এ কথা ১৪ পা বলি শিশু, এ সঙ্গি ১৫ পা ভাত ১৬ ঐ কেনে ১৭ ক.খ, ক.গ লৈঞা, এ বহিঞা ১৮ ক.গ সে ১৯ পা আমার ২০ পা বলেন ২১ পা কি ২২ ঐ হতোদ্যম ২৩ এ, ক.গ কথো ২৪ পা-এ নাই ২৫ পা অঘাষুরে ২৬ পা ভঅ পাএ ২৭ এ ভূমিতে ২৮ ক.গ উড়ে ২৯ এ, ক.গ ধূম ৩০ পা বাসে ৩১ ক.গ মুখের ৩২ পা শুর্য্যের ৩৩ ক.গ, এ রহিলা ৩৪ এ দেখিঞা ৩৫ এ ইসত লিলাএ হাসিলা ব্রজরাজে

আস্থরার আশঅ[১] বুঝিঞা শ্রীহরি উভ চুড়ে[২] বান্ধি ধড়ি পরে[৩] দৃঢ় করি।
ক্ষেণে ক্ষেণে কঙ্কণ তুলিঞা[৪] পঢ়ে করে মালসাট মারি কিছু বীরদাপ করে।
জীবার বাসনা আছে[৫] ধর মোর বোলে সব শিশু[৬] উগারিঞা দেহ এতি বেলে।
জবে মোর শিশু-গাএ[৭] কুশরেখ জাএ খান খান করি তবে পেলিমো[৮] ঠাএ ঠাএ।
তবে শিশু-কলকলি শুনিঞা গোপালে হাসিঞা প্রবেশ কইল মুখ কালানলে[৯]।
তা দেখি দেবতা সব[১০] করে হাহাকারে কি হবে কি হবে করি[১১] পড়িলা ফাঁফরে।
জবে গোবিন্দাই মুখে প্রবেশ কইল তবে সে অস্থরা মুখ চাপিঞা বুজিল[১২]।
কৃষ্ণের শবদ শুনি নাচে[১৩] শিশুগণে হ্রদ-শোষে[১৪] মাছ জেন পাইল বরিষণে।
শিশুগণ দেখি কৃষ্ণে দআ উপজিল তবে[১৫] মাআবলে তার বাউ[১৬] বন্দী কইল।
আকাশসমান অস্থরা বাঢ়িতে লাগিল অস্থরা মারিতে[১৭] তথা উপাঅ স্থজিল[১৮]।
তবে ত্রিবিক্রমের সে[১৯] চরণের ঘাএ ব্রহ্মাণ্ডসমান শির[২০] উভে ফাটি[২১] জাএ।
সেই পথে বাহিরাএ[২২] চতুর কাহ্নাঞি[২৩] দুই হাথে ধরি দ্বার[২৪] রহিলা[২৫] তথাঞি।
পর্বতের গুহা-সম সেই পথ বাহি সারি বান্ধি বৎস আইসে[২৬] আর শিশুভাই।
দৈত্যশিরে হইতে উঠে[২৭] বৎস[২৮] থরে থরে অন্ধকার নাশি[২৯] জেন নক্ষত্র উগরে।
কিবা দৈত্যশিরে[৩০] হইতে উঠে জশোধারা[৩১] কিবা গিরি-গুহা হইতে উঠে হংসমালা।
তা দেখিঞা গোপালের বড়ই সোআথে শিশু[৩২]-মুখে দৈত্যে-প্রাণ আইলা সেই পথে।
তবে জ্যোতি-রূপে দৈত্য কৃষ্ণে[৩৩] প্রবেশিল জলে[৩৪] জল পৈশে জেন আনলে আনল।
হের দেখ কৃষ্ণপথে জার প্রাণ জাএ সেই স তাহার চরণারবিন্দ পাএ।
জে জন কৃষ্ণের নাম স্মঅরিতে মরে সে জন কৃষ্ণেরে পাব সাখি অজামিলে।
তাহাতে সাক্ষাতে কৃষ্ণ-সঙ্গে দিল প্রাণ সে জনা কৃষ্ণেরে পাব কিবা চিত্র[৩৫] জ্ঞান।
জার নামগন্ধে ত্রিভুবন অঘ[৩৬] নাশে সে প্রভু নাশিব অঘা এবা কোন জশে[৩৭]।
ইথে দেবগণ করে পুষ্পবরিষণে স্বর্গে দুন্দুভি বাজে হরষিতমনে।

১ ক. গ আশ তবে, এ আস ২ এ ঝুটা ৩ ঐ বান্ধে ৪ এ উপর তুলিঞা কঙ্কন ৫ ঐ আশ থাকে জদী ৬ এ, ক. খ একেবারে ৭ পা দিঞা ৮ পা খণ্ড খণ্ড করিঞা পেলিব ৯ এ মুখের ভিতরে ১০ এ দেখিঞা দেবগণ ১১ ক. খ, এ বুলি ১২ পা ধরিল ১৩ এ সব ১৪ এ রৌদ্রবিষে ১৫ ক. গ, এ নিজ ১৬ ক. গ শ্বাষ ১৭ পা অস্থর বধিতে ১৮ ক. খ, ক. গ চিন্তিল ১৯ পা-এ নাই ২০ পা বি ২১ পা ফাটে, এ ফুটিঞা ২২ এ বাহির হইলা ২৩ পা কানাঞি ২৪ এ ধরিঞা, -ক. গ দুহাত ধরিঞা ২৫ পা শৃজিল ২৬ এ উঠে ২৭ ঐ আইসে ২৮ ক. গ আসি, পা -বরে ২৯ এ নিশিতে, ক. গ বাসি ৩০ পা-এ নাই ৩১ পা কৃষ্ণ- ৩২ ক. গ সর্প, পা স্বার্থ- ৩৩ পা সত্য ৩৪ পা জল ৩৫ এ বিচিত্র ৩৬ ক. গ পাপ ৩৭ এ ত্রাস

ওথা অঘ[১]-বধ শুনি অসুর ভূপালে এথা শিশুবৎস-গাও নেহালে গোপালে[২]।
আশ পাশ গাও দেখি[৩] পুছে বারে বারে কেহো কিছু ঘাও পাইলে কহ ত আহ্মারে[৪]।[৫]
এত বুলি সভারে হাসিঞা বনমালী একে একে সভার অঙ্গ দেখিল সকলি।
তবে সব শিশুজন[৬]-গ্লানি[৭] হেন জানি[৮] তরুতলে বসিলা লইঞা[৯] অন্নপানি।
বৎসগণ সুখে চরে জমুনার তীরে সমাঝ পাতিল[১০] ওথা সকল আহীরে।
চারিদিগে বেঢ়িঞা বসিলা শিশুজনে সমাঝে বসি নাট দেখে নন্দের নন্দনে[১১]।
শিকা মুকাইঞা[১২] ভাত ব্যঞ্জন উভরি[১৩] একে একে সভারে পরিশে[১৪] শ্রীহরি।
কেহো হাথে কেহো পাতে কেহো চেলাঞ্চলে[১৫] কেহো কেহো হাথে হাথে[১৬] কেহো ভূমিতলে।
তাহে[১৭] ভাগ সারি অন্ন দেই জগন্নাথে শিশুজন মেলি[১৮] ভুঞ্জে পরমকৌতুকে[১৯]।
তার মাঝে বিশ্বম্ভোজী[২০] ভুঞ্জে নিজ ভাগে কাহোকেহো[২১] পাতের অন্ন দেই অনুরাগে।
হেন বাল-লীলা করে অনাদি[২২] পুরুষে তথা তারে পরখিতে[২৩] মূঢ় ব্রহ্মা আইসে।[২৪]
হরিঞা সকল[২৫] বৎস নিল অচম্বিতে[২৬] তথা সভে চাহি[২৭] বৎস নাহি অলখিতে[২৮]।
সেইমতে জেই জাএ[২৯] তার অন্বেষণে পুনরপি কেহো নাহি আইসে সেই খানে[৩০]।
একেশ্বরী[৩১] তরুমূলে বসিঞা গোপালে কালসার মৃগ হেন দশদিগ[৩২] ভালে।
ক্ষেণেকে[৩৩] কাহার কিছু না পাঞা উদ্দেশে ধ্যানে জানিল ব্রহ্মা ছলে হৃষীকেশে[৩৪]।
এত বলি ঈষৎ হাসিঞা দামোদরে[৩৫] অঙ্গে হইতে[৩৬] শিশুবৎস সৃজিল তৎপরে[৩৭]।
তা সভা লঞা তেন[৩৮]-মতে গেলা ঘরে কাহোকেহো লখিতে নারিল[৩৯] বৎসরে।

১ এ অঘাসুর ২ ক. গ দআলে ৩ এ অঙ্গ ধরি ৪ পা আমারে ৫ পরবর্তী এক ছত্র পা-এ নাই ৬ ক. গ এত বলি সভাকার, এ এত তত্ব সভাকার ৭ পা স্নান, এ পরিশ্রম ৮ ক. গ মানি ৯ পা বসিঞা আনাইল ১০ ঐ করিল ১১ ক. গ, এ বসিয়া দেখে কমললোচনে ১২ পা সহিত কাইঞা, ক. গ ঘুচাইঞা ১৩ এ, ক. গ উভারি ১৪ ক. গ পরিবেশে ১৫ পা জে আঁচলে ১৬ এ জোড়করে ১৭ ক. গ তবে ১৮ এ সব শিশুগণ ১৯ পা সোআথে ২০ ক. গ বিশ্বম্ভর, পা মাঝে বিশ্বভুক্তি কৃষ্ণ ২১ পা কাহাকে ২২ এ, ক. গ সে আদি ২৩ এ তাহা পরিক্ষিতে ২৪ অতঃপর, এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ত্রিদসের নাথের হেন ব্যবহার। ভোজন করএ বনে লইঞা গোআল ২৫ এ শিশু ২৬ ক. গ অলক্ষিতে ২৭ এ, ক. গ আচম্বিতে শিশু ২৮ ক. গ অচম্বিতে ২৯ এ গেলা কৃষ্ণ ৩০ ক. গ, এ না হয় দরসনে ৩১ ক. গ একা শেই ৩২ এ জেন চতুর্দিগে ৩৩ পা তবে ৩৪ এ ছলিল আসিঞা ৩৫ ক. গ, এ নারায়নে ৩৬ ঐ সেইরূপে ৩৭ এ, ক. গ তখনে, পা বিহরে ৩৮ পা সেই ৩৯ এ কেহো লখিতে নারে গেল এক

বৎসর পুরিতে জবে[১] দিনা দুই আছে   পুনরপি ব্রহ্মা আইলা গোপালের কাছে।
দেখে[২] তরুতলে রাম কৃষ্ণ দুই ভাই   সেই শিশু সেই বৎস বিহরে তথাঞি।
চারি মুখে একে একে দেখিল ভালিঞা[৩]   স্থির করিবাকে[৪] নারে রহিলা ভুলিঞা।
তবে পুনরপি গিঞা দেখে নিজ স্থানে   সেই শিশু সেই বৎস দেখে বিগুমানে।
বিস্মিত[৫] হইঞা ব্রহ্মা আইলা আরবার[৬]   দেখে তরুতলে একা নন্দের কুমার।
খেনেকে দেখিল বলরাম তার পাছে[৭]   তার পিছে সেই শিশু সেই বৎস আছে[৮]।
ক্ষেণেকে থাকিঞা দেখে[৯] সভে চতুর্ভুজে   চারি বাহে[১০] ধরে শঙ্খ চক্র গদাম্বুজে[১১]।
আশে পাশে লক্ষ্মী সরস্বতী দুই নারী[১২]   সমুখে গরুড় বীর রহু স্তুতি করি[১৩]।
তার মাঝে আর এক ব্রহ্মা স্তব করে   জত শিশু বৎস ছিল তত অবতারে।[১৪]
জত তরু তথা দেখে সকল শঙ্কর   এমত দেখি প্রজাপতি হইলা ফাঁফর।
আপনার হেন ব্রহ্মা দেখে থানে থানে   ভএ থরহরি কাঁপে না ধরে পরাণে।
আপনা না চিনিঞা[১৫] কৌতুকে দিলু মন   পঙ্গুআ[১৬] হঞা লাপে করি সমুদ্র লঙ্ঘন।
শিশু হঞা হাথ তুলি চান্দ ধরিবারে   আমি ছার পরখিতে[১৭] চাহিল গোপালে।
হরি হরি মনে কি করিহে মোর[১৮] প্রভু   হেনথ আভাগি মোএ লাগে[১৯] নাহি কভু।
এক মোর পরাণে লাগিল বড় ডরে   অবিচারে প্রভু পাছে মোরে[২০] কিছু করে।
আহ্মার[২১] এ অফরাধ রঅ[২২] তার[২৩] পাএ   প্রভু-সঙ্গে সেবক বাগড়ি[২৪] না জুআএ।
শিব শিব না জানি একি হইল আকাজে[২৫]   বড় ঠাই বড় ঘাঁটি না সহে বেআজে।
এত বলি ব্রহ্মা সাত পাঁচ করি মনে   রথে হইতে সম্ভ্রমে নাম্বিলা ততক্ষণে[২৬]।
ভক্তিভাবে করপুটাঞ্জলি করি[২৭] জাএ   কাহার[২৮] সেবা করিব হেনঞি[২৯] নাহি পাএ
কদম্বের মুলে[৩০] বুঝি গোকুলের নাথে   কনকের দণ্ডসম পড়িলা ভূমিতে।
সে হেন দুল্লভ[৩১] দাড়ি[৩২] ধুলাএ[৩৩] লোটাএ   আনন্দাশ্রু পুলকে পুরিল সব গাএ।
নমো দেব নন্দসুত তোহ্মার[৩৪] চরণে   সর্বভাবে কেবল মো তোহ্মাএ[৩৫] শরণে।

১ এ মাত্র ২ পা একা ৩ এ ভাবিঞা ৪ ঐ চিত্ত স্থির করিতে ৫ পা বিস্মৃত ৬ ঐ পুনর্ব্বার ৭ ক.গ পাশে ৮ ঐ আইসে ৯ পা না দেখে কিছু ১০ এ ভূজে ১১ ঐ পাল্মসাজে ১২ এ জন ১৩ ঐ করিছে স্তবন ১৪ পরবর্ত্তী এক ছত্র পা-এ নাই ১৫ পা চিনিলু, এ চিনাঞা ১৬ পা প্রঙ্গু ১৭ এ পরিক্ষিতে ১৮ ঐ করিবেন ১৯ এ এমত অভাগ্যমতি পাএ ২০ পা মনে ২১ পা আমার ২২ ঐ বড় ২৩ এ আমার বড় অপরাধ হইল ২৪ পা চাতুরি ২৫ পা অকাজে ২৬ এ ভূমিতে অবতরি ২৭ পা-এ নাই ২৮ পা কার ২৯ এ হেন ৩০ ঐ তলে ৩১ পা দুর্লভ ৩২ ক.গ দেহ ৩৩ এ ভুমিতে ৩৪ পা তোমার ৩৫ পা তোমাএ

আকাশে বাতাসে রেণু[১] ভ্রমে জেনরূপে   তেন কোটি ব্রহ্মা তোহ্মার[২] একোই[৩] লোমকূপে।
তোহ্মার[৪] কটাক্ষে কত[৫] কোটি ব্রহ্মা হএ   তোহ্মার[৪] নিমেষে হএ কত বা প্রলএ।[৬]
জত জত দেখিএ তোহ্মার পদছাআ   আউট হাথ দেহেরে কত কর মাআ।
তুআ পদ ছাড়িঞা জে আর কিছু ভাবে   গিরিসম তুষরাশি কুটিলে কি পাবে।
তোহ্মা বহি আর কেহো অবলম্ব নহে   ভূমি বহি কথাহো চরণ স্থির নহে।
তোহ্মাতে ঘটিলে প্রভু তুহ্মি প্রতিকার   ভূমিতে পড়িলে জেন ভূমিথেহ সার।
জবে আমি আগেআনে করি অপরাধে   বিচারিতে ঘাটি প্রভু মোহে নাহি বাধে।
পেটে জত পদাঘাত পোএ মারে মাএ   সে কি অপরাধে অপরাধী হএ পোএ।
হেন বিশ্বম্ভর বিশ্ব তোহ্মার উদরে   মো ছারের দোষ কত করিবে বিচারে।
ক্ষমা কর অপরাধভঞ্জন গোপালে   মাআবন্ধ ঘুচাহ সংসার-কারাগারে।
এত বলি লোটাঞা লোটাঞা ব্রহ্মা কান্দে   তা শুনিঞা দআএ কৃষ্ণ[৭] বুক নাহি বান্ধে।[৮]
হাসিঞা ব্রহ্মারে তবে তুষিল গোপালে[৯]   ব্রহ্মাএ জোগাইল তবে বাছুর ছাওালে।[১০]
তবে[১১] সবা ঘর গেলা করি এক মেলি[১২]   নানা রঙ্গ ঢঙ্গে ঘর জাএ জথা-বেলি[১৩]।
থাকিঞা এ সব কথা শুনিল সব জনে[১৪]   কাহ্নাঞিকে জানিল সাক্ষাৎ নারাঅণে।
হেনমতে সব লোক কহে ঠাঞি ঠাঞি   কৃষ্ণ-পরসঙ্গ বিনু[১৫] আর কিছু নাঞি।
গোপালবিজঅ নর দেখহ নঅনে   অঘাসুরবধ আর ব্রহ্মার মোহনে।
কহে কবিশেখর লৌকিক পরকারে[১৬]   নন্দের নন্দন পরব্রহ্ম-অবতারে[১৭] ॥[১৮]

॥ বড়াড়ী ॥

একদিন রাম কৃষ্ণ শিশুগণ-সঙ্গে   বনে গরু বাটাইঞা[১৯] ভ্রমে নানা রঙ্গে।
জেখানে জে পখি-ধ্বনি শুনি নারাঅণ   সেখানে সে ধ্বনি[২০] করে আতি[২১]-বিলক্ষণ।
জে পখির জেনমত আহার বেহার   তা দেখিঞা করে তেন অঙ্গের বিকার[২২]।

১ পা তনু ২ ক. খ তোমার, পা-এ নাই ৩ এ এক ৪ পা তোমার ৫ পা কোটী ৬ পরবর্তী আট ছত্র পা-এ নাই ৭ পা সে গোপাল ৮ অতঃপর ক. গ ও এ-পুঁথির অতিরিক্ত, আচম্বিতে ব্রহ্মা দেখে সেই দুটি ভাই। চারিদিগে আর কোথাঙো কেহো নাই॥ ৯ পা এত বলি ইসৎ হাসিলা দামোদরে ১০ অতঃপর এ ও ক. গ পুঁথিদ্বয়ের অতিরিক্ত, হাথে মুখে কড়কড়ি সব শিশুগণ। বৎসসঙ্গে আসি কৃষ্ণ চাহে ঘনে ঘনে॥ বাছুর পাইল হের না ছাড়িহ ভাতে। বৎসগণ চরুভাত খাঙু ডানহাথে॥ ১১ পা -তাহা ১২ পা যথাবিধি ১৩ ঐ ঘরে উত্তরিলা গিঞা দেব বনমালী ১৪ এ রাজনে ১৫ পা বহি ১৬ ঐ শুনিতে চমৎকার ১৭ ক. গ পণ্ডিতে মুরুখে স্থনি তরে কলিকালে ১৮ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি অঘাসুর বধ ও ব্রহ্মার মোহন ১৯ ক. খ চড়াইঞা ২০ পা পাখি- ২১ পা-এ নাই ২২ এ আকার

বানর দেখিঞা হএ সাক্ষাৎ বানর   লাফে লাফে ফল খাএ দরিশাএ ডর।
ধাঞা হরিণ ধরে সিংহের সমানে[১]   ছাআ-সঞে[২] বাদে ধাএ তেরছ নআনে।
হেন নানা রঙ্গে বুলে আআস না জানে   অচম্বিতে শিশু পাইল পাকাতাল-ঘ্রাণে
ঘ্রাণে আঁধল শিশু জাএ অনুসারে[৩]   কমলের বাসে জেন ধাএ মধুকরে।
কথো দুরে দেখিল বিশাল তালবন   বরিষাএ পাটাড়িল[৪] জেন নবঘন।
গাছে[৫] নাড়া দিঞা[৬] কৃষ্ণ পাড়ে পাকা তালে   সব শিশুগণ[৭] কুড়াইঞা খাএ ভালে[৮]
সভেঁ[৯] লোভে[১০] দুই হাথে[১১] আঠি ধরি চুষে   চোখ বুজি রস পিএ[১২] পরমহরিষে।
তা দেখিঞা[১৩] রাম কৃষ্ণ দুই ভাই হাসে   হেনবেলে রুষিঞা ধেনুক দৈত্য[১৪] আইসে
পর্বতপ্রমাণ[১৫] দৈত্য দেখি ভঅঙ্করে   নাথি[১৬] মারিবারে আইসে আড়সারে[১৭]।
বজ্র[১৮] বেগে প্রভুরে জাঙুলি[১৯] লাথে ছোড়ে   বলরাম বাহুবলে ধরিলেক[২০] গোড়ে।
লীলাএ কমল জেন তুলিঞা ফিরাএ   নাকে মুখে রকত[২১] কাঢ়ে ঘোর[২২] রাএ[২৩]।
প্রাণ ছাড়ি অসুরা পড়িল কথো দুরা[২৪]   ঝড়ে উড়ি পড়ে জেন শিমুলের তুলা[২৫]।
এথা হাথে কাঁখে[২৬] মাথে লঞা পাক তাল   প্রাণপণে পালাইলা[২৭] সকল ছাওাল।
তবে কৃষ্ণ সভে মেলি হঁঞা একজোগ   কৌতুকে করিল তালরস উপভোগ।[২৮]
তবে শিশুগণ সব[২৯] তৃষাএ আকুল   মর্ম না জানিঞা গেলা কালিদহকুল।
জল পরশিতে প্রাণ ছাড়িল তথাঞি   বিলম্ব বুঝিঞা এথা[৩০] চিন্তিত কাহ্নাঞি[৩১]।
তবে শিশু-অনুসারে জাএ দুই[৩২] বীরে   মরা শিশুগণ দেখে কালিদহ-কুলে[৩৩]।
দআএ সভারে কৃষ্ণ[৩৪] বুলাইল হাথে   নিদ্রা হইতে উঠে জেন সব শিশু সাথে[৩৫]।
তবে কৃষ্ণ রুষিঞা করিল মল্লকাছে   লাফ দিঞা উঠিল তা কদম্বের গাছে।
গাছে চড়ি[৩৬] শিশু-সঙ্গে ফুলজুদ্ধ করি   অবশেষে দহে ঝাঁফ দিল ত[৩৭] শ্রীহরি।

১ পা না মনে ২ ক. গ দেখি, পা সঙ্গে ৩ ক. গ ঘ্রান অনুসারে সভে চলিলা সত্তরে ৪ পা -ত্তিল ৫ এ, ক. গ ডালে ৬ পা উঠিঞা ৭ এ -তাল ৮ পা তালে ৯ ক. গ রস ১০ পা-এ নাই ১১ এ, ক. গ তাল ভাঙ্গি ১২ ক. গ সব খায় ১৩ পা দেখী ১৪ এ বীর ১৫ পা আকার ১৬ পা নাতি ১৭ ক. গ ধাএ শিশুর উপর, ক. গ লাথিবার সাজে আইশে অনুসারে, এ লাথে মারিবার সাধে আইসে নিসাড়ে ১৮ ক. গ, এ বাউ- ১৯ এ আসিঞা বির ২০ এ ধরিল তার ২১ ঐ রক্ত পাড় ২২ পা বিষে- ২৩ ক. গ তেনমতে অসুরাকে ভুমেতে পেলাএ ২৪ পা দুরে ২৫ এ পড়িল ভূমিতলে, ক. গ নাক মুখের কত বরিশে ঘোরতরে ২৬ এ কান্ধে ২৭ ঐ নড়নাড়ি ২৮ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি ধেনুক বধ ২৯ এ তাল খাঞা শিশুগণ ৩০ এ দেখিঞা তথা ৩১ পা কানাঞি ৩২ এ জন্থ ৩৩ ক. গ তিরে ৩৪ পা প্রভু ৩৫ এ সব শিশু উঠে জেন উঠে নিদ্রা হইতে ৩৬ এ হইতে ৩৭ পা-এ নাই

জলের শবদ শুনি ধাএ নাগগণে লখিতে নারিল[১] কেহো[২] কমললোচনে।
ইন্দীবর বলি[৩] কেহো মুখ নাহি জানে দুই ভুজ বেড়ি[৪] জাএ তরঙ্গের ভানে[৫]।
রাতা[৬] উতপল বলি কর নাহি ছোএ জমুনার জল বুলি[৭] সব অঙ্গ থোএ।
হেন বলি[৮] পহিল চিহ্নিতে[৯] কেহো নারে পরশিঞা নিঞা বেঢ়ে[১০] নন্দের কুমারে।
বিষরি[১১] সঙ্কটদাতে দংশে প্রভু-গাএ বজর বিন্ধিল জেন[১২] মুনীর কাটাএ।
রোষে গরাসিতে দন্ত উফড়িঞা জাএ[১৩] ফুটএ মাথার মণি রকত বহএ[১৪]।
হেনমতে সব নাগ গেলা কালি-ঠাঞি কান্দিঞা কহিল জত কৃষ্ণের বড়াঞি।
রুষিঞা সে কালিনাগ আইসে ততক্ষণে বেঢ়িঞা মরমে[১৫] দংশে কমললোচনে।
কালকূট-সর[১৬] সে কালির বিষজালে আপনাকে আপনে পাসরিল[১৭] গোপালে।
জোগনিদ্রাবলম্বি ভাসেন[১৮] মাঝ-জলে তা দেখি তরাস পাইল সকল ছাওালে।
শিশু দশ বিশ তাএ[১৯] প্রাণপণে ধাই কান্দিঞা[২০] কহিল নন্দ-জশোদার ঠাঞি।
তা শুনি সম্ভ্রমে ধাএ নন্দ[২১] নন্দরানী তার পাছে জত ধাএ কহিতে না জানি।
চুল নাহি বান্ধে কেহো বস্ত্র না সম্বরে[২২] পথ নাহি বুজে কেহো আখি না পাছাড়ে[২৩]।
হেনমতে সভেঁ গেলা কালিদহ-কূলে বাল বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষে[২৪] না রহিল ঘরে[২৫]।
নন্দ-আদি জত জত কুলগুরুজনে বুকে ঘাও হানি কান্দে হাকান্দ কাননে।
জে কালিদহের বিষজলের তরাসে সতিসাধে[২৬] দেবলোক না বুলে আকাশে।
জাহার উপরে চাঁদ সুরুজি না জাএ জীব জন্তু নিকটে না জীএ[২৭] জার বাএ।
শিব শিব হরি হরি হেন কালিদহে কার বোলে ঝাফ দিলে এ দুল্লভ[২৮] দেহে।
আজি সে পুরিল পাপ[২৯] বিধাতার মন দুখ সুখ আজি সে জানিল[৩০] বৃন্দাবন।
ভালমতে আজি সে ফলিল কংসতপে[৩১] আজি সে ঘুচিল তার হৃদএর তাপে।
ওথা তিরিগণ[৩২]-মাঝে বেআকুলী[৩৩] নন্দরানী কৃষ্ণ আনিবারে ঝাঁফ দিতে চাহে ত[৩৪] আপুনি[৩৫]।

১ পা না পারে ২ ক.গ নারিল কিছু ৩ ঐ ইন্দ্রবরনি ৪ পা তেজি ৫ এ বেঢ়িঞা তরঙ্গ সমানে ৬ পা, এ তারা ৭ পা বলি ৮ এ, ক.গ মতে ৯ ঐ চিনিতে ১০ এ, ক.গ পরশে জানিঞা তবে ১১ এ বিষম, ক.গ নিষধি ১২ এ কিবা ১৩ পা পড়ে ১৪ ঐ পড়ে ১৫ ক.গ বেঢ়িঞা ১৬ ক.গ সম ১৭ ক.গ পাসরে ১৮ এ রহে ১৯ ঐ তারা ২০ এ সকল ২১ ঐ এত শুনি সংভ্রমে ধাইল ২২ পা নাহি পরে ২৩ পা পাড়ে ২৪ এ ত্রি পুরুষ বালক কেহ ২৫ পা ভরিল গোকুলে ২৬ এ সতিপাপে, ক.গ সকিসাদে ২৭ এ জানিএ ২৮ ক.গ দুবল ২৯ ক.গ পুরিয়া গেল ৩০ এ সোক দেখে আজি জেন ৩১ পা -তপে ৩২ পা তিরি ৩৩ পা ব্যাকুল ৩৪ ঐ জাএ ৩৫ এ পানি

সখী মেলি ধরি রাখে[১] কালিদহ-কুলে কেশ বাস[২] না সম্বরে শোকে বেআকুলে[৩]।
তবে রানী দেখিঞা কৃষ্ণের মুখ-ছান্দে বিনাঞা বিনাঞা কান্দে বুক নাহি বান্ধে।
ন্নীকে[৪] অধিক জার কোমল[৫] শরীরে আতপ লাগিলে মোর প্রাণ নহে থিরে।
সে পুতের কালকূটে জারিলেক গাও হরি হরি[৬] তাহো দেখি জীএ বাপ মাও।
নিন্দ গেলে জার ভএ[৭] ডাকিঞা চিআই পাএ কুশরেখ দেখি সোআথ না পাই।
সে পুত ডাকিলে চোখি মেলি[৮] নাহি চাএ দেহ জর জর কইল কালসাপের ঘাএ।
হরি হরি[৯] আরে পুত কি বুলিব তোএ একু বেলে সভারে ছাড়িলে মাআ-মোএ।
হের জে তোহ্মার[১০] দআর[১১] বৎসগণে[১২] উভরাএ[১৩] কান্দে কেহ্নে[১৪] না চাহ এখনে।
হের তোর প্রাণের অধিক সঙ্গ-ভাই[১৫] ইহারে উত্তর কেহ্নে[১৬] না দেহ কাহ্নাঞি[১৭]।
সে হেন তোহ্মার জত[১৮] ত্নলভ গোপীজনে লোটাঞা লোটাঞা হের করিছে[১৯] ক্রন্দনে।
চোখি[২০] মেলি চাহ বাপু জীআহ সভাএ[২১] ডাকিঞা প্রবোধ দেহ খোলাডাহী মাএ[২২]।
নহে সভে ঝাঁফ দিএ[২৩] এই কালিদহে আর এ[২৪] তোহ্মার[২৫] শোক সম্বরিল[২৬] নহে।
হেন বুলি জবে সভে ঝাপ দিতে জাএ[২৭] বলভদ্র আশ্বাসিঞা সভারে রহাএ[২৮]।
আপনে উঠিলা[২৯] সেই কদম্বের ডালে[৩০] সঙ্কেতবিশেষে কিছু কহিল গোপালে।
কি মিছা পাতাহ[৩১] মাআ কান্দাহ সভারে কেহ্নে[৩২] বা হাসাহ দুষ্ট কংস মাআবীরে[৩৩]।
জার মাআহংসী[৩৪] কালনদী অবলম্বে বিনি হংসজোগে কত ব্রহ্মাণ্ড প্রসবে।
জে তোহ্মার[৩৫] চরণবাহন পক্ষ-রাজে ত্রিভুবন সংহারিতে পারে তার তেজে।
সে তুহ্মি[৩৬] আপনে সে সাক্ষাতে[৩৭] নারাঅণে জার পদ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলঅ-কারণে।
সমুদ্রমথনে[৩৮] কালে[৩৯] বাসুকি কৈলে দড়ি তবে ক্ষীরোদসমুদ্র মথিলে শ্রীহরি।[৪০]
অমৃতাদি তুলিঞা তুষিলে দেবগণে সেইকালে কালকূট সৃজিলে আপনে।
সেই বিষ জগতে ত্নঃসহ হেন দেখি তোহ্মার[৪১] সেবক শিব ধরিলেক তহি[৪২]।

১ এ আছে ২ এ পাশ ৩ ঐ শোকেতে বিভ্বল ৪ ক. গ মুনির ৫ পা কমল ৬ পা শিব শিব ৭ ঐ জাহারে ৮ ক. গ চক্ষু মেলিয়া ৯ পা শিব শিব ১০ পা তোমার ১১ ক. গ দয়াল ১২ পা -সনে ১৩ এ উচ্চস্বরে ১৪ পা কেনে ১৫ এ বলাই ১৬ পা কেনে ১৭ ঐ কানাঞি ১৮ পা জেন প্রানের ১৯ ঐ তাহার ২০ ক. গ চক্ষু, এ আখি ২১ এ আমারে ২২ এ মারে ২৩ এ দিচ্ছি বাপু ২৪ ক. গ শে, এ জে ২৫ পা তোমার ২৬ এ নেবারিল ২৭ ঐ চাহে ২৮ এ রাখিল সভাএ, পা রোহাএ ২৯ ঐ চলিলা ৩০ এ তলে ৩১ ঐ মিথ্যা করহ ৩২ পা কেনে ৩৩ এ, ক. গ পরিবারে ৩৪ ক. খ হংসে ৩৫ পা তোমার ৩৬ পা তুমি ৩৭ এ দেব ৩৮ ক. গ মন্দর মথিতে, এ মন্দর মাথনে ৩৯ পা -মথন কৈলে ৪০ পরবর্তী এক ছত্র পা-এ নাই ৪১ পা তোমার ৪২ পা ভক্তি, ক. গ তথি

সে তোমে[১] গোপালরূপে রাখ বৎসগণে   কালিদহে আপনারে পাসরহ[২] আপনে।
ইহা শুনি নারাঅণ হইলা সাবধানে[৩]   হাসিঞা গরুড় বীরে কইল স্মরণে।
নাহি সোঙরিতে[৪] আইলা বিনতানন্দন   গরুড়ের গন্ধে কতি গেলা নাগগণ।
তবে কৃষ্ণ কালিনাগ-ফেণার[৫] উপরে   বিশ্বম্ভর হইঞা নট-ছান্দে নূর্ত্য করে।
সে ফেণা-মণির মাঝে শোভে দুই পাএ   পরম জ্যোতিকা[৬] জেন আপনা[৭] চিহ্নাএ[৮]।
কৃষ্ণভরে কালির নাকে[৯] মুখে রক্ত বমে[১০]   কিবা চরণের দুষ্টদমন বিক্রমে।
দেখিঞা কৃষ্ণের নূর্ত্য কালির উপরে   আনন্দে গোকুলপুরী গাওঁ নাহি ধরে।
জঅ জঅ গোপাল বুলিঞা[১১] সভে নাচে   উভবাহে[১২] করতালি মারে সাত পাঁচে।
দেহে প্রাণ আইল হেন হইল সব লোকে[১৩]   ওথা নাগনারী চাপি[১৪] পড়ি গেল শোকে[১৫]।
প্রভুর বেদনা দেখি কান্দে নাগনারী[১৬]   প্রেমভক্তি-অতিরেকে স্তুতি বড় করি[১৭]।
জে তুহ্মি[১৮] সে তুহ্মি[১৮] মোর কি তার বিচারে   হেন বুঝি দুষ্ট মারিবারে[১৯] অবতারে।
ভাল হইল অজ্ঞানের করাইলে জ্ঞান   অনাথী নাগিনীরে দেহ জীউ[২০] দান।
উচিত কহিএ জবে[২১] না করহ[২২] রোষে   বিচারিতে প্রভুর নাহিক কিছু দোষে।
তুহ্মি[২৩] জারে জেরূপে সৃজিলে[২৪] ভগবানে   সেই তেন রূপে আছে কী করিব আনে।
জাতি-অনুরূপে জত কৈল অপরাধে   সে সব[২৫] দোষ গুণ আন নাহি বাধে[২৬]।
ইথি মোর দূষণ ভূষণ কৈলে তুহ্মি[২৭]   কালি-শিরে নূর্ত্য করে ত্রিভুবনস্বামী।
নাগিনীর এতেকে শুনিঞা চাটু-বাণী   হাসিঞা তাহারে কিছু বুইল[২৮] চক্রপাণি।
অমুনা ছাড়িআ জাহ সভে এতিখনে[২৯]   সুখে লোক[৩০] জাতাআত করু বৃন্দাবনে[৩১]।
ই[৩২] বোল শুনিঞা কহে সর্প-অধিকারী   পুরুব বৃত্তান্ত জান তেঞি স[৩৩] গোচরি।
জমুনা ছাড়িঞা জাব ইথি নাহি আন   কথা সে নিস্তার পাব হেন কহ স্থান।
এই মোর চরণের[৩৪] চিহ্ন-অনুসারে   গরুড়াদি ভঅ তুহ্মি[৩৫] কিছু নাহি পারে।

১ ক. গ তুমি ২ ঐ পাশর ৩ এ এতেক বলের কথা শুনি নারায়ণে, ক. গ এত বলরামের বোল শুনি নারায়ণে ৪ পা স্মরিতে ৫ এ কালির ফনার ৬ ক. গ জ্যোতির; এ, ক. খ জ্যোতি ৭ পা আপনায়ে ৮ ক. খ, ক. গ চিনাএ ৯ এ নাগের ১০ পা বহে ১১ ক. গ লইয়া, পা বলীঞা ১২ পা -রায়ে ১৩ এ দুর গেল সোক ১৪ ক. গ নাগ নাগী লৈঞা ১৫ এ আনন্দে নাচএ সব গোকুলের লোক ১৬ ঐ নাগরাজার ক্রন্দনে কান্দএ নাগরাণি ১৭ এ করি জানি, পা কইল ১৮ পা তুমি ১৯ এ, ক. গ নামিবার ২০ পা স্বামী, এ প্রান ২১ পা বিচারে ২২ ঐ ধরিবে ২৩ পা তুমি ২৪ পা শৃজিল ২৫ পা সেবকের ২৬ ক. গ বাদে ২৭ ঐ তুমী ভূষণ কৈলে তুমী ২৮ পা বইল ২৯ এ এখনে ৩০ ঐ জেন সুখে ৩১ পা করে দেবগনে ৩২ পা এ ৩৩ ক. গ তোমাতে, এ তভো জে ৩৪ পা চরণ ৩৫ পা তুমি

হেনমতে কালির[১] দমন বনমালী   কালি নিকালিঞা ঘর আইলা শ্রীহরি[২]।
কৃষ্ণের চরিত্র দেখি সব পুরজনে   আনন্দ বিস্মঅ আতি[৩]-অনাআত মনে[৪]।
বাপ[৫] মাএ কানাঞি-পুন[৬]-র্জন্ম বুলি[৭]   অনেক উছব কইল[৮] মনোরথ পুরি[৯]।
গোপালবিজএ শুন কালিরদমনে   জা শুনিলে সংসারবিষ জারে[১০] ততক্ষণে।
কহে কবিশেখর বুঝিতে[১১] বড় ধন্দ[১২]   নন্দের নন্দন নহে আনন্দের কন্দ ॥[১৩]

॥ মালব[১৪] ॥

কালির[১৫] দমন-কথা শুনি কংসরাএ   গরলে জিনিল জেন চালিলেক[১৬] গাএ।
খেনেক সম্বিত পাঞা বসিলা পালঙ্কে   মরণে কাতর হঞা কহিল সশঙ্কে[১৭]।
দেখিতে দেখিতে বৈরি[১৮] বাঢ়িল বিশালে   ন্যাঅজুদ্ধে তাহারে নারিব কোহোকালে[১৯]।
হেন কোন[২০] বীর না দেখিএ[২১] মোহোর[২২] পাশে জে মোরে[২৩] মারিঞা দিব উপাঅবিশেষে
বল বুদ্ধি ভরসা জানিল সভাকার[২৪]   কার প্রাণে প্রবেশিব নন্দের নগর[২৫]।
এত শুনি প্রলম্ব উঠে[২৬] হাকালিঞা   কোন কাজে সভা নিন্দা কর না জানিঞা[২৭]।
আজি ত বধিব রাজা দেখ মোর বলে[২৮]   জীঅত আনিঞা দিব[২৯] নন্দের কুমারে[৩০]।
এত বলি রাজপাত্র হইঞা[৩১] বিদাএ   মাআশিশুরূপ ধরি বৃন্দাবনে জাএ।
প্রভাতসমঅ ওথা রাম দামোদরে   সব শিশুগণ মেলি নানা বেশ ধরে[৩২]।
পহিল বএস আর নানা অলঙ্কারে   দেখিতে দেখিতে জেন কাম অবতারে[৩৩]।
হেন মনোহর বেশ ধরিঞা[৩৪] গোপালে   চারিদিগে পাটাড়িল[৩৫] সকল ছাওআলে।
নিদাঘ বলিঞা কৃষ্ণ জমুনার তীরে   শিশু-সঙ্গে নানা রঙ্গে বনে বনে[৩৬] ফিরে[৩৭]।
নানা ফুলে কিশলএ তুলি[৩৮] গাছে গাছে   ছাআ-লক্ষ্যে বসিলা জমুনাজল[৩৯]-কাছে।

১ পা কালী ২ পা এ নাই ৩ ক.গ বড় ৪ ছত্রটি পা-এ নাই ৫ ক.গ রূপ ৬ ঐ বপু ৭ পা-এ নাই ৮ পা করি ৯ এ গোয়ালামণ্ডলী ১০ পা, ক.খ হরে, এ ঘুচে ১১ এ শুনিতে ১২ পা ধন্ধ ১৩ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি কালিয়দমন ১৪ পা আহের ১৫ পা কালী ১৬ ঐ চালীক ১৭ পা সকলে ১৮ ঐ শত্রু ১৯ পা কোনে- ২০ ঐ কালে ২১ এ আছে ২২ পা মোর ২৩ এ, ক.গ বৈরী ২৪ ক.গ সর্ব্বজনে ২৫ ক.গ, এ কাহার পরানে প্রবেশিব বৃন্দাবনে, পা নগরে ২৬ এ বির জাএ ২৭ পা রাজা ২৮ এ দেখহ রাজা মোর বাহুবলে, ক.গ আজির অবধি রাজা দেখ বাহুবলে ২৯ এ ধরিঞা আনো ৩০ ক.গ, এ রাম দামোদরে ৩১ পা করিঞা ৩২ এ রস করে ৩৩ পা অবতরে ৩৪ ক.গ, এ চলিলা ৩৫ পা পাটা দিল, ক.গ পাটাড়ি ৩৬ এ অতি, ক.গ সঙ্গে লঞা নানা রঙ্গে ৩৭ এ করে ৩৮ এ রচিঞা ৩৯ ঐ রহিলা জমুনার

সব শিশু বাদে বাদে[১] নানা ফুল আনি[২]   রামকৃষ্ণ-নিবন্ধে সাজিল শিঙ[৩]-খানি।
কিশলঅ শেজ মেলাইল[৪] গাএ গাএ   কৃষ্ণ বেঢ়ি সভেঁঞি শঅন কৈল তাএ[৫]।
নানা নৃর্ত্যগীতকথা মধুর[৬] আলাপে   কেহো কিছু না জানিল নিদাহ[৭]-সন্তাপে।
হেনবেলে সেই পাপ[৮] প্রলম্ব অসুরে   বৎস-মাঝে[৯] আসিঞা রাখালরূপ ধরে[১০]।
এথা অসুরার মাআ বুঝিঞা কাহ্নাঞি[১১]   নানা বিধি-মত খেলা সৃজিল তথাই[১২]।
আহ্মা সভা মারিবারে আইল অসুরে   তার বধ-হেতু কিছু করিল বিচারে[১৩]।
খেলা-ছলে গেলা সভে ভাণ্ডীরের তলে[১৪]   রাজবাহক খেলা সাজিল[১৫] গোপালে[১৬]।
জেই জন জারে হারে সেই তার ফল[১৭]   এথা হইতে থুইল লঞা[১৮] ভাণ্ডীরের তল[১৯]।
হেনমতে সব শিশু খেলাএ আকুলে   তার মাঝে সান্তাইলা প্রলম্ব অসুরে।
পহিল শ্রীদামকে হারিলা[২০] দামোদরে   কান্ধে করি লঞা জাএ[২১] ভকতবৎসলে।
দোঙরে[২২] অসুর[২৩]-শিশু কপটে[২৪] হারিঞা   বলদেবে[২৫] লঞা জাএ কান্ধে চঢ়াইঞা[২৬]।
কথো দূরে[২৭] আপন প্রমাণ দেহ[২৮] করি   বাউ-বেগে বলরামে লঞা জাএ হরি।
হেনবেলে বলদেব কৃষ্ণের বচনে   দুই পাএ[২৯] গলা চাপি ধরিল জতনে।
দুই হাথে মাথা[৩০] প্রবেশাল্য তার[৩১] কান্ধে   লাফ দিঞা বলদেব নাম্বিলা[৩২] আনন্দে।
ওথা দেবগণ করে পুষ্প বরিষণে   এথা উভবাহে[৩৩] নাচে সব শিশুগণে।
অসুরার আশঅ দেখিঞা[৩৪] সঙ্গ-ভাই   পহিল কাহোকে কেহো[৩৫] পরতীত নাই।
তা দেখি মুচুকি হাসে দেব দামোদরে   কেহো কাহোকে কোলাকোলি না করে[৩৬] ডরে।
হেন নানা রঙ্গে ঢঙ্গে শিশুগণ-সঙ্গে   দিন-অবসানে ঘর গেলা নানা রঙ্গে।
সব শিশু রাম কৃষ্ণ কহিঞা মেলানি   নিজ ঘর জাঞা[৩৭] সব কহিল কাহিনী।
শুনিঞা সকল লোকে লাগিল[৩৮] চমৎকার   রাম কৃষ্ণ বহি মুখে নাহি কথা[৩৯] আর।

১ ক. গ বাদ করি ২ পা তুলি- ৩ এ নানা মত সাজাইল সয্যা-, ক. গ সয্যা ৪ ক. গ সজ্যা সে সাজিল ৫ ঐ সব শিশু বসিলা লিলাএ ৬ ক. গ কৌতুক ৭ এ নিদাঘ ৮ এ, ক. গ ঠাঞে ৯ ক. গ, এ লক্ষো ১০ ক. গ বাথানে নাম্বি ফিরে. পা মাঝে বুলে ১১ পা কানাঞি ১২ পা-এ নাই ১৩ পা-এ নাই ১৪ পা-এ নাই ১৫ ক. গ তারে বধিবার হেতু সৃজিল, এ নানা বিধিমত খেলা সৃজিল ১৬ পা তথাঞি ১৭ পা তল ১৮ পা লঞা জাএ ১৯ ক. গ বাঘুর এক খেলা জে সৃজিল গোপালে ২০ ঐ হারিল ২১ এ, ক. গ রহিলেন ২২ পা দুতিএ ২৩ এ কপট ২৪ পা কপ ২৫ পা বলদেব ২৬ ঐ -ত চাপিঞা ২৭ এ ক্ষনে ২৮ ঐ রূপ ২৯ পা তবে তার ৩০ এ, ক. গ চাপি ৩১ এ পুরে দুই ৩২ পা উঠিলা ৩৩ ঐ বাএ ৩৪ এ, ক. গ সিশুবেস দেখি ৩৫ এ, পা কারো ৩৬ এ নাহি করে তার ৩৭ পা গিঞা ৩৮ ঐ লোক পাইল ৩৯ পা কিছু

ওথা কংস প্রলম্ব-অসুরবধ শুনি   প্রাণভএ দিবস না জাএ চিন্তি গুণি।
কহে কবিশেখর জানিল সারোদ্ধার[১]   কপটে না পাই কভোঁ[২] কপট গোপাল[৩] ॥[৪]

প্রভাতে উঠিঞা বলরাম শিঙ্গা বাএ[৫]   সম্ভ্রমে সাজিঞা রঙ্গে[৬] সব শিশু ধাএ।
হেনবেলে রাম কৃষ্ণ লাস[৭] বেশ করি[৮]   আসিতে দুআরে দেখে শিশুর মণ্ডলী[৯]।
হাঁসিঞা চলিলা কৃষ্ণ উলসিতমনে   শিশুগণ চারি পাশে ধরিঞা জোগানে[১০]।[১১]
হেনমতে সব শিশু[১২] গেলা বৃন্দাবনে[১৩]   জমুনার কাছে সুখে চরে বৎসগণে।
এথা কৃষ্ণ কৌতুকে ভ্রমিঞা কথো দুরে   নিদাঘ-আআসে বইসেন কদম্বের তলে[১৪]।
শীতল সুগন্ধি বাএ[১৫] সভে জাএ নিন্দ   তার মাঝে সভেঁ জাগে[১৬] একলা গোবিন্দ।
হেনবেলে কালানল-সম[১৭] দাবানলে   চারি দিকে বেঢ়ি আইসে[১৮] সকল ছাওালে।
আনল-শবদে[১৯] চিআইলা শিশুভাই   জথা জাই তথাই[২০] দাবানল আইসে ধাই।
সোনার প্রতিমাসম বেঢ়িল ছাওালে[২১]   বাড়ে বেঢ়া মাছ জেন[২২] রহিলা সকলে[২৩]।
তখন সকল শিশু করে আর্থনাদে[২৪]   জা শুনি করুণানিধি বুক নাহি বান্ধে।
কতি গেলা রাম কৃষ্ণ বিপদতারণ   এইবার উদ্ধার[২৫] অনাথ শিশুজন।
জার নামে জন্ম মৃত্য[২৬] সংসারকালানলে   চন্দনসমান[২৭] লাগে নাহি করে বলে।
সে তোহ্মার[২৮] চরণদআর শিশুজনে   দাবানলে প্রাণ দিব দেখিব কেমনে।
চরণেহো জে তোহ্মার[২৯] চরণছাআ লঅ   তার দুখ কভো[৩০] নাহি দেখ দআমঅ।
আমরা সব তোহ্মা[৩১] বহি কিছুই না জানি   তবে কেহ্নে[৩২] এতেক নিঠুর[৩৩] চক্রপাণি।
জানি পরিণামে[৩৪] তুহ্মি[৩৫] না দেখিবে দুখে   আপাত জাতনা প্রভু দেহ[৩৬] কোন সুখে।
জাবত গরাসে নাহিঁ এ পাপ আনল   তাবত উপাএ চিন্ত ভকতবৎসল।

---

১ ক. গ সব ভালে, এ আমি ভালে ২ পা পাইল কভু ৩ ক. গ গোপালে ৪ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি প্রলম্ব বধ ৫ এ, ক. খ বাজাএ ৬ এ গুনিঞা সঙ্গে ৭ এ নানা ৮ পা গেলা বৃন্দাবনে ৯ পা-এ নাই ১০ ক. গ গোপালে ১১ ছত্রটি পা-এ নাই ১২ ক. গ রাম কৃষ্ণ ১৩ পা-এ নাই ১৪ ক. গ সভে বসি তরুমূলে, এ বসিলা তরূমূলে ১৫ পা বাও ১৬ এ জাগেন মাত্র ১৭ ঐ কালে কালসম আইলা, পা কানন ১৮ এ বেঢ়িঞা ১৯ ঐ দেসের ২০ এ জে দিগে চাহি সে দিগে ২১ ক. গ, এ পাঁচির জেন বেঢ়িল আনলে ২২ পা মাছবেড়া সম বেঢ়া ২৩ এ বেড়জালের মৎস জেন রহিল ছাওআলে ২৪ ক. গ আত্মনাদে ২৫ এ উদ্ধার কর ২৬ এ, ক. গ নামে অমৃত ২৭ এ অধিক ২৮ পা তোমার ২৯ ঐ তোমার ৩০ পা কভু ৩১ পা তোমা ৩২ ঐ কেনে ৩৩ পা নিষ্ঠুর ৩৪ এ জাবত পর্য্যন্ত, পা পরিজন্তে ৩৫ পা তুমি ৩৬ এ আপতেত জাতনা দেখিবে

এত বলি সব শিশু কান্দে উভরাএ   হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ করি ধরিলেক পাএ।
জবে সভে পাও বেড়ি[১] কান্দে হেঠমাথে[২]   নিমেষে নিভাইল[৩] অগ্নি দেব জগন্নাথে[৪]।
মাথা তুলি চাহে[৫] শিশু কথাও কিছু নাঞি   স্বপ্ন হেন দাবানল মানিল তথাঞি[৬]।
জঅ শব্দ করি[৭] সভে উঠিলা আনন্দে   ঘনে ঘনে[৮] সভেঞি কানুর পাও[৯] বন্দে।
তবে কৃষ্ণ সকল ছাওাল[১০]-গণ লঞা   নানা রঙ্গে বনে[১১] বনে বেড়ান্ত[১২] ভ্রমিঞা।
হেনমতে ছঅ ঋতু বিলসে[১৩] কানাঞি   ত্রিভুবনে অসাধি অবধি[১৪] কিছু নাঞি।
দিনে দিনে মদনমোহন রূপ ধরে   দেখিতে[১৫] শুনিতে সব লোক[১৬] মনোহরে।
নাগরীদলন[১৭] ছান্দে করে নানা বেশ   নটবর সু-ছান্দে[১৮] তুলিঞা বান্ধে কেশ।
মাথাএ মউরপাখের[১৯] চূড়া ভাল সাজে   জা দেখিঞা[২০] ইন্দ্রধনু মেঘে[২১] পাএ লাজে।
চূড়াএ ফুলের গন্ধে[২২] গুঞ্জরে ভ্রমরে[২৩]   নানা অলঙ্কারে অঙ্গ[২৪] ঝলমল করে।
হাতে কামবাঁশী মুখে কর্পূর তাম্বুলে   শিশুসব সঙ্গে বুলে জমুনার কূলে॥

পহিল বএস[২৫] এথা গোপকন্যা-জনে[২৬]   কাত্যাঅনীব্রত করে জমুনাপুলিনে।
বস্ত্র অলঙ্কার ছাড়ি সভে বিবসনে   মাটীর চণ্ডিকা করি পুজে স্ববিধানে[২৭]।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য আপারে   মহামাআ তুষ্ট করে নানা উপহারে।
অবশেষে কন্যাগণ করে পুটাঞ্জলি   ঘন ঘন বর মাঙ্গে[২৮] করিঞা বিকলি[২৯]।
শুন শুন কাত্যাঅনী দেবী[৩০] মহামাএ   সভে মেলি এই বর মাগি তোর[৩১] পাএ।
সব পরকারে তোর[৩২] চরণে শরণ   পতি[৩৩] করি দেহ মোরে নন্দের নন্দন।
হেনমতে[৩৪] নিতি নিতি করিএ ভকতি   আসিঞা জমুনাকূলে পুজে ভগবতী।
একদিনে দেবতা পুজিঞা সখাজনে   জলকেলি করে আতি-উলসিত মনে।
হেন বেলা[৩৫] ভকতবৎসল বনমালী[৩৬]   আলখিত আসিঞা ত[৩৭] দেখিল সকলী[৩৮]।

১ পা ধরি, এ সভে মেলি পাএ ধরি   ২ এ উচ্চরাএ   ৩ পা নিভাইল   ৪ এ তৃদসের রাএ   ৫ পা দেখে   ৬ পা দাবাগ্নি মানিল শিশুভাই, এ দেখিল-   ৭ পা সব বলি   ৮ ক. গ ঘরে ঘরে   ৯ পা পদ   ১০ এ শিশু   ১১ পা বুলে   ১২ ঐ ভ্রমিঞা   ১৩ এ শিশুসঙ্গে বিহরে   ১৪ ক. গ সাধিল   ১৫ পা দেখিঞা   ১৬ এ জন   ১৭ পা জনম, ক. গ দমন   ১৮ পা নটছান্দে-   ১৯ ঐ শিরে বর মউর পুছের, ক. গ পুচ্ছ   ২০ পা দেখি   ২১ ক. গ দেখিয়া মেঘ ইন্দ্র ধনু   ২২ এ মালা   ২৩ ক. গ মালা ভ্রমর গুঞ্জরে   ২৪ পা দেহ   ২৫ এ, ক. গ হেমন্ত   ২৬ এ গণে, ক. গ সনে, পা কূল-   ২৭ এ মৃত্তিকার চণ্ডী পুজে বিবিধ বিধানে   ২৮ পা মাগে   ২৯ ক. গ সিউলি   ৩০ পা শুন   ৩১ ঐ তোমার   ৩২ এ তোমার   ৩৩ পা প্রভু   ৩৪ পা বিধে   ৩৫ পা মতে   ৩৬ পা নারায়ন   ৩৭ পা অলক্ষিতে আসি সব   ৩৮ পা নঅনে

একে সেই রূপ আর পহিল বএসে   আরে আতি[১]-অলঙ্কারে সাজিল বিশেষে।
বিবসনে জমুনার জলে করে কেলি   নব জলধরে[২] জেন পড়এ[৩] বিজুলি।
রূপ দেখি আপনে ভুলিলা গোপীনাথে   মরমে হানিল বাণ[৪] না পাএ সোআথে।
তবে সে উপাঅ[৫]-গুরু সৃজিঞা উপাএ   নিশবদে চরণের নুপুর খসাএ[৬]।
খেদিল হরিণ জেন চাহে চারি পানে   অঙ্গে অঙ্গ লুকাইঞা চলিলা গোপনে[৭]।
ভঅ লাজ আনন্দে সে মধুরবদনে[৮]   কুবুজ হইঞা জাএ চাহে ঘনে ঘনে।
ওথা জলখেলাএ বিকল[৯] কন্যাগণে   এথা কৃষ্ণ অলখিতে হরিল বসনে।
লক্ষীকে অধিক বসন কান্ধে[১০] করি   কদম্বের গাছে চড়ি হাসেন্ত[১১] শ্রীহরি।
ডালে বসি কৃষ্ণ[১২] নেহালে ঘনে ঘন[১৩]   জনম-ভিখারী জেন পাইল মহাধন।
ওথা কেলি-অবসানে গোপকন্যাগণে   তীরে নেহালিঞা[১৪] দেখে নাহিখ বসনে।
বসন না দেখি গোপী চাহে চারিদিগে   বালক হারাঞা জেন চাহে বনমৃগে।
কান্দএ সে[১৫] গোপীজন গুনিঞা[১৬] প্রমাদে   না জানিএ বিধাতা লাগিলা কোন বাদে
তবে সব সুন্দরী নেহালে[১৭] জলস্থলে   অচম্বিতে কৃষ্ণ দেখে কদম্বের ডালে।
কাহারো বচনে কারো[১৮] পরতীত নাঞি   আঙ্গুলির আগে সভেঁ সভারে দেখাঞি ॥

॥ সুহই ॥

এক গোপী বলে শুন নন্দের গোপালে   জেমত[১৯] তোমার গুণ জানিএ সকলে[২০]।
জত জত অকাজ করিলে[২১] বৃন্দাবনে   সকল সহনে গেল বএসের গুণে।
এখন জে কর তুমি হেন সব কাজ   নিমিষেকে মজাইবে[২২] নন্দের সমাজ[২৩]।
আন[২৪] নহে গোপবধু-সনেতে[২৫] ঢামালী   লোক শুনি গুআ পান দিব হাথ ভরি[২৬]।
জবে দৈবে এই বোল শুনিব কংসরাজে[২৭]   হাসিতে হাসিতে বড় হইব আকাজে।
এখন সুন্দর কানু মোর বোল শুন[২৮]   ক্ষমিল সকল[২৯] দোষ আনহ বসন[৩০]।

১ এ, ক. গ নানা ২ পা ঘন যুড়ি, ক. গ জিনি ৩ এ দেখিঞা, ক. গ উইল ৪ পা কাম ৫ ক. গ মন্ত্রণা ৬ পা লুকাএ ৭ পা তেনমতে গোপাল হইলা ততপরে ৮ এ শ্রীমধুসূদন ৯ পা মজিল, এ কুড়াএ ব্যাকুল ১০ পা বুকে, ক. গ কাঁখে ১১ পা উঠি হাসে ১২ পা রাম- ১৩ পা বসন ১৪ পা উত্তরিঞা ১৫ ঐ কান্দে কান্দে ১৬ এ শুনিঞা ১৭ পা হানে ১৮ ক. গ কেহো ১৯ পা জেনখ, ক. গ জেমন ২০ এ তেজ জানি সর্বকাল ২১ ক. গ, এ অবতার কল্প ২২ ক. গ না সইবে ২৩ পা-এ নাই ২৪ এ আর ২৫ ঐ সহিত ২৬ পা-এ নাই ২৭ পা-এ নাই ২৮ এ কানাই মোর ধরহ বচন ২৯ ক. গ মুরছিল সব ৩০ পা পরিতে বসন দেহ নেহ যশঃ পুন

ইথি জবে আর কিছু পাতহ পাষণ্ডে   আপনার নাম পাসরিবে সেই[১] দণ্ডে।
জবে বসন রাখি কৃষ্ণ করহ বেভার   অপকার[২] কাজেহোঁ মানিব উপগার।
গোপকন্যা এত জবে কহিল চাতুরী   গাছে হইতে নাম্বি[৩] কিছু কহে শ্রীহরি[৪]।
নাহি জান গুণ মোর জানিবে আবশি   ত্রিভুবনে কাহোকে তৃণ হেন নাহি বাসি।
কি মোরে দেখাহ লোকলাজ রাজবল   এ বোলে সঙ্কোচ নাহি বাসে[৫] দামোদর।
আহ্মার[৬] অগ্রেতে[৭] কিকে[৮] করহ বড়াঞি   মিছা অহঙ্কারে কভোঁ আহ্মা[৯] নাহি পাই।
জবে মোর বোল শুনি করহ বেভার   জেই চাহ তাহি[১০] দিব ইথে নাহি আর।
কৃষ্ণের বচনে[১১] আশ পাঞা কন্যাগণে[১২]   প্রণত হইঞা বোলে কৃষ্ণের[১৩] চরণে।
তুহ্মি[১৪] গোকুলের নাথ সভার পরাণ[১৫]   সম্পদের পদ তুহ্মি[১৬] বিপদের ত্রাণ[১৭]।[১৮]
উচিতে তোহ্মার গুণ কহনে না জাএ   তাহে গোপকন্যাএ[১৯] লেখিএ কোন ঠাএ।
দোষ গুণ সভেঞি শরণ তুআ[২০] পাএ   অনুগত জনে দুঃখ দিতে না[২১] জুআএ।
উঠিলে লজ্জাএ মরি জলে মরি জাড়ে   দুই পাকে[২২] গোপকন্যাগণ প্রাণ ছাড়ে।
ইথে[২৩] গোপীনাথ সবে মাগিএ[২৪] এক দানে   বস্ত্র দিঞা আহ্মা সভার[২৫] রাখহ পরাণে।
নহে একখানি বস্ত্র দেহ একজনে   ঘরে হইতে সভাকার আনাই[২৬] বসনে।
তোহ্মার[২৭] বচন কভোঁ না করিব আন   দুখিনী গোপিনী দেখি[২৮] দেহ জীউ[২৯] দান।
গোপীর ই[৩০] বোল শুনি হাসে বনমালী   ভাল বুইলে ভাল বুইলে সুন্দরী গোআলী।
কৃষ্ণ বোলে সব গোপী[৩১] শুন এক কথা   চিনিঞা আপন[৩২] বস্ত্র নেহাসিঞা এথা।
জতেক[৩৩] বিরূপ[৩৪] বুইলে মরষিল[৩৫] আমে[৩৬]   আগু কর পুটাঞ্জলি কর পরণামে।
কৃষ্ণের ই[৩৭] বোল শুনি সব সখাগণে   শীত-ভএ ভীত হঞা মানিল বচনে।
বামকর[৩৮]-পল্লবে ঢাকিল[৩৯] নাভিতলে   আর বাহু[৪০] দিল দুই কুচের উপরে।
সে ভুজে লুকাএ কি[৪১] সে পীন পওধরে   মৃণালে ঝাপিল[৪২] জেন সুমেরুশিখরে।

১ এ এক ২ পা অপনার ৩ পা নামি ৪ ঐ ধিরি ধীরি ৫ এ মানে ৬ পা আমার ৭ পা সাক্ষ্যাতে ৮ ক. গ কিবা ৯ পা কভু আমা ১০ ঐ তাই ১১ এ বোলে ১২ পা নারি- ১৩ এ কহে প্রভুর, ক. গ প্রভুর ১৪ পা তুমি ১৫ পা প্রান ১৬ পা-এ নাই ১৭ ঐ পরি- ১৮ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ১৯ এ -কন্যারে ২০ ক. গ তোর ২১ এ দেহ হেনকে ২২ পা মতে ২৩ ঐ এথি ২৪ পা মাগি ২৫ ঐ মোর বস্ত্র দিঞা মোর ২৬ এ সভার আনুক ২৭ পা তোমার ২৮ এ দেখিঞা কানু ২৯ ঐ বস্ত্র ৩০ পা এ ৩১ ক. গ সখি, এ গোপনারি ৩২ পা সকল ৩৩ ক. গ জনেক ৩৪ এ কুবোল ৩৫ পা-এ নাই ৩৬ এ ক্ষমা কইল মনে ৩৭ পা এ ৩৮ ঐ ভুজ ৩৯ এ ঢাকিঞা ৪০ ঐ ভুজ ৪১ এ, পা কুচকলিকাএ ৪২ এ ঢাকিল

লাজে অঙ্গ সঙ্কোচিঞা উঠে[১] সখীগণে[২]   লক্ষ্মী সারি উঠে জেন সমুদ্রমথনে।
জবে সভে[৩] আসিঞা দাণ্ডাইলা হেঠমাথে   তা দেখি হাসিঞা কিছু পুছিল[৪] গোপীনাথে।
জানিল সভার প্রণামের নাহি দাঅ   দু-হাথ পসারি নিজ[৫] বস্ত্র লঞা জাহ।
অধোমুখে[৬] লাজে গোপী কৈল পুটাঞ্জলি   হাসিঞা নেহালি[৭] বস্ত্র দেই বনমালী।
হেনমতে কৃষ্ণ নানা[৮] সুখ অনুভএ   সুরত[৯]-অধিক সুখ ভুঞ্জিলা লীলাএ[১০]।
লাজে প্রাণ লঞা গোপীজন গেলা ঘরে   এথা সঙ্গিজনে আসি কহে[১১] দামোদরে।
হাস পরিহাস রঙ্গে করি শিশু[১২]-সঙ্গে[১৩]   ঘর জাএ গোপীনাথ নানা রসরঙ্গে[১৪]।
গোপালবিজএ শুন গোপীর বস্ত্র-চুরি   জা শুনিলে কৃষ্ণ দেই চরণমাধুরী।
কহে কবিশেখর দেখহ কৃষ্ণ[১৫]-লীলা   চিদানন্দ হইঞা করে গোপী-সনে[১৬] খেলা॥[১৭]

॥ কানড়া ॥

একদিন গোপাল গোধন থুঞা[১৮] কূলে   দেখিতে দেখিতে বনে গেলা আতি[১৯]-দুরে।
খিধাএ[২০] আকুল হইল সব শিশুজনে   চলিতে না পারে মুখে না ফুরে বচনে।
শিশু দেখি বড় দআ লাগিল গোপালে   মুখ[২১] দেখি জনা দুই ডাকিল ছাওালে।
হের বলি[২২] শিশুভাই মোর বোল ধর   আগু দুরে দেখি হোর ব্রাহ্মণের ঘর[২৩]।
মোর বোলে বলিহ জাজ্ঞিক[২৪] দ্বিজগণে   ভাত[২৫] মাগি[২৬] পাঠাইল নন্দের নন্দনে।
ইথি গতমাত্র পাবে নানা উপচারে[২৭]   আনিতে নারিলে[২৮] সোঙরিবে সেই কালে।
প্রভুর[২৯] বচনে শিশু আতি[৩০]-আনন্দিতে   লোভে খিধা[৩১] দুর গেলা চলিলা তুরিতে।
হাথ জোড়ি শিশু জানাইল[৩২] জজ্ঞশালে   অন্ন[৩৩] মাগি পাঠাইল নন্দের গোপালে।

১ পা সব   ২ এ ঝাপিঞা মানিল বচনে   ৩ পা স   ৪ এ তবে কিছু হাসিঞা কহিল   ৫ পা পাতিআ   ৬ পা তবে অনুরোধে   ৭ এ হাসিঞা   ৮ পা নানা দৃষ্টি   ৯ পা সুখরতি, ক. গ গুরু   ১০ পা পাইল মাধবে, ক. গ ভুঞ্জিল সৈসবে   ১১ এ গিঞা কহিল   ১২ এ, ক. গ সব শিশুগণ   ১৩ পা জনে   ১৪ পা যেই পরসঙ্গে   ১৫ ক. খ, ক. গ প্রভুর   ১৬ পা গো সঙ্গে   ১৭ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি দাবানল বস্ত্রহরণ   ১৮ এ লঞা   ১৯ ঐ -বহু   ২০ পা ক্ষুধায়ে   ২১ পা দুখ   ২২ ঐ আইস   ২৩ ক. গ কাছেতে দেখিএ হের-, এ ওই দুরে দেখিএ, পা ব্রাহ্মণনগর   ২৪ পা-এ নাই   ২৫ এ, পা অন্ন   ২৬ পা মানি   ২৭ এ, ক. গ উপহারে   ২৮ পা নারিবে, ক. গ আনিতে   ২৯ পা প্রভু   ৩০ এ বচন শুনি শিশু   ৩১ পা ক্ষোভে   ৩২ এ শিশুগন আইলা   ৩৩ এ, ক. গ ভক্ষ

এই বোল শিশুগণ[১] বোলে ঘনে ঘনে   শুনিঞা না শুনে হেন[২] বাসে[৩] দ্বিজগণে।
কোথাকার গোপালে সে কেবা জানে শুনে   জজ্ঞ-অন্ন রাখালে জে দিব[৪] কোন গুণে[৫]।
এত বলি সব বিপ্র শিশু দেখি হাসে   নিঃশ্বাস ছাড়িঞা শিশু চলিলা নিরাশে[৬]।
একে একে সকল কহি প্রভু-ঠাএ[৭]   তা দেখি হাসিঞা উঠে ত্রিদশের রাএ।
আর[৮] বার জাহ সভে মোহোর[৯] বচনে   মোর নামে[১০] বুলিহ[১১] তাহার নারীগণে।
কৃষ্ণ-অনুরোধে তথা গেলা শিশুজনে[১২]   কৃষ্ণনামে অন্ন মাগিলেক নারীগণে[১৩]।
প্রভুনাম শুনিঞা সে সব দ্বিজনারী   আনন্দে কি হইলা আপনা পাসরি[১৪]।
প্রেম-অশ্রু[১৫] পুলকে পুরিল[১৬] সব গাএ   কি বোল কি বোল বলি সঘনে[১৭] শুধাএ।
কী এ[১৮] অপরূপ শুনি শ্রবণমঙ্গলে   অন্ন[১৯] মাঙ্গি[২০] পাঠাইল লক্ষ্মীর ঈশ্বরে।
তাহে আহ্মা সভাকার[২১] কি কহিব ভাগি   সে প্রভু দআএ অন্ন পাঠাইল মাগি।
হের তার প্রাণের সোসর[২২] সঙ্গী-ভাই   তা সভা পাঠাইল জারে দেখিতে সাধাই[২৩]।
হেনমতে আপনারে কৃতকৃত্য[২৪] মানি   শিশুগণ তুষ্ট কৈল মিষ্ট[২৫] অন্ন-পানি[২৬]।
তবে সব সখীজন[২৭] আনন্দ-বাধসে[২৮]   নানা ভক্ষ্য সজ্জ কৈল[২৯] আখির নিমিখে।
সাজিঞা সুবর্ণথালে ঢাকিঞা বসনে[৩০]   লাজ ভঅ খাঞা[৩১] সভে জাঅ[৩২] প্রাণপণে।
জবে[৩৩] নারী প্রবেশিলা বনের ভিতরে   আচম্বিতে সমুখে দেখিল প্রাণেশ্বরে[৩৪]।
মাথাএ মোহন[৩৫] চূড়া নাগরীদলনে   গরুআ নাগর ছান্দে মোহে ত্রিভুবনে[৩৬]।
বহস্তের[৩৭] কান্ধে অবলম্বি বাম বাহে[৩৮]   হাসিঞা ডাহিনে লীলাকমল ফিরাএ[৩৯]।
হেন বেলে নারীগণ ভেটিল গোপালে   আখি[৪০] আখি[৪১] মজি গেল রসের বাদলে[৪২]।
তবে কৃষ্ণ হাসিঞা পুছিল[৪৩] নারীগণে   কেহ্নে[৪৪] হেনে সাহস করিলে[৪৫] অকারণে[৪৬]।

১ পা সীষু ২ এ কাজ, ক. গ কার্য্য ৩ পা করে ৪ পা রাখালেরে- ৫ এ আগে দিব জে কেমনে, ক. গ কেমনে ৬ এ, ক. গ প্রভুপাসে ৭ এ, ক. গ কহিল প্রভুর পাএ, পা ঠাই ৮ পা এহো ৯ ঐ আমার ১০ এ বোল ১১ পা বলিহ ১২ এ শিশু গেল তার স্থানে ১৩ ক. গ সে ভাত ব্যঞ্জন, এ অন্নব্যঞ্জনে ১৪ পা হেনই না জানি ১৫ ঐ অঙ্গে ১৬ এ, ক. গ ভাসিল ১৭ এ করি সভারে ১৮ ক. গ হে ১৯ ক. খ, পা ভাত ২০ পা মাগি ২১ পা আমা সভার ২২ ক. গ দোসর ২৩ পা না পাই ২৪ পা কৃত ২৫ এ মিষ্ট ২৬ পা পানে ২৭ পা শিশুগন ২৮ ক. গ ধাধসে ২৯ ক. গ সাজি লৈল ৩০ পা জতনে ৩১ পা ছাড়ি ৩২ এ, ক. খ চলিলা ৩৩ পা জার ৩৪ এ বিশ্বেশ্বরে ৩৫ পা নাগর ৩৬ এ জগমন ৩৭ পা বহস্তে ৩৮ ঐ এক শিশু কান্ধে আর অবলম্বি বাম হাথে ৩৯ এ, ডাহিনে লিলাকমল ফিরাএ হাসিতে ৪০ ক. গ দুই ৪১ এ ভরি ৪২ পা সাগরে ৪৩ পা কহিল ৪৪ ঐ কেনে ৪৫ ক. গ কইলে ৪৬ ক. গ নারিগনে

কুলবহু[১] হঞা কেহ্নে[২] ছাড় কুলাচার কি লাগি করহ[৩] দুই কুলের খাখার।
স্বামি-অগোচরে কেহ্নে[৪] কৈলে হেন কাজে[৫] গুরুজন তোহ্মাতেহোঁ[৬] চাহিবে কোন লাজে[৭]।
ভাল হইল আহ্মা[৮]-সনে কৈলে সম্ভাষে জাবত না জানে কেহো জাহ নিজ বাসে।
কৃষ্ণের এ কথা[৯] শুনি সব দ্বিজনারী অধর বিনাঞা কান্দে হেঠ মাথা করি।
ঘনে ঘনে নিঃশ্বাস ছাড়িঞা কিছু কহে কহিতে[১০] উথলে শোক[১১] সম্বরিল নহে।
তোমে সে সভার প্রাণ আর সব ধন্ধ তোহ্মা[১২] না দেখিলে চক্ষু[১৩] থাকিতেহো[১৪] অন্ধ।
ব্রহ্মা জারে চাহি[১৫] বুলে[১৬] সব বেদগণে[১৭] সে প্রভু দেখিল[১৮] আহ্মি জমুনাকাননে।
হেনক সম্পদ জে[১৯] ছাড়িব লোকলাজে তা ছারের পৃথিবিতে জিঞা[২০] কোন[২১] কাজে।
তুহ্মি স্বামী পুত্র মিত্র বন্ধু[২২] পরিজন তোহ্মা[২৩] বহি আর কেহো নাহিখ শরণ[২৪]।
আর মোকে[২৫] সভে ছাড়ু তারে নাহি ভএ[২৬] সভে তুহ্মি[২৭] রাতুল পাও নহিহ[২৮] নিরদএ।
অনেক তপের ফলে পাইল দরশন ছাড়াইলে না ছাড়িব[২৯] তোহ্মার[৩০] চরণ।
এত বুলি[৩১] সব নারী বেঢ়িলেক[৩২] পাএ হাসিঞা দআএ কিছু কহে জদুরাএ[৩৩]।
উঠ উঠ নারীগণ পাইল[৩৪] ভক্তি প্রেম কষটি[৩৫] পাথরে কত[৩৬] কষি দেখ হেম।
তোম্বে[৩৭] সব আহ্মার[৩৮] ইথে[৩৯] নাহি আন হএ নহে ইথি ভক্ষ্য[৪০] ভিক্ষা-পরমাণ।
পিরিতে থাকিলে মনে দুরে[৪১] নহে দুর কথাএ[৪২] বিকশে পদ্ম কথা উএ সুর[৪৩]।
তোম্বে সব আহ্মার ইথে[৪৪] নাহি আন জানিঞা না জান কেনে আপন গেআন।
দুরে জত পাই তত নিকটে না পাই আতি-আখিলাগ[৪৫] বস্তু দেখিতে[৪৬] না জাই[৪৭]।
শুনিতে শুনিতে সব[৪৮] ভকতের[৪৯] ঠাঞি বৈকুণ্ঠ-অধিক সুখ সর্বক্ষণ[৫০] পাই।

১ এ -বধু ২ পা কেনে ৩ এ, ক. খ করিলে ৪ পা কেনে ৫ পা কাজ ৬ ঐ মুখরা ৭ পা লাজ ৮ ঐ আমা ৯ এ বিরস বানি, ক. গ বিরস ১০ ক. গ কহিলে ১১ এ বেথা ১২ ঐ তোমাতেহোঁ, পা তোমা ১৩ ক. খ, এ আখি ১৪ পা থাকীতে ১৫ পা-এ নাই ১৬ পা বলে, এ বুলেন ১৭ এ -বলে, পা চাহিঞা না পায়ে ১৮ পা দেখিব ১৯ পা-এ নাই ২০ পা রঞা, ক. গ হৈঞা ২১ এ, ক. গ কিবা ২২ এ পতি পুত্র স্বামী তুমি ২৩ পা তোমা ২৪ এ এখনে, ক. গ আপন ২৫ পা মোর ২৬ ঐ কিছু কহে জদুরাএ ২৭ ক. গ ত, পা তুমি ২৮ পা নহিএ, এ না হইহ, ক. গ নহ ২৯ এ ছাড়িলে না ছাড়ি আমি ৩০ পা তোমার ৩১ ঐ বলি ৩২ ঐ ধরিলেক ৩৩ এ বলে গোপি- ৩৪ ক. গ, এ হৈল ৩৫ পা কঠিন, ক. গ কষনি ৩৬ এ -বার ৩৭ ঐ তোমরা ৩৮ পা আমার ৩৯ পা ইহাতে ৪০ ঐ ভক্ষ ৪১ পা অতি- ৪২ এ, ক. গ কথা বা ৪৩ ক. গ বিকাস পদ্ম কথা বা অসুর, এ রবি- ৪৪ পা ইহাতে ৪৫ ঐ অতি আখির ৪৬ পা দেখিলে ৪৭ পা পাই ৪৮ পা মেলিব ৪৯ ক. গ সেবকের, এ মোর সেবকের ৫০ পা আমা সব খন, ক. গ রস কথন

মোর বোল পালিঞা জে নিজধর্ম্মে[1] থাকে   লক্ষ্মীসম তিল এক[2] না ছাড়ি তাহাকে।
হেন নানা পরকারে তুষিঞা নারীগণে   শিশু-সঙ্গে পাঠাইল আপন[3] ভুবনে।
শুনিঞা এ সব কথা তার[4] গৃহপতি   সভে মিলি আপনা আপনি ভরছতি[5]।
মিছাই পড়িল বেদ পুরাণ[6] ভারথে   আচার বিচার করি মিছা নানা[7] মতে।
কার তরে করি জপ[8] তপ জজ্ঞ দানে   আজিহ নহিল আহ্মার ছার তিরি-জ্ঞানে[9]।
ব্রহ্মাদি দেবতা জারে ধেআনে[10] না পাএ   সে প্রভু আহ্মারে[11] অন্ন মাগিঞা পাঠাএ।
মো পাপিষ্ঠ মজ্জিঞা গেলুঁ[12] পণ্ডিত-বিচারে[13]   গোআলা বলিঞা ভুলিলুঁ ব্রহ্ম-অবতারে।
চিদানন্দ জানিঞা[14] ভজিল নারীগণে   জানিল পিরিতে পাই দেব[15] নারাঅণে।
এত বলি দ্বিজগণ নানা উপহারে   দেখিতে চাহিল গিঞা নন্দের কুমারে।
দুষ্টকংস-ভএ কেহো না কইল সাহসে   হাথের মাণিক হারাইল কু-দিবসে[16]।[17]
হেনমতে পণ্ডিত ভুলিলা[18] অহঙ্কারে   মুরুখে মুরুখে কাজ সাধিল সংসারে।
তবে ওথা[19] গোপাল ছাওআলগণ-সঙ্গে   রঙ্গে ভুঞ্জে সে সব নারীর[20] পরসঙ্গে।
হেন নানা[21] রঙ্গে ঢঙ্গে[22] বঞ্চিঞা দিবসে   সমএ চলিলা ঘর হাস পরিহাসে।
কহে কবিশেখর জানিল[23] সব ঠাই   কপট গোপাল প্রভু[24] পিরিতে সে পাই ॥[25]

॥ কেদার ॥

কাজের সমঅ জানি[26]   সব লোক[27] ডাকি আনি
নন্দ ঘোষ কইল[28] মন্ত্রণা
নানা উপহার-সাজে[29]   পুজিব ত দেব[30]-রাজে
পুরমাঝে পড়ুক ঘোষণা।
জে দেবের পরসাদে   সংবৎসর নিরাপদে
গরুএ বাছুরে[31] থাকি সুখে

---

১ পা পাইঞা জে নিধমে ২ ক. গ তিলেক ৩ ঐ তাহার ৪ ক. গ তাহার ৫ এ ভর্চ্চন্তি ৬ ক. খ, ক. গ, এ বেদান্ত ৭ পা-এ নাই ৮ পা-এ নাই ৯ ক. গ তিরি ছারের গেয়ানে, এ নারীসম- ১০ ক. গ, এ ব্রহ্মা আদি জার পায় দেখিতে ১১ পা আমারে ১২ এ মজ্জিলা, ক. গ মজ্জিনু, পা গেলো ১৩ এ আচারে ১৪ পা বলিঞা ১৫ ক. গ নন্দের ১৬ পা কদীবে ১৭ পরবর্তী এক ছত্র পা-এ নাই ১৮ ক. গ পড়িয়া ১৯ এ ত, ক. গ সে ২০ পা নারি ২১ ক. খ, এমতে ২২ পা-এ নাই ২৩ এ বুঝিল ২৪ ক. গ কপটে গোয়ালা শিশু, এ কপট গোপালে শিশু ২৫ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি বিপ্রপত্নীস্থানে ভোজন ২৬ পা বুঝি ২৭ ক. গ শিশু ২৮ পা করিল ২৯ ঐ সাজ ৩০ পা ইন্দ্র- ৩১ ঐ মানুষে

জেখানে জে দিগে[১] চাহী নানা শস্তে নাহী ঠাঞি
না জানিএ[২] ছুর্ভিক্ষের ছুখে[৩]।
নন্দের ই[৪] বোল শুনি কহে কীছু জতুমনি[৫]
শুন সব গোকুলসমাজে
বরুণের[৬] শাস্ত্রমতে বরিষে দেব আদিতে
তাহে কী বা দাএ ইন্দ্ররাজে।
ধূম জুতি[৭] জল বাএ[৮] মেঘ বুলি[৯] বলি[১০] তাএ
পুষ্করাদি[১১] জার[১২] ইষ্ট[১৩]দেবে
নিরালম্ব[১৪] গগনে রহীতে[১৫] নাহীক[১৬] থানে
সেহো সব গিরিশৃঙ্গ সেবে[১৭]।
তাহে দেব[১৮] গিরিরাজে আছে বৃন্দাবন-মাঝে
সভে জীএ জার[১৯] অবলম্বে[২০]
জাহার পরসাদে সূর্যক নহএ বাদে
হেন দেব সভারে বিড়ম্বে[২১]।
জত উপহার দিব সাক্ষাতে সকল নিব
জে দেবের পুজা সত্য[২২] ফলে
হেন দেবকুল তেজি কথা ইন্দ্র কথা পুজী
কী বলিব ভাণ্ডুআ[২৩] গোআলে।
কৃষ্ণের এ বোল[২৪] শুনি সব গোপ মনে গুণি
কৃষ্ণ-বোলে দিল অঙ্গীকারে[২৫]
নানা উপহার সাজি মধুর মঙ্গলরাজি
চলিলা মন্দার পুজিবারে।
রম্য হেন[২৬] থান দেখি সব লোক হইল সুখী[২৭]
পুজা-সাজ[২৮] কৈল পুর[২৯]-জনে[৩০]

১ ক. গ দিতে ২ পা জানি ৩ পা মুখে ৪ পা এ ৫ ঐ মুনি ৬ পা বুঝ ষব ৭ পা যুতি ৮ পা ধাএ ৯ পা করি ১০ পা বলি ১১ পা পুখুরাদি ১২ এ, ক. গ তার ১৩ এ দুষ্ট ১৪ পা নির্ম্মল ১৫ এ রহি কেহো ১৬ পা নাহী ১৭ ঐ বেসে ১৮ এ দৈব ১৯ এ বায়ুর ২০ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ২১ ক. গ বিলম্বে ২২ পা, এ সত্য ২৩ ক. খ, এ অবোধ ২৪ এ বচন ২৫ পা অঙ্গীকার ২৬ ক. খ, এ এক ২৭ পা, এ লখি ২৮ ক. গ থান ২৯ এ স্থান কইল সব ৩০ ক. গ কৈলে সব লোকে

শিশুগণে নানা ভাঁতি[১] পুজা-উপহার-পাতি
দেখিতে দেবের অধিষ্ঠানে।
গন্ধ মাল্য ধুপ দীপে পাতিল পুজার সমীপে
নন্দ ঘোষে বইসে পুজা-সাজে[২]
পাশে বসী জত্নুরাএ নন্দ ঘোষে পুজাএ
ষোল উপচারে গিরিরাজে।
তখন চতুর হরি আর এক[৩] মুর্তি ধরি
দেখাইল[৪] সমুখ মন্দারে[৫]
তা দেখি গোকুলপুরী আনন্দে বিস্মঅ ভরি
বাখানিল নন্দের কুমারে[৬]।
তবে পুজা-অবসানে সভা নিকালিল[৭] থানে
জেন কেহে দেখি[৮] নাহি তারে
হেন বেলে বিশ্বম্ভরে গিরিদেব[৯]-দেহান্তরে
বিলসে গন্ধাদি উপহারে।
হেন প্রর্ত্যক্ষ পুজন[১০] দেখি সব পুরজন[১১]
ভূমে পড়ে[১২] আথালি পাথালি
বলভদ্র-মুখ[১৩] চাহি মুচুকি হাসিঞা রহি
সভাকারে পুছে বনমালী।
কেনক[১৪] দেখিলে দেবা কেমত[১৫] দেখিলে সেবা
মোর বোলে পাইলে পরতীতে
এত শুনি ছোট বড় জত গোকুলনগর
আশীর্বাদ করে চারিভিতে।
হেন নানা মহোৎসবে ঘরকে[১৬] চলিলা সভেঁ
গিরির হরির পরতাপে[১৭]

১ পা ভাতী ২ ক. গ পূজার কাছে, পা পুজাএ ৩ ঐ দেখাইল ৪ এ দেখা দিল ৫ ক. গ সুন্দরে ৬ পা সুন্দরে ৭ ক. গ নিবারিল ৮ ক. গ দেখে ৯ এ গিরির সে, ক. গ গিরির সেহ ১০ এ সেবন ১১ ক. গ প্রত্যক্ষ সেবন দেখি পুরজন বর মাগী ১২ এ, পা বর মাগে ১৩ পা পানে ১৪ ক. গ ক্ষেণেকে ১৫ পা কেনক ১৬ ঐ ঘরে ১৭ পা পরথাবে

ওথা স্বর্গে দেব[১]-রাজে আপন আপুজা লাজে
মরণ-অধিক দুখ ভাবে।
নাশিব গোকুলপুরী হেন প্রাণপণ করি
পুষ্করাদি আনে হাঁকারিঞা[২]
আপনে চৌদন্তে ভেড়ি সব মেঘগণে মেলী
পাটাড়িল[৩] গোকুল চাপিঞা।
মহাপ্রলঅ-ঝড়ে ঘর গাছ-পালা উড়ে[৪]
পথাপথ দিগাদিগ নাঞি
পাতালে কূর্ম্ম[৫]-রাজ চৌকে চেতন নাহিক লোকে
না জানি কি করি কোথা জাই।
খেনে খেনে বজ্রাঘাতে শিলা বিদ্যুৎ নাহিক আঁতে[৬]
মুষলধারাএ বরিষণে
পৃথবি ভাসিল[৭] জলে রহিতে নাহিক থলে
আর্ত্তনাদে ভাসে পুরজনে[৮]।
হা হরি হা হরি করি ভাসএ[৯] গোকুলপুরী
গোধন সে হাম্বারবে[১০] ভাসে
লখিঞা ইন্দ্রের বাদে গোকুলের অবসাদে
হেলাএ গোকুলনাথ হাসে।
তবে কৃষ্ণ বাম করে মন্দার তুলিঞা ধরে
রহে গিরি ছাথার সমানে
ডাহিন হাথের সানে সব লোক ডাকি আনে
দেখাদেখি[১১] আইসে[১২] সব জনে।
নারাঅণদআ-বলে কোন প্রাণী নাহি মরে[১৩]
সভেঁ আসি রহে[১৪] গিরিতলে
উত্তরিলে সেই ঠাঞি ভঅ দুখ শোক নাঞি[১৫]
প্রবেশ করিতে নারে জলে।[১৬]

১ পা ইন্দ্র ২ পা হাকরিঞা ৩ এ পাটা দিল ৪ ক. গ গাছপালা উপাড়ে ৫ এ স্বর্গে ব্রহ্মা ৬ পা বিজুলির নাহি অন্ত, ক. গ বিজুরি নাহিক- ৭ পা ভরিল ৮ পা বৃন্দাবনে, ক. গ ত্রাসে- ৯ পা ভাসিল ১০ এ সকল জলে ১১ ক. খ, ক. গ দেখি ১২ এ, ক. খ জাএ ১৩ ঐ প্রানি আর নাহি ডরে ১৪ পা রহ ১৫ এ দুঃখ সোক দুর জাএ ১৬ পরবর্ত্তী চারি ছত্র পা-এ নাই

চাহিঞা উপর পানে সব অবুধ গোআলে
পর্বত দেখিঞা ভঅ বাসে
সব গোপ প্রাণপণে ধরে নড়ির ঠেকনে
তা দেখিঞা বিশ্বম্ভর হাসে।
জশোদা বোলে গোপাল ধরু[১] সব ছাওআল[২]
ক্ষেণেকে উশাস দেহ হাথে[৩]
এত শুনি দামোদর শিথিল করিল[৪] কর[৫]
পর্বত চাপিঞা পড়ে মাথে।

তা দেখি সব গোআলে আখি বুজি ডাক ছাড়ে
নড়ির ঠেকন দেই বলে
ওথা[৬] সব গোপনারী হা[৭] হরি হা[৭] হরি করি
সম্ভ্রমে কানুরে করে কোলে।
সেই ছলে গোপীনাথে বেড়িঞা দক্ষিণ হাথে
মন্দারধারণ[৮] ফল পাএ
তাহে অপরূপ দেখি রাধাকুচগিরি দেখি
কাপে কৃষ্ণ না জানি কি ভএ।
হেন কৃষ্ণ-পরিহাসে[৯] দেখিঞা[১০] লোকে তরাসে[১১]
তিলেকে সকল সংহারিল
প্রভু-সঙ্গে করি বাদে[১২] গুণি[১৩] বড় পরমাদে
রথে হইতে ভূমিতে[১৪] নাম্বিল।
হেথা দেব নারাঅণ নির্মল দেখি গগন
জথাস্থানে থুইল গিরিরাজে
সব গোকুলপুরী বসিলা সমাঝ করি
অচম্বিতে ইন্দ্র তার মাঝে।
সে দশশত[১৫] নঅনে আনন্দ-লোহের বানে[১৬]
পুলকে পুরিল সব গাএ

১ ক. খ, ক. গ ধরুক ২ পা গোআল ৩ পা হাতে ৪ পা কর শ্লথ, এ উসাস করিল ৫ প করে ৬ পা হেথা ৭ এ শ্রী- ৮ পা মথন ৯ পা কৃপার হাস ১০ পা দেখি ১১ এ হইল হাসে ১২ ক. খ, এ বিবাদ ১৩ ঐ শুনি ১৪ ক. গ তুরিতে ১৫ এ সহস্র ১৬ পা আনন্দ নেহালে ভগবানে

কুসুমমালার সমে[১] পড়িলা দণ্ডপ্রণামে
প্রেমে মুখে না নিঃস্বরে রাএ।
তবে সে গোকুলনাথে সম্ভ্রমে তুলিঞা[২] হাথে
হাসিঞা হাসিঞা পুছে বাতে[৩]
ইন্দ্র আপন শকতি জে কীছু পারিল স্তুতি[৪]
বৃহস্পতি জার পুরোহিতে[৫]।
তবে অবশেষ বেলি কহে কর[৬]-পুটাঞ্জলি
মনে আতি-হরিষবিষাদে[৭]
দেখিঞা গোআলা-বেশ জে কিছু করিল দ্বেষ
খেমিবে সকল[৮] অপরাধে।
দআর[৯] দাসের[১০] দোষে প্রভু বহি কে মরিষে[১১]
রুষিলে কে করু[১২] প্রতিকারে
এই তোহ্মার[১৩] আদেশে আহ্মি[১৪] ইন্দ্র স্বর্গদেশে
দোষ গুণ সকল তোহ্মারে।
এতেক ইন্দ্রের স্তুতি শুনি দেব[১৫] লক্ষ্মীপতি[১৬]
তুষিল[১৭] আনন্দ-অতিরেকে[১৮]
হেন মাহেন্দ্র-সমএ সকল দেবসভাএ
কৃষ্ণেরে করিব[১৯] অভিষেকে।
এত বুলি[২০] ইন্দ্ররাজে আনে[২১] অভিষেক-সাজে[২২]
সুরভির দুগ্ধ আদি করি
কৃষ্ণের অভিষেকে[২৩] শুনি[২৪] জত দেব ঋষি মুনি
ভরিল সে নন্দের নগরী।
সভার গৌরবে বরে[২৫]. ইন্দ্র অভিষেক করে
ত্রিভুবনে জঅজঅকার[২৬]

১ এ -মাল সমান ২ ঐ ধরি তুলি ৩ ক. গ কিছু কহে, এ হাসি হাসি পুছিল তাহাতে ৪ এ কেনে হেন কর্ম্ম কর শুন দেব পুরন্দর ৫ ঐ স্বরূপে কহ সব বাতে ৬ পা করে কিছু ৭ এ, ক. গ সবে এক মাগী পরসাদে ৮ পা এ সব ৯ ক. গ দয়ায়ে ১০ এ সেবকানুসেবক ১১ ঐ নহির প্রভু বিমরিষে ১২ পা করিব ১৩ পা তোমার ১৪ পা আমি ১৫ পা যুনিঞা ষে ১৬ পা বৃহস্পতি ১৭ পা কহিল ১৮ এ সদয় হইয়া তুসিল তাহাকে ১৯ পা কইল ২০ ঐ শুনি ২১ ক. গ আগে ২২ এ কাজে ২৩ ক. গ অভিষেক ২৪ পা-এ নাই ২৫ পা গৌরবে ২৬ এ, ক. গ ত্রিভুবনময় চমৎকার

দেবতাদি জত গণে   আতি[১]-উলসিতমনে
নাচে গাএ আনন্দে পাথার।
আমে[২] স্বর্গে ইন্দ্ররাজ্যে[৩]   তুমে[৪] ত্রিভুবন-মাঝে
তেঞি লোকে বোলএ[৫] গোবিন্দে
জত ত্রিভুবনে দেখ   সকল[৬] তোহ্মার[৭] সেবক
এত বুলি[৮] অভিষেকে ইন্দ্রে।
আজি রাজরাজেশ্বরে   হইলা[৯] মোর দামোদরে[১০]
এত শুনি[১১] নাচে বৃন্দাবনে
ওথা সব দেবগণ[১২]   কৃষ্ণ করি[১৩] প্রদক্ষিণ
সভে সুখে গেলা জথাস্থানে।
কৃষ্ণ-অভিষেক কথা   শুনি কংসরাএ এথা[১৪]
আপনার জীবন আসারে
রাজরাজেশ্বর-ছান্দে   ওথা[১৫] বিহরে গোবিন্দে
আনন্দিত গোকুলনগরে।
গোপালবিজঅ নর   শুন আতি-মনোহর
কৃষ্ণ হইলা রাজরাজেশ্বরে
কহে কবিশেখর   মনে[১৬] না করিহ ডর
জমরাএ[১৭] মারহ টাকরে[১৮] ॥[১৯]

॥ **বারাড়ী**[২০] ॥

একদিনে বরুণ দিকপাল আলখিতে   বৃন্দাবনে নন্দ হরিল অচম্বিতে।
নন্দ ঘোষ চাহি সভেঁ বুলে[২১] ঠাঞি ঠাঞি   জথা চাহি[২২] তথাই তাহার[২৩] লাগ নাঞি[২৪]।
কংসেরে ত্রুষিঞা সভে করে হাহাকারে   তা শুনি চিন্তিত হইলা[২৫] নন্দের সুন্দরে।

১ এ সভে ২ পা আমী ৩ ঐ -রাজ ৪ ঐ তুমি ৫ ক. খ, এ বোলএ, পা বোলাবে ৬ এ, সব ৭ পা তোমার ৮ পা বলী ৯ ক. গ কৈলা ১০ পা প্রাণেশ্বরে ১১ এ, ক. খ বুলি ১২ ক. গ, এ মহেন্দ্রাদি- ১৩ পা করিল ১৪ পা বেথা ১৫ ঐ হরি ১৬ পা আর ১৭ পা -রাজ ১৮ এ করিতে পারে, ক. গ -কর ১৯ অতঃপর এ-পুথির অতিরিক্ত, ইতি গোবধনগিরিধরন ২০ পা-এ নাই: ২১ ক. খ, এ -লোক ২২ পা চাই ২৩ পা-এ নাই ২৪ এ কেহো লাগ নাহি পাই অতঃপর পা-এর অতিরিক্ত, কংসেরে ত্রুসিঞা সভে বুলে ঠাই ঠাই। জথা চাই তথা লাগ নাঞি। ২৫ পা -তবে

ধ্যানে জানিল কৃষ্ণ বরুণের কাজে   হাসিঞা রুষিঞা চলি[১] জাএ[২] দেবরাজে।
জবে কৃষ্ণ উত্তরিলা বরুণ-আলএ   বরুণ আকুল ভএ আনন্দে বিস্মএ।
তবে দিকপাল আসি[৩] কৃষ্ণ আগুসরি   প্রদক্ষিণ করি দণ্ডপরণাম[৪] করি।
তবে জথাবিধি[৫] নির্মঞ্ছিঞা শ্রীহরি   পরম-আনন্দে নিল আপনার পুরী।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন নানা উপহারে   অতিথ-বেভার কইল নন্দের কুমারে।
বসিতে জোগাইল আনি রত্ন[৬]-সিংহাসনে   তবে পুটাঞ্জলি করি[৭] কহিল বরুণে।
আমি কি না জানি[৮] তুহ্মি[৯] কপট মানব   ভুমিভার খণ্ডিবারে[১০] নাশিবে[১১] দানব।
তবে আনিল প্রভুর বাপ নন্দঘোষে   তার লাগি মনে কিছু না করিবে রোষে[১২]।
জবে নন্দকে ধরি[১৩] হরিঞা না আনিব   কোন তপে[১৪] মো[১৫]ছার দুই পদ[১৬] দেখিব
ইহাতে জানিল প্রভু মোরে দআ ধর   বচনসাধ্যের কাজে আপনে আগুসর[১৭]।
সফল হউ[১৮] প্রভু আহ্মার আশ্রমে[১৯]   দিনেক থাকিঞা প্রভু[২০] করহ[২১] বিশ্রামে।
ভকতবৎসল প্রভু প্রেমের অধীন   বরুণের অনুরোধে[২২] বঞ্চিল সেই[২৩] দিন।
কহিতে জানিএ না সে ভোগ[২৪] উপহার   লক্ষ্মীনাথ অতিথ সেবক দিকপাল।
বৈকুণ্ঠ-অধিক সুখ[২৫] বঞ্চিঞা রজনী   নন্দ লঞা প্রভাতে চলিলা জদুমনি।
তবে সে বরুণ রত্নাকর-অধিকারী   জত রত্ন দিল তাহা[২৬] কহিতে না পারি।
উপহার দেখি লক্ষ্মীনাথে চমৎকারে   কৃষ্ণের কপটে বস্তু বহিতে না পারে।
তবে[২৭] কথো দুরে কৃষ্ণ আনন্দবিশেষে   বরুণে বিদাঅ দিঞা গেলা নিজ বাসে[২৮]।
শুনিঞা ই[২৯] সব কথা কংস নরপতি   প্রাণভএ চিন্তিঞা না জাএ দিনরাতি।[৩০]
ক্ষেণে ক্ষেণে দেখিঞা শুনিঞা আন ভাতি   পাত্র মিত্র আনে রাজা করিঞা আহুতি।
এথা লীলা করি বুলে গোকুলের কাছে   ত্রিভুবন আইসে জাএ জার হাথসানে।
নানা পরকারে সে ভুঞ্জিঞা[৩১] বাল্যরসে   জৌবনবিষএ সুখ ভুঞ্জে হৃষীকেশে[৩২]।
অক্ষঅ অব্যঅ গোপীজনের জৌবনে   ক্ষেণে ক্ষেণে মনোহর নিত্তই নৌতুনে।

১ ক.গ সভে ২ এ সাজিলা ৩ পা আইলা ৪ পা প্রনিপাত ৫ কগ জথা ৬ পা দিব্য ৭ ঐ কিছু ৮ এ কি জানিব ৯ পা তুমি ১০ পা খণ্ডাইবে ১১ এ মারিবে ১২ ক.গ ধরিল দোষে, এ করিলে ১৩ এ আমি নন্দকে ১৪ পা কি পদে ১৫ ক.গ আমি ১৬ ঐ চরন ১৭ কগ আপন সাধ্য কাজে আপন গুণ সব ১৮ পা হউক ১৯ পা আমার আশ্রয়ে ২০ এ, ক.গ শেবক পাঞা ২১ পা করিবে ২২ পা বরুন বিরোধে ২৩ এ এক ২৪ এ না পারি ভোগ নানা ২৫ পা সে ২৬ ঐ নানা বস্তু দিল ২৭ এ জবে ২৮ এ দেশে ২৯ পা এ ৩০ পরবর্ত্তী এক ছত্র পা-এ নাই ৩১ এ ভুলিঞা ৩২ ক.গ ভুঞ্জিব বিশেষে

দেখিঞা শুনিঞা কৃষ্ণের আন নাহি মনে   চোরের স্বাথ নাহি জেন ধনিনের[১] ধনে।
হেন রস[২]-পরসঙ্গে বঞ্চে দিনরাতি   খেনে খেনে দেখিতে শুনিতে আন[৩] ভাতি।
ওথা গোপনারী শুনি কানুর[৪] বিলাসে   গৃহপতি গৃহসুখ কিছুই না বাসে।
হেন সব রসে রসে[৫] রসবৃন্দাবনে[৬]   বিলসে বিষঅ-সুখ[৭] আপনার মনে।
গোপালবিজঅ নর শুন বাল্যরসে   জা শুনিলে কৃষ্ণের[৮] বাচ্ছল্যরসে ভাসে।
কহে কবিশেখর জানিল সব ঠাই   এ ভবসাগরে পার করহ[৯] কাহ্নাই[১০] ॥[১১]

॥ ললিত[১২] ॥

একদিন গোপীনাথ দিন-অবশেষে   বাহির বিজঅ কৈল কৌতুকবিশেষে[১৩]।
সঙ্কেত-মুরলীনাদ[১৪] কৈল সেই কালে   শুনিঞা শ্রীদাম-আদি আইলা ছাওআলে[১৫]।
সভে মেলি জুক্তি কৈল[১৬] নন্দের নন্দনে[১৭]   আওআরি আওআরি সব[১৮] দেখি বৃন্দাবনে
শুনিঞা কৃষ্ণের কথা সব সঙ্গভাই   আনন্দসাগরে কেহ থল নাহি পাই।
বুঝিঞা সভার মন রসিক গোপালে   বেশগৃহে পরবেশ কইল কুতূহলে[১৯]।
কৃষ্ণের বেশের কথা শুনি গোপীজনে   নিজনামে গুপতে[২০] পাঠাএ[২১] অভরণে।
কেহো খুরি[২২] পুরিঞা পাঠাএ নানা গন্ধে   কেহো নানা ফুল[২৩] গাথি পাঠাএ সুছান্দে।
কর্পূর তাম্বুল কেহো বাটাএ[২৪] সাজিঞা   কেহো কণ্ঠ-অভরণ পাঠাএ গাথিঞা।
কেহো পাঠাইঞা দেই সুরঙ্গ বসনে[২৫]   হেন কত বেশ সাজ আইসে[২৬] ঘনে ঘনে।
বেশ করে গোপবেশ[২৭] দেব নারাঅণে[২৮]   জাহার[২৯] সহজ বেশে লখিমী মোহনে[৩০]।
গরুঅ[৩১] নাগর-ছান্দে বান্ধে কেশপাশে   সুছান্দে[৩২] মালতীমালা[৩৩] তাহে পরকাশে[৩৪]।
দুই[৩৫] দিগে কাল মাঝে ধবল আকারে   জেন নীল[৩৬] চান্দ আগোলিল[৩৭] অন্ধকারে।

১ এ জেন চোর সেআপ না পাএ পর ২ ঐ সব ৩ পা দিনে দিনে দেখী শুনী নাহি তেন ৪ পা কৃষ্ণের ৫ পা রসরাসসেসরস ৬ এ শ্রী- ৭ পা বিষয় সুখ ৮ এ কৃষ্ণ ৯ পা কর ১০ ক. গ হব নাচি গাই ১১ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি বরুণোপাখ্যান এবং পা-এর অতিরিক্ত, নম শ্রীগোপীবল্লায় ১২ এ তুড়ি ১৩ ঐ পরম হরিসে ১৪ এ -রব ১৫ ক. খ সকলে, ক. গ সেইকালে ১৬ এ, পা কহিল ১৭ পা বল্লব ১৮ পা আজী ১৯ ক. গ সেইকালে ২০ পা গোপতে ২১ ক. গ গোপীজনে বাড়াএ ২২ এ কটোরা ২৩ ঐ কুসুম ২৪ এ, ক. গ পাঠাএ ২৫ ক. গ অঙ্গ অভরন, পা বসন ২৬ এ করে ২৭ এ শুবেশ করে ২৮ পা নারায়ণ ২৯ ঐ কাহার ৩০ ক. গ রূপ লক্ষ্মীবিমোহন ৩১ ক. গ গরূয় ৩২ এ লবঙ্গ ৩৩ পা -মাল ৩৪ পা পরবাস ৩৫ ঐ এই ৩৬ ক. গ খিন ৩৭ এ গ্রাসসিল

শিখণ্ডমণ্ডল উরে চূড়ার[১] উপরে   ইন্দ্রধনু উরে[২] জেন[৩] নব জলধরে।
ললাটে চন্দনরেখা আতি সে উজলী   নব জলধরে জেন পড়িছে[৪] বিজুলি।
তুলিএ তুলিল জেন ভাও দুই লখি[৫]   মধুলোভে ভ্রমরা পসারে[৬] দুই পাখি[৭]।
অঞ্জনে রঞ্জিত আখি আতি[৮]-মনোহরে   মধুলোভে কমল[৯] বেঢ়িল মধুকরে।
আপাঙ্গ অঞ্জনরেখা আনক্রি শৃঙ্খলা   ভাও ধনু-গুণ[১০] জেন নঅন পদ্মমালা।
শ্রবণে কুণ্ডল সে[১১] নির্মাণ[১২] পরিপাকে[১৩]   মুখ আতি-মনোহর কনকের চাকে[১৪]।
আতুল[১৫] মুকুতা সাজে[১৬] নাসিকার আগে[১৭]   জেন তিল[১৮] কুসুমে শিশিরবিন্দু[১৯] লাগে।
সহজে আলতা[২০]-রস অরুণ অধরে   না জানি[২১] তাম্বুলরাগ কোন গুণ ধরে[২২]।
শ্যামল তাম্বুলরাগে রঞ্জিত দশনে   মরকতে বেঢ়িল[২৩] জেন মণির দর্পণে।
হাসিতে[২৪] কোআসে[২৫] কাল দশন বিকশে   কুবলয়কোষে জেন ভ্রমরা রহসে[২৬]।
গলাএ আতুল[২৭] মণি করে পরকাশে[২৮]   পুর্ণিমার চান্দ জেন উইল[২৯] আকাশে।
উরে ঝলমল করে নানা মণিমালা   না জানি[৩০] কেমন রূপ[৩১] ধরে নন্দবালা[৩২]।
আনাভি[৩৩] হিল্লোলে গজমুকুতার হারে   বলকা-বলএ[৩৪] জেন উড়ে জলধরে[৩৫]।
বাহিতে সোনার তাড় তাহে নবগ্রহী   তাহার উপামা দিতে ত্রিভুবনে নাহি।
জেবা তাহে সুরঙ্গ পাটের থোপা লাম্বে   হেনক পরাণি নাহি তা দেখিঞা[৩৬] জাবে।
নানামণি জড়িত কঙ্কণ দুই বাহে[৩৭]   জা দেখিঞা গোপীগণ[৩৮] ঘরে[৩৯] থির নহে।
মণিমঅ অঙ্গদ[৪০] শোভিত ভুজদণ্ডে[৪১]   তড়িত জড়িত জেন[৪২] জলধরখণ্ডে।
মণিবন্ধে মণি জলে লোটনে[৪৩] পাট-থোপে   রতনমুদড়ি[৪৪] দেখি আনক্রি[৪৫] ঞাটোপে[৪৬]।
গরুআ নাগরে-ছান্দে পরে[৪৭] পীত ধড়ি   বিচিত্র কমরবন্ধ বান্ধে[৪৮] তাহে[৪৯] বেঢ়ি।[৫০]

১ পা মউ- ২ ক. গ উদয় ৩ এ নিলমনি কিহে ৪ ক. গ ধবল ৫ এ ভুরূযুগ দেখি ৬ ক. গ পরশে, এ পাসরে ৭ এ আখি ৮ ঐ দেখি ৯ পা সব, ক. গ ভ্রমরা ১০ পা ভাও ধনকী ১১ পা-এ নাই ১২ ক. গ নির্মল ১৩ ক. খ পরিবারে ১৪ পা করকের- ১৫ এ, ক. গ অমূল্য ১৬ পা দেখি ১৭ পা মাঝে ১৮ পা সি ১৯ এ গন্ধ ২০ পা আন ভাব ২১ পা কে জান ২২ এ সভা করে ২৩ পা মরকত বেড়ি, ক. গ বোঁট ২৪ পা হানিতে ২৫ এ পেআসে ২৬ ক. গ বিলসে ২৭ ক. গ অমূল্য ২৮ এ অমৃত মধুর বাণি মৃদু হাসে ২৯ পা উদয় ৩০ এ, ক. গ কে জানে, এ কম্বুকণ্ঠে ৩১ এ, ক. গ চূড়া ৩২ পা ব্রজ- ৩৩ এ কম্বুকণ্ঠে ৩৪ এ বনে কুবলয় ৩৫ পা জসোধরে ৩৬ এ তাহা দেখি ৩৭ পা করে ৩৮ ক. গ, এ জার নাম শুনি গোপী ৩৯ পা সব ৪০ এ বলয়া ৪১ -দ্বএ ৪২ পা দেখী ৪৩ ক. গ দুলে, এ দোলে ৪৪ পা অঙ্গুরি ৪৫ ক. গ আনহি ৪৬ ক. গ আটোপে ৪৭ পা সোভে, এ পাঢ়ে ৪৮ এ আছে ৪৯ পা তাহা ৫০ অতঃপর পরবর্তী এক ছত্র পা-এ নাই

তাহে মণিকিঙ্কিণি ঝলমল করে   তার শব্দে মুনিমন হরিবারে পারে।
স্বর্ণ-নুপুর শোভে প্রভুর চরণে[১]   কুবলঅ আলিঙ্গিল রবির[২] কিরণে।
সেই ত সুন্দর ধ্বনি[৩] কহনে না জাএ   বিজঅ-ডিণ্ডিমি বাজে[৪] কমলসভাএ।
আলতার রস সম[৫] মৃদুপদ-তলে   কে জানে কমলছান্দে[৬] খড়ম-জুগলে।
খড়ম-উপরে শোভে স্বর্ণ[৭] বউলে   চরণকিরণ মরকতভাঙে[৮] ধরে।
তা দেখি জনের মন সাত পাঁচ করে   ফুটল[৯] কমল[১০] জেন বৈসে মধুকরে[১১]।
কাল[১২] কলেবরে শোভে কুঙ্কুম[১৩] চন্দনে   চান্দের কিরণে জেন শোভে[১৪] তারাগণে।
দোলঙ্গি[১৫] পাছোড়া গাএ বাম হাথে[১৬] বাঁশী   ডাহিনে কমল ধরি[১৭] ফিরাএ হাসি হাসি।
ক্ষেণে ক্ষেণে দর্পণে নেহালে[১৮] নিজ মুখে[১৯]   আপানা নেহালি অঙ্গ[২০] শুধাএ স্বরূপে[২১]।
আপনাকে অধিক সাজিল সঙ্গিজনে   না জানি কি কামব্যূহ[২২] পাতিল[২৩] মদনে।
কেহো চলে গুআর সাপুড়া হাথে লঞা   কেহো চলে কর্পুর তাম্বুল জোগাঞা।
কেহো আশে পাশে জাএ[২৪] চামর ঢুলাঞা   কেহো কেহো ভোগের ভৃঙ্গার জাএ লঞা।
কেহো পাটছাতা[২৫] উভ করি ধরি মাথে   সর্বাঙ্গ-দাপুনি[২৬] কেহো তুলি লৈল[২৭] হাথে।
কেহো লএ[২৮] নানা মালা সুগন্ধি চন্দনে   জঅ জঅ বোল সভে বোলে[২৯] ঘনে ঘনে।
হেন নানা মধুর মোহন বেশ[৩০] ধরি   নগরবিজঅ-লীলা কইল শ্রীহরি।
বাহির দুআরে লোক[৩১] অন্ত নাঞি[৩২] পাএ   পেলিল[৩৩] সরিষা হেটে[৩৪] তল নাহি জাএ।
কৃষ্ণ দরশনে আস্তে জত[৩৫] পুরজনে   পেলাপেলি করে[৩৬] কেহো কাহো নাহি মানে।
এক দিঠে[৩৭] চাহে কেহো[৩৮] উভ করি পাএ[৩৯]   কৃষ্ণ দেখিবারে সভে পরাণ উটাএ।
সভারে শুধাই সভে কৃষ্ণ-আগমনে   নিমিষেকে জুগ জেন সভে বাসে মনে[৪০]।
তবে দিন-অবশেষে বসন্তসমঅ   নাগরশেখর কইল বাহির বিজঅ।
সুবেশ ছাওআল সব ধাএ আগে আগে   নানা সুশীতল বাজি বাজে[৪১] পাছু ভাগে।

১ এ বিচিত্র গঠনে ২ ঐ আলিঙ্গিত মনির ৩ পা নুপুর- ৪ ক, খ শোভে ৫ পা জেন ৬ ঐ ছাদ ৭ পা হিরার ৮ ক, গ ভাতি, এ তাহে কত ৯ পা ফুট ১০ এ, পা কুবলএ ১১ এ বসে ত ভ্রমরে ১২ ঐ শ্যামল ১৩ পা কর্পুর ১৪ এ, পা শোভিত ১৫ পা দোলাঙ্গ ১৬ ক, গ হাতে ১৭ পা কমলা ১৮ পা দেখএ ১৯ এ রূপে ২০ পা, এ সব ২১ এ শিশুগোপে, ক, গ রূপসে ২২ পা কায়- ২৩ ক, গ, এ করিল ২৪ এ কেহো কেহো আসে পাসে ২৫ এ স্বর্ণ-, পা পায়ে ২৬ ক, খ দাপুনে, পা দামুন ২৭ পা নেয় ২৮ এ লইল ২৯ ঐ করে ৩০ এ রূপ ৩১ ঐ জত লোকের ৩২ পা নাহি ৩৩ পা উপরে ৩৪ ঐ পেলিলে ৩৫ পা সব ৩৬ পা জায় ৩৭ পা দিকে ৩৮ ক, গ দৃষ্টে চাহি সভে ৩৯ পা বাহে ৪০ পা মানি সব জনে ৪১ এ রঙ্গে সঙ্গীত আলাপে

তবে নানা রাজ-উপহার[১] করি[২] হাথে বন্ধুজনে সুবয়ে[৩] ভেটিল[৪] জগন্নাথে।
মাঝে ধীরে ধীরে[৫] জাএ রসিক গোপালে তারাগণ-মাঝে জেন চান্দ-অবতারে[৬]।
মদনমন্থর চলে জেন মাতা[৭] হাথি অঙ্গভঙ্গ গ্রীবার ঠালনী[৮] আন ভাতি।
দোপাশি তেরছ চাহে অলখিতে হাসি[৯] সে পুরুষ দেখিলে আর কিছু নাহি বাসি[১০]।[১১]
দেখিতে দেখিতে রূপ অধিক উথলে না জানি কতেক কোটি কাম অবতরে।
একেলা গোকুল-চান্দ ত্রিভুবন-আল গোকুলের নঅনচকোরী জীএ ভাল।
গোপালদেবের[১২] বেশ দেখ সর্বজনে কহে কবিশেখর অমৃত-বরিষণে[১৩]॥

॥১৪

কৃষ্ণের বিজঅকথা শুনি গোপনারী[১৫] করিল মঙ্গল সজ্জ আওআরি আওআরি[১৬]।
খচিল পাটের চান্দো[১৭] দোলে জঅমালা থাপিল মঙ্গলঘট আরোপিল কলা।
নানা গন্ধে আমোদিত করিল দুআরা চারি[১৮] দিগে লাম্বে[১৯] মণি[২০] মুকুতার ঝারা।
খুরি পুরি চন্দন তবক[২১] ভরি মালে[২২] কর্পূর তাম্বূল আর সুবাসিত[২৩] জলে।
হেন নানা উপহার দুআরে দুআরে গোকুলনাগরী সব[২৪] কানু-অনুসারে[২৫]।
জে দুআরে তিলেক[২৬] দাণ্ডাএ গোপীরাএ সে দুআরে বৈকুণ্ঠ-অধিক প্রতিভাএ[২৭]।
অঙ্গ পরশিঞা গোপী দেই গন্ধমালা জথাবিধি ব্যবহারে করে নন্দবালা।
জে দুআর ছাড়ে কৃষ্ণ সে থান আন্ধারে[২৮] দিঅড়ি ঘুচিল[২৯] জেন ঘোর[৩০] অন্ধকারে।
এই মতে সুখ ভুঞ্জে দুআরে দুআরে বৃন্দাবন দেখি বুলে নন্দের কুমারে।
কৃষ্ণের গমন-বেশ শুনি গোপনারী কাহার শকতি কারে রহাইতে[৩১] পারি।
পুছিতে উত্তর দিতে কেহো নাহি রহে কেহো গুরুজনের অবধি নাহি সহে।
স্বামী-পরিষণে[৩২] কেহো কাঁসা পেলি ধাএ কেহো কেহো বিনি পাখে উড়িবারে[৩৩] চাহে।

১ পা উপহার-দ্রব্য ২ ক.গ -সভে ৩ ক.গ সুবন্নালে, এ সম্বন্ধে ৪ পা সুবরনে বেসে, ক.খ বেঢ়িল ৫ পা মাঝে সব ৬ পা অবতরে, এ দেখি সশোধরে ৭ পা মথ ৮ পা ঠানকী ৯ পা হাথে ১০ ঐ বাথে ১১ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ১২ পা -বর ১৩ পা বর্ষনে ১৪ এ গান্ধার ১৫ ক.খ -জনে ১৬ ঐ বিবিধ বিধানে ১৭ ক.গ চাদুয়া থাঁচে, ক.খ চান্দা ১৮ পা তারি ১৯ পা নামে ২০ ক.গ নানা ২১ পা ভতবক ২২ পা মালা ২৩ পা সুভাসিত ২৪ এ সুজল নারির মন ২৫ পা অসারি ২৬ পা ক্ষেনেক ২৭ ক.গ -পাএ ২৮ ক.গ আসারে ২৯ ক.গ দেউটী ঘুচিলে, এ দিয়টি ছাড়িয়ে ৩০ ক.গ হয় ৩১ এ তারে রহাবারে ৩২ পা পরসনে ৩৩ এ বিনি পথে তপা উত্তরিতে

কাহার ছিন্দিল হার রহিঞা না লেই[১] খসিল বসন কেহো মন নাহী দেই।
হেনমতে আগু পাছু কেহো নাহি গণি প্রাণপণে ধাঞা জাঅ জথা[২] কৃষ্ণ শুনি[৩]।
একে সে অবলা আরে উচ্চকুচ-ভরে তনুমাঝে ভঙ্গভএ[৪] চলিতে না পারে।
আর তাহে ধাধসে[৫] বান্ধিল দুই পাএ কেমনে গোপিনী সব চলিব ত্বরাএ[৬]।
জত জত ত্বরাএ চলিতে ধাঞা চাহে[৭] তভু মন্দ মন্দ বহি না উপাড়ে[৮] পাএ।
আপন জৌবন গোপী দুখ করি মানে সমএ সম্পদ হএ[৯] বিপদ-সমানে।
আনেক জতনে জবে গেলা গোপনারী কৃষ্ণের নিকটে ডাণ্ডাইলা সারি সারি।
নানা ভাব-রতনে[১০] সাজিঞা রূপডালি গোপীজন মেলিঞা ভেটিল বনমালী।
জার জতেক আছিল বিদগদপনা নাগরশেখর-ঠাঞি পরিখে আপনা।
সভার মনের অনুরূপ[১১] গোবিন্দাই নআন-ভঙ্গিমে[১২] মন হরিল[১৩] তথাঞি।
এক কৃষ্ণ সব[১৪] গোপীর পুরে অভিলাসে[১৫] এক চান্দে লাখ[১৬] জেন কুমুদ প্রকাশে[১৭]।
চারি দিগে গোপীমুখ ঝলমল[১৮] করে মদনে পাতিল জেন চান্দের পসারে।
অপরূপ গোকুল চান্দের অবতারে[১৯] এক চান্দে চৌদিশ[২০] অশেষ[২১] রূপ ধরে।
পিঅল[২২] গোপীর মন[২৩] রঞ্জিল পুরজনে মলিন করিল কংসাসুর-পুরীজনে[২৪]।
বিস্মঅ[২৫] কইল সব মুনির[২৬] হৃদএ হেন লীলা অবতরে[২৭] নন্দের তনএ।
দেখিঞা[২৮] কৃষ্ণের রূপ কুল-বহুআরি[২৯] সাত পাঁচ করি[৩০] মনে ধরিতে না পারি[৩১]।
কেহো[৩২] বলে কুল করি[৩৩] সৃজিল কোন বিধি[৩৪] সে কারণে হাথে হাথে হারাইল নিধি[৩৫]।
কেহো বোলে জবে লোকলাজ ভঅ নহে এখুনি গোড়াও পাছু সব পেলি দহে।
কেহো বলে কি রূপ দেখিলু দামোদরে[৩৬] সেই[৩৭] হইতে প্রাণ মোর কেন জানি করে।
কেহো বলে ঘর জাইতে না উপড়ে পাঅ[৩৮] না জানিএ কেমন কেমন করে গাঅ।

১ পা নেই ২ এ কথা ৩ পা শুনে ৪ পা ভঙ্গএ, এ ভঙ্গভরে ৫ ক. খ ধাধাস, ক. গ ধাধসী ৬ এ গাএ, ক. গ ধুলায় ৭ পা চাহে ধাঞা ৮ ক. গ উপড়য়ে, ক. গ বই না উপরে, এ তত তত মন্দ রহিলা উপড়ে ৯ পা হায় ১০ এ রত্ন অভরণে ১১ পা অনু- ১২ এ ভঙ্গিমাতে ১৩ পা পুরিল ১৪ পা সকল ১৫ পা মন পুরে আষে ১৬ পা চান্দ লখি ১৭ এ চন্দ্র লক্ষ চকোরের জেন পুরে আস ১৮ পা ছল- ১৯ পা অবতার ২০ এ চতুর্দ্দিগে ২১ পা জষে ২২ ক. গ পুরিল ২৩ পা মুখ ২৪ পা -পুর ২৫ পা বিষাদ ২৬ ঐ করিল সব মণি হৃদএ ২৭ পা অবতার ২৮ ক. খ, এ শুনিঞা ২৯ পা কুলের বআরি, এ কুলের বৌহারি ৩০ পা করে ৩১ পা পারে ৩২ ঐ -র ৩৩ এ কুলবতি ৩৪ পা বিধাতা ৩৫ ঐ বিধি ৩৬ পা-এ নাই ৩৭ পা কেহো বলে- ৩৮ এ নাহি উঠে গা

কেহো বলে জে হউ সে হউ পরিবাদে[১] সে কানুর পদ না ছাড়িব পরমাদে।
কেহো বলে এ জনমে এহো[২] তপ করি নুপুর হইঞা থাকি দুই পাএ ধরি[৩]।
কেহো বলে ভাল জীএ তার সঙ্গিজনে কানুসঙ্গে নানা রঙ্গে বঞ্চে[৪] রাতি দিনে।
হেন[৫], নানা অনুমানি জত[৬] গোপনারী ঠাই ঠাই ঘাটে বাটে করেন্ত[৭] উসারী।
কেহো বলে মো দেখি চাহিল মুখ তুলি কেহো বলে মো দেখি কত করিল ঢামালী।
কেহো বলে ঘন ঘন মোর মুখ চাহে কেহো বলে মো দেখি মুচুকি হাসি রহে।
কোহো বোলে এক্কু মোর মুখানি[৮] নেহালে মো দগধি[৯] লোকলাজে না চাহিলো ভেলে[১০]
কেহো বোলে ঘনে ঘনে আড়াক্ষেহো[১১] মোরে সরবস লঞা জেন উলটি[১২] বিন্ধে চোরে।
হেনমতে কৃষ্ণগুণ করি অবলম্বে[১৩] সভে মেলি ঘর জাএ[১৪] বিলম্বে বিলম্বে[১৫]।
এথাতে[১৬] বিকল কৃষ্ণ[১৭] গোপিকার গুণে বিষাইল কাণ্ডে[১৮] জেন ঝুমিল[১৯] হরিণে।
রৌদ্রে নালিতা[২০] জেন আলাইল[২১] তনু ক্ষেণে ক্ষেণে চমকি চমকি উঠে কানু।
নগর-উপান্তে কেলি-কদম্বের তলে শ্রমভরে শিশুসঙ্গে[২২] বসিলা গোপালে[২৩]।
নির্মল ফটিকে বান্ধা বিচিত্র তরুমূলে[২৪] দক্ষিণ পবন বহে সুগন্ধি শীতলে।
শ্রবণমধুর আর[২৫] ভ্রমরঝঙ্কারে ফুলবাসে[২৬] দশ দিগ করিল উভারে[২৭]।
স্থল পরশিতে সভে পাসরিল শ্রমে[২৮] একলা রসিক কানু জলএ[২৯] মরমে।
বাহিরে সমুদ্র হেন[৩০] দেখিএ গভীরে তুষের আনল জেন পোড়এ[৩১] অন্তরে।
শ্রম[৩২] বলি জেবা করে বাহির[৩৩] উপচারে কুমারের পুনি[৩৪] জেন অধিক বিথারে[৩৫]।
কৃষ্ণের মরম জানি[৩৬] নিজ পরিজনে[৩৭] করিল সঙ্গীত-আলাপ বিবিধবিধানে[৩৮]।[৩৯]
ইন্দ্রের আটোপে বসি রহে গোপীরাএ কেহো খেলে কেহো বাএ কেহো নাচে গাএ।
একে সে বসন্ত তাহে দিন-অবসানে তাহে নৃত্য গীত বাদ্য বিবিধ বিধানে।
আর তাহে[৪০] রসিকশেখরগুরু-সঙ্গে[৪১] নানা সুখ অনুভএ নানারস-রঙ্গে[৪২]।

১ পা অফরাধে ২ এ, ক. গ হেন ৩ এ ভরি ৪ পা থাকে ৫ পা এত ৬ এ সব ৭ ক. গ করিল সাধ ৮ ঐ এক দৃষ্টে মুখ মোর ৯ পা দদ্ধি ১০ এ তারে ১১ ঐ উলটি চাহে ১২ পা মোজাটে ১৩ পা অলম্বে ১৪ পা ঘর জাই সভে তবে ১৫ এ গেলেন সানন্দে ১৬ পা -সে ১৭ এ হরি ১৮ পা কান্তি ১৯ এ বিন্ধিল, পা ঝিল ২০ এ নবনি ২১ পা আওাইল ২২ ক. গ হেন মানি ২৩ পা-এ নাই ২৪ পা-এ নাই ২৫ এ তাহার কুসুমে কত ২৬ ক. গ -বানে, এ পুষ্প- ২৭ এ আমোদিত করে ২৮ পা শ্রম ২৯ পা পোড়এ ৩০ পা জেন, এ স্বতন্ত্র কৃষ্ণ ৩১ ক. গ জলএ ৩২ পা ভ্রম ৩৩ এ বিরহ ৩৪ ক. গ পুয়াণি ৩৫ ঐ উথলে ৩৬ এ বুঝি ৩৭ ঐ পরিজন ৩৮ এ -সুতানে ৩৯ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ৪০ পা ত সে ৪১ পা দামোদরে ৪২ ঐ অনুভয়ে কদম্বের তলে

গোপালবিজএ দেখ গোপাল-পআন   শ্রবণ সফল কর জুড়াহ্ন পরাণ।
কহে কবিশেখর না করিহ হেলা[১]   বৃন্দাবন-চান্দ ভেটিবার এই বেলা ॥[২]

॥ ধানসী[৩] ॥

এথা হেন নানা[৪] রসে বইসে[৫] জদুরাএ   গোপীগণ মেলি[৬] ওঁথা করেন্ত[৭] সমাএ[৮]।
সহজে স্বতন্তর গোআলার নারী   ঘরে গুরুজনে[৯] তৃণবুদ্ধি নাহি করি[১০]।
আর তাহে ছল পাইল মদন-উছবে[১১]   বিনি মধুপানে জেন[১২] মাতিঞা গেল[১৩] সভে।
পথে কৃষ্ণকথা শুনি রাধিকা সুন্দরী   করিতে লাগিল বেশ মনোহর করি[১৪]।
ঝলক-দাপুনি হাথে বসি বেশ-ঘরে[১৫]   মরমের সখী সব নানা বেশ করে[১৬]।
জেন জেন বেশ ভালবাসে গোপী[১৭]-রাএ   দাপুনি[১৮] দেখিঞা[১৯] তেন সুবেশ করাএ[২০]।
কানড়ছান্দে খোঁপা বান্ধে নাড়িঞা ঝাড়িঞা   তাহে মালতীর মালা বান্ধিল বেঢ়িঞা।
খোপাএ[২১] মালতীমালা দেখিএ[২২] সুছান্দে   রাহু জেন বাহু পসারিল বাল[২৩]-চান্দে।
সীঁথাএ সিন্দুররেখা শোভে কেশপাশে   নবঘন-মাঝে[২৪] জেন বিজলি পরকাশে[২৫]।
কিবা নব রবিকরে বেঢ়িল[২৬] আন্ধারে   কি আতি[২৭] কানুর প্রেম উথলিঞা[২৮] পরে।
ললাটে সিন্দুর তাহে চন্দনের রেখা   জেন কুহুনিশি[২৯]-শশী দিনকরে দেখা।
ললাটে তিলকরেখা জেন[৩০] মৃগমদে   জেন বিধি কলঙ্কিত কৈল আধচান্দে।[৩১]
সুললিত অলকে মধুর মুখ শোভে   অলিকুল কমলে বেঢ়িল মধুলোভে।
ললাটে চন্দন আর অপাঙ্গ দীর্ঘ রেখা   কমলের বাসে জেন ধাএ ভৃঙ্গকুল-সখা।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে হীরাধর কড়ি   আর তাহে[৩২] মাঝে মাঝে মণি আছে[৩৩] বেঢ়ি[৩৪]।
বাহিতে চাবুকি[৩৫] তাড়[৩৬] নাগরপোড়নি   তাহে ঝলমল করে নবগ্রহ-মণি।
দুই বাহে[৩৭] শোভে দুই সুবর্ণ[৩৮] বাহুটী[৩৯]   জাহার খিচনি মণি হীরা পাটী পাটী[৪০]।

১ এ, ক. গ কর অবহেলা ২ অতঃপর পা-এর অতিরিক্ত, ইতি বেষ এবং এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি বনপুরীভ্রমণ ৩ পা-এ নাই ৪ পা-এ নাই ৫ ক. খ ওথা নানা রসবসে দেব ৬ পা ন মেলিও াকে ৭ ক. খ করন্তি ৮ এ, ক. খ সম্বাএ ৯ পা গুরুজ ১০ পা করে ১১ ক. গ উৎসবে ১২ পা সে ১৩ এ মাতিলেন ১৪ পা পাতি ১৫ ক. খ, ক. গ করি ১৬ ক. গ করি ১৭ এ বন্ধু- ১৮ পা দর্পন ১৯ এ বাছিঞা ২০ পা ধরায় ২১ এ মাথাতে ২২ পা দেখিতে ২৩ ঐ শিশু ২৪ এ, ক. খ জলধরে ২৫ ঐ বিদ্যুৎ প্রকাশে ২৬ পা কোলে বেড়ি ২৭ ঐ জানি ২৮ ক. গ উছলিঞা ২৯ পা কুহু ৩০ এ, ক. গ কৈল ৩১ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ৩২ এ তার, ক. খ কত ৩৩ ক. গ কর্ণ অভরন তাহে ৩৪ পা কর্ণ বেড়ী কত অভরনে ৩৫ এ ভুজে ত চাবুকা ৩৬ ক. গ, এ টাড় ৩৭ পা পায়ে ৩৮ এ, ক. গ সোনার ৩৯ পা বাউটী ৪০ পা পাট

সুরঙ্গ[১] পাটের থোপা বাহিটে[২] দোপাশে   বামকর কঙ্কণ[৩] মুদড়ী পরকাশে।
কুচের উপরে শোভে মুকুতার ঝারা   সুমেরুশিখরে জেন সুরেশ্বরীধারা।
কেশরী-সোঁসরি[৪] মাঝা মুটুকে[৫] লুকাএ   সুরঙ্গ কিঙ্কিণি[৬] নীবিবন্ধ বান্ধে তাএ।
রতন মঞ্জির[৭] দুই পাএ ভাল সাজে   বিজ্ঞঅডিণ্ডিম বাজে কমলসমাজে।
আলতার রঞ্জিল[৮] নখ দেখি আন ভাঁতি   সিন্দুরে রঞ্জিত[৯] জেন মুকুতার পাতি।
হেন নানা বেশ করি রাধিকা সুন্দরী   ঝলক-দাপুনি মুখ দেখি আঁখি ভরি[১০]।
রূপ দেখি সখীরে[১১] শুধাএ বারে বারে   মো দেখি পড়িহে ভোল রসিকশেখরে[১২]।
হেন সব পরিহাস করিঞা সে রাই   আপনাকে[১৩] অধিক সাজিল সব সই।
ডাকিঞা আনিল সব সই[১৪] সাঙ্গাতিনী   সব সখী দেখি জেন স্বর্গের নাচনী।
সভে দাণ্ডাইলা জবে রাধিকার পাশে[১৫]   কার রূপ জৌবন না জানি একুই[১৬] বএসে[১৭]।
দাসীগণ-হাথে সব পুজা[১৮]-উপহারে   গন্ধ মাল্য ধুপ দীপ নৈবেদ্য আপারে।
না বলিতে আগুসরি[১৯] চলিলা বড়াই   তার রূপ গুণের অবধি কিছু নাই[২০]।
ধবল কেশের মাঝে সিন্দুর উজ্জলে   ফুটিল কাশিআ বন[২১] জলন্ত আনলে।
পরমজতনে যদি সর্বাঙ্গ নেহালি   কোথাও না দেখি কাচ[২২] লোম এক পাড়ি।[২৩]
কোটরের পেঁচা জেন চঞ্চল নঅনে   ধবার উনান জেন নাকের পাতনে।
পুরন[২৪] গড়ুই[২৫] জেন শ্যামল অধরে   রসুনের গজা[২৬] জেন দশনশিখরে।
সদাই সে মুখে[২৭] বান্ধিঞাছে কাষ্ঠ হাসি   ছুতাহাড়ি-মাঝে[২৮] জেন চুন জাএ ভাসি[২৯]।
আকার দেখিএ লোকের ঠার জড় করে[৩০]   কথাএ মইল কাম জাআবাকে[৩১] পারে।
বৃদ্ধ বানরীর সম লাম্বএ[৩২] পওধরে.   উট-সম ক্ষীণ মাঝা চলন সুন্দরে।
তাহে নীল পাটশাটি পড়ে বেড়া দিঞা[৩৩]   জেন অন্ধকারে রহে[৩৪] পিচাশী বেঢ়িঞা[৩৫]।
চলিতে সর্বাঙ্গ লোলে[৩৬] ঠাই ঠাই কাসি   তা দেখিঞা চিতার মড়াকে[৩৭] উঠে হাসি।

১ পা সুবর্ণ ২ ক.গ বালুড়ি, এ বাহু ৩ এ রতন, ক.গ বাম পাশে রতন ৪ ক.গ সুসেরি ৫ এ মুটেত, ক.গ মাঝে মুটিএ ৬ পা সুন্দর সিন্দুরি ৭ পা গুনাদ নুপুর ৮ এ, পা রঞ্জিত ৯ ক.খ, এ মণ্ডিত ১০ পা দেখে আলখিতে ১১ পা সইরে ১২ পা নন্দের কুমারে ১৩ ঐ আপনারে ১৪ ক.খ, এ সখী ১৫ পা, এ নিকটে ১৬ পা এক ১৭ ঐ বটে ১৮ এ দিল পুষ্প ১৯ পা সব আগে ২০ ঐ কী কহিব বড়াঞি ২১ এ, ক গ কাসির, পা জেন ২২ এ, ক.খ পাকা ২৩ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ২৪ এ পুরিল ২৫ এ গড়ুই ২৬ ঐ অসুনের গেঁজা ২৭ ক.গ মুখানিতে, পা -জেন ২৮ পা মুখে ২৯ পা ভাসী ৩০ এ ঠাড়া জর আসি ৩১ পা জীআইতে ৩২ এ লম্ব ৩৩ পা সাড়ি বেড়া দিঞা পরে ৩৪ পা থাকে ৩৫ পা, এ বসিঞা ৩৬ ক.গ ঢুলে, এ দোলে ৩৭ পা মড়াএ

হেন রূপে[১] আগু[২] জাই প্রাণের বড়াই   জেন মূর্তিমান হাস্য[৩] ভূমিতে বেড়াই।
তার পাছে চলিলা সে রাধিকা সুন্দরী   তার পাছে সখী সব জাএ সারি সারি।
সারি বান্ধি বৃন্দাবনে বাটে[৪] ভাল সাজে   জেন রাজ[৫]-হংস-সারি জাএ[৬] নদী-মাঝে।
তবে কথো দুরে কেলি-কদম্বের মূলে[৭]   দেখিল কৌতুকে বসি আছেন গোপালে।
তা দেখিঞা বড়াই[৮] উলটি রহে[৯] পথে   সব নারী সত্তর করিল ভাল[১০] মতে।
জেবা জত বিধি[১১] জানে বিদগধ কলা   সব মনে মনে অনুমানে[১২] ব্রজবালা।
আখির বিষঅ[১৩] জবে হইলা গোপালে   গোপীগণ চারিপানে ভাব উভারে[১৪]।
একে সে জুবতীজন[১৫] আরে মধুমাসে   আরে সে রসিকচূড়া[১৬]-মণি[১৭] কানু পাশে।
এত অবসর বুঝি চতুর[১৮] কামদেবে   গোপীভাব[১৯] উপহারে[২০] গোবিন্দাই সেবে।
সবে দুই আখি কৃষ্ণ লাখ গোপীজনে   ভ্রমরজুগল কিবা পড়িল পদ্ম[২১]-বনে।
ঢাকিল বসন কেহো ঢাকে বারে বারে   আপন মুখের শোভা দেখাএ প্রকারে[২২]।
আড়াক্ষে আড়াক্ষে কেহো কানুরূপ পিএ   কানু তা[২৩] দেখিলে লাজে পরাণে না[২৪] জীএ।
কাহো দেখি বিহুসি বিহুসি[২৫] মুখ মোড়ে   আকর্ণ পুরিঞা কি কটাক্ষবাণ জোড়ে।
কেহো আধ বদনে বসন দিঞা হাসে   কেহো কেহো উচ্চতর ছাড়এ নিঃশ্বাসে[২৬]।
বাম তর্জনী কেহো[২৭] চিবুকে জুড়িঞা   তেরছ নঅনে[২৮] জাএ কানু[২৯] নেহালিঞা।
সমুখ দশনে[৩০] কেহো চাপিঞা অধরে   কানুপানে চাহি চাহে নিজ পওধরে[৩১]।[৩২]
ঘূর্ণিতলোচনে[৩৩] কেহো কান কাণ্ডুআএ[৩৪]   কেহো অঙ্গ মুড়এ কেহো কর মটকাএ।
কেহো আবরিল কুচ আবরে[৩৫] আচলে   বাহু পসারিঞা দরিশাএ ভুজমূলে।
কেহো কানুপানে চাহি আতি-লাজাউলি   আবরিল কুচমূল জাতে বেরি বেরি।
কেহো কানু দেখি পেলে মুখের তাম্বুলে   হাসিঞা হাসিঞা কেহো দেখে ভুজমূলে।
কেহো এক নীবিবন্ধ বান্ধে কত বারে[৩৬]   কেহো পাও[৩৭] দুই চলি[৩৮] চলিতে না পারে।

১ এ মতে   ২ পা আগে   ৩ এ মুর্ত্তি হাস্যরস, পা মুর্ত্তি হাস্য   ৪ পা বাট   ৫ পা-এ নাই   ৬ ক. গ রাজহংস সারি দিঞা জেন   ৭ ক. খ, এ তলে   ৮ পা বহড়াই   ৯ ঐ রহিলা সেই, পা রহি   ১০ এ হেন   ১১ পা-এ নাই   ১২ ক. গ করি তাহা, এ মনে অনুমান করে   ১৩ পা নিমেষ   ১৪ ঐ ভাব্ব উভএ চারিপানে, এ তাবত ভাবএ চারিপানে   ১৫ এ নব যুবতি   ১৬ পা -গুরু   ১৭ এ -শেখর   ১৮ পা -যে   ১৯ ক. গ -সব   ২০ এ উপরে   ২১ পা বৃন্দা-   ২২ ক. গ পরকারে   ২৩ পা-এ নাই   ২৪ পা প্রাণে নাহী   ২৫ ঐ কী মুচুকি হাসি   ২৬ এ, ক. গ নয়নভঙ্গিএ সব হৃদয় প্রকাসে   ২৭ এ কার   ২৮ পা -কেহো   ২৯ পা কানুকে   ৩০ এ, পা দর্পনে, ক. গ সে মুখ-   ৩১ এ আপন কুচ পরে   ৩২ পরবর্তী চারি ছত্র পা-এ নাই   ৩৩ ক. খ, এ নয়ানে   ৩৪ ঐ খুজুলাএ   ৩৫ ক. খ, এ নেতের   ৩৬ পা বার   ৩৭ এ পদ   ৩৮ পা রহি

কেহো নুপুরাদি সজ্জ করিবার ছলে অধোমুখে রহি[১] রহি কাহ্নাঞি[২] নেহালে।
কেহো পাছু সখীজন ডাকিবার মনে[৩] উলটিঞা কানু চাহি দেই হাথসানে[৪]।
সে বেলে দখিন বাউ[৫] কৈল বড়[৬]কাজে প্রতি-অঙ্গ দেখাইল গোপীর[৭] সমাজে।
পাতল-বসন আরে[৮] বসন্তের বাএ[৯] সম্বরিতে জত চাহে সম্বরিল নহে[১০]।
এদিগে ধরিতে চীর[১১] উদিগে[১২] উদাসে সঙ্গি[১৩]-জন বিমুখ কাহ্নাঞি মনে হাসে[১৪]।
পবনে উদাস কুচ ভুজে জাতি রহে মৃণালে মুড়িল[১৫] নহে সুমেরু[১৬] লুকাএ।
হেন লাজ-সাগরে পড়িলা গোপ[১৭]-নারী বসিঞা কৌতুকে একা দেখএ[১৮] শ্রীহরি।
তবে গোপজুবতী পবঁনে ভরছিঞা[১৯] আনেক জতনে গেলা কানু এড়াইঞা।
কেহো বাউ নিন্দে কেহো[২০] বন্দে ভালমতে ভাল হইল[২১]এরূপ দেখিল নন্দসুতে।
কেহো বোলে কোন ক্ষেণে বাড়াইল পাএ আচম্বিতে কানাঞি দেখিল সব গাএ।
কেহো বলে যদি আড়ে নাহি রহিতাঙ[২২] তেন লাজে আরখানিকে আমি[২৩] মরিথাঙ
হেনমতে হাসিঞা[২৪] নানা কথা কহি উপবন পরবেশ কৈল[২৫] সব সহি।
আগু সে বড়াই জাঅ পথ দেখাইঞা মদনমণ্ডপ-কাছে উত্তরিল গিঞা।
মাধবীলতার তলে পাতিল আসনে রাধা বেড়িঞা বসিলা[২৬] সকল সখীগণে[২৭]।
কৃষ্ণভাবে অন্তরে বেথিত সব সখী কেহো না প্রকাশে কিছু বড়াই আপেখি[২৮]।
বুঝিঞা রাধিকা ডাকি আনিল বড়াই পরম সম্ভ্রমে কিছু বুইল তার ঠাই।
সকল সম্পূর্ণ আছে পুজা-উপহারে সবে না দেখিএ একা ব্রাহ্মণকুমারে।
চল জাহ সত্তরে আনহ এক জনে জেবা জানে মদনপুজার বিধানে[২৯]।
হেন বোল বুলি জদি[৩০] পাঠাইল তারে সব সখী হাসিঞা বাখানে রাধারে[৩১]।
অসঙ্কোচে সভেঞি কানুর কথা কঅ কহিতে কহিতে গোপী না জানি কি হঅ[৩২]।
রাধিকাসুন্দরী-কথা কহনে না জাএ কালকূটবিষে জেন জারিলেক গাএ।
দুই আখি বুজি রহে গ্রীবা নাহি তোলে লোহের হিল্লোলে সব ভিজিল নিচোলে।

১ এ করি ২ পা কানাঞি ৩ পা -গণ অবধি করিঞা ৪ ঐ রহে পথে কানু নেহালিঞা ৫ ক.গ বাহু ৬ এ, ক.গ কৃষ্ণ ৭ ঐ গোপিনি ৮ পা আর ৯ ঐ বাঅ ১০ পা কত চাই-, ক.গ সম্বর না জাএ ১১ পা-এ নাই ১২ পা ওদিক ১৩ ক.গ সখি- ১৪ পা হানে ১৫ এ মুড়িঞা দিলে, ক.গ ঢাকিলে ১৬ পা -না ১৭ পা রাধা- ১৮ পা দেখেন ১৯ ঐ ভর্ছিঞা ২০ ক.গ মনে ২১ এ কেহো বোলে ২২ পা বা জবে আমী আড়ে না থাকিথাঙ ২৩ পা-এ নাই ২৪ পা -বসিলা ২৫ পা প্রবেসিল ২৬ এ বেড়ি রহিলা ২৭ পা নারী- ২৮ এ কারে বড়াইরে উচাহি, ক.গ অপেখি ২৯ পা অন্বেষণে, ক.গ প্রয়োজনে ৩০ পা জবে ৩১. এ, ক.গ রাধিকারে ৩২ পা হেন-

এক সখী সম্ভ্রমে তুলিল[১] নিঞা কোলে   জত পুছি কার বোলে[২] কিছু নাহি বোলে।
কদম্বকলিকা-সম পুলকিত গাএ[৩]   খেনে খেনে[৪] চমকি চমকি উঠি জাএ[৫]।
খেনে হরি হরি[৬] করি ছাড়এ নিঃশ্বাসে   সখীজন সম্ভ্রমে বেঢ়িল চারি পাশে[৭]।
সব সঙ্গিজনে কহে[৮] সানে[৯] সানে কথা   কৃষ্ণনাম শুনিলে বাঢ়এ[১০] দুক্ষ বেথা।[১১]
কহে কবিশেখর রাধার অভিসার   জা শুনিলে ঘরে পাই নন্দের কুমার[১২]॥

হেন নানা মনে[১৩] এথা আছে গোপনারী   রাধারূপ দেখি হোথা বিকল মুরারি[১৪]।
আপনাকে আপুনি আথির হেন জানি[১৫]   বচনপ্রবন্ধে সভা দিলেন মেলানি।
পরিজনবচন ঝগড়[১৬] জেন[১৭]মানে   সে সব বিসঅসুখ বিষের সমানে।
শ্রীদাম-আদি করি[১৮] জত নিজ জনে[১৯]   সেই সব পরিছেদে[২০] রহিলা সেই থানে।
হাথসানে সব সঙ্গিজন[২১] করে থির   ইষ্টসম্ভাষা-ছলে[২২] হইলা বাহির।
জে দিগে জে দিগে চাহে কমললোচনে   সে দিগে[২৩] রাধিকামঅ দেখে ত্রিভুবনে।
হৃদঅ-বেথিত কৃষ্ণ কিছু নাহি বাসে[২৪]   পরাণ না ধরে একু রাধা-অভিলাসে[২৫]।
গোপীজনচরণের[২৬] চিহ্ন[২৭]-অনুসারে   উপবন প্রবেশিলা নন্দের কুমারে।
গোপীজন-পদচিহ্ন শোভে ভাল বাটে   মদনে পাতিল জেন কমলের[২৮] হাটে।
পথে[২৯] জাইতে কানাঞি দেখিল কথো দুরে[৩০]   এক গোপী বসি আছে কদম্বের তলে।
শ্রমেতে আকুলী[৩১] রামা চলিতে না পারে   শীতল ছাআএ বসি চৌদিগ নেহালে।
আচম্বিতে দুই আখি হইল পরিচএ   চকোর মাতিল জেন চান্দের উদএ।
দোহো দেখি দোহো[৩২] সব শ্রম পাসরিল   দোহার হৃদএ[৩৩] বড় সম্ভ্রম লাগিল।
কৃষ্ণ বোলে ভাবিতে ভাবিতে রাধা দেখি   মিছা দেখি কদম্ব-তলাতে চন্দ্রমুখী।
গোপী বলে[৩৪] মিছা কৃষ্ণ দেখিএ সমুখে   অন্যথা সে প্রভু[৩৫] আসিবা কোন[৩৬] সুখে।

১ পা ধরিঞা, ক গ সোআইল ২ পা বো ৩ পা অঙ্গে ৪ ঐ অনক্ষণ ৫ পা উঠে গায় ৬ ঐ -ধ্বনি ৭ পা -ভিত ৮ এ করে ৯ ক.গ আনে ১০ এ শুনিতে উঠএ ১১ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ১২ ক.গ অভিসার না করে সংসার ১৩ এ মতে ১৪ এ শ্রীহরি ১৫ ঐ অস্থির করি মানি ১৬ ক গ ঝগড়া ১৭ এ করি, পা হেন ১৮ পা-এ নাই ১৯ পা পুর-, ক.গ বন্ধু- ২০ ক.গ পরিচ্ছদে ২১ পা সব- ২২ ঐ -সম্ভাসা ছলের ২৩ পা চাহিতে ২৪ এ জানে, পা মানে ২৫ পা রাধিকাদর্শনে ২৬ পা চরণ ২৭ ঐ চিহ্নের ২৮ এ চন্দ্রমার ২৯ ক.গ জাইতে ৩০ পা কথো দূরে দেখিল কানাঞি ৩১ ঐ শ্রমে ব্যাকুল ৩২ ক.গ দুহে ৩৩ পা মনের ৩৪ পা -যে ৩৫ ক.গ একা ৩৬ ঐ কি

হেনমতে পথে দুহে নানা[১] অনুমানি নিকটে দোহারে দোহে কহে[২] প্রিঅবাণী।[৩]
কৃষ্ণ বোলে আল[৪] গোপী হেন রূপ ধরি তো হেন সুন্দরী[৫] কেহে[৬] পথে একেশ্বরী।
গোপী বলে থাকি বা না থাকি একেশ্বরী তুহ্মি[৭] বা কি আহ্মার[৮] তাহার অধিকারী।
জদি বোল তোহ্মাতে[৯] আছএ অধিকার নহে বা[১০] দেখিলে পুছি আছে ব্যবহার[১১]।[১২]
কহিতে চতুর হেন বাস আপনারে গা-হিল গা-হিল বোল এবা কি[১৩] বেভারে।
কৃষ্ণ বলে দেখিলে পুছিএ হেন আছে তোহ্মা হেন কেবা আছে বোলে বোল বাছে।
বাছি বা না বাছি বোল কি[১৪] তোহ্মার[১৫] দাএ অবলা বোলাঞা লোক কিবা[১৬] সুখ পাএ।
কৃষ্ণ বোলে কোপ কেহ্নে[১৭] কর গোপনারী কহিলে কি অপচঅ হইছে তোহ্মারি[১৮]।
চল হের আছিদর[১৯] না পাত ঢামালী তোহ্মা হেন নহো মুঞি অবলা গোআলী।
কৃষ্ণ বোলে তুহ্মি[২০] জেন আহ্মি[২১] ভালে জানি পুছিলে উত্তর দেই ইন্দ্রের ইন্দ্রানী।
হেন জবে পুছ কানু[২২] সব কথা কহি[২৩] রাধিকার সখী আমি জাই তার ঠাই।
রাধিকার নাম শুনি নন্দের কুমারে[২৪] কহিল[২৫] কাহিনী জে[২৬] শোধাএ বারে বারে।
কাহার কথাএ কার মন নাহি পুরে না[২৭] জানিএ অবধি পাইএ[২৮] কত দুরে।
শুনিতে শুনিতে কৃষ্ণের বাঢ়ে কাম-বেথা হৃদএ কাতর হঞা কহে সব[২৯] কথা।
শুন শুন সখি মোর কাজের বিতানে[৩০] তারে সে বলিএ[৩১] জে পরের দুখ[৩২] জানে।
জনম গোঙাঞি[৩৩] জবে খলের সংহতি তভোঁ[৩৪] তার কিছু বুঝিল নহে[৩৫] মতি।
সুজনের সঙ্গে জার তিলেক[৩৬] প্রীত[৩৭] হএ আজনম এক করি জানএ হৃদএ।
হের চাহ সুন্দরী মো পড়হুঁ তোর পাএ[৩৮] রাধিকা মানাঞ[৩৯] দেখি কহ না উপাএ[৪০]।
ধন বল পরেশপাথর-আদি[৪১] দিব স্নেহে বল এ জনমে[৪২] তোহ্মারে[৪৩] বিচিব[৪৪]।
আহ্মা[৪৫]-সনে নেহে জত উপজিব সুখে সে সব কহিতে[৪৬] মোর না উচ্চরে[৪৭] মুখে।

---

১ পা হেনমতে নানা দোহে পথে ২ পা পুছে ৩ অতঃপর এ-পুথির অতিরিক্ত, উর্ত্তর প্রত্যুত্তর ৪ এ পুছেন অহে ৫ ক.গ যুবতি ৬ পা কেনে ৭ পা তুমি ৮ পা আমার ৯ ঐ তোমাতে ১০ এ নহিলে ১১ পা আছএ লোকাচার ১২ পরবর্তী ছয় ছত্র পা-এ নাই ১৩ এ একি ১৪ ঐ কিবা ১৫ ক.গ তোমার ১৬ এ কত ১৭ ক.গ কেনে ১৮ ঐ তোমারি ১৯ ঐ জাহ কানু তুমি ২০ ক.গ তুমি ২১ ঐ আমি ২২ পা তবে ২৩ পা কই ২৪ ঐ নন্দনে ২৫ পা কহিলে ২৬ পা-এ নাই ২৭ পা-এ নাই ২৮ এ থাকএ ২৯ পা কৃষ্ণ ৩০ এ, ক.গ বিথান ৩১ এ কহিএ ৩২ ক.গ দুঃখের দুঃখ, এ বেদন, পা পর- ৩৩ পা গোঙাইল ৩৪ পা তভু ৩৫ পা বুঝিতে নারিল ৩৬ পা-এ নাই ৩৭ ঐ দরশন ৩৮ পা পরহু চরণে ৩৯ ক.গ কেমনে, পা কীরূপে ৪০ পা কহ ত আমারে ৪১ এ, ক.গ আমি ৪২ ক.গ জনম ৪৩ পা তোমারে ৪৪ এ তারে জনমে বেচিব, ক.গ বেচিব ৪৫ পা আমা ৪৬ ঐ কহি ৪৭ এ কিছু না উঠএ

দেখিঞা কৃষ্ণের চাটু গোআলার নারী   হাসিঞা রুসিঞা কহে বোল দুই চারি।
না ধর না ধর হাথে নন্দের তনএ   আহ্মার[১] সব্বনাশ[২] তোহ্মার[৩] বিনএ।
তার[৪] লাগি মিছাই জতন কর মোরে   রাধিকার কথা কারো নহে অগোচরে।
বাপ সুরানন্দ জার[৫] সভার[৬] বিদিত   স্বামী আইআন[৭] বীর জগত-পুজিত।
হেন[৮] সব গুণের দোষের অধিকারী   জাহার বচন কংস পেলিতে[৯] না পারি।
আণ্ডি বকা কেহো[১০] জার ঘর নারে জাইতে   সুরুজেহো জে রাধা না পাএ দেখিতে[১১]।
কোন[১২] মতে না পাইএ[১৩] ছিদ্র-অবসরে   কেনমতে[১৪] মো পুরিঞা করিমু অঙ্গীকারে।
সহজে জাহার[১৫] কথা কহিতে[১৬] না জানি   তাহাক বলিঞা দেখু[১৭] হেন[১৮] সব বাণী।
সে রাধা বিলাসরসে[১৯] শচী উপহাসে   রূপে গুণে লক্ষ্মীরে না করি কিছু বাসে।
ঘৃণাএ আইঅন বীরে কাছ[২০] নাহি জাএ   সে রাধিকা কোন গুণে ভজিব তোহ্মাএ[২১]।
কাচ কাঞ্চনে কভোঁ[২২] না হএ মিলন   লেঅালি[২৩]-দড়িতে নহে[২৪] মুকুতাগাথন[২৫]।
আন নহে সাহস করোঁ[২৬] তোহ্মা[২৭] লাগি   কাজ-ফল না পাইব হইব দোষভাগী[২৮]।
আর তাহে বোল এক[২৯] কহিএ শ্রীহরি   তোহ্মা[৩০]-সনে একত্র রহিতে[৩১] ভঅ করি।
তুহ্মি কিবা জান[৩২] আহ্মি[৩৩] কুলবধুজনে   কিছুই না জানি কার আছএ কিবা[৩৪] মনে।
সহজে কুটীল লোক সমঅ সে ছারে   মিছা সাচ হউ তাহে রহিব খাঁখাঁরে[৩৫]।
লাভকে[৩৬] করিব কাজ মুলে হব বাধ   হেন ছার করমে ডাণ্ডাঞা নাহি সাধ।
না কর জতন হের নন্দের নন্দন   আহ্মা[৩৭] হইতে নহিব এ সব প্রওজন।
এক উপদেশ কহি শুন গোপীরাএ[৩৮]   জবে সে তোহ্মার[৩৯] ভাগ্যবশে ফল পাএ[৪০]।

১ পা আমার ২ ক. গ সর্ব্বস্ব- ৩ ঐ তোমার ৪ এ তাহার ৫ পা জাঅ ৬ পা জগতে ৭ পা আইনাআন ৮ পা খামী ৯ ঐ লংঘিতে ১০ ক. গ অন্য লোক কেহো, এ আপনে পবন ১১ এ চন্দ্র সূর্য্য জে রাধারে না পাএ দেখিবারে, পা দেখিতে না পাএ ১২ পা হেন ১৩ এ দেখিএ ১৪ পা কেমনে ১৫ ঐ তাহার ১৬ পা ঠাই বসিতে ১৭ ক. গ তারে কহিতে পারে, এ তাহারে কে কহিবে ১৮ এ কহেন ১৯ ক. গ বিলাসে হাসে, এ রাধার রূপবেশে ২০ এ, ক. গ পাশ ২১ পা ভজিবে তোমাএ ২২ পা কভূ ২৩ এ লিঅলি, ক. গ বিচালি ২৪ পা কভূ ২৫ এ গ্রন্থন ২৬ পা করিমু, এ করিব ২৭ পা তোমা ২৮ পা -ভারী ২৯ এ তথি ৩০ পা তোমা ৩১ ক. খ, এ থাকিতে ৩২ পা যে ভূমি হে, ক. গ পুরুষ ৩৩ পা আমি ৩৪ পা না জানি কখন কি আছএ কারনে ৩৫ এ লোক দুরাবার, ক. গ মিছা সাঁচা বলু লোকে মুখ দুরাচার, পা কাজে দেষ ভরি- ৩৬ ক. গ লাভেরে ৩৭ পা আমা ৩৮ ঐ নন্দের নন্দনে ৩৯ পা তোমার ৪০ ঐ কহিব তাহারে জদি শুন বচনে

আছএ বড়াই নামে ভার[১]-বৃদ্ধ মাতা[২] সে জে করে খণ্ডিবারে[৩] নারে জে[৪] বিধাতা।
তাহারে মানাইতে জবে পার[৫] কোন পাকে[৬] সফল করিব জে তোহ্মার[৭] মনে থাকে[৮]।
আহ্মিহো আশঅ[৯] জানি[১০] রাধিকার ঠাএ[১১] কহিঞা তোহ্মার[১২] গুণ[১৩] বুঝিব হৃদএ।
জবে কিছু তার বুঝি সরস বেভারে[১৪] তবে মো আঙ্গিঞা[১৫] লব[১৬] সব মোর ভারে।
এতেক উত্তর জবে বুইল[১৭] গোআলিনী হরিষ বিষাদে বেআকুল চক্রপাণি।
বড়াই কিরূপ জানে[১৮] পুছিল কাহ্নাঞি[১৯] সমুখে আসিতে পথে দেখিল বড়াই।
বড়াই দেখিঞা গোপী বড় ভঅ পাই[২০] আঙ্গুলি[২১] দেখাঞা আড়ে[২২] রহিলা তথাঞি।
তবে সে চতুর হরি জাএ আগুসরি নিজ পরিচঅ করে পরণাম করি[২৩]।
হাসিঞা সঙ্কোচ মানি[২৪] বড়াই পাছ জাএ কি কর কি কর বলি তোষে জদুরাএ।
বড়াইর অনুগ্রহ দেখি বনমালী সমুখে দাণ্ডাঞা রহে দুহাত কচালি।
কৃষ্ণের বিনঅ দেখি হাসীলা[২৫] বড়াই হাথে গাও মুছি মুছি[২৬] সকল শোধাই।
আজি কেনে কাহ্ন তোর মুখানি নীরসে চঞ্চল নঅন দুই সঘন নিঃশ্বাসে।
রৌদ্রে পল্লব[২৭] জেন ঝিমাইল অঙ্গে বাঁশী বহি আর[২৮] কাহো না দেখিএ সঙ্গে।
বড়াইর বচন শুনিঞা বনমালী কহে আপনার কথা করিঞা সিঅলী।
শিশুকাল হইতে বড়াই জানি[২৯] সব ঠাঞি প্রাণকে অধিক মোরে বাসহ[৩০] বড়াই।
সব গোআলার তুহ্মি[৩১] কুলের গোসানী[৩২] তোহ্মার[৩৩] আশিসে কভু মন-দুষ্‌খ[৩৪] নাঞি।
সবে এক দুষ্‌খ মোর[৩৫] আছে বড় চিত্তে সঙ্কোচ বাসিএ[৩৬] কিছু তোহ্মারে[৩৭] কহিতে।
না কহিলে তোহ্মা[৩৮] বহি[৩৯] নাহি প্রতিকারে[৪০] জে কর সে কর মনে[৪১] কহিব তোহ্মারে[৪২]।
আচম্বিতে মোরে[৪৩] হেন[৪৪] কুবুদ্ধি লাগিল বৃন্দাবন দেখিবারে বড় সাধ গেল[৪৫]।

১ এ তার ২ ঐ মায়ে ৩ এ খণ্ডাইতে ৪ পা না পারে ৫ পা মানাহ গোবিন্দ ৬ এ মানাইতে পার কোন পরকারে ৭ পা তোমার ৮ ঐ সেই সে কহিতে পারে কহিল তোমারে ৯ পা, এ সমঅ ১০ ক. গ তাহার বুঝি ১১ পা ঠাই ১২ পা তোমার ১৩ ক. খ, এ কথা ১৪ পা বেভার ১৫ ক. গ মাগিয়া ১৬ এ বোলো ১৭ পা বইল ১৮ পা জানে ১৯ পা কানাঞি ২০ পা পাইল ২১ পা আঙ্গীলি ২২ ঐ পথে ২৩ পা মনোরথ পুরি ২৪ ক. খ, এ করি ২৫ ক. গ আতি দেখিয়া ২৬ পা মুচী ২ ২৭ ঐ পল্লুব ২৮ পা বহী আ ২৯ ক. গ জান ৩০ পা আমার ৩১ ঐ তুমি ৩২ এ, ক. গ গোসাঞি ৩৩ পা তোমার ৩৪ এ আসির্ব্বাদে কারো কোন ধন ৩৫ ঐ মনদুঃখ, পা-এ নাই ৩৬ পা করিএ ৩৭ পা তোমারে ৩৮ পা তোমা ৩৯ এ বিনু ৪০ পা -কাল ৪১ এ তুমি ৪২ পা তোমারে ৪৩ পা-এ নাই ৪৪ ক. গ এক মোর ৪৫ ঐ রঙ্গ লাগিল

পুর দেখি সভে[১] বসিলাঙ তরু[২]-তলে   সে পথে[৩] গোপিনী সব[৪] জাএ হেন বেলে।
তোহ্মা[৫] হেন একজন জাএ তার আগে   আরে সে সুন্দরীগণ[৬] জাএ তার লাগে।
তাহে কি[৭] আশুভ বেলি চাহিল মুখ তুলি   পহিল সুন্দরী দেখি রহিল মো[৮] ভুলি।
আহ্মি[৯] তারে চাহিতে সে চাহিল আহ্মারে[১০]   দুই আখি মজি গেল রসের সাগরে।
আহ্মা[১১] দেখি সুন্দরী সব[১২] কইল লাজমান[১৩]   সে সব রহিল মোর শেলের সমান।
ভালমতে আর[১৪] অঙ্গ না দেখিল তার[১৫]   দেখিলে কি অনরথ উপজিথ আর।
জেখানে দেখিএ মন রহে[১৬] সেই ঠাই   দেখিতে দেখিতে মন অধিক লোভাই।
কহিলে তা কেহো[১৭] পরতীত নাহি[১৮] জাএ   তাহার নখের রূপ নাহি লক্ষ্মী-গাএ।
জা দোখ রবির রথ[১৯] পথে নাহি চলে[২০]   তার রূপ দেখি মহেশের মন টলে।
সে রামা দেখিল বড়াই কোন পাপক্ষেণে   সেই হইতে কীবা[২১] জানি করিছে পরাণে।
ইন্দ্রের অধিক সুখ আছে মোর ঘরে   কিবা সুখ ভুঞ্জিতে না পারি[২২] স্বতন্তরে।
তবে বড়াই তিলেক সোআথ না পাঙ   হেন মন করে বিষ খাঞা মরি জাঙ।
কাহার সুন্দরী সে বা বস্থে[২৩] কোন ঠাই[২৪]   কি বা নাম তাহার সব কহ ত বড়াই[২৫]।
না কহিলে আপন[২৬] মরম নাহি জানি[২৭]   সব বেদ পুরাণে সে[২৮] আহ্মারে[২৯] বাখানি।
আপন বিক্রমকথা[৩০] কহিতে লাজাই   নানা দৈত্য দানব দলিল[৩১] কত[৩২] ঠাই।
সে মোরে গোপিনী[৩৩] মাইল কটাক্ষের[৩৪] বাণে   না জানিএ[৩৫] সুন্দরী
সে কোন[৩৬] গুণ জানে।
নানা ভএ সব ত্রিভুবন আহ্মি[৩৭] তারি   সে আহ্মি[৩৮] শরণ তোমে[৩৯] রাখহ মুরারি[৪০]।
শুনিঞা কানুর[৪১] এত কাতর[৪২] বচনে   খল খল করি হাসে বিকট দশনে[৪৩]।
ভাল তোরে ভাল বলি[৪৪] নন্দের কুমারে   এ হেন বএসে তোর হেন ব্যবহারে।

১ পা শ্রম বাসী ২ এ আসিঞা ত সভে বসি কদম্বের ৩ ঐ স বেলে ৪ পা গোপিগণ ৫ পা তোমা ৬ ঐ অবশেষে সুন্দরী সব ৭ এ ত ৮ পা রহিলাঙ ৯ পা আমি ১০ ক. গ আমারে সে চাহিল চাহিল আমি তারে, পা আমারে ১১ এ মোরে, পা আমা ১২ ঐ জত ১৩ পা সাললাজে ১৪ এ সব, ক. গ এক ১৫ পা আর ১৬ এ মজে ১৭ পা কহিতে তাকে ১৮ পা পৃরতিত না ১৯ পা তার রূপ দেখি ২০ ক. খ মুনির মন হরে, পা মরা গাছ মাজরে, ক. গ মঞ্জরে ২১ এ কেন ২২ এ বা নারি, ক. গ পাব ২৩ পা বৈষে ২৪ এ দেশে ২৫ ঐ বিশেষে ২৬ পা আমার ২৭ পা না জান ২৮ পা-এ নাই ২৯ পা আমারে ৩০ এ আপনার বিক্রম ৩১ ঐ নাসিলো ৩২ পা এই, ক. গ সব ৩৩ পা -গন ৩৪ ক. গ নয়ানের ৩৫ পা জানি ৩৬ এ কতেক, ক. গ কেমন ৩৭ পা-এ নাই ৩৮ পা আমি ৩৯ এ, ক. গ তোর ৪০ এ ৪১ ঐ কৃষ্ণের ৪২ পা কাত ৪৩ এ বদনে ৪৪ এ করি বোলে তোরে

সদাই[১] পরের নারী পথে আস্থে জাএ তা দেখি পরাণ কেনে ধরণে না জাএ।
তোর গোত্র মুণ্ডিআছে[২] তার রূপ গুণে[৩] পরের ভালাঞি তুহ্মি[৪] দেখিতে নার কেনে[৫]।
তার লাস-বেশ দেখি তুহ্মি কেহ্নে[৬] মর হেন ছার জীবিত[৭] কিসের লাগি ধর।
তিরি[৮] বা পুরুষ হউ ছঞ্চল জে ছার প্রতিপদে বিঘ্ন[৯] তার কুলের খাঁখার।
তোর বাপ নন্দঘোষ সর্বলোকে জানি সব ঠাঞি তার গুণ সভেঞি বাখানি।
তার কুলে জনমিঞা[১০] হৈল পাপ[১১]-মতি তোহ্মা পোএ[১২] নন্দের রহিল[১৩] আখেআতি।
আজিহো চিপিলে মুখে দুধ-গন্ধ পাএ[১৪] নাগরালি করিতে তোহ্মার[১৫] সাধ জাএ[১৬]।
আন নহে আপনার মরম গেঁআতি তাহার সুন্দরী দেখি[১৭] হেন ছার মতি।
ইবে[১৮] কানু হের তোরে দেখিঞা ডরাই[১৯] তোহ্মা[২০] হেন আর জন চাহিতে[২১] না পাই।
এত সব বোল জদি[২২] বুইল বড়াই হরিষ বিষাদে মনে বিকল[২৩] কানাঞি।
বুঢ়ির ভর্ছনে সে[২৪] ভছন নাহি মানে কামাতুরে লাজ নাঞি সব লোকে জানে।
কৃষ্ণ বোলেন জে বোল[২৫] বল সে বড়াই আবশি তাহার নাম শুনিবারে[২৬] চাই[২৭]।
কাহার সুন্দরী সে বা বইসে কার[২৮] ঠাঞি কিবা কাজে সখীসনে কোথাকারে[২৯] জাই[৩০]।
শুনিঞা কৃষ্ণের কথা হাসিলী[৩১] বড়াই[৩২] এককে শতেক করি[৩৩] কহে তার[৩৪] ঠাঞি।
আজল নন্দের পোএ কিছুই না জানে জানিসি আনতি[৩৫] কত কর আহ্মা[৩৬]-সনে।
আইঅন বীরের নারী রাধিকা সুন্দরী কাম পুজিবারে জাএ সব সখী মেলি।
শুনিলে সকল কথা চল জাহ ঘর আছে বড় কাজ মোর[৩৭] জাইব সত্তর।
জাবার উত্তর শুনি নন্দের নন্দনে[৩৮] দুই হাথে বান্ধি রহে বড়াই-চরণে।
হের দেখ প্রেমের অধীন জদুরাএ ব্রহ্মাদি দেবতা জারে ধেআনে না পাএ।
সে হরি গোআলানারী-দরশন মাগি[৩৯] চাটু করে গোবিন্দাই[৪০] বুঢ়ি[৪১]-পাএ লাগি।
কহে কবিশেখর শুনহ[৪২] সঙ্গভাই নন্দের নন্দনে বিনি[৪৩] পিরিতে না পাই॥

১ ঐ সতত ২ পা মুণ্ডিল ৩ পা কী তার বিচারে ৪ পা তুমি ৫ পা বা দেখিতে না পারে ৬ পা তুমি কেনে ৭ এ জীবন ৮ ঐ নারি ৯ এ, ক. গ দুঃখ ১০ এ পুত্র হঞা তার ১১ ঐ ছার ১২ পা তোমা পুত্রে ১৩ এ ঘোষের হইব ১৪ ঐ পাই, পা কএ ১৫ পা করি তোমার ১৬ এ জাই ১৭ ঐ তার কুলে জনমিঞা ১৮ পা এবে ১৯ এ দেখিতে সাধাই ২০ পা তোমা ২১ ঐ দেখিতে ২২ পা জবে ২৩ ঐ কইল ২৪ এ কানাই ২৫ পা বলে জে বলিবে ২৬ পা জানিবারে ২৭ এ অবশ্য তাহার কথা সোধাব তোমার ঠাই ২৮ এ কোন ২৯ এ সখিগণ সঙ্গে কথা ৩০ পা-এ নাই ৩১ ক. গ রসিক ৩২ পা-এ নাই ৩৩ পা একে একে সব কথা ৩৪ ঐ কহ মোর ৩৫ ক. গ জানিঞা অজান পারা, এ জানিঞা আমান ৩৬ পা আমা ৩৭ এ আমি ৩৮ পা কমললোচনে ৩৯ ঐ লাগী ৪০ ক. গ গোয়ালা, এ গোআলিনির ৪১ এ বুড়ি ৪২ এ যুন ৪৩ ঐ নন্দন বিনু

॥ শ্রী[১] । দীর্ঘছন্দ[২] ॥

শুন গ প্রাণের বড়াই আহ্মারে[৩] কি দঅা[৪] নাঞি
কি মোরে পাইলে[৫] অপরাধে
সেবক বুলিঞা[৬] জবে বোল[৭] তুই ধর[৮] তবে
কত না হইব কাঙবাদে[৯] ।
পাপ পুণ্য জত বল আহ্মি[১০] জানিএ সকল
মোর বোল বেদ-পরমাণে
জশ পরাক্রম জত সে সব লোকে বিদিত
আহ্মি তা কহিলে অপমানে[১১] ।
আজনম জতবিধ[১২] কইল[১৩] অসুরবধ
সে সব সভার সুগোচরে[১৪]
জতেক[১৫] কইল[১৬] কাজ জিনিলাঙ[১৭] দেবরাজ[১৮]
তাহে সাখি গোকুলনগরে ।
ঘরের কানাঞি বলি আলপ-গেআন করি
মোর বোলে কান নাহি পাতে
সব পরকারে মুঞি শরণ তোহ্মার ঠাঞি[১৯]
এক বেরি রাখহ[২০] জগন্নাথে ।
হের সরবস লেহ রাধিকা মানাঞা দেহ
কিন মোকে[২১] আশোআস-দানে
আহ্মি[২২] গোকুলের নাথে হের বলি জোড়হাথে
কি আর সাধিতে চাহ মানে[২৩] ।
কৃষ্ণের বিকল[২৪] দেখি বড়াই সরোষমুখী
গাইল গাইল কিছু বোলে

১ ক. গ চৌপদি ২ পা-এ নাই ৩ পা আমারে ৪ পা কী দাঅ ৫ এ মোর দেখিলে, ক. গ মোর- ৬ পা পাইঞা ৭ ঐ কথা ৮ ক. গ শুন, পা শুনি, ক. খ কহি ৯ পা বাধে ১০ পা আমি ১১ পা আমাকে কহিতে হব আনে ১২ এ প্রভৃত ১৩ পা করিল ১৪ এ তোমাতে গোচর ১৫ পা আর জত ১৬ এ, ক. খ করিল ১৭ পা জিনি তা, এ জিনিল ১৮ এ দবসমাজ ১৯ এ তোমার-, পা সরণ লইনু তুই ২০ ক. গ, এ রাখ ২১ পা মোরে ২২ পা আমি ২৩ এ, ক. খ মনে ২৪ পা বিলাস

কানু মনে মনে হাসে বাহিরে লাজ বিকাশে[১]
অনুরোধে মাথা নাহি তোলে।
তোরে বলি দামোদর মিছা[২] বড়াই না কর
দেখিল বড়ার[৩] জত চিন
দেখিঞা পরের[৪] নারী পরাণ[৫] ধরিতে নারি
তার পারা[৬] আছে কেহা হীন।
জাবত জনম[৭] তোর বাখানিতে নাহি ওর
কহিতে সমুখে পাবে লাজে
তার[৮] স্তন পান করি বধিলে পুতনা নারী
বৎসবধ কইলে গোঠ-মাঝে।
এবে গুরু[৯]-নারী-জন হরিবারে কৈলে[১০] মন
নাহি ছাড় মুখের চতুরাই[১১]
আপনার অপমানে আপনে না থাক কেনে
কেনে আর ঝঁখাহ[১২] বড়াই।
বড়াইর বোলে হরি হৃদএ আশ্বাস করি
কাকুতি বিনতি[১৩] কিছু[১৪] বোলে
জত জত কানু কহে[১৫] মৌন[১৬] করিঞা রহে
বড়াই সে মাথা[১৭] নাহি তোলে।
কৃষ্ণ বোলে বুঢ়ি মাও দগধি কি সুখ পাও
কী মোর বিচার দোষ গুণে
জে জন শরণ লএ[১৮] তারে কহি[১৯] নিরদএ
শুনি ভাল না বলিব আনে।
এত কৃষ্ণকথা শুনি বড়াই জে মনে[২০] গুণি
হাসি তারে দিল আশোআসে

১ এ কহিতে লাজ নাহি বাস ২ পা মিথ্যা ৩ ক. গ বড়র ৪ ক. গ গুরুর ৫ পা হৃদয়ে ৬ এ, পা পার ৭ পা আজনম জত ৮ এ জবে ৯ ঐ পর ১০ পা, এ কর ১১ পা বড়াই ১২ ক. গ ঝাঁকাহ, পা কিনে আর বোঝাহ ১৩ এ মিনতি ১৪ পা করি ১৫ এ কিছু বোলে ১৬ পা মন ১৭ এ মুখ ১৮ পা হএ ১৯ ঐ নহি ২০ ক. গ হৃদয়ে, এ মনে মনে

কহিল সকল কথা আপনে বা[১] জাএ[২] জোথা
আর কিছু হিত[৩] উপদেশে।
হের কহি দামোদর আহ্মা[৪] না বাসিহ পর
আহ্মি[৫] তোর[৬] মরমে ভিতরে
তোর গুণে সিদ্ধ কাজে আহ্মি[৫] উপলক্ষ্য মাঝে
আরতি না করিহ[৭] অন্তরে।
তবে মোকে বড়াই[৮] বলি রাধাকে করাঙ বিকলি[৯]
পড়ে তোর চরণে লুড়িঞা[১০]
তিলেক[১১] না দেখি তোহে[১২] সকল ছাড়এ মোহে[১৩]
মরে জেন হৃদএ পুড়িঞা।
শুনিঞা বুড়ির বাণী জীল হেন চক্রপাণি
হাথে স্বর্গ পাইল হেন বাসে
নিমিষেকে দশ বেরি বড়াইএর পাএ ধরি
দেখি বুড়ি[১৪] মনে মনে হাসে।
শুন হের[১৫] গোবিন্দাই ব্রাহ্মণী[১৬] আনিতে জাই
নিব তোরে আসিবার বেলে
আপনার বৃন্দাবনে থাকিবে গুপত মনে
সব কাজ সাধিবে সে হেলে।
বড়াই ই[১৭] বোল বলি আনিল ব্রাহ্মণ-বালী[১৮]
সঙ্গে নিল[১৯] সুন্দর কাহ্নাঞি[২০]
নানা কথা-পরসঙ্গে তিহ্নেঞি[২১] চলিলা রঙ্গে
উত্তরিলা মণ্ডপের ঠাই।
বড়াই সঙ্কেত করি পাঠাইল শ্রীহরি
জেন কেহ লখিতে না পারে

১ ক. গ সে ২ পা জাইব ৩ এ কহে, পা কহি ৪ পা আমা ৫ পা আমি ৬ এ তোমার ৭ পা করিবে ৮ ঐ মোরে বুড়ি ৯ পা জবে শে বিকলি করি ১০ এ ধরিঞা ১১ পা জবে সে ১২ পা তোএ ১৩ এ, ক. গ ছাড়িব মোএ ১৪ পা বড়াই সে ১৫ ঐ তোরে বলি ১৬ ক. গ ব্রাহ্মন ১৭ পা এ ১৮ ঐ -নারি ১৯ এ লইল, ক. গ লৈল ২০ পা কানাঞি ২১ ক. খ, ক. গ তিনেহ, পা তিনেঞি

দ্বিজনারী সঙ্গে লঞা বড়াই চলিলা ধাঞা
ঘন ঘন চাহে চারি[১]-পানে।
বুঢ়ি কথো দুরে দেখি চমকিত সব সখী
পরবোধে[২] রাধিকা সুন্দরী
নিকটে বড়াই আইসে[৩] কানু হেন দেখি[৪] পাশে
হএ নহে দেখ[৫] মুখ তুলি।[৬]
কৃষ্ণনাম শুনি রাই সম্ভ্রমে উঠিঞা চাই
কথা কৃষ্ণ বলি ঘন পুছে
চতুর সে সখীকুলে বড়াই দেখিঞা দুরে
আপনে রাধার অঙ্গ মোছে।
হেন নানা পরকারে প্রবোধিঞা সে রাধারে
বৈসাইল সব সখীজনে
বড়াই সে কথোক্ষণে ব্রাহ্মণীকুমারী-সনে
উত্তরিলা রাধিকার[৭] থানে।
সমুখে পেলিঞা নড়ি নিঅড়ি দাণ্ডাল্য[৮] বুঢ়ি
কাকালিতে দিঞা দুই[৯] হাথে
হাফিনা বহেন ধোঞে[১০] বচন না ফুরে মুঞে[১১]
দেখি হাসে সব সখী[১২] সাথে।
কহে কবিশেখর বুঝহে[১৩] অবুধ নর
অহোনিশি কহ[১৪] হরিকথা
শুনিতে পরম সুখ কহিতে সফল মুখ[১৫]
টুটএ[১৬] সংসার-দুখবেথা।[১৭] ॥

॥ মালসী[১৮] ॥

তবে বুঢ়ি রাধিকার দেখিঞা[১৯] আন রীতে মুচুকি হাসিঞা আশোআস দিল[২০] চিত্তে।

১ পা বেলা ২ এ -বোলে ৩ পা আসে ৪ পা দেখে ৫ ক. গ দেখে ৬ পরবর্তী চারি ছত্র পা-এ নাই ৭ ক. খ, ক. গ মণ্ডপের ৮ এ রহিলা, পা ডাণ্ডাইলা ৯ এ বাম ১০ উর্দ্ধশ্বাস ছাড়ে ঘন ১১ ঐ কামারের হাফিনা সম ১২ ক. গ গোপী ১৩ এ শুনহে ১৪ পা কহে ১৫ ক. গ পরম সুখ ১৬ এ ঘুচএ ১৭ ঐ দুঃখ কথা ১৮ পা-এ নাই ১৯ এ, ক. খ সুনি ২০ এ পাইল

বেলা দেখি ত্বরাএ চলিল পুজা-থানে[1] রচিলা[2] পুজার থান বিবিধবিধানে।
সব সখী বেঢ়িঞা বসিলা চারি পাশে কাম পুজে রাধিকা সে মনের উল্লাসে[3]।
নানা গন্ধে ভরিল সে সকল উপবনে[4] নানা ফুলে ভরিল সে সকল তরুগণে[5]।
সে সমএ[6] মাধুরী[7] কহনে না জাএ[8] মদনের রাজধানী হেন প্রতিভাএ।
সহজে রাধিকা নারী[9] বিরহে বিকলী আরে[10] কাম উপহার দেখিএ সকলি।
অন্তরে দ্বিগুণ পোড়ে কাহ্নাঞির[11] ভাবে পুজাছলে[12] শরণ কি করে কামদেবে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি রাই বসিলী পুজাএ আনন্দাশ্রু পুলকে[13] পুরিল সব গাএ।
গন্ধ ফুল পরশে আনল হেন বাসে মুখে না নিঃস্বরে বোল পুজার কি[14] ভাসে।
কাম ধ্যান করিতে কাহ্নাঞি[15] মনে পড়ে তুষের আগুন জেন দ্বিগুণ মনে[16] পোড়ে।
অর্ঘ্যের[17] সমএ দুর্বা[18] দেখি মোহ জাএ কান্থর সে শ্যাম কলেবর সোঙরাএ[19]।[20]
জে বোলি ব্রাহ্মণনারী পুজাএ রাধারে[21] সে বোল বলিতে[22] একু কৃষ্ণনাম বলে।
হেন বিপরীত[23] পুজা দেখি সব সখী[24] হাসিঞা সভার পানে[25] সভেঞি নিরেখি।
ওথা সে চতুর হরি বৃক্ষে[26] আড় হঞা তমাল গাছের আড়ে সকল দেখে বইঞা[27]।
আদ্যোপান্ত সকল দেখিঞা ব্যবহারে হৃদএ আশ্বাস বান্ধে নন্দের কুমারে।
গোপীরূপ দেখিঞা মুগধ শ্রীহরি[28] হেন মন করে জেন ইন্দ্র-আখি ধরি[29]।
হেনমতে নানা সুখে দেখে বনমালী[30] এথা কামে বর মাগে সকল গোআলী।
করপুট করি[31] ডাণ্ডাইলা সারি সারি আকালের ভাত জেন মাগএ ভিখারী।
শুন হের রতিপতি করিএ কাকুতি নারীর[32] শকতি কিবা করিবারে[33] স্তুতি[34]।
এই এক বর মাগি করিঞা ভকতি[35] নন্দের নন্দন জেন[36] হইএ নিজ পতি[37]।
মনে মনে অনুবর[38] মাগে সব সহি মো জেন[39] সোভাগী[40] হঙ সভাকারে চাহি।

১ পা পুজাএ বসিলা থানে ২ ২ এ চলিল ৩ পা তা দেখিঞা কানাঞি সে মনে মনে হাসে, এ অভিলাষে ৪ পা পুজার উপচএ ৫ পা-এ নাই ৬ এ সব ৭ ঐ কথা ৮ পা-এ নাই ৯ পা তবে সব নারিগণ ১০ ক. গ তাহে ১১ পা কানাঞির ১২ পা -স্থানে ১৩ ঐ পুলকাএ ১৪ ক. গ পুজা করি ১৫ পা কানাঞি ১৬ এ অন্তরে, পা-এ নাই ১৭ পা ধ্যানের ১৮ পা সব ১৯ পা স্মোঁরাএ ২০ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ২১ ক. গ করাবারে ২২ ঐ আন বলাইতে ২৩ পা বিপরীপরিত ২৪ পা কোথাও না দেখী ২৫ ঐ মুখ ২৬ পা বৃক্ষ ২৭ ঐ ডাণ্ডাইল গিঞা ২৮ ক. গ বনমালী ২৯ পা-এ নাই ৩০ পা-এ নাই, এ অধিকারী ৩১ পা করজোড়ে ৩২ ক. গ স্ত্রীর ৩৩ ক. গ কত জানি ৩৪ পা-এ নাই ৩৫ এ তোমার চরণে পা-এ নাই ৩৬ পা মোর ৩৭ এ স্বামি করি দেহ মোরে নন্দের নন্দনে ৩৮ এ, পা আর- ৩৯ এ বড় ৪০ পা সোহাগী

এত সব বর জবে মাগিলা গোআলী মুচুকি হাসিঞা ওথা চাহে[১] বনমালী।
দৈবে[২] সে রাধার দৃষ্টি পড়ি গেলি তহি মুরতি মদন বলি না চিনিল[৩] রাহী[৪]।
সাত পাঁচ মনে করি রহিল তথাই[৫] এথা ত আলখিতে লুকাইলা গোবিন্দাই।
এথা[৬] পুজা সমাধিঞা সব[৭] গোপনারী আপনে আপন অঙ্গে[৮] পরণাম করি।
বুঢ়ির পাএব ধুলি সভে লইল শিরে সভারে আশিস বুঢ়ি দেই[৯] ধীরে ধীরে।
কুসুমে পূর্ণ দেখি বকুলের[১০] তলে শুতিলী[১১] চতুর বুঢ়ি রাধিকার[১২] কোলে।
হাথসানে সভারে[১৩] আদেশিল জাইবারে লোকের জঞ্জাল জেন সহিবারে নারে[১৪]।
গৃহগুরু[১৫] জন-ভএ সে সব পুরনারী[১৬] চলিলা আনন্দে সভে পরিহাস[১৭] করি[১৮]।
সখী দুই তিন সবে[১৯] রহিল রাধার আর সব সখী[২০] গেলা ঘর আপনার।
সময় বুঝিঞা বুঢ়ি উঠিলা[২১] নিদ্রাএ আশ পাশ মোড়া দিঞা চারি দিগে[২২] চাএ।
রাধিকার ইঙ্গিত বুঝিঞা সখীগণে ফুল তুলিবার ছলে গেলা নানা স্থানে[২৩]।
তবে সে বড়াই আতি[২৪]-অবসর পাই আদ্যোপান্তে[২৫] সব কথা কহে রাধা[২৬]-ঠাই।
তোরে বলি রাধিকা তো[২৭] বড় পুণ্যবতী তোর জন্মে[২৮] পবিত্র করিল তিরিজাতি[২৯]।
উচিত কহিএ জদি না বাসহ[৩০] লাজে[৩১] তোহ্মা-সম তিরি[৩২] নাঞি[৩৩] দেবের সমাঝে।
হেন রূপে জনমিঞা গোআলার কুলে[৩৪] তোরে স্বামী করি দিল ভাণ্ডুআ[৩৫] গোআলে।[৩৬]
সহজে সুন্দরী তাহে নহলি জোবন তাহে নানা লাস-বেশ মোহে ত্রিভুবন।
মুরুখের ঠাই গুণ অধিক[৩৭] আশোআথে মালতী পড়িল জেন বানরের হাথে।
রসিক বিহনে গুণ রূপ অকারণে ফুটিল মাধবীলতা গহন কাননে।
সুনাগর-সঙ্গমে অধিক বাঢ়ে রসে রবির উদএ[৩৮] জেন নলিনী বিকশে[৩৯]।
তো হেন সুন্দরী জবে[৪০] কানু হএ পতি তবেসি মিলএ জেন লক্ষ্মী লক্ষ্মীপতি।

১ ক. গ, এ মুচুকি ২ ওথা হাসে ২ পা তবে ৩ এ চাইলে ৪ পা-এ নাই ৫ ক. গ সে রাই, পা-এ নাই ৬ পা তবে ৭ ঐ সমাধান করি ৮ পা আপনারে বন্দে ৯ এ কইল ১০ পা ভ্রম হেন দেখাইঞা বনের ১১ ক. গ শুইল ১২ এ রাধা করি ১৩ পা সভে ১৪ ঐ সহীতে না পারে ১৫ পা -পুর ১৬ ঐ -জনে ১৭ এ পরনাম ১৮ পা নিজ ২ স্থানে ১৯ এ মাত্র ২০ পা লোক, এ নারি ২১ এ সখি রচিল ২২ পা পাষে ২৩ ঐ স্থানান্তরে ২৪ পা-এ নাই ২৫ পা -পান্ত ২৬ এ যত কথা কহিল তার ২৭ পা-এ নাই ২৮ ক. গ পুন্যে ২৯ এ নারী- ৩০ পা করহ ৩১ ক. গ কহিতে রাধা কহিতে লাজাই ৩২ এ হেন সুন্দরি, ক. গ হেন নারী ৩৩ ক. গ নাহি ৩৪ ক. গ না জানি কতেক তপ করিল গোকুলে ৩৫ এ অবোধ ৩৬ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৩৭ এ সব ৩৮ পা রবির উদয়ে দএ ৩৯ এ কমল প্রকাশে ৪০ পা জার, এ সব রতি

কিবা মনে পড়ি গেল[১] কানুর কাহিনী   তার রূপ গুণ কত[২] কহিবাক[৩] জানি।
পিরিতের সাঁক[৪] কৃষ্ণ হঠে হঠিআল   ভুজবলে সকল গোকুলে অধিকার।
গুণের অবধি নাঞি সবে এক দোষে   পুরজন লম্পটচরিত্র হেন[৫] ঘোষে।
তাহে একখানি[৬] বোল কহ মো[৭] তোহ্মারে[৮]   বাটে ঘাটে মন দিহ নন্দের কুমারে[৯]।
বলের আগ্রত[১০] ঝিএ বুঝি[১১] নাহি সাজে   সে বল করিলে[১২] কি করিব কংসরাজে।
তোর গুণে লুবধ দেখিএ[১৩] গোপীরাএ   প্রতিআশে বুলে আশোআস নাহি পাএ।
তোর[১৪] লাগি কানু মো[১৫] জত বোল বইল[১৬]   সে তোহ্মার[১৭] তরাসে কিছু উত্তর না দিল।
জে শুনিল কাহ্নাঞির আরম্ভ[১৮]-বচনে   না জানিএ জাতিনাশ করাইবে কখনে[১৯]।
দেখিল[২০] শুনিল[২১] কথা কহিল তোহ্মাএ[২২]   বুঝিঞা বেভার কর জেবা মনে লএ[২৩]।
শুনিঞা এ সব কথা চতুর সে রাই   হাসিঞা রুষিঞা কহে[২৪] বুড়ি পানে চাই।
তুহ্মি ত[২৫] বড়াই তেঞি সহিল এতি[২৬] বেলে[২৭]   আনইলে[২৮] কহিতে জানিএ[২৯]
আহ্মি ভালে[৩০]।[৩১]
আহ্মি[৩২] জত[৩৩] ভাল মন্দ তুহ্মি[৩৪] ভালে জান   তবে হেন ছার বোল মুখে কেহ্নে[৩৫] আন।
কথা কানু কথা আহ্মি[৩৬] আন্তর[৩৭] আপার   না বুঝি সাহস কর[৩৮] একি অবেভার[৩৯]।
শুইঞা[৪০] বাঢ়াহ হাথ চান্দ ধরিবারে   সাত সিন্ধু গণ্ডুষিতে চাহ একিবারে।
সমুদ্র[৪১] লঙ্ঘিতে সাধ[৪২] কর[৪৩] একি লাফে   মণি লোভে মুখে চুম্ব দেহ[৪৪] কালসাপে।
এ সব সাহস তোর দেখিঞা ডরাই[৪৫]   আহ্মা-সনে জোড়াইতে[৪৬] চাহ[৪৭] সে কাহ্নাঞি[৪৮]।
দেখ দুই কুল মোর সূর্যের[৪৯] সমানে   ইহাতে কলঙ্ক দিতে চাহ কোন মনে[৫০]।

১ পা পড়িল সে ২ পা জন, ক. গ জত ৩ পা কহিতে না ৪ এ সাগর, পা বস ৫ এ করি ৬ এ আর তাহে এক ৭ ক. গ দোষ কহিএ, পা-এ নাই ৮ পা তোমারে শুধাই ৯ পা কানাঞি ১০ ক. খ বনের অগ্রতে, ক. গ অকাতি, পা অগ্রত ১১ ক. গ বোল ১২ পা বোল করি ১৩ এ গুণ রূপ দেখি লুবধ ১৪ এ তোমা ১৫ ক. গ তোরে বলি মোরে ১৬ পা প্রকাসীল ১৭ পা তোমার ১৮ ঐ দেখিল কানারি আরিম্ভ, ক. গ অসন্তোষ ১৯ পা জাতিনাষ করিতে তাহে নাহি অনক্ষণ ২০ পা জে- ২১ পা জে- ২২ পা তোমায় ২৩ পা লয় মনে ২৪ পা কীছ ২৫ পা তুমী জে ২৬ পা-এ নাই ২৭ পা তোমার ২৮ এ আন হইলে ২৯ ক. গ পারিএ ৩০ পা ইহা বহী হইলে কি করিব তোমার, ক. গ এতি বেলি ৩১ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, জাতি প্রাণ বলেঞি তোমার অধিকার। ইহাধিক কহিলে কিবা করিব তোমার॥ ৩২ পা আমি ৩৩ এ তুমি জেন ৩৪ পা তুমি ৩৫ পা কেনে ৩৬ ঐ কোথা কানু কোথা আমী ৩৭ পা অন্তর ৩৮ এ বুঝিঞা বোল বল ৩৯ এ ব্যবহার ৪০ ঐ সুনিঞা ৪১ ক. গ, এ সুমেরু ৪২ পা সাহস ৪৩ ক. গ তুমি চাহ ৪৪ পা দেই ৪৫ এ দেখিএ বড়াই ৪৬ এ মিলাইতে ৪৭ পা চাহে ৪৮ পা কানাঞি ৪৯ ক. গ উৰ্চ্চ, এ চান্দের ৫০ এ কি কারনে

তাহে একখানি বোল[১] তোহ্মারে[২] শোধাই পরের পুরুষে কি অধিক সুখ পাই।
স্বামীর মরণসম কুলের গঞ্জনে[৩] ঘরে পরে ঢিঢি[৪]-কার করে সব জনে।
তিলেক ভুঞ্জিব সুখ আনেক জতনে[৫] জাবত জনম দুখ সহিব কেমনে[৬]।
পাএ লাগি[৭] বড়াই মো[৮] করি পরিহার[৯] ভমেহো ই[১০] বোল জানি বোল আরবার।
তোহ্মার[১১] বচন মোর মাথার উপরে[১২] ঘুচাহ ঝগড়া হের চল জাহ ঘরে[১৩]।
হল্য[১৪] বা সে কাহ্নাই গোকুল[১৫]-অধিকারী কাহার শকতি[১৬] কার কি করিতে পারি।
বলে কানু[১৭] ছুইঞা না দেখু[১৮] একবারে দেখ কী করিতে পারোঁ[১৯] রাজার দুআরে।
বল করিলে তবে নাহি প্রতিকার জগতের লোক সব[২০] করিব পরদার।
আন নহে[২১] বড়াই তোহ্মা[২২] মনে লএ কোন গুণে ভজিব সে নন্দের তনএ[২৩]।
তেজ তিমিরে কভো[২৪] নহে একি ঠাই দরিদ্রের বোলে চিন্তামণি নাহি পাই।
চল জাহ[২৫] বড়াই কহিঅ সেই জনে দুল্লভ আলাপে[২৬] দুখ না ভাবিহ মনে[২৭]।
শুনিঞা রাধার এত বচন চাতুরি বুঝিতে না পারে বুড়ি বুলএ[২৮] সাঁতরি।
হেন বেলে[২৯] গোপীজন ফুল তুলি আসি রাধিকা[৩০] বেঢ়িঞা[৩১] এক তরুতলে বসি।
নানারস-কথাএ গাথিঞা ফুলমালা[৩২] সভাকারে[৩৩] সর্ভেষ্ট সাজিল ব্রজবালা।
তবে সভে আনন্দে চলিলা নিজ ঘরে পাছুআ লখিতে জাঅ নন্দের কুমারে[৩৪]।
রাধার মদনপূজা দেখ সব জনে কহে কবিশেখর অমৃত-বরিষণে ॥[৩৫]

॥ শ্রী[৩৬] ॥

সোঙরি দোহার গুণ দোহে মোহ জাএ ঘরে রাধা মাধব সোআথ না পাএ।
দেখিতে দেখিতে জত উপজিল সুখে তাহে লাখ গুণ অনুভঅ[৩৭] মনদুখে।
রাধিকা প্রকাশে নাঞি গুরুজন-ডরে কুম্ভারের পুনি[৩৮] জেন পোড়এ অন্তরে।

---

১ এ কথা ২ পা তোমারে ৩ পা লঞ্জনা ৪ এ ছিছি- ৫ পা অনেক- ৬ ক. গ সহিব কেমনে, এ রহিবেক মনে ৭ এ ক্ষমা কর ৮ ক. গ আমি ৯ পা পড়হো চরণে ১০ পা এ ১১ পা তোমার ১২ পা বড়াই লজ্জিতে না পারি ১৩ পা দুই পাএ ধরি ১৪ ঐ হইল ১৫ পা কানু গোকুলে ১৬ এ, ক. গ পরানে ১৭ ক. গ কেনে ১৮ পা দেখুক, ক. গ দেখে ১৯ পা পারি ২০ এ তবে ২১ পা হে ২২ ঐ তোমা বল ২৩ এ, ক. গ সে কানুকে রাধিকা ভজিব কোন গুনে ২৪ পা কভু ২৫ পা এত বুঝি ২৬ পা দুভলভ আকাশে, এ বিরহ সন্তাপে ২৭ ক. গ সুখ দুখ নাহি মানে ২৮ পা ভ্রমএ ২৯ ঐ এত বলি ৩০ পা-এ নাই ৩১ এ রাধিকাকে বেঢ়ি সভে, পা সভে মীলি ৩২ পা বন- ৩৩ এ সভাকার ৩৪ সুন্দর ৩৫ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি মদনপূজা ৩৬ পা-এ নাই ৩৭ এ -ভবে ৩৮ ক. খ, ক. গ পোয়ান, পা কুম্ভারে-

কাহ্নাঞি[১] সে খেন হইতে আন[২] নাহি মনে দেখিতে সে[৩] রাধামঅ দেখে[৪] বৃন্দা[৫]-বনে
জে দিগে[৬] রাধার ঘর সে মুখে সে বইসে সে দিগের[৭] বাউ অঙ্গে পাড়িঞা পরশে।
সে আওয়ারির লোক কানু[৮] ডাকিঞা রহাএ আআনের ঘর-কথা সকল শোধাএ।
বিনি কাজে সে দিগে ত সঘন[৯] আস্তে জাঅ একু দিঠে একুই রাধার ঘর[১০] চাঅ।
বাঁশীর সঙ্কেতে গীত আপনা জানাএ[১১] রাধা-রূপনামগুণ তাহাতেসি গাএ[১২]।
রাধা মোহিবারে কাহ্ন করে নানা বেশ[১৩] রাধা না দেখিঞা সব বাসএ উদাস[১৪]।
কৃষ্ণের শবদে রাই থির নহে ঘরে পুষিল[১৫] শারিকা জেন ভ্রমএ পিঁজরে[১৬]।
গুরুজন পরিজন[১৭] বেঢ়িল ঠাএ[১৮] ঠাএ নানা ছান্দ পাতে অবসর নাহি পাএ।
কখন[১৯] পানির ছলে কাঁখে কুম্ভ করি কানু দেখিবারে বাহিরাএ[২০] একেশ্বরী।
হেন নানা ছান্দে রাই আইসে বারে বারে অঙ্গের ভঙ্গীতে[২১] মোহে নন্দের কুমারে।
বান্ধিলহো নীবিবন্ধ বান্ধে[২২] ঘনে ঘনে ঈষত হাসিঞা মুখ ঝাঁপএ বসনে[২৩]।[২৪]
কুচমূল[২৫] চাপিঞা[২৬] দরিশে ভুজপাশে হেন কতবিধ ভাবে[২৭] দেই আশোআসে।
একে বিদগদ কানু আরে নব নেহে এক তিল নাহি ছাড়ে রাধিকার গেহে।
অন্তরে[২৮] আরতি দোহে সবে মুখ-লাজে মধ্যস্থ-বিহনে কভো[২৯] নহে সিদ্ধ[৩০] কাজে।
লোকভএ বেআকুল রাধিকা কাহ্নাঞি[৩১] রাধিকা[৩২] চলিলী[৩৩] কানু রহে সেই ঠাই।
হেনমতে কানু অনুভঅ নানা[৩৪] রসে দুবল[৩৫] হইঞা জাঅ দিবসে দিবসে।
শুনিঞা কানুর দুখ[৩৬] রসের বড়াই কোন কাজছলে গেলা[৩৭] কাহ্নাঞির[৩৮] ঠাই।
বড়াই দেখিঞা[৩৯] জীলা হেন বাসে কানু জনম-দরিদ্র জেন পাইল কামধেনু।
সম্ভ্রম করিঞা কানু[৪০] বসাইল পাশে পহিলহি[৪১] অনুজোগ দিল পরিহাসে।
ভাল তুহ্মি[৪২] বড়াই তোহ্মার[৪৩] আশ করি উলটিলে[৪৪] সব কথা রহিলে পাসরি।

---

১ পা কানাঞি ২ এ আর ৩ এ, ক. গ রাত্রিদিনে ৪ ঐ দেখি ৫ ক. গ, এ ত্রিভু- ৬ পা মুখে ৭ ঐ সব ৮ পা দিগের লোক দেখি, ক. গ সেই ঘরের লোক সব ৯ এ পথে সদাই ১০ ঐ একদৃষ্টে শ্রীরাধার ঘর পানে ১১ পা বুঝাএ ১২ ঐ এক মন করি তার দুআর পানে চাএ, পা গাঅ ১৩ এ শ্রীরাধা দেখিতে কানু নানা বেশ ধরে ১৪ ঐ তাহা না দেখিলে সব বুঝিএ বিফল ১৫ এ, ক. খ ধরিল ১৬ পা পাজরে ১৭ ক. গ কটক, এ কটকে ১৮ পা সব ১৯ ক. গ এখন ২০ পা রাই-, এ রাই জাএ ২১ ঐ ভঙ্গে ২২ ক. গ খসাএ, এ খসে ২৩ পা হেন কত বিপদভারে দেই থনে ২ ২৪ পরবর্তী ছত্রটি পা এ নাই ২৫ এ -যুগ ২৬ ক. গ ঝাঁপিঞা ২৭ ঐ তারে ২৮ পা অন্তু ২৯ ঐ কভু ৩০ পা কোন ৩১ পা কানাঞি ৩২ এ দবের ৩৩ পা চলিলা ৩৪ ক গ রঙ্গ ৩৫ পা দুর্ব্বল ৩৬ এ গুন ৩৭ পা গেল ৩৮ ক. গ রাধিকার, পা কানাঞির ৩৯ পা দেখি ৪০ পা বুড়ি ৪১ পা পহিল যে ৪২ পা তুমি ৪৩ পা তোমার ৪৪ এ উলটিতে

আহ্মি[১] তোহ্মা[২] তোহ্মা[২] করি আছিএ ধেআনে[৩] তুহ্মি[৪] মোরে তৃণবুদ্ধি না কর গেআনে[৫]।
এই আসি বলি তুহ্মি[৪] গেলা রাধা[৬]-ঠাই দিনা দুই তোহ্মার[৭] দরশন নাঞি[৮]।
আশ দিঞা বিকল কইলে[৯] বনমালী কহ না কি বোল মোরে বৈল গোআলী[১০]।
কানুর আরতি কথা শুনিঞা বড়াই বিরস[১১]-বদনে কিছু কহে তার ঠাঞি।
জত কিছু বোল সব মোর দোষ হএ[১২] রাধিকা-নারীর[১৩] তুহ্মি[১৪] না বুঝ হৃদএ।
তাহার নিঠুর বাণী শুনিঞা কাহ্নাঞি[১৫] লক্ষ[১৬] কাজে আসি তোর[১৭] মুখ নাহি চাই।
জত আশ্বাসিল তার এক বোল নহে শোধাইলে[১৮] বালিঞা[১৯] উত্তর দিব তোহে[২০]।
কত ছান্দে বিছান্দে কহিল তার[২১] ঠাঞি কোন পরকারে আশোয়াস[২২] নাহি পাই।
আর জত লঘু বোল বুইল[২৩] তোহ্মারে[২৪] সে সব কহিতে মোর মুখ নাহি ফুরে[২৫]।
দোষেহো দোষিত আহ্মি[২৬] গুণেহো দোষিতে দোষ গুণ না বিচারি[২৭] শরণ-আগতে[২৮]।[২৯]
এতেক নিষ্ঠুর কথা শুনিঞা রাধার এ কামসাগরে কানু পড়িলা পাথার।
নিঃশ্বাস ছাড়িঞা কানু পুছে বারে বারে কহ ত কি বোল বইল রাধিকা আহ্মারে[৩০]।
জানিঞা না জানে কেনে সে রাধা গোআলী[৩১] কতে ভাগ্যপুণ্যে মেলে দেব বনমালী।
চল আহ্মা[৩২] দেখি বড়াই তাহ এহো[৩৩] বার অনুগত জন ছাড়ি[৩৪] এ কোন[৩৫] বেভার[৩৬]।
এ মোর অমুল্য নেহ গজমতিহারে মোর বোলে বোল তুই বলিহ তাহারে।
একে সে আইহন-নারী[৩৭] আরে সে সুন্দরী আরে[৩৮] রূপ জোবনে নাহিথ পাটান্তরী।
সকল সম্পদ বিধি দিলেহো[৩৯] নাহি দেই গাএর গরবে পরিহরে গোবিন্দাই।[৪০]
রূপে গুণে বড়াই ত[৪১] ত্রিভুবনে চাই[৪২] আহ্মা[৪৩]-হেন আর জন দেখিতে কথা[৪৪] পাই[৪৫]
হঠে বলে[৪৬] ইন্দ্রের কইল দর্প চূরে বলে বলআ[৪৭] দেখে জানিল[৪৮] কংসাসুরে।

---

১ পা আমী ২ ঐ তোমা ৩ ঐ ত তোমার বড়াই করিঞাছি ধ্যানে ৪ পা তুমি ৫ এ হেন না গুনিলে মনে ৬ ঐ রাধিকার ৭ পা তোমার ৮ এ তোমা দেখিতে না পাই ৯ পা করিলে ১০ পা রাধানারী ১১ এ নিরস ১২ ক গ নএ ১৩ শ্রীরাধাসুন্দরি ১৪ পা তুমি ১৫ ঐ কানাঞি ১৬ পা লাজে ১৭ এ তোমার ১৮ পা শুধাইলে ১৯ পা কি বলি ২০ পা তোএ, ক. গ সে ধনি কি বলে তবে তাহে ২১ এ রাধা ২২ পা তার আস ২৩ পা বইল ২৪ ঐ তোমারে ২৫ পা মুখে না ফুরে উত্তরে, ক. গ আমারে ২৬ পা আমি ২৭ ঐ দোষ না বিচার করি ২৮ পা সরন অভুত ২৯ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ৩০ ক. গ বলিল আমারে ৩১ এ রাধিকা সুন্দরি ৩২ পা আমা ৩৩ ক. গ আর ৩৪ এ ছাড়ে ৩৫ পা কি ৩৬ এ ব্যবহার ৩৭ পা -রি ৩৮ ক. গ তার ৩৯ এ, পা দিলে ৪০ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, চতুর হইঞা নাহি বুঝে কেনে। দগধিঞা আমাকে পাইব কত ধনে ॥ ৪১ পা-এ নাই ৪২ পা চাহ ৪৩ পা আমা ৪৪ ক গ নাহি, পা জদি ৪৫ পা পাহ, ক. গ পাএ ৪৬ পা বল ৪৭ এ বলাবল ৪৮ ক. গ মারিল, পা জারিল

সে আহ্মি[১] আপনে তার হইএ অনুচরে[২] পর বলি না বাসিএ নন্দের কোঙরে[৩]।
ই[৪] বোলে বড়াই জবে না পাও আশোআসে[৫] আর এক বচন বুলিহ[৬] অবশেষে।
আপনা চতুর বলি না বাসিহ[৭] রাই বচনে ভাণ্ডিলে ভাণ্ডা না জাএ কাহ্নাঞি[৮]।
পিরিতের বশ[৯] কৃষ্ণ হঠে হঠিআল ত্রিভুবন-উপরে[১০] আহ্মার[১১] অধিকার।
আহ্মারে[১২] বঞ্চিতে সে নারিব কোন মতে কত দিন চাঁদ[১৩] এড়াইব রাহু-হাতে।
গুপতপিরিতি-সুখে না হউ[১৪] বঞ্চিতে মাধবে[১৫] ভজএ[১৬] রাধা এই স উচিতে[১৭]।
তোহ্মাকে[১৮] বড়াই কিবা শিখাব বলিতে তুহ্মি[১৯] সে রাখিলে রাখ[২০] জাএ নন্দসুতে।
ই[২১] বোল শুনিঞা বুঢ়ি[২২] হাফালিঞা জাএ খেনে খেনে[২৩] উলটি কানুর মুখ চাএ।
এত অবসর বুঝি চতুর বড়াই কোন কাজছলে গেলী রাধিকার ঠাঞি।
আপনা পাসরে রাই বুঢ়ি-দরশনে হৃদ-শোষে[২৪] সফরি জেন পাইল বরিষণে।
সম্ভ্রমে আসিঞা[২৫] রাই বন্দে তার পাঅ অভিমানে বুঢ়ি তার মুখ নাহি চাঅ[২৬]।[২৭]
হাসিঞা বইল রাই শুন বড়িমাএ বিনিদোষে বিমরিষ হইতে না জুআএ।
দিনা দুই তিন তোহ্মা[২৮] নাহি দেখি হেথা আসিঞা বিরস মুখ ইহার কি[২৯] কথা।
শুনিঞা রাধার এত বচন চাতুরি রোষিঞা বড়াই বোলে বোল দুই চারি।
তোর গুণে রাই তোর মুখ নাহি চাহি ধরিতে নারিএ[৩০] হিআ[৩১] আসি তোর ঠাই।
গাএর গরবে রাই[৩২] বাট[৩৩] নাহি চিন সভেঞি[৩৪] উহার মূল[৩৫] দিনা দুই তিন।
তোরেসি দিলেক বিধি এ রূপ জৌবনে এ লোকের[৩৬] জনম গোঞিল[৩৭] এই[৩৮]-মনে।
কত কত[৩৯] সতী-পনা দেখাহ আহ্মারে[৪০] আহ্মি[৪১] বা কাহার কিবা[৪২] না জানি সংসারে।
অহল্যাকে অধিক নহিবে[৪৩] তুমি সতী পুরন্দর সহিত জাহার প্রসগতি[৪৪]।
পাঁচ ভাই সহিত দ্রৌপদী করে ঘরে সতী হেন বলিঞা লেখিব[৪৫] কোন ছারে।

---

১ পা আমি ২ ঐ অনুচর ৩ পা কুমার ৪ পা এ ৫ ঐ দেখ বিশেসে ৬ পা বলিহ ৭ পা বুঝিহ, এ হেন বাসে সেই ৮ পা কানাঞি ৯ ঐ সাঁক, এ সাগর ১০ পা ভিতর ১১ ঐ আমার ১২ ঐ আমারে ১৩ এ শশি ১৪ পা হএ, এ হইব ১৫ এ আমারে ১৬ পা ভক্ষক ১৭ ঐ তা যুগতে ১৮ ঐ তোমাকে ১৯ পা তুমি ২০ এ রাখা ২১ ঐ এ ২২ পা বড়াই ২৩ পা ক্ষনে২ ২৪ এ রোদ বিষে ২৫ ঐ উঠিঞা ২৬ পা চাহ ২৭ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ২৮ পা তোমা ২৯ এ তার কিবা ৩০ পা না পারি ৩১ এ প্রান ৩২ পা রাধে ৩৩ ক. খ, এ পথ ৩৪ পা সবেঞি ৩৫ এ সবে ত উহার গর্ব্ব ৩৬ পা জনের ৩৭ ক. গ গুনিল, এ গেল ৩৮ ক. গ হএ ৩৯ এ সতি ৪০ পা আমারে ৪১ পা আমি ৪২ এ বোল পা কি ৪৩ ক. গ না হবে ৪৪ এ প্রসক্তি; ক. গ প্রষকতি ৪৫ ক. গ বলিব

তাহে আর[১] আন[২] নহে[৩] গোকুলের নাথে   কাকুতি বিনতি[৪] কত কৈল[৫] জোড়হাথে ।
শুনিঞা না শুনি হেন[৬] বাস[৭] মোর বোলে   আপনা না চিন রাধা জৌবনের ভোলে[৮] ।
শচী-আদি করি জত স্বর্গ-বিদ্যাধরী   শুনিঞা কাহ্নুর গুণ পরাণ না ধরি ।
সে সব সুন্দরী সব হেন মনে করে   গোপী হঞা জনমিহে[৯] গোকুলনগরে[১০] ।
তাহে আল[১১] নিরবুধি হেন তোর ভাগী   সে কাহ্নু সকল ছাড়িল তোহ্মা[১২] লাগি ।
হের দেখ গোকুলের জত নারী বইসে   তোহ্মা[১৩] হেন এক জনা নাহিখ রূপসে ।
সে সব সুন্দরী[১৪] কাহ্নু দেখিতে সাধাএ   তোর লাগি সে কাহ্নু সোআথ না পাএ ।
এবে সে জানিল তোরে বিপরীত বিধি   আপনে মিলিল[১৫] পাএ বিঘটাসি নিধি ।
হের দেখ কাহ্নুর গলার গজমুতি[১৬]   পাঠাইল তোরে কত করিঞা মিনতি ।
আজিহো[১৭] রাধিকা[১৮] হের[১৯] মোর বোল ধর   সে কাহ্নুর প্রতি[২০]-আশ নিরাশ না কর
শুনিঞা বুঢ়ির এত প্রবন্ধ[২১]-উত্তরে   অগ্ন্যে[২২] ঘৃত দিলে জেন জলএ[২৩] অন্তরে ।
বুঢ়ির সঙ্কোচ মুখে[২৪] প্রকাশিতে ভএ   কাহ্নুর গুপতপ্রেমে পোড়এ হৃদএ[২৫] ।
হার-নাম শুনিঞা পাতিল দুই করে   হারতহি প্রবালমুকুতা[২৬]-ভাতি ধরে ।
নআনকালিমা-চিহ্নে গুঞ্জারূপ[২৭] দেখি   গুঞ্জা বলিঞা হার[২৮] পেলিল চন্দ্রমুখী ।
পুনরপি বড়াই তুলিঞা আনে[২৯] হারে   সরস[৩০] বুঝিঞা দিল রাধিকার গলে[৩১] ।
মণি পেলি গুণমাত্র পরিলেক রাধা   তা সব দেখিঞা বতি কাঁমে লাগে[৩২] ধান্ধা ।
বিষাদবদনে রাধা কহে প্রেমকথা   পুলকে পুরিল গাও উথলিল বেথা[৩৩] ।
তোরে নিকপটে কহি প্রাণের বড়াই   আপন মনের কথা কহিতে লাজাই ।
বিষম আমার ঘর শোধাহ পরোক্ষে   সহজেই দিবস নেআই[৩৪] নানা শোকে ।
শাশুড়ী শ্বশুর[৩৫] মোর[৩৬] জেন ক্ষুরধারে   সহজে পরের চক্ষে দেখিতে না পারে ।
নিঃশ্বাস ছাড়িতে বাট নাহি মোর[৩৭] ঘরে   মিছা কাজে ভরছএ নানা[৩৮] পরকারে ।
গৃহপতি দুরমতি[৩৯] সদাই ছিদ্র চাহে   বিচারিতে তিরিএ[৪০] পুরুষে নাহি জাএ ।

১ পা তা হেন ২ ক. খ, ক. গ হেন ৩ এ ত রসিকগুরু ৪ এ মিনতি ৫ পা করিইলা ৬ পা-এ নাই ৭ পা কৈলে ৮ এ জৌবনে হঞা ভোল ৯ ক. গ জনমিএ ১০ এ লভিএ সেই স্থানে ১১ এ তুমি, ক. গ আগো ১২ এ তোর, পা তোমা ১৩ এ তো, পা তোমা ১৪ পা হেন সুন্দর ১৫ পা মিলএ ১৬ পা -মতী ১৭ পা -সে ১৮ এ শুন্দরি ১৯ ক. গ তুমি ২০ ঐ পতি ২১ পা মরম, এ শ্রীরাধিকা বুঢ়ির এ সব ২২ পা অগ্নে ২৩ এ জলিল ২৪ এ, ক. গ কিছু ২৫ এ অন্তর ২৬ ক. গ মালার, এ মানিক ২৭ এ হেন ২৮ পা বলি হাসিঞা ২৯ এ লইল ৩০ পা হৃদঅ ৩১ এ করে ৩২ ক. গ বড়াইতে পায়, এ বড়াইকে লাগিল বড় ৩৩ এ মুখে না নিষরে বাণী অন্তরে উঠে বথা ৩৪ এ গোঙাই ৩৫ এ ননদ ৩৬ পা-এ নাই ৩৭ এ অবসর নাহি ৩৮ এ কত ৩৯ ক. গ, এ কুমতি ৪০ এ নারিএ

দেওর[১] ননদ এ:কো[২] জন নহে ভাল   ছিতুস চাহিঞা[৩] নিতি[৪] করাএ খাঁখার।
জিঙত মাছেতে[৫] ক্রিমি[৬] পাড়ে পরিজনে   জত দেখ মোর বলি নাহি এক[৭] জনে।
উলটিতে ইহ[৮] ঘরে নাহি অবকাশ[৯]   কেমতে সে প্রভুর[১০] রাখিব[১১] আশোআস।
আশ দিলে মিছা[১২] কুলব্রত হব নাশে   নিমিষ ভুঞ্জিব সুখ[১৩] তাহে[১৪] নাহি ভাসে[১৫]।
আপন আয়ত্ত নাহি[১৬] পালিব সঙ্কেতে   আশ বান্ধি মিছা[১৭] কানু দুখ পাব চিত্তে।
বিনি বিঘটনে পাছে[১৮] তুহ্মি[১৯] পাবে লাজে   মোরে কিবা হৃদএ করিহে[২০] দেবরাজে।
চল জাহ বড়াই বলিহ[২১] মোর সেবা   অবিচারে মোরে কিছু দোষ[২২] নাহি[২৩] দিবা।
মুঞি কুলবতী সতী হেন[২৪] দুরুবাদ[২৫]   আওাস বাহির হইলে হএ[২৬] পরমাদ[২৭]।
ইহা জানি খেমিহ[২৮] মোর[২৯] পরিহার[৩০]   এত[৩১] বলি বুঝিবে তা নন্দের[৩২] কুমার[৩৩]।
রাধার সরস[৩৪] কথা শুনিঞা বড়াই   চাপিঞা[৩৫] বচন দুই বলে তার ঠাই।
হের[৩৬] বলি রাধা কত বাচহ আহ্মারে[৩৭]   কহিতে জানিলে হএ[৩৮] হেন কি বেভারে[৩৯]।
আহ্মারে[৪০] ছুইঞা দেখি দেহ[৪১] অঙ্গীকার   জেন[৪২] কাজ[৪৩]-ফল পাএ সেই মোর ভার।
তোরেসি[৪৪] বলিএ ঝি এ[৪৫] বুধির সুগরী[৪৬]   আখেঠারে সব লোক বিচিবারে পারি।
কি ছার আজল[৪৭] তিরি পুরুষ না[৪৮] জাএ   তাহারে ভাণ্ডিব এবা কোন কাজে হএ[৪৯]।
বুঢ়ির ই[৫০] কথা শুনি রাধিকা সুন্দরী   হাসিঞা হাসিঞা[৫১] বোলে বোল দুই চারি।
তোর বোলে বড়াই মো দিলু অঙ্গীকার   এ তিরির[৫২] দুখ সুখ সব তোর ভার।
এ বোল শুনিঞা বুঢ়ি পাইল বড় সুখে   লাখ লাখ[৫৩] চুম্ব দিল রাধিকার মুখে।
মেলানি করিঞা বুঢ়ি জাএ আনন্দিতে   রাধিকা প্রণাম করি চলিলা তুরিতে।

---

১ এ শশুর ২ পা একে ৩ এ মিথ্যা করিঞা, ক. গ ছুতে সে ধরাঞা ৪ ক. গ মোরে ৫ পা মাছে, ক. খ জীয়ন্ত- ৬ পা পোকা ৭ এ কেহো মোর নহে কোনো ৮ পা এই ৯ ঐ উপকাস ১০ ক. গ প্রভু মোর ১১ এ মুঞি পালিব ১২ ঐ মিথা ১৩ পা ভুখ ১৪ ক. গ তার ১৫ এ অবকাস ১৬ ক. গ আপনার ঘর নহে ১৭ ঐ নিত্য ১৮ পা বোল বিঘটিলে মিথ্যা, এ মিছা ১৯ পা তুমি ২০ ক. গ করিহ ২১ ক. গ করিহ ২২ এ কানু মোরে দুঃখ ২৩ পা না ২৪ ক. গ মোরে ২৫ এ -বার ২৬ পা হইতে ২৭ এ হইতে প্রমদ আমার ২৮ এ ক্ষমিবে, পা খেমিবে ২৯ এ কবিএ, পা এ সব ৩০ পা অফরাধ ৩১ এ ইহা ৩২ ঐ প্রবোধিহ শ্রীনন্দ, ক. গ সে- ৩৩ পা কানু পরমাদে ৩৪ ক. গ, এ সব ৩৫ এ গঞ্জিঞা ৩৬ পা এত ৩৭ এ রাধিকা কত নাচাহ-, ক. গ রাধিকা কতেক কহ মোরে, পা আমারে ৩৮ পা কহ ৩৯ ক. গ বিচারে ৪০ পা আমারে ৪১ এ কর ৪২ ক. গ সেই, এ জেই ৪৩ এ মত ৪৪ ক. গ মোরে কি, এ মোরে সে ৪৫ পা ঝি ৪৬ এ সাগরি ৪৭ এ অয়ন, ক. গ আইহন ৪৮ ক. গ পুরুষে ন ৪৯ পা জাএ ৫০ পা এ ৫১ ক. গ রুসিঞা ৫২ পা নারিব ৫৩ এ লক্ষে ২

কহে কবিশেখর রাধার অঙ্গীকারে[১] হাবরি পঢ়িঞা লেহ[২] ব্রহ্মের বিচারে ॥

॥ কেদার ॥

জাবত বড়াই গেলী রাধিকা-মানানে[৩] তাবত কাহ্নাঞি[৪] সব মনে অনুমানে।
অঙ্গের শকুন[৫] দেখি হেন প্রতিভাসে[৬] এবার রাধিকা মোহে দিহে[৭] আশোআসে।
বিলম্ব দেখিঞা[৮] এথা কাজ-সিদ্ধি লখে[৯] বড়াইর[১০] মুখে কৃষ্ণ রহে উভমুখে[১১]।
ক্ষিধাএ অদন্ত[১২] বৎস জেন চাহে মাএ হেনমতে কাহ্নাঞি[১৩] বড়াই-পানে চাএ।[১৪]
খেনেকে বড়াই দেখি নন্দের নন্দন অনাবৃষ্টি-কালে জেন পাইল বরিষণ।
তা দেখিঞা আনন্দে কাহ্নাঞি[১৫] বেআকুলে চান্দের উদএ জেন সমুদ্র উথলে[১৬]।
জাবত[১৭] বড়াই হাসি হাসি[১৮] আইসে তখন কাহ্নাঞি[১৯] মনে কেন জানি বাসে।
অনুব্রজি[২০] কথো দুর গেলা জদুরাএ পরম আনন্দে বন্দে বড়াইর পাএ।
সম্ভ্রমে তুলিঞা বুঢ়ি হাথে গাও[২১] পোছে কাহ্নাঞি[১৯] সে[২২] পহিলে রাধার শুভ পুছে।
কহ ত[২৩] বড়াই রাধা[২৪] কি বৈল আহ্মারে[২৫] মোরে[২৬] রাধা দিল বা না[২৭] দিল অঙ্গীকারে।
একুই বচন কানু পুছে ঘনে ঘনে তা শুনি বড়াই হাসএ মনে মনে।
বুঢ়ি বলে গোবিন্দাই থির কর মতি স্বরূপে ভজিব তোহে রাধিকা জুবতী।
পরের আঅত কাজ আরতি না সহে জত বোল[২৮] সমএ সব কাজ সিদ্ধি পাএ[২৯]।
সে রাধে আনের হেন[৩০] নহে স্বতন্তরে গুরুজনার গঞ্জনাএ[৩১] বঞ্চে নিরন্তরে।
কাজ-সিদ্ধি[৩২] না পাইব[৩৩] বলি[৩৪] না দেই আশোআসে[৩৫] লোকভএ[৩৬] ততেক[৩৭] না জাএ বিশোআসে[৩৮]।
এ কালে তিরির বুঝিল নহে[৩৯] কথা মুখে আন বোল বোলে[৪০] আনহি বেবথা[৪১]।
একখানি বোল তহি[৪২] কহি গোবিন্দাই বিনতি বেভারে কভু শঠ[৪৩] নাহি পাই।

১ পা অঙ্গিকার ২ পা-এ নাই ৩ শ্রীরাধিকার স্থানে, ক. গ -মানে ৪ পা কানাঞি ৫ এ লক্ষণ, ক. গ কুসল ৬ এ -আসে ৭ এ মোরে দিব, ক. গ মোরে দেহ ৮ এ বুঝিঞা ৯ ঐ হেন বাসি ১০ পা বড়াএর ১১ এ পথ হেরি হই আনন্দ বাসি ১২ ক. গ ছাওয়াল ১৩ পা কানাঞি ১৪ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ১৫ ক. গ কানাঞি ১৬ ক. গ উচ্ছলে ১৭ পা ক্ষনেকে ১৮ ক. গ নিকটে বড়াই মনে হাসিয়া ১৯ পা কানাঞি ২০ ক. গ, পা -রঞ্জি ২১ ক. গ মুখানি হাথে ২২ পা-এ নাই ২৩ এ কহ কহ ২৪ পা-এ নাই ২৫ পা আমারে বলিল ২৬ পা মোকে বা ২৭ এ কিনা ২৮ পা বল ২৯ ক. গ হএ ৩০ পা জেন ৩১ পা যন্ত্রনাত্র ৩২ ক. গ সিদ্ধ ৩৩ পা পাবে ৩৪ ঐ বলিঞা ৩৫ এ বুঝিঞা না দেই আসে, পা আসে ৩৬ ক. গ লাজ- ৩৭ ঐ এতেক ৩৮ পা বিশ্বাশে ৩৯ এ নারির বুঝিতে নারি ৪০ পা বলে ৪১ পা বেবস্থা ৪২ এ তোরে ৪৩ ক. খ, ক. গ ঋজুতাএ সর্ব জন কভু, এ ঋজুর্ভা বিমু সাধুজন

পথ বুঝি রহিবে তা[১] জমুনার তীরে বিকি-ছলে রাধারে মো করিমু বাহিরে।
দান-ছলে সকল গোপীরে[২] দিহ[৩] বাধা অবশেষে সভা এড়ি রহাইহ[৪] রাধা।
পাকের মাথাএ[৫] সব বুদ্ধি হব চুরে শুনিলে বা কি করিব রাজা[৬] কংসাসুরে।
এত আশোআস দিঞা পাকের বড়াই চলিল[৭] আপন ঘর তুষিঞা কাহ্নাই[৮]।
একদিন বড়াই নন্দের ঘরে থাকি[৯] আইঅন- মুখ[১০] গোপ[১১] আনাইল ডাকি।
সকল গোআলা মেলি[১২] করিঞা[১৩] সমাঝে বড়াই কহন্তি কথা বসি তার মাঝে।
এতদিন মথুরা পসরা লঞা[১৪] জাই কভো[১৫] কোন কথা না শুনিল[১৬] কারো ঠাই।
সভেঞি[১৭] আপন[১৮] বলি বোলেন[১৯] বড়াই মরমের কথা কেহো মোরে না লুকাই।
এবে একখানি কথা শুনিল[২০] বড় মন্দ কংস বোলে গোকুলের রাজা হইলা নন্দ।
আইঅন-বীর-আদি[২১] মুল[২২] মন্ত্রি-জনে গোকুল[২৩] ঘুচাইঞা পাট কইল বৃন্দাবনে।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই রাজার কোঙরে[২৪] গাএ বল দিঞা কাজ করে স্বতন্তরে[২৫]।
রাজার ই[২৬] বোল শুনি অক্রুর সুবুদ্ধি[২৭] কংসেরে[২৮] পুছিল[২৯] নন্দরাজত্বের শুদ্ধি।
কংস বলে নন্দরাজা[৩০] কহে[৩১] সর্বজনে গোপনারী এখন না বুলে[৩২] বিকে কিনে।
রাজরানী[৩৩]-পরিছেদে[৩৪] সভে থাকেন[৩৫] ঘরে দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল পরশিতে ঘৃণা করে।
স্নান করিবারে নহে আওাস-বাহিরে[৩৬] গোআলা বলিতে সভে আমরিষ করে[৩৭]।
ই[৩৮] সব লক্ষণ দেখি পরতীত জাএ দিন কথো[৩৯] গোকুলের কর নাহি পাএ।
এত জবে নানা বোল[৪০] বোলেন[৪১] কংসাসুরে শঙ্কাএ অক্রুর[৪২] কিছু না দিল উত্তরে[৪৩]।
হেন বোল সভে মোরে কহিল মরমে না জানি সভার কিবা আছএ করমে।
তবে মুঞি[৪৪] গোপতে পুছিল অক্রুরে অক্রুর দিলেক ভাল উপাএ[৪৫] উত্তরে।
রাম কৃষ্ণ দুহে[৪৬] না বুলিহে[৪৭] এক ঠাই কোন ছলে বনে দোঁহে[৪৮] রহিএ[৪৯] লুকাই।

১ এ থাকিবে তুমি ২ ঐ সখিবে ৩ পা দিবে ৪ পা রহাইব ৫ এ গতিকে ৬ ঐ কি করিতে তোমার পারে ৭ পা চলি ৮ ঐ কানাই ৯ এ আসে ১০ পা বির আদি ১১ ক. গ মুখে, এ প্রধান জতেক ১২ ক. ক মিলি, পা-এ নাই ১৩ পা বসিলা ১৪ এ পসার লঞা মথুরাএ দিন আসি ১৫ পা কভু ১৬ ঐ নাহি শুনি ১৭ পা সভেই ১৮ এ, ক. গ আমার ১৯ পা জানেন ২০ ঐ শুনি ২১ পা তার ২২ এ অয়ন বীর আদি তার ২৩ ঐ মথুরা ২৪ পা কুমারে ২৫ এ সত্তর ২৬ পা এ ২৭ ক. গ মহামতি, এ মহাবুদ্ধি ২৮ এ, ক. গ সংভ্রমে ২৯ এ শুনিল ৩০ এ, ক. গ হেন কথা ৩১ পা বোলে ৩২ এ তেঞি গোপনারী না আইসে ৩৩ পা রাজ, ক. গ নারি ৩৪ এ পরিচ্ছদে ৩৫ পা থাকে নিজ ৩৬ ক. গ ভিতরে ৩৭ এ বিমরিষ ধারে ৩৮ পা এ ৩৯ পা কথোক ৪০ এ এতেক বচন তবে ৪১ পা বইল ৪২ এ উত্তর ৪৩ এ না বইল তাহারে ৪৪ পা সে ৪৫ ক. গ মরম ৪৬ পা দুই ভাই ৪৭ ক. গ বুলে ৪৮ ক. গ কেহো বা, এ কেহো, পা-এ নাই ৪৯ ক. খ রহিব, ক. গ রহিল

জত গোপনারী[১] সব সাজিঞা পসারে[২]   মথুরাএ বিকি করি বুলু[৩] ঘরে ঘরে[৪] ।
নিজবৃর্ত্ত[৫] করিতে কিবা লাজ ভএ   লোকমুখে শুনুক কংস মহাশএ[৬] ।
তবে সে[৭] কংসের মন বুঝিঞা বিশেষে   কহিল তোহ্মারে[৮] জেন নন্দ এথা আইসে[৯] ।
এত গুঢ়[১০] মন্ত্রণা কহিল[১১] মহাশএ   সেই সে[১২] কাজ করহ[১৩] জে[১৪] থাকিএ ভালএ[১৫] ।
বুঢ়ির এ বোল[১৬] শুনি নন্দ-আদি গোপে   অন্তরে তরাস বড়[১৭] পাইল কংসকোপে[১৮] ।
তবে আইঅন বীর করি নমস্কারে[১৯]   বড়াইর পাএ ধরি কহিল আপারে ।
এবার তোহ্মাতে[২০] হইতে[২১] রহিল গোকুলে   কহ কোন পরকারে রাখ জাএ পুরে[২২] ।
সব গোপীজন[২৩] রূপগুণের অবধি   পহিল জৌবন তাহে কইল[২৪] ছার বিধি ।
এ সব সুন্দরী জাব[২৫] সাজিঞা পসারে   পথে ঘাটে ভালে জাব[২৬] কোন পরকারে ।
ই[২৭] বোল শুনিঞা রুষি কহিল[২৮] বড়াই   ভাল বোলে[২৯] ভাণ্ডুআ গোআলের বুদ্ধি নাই ।
কংসনাম শুনিতে[৩০] জমের প্রাণ চোঁকে[৩১]   তাহার জোগানী-পানে চাহিব কার বাপে[৩২] ।
আজনম আহ্মারা[৩৩] মথুরা বিকে জাই   কভো[৩৪] কোন বোল[৩৫] নাহি শুনি কার ঠাঁই ।
ইবে অপরূপ কথা শুনিল[৩৬] সভার   গোপনারী বিকে জাব একি অবেভার[৩৭] ।
এতেক বড়াই জবে দিল অঙ্গীকারে   সকল গোআলা দিল[৩৮] বড়াইকে ভারে[৩৯] ।
তবে আর[৪০] দিবসে করিঞা শুভবেলা   পসরা সাজিঞা বিকে জাএ ব্রজবালা ।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল খীরিসা[৪১] নবনী   পুরিঞা সোনার ভাণ্ডে নেত-আছাদনী[৪২] ।
নানা বর্ণে বিচিত্র লাসের[৪৩] পসরা   চারি দিগে লাম্বে মণি[৪৪] মুকুতার ঝারা ।
পসরা সাজিঞা দিল দাসীগণ-মাথে   সব সখীগণ বিকে চলিলা সোআথে ।
আগু সে বড়াই পাছে সব[৪৫] গোপনারী   নদী-মাঝে চলে[৪৬] জেন হংস[৪৭] সারি সারি ।

১ এ -বধু ২ ঐ বিশেষে ৩ ক.গ বুলি ৪ পা বিকি কিনি করি সভে বুলুক মথুরানগরে ৫ এ বৃত্তি ৬ এ এতেক সুনিল মহারাজ ৭ ঐ ত ৮ পা কহিব তোমারে ৯ ক.গ করিব তোমার কথা যুক্তির বিশেষে ১০ পা দৃঢ়, ক. গ সব ১১ পা করিঞা ১২ পা-এ নাই ১৩ পা কর ১৪ এ জাতে ১৫ পা থাকিঞা ভাল হয় ১৬ এ কথা ১৭ এ ত ভয় ১৮ ঐ কংসের প্রতাপে ১৯ এ, ক.গ নন্দ আইহন করি পুরস্কার ২০ পা তোমাতে ২১ ক.গ তোমার লাগি ২২ পা কুল ২৩ এ -নারি ২৪ ঐ দিল ২৫ এ জাইব, ক. গ জাবে ২৬ এ জাব সভে ২৭ পা এ ২৮ এ বোলে রুষিঞা ২৯ পা বলে ৩০ পা শুনিলে ৩১ এ কাঁপে, ক. গ চমকে ৩২ এ, পা চাহিবেক লোকে ৩৩ পা আমারা ৩৪ পা কভূ ৩৫ এ কথা ৩৬ এ, ক.গ সুনি তো ৩৭ এ ব্যবহার ৩৮ পা দিব ৩৯ এ বেভার ৪০ পা কেরআর দিব ৪১ পা ই থির, ক. থ, ক. গ কুষক ৪২ ক.গ তাতে নেতের চাঁদনি ৪৩ এ সাজিঞা, ক. গ চিত্র বিচিত্র উল্লাসের ৪৪ এ গজ ৪৫ ঐ জাএ পাছে ৪৬ পা দেখে ৪৭ এ, ক. ক -রাজ

গ্রামের উপান্তে[১] জবে[২] গেলা[৩] গোপীজনে   মথুরা কতেক দুর পুছে[৪] ঘনে ঘনে।
কেহো বোলে[৫] পোড়া[৬] বাট রহি[৭] না ফুরাই   আর কত দুরে বা মথুরাপুরী পাই[৮]।
কেহো বলে জে জাবে সে আস্থ মোর সঙ্গে   ইহা বলি আগু আগু জাএ বড়[৯] রঙ্গে।
কেহো বলে আর আহ্মি[১০] চলিতে না পারি   জে জাবে সে জাকু বিকে মথুরানগরী।
হেনমতে গোপীর সে[১১] দেখিঞা বেভারে   হাসিঞা রুষিঞা বুড়ি বলে সভাকারে।
এই ত নিকটে দেখি জমুনার কূলে[১২]   ওখানে বসিব সভেঁ কদম্বের মূলে[১৩]।
এত[১৪] বলি আশ্বাসিঞা নিল[১৫] কথো দুরে   এই এই বলিঞা[১৬] দেখাএ মধুপুরে।
রঙ্গে ঢঙ্গে রহি বসি[১৭] সব গোপী[১৮]-জনে   মধুপুরী বিকে জাএ হরষিতমনে।
হেনমতে গোপীজন জাএ নিতে নিতে[১৯]   তা শুনি কাহ্নাই[২০] সে ধরিতে নারে চিতে[২১]।
দানপ্রসঙ্গ[২২]-কথা শুন সব জনে   কহে কবিশেখর অমৃত-বরিষণে॥

॥ গান্ধার[২৩] ॥

একদিন কাহ্নাঞি[২৪] ধরিঞা নট-বেশ   শিশুগণ-সঙ্গে কইল বন পরবেশ।
ধেনু চড়াইতে নিজোজিল[২৫] সঙ্গি[২৬]-জনে   মথুরানগর-পথে করিল গমনে।
অচম্বিতে উত্তরিলা জমুনার কূলে   পথ বুঝি বসিলা[২৭] জে[২৮] কদম্বের[২৯] তলে।
হেন বেলে লাসে বেশে সাজিঞা পসারা[৩০]   সে পথে মথুরা বিকে জাএ ব্রজবালা।
তা দেখি কানুর গাও ধরণে না জাএ   রসের সাগরে ভাসে ওর[৩১] নাহি পাএ।
কৃষ্ণ দেখি গোপনারী[৩২] লাজে আথান্তরি   ধাধসে বান্ধিল পাও চলিতে না পারি।
পটের[৩৩] পোতলি জেন রহে সারি সারি   বড়াইরে বোলে তবে[৩৪] বোল দুই চারি।
হোর কী দেখিএ বড়াই কদম্বের তলে   দেখিতে দেখিতে প্রাণ কেন জানি করে।
তড়িত-জড়িত কিবা[৩৫] নব জলধরে   সম্পূর্ণ শ্যামল চাঁদ তাহার উপরে।
শ্যাম-চাঁদ[৩৬] উপরে[৩৭] ধবল চাঁদ কলা   ধবল চাঁদের শিরে তিমিরের মালা[৩৮]।

১ এ বাহিরে ২ ক. গ সভে ৩ পা ক্ষেণে ক্ষেণে বড়াইরে পুছে ৪ এ বড়াইরে মথুরা সোধাএ ৫ পা বলে ৬ ক. গ এ ৭ এ, ক. গ রহিতে ৮ এ মথুরানগরি ৯ ঐ তবে ১০ পা আমি ১১ পা ইশে ১২ পা কদম্বের তলে ১৩ এ তলে ১৪ ঐ ইহা ১৫ ক. খ, এ জাএ ১৬ এ করিঞা ১৭ পা রহি ১৮ এ সখি ১৯ ক. গ নিতি নিতি ২০ পা কানাই ২১ ক. গ ছাত্তি, পা চিত্তে ২২ এ, ক. গ প্রবন্ধ ২৩ পা অতিরিক্ত,-রাগেন গিঅতে ২৪ পা কানাঞি ২৫ এ, ক. গ নিজোজিঞা সব ২৬ পা শিশু ২৭ এ রহিলা ২৮ ক. গ তো ২৯ এ কদম্বতরু ৩০ পা পসরা ৩১ এ, ক. গ থল ৩২ এ সব গোপি ৩৩ ক. গ কাচের ৩৪ পা বড়াইকে বুলিতে লাগিলা ৩৫ এ দেখি ৩৬ এ শ্যামল- ৩৭ পা উপপরে ৩৮ এ মলা

তিমির-উপরে জেন[১] দেখিএ[২] ইন্দ্র[৩]-চাপে   হেন অদভুত দেখিঞাছে[৪] কার বাপে।
কি বোধি করিব কহ[৫] প্রাণের বড়াই   জাবার আছুক[৬] কাজ[৭] দেখিঞা ডরাই।
আর গোপী বোলে[৮] আহ্মিহো[৯] জানিলু[১০] ভালে   কদম্বের তলে দেখি[১১]
তরুণ গোপালে[১২]।[১৩]
এতেক উত্তর জবে বৈল গোপনারী   হাসিঞা বড়াই কহে[১৪] বোল দুই চারি।
কথা বা দেখিলে মেঘ কথা বা তমালে   তরুতলে বসি আছে তরুণ গোপালে।
জানিএ আজাতি বড় জশোদা-তনএ   দু-আঙ্গুলি মুখে জার[১৫] কথা দিল নহে।
কেহো কথা না চাইহ চল[১৬] সাবধানে   কানু কিছু পুছিলে না দিহ সম্বিধানে।
এমত বিধান[১৭] শিখাইঞা[১৮] গোপীগণে   আগু আগু[১৯] জাএ বুড়ি হরষিতমনে।
তা দেখি নিকটে কৃষ্ণ কহে হাসি হাসি[২০]   কথা জাহ বড়াই সঙ্গে করিঞা[২১] রূপসী[২২]।
ই[২৩] বোল শুনিঞা বড়াই আইল[২৪] কানু-ঠাঞি   সারি বান্ধি গোপীগণ[২৫] জাএ পথ বাহি।
বড়াইকে সম্ভাষিতে থির[২৬] নাহি পাএ[২৭]   সঘন নআন-দিঠে[২৮] রাধা[২৯]-পানে চাএ।
হাসিঞা রসিক বুড়ি দিল আখিঠারে   গোপী রহাবারে ডাকে নন্দের কুমারে।
বাহু পসারিঞা কৃষ্ণ আগুলিল পথে   সব গোপী সমুখে[৩০] রহিলা হেঠমাথে।
কাতর-নআনে গোপী চাহে বুড়ি-পানে   তা দেখি হাসিঞা পুছে[৩১] নন্দের নন্দনে[৩২]।
কী চাহ বুড়ির[৩৩] পানে গোআলার নারী   বড়াই শকতি কার কি করিতে পারি।
আপন গৌরব রাখ তুলাহ[৩৪] পসারে   একে একে মোর আগে দেহ ত বিচারে।
এবার চাতুরীপনা না রহে তোহ্মারে[৩৫]   বার বরিষের দান দেহ ত এবারে[৩৬]।
ই[৩৭] বোল শুনিঞা বুড়ি[৩৮] উভনড়ি করি   কৃষ্ণ মারিবারে[৩৯] হাসি[৪০] জাএ রড়ারড়ি।
অবাহে[৪১] জাবক বেলে[৪২] কি[৪৩] পাত ঢামালি   কি বাদে রহাসি[৪৪] পথে অবলা গোআলী।

---

১ পা-এ নাই ২ এ বড়াই দেখি ৩ পা ইন্দু- ৪ ক. গ দেখিআছি ৫ পা বল ৬ পা আছুক ৭ ক. গ দায় ৮ ক. গ বলে ৯ পা আমি, ক. গ উহায় মো ১০ পা উহা জানি, এ জানিলো ১১ পা তরুতলে বসি আছে ১২ এ তমালে ১৩ পরবর্ত্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ১৪ ক. গ বলে ১৫ এ তারে ১৬ ক. গ চাহিয়া আইস ১৭ এ হেন নানা মতে, ক. গ হেন পরকারে ১৮ এ শিখাইল ১৯ পা আগে২ ২০ পা আসি দেব বনমালী ২১ এ বড়াই লঞা জাহ এ সব, ক. গ বড়াই এ কোথা জাএ কাহার ২২ পা গোআলী ২৩ পা এ ২৪ ক. গ জাএ, পা আই ২৫ এ সব গোপি ২৬ পা স্থির ২৭ পা বান্ধে ২৮ এ সদৃষ্ট কানু, পা ডিঠে ২৯ ক. গ সদৃস কৃষ্ণ বুড়ি ৩০ এ সংভ্রমে ৩১ পা বোলে ৩২ এ নাগরশেখরে ৩৩ ঐ বড়াইর ৩৪ এ, ক. গ নাম্বাহ ৩৫ ক. গ আমারে, পা তোমার ৩৬ এ বৎসরের দান লইব এইবার, ক. গ নিব এইবারে ৩৭ পা এ ৩৮ এ বড়াই ৩৯ ক. গ মারিবার আসে ৪০ পা-এ নাই, এ মারিবারে আসে বুড়ি ৪১ ক. গ পথেতে ৪২ পা, এ বড়ার পো ৪৩ এ না ৪৪ ক. গ রাখহ, এ রাখসি

নিমাথী[১] দেখিঞা[২] করসি[৩] বলীআরী না জান কি হএ পথে রাখিলে পরনারী[৪]।
বড়াইর[৫] বোল শুনি দেব দামোদর হাসিঞা কহিল[৬] কিছু বুদ্ধির গোচর[৭]।
হের শুন[৮] বড়াই কহিএ[৯] এক বোল পুরুব কালের হেন[১০] না পাইব[১১] গোল।
আপনার অপচয় কেহো নাহি সহে রাজকাজ করিতে পিরিতি নাহি[১২] রহে।
ঘরের কাহ্নাঞি[১৩] বলি না করিবে হেলা বচনে ভাণ্ডিঞা জাবে তার নহে বেলা।
হের শুন[১৪] বড়াই কহিএ[১৫] একি বেলে অনরথ উপজিব[১৬] দান নাহি দিলে।
মোর বোলে বোলহ[১৭] সব গোআলীর[১৮] ঠাই মিছা দাণ্ডাইঞা রহ[১৯] তার[২০] কাজ নাঞি।
ওলাহ[২১] পসরা সভেঁ বইস তরুতলে লেখা[২২] করি দান মোর দেহ ত সকালে।
ই[২৩] বোল শুনিঞা বোড়ি[২৪] গেলী[২৫] রাধা-ঠাই[২৬] কহিল সকল জত বুইল[২৭] কাহ্নাঞি[২৮]।
তাহা শুনি[২৯] গোপনারী[৩০] বিষাদিতমনে বড়াইরে[৩১] অনুজোগ দিল[৩২] মনে মনে[৩৩]।
সব কাল[৩৪] জানিএ[৩৫] কাহ্নাঞি[২৮] আছিদরে[৩৬] এত জানি সতিসাথে[৩৭] না হই বাহিরে।
কথা হইতে বিকি করি পাতিল[৩৮] পাষণ্ডে সর্বনাশ হইল ইথে[৩৯] জানিল সেই দণ্ডে।
ঘরে পরে অনুমান শুনি[৪০] সব ঠাঞি[৪১] বোড়ি সঙ্গে গেলে[৪২] কারো কোন ভয় নাঞি।
ভুলিঞা[৪৩] পরের বোলে চড়িলুঁ[৪৪] ঝাঁপানে পাছু কী হবেক[৪৫] ইহা না গুণিলুঁ মনে[৪৬]।
কত[৪৭] পরকারে ঘরে[৪৮] দিলে আশোআসে হাসিতে হাসিতে সবে কইলে সর্বনাশে[৪৯]।
এখনোক আপনারে আপুনি[৫০] দিব[৫১] গালি তোর সঙ্গে বিকে জাএ[৫২] কুল-বহুআরি[৫৩]।
পাএ পাএ তোর আগে কহিল বড়াই[৫৪] সে পথে না জাব বিকে জে পথে কাহ্নাঞি[৫৫]।

১ পা নিমাথা ২ এ নাবী- ৩ পা করহ ৪ ক.গ তুমি কি না জানহ পথে রাখিবারে নারী ৫ এ বড়াএর ৬ এ হাসিঞা ৭ এ কহিল উত্তর ৮ পা শুনহ ৯ এ কহ ১০ ক.গ মত, এ জেন ১১ পা নাহি পাবে ১২ পা না ১৩ পা কানাঞি ১৪ এ আইস ১৫ ঐ কহো ১৬ এ অনর্থ বড় উপজিবে ১৭ এ বোল-, পা বোল ১৮ ক.গ সখিজন, এ গোপিজন ১৯ পা মিথা দাণ্ডাই রহে ২০ এ কিছু ২১ এ, ক.গ নাবাহ ২২ এ -জোখা ২৩ পা এ ২৪ এ বুড়ি ২৫ ক.গ গেলা ২৬ পা রাধাপানে চাই ২৭ এ কথা জে কহিল, পা বোলিল ২৮ পা কানাঞী ২৯ এ, ক.গ তা শুনিয়া ৩০ পা গোপীগণ ৩১ ঐ বড়াইকে ৩২ ক.গ দিছে ৩৩ পা গোপীগনে ৩৪ পা সর্ব্ব-, ক.গ -কাজ ৩৫ এ জানি, ক.গ জানিঞা ৩৬ পা আসি ধরে, ক.গ অছি-, এ নানা রঙ্গ ৩৭ এ -সাথে ৩৮ এ হইল, পা করিলে ৩৯ পা-এ নাই ৪০ এ জানি ৪১ পা ঠাই ৪২ এ থাকিলে ৪৩ এ তুমিহো, ক.গ আমিহ ৪৪ এ চড়িলা ৪৫ পা হইবে ৪৬ ক.গ মথুরারে বিকে আসি বড়াইর সনে ৪৭ এ নানা ৪৮ পা মোরে ৪৯ ঐ জাতিনাসে ৫০ পা এখন কি আপনাকে কেবল ৫১ ক গ আপনারে দিব আর ৫২ এ তোমার সঙ্গে বিকে আইসে, ক.গ আইসে ৫৩ পা গোপের গোআলি, এ কুলের বৌহারি ৫৪ এ বড়াই নিরবধি তোমার ঠাই, ক.গ বড়াই কহিল তোব ঠাঞি, পা কহিল- ৫৫ পা কানাঞি

মোর মন আজি ডাকিঞাছে[১] সেই কালে বিকি কিনি করি ঘরকে[২] না আসিব ভালে।[৩]
কহ না এখন কাহ্ন কি বাদে রহাএ কুলের বহুআরি[৪] রাখি কোন[৫] ধন পাএ।
এখন বড়াই কেহ্নে না কাঢ়সি[৬] রাএ[৭] কংসের জোগানি কাহ্ন কি লাগি রহাএ[৮]।
ইহার উচিত কথা জানিএ কহিতে আহ্মাকে[৯] উচিত নহে তুহ্মি জে[১০] থাকিতে।
ই[১১] বোল শুনিঞা বড়াই কহে ধীরে ধীরে কি বোল লাগিঞা সভে হইছ অথিরে[১২]।
চলিতে কণ্টক জদি[১৩] লাগএ বসনে রহিঞা কি তাহা[১৪] না করি[১৫] বিমোচনে।
প্রাণেব বিরোধী জনে[১৬] জে বোল শোধাএ তারে কি উত্তর তাখে[১৭] দিতে না জুআএ।
তত্ত্বে[১৮] পরিহাসে কিবা কহিল কাহ্নাঞি[১৯] তাহার মরম জানি কহিব এথাঞি[২০]।
জুগে জুগে রাজ্য করু[২১] কংস মহাশএ কাহার শকতি[২২] কার কি করিল হএ।
এত বুলি গোপী সব ডাক দিঞা আনি গোবিন্দ-সমুখে কিছু বইল[২৩] প্রিঅবাণী।
হেব শুন[২৪] কাহ্নাঞি[২৫] আহ্মাব বোল[২৬] ধর মিথ্যা দানছলা কবি বিলম্ব না কব।
নহে হের[২৭] দধি দুধ[২৮] থাকু[২৯] তোর ঠাই জে করিবে তাই কর সভে[৩০] ঘর জাই।
কি বোলিতে পারি তোরে নন্দের কুমার চিহ্না[৩১] বথাটের হাথে নাহিখ নিস্তার।
ই[৩২] বোল শুনিঞা কোপে কহএ কাহ্নাঞি[৩৩] কি বোল বলিঞা সুখ পাইলে[৩৪] বড়াই।
আতি[৩৫]-বৃদ্ধ জনের[৩৬] বচন নাহি লই পুছি দেখি কি বোল বোলএ সব সই[৩৭]।
মৌন করি রহিবে তাহার নহে[৩৮] কাজে চতুরের অগ্রতে[৩৯] চাতুরি নাহি সাজে।
ই[৪০] বোল শুনিঞা কোপে রাধিকা সুন্দরী বোঢ়ি লক্ষ্য করি কিছু বোলে ধীবি ধীরি।
বড়ার তনঅ তুহ্মি[৪১] বড় বলি[৪২] জানি তোহ্মার[৪৩] বদনে ফুরে হেন সব বাণী[৪৪]।
সকল গোকুলপুরে নন্দ অধিকারী কংসাসুর মহারাজা জার মান্য করি[৪৫]।

১ এ ডাকিল ২ পা আজি ৩ পববর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৪ এ কুলবধূ ৫ ঐ কত ৬ ক গ নাহি কাড় ৭ পা বানি নাহি মুখে ৮ পা কোন বাদে রাখে ৯ এ আমারে, পা আমাকে ১০ পা বড়াই ১১ পা এ ১২ পা অস্থিরে ১৩ এ জবে ১৪ ঐ তাহা কি ১৫ ক. গ করিব ১৬ পা হবি হঞা, ক. গ জবে ১৭ ক. গ তাহার উচিত কিবা ১৮ এ প্রবন্ধ, ক. গ তাতে ১৯ পা বোলে দামোদবে, ক. গ কানাঞি ২০ পা কহি উত্তরে, এ ইহার উত্তর বুঝি কহিব তার ঠাই ২১ ক. গ করে ২২ এ পবাণে ২৩ পা বলে ২৪ এ বলি ২৫ পা কানাঞি ২৬ এ বচন মোব, পা আমার ২৭ পা বা জে ২৮ ক. গ দুগ্ধ ২৯ পা আছে ৩০ এ আমরা ৩১ পা চিনা ৩২ এ এ ৩৩ পা-এ নাই, এ গোবিন্দাই ৩৪ পা ভাইলে ৩৫ পা অতি ৩৬ ঐ লোকের ৩৭ পা-এ নাই ৩৮ এ কিবা ৩৯ পা চতুর জনারে জে, ক. গ চতুরের নিকটে ৪০ পা এ ৪১ পা তুমি ৪২ এ করি ৪৩ পা তোমার ৪৪ এ বচনে বেদ পুরাণে বাখানি ৪৫ ঐ জারে মনে ধরি

তাহার তনঅ তুহ্মি গোকুলে পরাণ[১] রূপে গুণে নহে কেহো[২] তোহ্মার[৩] সমান।
আলপ বএসে কইলে জশ পরতাপ তোহ্মা[৪] হেন পুত্রে সে পুতন্তি[৫] মা বাপ।
আপনার অনুরূপ জদি কর সাধে জেই জন[৬] শুনে সেহো করে সাধুবাদে।
উর্ত্তম হইঞা জদি করি[৭] হীন কাজ কুলের খাঁখার[৮] আর লোকে[৯] ভরি[১০] লাজ।
কোন দুখে গছিলে[১১] পথের ঘাটিআলি কেবা সে বিষঅ দিল কহ বনমালী।
নহে বা অবলা দেখি[১২] কর হেন[১৩] কাজ[১৪] শুনিতে উচিত ফল দিব কংসরাজ[১৫]।
গোপিকার হেন[১৬] কথা শুনিঞা কাহ্নাঞি[১৭] হাসিঞা রুষিঞা বোলেন[১৮] বুঢ়ি পানে চাই[১৯]
কহে কবিশেখর দানের পরকারে[২০] শুনিতে পরম সুখ তরিএ সংসারে[২১] ॥

॥ পাহিড়া[২২] ॥

বচনেক বুলি[২৩] রাই কর অবধান অধিক কহিলে কভো[২৪] নহিএ সিআন।
কি মোর বাখান কর আইহন[২৫]-নারী ইহার উত্তর আহ্মি[২৬] দিতে ভালে পারি[২৭]।
খানিক বড়াই লাগি[২৮] সহিএ তোহ্মার[২৯] আপনা চিহ্নিঞা দেহ[৩০] দানের বিচার।
বিষম কড়ির[৩১] কথা হাসিলে লাজাই[৩২] উচিত বেভারে[৩৩] কভো[৩৪] কিছু[৩৫] নাহি পাই[৩৬]
দান চাহিতে তুহ্মি[৩৭] খণ্ডাহ বিষএ ই[৩৮] সব গরব-কথা কহন না জাএ[৩৯]।
একে একে মুগধি শোধাহ সর্ব্বজনে[৪০] রাজাএ গোকুল কারে[৪১] দিঞাছে শাসনে[৪২]।
প্রতিমাসে কর দিঞা মজাইল গারি জ্ঞাতি বলি কারে কিছু কহিতে[৪৩] না পারি[৪৪]।
অধিক বচন আর কি বোলিতে পারি আপনে বিচারি দান দেহ ত সুন্দরী।
নগর গোআলামঅ[৪৫] চাষ নাহি জানে সবে কিছু[৪৬] রাজকর[৪৭] উপজএ[৪৮] দানে।

১ এ গোকুলের প্রাণ ২ ঐ নাহি শুনি ৩ পা তোমার ৪ পা তোমা ৫ পা পুত্রে পুণ্যবান তোমার, এ পুত্রবতী ৬ এ লোক ৭ পা করে ৮ এ কলঙ্ক ৯ ক. গ লোক ১০ এ মুখে ১১ ক. গ সুখে গতিলে ১২ পা অবলা দেখিঞা কিবা ১৩ এ জদি- ১৪ ক. গ জবে বল কর ১৫ ঐ থাকে কংস ইহার উচিত দিব ফল ১৬ এ গোপীর এ সব ১৭ পা কানাঞি ১৮ পা, ক. গ কহে কিছু- ১৯ পা গোপিকার ঠাঞী ২০ পা -কার ২১ ঐ -সার ২২ পা-এ নাই ২৩ পা বলি ২৪ পা কভু ২৫ পা ধর গোআলার ২৬ পা আমি ২৭ এ, ক.গ আমি ভাল জানি ২৮ এ তেঞি ২৯ পা তোমার ৩০ পা চিনিঞা দেখ ৩১ এ দানের ৩২ ক. গ লাজাএ ৩৩ পা বিচারে ৩৪ ক. গ, পা কভু কেহো ৩৫ পা কাহো ৩৬ ক. গ পাএ ৩৭ ঐ চাহিতে মোর, ক. গ তুমি ৩৮ ক. গ এ ৩৯ পা-এ নাই ৪০ পা সভাকাএ ৪১ পা কাহারে, ক. গ গোকুলে- ৪২ ঐ রাজা পথ অধিকারি, ক. গ দিয়াছে সনে ৪৩ ক. গ বলিতে ৪৪ পা-এ নাই ৪৫ পা গোলামঅ ৪৬ পা কিছুমাত্র ৪৭ ক. গ -কাজ ৪৮ পা উপজিব, ক. গ উপজায়ে

এতদিন আপন মানুষ দিঞা সাধি সঙ্গে বল করি জাহ নাহি[১] তুণ[২]-বুদ্ধি।
নিতি নিতি মোর[৩] দান হএ অপচএ এত অপচয় রাধা[৪] কার বাপে[৫] সএ।
এত বুঝি আপনে সাধিএ দান[৬]-ঘাটী এখন না জাএ ছাড়া কড়াকের[৭] মাটী।
ভালে নিতে এই পথে[৮] সঙ্গে আস্য[৯] জাহ গাএব গরবে মোকে[১০] দান নাহি দেহ।
ভাঙ্গিঞা পেলিমো[১১] তোর[১২] দাসের পসার কাঁচুলি ছিণ্ডিঞা নিব শতেশ্বরী হার।
আবারে[১৩] না দিমো[১৪] বিকে[১৫] শুনহ[১৬] মুগধি[১৭] নহে সুখে জাহ বিকে কানু পরবোধি[১৮]।
মোরে কি দেখাসি রাই[১৯] রাজা কংসাসুর জাহার[২০] বিষএ জেই[২১] সভেঞি[২২] ঠাকুর।
আতিবড় হবে মোরে[২৩] জাহ বোধ দিঞা আসিহ কংসের[২৪] ঠাঞি বিষঅ খণ্ডাঞা।
কৃষ্ণের এ বোল[২৫] শুনি রাধিকা সুন্দরী কপট বিনএ[২৬] বোলে বোল দুই চারি[২৭]।
ভাল হেন বৈলে তুহ্মি[২৮] রসিক[২৯] গোপালে[৩০] দান হেন বচন শুনিল এত[৩১] কালে।
তাহে[৩২] একখানি কথা[৩৩] ভাগ্য করি মানি নন্দের নন্দন কৃষ্ণ পথে মহাদানী।
পসরা বিচার কর দান কর সারে[৩৪] তাহা নিহ জত হএ তোহ্মার বিচারে[৩৫]।
তুহ্মি[৩৬] সে নৌতন দানী নৌতন[৩৭] বিষএ[৩৮] ইথি হঠাহঠ কর উচিত না হএ[৩৯]।
আগু[৪০] সব দান মাগ কর এক বার[৪১] নৌতন[৪২] দানীর হএ এমত[৪৩] বেভার।
নহে দান লেখা করি রাখহ একু[৪৪] বেলে সকল শুধিঞা নিহ আসিবার[৪৫] কালে[৪৬]।
ই সব[৪৭] বচন জদি মনে নাহি লএ জে করিবে তাহা কর আছএ[৪৮] এই ঠাএ[৪৯]।
রাধার ই[৫০] বোল শুনি চতুর কাহ্নাই[৫১] হাসিঞা কহেন[৫২] কথা রাধিকার ঠাই[৫৩]।

১ এ বলে জাহ না কর ২ পা ত্রিণ ৩ এ, ক. গ লাথে ২ নিতি ৪ পা রাধে ৫ এ, ক. গ প্রানে ৬ ক. গ বুঝিএ আপনে দান সাধি ৭ ক. গ এ- ৮ পা এইমতে তোরা ৯ এ আসি, পা আইস, ক. গ নিতি ১০ পা মোর ১১ পা পেলাব ১২ এ, ক. গ আজি ১৩ পা জাইতে ১৪ পা দিব ১৫ এ, ক. গ আজি ১৬ এ রাখিল, ক. গ রাখিব ১৭ এ, ক. গ বিরোধি ১৮ এ কানুরে প্রবোধি ১৯ পা দেখাহ রাধে ২০ পা আপন ২১ ঐ রাধে, এ রাই ২২ এ সে তার, ক. গ জে বিশয় সে তাহার ২৩ এ হব রাধে, ক. গ হয় রাধে ২৪ এ রাজার ২৫ পা বচন ২৬ পা বিসএ ২৭ ক. গ বুড়ি লক্ষ করি কিছু কহে ধিরি ২ ২৮ ক. গ বোল বৈলে, ক. গ তুমি ২৯ পা বোলিলে উত্তম কথা সুন্দর, এ নন্দের ৩০ এ নন্দনে ৩১ ক গ হেন ৩২ এ সবে ৩৩ পা তারে মাঝে একখানি ৩৪ পা সার ৩৫ পা গোচর তোমার, ক. গ তোমার- ৩৬ পা তুমি ৩৭ ঐ নুতন ৩৮ এ পরিচএ ৩৯ পা এ লাগিঞা বলি আগে হঠ না বুঝাএ ৪০ পা আগে ৪১ এ পরসাদ দেহ কর পুরস্কার, ক. গ আগু সবা সভ দেহ কর পুরস্কারে ৪২ পা চতুর ৪৩ পা এই ত ৪৪ পা এ ৪৫ এ, ক. গ আগমন ৪৬ পা বেলে ৪৭ পা, এ মোর ৪৮ ক গ আছি ৪৯ পা সুন মহাসএ ৫০ পা এ ৫১ পা রসিক মুরারি, এ কানাই ৫২ এ হাসি কহে ৫৩ পা প্রভু বচন চাতুরি

ভাল বোল বইলে তুহ্মি[১] রাধিকা সুন্দরী   দান[২]-লেখা করি পাছে জে করি সে[৩] কবি।
সমুখে সুন্দরীগণ বইস[৪] সারি সারি   জার জেই দান হএ উচিত[৫] বিচারি।
এ তোর[৬] নবনী ঘৃত আর দুগ্ধ দধি[৭]   অমূল্য পসরা রাধে রসমঅ নিধি।
অমৃতের তুল্যমূল্য[৮] ইথে দান কহি[৯]   লেখা জোখা করিতে কড়ির অন্ত নাহি[১০]।
নাম বলি দেণ্ডো জাবে জত দান চাহি[১১]   নহে মোর বোলে দেহ জেই দান লই।
শুনিঞা কৃষ্ণের জত অকথ্য কথনে[১২]   হেঠ মাথা করি গোপী গুণে[১৩] মনে মনে।
সঘন নিঃশ্বাস ছাড়ে বোলন্তি[১৪] বিষাদে   না জানিএ উপজঅ কোন[১৫] পরমাদে।
তবে অনুমান করি জত[১৬] গোপনারী[১৭]   বোড়ি-সঙ্গে এক দিগে বহে সারি সারি।
বুদ্ধি বল বুদ্ধি বল[১৮] প্রাণের বড়াই   কোন অপরাধে[১৯] বাদে গোঙার[২০] কাহ্নাঞি[২১]।
অমৃতের[২২] মূলে চাহে গোরসের দানে   গাএর[২৩] গরবে রাজা[২৪] কংস নাহি মানে।
ছিণ্ডিঞা নিবারে চাহে গজমুক্তি[২৫]-হারে[২৬]   বুঝিতে না পারি ইথে[২৭] কোন পরকারে[২৮]।
ভাল হেন না দেখিএ কানুর চরিত   হেন লোক[২৯] নাহি জেবা[৩০] কহিব[৩১] উচিত।
ভাল বলি বড়াই আইলাঙ[৩২] তোর সঙ্গে   মাঝে বসি তুহ্মিহো[৩৩] দেখহ ভাল[৩৪] রঙ্গে।
সকল পসড়া এড়ি সভে[৩৫] জাব ঘরে   দেখি কি করিতে পারে নন্দের কোঙরে[৩৬]।
এত অনুমান করি সব গোপনারী   ডাণ্ডাইল কৃষ্ণ-আগে[৩৭] বোড়ি লক্ষ্য করি[৩৮]।
পসার আলিঞা তবে জাএ গোপীজনে[৩৯]   বাহু প্রসারিঞা রহে নন্দের নন্দনে[৪০]।
পসরা কাহারে আল অবোধ গোআলী[৪১]   বার বরিষের দান চাহে বনমালী[৪২]।
গোরসে কি ছার[৪৩] দান বোল[৪৪] অকারণে   তোহ্মার[৪৫] জৌবনে হএ লক্ষসংখ্য[৪৬] ধনে[৪৭]।
কেশ তোর কামরাজ-বিজঅ[৪৮] চামরে   বান্ধিঞা তপতে লঞা জাহ কার তরে[৪৯]।

---

১ এ তুমি, পা বোলিলে উত্তম কথা   ২ পা আগে-   ৩ পা কীছু   ৪ এ রহ   ৫ এ সকল   ৬ এ, ক. গ তোমার   ৭ ক. গ দহী   ৮ এ মুল্যসম   ৯ পা চাহি   ১০ পা-এ নাই   ১১ পা-এ নাই   ১২ পা কথায়   ১৩ ঐ ভাবে   ১৪ পা বোলএ   ১৫ পা কেমনে জানি হব এত   ১৬ এ মনে অনুমানি সব   ১৭ ক. গ তবে মনে অনুমানি সকল গোপীনি   ১৮ ক. গ বল হের   ১৯ ঐ কি লাগি লাগিল   ২০ পা এত করেন   ২১ পা কানাঞি   ২২ ঐ রতনের   ২৩ পা আপন   ২৪ এ বলে কথা কহে   ২৫ ক. গ সভেশরি   ২৬ পা হার   ২৭ এ বুঝাইতে নারি তারে, ক. গ নারিল তার   ২৮ পা পরকার   ২৯ এ কেহো   ৩০ ক. গ কেবা   ৩১ ক. গ করাএ, পা না দেখিএ জে কহে   ৩২ পা আইলু   ৩৩ পা তুমি-   ৩৪ এ, ক. গ দোঁহার দেখ   ৩৫ ঐ চল সভে পসরা আনিয়া   ৩৬ পা কুমারে   ৩৭ এ, ক. গ ঠাঞি   ৩৮ পা লক্ষ করী   ৩৯ পা-এ নাই   ৪০ পা কমললোচনে   ৪১ পা লইয়া জাহ দিঞা আলিঙ্গনে   ৪২ পা-এ নাই   ৪৩ পা কিসের   ৪৪ এ ছাড়, ক. গ ছাড়হ   ৪৫ ক. গ, এ তোর, পা তোমার   ৪৬ এ লক্ষ   ৪৭ পা দামে   ৪৮ ক. গ, এ তোর চাঁচর কেস জিনিঞা   ৪৯ এ বোলে, ক. গ সুরঙ্গ পাটের থোপ তাহার উপরে

কেশের বিচার আগু[১] দেহ মোর পাশে[২] একে একে দেখোঁ ইথে কোন ধন বইসে[৩]।
সীমন্তে[৪] সিন্দুর তোর অমূল্য রতনে[৫] কামের[৬] কনকদণ্ড লুকাবে কেমনে।
এ[৭] তোর ললাটে[৮] জত[৯] দেখোঁ পত্রাবলী ইহার দানের বেলে দেখিব বিকলি।
শ্রবণে হিল্লোল বহে[১০] হীরাধর কড়ি কে পারে বলিতে মূল্য ইথে দান বড়ি[১১]।
এ তোহ্মার[১২] ভ্রূহি-জুগ কামের কামানে[১৩] নঅনে[১৪] অঞ্জন-গুণ[১৫] কটাক্ষের বাণে।
নাসিকার উপামা না দেখি ক্ষিতিতলে[১৬] সোনার শুকের জেন চঞ্চু দেখি ভালে[১৭]।
নাসা তোর কামের জীবন শর-তূন[১৮] একে একে এ[১৯] সব দানের কড়ি গুণ।
অধর বিম্বুফল[২০] দশন মাণিকে এ হাস্য-অমৃত[২১] লুকাবাকে চাহ কিকে[২২]।
এ তোর বোলের[২৩] মূল্য কেহো নাহি জানে আখরে আখর হএ[২৪] অমূল্য রতনে।
তোর মুখ কামরাজ-পরশ[২৫] দাপুনি[২৬] দরশে পরশে নিধি কহিতে নাহি জানি।
কণ্ঠে তোর কাঁমের দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ উচিত ইহার দান হএ ত অসংখ্য[২৭]।
বাহু তোর কামের বিজঅ[২৮]-জঅমালে কর তোর পদ্মরাগ নখের উজলে[২৯]।
তোহ্মারে[৩০] কহিএ শুন অআনের রানী কহ ত ইহার দান ছাড়ে কোন দানী।
পাএ পাএ রাধিকা সহিব কত চুরি বুকে[৩১] করি লঞা জাহ কনআ[৩২]-কোটরি।
তাহার উপরে শোভে[৩৩] শতেশ্বরী হারে লোভকে অশক্য[৩৪] নাহি জানিল[৩৫] সংসারে।
জানিল চাতুরি[৩৬] তোর ভাল নহে কাজ উচিত কহিএ জদি না বাসহ[৩৭] লাজ।[৩৮]
আপনে বিচার কর[৩৯] দেহ বা না দেহ হের নীবিবন্ধে বান্ধি কোন ধন লেহ।
নিতম্ব এ[৪০] কামের বিজঅরথ-চাকা বসনে ঢাকিঞা নেহ নাহি জাঅ ঢাকা।
এ জঘন[৪১]-সন্ধি মদনসিংহাসনে ইথি বিনি পরবোধে[৪২] জাইবে কেমনে।

১ পা আগে ২ এ কাছে ৩ ঐ আছে ৪ এ সিথের ৫ পা রতন ৬ এ কানের ৭ পা জে ৮ ঐ ললাটে ৯ পা রাধে ১০ এ, ক. গ তোর ১১ ক. গ লেখাজোখা নাহি ইথি জত হএ কড়ি ১২ পা তোমার ১৩ ক গ কামনে ১৪ পা তাহাতে ১৫ এ অঞ্জনের গুণ ইথি ১৬ ক. গ নাসা তোর কামের সোনার সুর্য্য তূন ১৭ ক গ একে ২ সকল দানের করি গুণ ১৮ পা অতোধিক দিপ্ত করে নাসা শুবলন ১৯ পা-এ নাই ২০ এ, ক. গ বিক্রম তোর ২১ পা কটাক্ষ ২২ এ কাথে ২৩ পা কথার, এ বচনের ২৪ পা অধরে ২ স্ফুটে ২৫ এ -প্রকাশ ২৬ ক. গ দর্পণ ২৭ ক গ হয়ত ইহার দান অসখ্যো ২ ২৮ ক গ কনক ২৯ এ নথমণি জলে, পা কে দিব উপাম ৩০ পা তোমাকে ৩১ এ বক্ষে ৩২ এ সুবর্ণ, ক. গ কনট ৩৩ এ আর ৩৪ ঐ অধিক ৩৫ পা কারো লোভ অল্প নঅ বুঝিল ৩৬ এ, ক গ রাধিকা ৩৭ পা কহিতে বা ম ইথে কিবা, ক. গ বিচারি বল না করিহ ৩৮ পরবর্তী চারি ছত্র পা-এ নাই ৩৯ ক. গ জানিঞা বল ৪০ এ তোমার ৪১ ক. গ তোমার- ৪২ এ প্রবোধিঞা যর

পাএ রুনুঝুনু বাজে রতন-মঞ্জীরে[১] ইথে দান দিবারে কি[২] মন নাহি ফুরে[৩]।
এ দান দিবাকে তোমে মনেহো না কর সমুচিত দান দিঞা সুখে জাহ ঘর।
এ তোহ্মার[৪] চরণ[৫] মদন-অবতংসে ইথে জত দান হএ শুধাইহ কংসে।
এ সকল দান দিঞা সুখে জাহ ঝিকে উচিত দানের কড়ি কোন দানী রাখে[৬]।
নহে জদি আহ্মা-[৭] সঙ্গে করিবে ঢামালী ভালে নাহি জাবে[৮] ঘরে কহিল গোআলী।
কি মোরে দেখাহ রাধে নহলি[৯] জৌবন দান না পাইলে তোহ্মা[১০] ছাড়ে কোন জন।
বড়ার ঝিআরি তোমে বড়ার বহুআরি[১১] ধিকাধিক বচন কহিতে[১২] ভঅ করি।
না বইলে[১৩] উচিতেসি নাহি দিবে দান[১৪] আহ্মি[১৫] সে উদার[১৬] দানী[১৭] তুহ্মি[১৮] সে সীআন
এখনে সুন্দরী রাধা[১৯] শুন এক[২০] বোল আপন গৌরব রাখ দান দেহ মোর[২১]।
নহে বা নিদানে[২২] দোষ নাহি দিহ মোরে[২৩] দান দিবে দেশ ভরি রহিব[২৪] খাঁখাঁরে।
কহে কবিশেখর কৃষ্ণের দান-লেখা কৌতুকে শুনিলে নহে জম-সনে দেখা॥

॥ পটমঞ্জরী[২৫] ॥

এতেক বচন[২৬] জবে বইল কাহ্নাঞি[২৭] সব গোপীর হরিষ বিষাদে ঠাই নাঞি[২৮]।
তবে[২৯] সব গোপী গেলেন[৩০] বড়াইর পাশে বিষাদবদনে কহে[৩১] ছাড়িঞা নিঃশ্বাসে
শুনিল সকল[৩২] কথা কাহ্নাইএর[৩৩] ঠাই ইহার কি উপদেশ কহ ত বড়াই।
কোন ছার বিধাতাএ সৃজিলেক নারী[৩৪] উচিত বচন দেখ[৩৫] কহিতে[৩৬] না পারি।
জত তুরে বড়াই সঞ্চারে[৩৭] লোন[৩৮] পানি জৌবনের মহাদান[৩৯] কথাহো নাহি শুনি
মিছাই নেআই[৪০] করে তোর[৪১] বিত্তমানে হেন অবিচার-কথা কেবা[৪২] মুখে আনে

১ ক. গ কতক নুপুরে ২ ঐ ইহার কি দান দিলে ৩ এ পুবে ৪ পা তোর, ক. গ তোমার ৫ পা বচন ৬ এ, ক. গ চরণের তলে তোর সুধাই মাণিক্যে ৭ পা মোব, এ আমা ৮ এ না জাইবে ৯ এ প্রথম ১০ পা তোমা ১১ পা বহাবি ১২ পা বোলিতে ১৩ ঐ কহিলে ১৪ ক. গ দান কভু না দিবে উচিতে ১৫ পা আমি ১৬ পা গুয়াব ১৭ এ, ক. গ লোক ১৮ পা তুমি ১৯ পা রাধে ২০ ক. গ মোর ২১ পা মোবে ২২ এ, ক. গ অবশেষে ২৩ এ আমারে, ক. গ দিবে আমারে ২৪ পা হইবে ২৫ পা এ নাই ২৬ ক. গ উত্তব ২৭ এ গোপালে, পা কহিল হরি কমললোচন ২৮ পা গোপীগন আপনা কি হেন করি মানে, এ সখি হরিষ বিষাদে বেআকুলে ২৯ পা-এ নাই ৩০ পা মেলিলে ৩১ পা গোপি ৩২ পা সব ৩৩ এ, ক. গ জে সব কহিল কানাঞি, পা কানাইএর ৩৪ পা বিধি নিরমিল নারিজাতি করি ৩৫ এ, ক. গ বোলের বোল ৩৬ এ বলিতে ৩৭ পা সঞ্চার ৩৮ ক. গ সঞ্চরে নুন ৩৯ এ দান বড়াই ৪০ পা মিথ্যা কাজে জঞ্জাল ৪১ ক. গ জন ৪২ এ বোল কেবা জানি

জতেক বিনতি[১] করি হাসিঞা পেলাএ   আছিদর কান্হুরে[২] বচন নাহি জাঅ।
জতেক দানীর চিহ্ন এক[৩] নাহি[৪] তাএ[৫]   জেবা কুবচন বোলে সহন না জাএ[৬]।[৭]
দানী হঞা স্বামী জেন জৌবন বাখানে   পরনারীর বেশ দেখি[৮] সঙ্কোচ নাহি[৯] মানে।
ভঅ দরশাইতে[১০] করে মিছা[১১] বীরদাপে   আরম্ভ[১২] দেখিঞা প্রাণ থরহরি কাপে।
আপনবিক্রম-কথা কহে নিজ মুখে[১৩]   আপনার বল বিনু আন নাহি দেখে।
রাজারে জেঁ বোল[১৪] বোলে মুখে নাহি আনি   তিলেকে বিনঅমাত্র বোল নাহি শুনি[১৫]।
তৃণ[১৬]-বুদ্ধি নাহি করে কংস জে[১৭] রাজাএ[১৮]   কংসেরে জতেক কহে কে কহিব তাএ।
দুই বাহু প্রসারিঞা সমুখে আগোলে   পালাইবে[১৯] বলিঞা ধরিতে চাহে বলে[২০]।
দানী হেন একখানি[২১] কহে[২২] নাহি[২৩] বোল[২৪]   কিসের কারণে এত করে গণ্ডগোল।
এ সব বচন মোর[২৫] পরাণে সহে নাঞি[২৬]   আপনে মনের কথা কহিল বডাই।
চল জাহ[২৭] বডাই কহিঅ মোর ঘরে   জত বলাবল করে এ নন্দকুমারে।
মোরে জদি আর কান্হু কুবচন[২৮] কহে[২৯]   ঝাপ দিঞা মরিমো[৩০] আই[৩১] জমুনার দহে[৩২]।
এতেক বচন[৩৩] জবে বইল গোপনারী   হাসিঞা বডাই বোলে[৩৪] বোল দুই চারি।
ভাল বইলে আল ঝিএ বুঝিল[৩৫] সকলি   কিছু কাজ নাঞি মাত্র করিঞা[৩৬] বিকলি।
চল জাঞা[৩৭] সভে মেলি কহিগা[৩৮] তাহারে[৩৯]   পিরিতে মানাঞা জাব নন্দের কুমারে[৪০]।
গোআলার নারী হঞা দানী সনে হঠে   ভালে ভালে জাইতে চাহ এই[৪১] পথে ঘাটে।
নত হঞা বোল দুই বলি জাও স্থানে[৪২]   হানিতে আইসে জবে সেহো নাহি হানে[৪৩]।
মুখে ত অমৃত বস্তে[৪৪] মুখে বইসে বিষে   কি কাজ সাধিল নহে[৪৫] বচন-বিশেষে[৪৬]।

---

১ পা বিনঅ ২ পা এইত কান্হুর আই, ক গ ছলে ধরি ৩ পা কিছু ৪ ক ক নহি ৫ পা তাঅ, এ মুখ না বাহিরায় ৬ পা এ নাই ৭ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৮ ক গ পবপতি পরশে ৯ এ কিছুই না ১০ পা দেখাইতে ১১ ক গ মিছা করে ১২ এ তর্জ্জন ১৩ এ আপনার বিক্রম সুনাএ আপনে ১৪ এ সব ১৫ এ, ক গ বিনয় অধিক মতে বোল নাহি জাএ ১৬ পা ত্রিন ১৭ এ রাজার ১৮ ক গ নন্দের দোহাএ, এ দোহাই ১৯ পা পালাবে ২০ ক গ কোলে ২১ পা শুনহ না ২২ এ, ক গ কথা ২৩ পা এক ২৪ এ, ক গ কহে ২৫ এ জত বোল বোলে তাহা, ক গ সকল আমার- ২৬ পা প্রানে নাহি সএ, ক, গ নাহি সহে ২৭ পা চল ২৮ ক গ জবে মোরে কৃষ্ণ আর বোল কিছু ২৯ এ কিছু বোল বলে ৩০ পা মরিব ৩১ ক গ প্রাণ দিব ৩২ এ জলে ৩৩ এ উত্তর ৩৪ এ কহে ৩৫ ঐ সুনিলো ৩৬ পা মিথ্যাই, এ আর করিঞা ৩৭ পা জাই ৩৮ ঐ বুঝাই ৩৯ ক গ আমি আছি কৃষ্ণ তোরে কি বলিতে পারে ৪০ এ কহিল তোমারে ৪১ ক গ, এ কত দিন জাব ৪২ পা কাতর হইঞা বোল বলিএ জাহারে ৪৩ এ মারিতে আইসে জেই সেহো নাহি মারে ৪৪ এ, পা ঝিএ ৪৫ পা সাধিব বোল ৪৬ পা কর্কশে

এক বোল মরম কহিএ তোর ঠাঞি   নন্দের নন্দন কৃষ্ণ[১] হঠে নাহি পাই।
মহাদানী হএ কৃষ্ণ জান সর্বকাল   বচনে ভাণ্ডিঞা[২] জাব কী তাহে কচাল।[৩]
পিরিতের সাঁকো[৪] কৃষ্ণ হঠে হুটিআলে   ভুজবলে অধিকার সকল গোকুলে।
জাখে[৫] হঠে ইন্দ্র-আদি দেব নাহি আটে   জার ডবে[৬] থরহরি কংস কাপে পাটে।
নারী হঞা কি কাজ সে জনা-সনে বাদ   তিলেকে[৭] করাত্যে[৮] পারে বড়[৯] পরমাদ।
মোরে জে[১০] পাঠাইতে চাহ গোকুল-সমাঝে   আহ্মি[১১] না থাকিলে এথা হবেক[১২] অকাজে।
আহ্মি[১৩] সে[১৪] অনন্তব্রত সুতার[১৫] সদৃশে   থাকিলে অধিক নাহি না থাকিলে দোষে।
শুনিল বুড়ির জবে সবস[১৬] বচনে   বাহ্য কোপে কোপিঞা[১৭] উঠিলা সখীগণে।
ভালে তুহ্মি[১৮] বড়াই কহসি ভাল কথা   সমস্ত দেখিঞা[১৯] কহ হেনথ বেবথা[২০]।
একে ত আছিদব[২১] কানু[২২] আবে হেন কহ   আপনার জাতিনাশ আপনে করাহ।
বুঝিল তোহ্মার[২৩] কথা পাকের[২৪] বড়াই   সব গোপী[২৫] মেলি জাব কাহ্নাইর[২৬] ঠাই।
জে জানি বুলিতে তাহা বুলিব সমুখে   কেবা কি করিত্তে[২৭] পারে জাব নিজসুখে।
এত বলি সব[২৮] সখী[২৯] গেলা কানু[৩০]-পাশে তা দেখি কাহ্নাঞি[৩১] মুখে হাথ দিঞা হাসে।
কিসেব জুগতি কর গোআলার[৩২] নারী[৩৩]   দান[৩৪] না পাইলে লাগ[৩৫] না ছাড়ে মুরারি।
জবে দান দিতে নাহি এক বোল ধর[৩৬]   রাধা এড়ি বিকে জাহ মথুরানগর[৩৭]।
প্রতীত লাগিঞা[৩৮] রাধা[৩৯] বন্ধ মোর কাছে   শোধ[৪০] দিঞা রাধা লঞা
ঘরে জাইহ[৪১] পাছে
ই[৪২] বোল শুনিঞা বড়[৪৩] হাসিলী বড়াই   ছুতাহাড়ি-মাঝে জেন চুন ঠাই ঠাই[৪৪]।
ভালে[৪৫] ত বচন বৈলে[৪৬] উদার[৪৭] কাহ্নাঞি[৪৮]   ভালে তোর বাপের মুখেতে
লাজ নাই[৪৯]।

১ ক গ নন্দনে কতু ২ ক গ রঙ্গিয়া ৩ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৪ এ সাগর ৫ এ জাবে ৬ এ বলে জার ৭ ক. গ এখনি ৮ পা ফলাতে ৯ ক. গ বড় পারে, এ কিছু না কহির রাধা হইবে ১০ পা-এ নাই ১১ পা আমি ১২ পা হইব ১৩ পা আমি ১৪ পা-এ নাই ১৫ পা তোরের ১৬ এ সুনিঞা বুটির কথা-, পা এ সব ১৭ ঐ রোষে কষিঞা ১৮ পা তুমি ১৯ এ বুঝিঞা ২০ পা ব্যবস্থা ২১ পা অস্থির ২২ ক গ একে ছল ধরে কৃষ্ণ ২৩ পা তোম ২৪ এ নাটের ২৫ ঐ সখী ২৬ পা গোবিন্দের, ক. গ কানাইব ২৭ এ বলিতে ২৮ পা-এ নাই ২৯ পা সখিগন ৩০ ঐ কৃষ্ণ ৩১ ক. গ কানাঞি, পা গোবিন্দ ৩২ এ অআনেব ৩৩ ক. গ গোয়ালা সুন্দরী ৩৪ এ, ক. গ বোধ ৩৫ পা তোমা, এ তোরে ৩৬ পা সব সখি বিকে জাহ এড়িঞা রাধিকা ৩৭ পা বচনে ভাণ্ডেঞা জাবে না কর গোপিকা ৩৮ এ নিমিত্তে ৩৯ পা রাধে ৪০ পা বোধ ৪১ পা জাবে ৪২ ঐ এ ৪৩ এ, ক. গ দুরে ৪৪ পা-এ নাই ৪৫ ক. গ ভালই ৪৬ এ, ক. ক যুগতি কইলে, পা ভালত যুগতি করে বলে ৪৭ এ চতুর ৪৮ পা কানাঞি ৪৯ পা-এ নাই

রাহের[১] নিকটে চান্দ[২] রহে কথোক্ষণে   সিংহের নিকটে কেবা রাখএ[৩] হরিণে।
মত্ত করিকরে[৪] কেবা[৫] থাপে[৬] ফুলমালে   ঘৃতকে আবুধ রাখে[৭] জলন্ত আনলে।
ত্রিভুবনে হেন কেবা আগেআন[৮] আছে   রাধিকা এড়িঞা জাব কাহ্নাঞির[৯] কাছে।
চোর চাহে আন্ধার[১০] ধাউর[১১] চাহে গোল   ছিনার নিভৃত[১২] চাহে আছে বেদ-বোল।
প্রতীত লাগিঞা জবে বোলহ কাহ্নাঞি[১৩]   আহ্মি[১৪] তোর সঙ্গে রহি বিকে জাউ রাই[১৫]।
ই বোল শুনিঞা বড় হাসিল[১৬] দামোদর   রুষিঞা[১৭] রাধিকা কিছু[১৮] কহিল উত্তর।
কি বোলিব তোরে শুন পাগল বড়াই[১৯]   ভালেঞি[২০] বএস গেলে দোষ নাহি জাই[২১]।
মন্দ বিনু কোন কথা না বোলে কাহ্নাঞি[২২]   আরে[২৩] তুহ্মি ঢামালী কর নাটের বড়াই[২৪]।
জে জাবে সে জাকু বিকে মোর নাহি সাধে   জে নিবে পসরা নেকু[২৫] ঘরে জাএ রাধে।
এত বলি রাধা জবে গেলী কথো দূরে   বুড়ি-আদি সভারে[২৬] রাখিঞা তরুতলে[২৭]।
পাএ রেখা[২৮]-বেঢ়ি দিঞা মণ্ডলীর মাঝে[২৯]   সব সখী এড়িঞা[৩০] চলিলা[৩১] ব্রজরাজে[৩২]।
কহে কবিশেখর রাধার চতুরালী   জাহাতে অধিক সুখ দেব[৩৩] বনমালী॥

আখি-আড় হএ জবে রাধিকাসুন্দরী[৩৪]   তাবত কাহ্নাঞি[৩৫] মনে[৩৬] ধৈরজ না ধরি[৩৭]।
লাফ দিঞা[৩৮] আগুলিল[৩৯] রাধা চন্দ্রাবলী[৪০]   বালক হরিণী[৪১] জেন[৪২] কেশরী বেঢ়িলী[৪৩]।

---

১ ক.খ, এ রাহুব ২ পা চন্দ্র ৩ পা কিবা গম[ন], ক গ সমপি ৪ ক ক, এ হস্তিহাথে ৫ ক.গ হাথিহাতে কিবা ৬ পা রাখে ৭ এ বাখিবে কেবা, পা রাখিব বোল ৮ এ নির্ব্বুদ্ধি ৯ পা গোবিন্দের, ক.গ কানাঞির ১০ পা তিমির, এ অন্ধকার ১১ পা ধাউত ১২ পা নৃভূত ১৩ ক.গ বল বনমালী, পা কানাঞি ১৪ পা আমি ১৫ ক গ জাউ সবনারি ১৬ এ তবে হাসে, পা হাসি ১৭ পা জানিঞা ১৮ ক খ, এ তবে ১৯ এ, ক.গ পাগল বড়াই কিবা বলিব তোমাএ ২০ ক গ ভালে সে ২১ ঐ না পালাএ ২২ ক.গ ভাল একখানি বোল না বলে বনমালী, এ এক বোল ভাল না বোলহ বনমালী, পা কানাঞি ২৩ পা তাহাতে, ক.গ তাহা ২৪ এ, ক.গ তুমি না বুঝিঞা পাতহ ধামালি ২৫ এ নেউ ২৬ ক.খ সভাকারে ২৭ এ বেঢ়িল তরুমূলে, ক.গ এথা মনে মনে হাসে নন্দের কুমারে ২৮ পা সভাকারে ২৯ ক.গ বেঢ়ি কিবা দিঞা মণ্ডলী সমাজে ৩০ এ রাখিঞা ৩১ ক.গ ডাক দিয়া রাখিল ৩২ পা দেব- ৩৩ ক গ জা সুনিলে সুখী হএ রাধা ৩৪ ক.খ, এ জাবত রাধিকা নাহি হএ আঁখিআড়ে ৩৫ ক.গ কানাঞি ৩৬ পা রাধা না দেখিলে হরি ৩৭ ক.খ, এ ধৈর্য্য নাহি ছাড়ে ৩৮ এ লাফে ৩৯ ক.খ আগোলীলা ৪০ ক.খ, ক.গ, এ রাধিকা তরুণী ৪১ পা কেসরি বেঢ়িল ৪২ ক.খ, এ সিংহ জেন আগোলিল ৪৩ পা বালক হরিণি

কাতর-নআনে[১] রাই চাহে চারি পানে   সমুখে[২] দেখিএ একা নন্দের নন্দনে[৩]।
কৃষ্ণ দেখি রাধিকা[৪] অন্তরে কাপিলী[৫]   মলঅপবনে জেন হালে কলাবালী[৬]।
কৃষ্ণ বলে[৭] আলো[৮] রাই[৯] না[১০] চিহ্ন[১১] আপনা   আমানঅ[১২] করি জাহ[১৩] কাহার সমনা।
রাখিল তোহ্মারে[১৪] এই[১৫] জমুনার তীরে   দেখি কি করিতে পারে তোর কংসাসুরে[১৬]।
ধরিল আচলে আর[১৭] ছাড়িঞা না দিব   উচিত জে হএ দান লেখা করি[১৮] নিব[১৯]।
এত বলি কৃষ্ণ পাতে অশেষ[২০] ঢামালী[২১]   বোলিতে লাগিলা[২২] কিছু রাধিকা গোআলী[২৩]।
না ধর আচলে মোর নিলজ্জ কাহ্নাঞি[২৪]   ধরমভঅ[২৫] লোকভঅ তোহ্মাএ[২৬] নাঞি[২৭]।
আপনার কুবুদ্ধি না ছাড় কার[২৮] বোলে   আর লোকে কী বুলিব এ কথা শুনিলে[২৯]।
তোহ্মার[৩০] দেখিএ[৩১] জে নিলজ্জ বেবোহাব   হাসিতে হাসিতে মোর করিবে খাঁখাঁর।
মদন-আঁধলা কানু[৩২] বোল[৩৩] নাহি শুনে   ভাল হকু মন্দ হকু[৩৪] পাছু নাহি গুণে।
অবলাকে বল কত দেখাহ কাহ্নাঞি[৩৫]   ভাগ্যপুণ্যে নাহি ঠেক মানুষেই ঠাই।
কংসনাম শুনিতে পালাহ সাত বাড়ী[৩৬]   গোআলার বহু দেখি পাতহ বাগাড়ি[৩৭]।
ছাড়হ ছাড়হ কানু জানি কেহো দেখে   না ধর কাচুলি পাছে লাগে নখ-রেখে।
সম্রমে না ধর কানু ঠুটে জানি[৩৮] হার   বলে কি[৩৯] পারিলে হএ হেনক বেভার[৪০]।
জশোর দোহাই তোহ্মে[৪১] জদি আর[৪২] ছোহ   গোরা গাএ[৪৩] কত কানু নখ-চিহ্ন[৪৪] দেহ[৪৫]।[৪৬]

১ পা নঅনে ২ এ চাবিদিগে ৩ পা কোন দিগে কেহো নাই সমুখে গোপালে, ক. খ মদন গোপালে ৪ পা গোবিন্দ দেখিঞা রাধে ৫ এ, ক. গ কাঁপিল থরহরি ৬ ঐ কলাব বাদুড়ি ৭ পা বিনে ৮ এ অগ ৯ পা অন্য নহে ১০ পা-এ নাই ১১ পা চিনহ ১২ ক. গ আমা নহে ১৩ পা মোরে নেহ করে ধরি ১৪ পা তোমারে ১৫ এ আমি ১৬ পা দেখিব তোমার গোপ কি করিতে পারে, ক. গ আইহন বিবে ১৭ এ তোর ১৮ ক. গ এইথানে ১৯ পা লব, এ লইব ২০ পা -চন্দ্র পাতিল ২১ ক. গ এতেক উত্তর জবে বৈল শ্রীহরি ২২ এ তা দেখিঞা বলিছে ২৩ ক. গ সুন্দরি ২৪ পা কানাঞি ২৫ পা ধর্মভয় ২৬ পা তোমাএ ২৭ এ নাহিক ধরমভয় লোকভয় নাই ২৮ পা ছাড় নাহি ২৯ ক. গ দেখিলে বা কি বলিব মোরে, এ দেখিলে কি বলিব তোরে ৩০ পা জে তোমার ৩১ পা দেখিল ৩২ পা আনলে কারো ৩৩ এ কিছু ৩৪ এ আপাতত মধুর দেখি, ক. গ আপাত মধুর দেখি ৩৫ পা কানাঞি ৩৬ পা সাত- ৩৭ পা গোপনারি মাঝে মাত্র বৈদগধী বড়ি, এ করহ চাতুরি ৩৮ পা পাছে ৩৯ ঐ করিতে ৪০ পা হেন কী ব্যেবহার ৪১ এ জসোদার দোহাই তোকে ৪২ পা মোরে, এ আর জদি ৪৩ পা গোর অঙ্গে ৪৪ এ রেখ ৪৫ ক. গ জানি মোর থেহ ৪৬ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই

অধর না চুম্ব ছাড় নিলজ কাহ্নাঞি   লোকলজ্জা ঘুচাইলে কিছু ভয় নাঞি ।
আহ্মি[১] কুলবতী নারী[২] পথে একাকিনী   তোহ্মার[৩] জে বেবোহাব[৪] সব লোকে জানি ।
নিকটে জমুনা নদী[৫] আতি-ঘোরতর[৬]   লোক-গতাআত[৭] নাহি বড়[৮] তেপান্তর[৯] ।
দিন অবসান ভেল[১০] পথ[১১] আতিদুর   ঘরে সে[১২] বিষম বড় শাশুড়ী শ্বশুর ।
সঙ্গে সখীজন জত[১৩] সেহো ভেল[১৪] বৈরি[১৫]   ছাড়হ কাহ্নাঞি[১৬] জীউ[১৭] রাখ একবেরি ।
তোরে কী বলিব মোরে[১৮] বিধি নিদারুণা[১৯]   বড়াইর সঙ্গে আসি খাইনু[২০] আপনা[২১] ।
এ বেলে[২২] সে কতি[২৩] গেলী[২৪] পুড়িলী[২৫] বড়াই   খড়ে আগুনে[২৬] জড় করি[২৭] রহিলী কোন[২৮] ঠাই[২৯] ।
তোর পুণ্যে কাহ্নাঞি[৩০] নেউটি[৩১] ঘর জাই   কহিতে কে জানে জত কহিল[৩২] বড়াই ।
কাহ্নাঞির[৩৩] চতুবালি দেখিঞা[৩৪] বড়াই[৩৫]   সব সখী এড়িঞা আপনে আস্তে ধাই[৩৬] ।
সর্বকাল[৩৭] জানিএ[৩৮] কাহ্নাঞি আছিদরে[৩৯]   রাধা মজাবারে গেলা[৪০] আতি-তেপান্তরে ।
বিলম্ব দেখিঞা জানি[৪১] ভাল নহে কাজ   গোকুল ভবিঞা পাছে[৪২] রহি জাবে[৪৩] লাজ ।
এত অনুমান করি[৪৪] বোঢ়ি চলিলী সত্বরে   রাধা কৃষ্ণ দোহা দেখি[৪৫] কদম্বের তলে ।
বুঢ়িকে দেখিঞা রাধা দুগুণ পাইল বলে[৪৬]   তনু[৪৭] কানু[৪৮] নাহি এড়ে[৪৯] নেতের[৫০] আচলে[৫১] ।

---

১ পা আমি ২ এ সতি ৩ পা তোমার ৪ ক.গ তুমি জত বড় ভাল ৫ এ বন ৬ পা তেপান্তব ৭ এ জাতাআত ৮ এ, ক.গ আতি ৯ পা ঘোরতর ১০ এ হএ ১১ ক.গ ঘর ১২ পা ঘরের ১৩ পা জত সখী আছে ১৪ এ হৈল, ক.গ প্রাণের ১৫ পা বৌরি ১৬ পা ছাড়এ কানাঞি ১৭ এ ছাড়হ২ কানাই প্রান ১৮ পা আর ১৯ ঐ বিধির ঘটনে ২০ এ আইলো খাইঞা ২১ পা বিধির ঘটন দেখ মেটে কোন জনা ২২ পা এখন ২৩ ঐ কোথা ২৪ ক.খ গেল ২৫ ক.খ পুড়িল, ক.গ পুড়ৄনি ২৬ এ তৃনাগুনে, ক.গ অগ্নি ২৭ পা সব সখি লঞা ২৮ ক.গ রহ আন ২৯ ক গ ঠাঞি ৩০ পা কানাঞি ৩১ ক.গ জদি পুন এবার, পা এবার, এ জবে পুন এবার এড়াঞা ৩২ এ জানিব জত করিল ৩৩ এ কানাঞির ৩৪ এ এত অবসরে ওথা চতুর ৩৫ পা-এ নাই ৩৬ পা আইস নাঞি ৩৭ এ সকল ৩৮ পা আসিঞা- ৩৯ পা আসী ধরে ৪০ এ আনিবারে গেল, ক.গ আনিবারে জায় ৪১ এ বুঝিয়া দেখি, ক.গ বুঝিয়া না দেখি ৪২ পা মাত্র ৪৩ ক গ জাএ ৪৪ এ এতেক বলিঞা ৪৫ ক.গ দেখিএ ৪৬ পা বল ৪৭ ক.খ, ক.গ তনু ৪৮ পা কৃষ্ণ ৪৯ এ ছাড়ে ৫০ ক.গ রাধার ৫১ পা অঞ্চল, ক.গ অঞ্চলে

ভুরুজুগে চাপি ধরে দুই পওধরে সঙ্কোচ মানিঞা রাধা রহে কথো দুরে[১]।
বড়াই দেখিঞা রাই কাতর-নআনে[২] গদগদস্বরে[৩] কিছু কহে ঘনে ঘনে[৪]।
হের দেখ আরে আই[৫] কানুর বেভারে আচলে ধরিঞা পথে[৬] রহাএ[৭] আন্ধারে[৮]।
আর সব সখীজনে কিছু নাহি বোলে সভারে এড়িঞা কানু মোরে ধরে বলে[৯]।[১০]
একখানি কথা কানু কহিঞা[১১] না দেই দান বলি বাধে পুন দান নাহি লেই।
বিচার করিঞা[১২] দেখ কানুর গেআন বোল কেবা হেনকার করে[১৩] অপমান।
এতেক বলিঞা জবে কান্দেন সুন্দরী[১৪] ছাড়িল আঞ্চল[১৫] দেখ রসিক মুরারি[১৬]
ছাড়িল রাধিকা তোর নেতের আচলে[১৭] কি দিবে দানের শোধ[১৮] দেহ ত আপনে
গোপালবিজঅ নব শুন এক মনে কহে কবিশেখর অমৃত-ররিষণে ॥[১৯]

॥ পাহিড়া[২০]

ভাল বোলখানি বাধে কহসি মধুরে জেমত বজ্রের[২১] ঘাত হৃদএ নিহরে।
ছাড়িল রাধিকা তোর নেতের আচলে[২২] কি দিবে দানের বোধ কহ ত সকলে[২৩]।
ভাল তুম্মি দান চাহ আগুলিঞা পথে দান নিতে[২৪] জান[২৫] জদি ঠেক[২৬] কংস-হাথে।
কি মোরে দেখাসি[২৭] রাধে রাজা কংসাসুরে কংস হেন কোটি বীর না বাসোঁ[২৮] কুকুরে।
বডকে লাঘব[২৯] কৈলে[৩০] বড নাহি হএ[৩১] জোনাকি হইলে সূর্য[৩২] শোভা নাহি পাএ[৩৩]।
না কর না কর বাধে কংসের সমনা[৩৪] কেবা কি করিল জবে বধিল পুতনা।[৩৫]
পুতনা ভগিনী জবে মাইলোঁ স্তনপানে সে বেলে কি কইল মোরে কংসরাজনে।

১ ক গ হের দেখ নখরেখ দুই পযোধরে ২ ক গ বচনে ৩ পা গদভাসে ৪ ঐ কহিল চরণে ৫ এ বড়াই ৬ ঐ কেনে ৭ পা কানাঞি রঞাছে ৮ পা আমারে ৯ এ সভা এড়ি কানু দেখ মোরে বল করে ১০ পররর্তী ছত্রটি পা এ নাই ১১ এ বোল সিমা করিঞা ১২ ঐ, ক গ বুঝত বড়াই ১৩ এ, ক গ কাহার নারীর হেন করি ১৪ এ রাই কান্দেন অঝরে, পা কহিল জবে, ক গ এ বোল বলিয়া রাই কান্দে ঝরঝরে ১৫ পা অঞ্চল ১৬ এ তা দেখি দযাএ কানু ছাড়িল আঁচলে ১৭ পা-এ নাই ১৮ পা বোধ ১৯ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, উত্তর প্রত্যুত্তর, পা এর অতিরিক্ত, শুনিলে পরম মুক্ত স্বর্গ আরোহনে ২০ পা এ নাই ২১ পা ব্রজের ২২ পা-এ নাই ২৩ এ দেহ ত আপনে, পা-এ নাই ২৪ পা দিতে ২৫ এ জানি, ক গ জানে ২৬ ক গ জবে পড় ২৭ পা খাসি ২৮ পা বোসোঁ ২৯ পা আলপ ৩০ এ লাঘবৈলে ৩১ পা হই ৩২ ঐ সুর্য্যে ৩৩ পা পাই ৩৪ ক. খ, ক গ সে বেলে কী করিতে পারিল সেই জনে ৩৫ পররর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই

কাকতালী-মতে[১] প্রাণ ছাড়িল পুতনা শিশু দেখি দআএ না দিলেক জাতনা।
জতেক[২] প্রকার কইল কি বলিব তোহে পারিলে সংসারে কেহো কাবো[৩] নাহি সহে।
ঘৃণা কবি অধমের জদি সহে[৪] দোষে আপন বড়াই দেখ জগজ্জনে[৫] ঘোষে।
আহ্মার[৬] মহিমা কিছু ব্রহ্মা ভালে[৭] জানে আহ্মাব[৬] ভুজের বল[৮] জানে গোবর্ধনে।
সকল গোআলা মেলি ধরিল মন্দাবে ঘোষএ তোহ্মার[৯] জশ[১০] সকল[১১] সংসারে।
আহ্মা[১২] না চিহ্নসি[১৩] হেব[১৪] অবোধ গোআলী ত্রিভুবন-মাঝে সাব আহ্মি[১৫] বনমালী।
কহিঞা[১৬] কি শ্রম[১৭] পাহ[১৮] জানিল বেভারে[১৯] দেবতা নহিলে কেনে হবে ঘাটিআলে।
রাধিকার বোল শুনি রসিক গোপালে দুঃসহ মদনবাণে করিল পাগলে।
রাধার বচনে কানু ভাবে মনে মনে বিষাইল কাণ্ডে[২০] জেন ঝুমিল[২১] হরিণে।
তবে কৃষ্ণ বড়াইরে[২২] আনিল হাথসানে কহিল মরম[২৩] কথা বিবিধবিধানে।
কি লাগি বড়াই রাধা[২৪] দুঃখ[২৫] ভাবে মনে[২৬] সুখে বিকে জাউ[২৭] আহ্মি[২৮] না লইব দানে।
পুরুব বচন রাখু[২৯] দেউ জীউ[৩০] দানে হাসিঞা করাউ কানুবে[৩১] অধরসুধা[৩২]-পানে।
দানের লাগিঞা জত[৩৩] বৈল কোপবাণী তা সব[৩৪] না লবে মনে দাস হেন মানি[৩৫]।
চল জাহ বড়াই বুঝাহ চন্দ্রাবলী[৩৬] আলিঙ্গন দিঞা দাস করু[৩৭] বনমালী[৩৮]।
হেন অবসর আই[৩৯] কথাহো[৪০] না পাই মোব ভাগ্যে মেলিঞাছে সব এক ঠাঞি।
ইথে জদি রাধিকা না শুনে মোব[৪১] বোলে অনর্থ উপজিবে আজি[৪২] দান নাহি দিলে[৪৩]।
বাধাব লাগিঞা আই পণ কৈল প্রাণ[৪৪] জে বোলে সে[৪৫] বুলু মোবে[৪৬] কিছু নহে আন[৪৭]।

১ এ সম ২ এ, ক. খ জত ৩ পা দেখ কেহো ৪ ক. খ জবে সহি, এ ঘৃণাএ অধমের জবে- ৫ ক খ, ক. গ, এ করি নিজ জস ৬ পা আমার ৭ এ মহিমা জস ব্রহ্মাএ না ৮ এ তেজ ৯ পা তোমার ১০ পা রহিল রসের কথা ১১ এ অবোধ ১২ পা আমা ১৩ পা নাহি চিহ্ন ১৪ ক. গ রাই ১৫ এ আমি তৃজগত নাথ দেব, পা আমি ১৬ এ, পা বলিঞা ১৭ পা ভ্রম ১৮ ক. গ কাজ তোমার ১৯ পা বেবোহারে ২০ ঐ কান্তি ২১ পা বাজিল, এ বিন্ধিল ২২ পা বড়াই ২৩ পা সকল ২৪ পা রাধে ২৫ পা-এ নাই ২৬ ক. গ মনে দুঃখ মানে, পা ভাবে মনে ২ ২৭ পা জাহ ২৮ পা আমি ২৯ ঐ রাখি ৩০ এ প্রাণ ৩১ পা দেউক রাই ৩২ পা অধরে মধু ৩৩ এ দানছলে জত কিছু ৩৪ পা শে কীছু ৩৫ এ, পা করি জানি ৩৬ পা আই রাই আগে বোল মোর বানি ৩৭ ক. গ আস দিয়া দাস বলি রাখু ৩৮ পা চন্দ্রাবলি ৩৯ ক. গ বড়াই ৪০ পা চাহিঞা, এ চাহিতে ৪১ পা এক ৪২ পা পিরিতে কানুরে বলি, ক. গ বঞ্চিত হব তোমারে ৪৩ পা কহিল সকল ৪৪ এ, ক. গ করিল পন প্রানে ৪৫ পা-এ নাই ৪৬ পা বুলুক লোক ৪৭ এ নাহি মনে, ক. গ আন নাহি মনে

মোর বোলে পিরিতে[১] বোলহ[২] জাঞা আই[৩] -পাল্য নিধি কেনে রাধে পাএ[৪] বিঘটাই।
চল জাহ বড়াই বোধাহ[৫] চন্দ্রমুখী আলিঙ্গন[৬] দিঞা রাই[৭] মোরে করু[৮] সুখী।
এতেক বচন[৯] শুনি রসিক বড়াই একে একে সকল কহিল[১০] রাধা-ঠাঞি।
ই[১১] বোল শুনিঞা গোপী[১২] বিষাদিত মনে বড়াই ভাণ্ডিতে কহে প্রবন্ধ[১৩] বচনে।
ভাল তুহ্মি[১৪] বড়াই কহসি ভাল কথা ইহার উত্তর তোরে কি বলিব[১৫] এথা[১৬]।
দান-ছলে[১৭] রাখিঞা এমত[১৮] কথা কহে কহ ত[১৯] বড়াই ইহা কার প্রাণে সহে[২০]।
জানিল সে[২১] কানুর[২২] জতেক[২৩] নাগরালী এই পরকারে[২৪] কানু ভাণ্ডে জে গোআলী[২৫]
তাহে[২৬] কি বলিব দোষ[২৭] জনমরাখালে রসিকের চতুরালি[২৮] জানিব কতকালে।
জাতিএ[২৯] গোআলা আরে[৩০] জনমমুরুখে[৩১] বনে বনে শিশু-সঙ্গে গরু রাখে সুখে[৩২]।
ইথে কত জনমিব বিদগদপনা পিৰ্ত্তলমাৰ্জ্জনে[৩৩] কভো[৩৪] নাহি হএ সোনা।
হেন বোল[৩৫] কানু কথাহো নাহি শুনে[৩৬] পরনারী-বাসনা না হএ[৩৭] বিনি গুণে।
বলিহ[৩৮] কানুরে মিছা[৩৯] করে অভিলাষে রাধিকা না শোভে আই[৪০] রাখালের পাশে।
বিকশিত কমলে পতঙ্গ নাহি সাজে কাক নাহি শোভা করে কোকিল-সমাঝে[৪১]।
রাঙ্গের সহিত কভো[৪২] হীরা নাহি জুড়ি কানু[৪৩]-সনে মিলাইতে কিসে[৪৪] চাহ বুড়ি।
এতেক[৪৫] রাধার বোল শুনিঞা বড়াই একেকে শতেক করি কহে[৪৬] কৃষ্ণ[৪৭]-ঠাঞি।

১ ক. গ বিনতি, এ মিনতি ২ ক. গ বলিহ ৩ এ, ক. গ রাধা ঠাঞি ৪ বি. ভা, ক. গ হাথেতে পাইয়া নিধি কেনে, এ পাইল হাথের নিধি বিধি ৫ পা বুঝাহ, এ তোষ ৬ পা হাসি- ৭ পা-এ নাই ৮ বি. ভা কানু কর ৯ ঐ উত্তর ১০ ক. গ একেকে সতেক করি কহে ১১ পা এ ১২ এ, বি. ভা রাধা ১৩ পা চাহে প্রবোধ ১৪ পা তুমি ১৫ এ দিব ১৬ বি. ভা সময় বুঝিঞা কহ এ হেন ব্যবস্থা ১৭ এ বলে ১৮ বি. ভা, এ জে সব ১৯ এ, ক. গ বল দেখি, পা তুমি কহ ২০ পা তোমার মনে লএ ২১ পা-এ নাই ২২ পা জানিল ২৩ ঐ কানুর জত ২৪ পা ত প্রকারে ২৫ এ ভজএ পরনারী ক. গ, বি. ভা ভজে পরের নাগরী ২৬ পা তারে ২৭ এ, ক. গ তাহা কিবা দোষ দিব ২৮ পা রসিক চতুর বালি, ক. গ চাতুরি ২৯ পা জাতি ৩০ পা কুলে, বি. ভা তাহে ৩১ এ রাখালে ৩২ পা রাখাল সহিত বনে ২ গরূ রাখে ৩৩ বি. ভা পিত্তল মাজিলে, এ মাজিলে ৩৪ পা কভু ৩৫ পা এমন বচন ৩৬ বি. ভা সুনি ৩৭ এ, ক. গ রঞ্জাইতে না পারি, বি. ভা পরস্ত্রী রঞ্জিতে নাহি পারে ৩৮ পা বোলহ ৩৯ ঐ মিথ্যা ৪০ এ, বি. ভা কি শোভা করে ৪১ এ, বি. ভা কোকিলের মাঝে ৪২ পা দেখ ৪৩ পা কৃষ্ণ ৪৪ এ কেনে ৪৫ পা এমত ৪৬ পা, বি. ভা একে ২ সকল কহিল ৪৭ বি. ভা রাধা

তা[১] শুনিঞা কাহ্নাই[২] সোআথ[৩] না পাএ[৪],- দুই হাথে ধরিলেন্ত[৫] বডাএর পাএ।
তোর কৃপা হএ জদি কর[৬] আনুমতি বোল দুই বলি দেখি[৭] রাধিকা জুবতী।
কহে কবিশেখর দানের পরকার কৌতুকে শুনিলে হেলে তরিবে[৮] সংসার।[৯]
গোপালবিজঅ নর শুন মন দিঞা তরিবে সংসারসিন্ধু নাচিঞা গাইঞা॥

॥ বরাড়ি[১০] ॥

এত বলি কৃষ্ণ গেলা রাধিকার পাশে সমুখে ডাণ্ডাইঞা কিছু কহে[১১] পরিহাসে।
হের আহ্মি গোকুলের[১২] নাথ বনমালী জোডহাথে বলি কিছু করিঞা সিথলি[১৩]।
নন্দের নন্দন বলি আহ্মা[১৪] নাহি জানি[১৫] মোর গুণ[১৬] কর্ম বেদ[১৭] পুরাণে বাথানি[১৮]।
ব্রহ্মাএ আহ্মার[১৯] বোল[২০] লঙ্ঘিতে[২১] না পারে ত্রিভুবনে আহ্মার[১৯] সকল অধিকারে।
আহ্মি[২২] দেব নারাঅণ সংসারের[২৩] সার[২৪] ভূমিভার খণ্ডাইতে গোকুলে[২৫] অবতার।
ত্রিভুবন[২৬] স্থির নহে আহ্মার[১৯] মাআএ আপন মহিমা রাধে বোল কেবা কএ[২৭]।
আহ্মা[২৮] হেন অন্য জন চাহিঞা[২৯] না পাএ[৩০] সে আহ্মি[২২] এতেক[৩১] তোহে[৩২]
করিএ[৩৩] বিনএ[৩৪]।
আপন বলিঞা রাখ দেব দামোদর[৩৫] কটাক্ষে চাহিঞা রাখ ত্রিদশ-ঈশ্বর[৩৬]।[৩৭]
ব্রহ্মার নির্মাণ-পার তোর রূপ গুণে কোন অবতার তুহ্মি[৩৮] কহ ত আপনে।
জে কামে মাইল[৩৯] রোষে ত্রিপুর-দাহনে চাহিঞা সে কামমঅ কর ত্রিভুবনে।

১ পা এ নাই ২ পা গোপিকানাথ ৩ বি ভা সোয়াস্থ ৪ পা পাই ৫ এ ধরি বোলে, ক. গ, বি ভা ধরিলেক ৬ এ, ক গ, বি ভা তুমি জদি কৃপা করি দেহ ৭ ক গ দেখ, পা দুই চারি বোলে মানাঞা দেহ ৮ পা তরে জে, বি ভা শুনিলে হেলায় লোক তরিবে ৯ পরবর্তী ছত্রটি পা এ নাই ১০ পা-এ নাই ১১ বি ভা জোড়হাথ করি কহে হাস ১২ এ তৃভুবনের, পা আমি- ১৩ ক গ গোয়ালিনী, পা শুন চন্দ্রাবলী ১৪ পা আমা ১৫ বি ভা না করিহ হেলা ১৬ এ বোলে ১৭ পা কথা, ক গ সব- ১৮ বি ভা বেদ পুরাণ দেখ জত মোর লীলা ১৯ পা আমার ২০ পা মাআ ২১ পা লখিতে ২২ পা আমি ২৩ এ তৃভুবনের ২৪ বি ভা সে আমি গোকুলপুরে ভ্রমিএ লীলয়ে ২৫ এ ক গ আমার ২৬ এ ব্রহ্মা ২৭ এ, ক গ, বি ভা আপনা না কহি ২৮ পা আমা ২৯ এ দেখিতে ৩০ পা পাও, ক গ পাই ৩১ পা এমত ৩২ পা তোবে ৩৩ বি ভা তোমারে করি এতেক ৩৪ এ মিনতি, ক গ, বি. ভা কাকুতি ৩৫ ক গ প্রিয়পতি, বি. ভা, এ শ্রীপতি ৩৬ এ, ক গ ত্রিদশের রাএ, বি ভা ত্রিদশের রাজ ৩৭ পরবর্তী দুই ছত্র পা এ নাই ৩৮ বি. ভা তুমি ৩৯ ক গ মারিল

জার নামে দানব[১] কাঁপএ থরহরি[২]   সে তোর[৩] কটাক্ষবাণে বিকল[৪] মুরারি[৫] ।
বাম হাথে মন্দার ধরিল[৬] পরিহাসে   তোর কুচগিরি[৭] দেখি কাঁপিএ[৮] তরাসে ।
অপূর্ব আনল দেখো[৯] তোর কুচাচলে[১০]   দুরে ত পোড়াহ গাও[১১] পরশে শীতলে ।
পুরুব জনমে রাধে তুহ্মি[১২] মোর নারী   তে কারণে আপনা না বাসি তোহ্মা স্মরি[১৩] ।
সে[১৪] কারণে রাধিকা আইলুঁ তোর[১৫] ঠাঞে[১৬]   কামভএ শরণ লইলু তুআ[১৭] পাএ[১৮] ।
এতেক বচন[১৯] জবে বইল মুরারি[২০]   ঈষৎ[২১] হাসিঞা বোলে রাধিকা সুন্দরী[২২] ।
তোহ্মার[২৩] বচন কানু আকাশের ফুল   শুনিতে মধুর বিচারিতে নাহি উল[২৪] ।
রাখাল হইঞা কানু[২৫] খণ্ডাহ বিধাতা[২৬]   দানী হঞা ত্রিভুবনে ধর[২৭] দণ্ড[২৮]-ছাতা ।
ভদি[২৯] তুহ্মি[৩০] লক্ষ্মীনাথ বোলাহ[৩১] দামোদরে[৩২]   তবে কেহ্নে[৩৩] হেন
পাপমতি[৩৪] পরদারে[৩৫] ।

কহিবারে গুণ[৩৬] কহ দেখি পাতিআই[৩৭]   ইহার উত্তর আছে কহিতে লাজাই[৩৮] ।
গোপিকার[৩৯] চরণে শরণ কোন ভএ[৪০]   গোআলিনী[৪১]-শকতি কার[৪২] কি করিল হএ ।
বড় কুলীন[৪৩] বোলাহ বাটের কর[৪৪] লহ[৪৫]   আপনার বচন আপনে না বুঝহ[৪৬] ।
জাহার মহিমা বেদ পুরাণে ফুকরে   সে[৪৭] কেহ্নে[৪৮] চাহিব[৪৯] পরনারী হরিবারে[৫০] ।
তুহ্মি[৫১] কিনা জান কানু ধরম-বিচার[৫২]   কোন বেদে আছএ[৫৩] করিতে[৫৪] পরদার[৫৫] ।
ভাললোক-মুখে শুনি[৫৬] হেনখ বিচারে   পরদার-সম[৫৭] পাপ নাহিখ সংসারে[৫৮] ।

---

১ বি. ভা ত্রিপুর   ২ ক. গ ভজমান জনেরে উপেক্ষা না যুয়াএ   ৩ বি ভা আমাব   ৪ পা পড়িলা   ৫ এ শ্রীহরি   ৬ পা ধরি   ৭ বি. ভা কুচাচল   ৮ পা, বি. ভা পড়িলু   ৯ বি. ভা আনর জান, ক. গ জ্বলে   ১০ ক. গ কুচানলে, এ কুচবেলে, পা কুচস্থলে   ১১ এ, বি. ভা, ক. গ দুরে দেখি পুড়ে মন   ১২ পা তুমি   ১৩ পা এত তোরে মিনতি করি   ১৪ পা তে   ১৫ বি. ভা তোমা, পা আইশো-   ১৬ ক. গ আইলাঙ তোমার পাএ, এ আইলাঙ তোর সঙ্গে   ১৭ ক. গ তোর   ১৮ পা তোর ঠাঞী   ১৯ বি. ভা উত্তর   ২০ ঐ বনমালী   ২১ এ রাষিঞা   ২২ বি. ভা হাসিঞা রাধিকা বলে বোল দুই চারি   ২৩ পা তোমার   ২৪ পা ওর   ২৫ ঐ ওথা, ক. গ এথা, বি. ভা তুমি   ২৬ পা সোভিতা   ২৭ ঐ ধরে   ২৮ এ, ক. গ, বি. ভা জয়   ২৯ এ, ক. গ জবে   ৩০ পা তুমি   ৩১ পা হও   ৩২ বি. ভা দেব বনমালী, পা দামোদর   ৩৩ পা কেনে   ৩৪ এ ছার কর   ৩৫ বি. ভা মতে কর ঘাটিআলি, পা পরদার   ৩৬ ক. গ কাজ   ৩৭ পা-এ নাই   ৩৮ পা করিতে না পাই   ৩৯ এ, বি ভা গোয়ালিনীর   ৪০ পা করি লই   ৪১ পা গোপিনি   ৪২ এ কেবা   ৪৩ ঐ বলি   ৪৪ ক. গ বলি বলাহ বড়র হেন, এ বাড়ির হেন   ৪৫ পা লও   ৪৬ ক. গ নাহি বুঝ, পয়ারের অংশটি পা-এ নাই   ৪৭ পা -বা   ৪৮ পা কেনে   ৪৯ ক. গ চাহে, পা-এ নাই   ৫০ বি. ভা করিতে চাহিব পরদারে   ৫১ পা তুমি   ৫২ এ ধর্ম ব্যবহার   ৫৩ পা আছে জে   ৫৪ এ করিএ   ৫৫ বি. ভা পরদার সমান পাতক নাহি আর, পা পরদারে   ৫৬ পা কেনে   ৫৭ ঐ থিক   ৫৮ এ পাতক নাহি আর, ক. গ বই সে পাতক নাহি আর

পাএ পাএ দুখ লোক ভুঞ্জএ আপারে[1]   ইহলোকে পরলোকে নাহিখ নিস্তারে ।
অহল্যা হরিঞা ইন্দ্র হইলা[2] ছারখার   সীতাকে হরিঞা রাবণ[3] সবংশে সংহার ।
হেন[4] মত কৌতুকে হরিঞা পরনারী   কেবা কথা[5] সুখে আছে দেখহ বিচারি[6] ।
ঘুচাহ ঘুচাহ[7] কাহ্নাঞি[8] পরনারী-লোভে   হেন ছার করম[9] তোহ্মাতে[10] নাহি শোভে ।
জশ অপজশ কাহ্নু[11] তুহ্মি[12] কিনা জান   তবে হেন ছার বোল[13] মুখে কেহ্নে[14] আন ।
পাএ পড়ি কাহ্নাঞি[15] ঘুচাহ[16] পরিহাস   পরিজন শুনিলে হইব[17] জাতিনাশ[18] ।
রাধার ই বোল[19] শুনি কাহ্নাঞি[20] বিকলে[21]   ঘৃত ঢালি দিল[22] জেন জলন্ত আনলে ।
পুনরপি কাহ্নাঞি[20] রাধার মুখ চাহে[23]   কাতর-নআনে[24] কিছু রাধিকারে[25] কহে[26] ।
কতেক ভর্চ্ছসি[27] রাধে পণ্ডিত[28] ভর্চ্ছনে[29]   রক্কের[30] বচন[31] জেন সাধু নাহি শুনে[32] ।
আহ্মি[33] জেন[34] ভালমন্দ শুধাইহ আনে[35]   দানী বলি রাধে না করিহ অল্পজ্ঞানে[36] ।
জদি আহ্মি[33] দানের প্রবন্ধ না করিব   বোল দেখি রাধা তোমে কেন[37] মতে পাব[38] ।
পরদার পাপ[39] জত কহিলে আহ্মারে[40]   সে দোষ না পাই আহ্মা[41] কহিল তোহ্মারে[42]
অগ্নিমুখে জেই দিএ সেই ভস্ম হএ   তেনমত মোর দেহে[43] পাপ[44] নাহি রএ ।
জে বিষ দেখিঞা ডরে[45] সুরাসুর জড়ে[46]   সে বিষ মহেশ পিঞা ধরিলেক গলে[47] ।
হেন[48]-মত মরম[49] কহিল চন্দ্রমুখী   বিরস[50] বচনে[51] কেহ্নে[52] কাহ্নু কর দুখী[53] ।
উলটি ডাণ্ডাহ রাধে চাহ মুখ তুলি   হাসিঞা বচন কহি[54] তোষ বনমালী ।
খেনে খেনে[55] বদন না ঢাক[56] নিদারুণা   নঅন-চকোর মোর করুক পারনা ।
হাসিঞা হাসিঞা[57] কহ ভাল কথাখানি[58]   অমৃতে সিঞ্চিঞা মোর রাখহ পরাণি ।

১ পা দুখ শুখ ভুঞ্জএ অনেক প্রকারে এ সুখ ভুঞ্জে এই পারে ২ বি ভা গেল ৩ এ সিতা হরি রাবন রাজা ৪ পা তেন ৫ পা কোথা ৬ ক গ শ্রীহরি ৭ পা-এ নাই ৮ পা কানাঞি ৯ বি ভা সব বচন, পা কর্ম ১০ পা তোমাতে ১১ ক. গ, বি. ভা কথা, এ কৃষ্ণ ১২ পা তুমি ১৩ পা, এ কথা ১৪ পা কেনে ১৫ পা কানাঞি ১৬ পা ছাড়হ ১৭ পা করি জাবে, ক. গ করিব ১৮ ক গ সর্ব্বনাস ১৯ পা বচন ২০ ক গ কানাঞি ২১ পা রসিক গোপালে ২২ এ ঢালিল, পা পড়িল ২৩ এ, ক. গ চাই, পা চাএ ২৪ পা হইঞা ২৫ বি. ভা চাহে কিছু নাহি ২৬ এ, ক গ কহে রাধা ঠাঁই, পা কএ ২৭ বি. ভা এতেক ভরছ, এ ভর্চ্ছহ, পা ভৎর্সসি ২৮ বি ভা পবিত্র ২৯ পা ভইলে ৩০ এ, ক. গ রাকের, বি. ভা লোকের ৩১ এ ভর্চন ৩২ এ, বি. ভা নাহি জাএ সাধুকানে ৩৩ পা আমি ৩৪ পা জে, বি. ভা জত কিছু ৩৫ বি ভা কিছুই না জানি ৩৬ ক গ গেয়ানে ৩৭ পা কোন ৩৮ এ তবে কেন মন্তে আমি তোমারে পাইব ৩৯ ক. গ, বি ভা দোষ ৪০ পা আমারে ৪১ পা নাহিখ মোরে, এ আমা ৪২ বি ভা দোষের দুখি আমি নহি রে বিচারে, এ তোমা তরে, পা তোমারে ৪৩ এ, ক. গ, বি. ভা তেজস্বির ৪৪ ক. গ, বি ভা পাতক ৪৫ পা কাপে ৪৬ ঐ মরে ৪৭ এ নিল গলে ধরে ৪৮ পা এ ৪৯ এ পরম ৫০ এ নিরস ৫১ পা বদনা ৫২ পা কেনে ৫৩ পা দুমুখি ৫৪ পা বলী ৫৫ পা লখে২ ৫৬ পা চাহ ৫৭ এ হাসিতে২ ৫৮ পা কিছু কহ পুঞবাণি

আর[১] এক[২] মোরে জদি[৩] করহ আদেশ   করাম্বুজ[৪] দিঞা[৫] পুজিএ কুচ[৬]-মহেশ।
তবেসি[৭] কামের জে করিএ প্রতিকার   ধরম দেখিঞা রাধা[৮] কর অঙ্গীকার[৯]।
বিরহসাগরে-মাঝে মজে ত[১০] শ্রীহরি   এ[১১] উরু কদলী দেহ কিছু লক্ষ্য করি।
আলপ[১২] জতনে রাখ ত্রিভুবন[১৩]-পতি   জগত ভরিঞা তোর রহুক খেআতি[১৪]।[১৫]
এ তাম্বুলরাগ ত্রিভুবনে সার করি   অহোনিশি পিএ তোর অধরমাধুরী।
সভাকারে রাধিকা[১৬] তোহ্মার[১৭] দশা দেখি কানুকে দেখিঞা[১৮] কেহ্নে[১৯]
এতেক বিমুখী[২০]।
আজি তোরে বিধি মিলাইল কত পুণ্যে[২১]   অহোনিশি করি তোর অধর[২২] চুম্বনে।
এত অনুরাগ ত্রিভুবনে সার কবি   অহোনিশি পিএ তোর অধরমাধুরি।
তার হেন ভাগ্যবন্ত[২৩] দেখিতে না পাই[২৪]   জে তোহ্মার[২৫] কুচগিরি[২৬] পরসে[২৭] সদাই।
বসনে অধিক কেহো[২৮] নাহি ধরে ভাগ্যে[২৯] হেনই[৩০] নিতম্বে তোর রহে লাগে[৩১] লাগে[৩২]।
এতেকে জানিল রাধে ভাগ্য বড় কথা   নীচেব সম্পদ দেখি বড় উঠে বেথা[৩৩]।
কৃষ্ণের বচন[৩৪] শুনি বাধিকা সুন্দবী   ঈষৎ হাসিঞা কিছু কহে ধীরি ধীরি।
হাসিঞা হাসিঞা ভাল কহ কথাখানি   তোহ্মা[৩৫] হেন রাখাল নহিএ অবোধিনী[৩৬]।[৩৭]
এত কামাতুব তুহ্মি[৩৮] নাগরশেখর[৩৯]   বাপেরে বলিঞা কেহ্নে বিভা নাহি কব।
দেখিঞা দেখিঞা জত[৪০] গোআলা-কুমারী[৪১]   বাছিঞা[৪২] করহ বিভা পরম সুন্দরী।
জদি বা আপনে বিভা করিতে না পার   বইরাগী হইঞা বুল[৪৩] দেশ দেশান্তর।
ই[৪৪] বোল শুনিঞা হাসি[৪৫] কহেন শ্রীহরি   ভাল উপদেশ বইলে রাধিকা সুন্দরী।

১ পা-এ নাই ২ পা একখানি ৩ ক. গ কাজ মোরে ৪ এ ভুজযুগ ৫ পা দিঞ ৬ ঐ কনক ৭ এ, ক. গ তবে ইহা, বি. ভা -এই ৮ এ শ্রীবাধিকা, পা রাধে ৯ ক. গ করম রাধা না কহিয় আর ১০ ক. গ মজিল, বি. ভা -সমুদ্রজলে ভাষেন ১১ ক. গ ও ১২ বি. ভা অলক ১৩ এ ত্রিদশের ১৪ ক. গ, বি. ভা কিরিতি, এ পিরিতি ১৫ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ১৬ এ সভাতে অধিক ১৭ পা তোমার ১৮ ঐ কানাই পাইঞা ১৯ পা কেনে ২০ বি. ভা নিরপেখি ২১ বি. ভা মোর শ্রবণে, এ মোরে ধিক অজ্ঞানে ২২ পা বদন, এ নয়ন ২৩ পা ভাগ্যবান ২৪ ক. গ, বি. ভা ত্রিভুবনে নাই ২৫ বি. ভা, এ তোর, পা তোমার ২৬ এ, বি. ভা উচ্চ কুচ, ক. গ উচ্চ কুচে ২৭ পা বিলশে, ক. গ বিনোদে ২৮ পা শেহো ২৯ ক. গ বসন সমান আন নাহি ভাগ্যবান, বি. ভা সমান কেহো নাহি করে ভাগ্য ৩০ পা এ হেন ৩১ এ অবিরত ৩২ বি. ভা লাগি, পা অঙ্গ তোর রহি গেল অভাগ্যে ৩৩ পা উচ্চের অবস্থা, ক. গ ব্যবস্থা ৩৪ পা এ কথা ৩৫ পা তোমা ৩৬ এ নহো মুঞি অয়নের রানি, বি. ভা নহি আমি আহিররমণি, ক. গ নহো মুঞি আইহননারি ৩৭ অতঃপর বি. ভা পুঁথির অতিরিক্ত, অল্প বএসে কৈলে জস পরতাপে তোমা হেন পুত্র সে হউক মা বাপে। ৩৮ ক. গ তোর, পা তুমি ৩৯ পা আলপ বএশে কানু এত কামাতুর ৪০ এ বাছের বাছ ৪১ পা গোকুলনাগরি, ক. গ গোকুলের নারি ৪২ এ দেখিঞা ৪৩ এ, বি. ভা ভ্রমহ বৈরাগী হঞা ৪৪ পা এ ৪৫ পা-এ নাই

ছাড়িলো মো ধন জন গৃহ-বেবোহার[১] সর্বতীর্থমঅ রাধে[২] তোহ্মা[৩] কইল সার।
মুখ তোর চন্দ্র-আভা[৪] অধিক শোভনে[৫] জীহে তোর সরস্বতী বইসে[৬] বিঅমানে।
কণ্ঠে[৭] তোর শতেশ্বরী[৮] সুরেশ্বরী রহে[৯] লোমরাজে[১০] জমুনাএ[১১] মেলী[১২] গেলী তাহে।
তথি কুচজুগ-রূপে[১৩] বৈসে হরিহরে ইথে[১৪] সম তীর্থ নাহি পৃথবি-ভিতরে।
ভক্তিভাবে অবগাহে সিদ্ধ হকু[১৫] কাম ধরমে করমে রাধা[১৬] না হইহ[১৭] বাম।
কৃষ্ণের বচনে রাই[১৮] লাজে অধোমুখী মোনে মোনে অনুমানি ভুমি নখে[১৯] লেখি[২০]।
সব গুণে আগল[২১] নাগর-শিরোমণি ঘরে প্রাণ স্থির নহে জার বংশী শুনি[২২]।[২৩]
জার নাম শুনিলে[২৪] সুদিন করি জানি জারে দেখিলে জনম[২৫] সফল করি মানি।
স্বর্গবিত্থাধরী জারে দেখিতে সাধাএ সে হেন রসিকগুরু দৈবে বিঘটাএ।
জার পদ-পরশনে মুক্ত হেন জানি ব্রহ্মা-আদি দেব জাহাকে বাখানি।
সিদ্ধ বিত্থাধর জত জার পদ সেবে বিধি-অনুকূলে[২৬] নিধি মোরে মেনে এবে[২৭]।
ইহার অধিক ভাগ্য কভু নাহি হএ[২৮] অমূল্য রতন দেখ দৈবে মিলএ।
বড়াই দুর্লভ নেহ[২৯] কানুর পিরিতি একখানি ভঅ[৩০] কুলে রহে আথেআতি[৩১]।[৩২]
সখীজন বিষম[৩৩] বড়াই পাপমতি সমঅ না বুঝে[৩৪] কানু না ছাড়ে আরতি।
এতেক গুণিঞা[৩৫] রাই[৩৬] না দিল বচনে কানু নহে করি[৩৭] গেলা জথা সখীগণে[৩৮]।
গোপালবিজঅ নর শুন পদে পদে শুনিতে মধুর আর খণ্ডএ[৩৯] আপদে[৪০]।
কহে কবিশেখর দেখ[৪১] অনুভবে জত পরিহাস কইল রাধিকা মাধবে॥

॥ বিভাষ[৪২] ॥

রাধিকা চলিলী জবে[৪৩] সখীজন-ঠাই রাধা রাধা করি ভূম্যে[৪৪] পড়িলা কাহ্নাঞি[৪৫]।[৪৬]
খেদিল হরিণ জেন চাহে চারিদিগে সিংহরব শুনি জেন কালসার মৃগে।

১ পা সব পরিবার, এ ব্যবহার ২ ক. গ তুমি ৩ পা তোমা ৪ ক. গ চন্দ্রভাগ অধর তোর ৫ বি. ভা তার সনে ৬ এ কহে কবিশেখর ভাবহ সরস্বতি ৭ এ হৃদে, ক. গ হৃদয়ে, বি. ভা হৃদয় ৮ বি. ভা শোভে ৯ পা রাই ১০ এ লোমাবলি ১১ পা যমুনা নদী ১২ পা-এ নাই ১৩ এ ইথি দুই কুচে তোর, বি. ভা কুচগিরি তোর ১৪ বি. ভা ইহা ১৫ ক. গ, বি. ভা হউ ১৬ পা ধর্মে ত তুমী কভু ১৭ এ হইবে ১৮ পা রাধে ১৯ ক. গ পাএ, এ করে ২০ বি ভা পায়ে লেখে ভুমি ২১ এ, ক. গ, বি. ভা আগর ২২ এ, বি. ভা, ক. গ স্থির না হই জাহার নাম-, পা সরে ২৩ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ২৪ বি. ভা করিলে ২৫ ক. গ দিন ২৬ পা অনুত্তকুলে ২৭ পা এবে মেনে ২৮ পা হওএ ২৯ পা দেখ, বি. ভা এ দিগে দুর্লভ লাভ, এ এদিগে দ্বিগুণ লাভ ৩০ এ, ক. গ, বি. ভা উদিগে উভয় ৩১ পা রহিল খেআতি ৩২ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ৩৩ বি. ভা পিছে শুনে ৩৪ ক. গ ছাড়ে ৩৫ পা জানিঞা ৩৬ বি. ভা এত অনুমানি রাধে ৩৭ পা বুঢ়ি হইতে ৩৮ পা সব- ৩৯ পা পরম সুখ খণ্ডে জে ৪০ ক. খ, এ বিপদে ৪১ ক. খ জানিহ, পা নিজ ৪২ পা-এ নাই ৪৩ পা চলিঞা গেলী, এ চলিলা জবে, বি. ভা চলিলা যদি ৪৪ বি. ভা বলি তবে ৪৫ পা কানাঞি ৪৬ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই

মূর্ছিত হইঞা[১] কানু কিছু নাহি জানে খানিক বিচ্ছেদ[২] কত জুগ হেন[৩] মানে।
সম্বিত পাইঞা তবে বলেন[৪] শ্রীহরি[৫] জথা চাহি তথা দেখি[৬] রাধিকা সুন্দরী।
দেহদাহ-অনুরূপে কি হইল না[৭] জানে অদ্ভুত মানিঞা কানু[৮] গেলা বুড়ি-স্থানে।
বড়াই চরণ[৯] ধরোঁ[১০] কহত স্বরূপে জথা চাহি[১১] তথা রাই[১২] এই[১৩] অপরূপে।
বাহু প্রসারিঞা জাই দুরকে[১৪] পালাএ জতেক বিনতি[১৫] করি[১৬] নাহি কাঢ়ে রাএ[১৭]।
স্বরূপে[১৮] জুড়াএ প্রাণ রাধে[১৯]-দরশনে[২০] এখন পোড়এ প্রাণ রাধিকার গুণে[২১]।[২২]
এখনে আছিলা রাই হাস-পরিহাসে না জানি কি হঞা গেলী আখির নিমিষে।
কিবা ঘর গেলী কিবা নআনে মিলাই[২৩] কিবা মোর মন-মাঝে রহিলী[২৪] লুকাই।
চরণে ধরিঞা বোলো প্রাণের বড়াই কহনা সে চন্দ্রমুখী কথা[২৫] গেলে পাই।
কেহ্নে[২৬] বা দারুণী মোরে দিলে দরশনে কি দিঞা পাগল কইলে নন্দের নন্দনে।
আপনে আপন কহি[২৭] পরবোধ করি সে[২৮] রাধার রূপ[২৯] তভোঁ পাসরিতে নারি।
একে সে রূপসী[৩০] আরে পহিল[৩১] জৌবন তাহে[৩২] নানা[৩৩] রতিকলা জানে[৩৪] বিলক্ষণ[৩৫]
রাধা[৩৬] সোঙরিতে[৩৭] প্রাণ নিকলিতে চাহে না জানি দারুণ কাল কি লাগিঞা বাদে[৩৮]।
তুষের আনল জেন নিভাইল নহে[৩৯] রাধা রাধা করি প্রাণ অনুক্ষণ দহে[৪০]।
রাধানাম শুনিলে মোর[৪১] জুড়াএ পরাণি মোর নাম রাধিকা শেলের সম[৪২] গণি[৪৩]।
হের[৪৪] বড়াই আপন[৪৫] অভাগ্য করি[৪৬] বাসি রাধার অধরে কভোঁ[৪৭] না দেখিল হাসি।

১ পা হইল ২ ক. খ বিরহ, এ খনেক বিরহ ৩ এ, ক. খ করি ৪ পা জবে চাহিল ৫ এ মুখ তুলি ৬ পা চাহে তথা দেখে ৭ পা দেহে অনুমান করি কানু, ক. খ নহে করি ৮ পা-এ নাই ৯ পা বচন ১০ এ কহনা কহনা বড়াই, ক. গ কানু কহে বড়াই মোরে ১১ বি. ভা জাই ১২ পা রাধে ১৩ এ, ক. খ, ক. গ, বি. ভা একি ১৪ পা দুরে ত ১৫ এ, বি. ভা মিনতি, পা বিনঅ ১৬ পা বলি ১৭ এ নাড়ে গাএ ১৮ এ, বি. ভা পুরাবে ১৯ এ, বি. ভা রাধা ২০ পা প্রবোধিতে ২১ পা রাধিকার রূপ গুণ নারি পাসরিতে, এ দেখিতে কেনে পোড়এ পরানে ২২ পরবর্তী পাঁচ ছত্র পা-এ নাই ২৩ ক. গ লুকাই ২৪ ঐ রহিল ২৫ ক. গ কোথা ২৬ ঐ কেনে ২৭ ক. গ কহ ২৮ বি. ভা তভূত ২৯ ক গ, বি ভা গুন ৩০ পা নিদারুনা ৩১ ঐ প্রথম ৩২ এ, বি. ভা আরে ৩৩ ক. ক, বি. ভা তাহে ৩৪ এ দেখি, বি. ভা অতি ৩৫ পা বিচক্ষণ ৩৬ ক. খ, এ তারে, পা তাহা ৩৭ বি. ভা তারে না দেখিলে, পা স্মরিতে ৩৮ পা রহে, এ সে মোরে দেখিঞা মুখ তুলি না দেখএ, ক. গ, বি. ভা বাদে রোহাএ ৩৯ এ আগুনি জেন পোড়ে সব দেহে, ক. গ, বি. ভা পোড়ে সব দেহে ৪০ বি. ভা, ক. গ অহনিসি রাধা ২ করি প্রাণ জায়, এ জায় ৪১ পা জদী রাধানাম শুনি ৪২ ক. গ সালের জেন, পা মনেহো না ৪৩ এ, ক. গ মানে, বি. ভা সে রাধিকা মোরে নাহি বাসএ সমানে ৪৪ ক. ক, এ হেন, পা শুনহ ৪৫ পা-এ নাই ৪৬ পা হেন ৪৭ পা কভু, এ রাধামুখে একদিন, বি. ভা এক মুখে

এক মোর হৃদএ রহিল বড়[১] বেথা হাসিঞা রাধিকা-সনে[২] না কহিল কথা।
এখন বচন মোর[৩] না শুনিল হেলে মোরে সোঙরিবে বাধা অবশেষ[৪] বেলে[৫]।
চল জাহ বলি তোহ্মে[৬] কহ[৭] রাধা-ঠাঞি তোহ্মার[৮] বিরহভারে না জীএ কাহ্নাঞি[৯]।
আজি হইতে ছাড়িনু মো[১০] বিষঅ[১১]-বিলাসে রাধা লাগি করিলাও[১২] বৃন্দাবনবাসে[১৩]।[১৪]
মো রহিলুঁ[১৫] নিকুঞ্জে[১৬] কামের[১৭] তীর্থ পাঞা দিবস গোঙাব রাধার নামমন্ত্র লঞা[১৮]।
ইষ্টদেবী করি[১৯] ভাবি[২০] রাধিকা জুবতী বিরহ-আনলে দিব আপন আহুতি।
দুই কুল ভরি[২১] তার[২২] রহিব[২৩] খাঁখাঁর পুরুষ-বধিনী বলি ঘুষিব[২৪] সংসার[২৫]।
কৃষ্ণের বচন শুনি বলেন[২৬] বড়াই কি বোল বুলিঞা সুখ পাইলে কাহ্নাই[২৭]।[২৮]
আজল কাহ্নাই তুহ্মি কিবা কথা কহ রাধিকা সুন্দরী তুহ্মি কথা বা দেখহ।
রাধিকা রুষিঞা গেলী সখীগণ-পাশে ডাকিতে রাধিকা কিছু না কৈল সম্ভাষে।
রাধিকা তোহ্মার[২৯] নারী তুহ্মি[৩০] তার পতি ইহা বিঘটাইতে[৩১] পাবে কাহার শকতি।
অথির[৩২] না হও কানু শুনহ বচনে রাধিকা মাধবে ক্রীড়া এই বৃন্দাবনে।
না বুঝিঞা[৩৩] আবুধ কেহ্নে[৩৪] হইছ[৩৫] বাহুলে[৩৬] রাধিকা প্রবন্ধে[৩৭] ইথে[৩৮] সাধিব সকলে[৩৯]।
পরি[৪০]-জন-গঞ্জনা[৪১] জানিঞা[৪২] চন্দ্রমুখী[৪৩] আশোআস-দানে[৪৪] তোহ্মা[৪৫] না কইল সুখী[৪৬]।
নাগর হইঞা কেহ্নে[৪৭] না বুঝ ইঙ্গিতি[৪৮] বেবোহার স্বতন্ত্র না করে কুলবতী[৪৯]।

১ পা কি মোব মরমমাঝে রহি গেল, ক. গ দুখ মোব হৃদযে থাকিল ২ ক গ রাধাসঙ্গে রঙ্গে, বি. ভা একদিন রাধাসঙ্গে ৩ পা রাধে ৪ বি. ভা তবে সেস ৫ পা কালে ৬ এ, বি. ভা বড়াই ৭ পা চলহ বড়াই তোহ্মে কহ ৮ পা তোমাব ৯ পা কানাঞি ১০ বি. ভা তেজিল, পা জানিল এই, ক. গ ছাড়িনু মুঞি ১১ পা বিষম ১২ ক. ক, ক. গ কৈল আমি, পা কি করিব ১৩ পা বোল উপদেশে ১৪ অতঃপর ক গ পুথির অতিরিক্ত, কৃষ্ণের বচন শুনি হাসিলা বড়াই। পরিহাস রূপে কিছু কহিল বুঝাই। ১৫ ক. গ থাকিব ১৬ এ নিকুঞ্জবনে, ক. গ নিকুঞ্জ ১৭ ক. গ কামেদেব ১৮ পা নিরবধি রহিব আই রাধিকা জপিঞা ১৯ বি. ভা, এ, ক. গ রূপে ২০ ক. গ -আমি ২১ এ ভরিঞা ২২ পা ভাল, বি. ভা জেন ২৩ এ রহুক, বি. ভা রহএ ২৪ ক. গ ঘুসুক ২৫ পা, এ বধিআ বলী নাম জাহার ২৬ এ কহলি, ক. গ হাসিলা ২৭ পা গোবিন্দাই, ক. গ পরিহাসরূপে কিছু কহিল বুঝাই ২৮ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ২৯ পা তোমার ৩০ পা তুমি ৩১ পা ঘুচাইতে, এ খণ্ডাইতে ৩২ পা অস্থির ৩৩ পা বুঝি ৩৪ পা কেনে ৩৫ এ জেন হইলা, বি ভা, ক. গ অবুঝ জেন নহত ৩৬ পা বিকল, বি. ভা পাগলে ৩৭ পা বুদ্ধি অনুবন্ধে, বি. ভা পরকারে ৩৮ পা, এ কাজ ৩৯ পা সকল ৪০ বি. ভা পর- ৪১ ক. খ, এ যন্ত্রণা, ক. গ, বি. ভা মন্ত্রনা ৪২ বি. ভা, এ, ক খ বুঝিঞা ৪৩ ক খ সখিজনে ৪৪ পা আশ্বাশবচনে ৪৫ পা তোমা ৪৬ ক. খ, ক. গ তোমা না কইল সুখি আসোআসদানে ৪৭ পা কেনে ৪৮ এ, ক. খ, ক. গ, বি. ভা আকারে ৪৯ ঐ কুলবধু [না] করে স্বতন্ত্র ব্যবহারে

এক উপদেশ কহি[1] নন্দের কুমার   আগু[2] জমুনাএ তুহ্মি[3] ধরগা[4] কাণ্ডার।
পার‍্যাবার[5]-প্রবন্ধে সাধিব সব কাজ   রহিব[6] তোহ্মার[7] জশ গোপিকা[8]-সমাঝ
বোঢ়ির এ বোল শুনি নন্দের কুমারে[9]   দ্বারমুখে[10] প্রবেশিতে[11] পাইল জেন[12] চোরে।
গোপালবিজঅ নর শুন একমনে[13]   রাধাকৃষ্ণে জত রস[14] উপজএ[15] দানে।
কহে কবিশেখর ভাবহ মতিমানে[16]   হাসিতে হাসিতে পাবে পরম গেআনে ॥

ইতি দানখণ্ড[17] ॥

অথ নৌকাখণ্ড ॥

॥ কানড়া[18] ॥

এতেক মন্ত্রণা করি চলিলা[19] বড়াই   আন[20] পথে নৌকা সাজি রহ ত[21] কাহ্নাঞি[22]।
বড়াই দেখিঞা[23] জবে[24] সকল গোআলী[25] চারিপানে চাহে নাহি[26] দেখে[27] বনমালী[28]।
বোঢ়ি-সঙ্গে না দেখিঞা সে নন্দ[29]-নন্দনে   সখীগণ মেলি করে নানা[30] অনুমানে।
এত অবসরে বোঢ়ি উত্তরিলী[31] আসি   তা দেখি সকল গোপী[32] হাসে কাষ্ঠ হাসি।
কথা তুহ্মি[33] কথা বা[34] সে[35] কানু মহাদানী   কি বোলে রহিলা পথে একুই[36] না জানি।
দধি দুধ নট[37] হএ বেলি[38] জাএ বহি   এত কদর্থন বড়াই কার প্রাণে সহি।
চলিতে না[39] দেই[40] কানু[41] বলিতে বিবোধে[42] বিনঅ-বেভার[43] কবি নাহি জাএ বোধে।
কে জানে কি ধন মাগে[44] নিলজ কাহ্নাঞি[45]   ই বোল[46] বুঝিঞা[47] দেই[48]
হেন জন[49] নাঞি

১ পা শুন, বি. ভা বলি ২ ক. গ আগ ৩ পা তুমি ৪ ক. খ ধব, ক. গ ধরল ৫ পা প্রকার, ক গ, বি. ভা পারাবার ৬ ক. গ কহিব ৭ পা তোমাব ৮ বি. ভা গোকুল, এ গোপিনি ৯ পা দেব দামোদরে ১০ পা দ্বার ১১ পা -এব্য ১২ ক. গ জেন পাইল ১৩ এ, ক. গ, বি. ভা সাবধানে ১৪ পা সুখ ১৫ এ উপজিল ১৬ পা ভাবক অনুমানে, বি ভা ভাব কব মনে মনে ১৭ পা -সমাপ্ত ১৮ পা-এ নাই ১৯ বি. ভা বলিলা ২০ পা অন্য ২১ এ, ক খ. রহিল, বি. ভা রলা ২২ পা কানাঞি ২৩ ঐ দেখিআ ২৪ পা-এ নাই ২৫ ক. খ গোপিনি ২৬ ক. গ, এ না ২৭ পা চাহিল সকল দিগ নাহি ২৮ ক. খ চারিদিগে চাহে নাহি দেখে চক্রপানি ২৯ বি. ভা বুঢ়ি না দেখিঞা সঙ্গে নন্দের ৩০ পা কত ৩১ পা উত্তরিল ৩২ পা সখি ৩৩ পা তুমি ৩৪ পা রহে ৩৫ এ সে বা ৩৬ ক. গ কিছুই ৩৭ পা নষ্ট ৩৮ পা বেলা ৩৯ ঐ নাই ৪০ পা-এ নাই ৪১ বি. ভা বলিতে না দেয় কানাঞি ৪২ এ বোলে অনুরোধে ৪৩ ক. গ কাকুতি বিনতি ৪৪ বি. ভা, এ চাহে ৪৫ পা কানাঞি ৪৬ বি. ভা এখন ৪৭ ক. গ বলিয়া ৪৮ পা বচন বুঝাঅ তারে ৪৯ বি. ভা কেহ

আসিঞা[১] সে কাহ্নাঞি[২] কি ধন নিবে[৩] নেউ   ঘুচুক কচাল[৪] সব গোপী[৫] এড়ি[৬] দেউ।
ঘর জাইতে শাশুড়ী শশুরে ভঅ করি   বিকে জাইতে বাদী হঅ্যা[৭] লাগিলা মুরারি[৮]।
না জাইহ[৯] বিকে বড়াই না জাইব ঘরে   সভে[১০] মেলি ঝাপ দিব জমুনার নীরে[১১]।
এত বলি জাএ সভে[১২] মথুরার বাটে[১৩]   অচম্বিতে কৃষ্ণ দেখে জমুনার ঘাটে[১৪]।
চাঁচর চিকুর বেঢ়ি চম্পকের মালে[১৫]   মউর-পুচ্ছের চান্দ[১৬] করে ঝলমলে।
ললাটে চন্দন[১৭]-রেখা জেন নব চান্দে   নানা অভরণে[১৮] তনু[১৯] নটবর[২০]-ছান্দে।
কটিতে পিঅন[২১] ধটী বাজএ[২২] কিঙ্কিনি   অবিরত চরণে নুপুর বনঝনি[২৩]।
বাম পাশে বংশী বান্ধে কটিতে[২৪] বেঢ়িঞা   কনককঙ্কণ পঢ়ে ঢুকব ভরিঞা[২৫]।
বাম[২৬] পাশে ধবিঞা[২৭] বিচিত্র কেরূআলে   হেন ছান্দে[২৮] বসিঞাছে রসিক[২৯] গোপালে।
কৃষ্ণ দেখি সম্ভ্রমে রহিলা গোপীগণে   বাহ্য ভঅ লাজে আনন্দে[৩০] মনে[৩১] মনে।
সভারে[৩২] গঞ্জিঞা বুঢ়ি আগে আগে[৩৩] জাএ তা দেখি হাসিঞা সভে[৩৪]

সভা[৩৫]-পানে চাহে[৩৬]।

জারে এড়াইআঁ বুলি[৩৭] ঠেকি তার পাশে[৩৮]   আম্মের ডরে[৩৯] পালাইঞা[৪০]

তেতলি তলে বাসে[৪১]।

অভাগী গোপীর মরিতে বাট নাঞি   জথা জাই তথা লাগ না ছাড়ে কাহ্নাঞি[৪২]।
এখন ইথে[৪৩] করিব কোন[৪৪] পরকার[৪৫]   আছিলা পথের[৪৬] দানী হইলা কাণ্ডোআর।
দূরে ঘর রহিল নিকটে মধুপুরী   জমুনাএ পার হইলে এবার নিস্তরি[৪৭]।
এত অনুমান করি সকল সুন্দরী[৪৮]   লাজ ভঅ খণ্ডাইঞা[৪৯] ভেটিল[৫০] মুরারি[৫১]।

১ এ আসুক ২ বি ভা আগু বড়াই নাঞি, ক গ বড়াই বুঝত কানু, পা-এ নাই ৩ পা চাহে, ক গ -তা ৪ বি ভা জঞ্জাল, এ ঝগড়া ৫ ক গ সখি ৬ পা ছাড়ি ৭ পা হইআ ৮ ক. গ সে জাইতে বড়াই কত দুঃখ হএ, এ শ্রীহরি ৯ এ জাইব ১০ পা সবে ১১ পা, এ জলে ১২ পা চলে গোপী ১৩ এ হাটে, পা পথে ১৪ পা জমুনার তিরে কৃষ্ণ দেখে অচম্বিতে ১৫ পা মালা ১৬ ক গ, বি ভা চুড়া ১৭ ক গ তিলক, পা ললাটে- ১৮ পা অলঙ্কারে ১৯ ক. গ পরে, এ সাজে ২০ পা বিনোদিঞা ২১ পা কটি বেড়ী, ক গ পিত ২২ পা শোভে বাজেত ২৩ এ ধ্বনি শুনি, পা রুণুঝুনী, বি ভা ঝনঝনি ২৪ পা ধড়িতে, এ ছন্দে ২৫ ক গ তুলিঞা তুলিঞা ২৬ এ, বি ভা নৌকা ২৭ ক গ নৌকা কাছে ধরিআছে, এ ধরিঞাছে ২৮ পা বেশে ২৯ এ, বি ভা সুন্দর ৩০ ক গ ভয় লাজে আনন্দে বিকল, পা লজ্জা আনন্দ ৩১ পা-এ নাই ৩২ পা সবাকে ৩৩ ঐ চলি ৩৪ এ দেখিঞা সব গোপি, বি. ভা সকল গোপি ৩৫ পা সবা ৩৬ ঐ চাই ৩৭ পা বোলি, এ নারি ৩৮ পা ঠাই ৩৯ পা আত্রভএ ৪০ বি ভা আমনের ডরে পালাই, এ পালাই ৪১ পা বাসা ৪২ পা কানাঞি ৪৩ পা এ নাই ৪৪ পা কানু ৪৫ ঐ অধিক প্রকার, ক গ পরকারে ৪৬ পা ঘাটের ৪৭ ক. গ এত অনুমান কৈল সকল গোআলি ৪৮ বি. ভা, এ গোআলি ৪৯ পা তেজিঞা জাআঁ, ক. গ খণ্ডিয়া ৫০ পা ভেটেব ৫১ ক গ চক্রপানি

গোপী দেখি মুচকি[১] হাসএ[২] গোপীনাথে[৩]   রাধিকা বোলেন[৪] কিছু করি জোড়হাথে[৫]।
আহ্মা[৬] পাঞা এবার ছাড়হ[৭] দান-ঘাটী   কোন পরকারে কানু তোহ্মারে[৮] না আটী।
সব পরকারে গোপী তোহ্মাতে[৯] শরণ   কিবা মনেক[১০] দুখ দেহ অকারণ।
ক্ষেমা কর দামোদর করিএ কাকুতি   তোহ্মার[১১] বদনে[১২] ফুরে[১৩] কি ছার উকতি[১৪]।
ই[১৫] বোল শুনিঞা আনে কি করিব মনে   রাজ-মহাদান[১৬] হএ নারীর জৌবনে।
তোহ্মে কিবা[১৭] লাগি হেন[১৮] অপজশ সাধ[১৯] জাতি-বহু বিকে জাব ইথে[২০] কর[২১] বাধ[২২]।
বিচারিতে উচিত নাএর কড়ি হএ   ইথে[২৩] জত বোল বল সব সহে গাএ[২৪]।
এ পাপ জমুনা নদী গহন গম্ভীরে   হিল্লোল[২৫] কল্লোল করে[২৬] তীরে নহি থিরে[২৭]।
হেন বেলে খড় দিলে[২৮] হএ খানে খানে[২৯]   ইথে নাঙ[৩০] থির করি[৩১] কাহার পরাণে।
হেন সি[৩২] দুতর[৩৩] নদী আরে সে[৩৪] অবলা   ঘুণে জরজর নাএ[৩৫] বাএ[৩৬] ঝলমলা।[৩৭]
হেন দেখি[৩৮] সব অনরথ পরকার   এই সে জীবার[৩৯] হেতু তুহ্মি[৪০] কাণ্ডারার।
লীলাএ গোপিকা পার করহ কাহ্নাঞি[৪১]   এ জশ-ধরমে[৪২] তোহ্মার[৪৩] অন্ত নাঞি[৪৪]।
এবে অনাথিনী গোপীজনে[৪৫] কর পার   জত দিন জীব জশ ঘোষিব তোহ্মার[৪৬]।[৪৭]
শুনিঞা রাধার এত বচন চাতুরি   হাসিঞা হাসিঞা কিছু কহেন মুরারি[৪৮]।
গোপালবিজঅ নর বুঝ অনুভবে   নৌকাঘাটে জত রস[৪৯] রাধিকামাধবে।
কহে কবিশেখর আখর[৫০]-পরমাণে   পদে পদে বুঝি রস[৫১] পিঅন্ত শ্রবণে[৫২]

---

১ পা ইসৎ, এ রসিক ২ পা হাসিঞা, এ হাসিলা ৩ পা গোপিনাথ ৪ ক. গ গোচরে, বি. ভা কহিল ৫ পা জোড়হাথ করি ৬ ঐ আমা ৭ পা তেজহ ৮ পা তোমাকে ৯ পা তোমাতে ১০ ক. গ মনে, এ মনে করিঞা ১১ এ তুমি হঞা, ক. গ তোমা হৈঞা, পা তোমার ১২ এ মনে, ক. গ কেনে ১৩ এ, ক. গ আন ১৪ পা হেন সব বানি ১৫ পা এ ১৬ পা দানি ১৭ ক. খ বা কি ১৮ ঐ এত ১৯ পা তুমি কিনি গিঞা কর অপজসের সাদে ২০ পা জাএ তাহে ২১ ক. খ তাহে দেহ, এ গোপবধূ বিকে জাব ইথে দেহ ২২ পা দান ২৩ পা এবে ২৪ ঐ গাএ সহে ২৫ ঐ হিল্লোলে ২৬ ক. খ কল্লোল হিল্লোল দেখে ২৭ পা তির থির নহে, ক. খ তীরে নহি থীর ২৮ এ, ক. গ জেন বেগে খড় পড়ে ২৯ পা দুইখান ৩০ ক. গ না ৩১ এ হইব ৩২ পা একে সে, এ ত ৩৩ পা দুষহ ৩৪ এ, ক. খ, ক. গ আমরা ৩৫ পা না ৩৬ এ বাতাসে ৩৭ অতঃপর ক. গ পুঁথির অতিরিক্ত, কালিন্দীতরঙ্গ দেখি সুখাএ পরান। জীবার হেতু সবে তুমি কর পরিত্রান॥ ৩৮ এ মতে ৩৯ পা জীবন ৪০ পা তুমি ৪১ এ সভারে পার করি জদুরায়, পা কানাঞি ৪২ ক. গ ধরণিতলে ৪৩ পা তোমার ৪৪ এ জেন ঘোষএ সভায় ৪৫ পা -জনে ৪৬ পা তোমার ৪৭ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, আমা সভা কর পার দেব শ্রীহরি। কিছু বোল না বুলিহ তোমার পাএ পড়ি॥ ৪৮ এ বোলে থিরি ২, ক. গ চাহে কহে থিরি ২ ৪৯ ক. গ নৌকা-দানে উপজিল, এ বুইল ৫০ ক. গ আখির ৫১ ক. গ রস পিউ, পা পদ বুঝি রব পিঅ ৫২ ক. খ কর মধুপানে, পা সবুধজনে, ক. গ বুঝি রসিক জনে

॥ শ্রী[১] ॥

বোল খানি খানি রাধে কহসি[২] মধুরে বুঝিতে শালের সম[৩] হৃদএ[৪] নিহরে।
উত্তর[৫] না দিলে বুলিবে অচতুর উচিত কহিতে সভেঁ[৬] বাসিবে[৭] নিঠুর।[৮]
জৌবন-গরবে কেহো[৯] নাহি দেহ দানে দান সে মানিতে ধর অশেষ বাখানে।
বিরোধে রাখিল তোহ্মা[১০] কদম্বের তলে অচম্বিতে দেখি তোহ্মা[১০] জমুনার কূলে।
দান এড়াইল হেন মনে অনুমানি[১১] হাসিঞা আইলা এথা ভাণ্ডি[১২] মহাদানী।
দান-লেখা[১৩] পাছ[১৪] করি পার হইতে চাহ ধর্ম-খেআ[১৫] বলি কড়ির নাম নাহি লহ।
ভাল কইলে[১৬] রাধিকা[১৭] না দিলে[১৮] দানশোধ[১৯] নাএ পার হবার কি দিবে দেহ[২০] বোধ[২১]
অনাআসে কি দিবে তা কহ চন্দ্রমুখী শুনিঞা কাণ্ডারী জেন[২২] মনে হএ সুখী।
কৃষ্ণের বচন শুনি সকল গোআলী হাসিঞা বিমুখ লাজে মাথা[২৩] নাহি তুলি[২৪]।
রাধিকা বোলেন কত দগধ বারে বার[২৫] জে নেহ তাহা নিহ আগে সভে কর পার[২৬]।
রাধার বচনে আশ পাঞা জদুরাএ লৌকা[২৭] বাঞা বাঞা সে[২৮] রাধার পাশে জাএ।
রসে[২৯] বোলাবুলি করে রাধিকামাধবে তা দেখি মুচুকি হাসে জত সখী সবে[৩০]।
বাহু ভেড়ি দেহ মোরে[৩১] দৃঢ় আলিঙ্গনে এ তোহ্মার[৩২] উচ্চ কুচ করিমু বামনে[৩৩]।
নহে হের দুই কুচ ধরি[৩৪] দুই করে পূর্বে বাম হাথে জেন ধরিল মন্দারে।
এ বোল শুনিঞা কহে আইহন[৩৫]-রানী[৩৬] কি বোল বুলিঞা সুখ পাইলে চক্রপাণি[৩৭]।
কর-আগে জে জন মন্দারগিরি ধরে তার ভর এ লৌকাএ[৩৮] সহিবারে পারে[৩৯]।
সে লৌকাএ গোপিকার ভর নাহি সএ[৪০] কহ ত এ সব বোল[৪১] কার মনে লএ[৪২]।
কৃষ্ণ বোলে রাধা তোমে[৪৩] কহিতে কে জানে অনুভব সিদ্ধ কাজ[৪৪] খণ্ডাহ বচনে[৪৫]।

১ পা-এ নাই ২ ঐ বোলসী ৩ পা জেন ৪ ক. খ অন্তরে, পা হ্রিদএ ৫ এ প্রত্যুত্তর ৬ ঐ সবে ৭ এ বলিবে, পা মানিবে ৮ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৯ এ রাধে ১০ পা তোমা ১১ ঐ মনে জানি ১২ এ, ক. গ অগোচরে আসিঞা ভাণ্ডিলে ১৩ পা কথা ১৪ ক. গ পাছু, পা পিছি ১৫ ক. গ খেআর ১৬ পা হইল ১৭ ক. গ রাধারে ১৮ পা রাখিলে ১৯ পা বোধ ২০ এ হবে তার কিবা দিবে ২১ পা সোধে ২২ ঐ কিছু ২৩ পা সির ২৪ ক. গ সভার মুখ সভেই নেহালি ২৫ পা মুরারী ২৬ পা গোপি পার করি ২৭ এ নৌকা ২৮ এ বাহিঞা শ্রী, পা জে ২৯ পা রস ৩০ পা হাসিঞা না পেল জদী মান উপগারে ৩১ ঐ সভে ৩২ পা তোমার ৩৩ পা কুচ ধরি করিএ মর্দ্দন, এ করোমো সেবন ৩৪ পা নহে দুই কুচ ধরি তুলি ৩৫ ঐ অআনের ৩৬ ক. গ নারী ৩৭ ক. গ মুরারী ৩৮ এ নৌকা কেনে, ক. গ নৌকা কি ৩৯ পা নারে ৪০ ক. ক, ক. গ সহে ৪১ পা কথা ৪২ ক. গ প্রানে সহে ৪৩ এ তোরে ৪৪ পা সিদ্ধান্ত, এ সির্দ্ধি ৪৫ এ আপনে

মোর দাঅ[১] নাঞি সভে হবে হও পার নহে[২] সব গোপী পার করি[৩] বারে বার।
ই[৪] বোল শুনি বড়াই[৫] উঠিলা[৬] আনন্দে[৭] মন্দ কি বচন বলে সুন্দর গোবিন্দে[৮]।
আপনে কাণ্ডারী নাএ কানু মহাশএ একে একে পার হব ইথে কি[৯] সংশএ।
বোঢ়ির এ বোল[১০] শুনি সব গোপী হাসে সভে সভাকারে বলি কেহো নাহি আস্থে[১১]।
সহিতে নারিঞা রাধে ভরছে সভাএ আপনে চড়িলা একা[১২] কাহ্নাঞির[১৩] নাএ।
তা দেখি কাহ্নাঞি আতি-আনন্দে মুগধে জনম-দরিদ্র জেন পাএ মহা[১৪]-নিধে।
নাএর এদিগে রাধে উদ্দিগে[১৫] মাধবে তীরে চমকিত হঞা দেখে সখী[১৬] সবে।
আধ জমুনাএ লাও[১৭] লঞা বনমালী রাধিকা-সহিতে কিছু পাতিল ঢামালী।
কৃষ্ণ বোলে শুন হের রাধিকা সুন্দরী হাথ নাহি চলে লৌকা[১৮] বাহিতে না পারি।
জাতিবৃর্ত্তি[১৯] নহে নাএ[২০] বাহিএ কৌতুকে দু-হাথ নাড়িতে জেন[২১] শেল বাজে বুকে।
কল্লোলের[২২] শবদে পাশে বোল[২৩] নাহি শুনি জমুনার ঢেউ দেখি উড়এ[২৪] পরাণি।
কহ ত সুন্দরী রাধে কী করিব বুধি[২৫] হাথবেথা ঘুচাইতে[২৬] কি জানহ শুধি[২৭]।
নহে নাএ[২৮] ভাসি[২৯] জাএ মোর দোষ নাঞি তিন তালি দিঞা দোষ এড়াএ কাহ্নাঞি[৩০]।
এতেক বচন[৩১] শুনি রাধিকা অন্তরে ভএ লাজে আনন্দে পড়িলা আথান্তরে।
লাজ থাঞা কে ধরিব কাহ্নাঞির[৩২] হাথে আনে বা[৩৩] দেখিলে মহা[৩৪] হব[৩৫] অনরথে।
না দেখি না শুনি কাজ[৩৬] বোলে চক্রপাণি নালা কুড়ি ঘর-মাঝে কে[৩৭] আনিব[৩৮] পানি।
বোল না শুনিলে পার না করে মুরারি[৩৯] সঙ্কটে পড়িলা বড় রাধিকা সুন্দরী[৪০]।
কৃষ্ণ বোলে রাধিকা কহি এক বোল আপনে দেখিতেছেহ[৪১] জমুনাকল্লোল।
ভাঙ্গা সে আহ্মার[৪২] নাও ভরা[৪৩] নাহি সহে দুই জনা বহি তিন জনা[৪৪] নাহি রহে

১ ক.গ দয়া, এ আমার কিছু ২ পা-এ নাই ৩ পা করাইব ৪ ঐ এ ৫ পা-এ নাই, ক.গ বুড়ি ৬ পা মনে সবার ৭ পা আনন্দ ৮ ঐ গোবিন্দ ৯ ঐ নাহিথ ১০ এ বচন ১১ পা বোলিতে বুলিতে গোপি নিকটে আইশে ১২ এ গিঞা ১৩ পা কানাঞির ১৪ পা হেম, ক.গ নব ১৫ পা ওদিগে ১৬ পা গোপি ১৭ পা লৌকা ১৮ এ নৌকা ১৯ পা বির্ত্ত ২০ পা না ২১ ঐ নারি ২২ ঐ ঢেউর ২৩ এ কাছের শব্দ ২৪ ঐ দেখিতে দেখিতে রাধে সুখাএ ২৫ পা বুদ্ধি ২৬ এ, ক.গ ঘুচাবার ২৭ পা কিছু জান শুদ্ধি ২৮ ঐ না ২৯ ঐ ভাসিঞা ৩০ পা কানাঞি ৩১ ক.খ উত্তর ৩২ এ কেমতে ধরিব কানুর ৩৩ ক.খ, ক.গ না ৩৪ ক.গ মিছা ৩৫ এ কেহ দেখিলে হইব ৩৬ এ, ক.গ বোল ৩৭ ক.খ কি, পা গৃহমাঝে ৩৮ পা আনিল ৩৯ এ কানাই ৪০ ক.গ দুই মতে সঙ্কটে পড়িলা রাধানারি, এ দুই মতে সঙ্কটে ঠেকিলাঙ কানুঠাই ৪১ ক.গ দেখিতে আছ ৪২ পা কানুর, এ আমার ৪৩ ক.গ ঢামালী ৪৪ এ ব্যতিরেকে তিন

তাহাতে তোহ্মারা[১] ভারি[২] জৌবনের ভরে এত কার শকতি[৩] তোহ্মা[৪] সভা[৫] পার করে।
এ তোহ্মার[৬] পওধর সুমের-সমানে এ লাএ[৭] ইহার[৮] ভর[৯] সহিব কেমনে।
নাহিখ কাণ্ডারীর সাধ কে হেন[১০] কাজ করে স্ত্রীবধ-পাতকে মজিব কিস[১১] তরে।
এ বোল বুলিঞা কৃষ্ণ ফিরাইল নাও[১২] তীরে গোপীগণ[১৩] সব পসরা ওলাও[১৪]।
অবাহে নন্দের[১৫] পোএ কি ছার বেভার[১৬] ধরম দেখিঞা গোপিকারে[১৭] কর পার[১৮]।
হেরো মো গলার দেঙো শতেশ্বরী[১৯] হার হের দেঙো গাএর সকল অলংকার।
অনাথিনী গোপিনী[২০] এবার কর পার জত দিন জীব[২১] জশ ঘুষিব তোহ্মার[২২]।
এ গোপজুবতী[২৩] সব কিছু[২৪] নাহি জানে[২৫] কেমতে করিহে[২৬] পার কহ ত[২৭] আপনে[২৮]।
রাধার ই[২৯] বোল শুনি কহে বনমালী ভাল বোল বুইলে তুহ্মি[৩০] সুন্দর গোআলী।
এক পরকার আছে পার করিবারে[৩১] হাসিঞা না পেল জদি মান উপগারে[৩২]।
এদিগে দুকুল নাশ[৩৩] উদিগে[৩৪] মরণ না জানি কপালে[৩৫] কিবা আছএ লিখন।
এত অনুমানি রাধা রহে[৩৬] হেঠমাথে তথা[৩৭] সে রচিল মাআ দেব জগন্নাথে।
টলবল করে নাও হিল্লোলের ঘাএ ঝলকে ঝলকে ঘন নাএ[৩৮] পানি লএ[৩৯]।
তা দেখি রাধিকা নারী কাপে থরহরি কান্দিঞা কাতর বোল[৪০] বোলে ধীরি ধীরি[৪১]।
হের কিনা দেখ[৪২] নাও[৪৩] কেন জানি[৪৪] করে বিনি বাএ ঝলকে ঝলকে পানি ভরে[৪৫]।
ডুবিঞা মরিব কানু[৪৬] তোহ্মার[৪৭] সমুখে ইথে তিল আধ[৪৮] মোর নাহি মেন[৪৯] দুখে।
তাহে সভে[৫০] একখানি দুখ হেন[৫১] মানি স্ত্রীবধ বলিঞা কলঙ্ক থাকে জানি।
তোহ্মার[৫২] নিছনি লঞা মোর প্রাণ জাউ গোকুলের জীবন কাহ্নাঞি[৫৩] রাখ[৫৪] পাউ।

১ পা তোমরা ২ ক.গ তোমা সভাকার ৩ পা সাহস ৪ ঐ জে তোমা ৫ পা-এ নাই ৬ পা তোমার ৭ ক.গ নাএ ৮ পা ও ৯ ঐ -বোল ১০ এ নাহি ১১ ক.গ, এ কিসের ১২ এ নাএ ১৩ ক.গ সব গোপী ১৪ ক.গ চাটু করিয়া রোহাএ ১৫ ক.গ অহে-, পা বড়ার ১৬ পা কি ব্যেবহার ১৭ ক.গ সভাকারে ১৮ পয়ারের এই অংশটি ও পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ১৯ ক.গ গজমতি ২০ পা অনাথ গোপিকে ২১ এ জাবত জনম ২২ পা তোমার, অতঃপর পা-এর অতিরিক্ত, হে কৃষ্ণ এবার রক্ষা কর ২৩ পা শুন্দরি ২৪ ঐ কীছু ২৫ পা জানি ২৬ ঐ কেমনে করিবে ২৭ পা কর, ক.গ করহ ২৮ পা চক্রপাণী ২৯ ঐ এ ৩০ পা শুন, এ তুমি ৩১ ক.গ করি পরিহারে ৩২ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৩৩ ক.গ দুর্লভ লাভ ৩৪ পা ওদিগে ৩৫ এ অদৃষ্টে ৩৬ ঐ করি সুনে ৩৭ পা এথা ৩৮ এ ঘন ৩৯ ক.গ বাহিরাএ ৪০ পা-এ নাই ৪১ এ কানু বোলে বোল দুই চারি ৪২ এ কি দেখহ ৪৩ পা নৌকা, ক.গ নায় ৪৪ ক.গ টলবল ৪৫ ক.গ ঝরে ৪৬ ক.গ আজি, পা আমী ৪৭ পা তোমার ৪৮ পা এক ৪৯ এ মন ৫০ পা তার মাঝে ৫১ এ একখানি সবে অভাগ্য করি ৫২ পা তোমার ৫৩ ঐ কানাঞি ৫৪ এ ধন কানু রক্ষা

এতেক বিষাদে জবে কহিল[1] সুন্দরী   হাসিঞা হাসিঞা[2] কিছু কহেন মুরারি[3]।
এত অনুগ্রহ জবে আছে চন্দ্রাবলী   কহিএ জে ল্যাগি প্রাণে না জীএ বনমালী।
দেহ[4] তোর অপরূপ সুরতরঙ্গিণী   ইথে পার হএ হেন কাহার পরাণী[5]।
এ তোর জৌবনজল সহজে পাথারে   ইথে সুর মুনি কারো নাহিক নিস্তারে।
ত্রিবলিতরঙ্গী[6] দেখি কে না মোহ জাএ[7]   নাভি-আবরত[8] মন নিরুদ্ধে সে পাএ[9]।
এ তোর[10] সমুল[11] সন্ধি জেন কালীদহে   দেখিতে দেখিতে প্রাণ ধড়ে নাহি[12] রহে[13]।
হেন তোর রূপ-গাঙ্গে ভাসে দামোদরে   মদন[14]-কুম্ভীর-মুখে[15] নাহিক উবারে[16]।
ধরম দেখিঞা রাধে কর প্রতিকারে[17]   এ জশ ধরম তোর ঘুষিব সংসারে।
দুই কুচ তোর জেন[18] সুবর্ণকলসে   মরমে চাপিঞা ভালে[19] বান্ধি[20] ভুজপাশে।
দুই উরু তোর দুই এ রামকদলী   দুই পাএ আপনে আইত্যে[21] জাতি[22] ধরি।
ধরম দেখিঞা রাধা[23] দেহ অঙ্গীকার[24]   এ দুতর[25] সাগরে কাহ্নাঞি হউ[26] পার।
এ বোল শুনিতে রাধে[27] মুচুকি হাসি রহে   লাজে হেঠ মুণ্ড করি ধীরে[28] কিছু কহে।
পুড়ুক তোহ্মার[29] কথা নিলজ কাহ্নাঞি[30]   এ বেলেহোঁ আপন স্বভাব ছাড় নাঞি[31]।
প্রাণের[32] সহিত খেওআ[33] হাস কিবা কাজে   কোন লাজে দাণ্ডাইবে গোকুল[34]-সমাঝে।
এতেক বইল[35] জবে রাধা চন্দ্রাবলী[36]   তথাঞি[37] পাতিল কৃষ্ণ[38] অশেষ ঢামালী।
অঙ্গভঙ্গী করি নৌকা করিল একাশি   হিল্লোলে হিল্লোলে নাএ পানি[39] ভরে[40] আসি।
তা দেখি সম্ভ্রমে রাধা[41] আতি[42]-বেআকুলী   হরি হরি করিঞা ভেটিল[43] বনমালী।
সেই লক্ষ্যে কৃষ্ণ পড়ে জমুনার জলে   রাধিকা সুন্দরী লঞা[44] বুকের উপরে।
কৃষ্ণের বিশাল[45] বক্ষে শোভে ভাল রামা   মরকতপাটে জেন কনক[46]-প্রতিমা।

১ এ কইল ২ পা হাসিআ হাসিআ ৩ এ কহে ধিরি ৪ এ হের ৫ পা সকতি ৬ এ ত্রিবলিত অঙ্গ ৭ পা কেবা মজাএ, এ পাএ ৮ এ আবর্তন, পা আবর্ত্ত ৯ এ নিরান্ধ না জায়, ক. গ জায় ১০ ক. গ, পা এহো ১১ এ, ক. গ জঘন ১২ ক. গ, এ শুনিলে না জিএ প্রাণ না দেখিলে ১৩ এ জাএ ১৪ এ, ক. গ কাম ১৫ ক. গ কুম্ভীরের হাথে, এ ঠাঞি ১৬ ক. গ নিস্তারে, এ উদ্ধারে ১৭ এ দেহ অঙ্গিকার ১৮ পা তোর দুই ১৯ এ হৃদয় তুলিঞা-, পা তুলি, এ তোরে ২০ এ বান্ধে, ক. গ বান্ধ ২১ এ আপন বাহুতে, ক. গ আয়ত, পা আইত্য ২২ পা চাপি ২৩ পা ধনি ২৪ পা আলিঙ্গন, এ কহ এই বার ২৫ ক. গ দুস্তর, পা তদুর ২৬ এ কর, পা কানুরে কর ২৭ এ এত শুনি রাধিকা ২৮ পা সে বা, এ কিছু ২৯ পা তোমার ৩০ পা কা[না]ঞি ৩১ ঐ নাহি ৩২ এ আপন ৩৩ পা থড়া, ক. গ জায় ৩৪ পা লোকের ৩৫ ঐ বলিল ৩৬ এ বচন জবে বইল রাধারানি ৩৭ পা তথাই ৩৮ ক. গ মায়া ৩৯ পা আসী জল ৪০ এ জল ভরি গেল ৪১ পা রাধিকাদেবী ৪২ এ হঞা ৪৩ এ, ক. গ ধরিল ৪৪ পা করি ৪৫ ঐ বিলাষে ৪৬ এ সুবর্ণ

টলিবেক বলিঞা চতুর দামোদরে[১] দুই হাথে[২] চাপি ধরে দুই পওধরে[৩]।
তীরে[৪] সব সখীগণ লখিতে না পারে দুই বাহু জমুনাতরঙ্গে[৫] শোভা করে।
রাধিকা করিঞা কোলে কানু জলে ভাসে তা দেখি সকল সখী পাইলা[৬] তরাসে।
হোর[৭] দেখ পরমাদ প্রাণের বড়াই কেন[৮] মতে প্রাণে জীব রাধিকা কাহ্নাঞি[৯]।
হরি হরি কিবা[১০] বিধি[১১] লেখিল[১২] কপালে রাধার লাগিঞা মজে মদনগোপালে[১৩]।
হেনমতে সব গোপী করে হাকাকারে জে হকু সে হকু রাধে জীকু দামোদরে[১৪]।
হের দেখ জার নাম অন্তরে ভাবিঞাঁ[১৫] পাঙ্গুআ[১৬] অন্ধ জাএ ভবসাগরে তরিঞা।
সেই প্রভু ধরেন[১৭] নাএর[১৮] কাণ্ডোআর তমু[১৯] রাধা করিতে নারিল নদী পার।
আপনে তরিতে নারে ভাসে ত[২০] শ্রীহরি কপট[২১] প্রভুর লীলা বুঝিতে না পারি।
ভবব্রহ্মা[২২]-আদি জার নাম জপ[২৩] করি অপারসাগর-মাঝে অনিমিখে[২৪] তরি।
সে হরি আপনে রাধা বুকে করি ভাসে তমু[২৫] সে আবুধি[২৬] রাধা ভঅ পরা[২৭] বাসে।
চাহিআঁ দেখিল[২৮] সব ই[২৯] বেদ পুরাণে রাধা বিনু ধন্য অন্য[৩০] নাহি ত্রিভুবনে।
কহে কবিশেখর শুনহ সারোদ্ধার[৩১] কেবল পিরিতি-বশ[৩২] নন্দের[৩৩] কুমার।
গোপালবিজঅ-কথা শুন সব বন্ধু নাচিঞা গাইঞা পার হও[৩৪] ভবসিন্ধু ॥

॥ পাহিড়া[৩৫] ॥

তবে রাধা[৩৬] মাধবে[৩৭] জাএ জলে ভাসি নিভৃত[৩৮]-নিকুঞ্জ-কাছে[৩৯] উত্তরিল আসি।
আচম্বিতে সেহ[৪০] নাএ[৪১] দেখি তার[৪২] পাশে রাধিকা মাধবে[৪৩] প্রাণ পাল্য[৪৪] হেন বাসে।

১ পা দামোদর ২ ক. গ আপন আইতে, এ ভুজে ৩ পা পয়োধর ৪ এ নিরে ৫ এ যমুনাতে তরঙ্গ ৬ পা পড়িলা ৭ ঐ হেরে ৮ পা কোন ৯ ঐ কানাঞি ১০ ক. গ কিনা, প বা ১১ পা বিধে ১২ পা লিখিল ১৩ এ নাগরশেখরে ১৪ এ রাধা মরে মরুক জিউ নন্দের কুমার, ক. গ কতক্ষনে রাধা কৃষ্ণ দেখি আরবার ১৫ এ হৃদএ করিঞা, ক. গ করিঞা ১৬ পা পঙ্গু ১৭ এ ধরে, ক. গ আপনাতে ধরিয়া ১৮ এ নৌকার ১৯ ক. গ তভু ২০ ঐ ভাসিল ২১ এ, ক. গ উদ্দাম ২২ পা অজ ২৩ এ, ক. গ ব্রহ্মা আদি দেবতা জার নাম হৃদে ২৪ ক. গ আতি সুখে, এ শংশারসিন্ধু মহাসুখে ২৫ ক. গ তভু, এ তথাপি ২৬ পা অবুধি ২৭ এ হেন, ক. গ কেনে ২৮ ক. খ, ক. গ জানিল, পা না দেখি ২৯ পা এ ৩০ ক. গ ধন্ত ৩১ পা সাবধান ৩২ পা মঅ ৩৩ ঐ রে নন্দ ৩৪ পা হবে ৩৫ এ তুড়ি ৩৬ পা চতুর ৩৭ পা, ক. খ কানু ৩৮ পা নৃত্রিত ৩৯ পা গৃহে, এ তটে ৪০ ক. খ, ক. গ সেই ৪১ পা সেই নৌকাখানি হরি ৪২ এ আছে তির ৪৩ পা মাধব ৪৪ পা আইল, এ, ক. গ পাইল

থেহ[১] পাঞা[২] উঠে দুহে[৩] জমুনার[৪] তটে   লতা দিঞা নৌকাখানি[৫] বান্ধিলা নিকটে[৬]।
পাতল বসন তাহে[৭] ভিজি গেল জলে   রাধিকার সব[৮] অঙ্গ দেখি[৯] ঝলমলে।
তা দেখিঞা কাহ্নাঞি[১০] আকুল কামবাণে   বিষাইল কাণ্ডে জেন[১১] জারিল[১২] হরিণে।
ঘা-মুখে ঔষধ জেন[১৩] পাইলে প্রতিকারে হাথে পাইলে মহা[১৪]-নিধি ছাড়ে কোন ছারে[১৫]।
কাহ্নাঞি[১০] রাধার জত[১৬] অনুমতি লএ   হেঠমাথে[১৭] রহে[১৮] রাধে কিছু নাহি কএ[১৯]।
সমঅ বুঝিঞা কানু রাধা[২০] কৈল কোলে   দশ দিগ চাহে রাই কিছু নাহি বোলে।
তখন সুন্দরী রাধে চাটু করি বোলে[২১]   চাপিঞাঁ না ধর কোলে সুন্দর গোপালে[২২]।
ছিণ্ডে[২৩] জানি গলার গজমুতি[২৪] হার   না ধর না ধর কানু করি পরিহার।
অধরে দশনাঘাত না দিহ চুম্বনে   মোছা জেন নাহি জাঅ নঅন[২৫]-অঞ্জনে।
মন দিহ মুছিতে কপোল[২৬]-পত্রাবলী   মুকল[২৭] না হএ জেন মাথার[২৮] কবরী।
মন করি[২৯] গাএ হাথ দিহ দামোদর   নখরেখ জানি লাগে[৩০] কুচের উপর[৩১]।
না মুকাহ[৩২] নীবিবন্ধ ছাড় মোর হাথে   মোর নীবিবন্ধে তোর কোন[৩৩] আশোআথে।
সম্ভ্রমে না ধর মোএ[৩৪] এ কোমল দেহে   অতিমোড়ে মুড়িলে মলান নাহি[৩৫] রহে।
এতেকেহোঁ কানু তোর নাহিক করুণা   গুপত[৩৬]-শৃঙ্গারে[৩৭] কত চিহ্নাহ আপনা[৩৮]।
পাএ পড়ি ক্ষেমা কর নাগর কাহ্নাই[৩৯]   জতেক[৪০] তোহ্মার[৪১] কাজ-পরিচ্ছেদ[৪২] নাই।[৪৩]
তোহ্মার[৪১] বেভার কানু কহিতে না আটে   পরের ভাণ্ডার জেন লুটে আসি খাটে।
এড় এড় পরাণ কিহেন[৪৪] জানি করে   তিরি[৪৫]-বধ রহে জানি[৪৬] তোহ্মার[৪৭] উপরে।
এতেকেহো জবে মোরে না ছাড় কাহ্নাঞি[৪৮]   সভারে ডাকিঞা বুলি[৪৯] মোর দোষ নাঞি।
রাধার বচনে কানু বাঢ়ে কামানলে   কুলিশ-আনলে[৫০] জেন জল দিলে জ্বলে।

---

১ পা স্নেহ ২ ঐ পাইঞা ৩ পা-এ নাই ৪ পা নিকুঞ্জের ৫ এ সেই নৌকা ৬ পা বান্ধিলেন ঘাটে ৭ এ আরে ৮ পা-এ নাই ৯ এ, ক. গ সর্বাঙ্গ দেখিল ১০ পা কানাঞি ১১ ঐ জে ১২ পা বাঝিল ১৩ পা জে ১৪ পা হেম ১৫ এ কোন জনে ছাড়ে, পা [জ]নে ১৬ পা-এ নাই ১৭ পা শির ১৮ পা করি ১৯ পা কহে ২০ ক. গ জবে ২১ এ কিছু কহে ২২ ঐ নাগরে শেখরে ২৩ ক. গ পড়ে ২৪ এ, ক. গ সাতেশ্বরী ২৫ এ আখির ২৬ পা কপালে ২৭ ঐ বেকত ২৮ ক. গ এ হেন ২৯ এ, ক. গ দিয়া ৩০ এ লাগে পাছে, ক. খ লাগি জানি, ক. গ হএ ৩১ পা উপরে ৩২ ক. গ লুকাহ, পা মুকহে ৩৩ এ কি তোমার ৩৪ ঐ মোর ৩৫ পা না ৩৬ এ রভসে ৩৭ ক. গ পিরিতে ৩৮ পা চিনাহন আপনা ৩৯ পা কানাঞি ৪০ এ পড়ুক ৪১ পা তোমার ৪২ পা সভারে ডাকিঞা বুলি মোর দোষ ৪৩ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ৪৪ এ কেমনে ৪৫ ক. খ, ক. গ নহে নারী ৪৬ ঐ দিব ৪৭ ঐ তোমার ৪৮ এ গোবিন্দাই, পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৪৯ এ বলিমো ৫০ এ বজর আগুনি

এত বলি রাধিকা পাড়িল আন[১] কথা কান্দ কান্দ মুখে সে ভাবিঞা দুখ বেথা।
মদনে আঁধলা[২] কৃষ্ণ সমঅ না জানে চোর হঞা আপনা কে সাধু করি[৩] মানে।
বড়াই জমুনাতীরে সখীজন[৪] লঞা তুহ্মি[৫] আহ্মি[৬] ভাসিলাঙ নাও ডুবাইঞা।
তা দেখি বড়াই বাহুড়ি গেল ঘরে কান্দিঞা কহিল সব[৭] গোকুলনগরে।
তাহা শুনি[৮] নন্দ-আদি সব পুরজনে জমুনার দোতিতে[৯] চাহিব[১০] দুখ[১১]-মনে।[১২]
নারীএ পুরুষে সব আইল হেন জানি দেখিলে ত লাজে কোন ঘাটে পিব পানি।
হের পাশে শুখান পাতের ধ্বনি শুনি কে জেন আসিছে হেন লএ মোর প্রাণি।
এবার আরতি তেজ[১৩] দেহ পরিছেদ আর তোহ্মার[১৪] মোর[১৫] নহিব সম্ভেদ।
এতেক রাধার বোল[১৬] শুনি বনমালী সমএ মুচুকি হাসি সমাধিল কেলি।
উঠিঞা দাণ্ডালী[১৭] রাধা[১৮] নহে সেই ছাঁদ রাহু গরাসিঞা[১৯] জেন উগারিল চাঁদ।
সেই নহে গৌর[২০] গাও সেই নহে কলা পরিঞা ছাড়িল[২১] জেন চম্পকের মালা।
তা দেখি কাহ্নাঞি[২২] দআতে কইল[২৩] কোলে রাধার মুখের ঘাম মুছিল নিচোলে[২৪]।
পরাইল[২৫] বসন বান্ধিল কেশভারে[২৬] বনফুলে তার গলে[২৭] গাথি দিল হারে[২৮]।
তেন[২৯] মত সাজিল লখিল জেন[৩০] নহে নব পল্লবের[৩১] শর্য্যা[৩২] পেলাইল দহে[৩৩]।
পানি সিচি নৌকাখানি সাজি গোপীরাএ[৩৪] কোলে করি রাধিকারে চঢ়াইল নাএ[৩৫]।
পার করিবার কাজে[৩৬] উজান বাহি জাই[৩৭] পারঘাটে[৩৮] উত্তরিলা রাধিকা কাহ্নাঞি[৩৯]
স্থান বুঝি রাধিকারে তীরে লঞা[৪০] তুলি[৪১] বাউ-বেগে নৌকা চালাইল[৪২] বনমালী[৪৩]।
তা দেখি গোপিকা[৪৪] চাহে পাঞা[৪৫] চমৎকারে অনাবৃষ্টি-কালে[৪৬] জেন মেঘের সঞ্চারে।
তীরে উঠি বড়াইরে[৪৭] কৈল নমস্কার রঞ্জিল কপট বোলে[৪৮] নন্দের কুমার।
আজি বড়াই জীলাহোঁ[৪৯] তোহ্মার[৫০] আশীর্বাদে ভাল মতে পালাইল কাণ্ডারীর[৫১] সাধে[৫২]

১ পা অন্য ২ পা আকুল ৩ ঐ কে হেন ৪ ক. গ সব- ৫ পা তুমি ৬ ঐ আমি ৭ এ গিঞা ৮ এ তা শুনিঞা ৯ ক. গ দুই ধারে ১০ এ চাহিছে ১১ পা ভাল ১২ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ১৩ এ ছাড়ি ১৪ পা কী তোমার ১৫ এ, ক. ক সঙ্গে ১৬ পা বানি ১৭ ক. গ দাণ্ডাল্য, পা ডাণ্ডালি ১৮ পা রাধে ১৯ ঐ গরাসনে ২০ এ, ক. খ সে হেন জে গোরা ২১ এ তেজিল ২২ পা কানাঞি ২৩ পা দিল ২৪ পা মোছাইল অঞ্চলে ২৫ ঐ পরাই ২৬ ঐ কেশভার ২৭ এ বনের লতার গুনে, ক. গ বনের লতার এ ফুলে ২৮ এ মালে, পা হার ২৯ এ, ক. গ হেন ৩০ ক. গ হেন ৩১ ক. গ নুতন পল্লব ৩২ পা সয্যা ৩৩ ক. গ দেহে ৩৪ পা নাথে ৩৫ ঐ বসাইল তাতে ৩৬ পা করিমো কাঁছে, ক. খ করিতু কাছে, ক. গ ও কাছে ৩৭ পা জাএ ৩৮ এ পার হইঞা ৩৯ পা কানাঞি ৪০ ক. গ রাখিয়া, এ থুইল ৪১ এ, ক. গ রাধারানী ৪২ ক. গ তীরে উত্তরে ৪৩ এ চক্রপানি ৪৪ ঐ গোপীগণে, ক. খ গোপিনি ৪৫ ক. খ, ক. গ লাগে ৪৬ পা দেখি ৪৭ ঐ বড়াইকে ৪৮ পা কপট করিঞা কহে ৪৯ এ বাঁচিলাহো ৫০ পা তোমার ৫১ পা কর্ণধার ৫২ ক. খ, ক. গ সাদে

আপনে জীলাঙ তাহা জীল[১] নাহিঁ বাসি   না জানি কি হঞা গেলী[২] রাধিকা রূপসী।
জমুনার[৩] বাতাসে নৌকা করে টলমলে[৪]   নাএ[৫] রাধা এড়িঞা[৬] মো[৭] ঝাফ দিল জলে।
ক্রোশ দুই ভাসিঞা গেলাঙ আতিদুখে[৮]   দৈবে ঠেকিলাঙ এক নাএর সমুখে।
দঅা দেখি কাণ্ডারী তোলিল মোরে[৯] নাএ   সমিত পাইঞা ভারে দিল পরিচএ।
মাগিঞা আনিল নাও[১০] রাধা চাহিবারে   চাহিঞা বুলি তার[১১] ইপার ওপারে[১২]।
রাধা রাধা বলিঞা[১৩] ডাকিএ উচ্চস্বরে   কান্দনে[১৪] না বহে লোহ[১৫] হৃদঅ বিদরে।
হেনমতে ঘাটে ঘাটে সভারে[১৬] শোধাই   রাধিকার[১৭] উদ্দেশ কথাও না পাই।
তবে একখানি নৌকা[১৮] বান্ধা দেখি[১৯] ঘাটে   তার পদচিহ্ন দেখি[২০] লখিনু[২১] তটে।
তবে একজন দেখি পুছিলো মো[২২] তথা   কহিল এক নারী পার হইল এথা।
এতেক শুনিঞা মনে বান্ধিল[২৩] ভরসা   সত্বরে করিতে আইলু তোম্মারে[২৪] সম্ভাষা।
পাছে[২৫] অভরসা করি সভেঁ জাহ ঘর   এ বোল লাগিঞা মনে বাসিলাঙ ডর।
ঝাট করি সভে[২৬] একু বেলে চড়[২৭] নাএ   সুখে[২৮] পার হবে এবে নাহিক আপাএ[২৯] ।[৩০]
পারাইঞা রাধিকার করিহ উদ্দেশ   জমুনার তীর ছাড়ি জাব কোন দেশ।
এতেক মন্ত্রণা করি চঢ়াইল নাএ   সব গোপী দাণ্ডাইল কৃষ্ণ বসি বাএ[৩১]।
জার মুটি দুই পাও বাহিল সত্বরে   বিষম নাএ বিম্বুকে বিম্বুকে পানি ভরে।
তা দেখিঞা কাহ্নাঞি[৩২] পাতিল চতুরালি   পানি সিচিবারে বৈল সকল গোআলী।
কৃষ্ণের বচনে কেহো কাঢ়ে[৩৩] নাহি রাএ[৩৪]   তবে বড়াই একে একে ভরছে সভাএ।
খেউর গোআলার বহু কত কর লাজ   পানি না সিঁচিলে পুন হবেক অকাজ।
একে বিনি কড়িএ নৌকাএ হবে পার   আর তাহে নৌকা বাএ নন্দের কুমার[৩৫]।
ইথি নাএ সিঁচিতে আনিব কোন জন   মরিবারে ডর নাহি হাসিবারে মন।
লাজকেহো অঞ্জলি ভরিঞা[৩৬] দেহ পানি   কাকুতি বিনতি করি তোষ বনমালী।
বুঢ়ির ই[৩৭] বোল শুনি সকল গোপিনী   অঞ্জলি ভরিঞা সে সিচে নাএর পানি।

---

১ ক.খ, ক.গ জিল হেন ২ ঐ হইঞা গেল ৩ এ যখন ৪ পা ঝলমল ৫ পা-এ নাই ৬ এ এড়ি ৭ পা রাধাকে এড়িঞা আমী ৮ পা মুখে ৯ এ তুলিঞা লইল ১০ পা নৌকা ১১ এ তাকে ১২ পা এপার য়োপারে ১৩ এ করিঞা ১৪ এ নয়ান, পা নঅনে ১৫ পা নির ১৬. পা সব ঘাটে ঘাটে ত ১৭ ঐ রাধিকা ১৮ এ, ক.খ আচম্বিতে সে নাখানি ১৯ ক.গ এক ২০ পা-এ নাই ২১ পা, এ দেখিলো ২২ পা মো দেখিল ২৩ পা করিল ২৪ পা তোমার ২৫ পা আছে ২৬ ক.গ আস্ত-, পা সবে ২৭ এ একেবারে চড়সিঞা, ক.গ চড়সিয়া, পা চল ২৮ এ একু বেলে ২৯ পা সংসয় ৩০ পরবর্তী চৌদ্দ ছত্র পা-এ নাই ৩১ এ বেটা বাহে ৩২ পা, ক.গ কানাঞি ৩৩ ক.গ নাড়ে ৩৪ ঐ গাএ ৩৫ ক.গ গোপাল ৩৬ ঐ অঞ্জলি ৩৭ ক.গ এ

অঞ্জলি ভরিতে পাশে বসন উদাসে   ভুজমূল দেখিঞা কাহ্নাঞি[১] মনে হাসে।
কার কার কাঁচলি-আবৃত পওধরে[২]   আকার দেখিএ প্রাণ কেন জানি করে।
জত পানি সিচে গোপী তত পানি ভরে   সিঁচিতে সিঁচিতে গোপী পড়িলা ফাঁফরে।
ভুজজুগ অলস সঘন বহে শ্বাসে   তা দেখিঞা কাহ্নাঞি[১] পাতিল পরিহাসে।
একখানি কথা কহোঁ গোপের নাগরী   এ সব বেভারে পার করিতে না পারি।
ঝলকে ঝলকে সব[৩] নাএ ভরে[৪] পানি   ধীরে ধীরে কিবা সিচ একুই না জানি।
ই[৫] ছাদে সিচিলে পানি[৬] ভাল হবে পার   না বুঝিঞা দুষিব লোকে[৭] নন্দের কুমার।
দেখিল জে বল বুদ্ধি বোল মোর ধর   কাচুলি চিরিঞাঁ দেহ সন্ধির ভিতর।
দেশ কাল পাত্র বুঝি[৮] কানুর বচনে   নাএর বিদারে[৯] দেই গাএর বসনে।
পাতল কাচুলি সব মুঠিতে[১০] লুকাএ   পানির[১১] পরশে নাএর সন্ধিতে সামাএ[১২]।
হেনমতে সকল কাচুলি দিল নাএ   তমু[১৩] পানি রিমুকে রিমুকে[১৪] বাহিরাএ।
পানি দেখি সব গোপী পাইলা[১৫] তরাসে   তা দেখিঞা কাহ্নাঞি[১৬] কেরুআল ধরি[১৭] হাসে
কহে কবিশেখর নাএর পরকার[১৮]   নৌকাখণ্ড শুনিলে হেলাএ হবে পার[১৯] ॥

॥ মন্দার[২০] ॥

কৃষ্ণের বেভার দেখি সব গোপনারী   বড়াই সম্বোধি বোলে বোল দুই চারি।
আপনা খাইঞা কেহে[২১] বাড়াইল পাঅ   না জানিঞা চড়িল[২২] কাহ্নাঞির[২৩] নাঅ।
জখন ছিলাঙো সভে তীরের উপরে[২৪]   বোল খানি খানি কানু কহিল মধুরে।
হাথে চান্দ দেখাইল চঢ়াবার বেলে[২৫]   এখনে সহনে না জাএ জে বচন বোলে[২৬]।
বাহিরে সুন্দর কানু ভিতরে খাঁখর   চালুনী[২৭]-অধিক দেখি ঘুণে জরজর।

১ ক.গ, এ কানাঞি ২ ক.গ পয়োধরে ৩ পা-এ নাই ৪ ক.গ নাএর ঝরে, পা লইছে ৫ পা এ ৬ এ নাএ, পা মাত্র ৭ পা বুদ্ধি বলে ৮ পা দেহ ত সকালে বুঝি ৯ এ বিবরে ১০ ক.গ বসন তাহে মুঠিতে, পা মুঠুকিতে ১১ পা পরীর ১২ এ, ক.গ লুকাএ ১৩ ক খ, ক.গ তভু ১৪ পা চুমুকে২ ১৫ ক.গ পড়িল ১৬ পা গোবিন্দাই ১৭ পা উল্লাস দিঞা ১৮ ক.গ কানুর চতুরালি ১৯ ক.গ জা শুনিলে লীলাএ সংসারসিন্ধু তার, এ তরিবে সংসার, ক.খ তরিহ ভবসংসার ২০ পা-এ নাই ২১ পা বড়াই, ক.খ, ক.গ কেনে ২২ এ, ক.খ জানিঞা শুনিঞা চঢ়ি ২৩ পা কানাঞির ২৪ পা আছিলাঙ বড়াই বসীঞা ওপারে ২৫ ক.খ, ক.গ চঢ়াইল নাএ ২৬ ক.খ, ক.গ এখন যে বোল বলে সহনে না জাএ ২৭ পা চালু

এ:কা এ:কো[১] সন্ধি[২] এক বারে[৩] পানি উঠে জেখানে চরণ[৪] দিএ সেইখানে ফুটে।
স্ত্রী হইঞা[৫] নাএর সিচিব কত পানি নারীএ কি ভাঙ্গা নাএ[৬] সারাইতে[৭] জানি।
কাচুলি চিরিঞা দিলে তুনু[৮] উঠে পানি সিচিতে নারিএ[৯] হাথ করে কেন জানি[১০]।
মো সভার বোলে বড়াই[১১] শোধাহ কানুরে ভাঙ্গা নাএ[১২] সজা[১৩] হএ কোন পরকারে।
দুসহ জমুনা নদী দুকুল পাথার[১৪] এ পাপিনী গোপিনী কেমতে হবে[১৫] পার।
কাকুতি[১৬] বিনতি করি নাএ[১৭] নাহি বাহে নদীমাঝে আনি[১৮] মিছা[১৯] রহলি[২০] খেলাএ।
ঝলকে ঝলকে[২১] বড়াই নাএ লএ পানি[২২] কি বুদ্ধি করিব বড়াই কহ না আপনি[২৩]।
গোপীর ই বোল[২৪] শুনি রসিক বড়াই[২৫] সাম[২৬] দণ্ড ভেদ সব কাহ্নুরে বুঝাই[২৭]।
কৃষ্ণ বোলে বুড়ি আই[২৮] কী দোষ আহ্মারে[২৯] কাণ্ডারীজনের ভার নাএ[৩০] বাহিবারে।
ইথে সব[৩১] গোপিকার[৩২] জোবনের চাড়ে[৩৩] নদীমাঝে[৩৪] নৌকাখানি পাটে পাটে ছাড়ে।[৩৫]
মোর বোলে এখন বুঝাহ গোপীগণে[৩৬] লাজেকাজে প্রাণ না হারাউ সব জনে[৩৭]।
ঝলকে ঝলকে পানি উঠে জেই বাটে গাএর বসন দিঞা নিরোধহ ঝাঁটে।
নহে সবে ডুবি মর মোর নাহি দাএ[৩৮] মাঝ-নদী বোল ইথে[৩৯] কি আছে উপাএ।
কৃষ্ণের বচনে গোপী[৪০] থির নাহি হৈল[৪১] মরণে কাতর হঞা তাই কাজ কৈল[৪২]।
গোপীর অর্দ্ধেক[৪৩] অঙ্গ বিবসন দেখি মদনে আঁধল[৪৪] কৃষ্ণ না নিমিষে[৪৫] আখি।
তাহে দিঠে[৪৬] লাগি[৪৭] রহে রসিক গোপালে করের কেরুআলে[৪৮] খসি পড়ি গেল[৪৯] জলে।
তভোঁ[৫০] অনুসারে কৃষ্ণ মিছা কর চালে[৫১] তাহা দেখি সকল গোপী হাসিঞা বিকলে[৫২]।[৫৩]

১ ক.গ এক এক ২ পা সন্ধিতে ৩ পা কুআর ৪ পা বসন ৫ এ নারী হঞা ৬ ক.গ ভাগা-, এ স্ত্রি হইঞা ভাঙ্গা না কি ৭ পা সাজাইতে ৮ ক.গ তভু ৯ পা নারি ১০ পা কেন জানি করে ১১ এ আমার সভার বোল দেখি ১২ পা না ১৩ এ সজ্জ ১৪ ঐ পাথারে ১৫ পা ধরম দেখিঞা কৃষ্ণ সবা কর ১৬ এ কতেক, পা এতেক ১৭ পা না ১৮ এ আসি ১৯ পা নৌকা ২০ পা রহনি, ক.খ লহলী ২১ পা ঘরকে ২২ ঐ পানি লএ ২৩ এ, পা উপায় ২৪ পা গোপীকার বচন ২৫ ক.গ কানাঞি ২৬ পা স্তাম ২৭ পা কিছু কানুরে বুঝাএ ২৮ ঐ আই বোল ২৯ ঐ আমারে ৩০ পা নায়ো ৩১ ঐ এ সকলে ৩২ এ, ক.গ গোপিনির ৩৩ ঐ ভরে ৩৪ পা মাথে ৩৫ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ৩৬ ক.গ জনে ৩৭ এ নাএর সন্ধিতে দেউক গায়ের বসনে ৩৮ পা দোষ ৩৯ ক.গ ইহার ৪০ ক.গ কেহ ৪১ পা বচন শুনি গোপের বনিতা ৪২ ঐ মরনের নাম শুনি বড় হইলা বেথা ৪৩ ক.গ সকল ৪৪ পা আকুল, এ বিহ্বল ৪৫ পা অনিমিখ ৪৬ এ মন, পা ডিঠে ৪৭ ক.গ নাএ বসি ৪৮ পা করে কাণ্ডার ৪৯ ঐ পড়িল সে ৫০ পা তমু ৫১ পা মীথা কর তার তালে ৫২ পা হাসি হাসি বোলে ৫৩ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই

ক্ষণেক সম্বিত পাঞা দেখি গোপী-হাসি   হাথে কেরোআল নাহি নাউ[১] জাএ ভাসি।
তা দেখি বিস্মিত হইলা সুন্দর গোপালে   অজটানি লীলাএ তুলিল কেরুআলে[২]।
তবে কৃষ্ণ[৩] মাআ পাতে লাজ খণ্ডাবারে   আবর্ত বিবর্ত[৪] নাও চাক-সম ফিরে।
তা দেখি সকল গোপী করে হাহাকারে[৫]   হরি হরি করি ধরে রসিক গোপালে।
জে গোপী কৃষ্ণের কভো নাহি শুনে বোল[৬]   ছাড়াইলে সে গোপী[৭] না এড়ে[৮] কৃষ্ণ-কোল[৯]।
জে গোপীর বোল শুনিতে সাধ লাগে   সে গোপী কৃষ্ণের কর ধরিবারে মাগে[১০]।
অর্ধ-অঙ্গ-বিবসন সব[১১] গোপীজনে   ভঅ-ছলে কৃষ্ণে দেই[১২] দৃঢ় আলিঙ্গনে।
তথাই চতুর হরি চাতুরী[১৩]-বিশেষে   আলখিতে নখরেখা[১৪] দেই কুচ[১৫]-পাশে।
নিধি পাইল হেন গোপী[১৬] রাখিল গোপতে   মনে মনে জানে সভে না করে বেকতে।
হেনমতে বাহু[১৭] রতি ভুঞ্জিঞা গোপালে   নায়ো থির করিঞা[১৮] ধরিল কেরোআলে।
কৃষ্ণমুখ চাহিঞা[১৯] সকল গোপী হাসে   গোপী দেখি রসের সাগরে কৃষ্ণ ভাসে।
আধোমুখী হঞা গোপী[২০] নখ[২১]-রেখ দেখে হাসিঞা হাসিঞা[২২] কৃষ্ণ[২৩] চাহেন্ত আড়াথে[২৪]।
হেনমতে নৌকাএ ভুঞ্জিঞা নানা[২৫] রসে[২৬]   গোপনারী পার কইল[২৭] আখির নিমিষে।
আচম্বিতে রাধিকা বসিঞা[২৮] দেখে ঘাটে   সোনার প্রতিমা জেন রজতের[২৯] পাটে[৩০]।
রাধা দেখি সব[৩১] গোপী আনন্দে পাথার   তা দেখি মুচুকি হাসে নন্দের কুমার।
সব সখী রাধা পাঞা কোলাকোলি[৩২] কান্দি   নাওডুবি-কথা শুনি বুক নাহি বান্ধি।
তবে রাধা সম্ভ্রমে বুড়ির পাএ বন্দে   নানা অনুজোগ দিঞা অভিমানে কান্দে।
হেনমতে সভারে[৩৩] ভাণ্ডিল[৩৪] একা[৩৫] রাই তা দেখি[৩৬] মুচুকি হাসে নাগর[৩৭] কাহ্নাঞি[৩৮]।
তবে সব গোপীজন লইঞা[৩৯] বড়াই[৪০]   সব গোপী[৪১] পাঠাইল কৃষ্ণচন্দ্র-ঠাই[৪২]।

১ এ লাগু ২ পা কেরুআল তুলিল লিলাএ ৩ পা হরি ৪ ঐ নিবর্ত্ত ৫ পা হাহাকার ৬ পা কভু বোল নাহি শুনে ৭ পা এ নাই ৮ পা ছাড়ে ৯ ঐ বোল ১০ পা লাগে ১১ পা-এ নাই ১২ পা করে নাথ, ক. গ তারে ১৩ পা চাপিঞা ১৪ এ নখাঘাত ১৫ ঐ ভুজ ১৬ ক. গ সব, এ সভে ১৭ ক. গ রাধা ১৮ এ নাএ স্থির হইঞা ১৯ ঐ দেখিঞা ২০ পা অধোমুখে কেহো কুচে ২১ এ কুচ ২২ পা, এ দেখেন, ক. গ নেহালে ২৩ ক. গ কেহো ২৪ পা, এ এ আড়নয়নে, ক. গ আড়াখে ২ ২৫ ক. গ বাহু ২৬ পা বাহু রস ভুঞ্জি কৃষ্ণ নৌকারস বাহনে ২৭ পা হইল ২৮ এ সুন্দরি ২৯ পা রতনের ৩০ ক. গ খাটে ৩১ পা রাধিকা দেখিঞা ৩২ এ -করি ৩৩ পা সবারে ৩৪ এ ভাণ্ডিঞা ৩৫ পা এক ৩৬ এ সুনি ৩৭ পা ইসৎ হাসী রসীক ৩৮ ক. গ কৃষ্ণঠাঞি পাঠাইল পাকের বড়াই, পা কানাঞি ৩৯ পা লঞা ৪০ এ এক ঠাই ৪১ ঐ কৃষ্ণঠাই ৪২ ক. গ পাকের বড়াই

বুঢ়ি বোলে হের শুন নন্দের নন্দন[১] রাধা-আদি করে[২] তোম্বার[৩] চরণবন্দন।
হাসিঞা প্রসন্ন মনে দেহ ত মেলানি[৪] মথুরা-প্রবেশে ঝাট[৫] হএ বিকিকিনি[৬]।
এই আইলাঙ হেন জানিবে হৃদএ মনে কিছু না করিহ নন্দের তনএ।
দণ্ড দুই চারি লাগি সম্বরিবে ক্রোধে আসিবার বেলে মো সকলি দিমু বোধে[৭]।
এত বলি বোঢ়ি সভার[৮] আগু[৯] চলি[১০] জাএ উলটি পালটি গোপী কৃষ্ণমুখ[১১] চাএ[১২]।
অনিমিখ হঞা[১৩] কৃষ্ণ এক[১৪] ডিঠে রহে[১৫] গুণ সোঙরিতে[১৬] আঁখি অনিবার বহে[১৭]।
হেনমত কৃষ্ণ[১৮] রহে গোপীজন[১৯]-আশে কহে কবিশেখর নৌকার পরিহাসে॥

॥ ধানশী[২০] ॥

কৃষ্ণের গুপত প্রেমে সভে[২১] বেআকুল আপন অঙ্কেত গোপী[২২] নাহি পাঅ উল।
জত আন মন[২৩] করি না রহে কান্দন[২৪] কৃষ্ণনাম করিতে দুগুণ পোড়ে মন।
কৃষ্ণগুণরূপ[২৫]-কথা কহিঞা গোপনারী[২৬] অনেক জতনে গেলা মথুরানগরী।
ভাবে বেআকুল[২৭] গোপী আনই বেভাবে[২৮] কৃষ্ণ নিবে[২৯] বুলি[৩০] ডাকে[৩১]
গোরস নিবাবে[৩২]।
কেহো চাছি[৩৩] ভাণ্ডে মাপে দুগ্ধ জোখে[৩৪] তুলে কেহো ঘৃত মাপি দেই ঘোলের বোদলে[৩৫]।
কান্হাঞি[৩৬] বলিঞা কেহো ডাকে সখাজনে জে[৩৭] কথা পুছিতে[৩৮] কানুর রূপ গুণ ভনে।
হেনমতে বিকে করি[৩৯] বুলে গোপনারী[৪০] তা দেখি হাসিঞা মরে মথুরানগরী[৪১]।
বিকিকিনি[৪২] করি সভে ভেল[৪৩] এক ঠাই বিকের বারতা বুঢ়ি সভাকে শুধাই।

---

১ পা নন্দনে ২ এ সভে ৩ পা তোমার ৪ ঐ প্রসাদ- ৫ ঐ জেন ৬ পা বিকীনি ৭ ক.গ শোধে ৮ পা-এ নাই, ক.খ, ক.গ বুঢ়ি সব ৯ পা আগে ১০ ক.খ, ক.গ আগু, এ আগে আগে ১১ এ কৃষ্ণ রাধা পানে ১২ পা চাহে ১৩ ক.গ, এ আঁখি না নিমিখে ১৪ এ রাই ১৫ ক.গ আখি না নিমিখে কৃষ্ণ গোপীপাণে চাহে ১৬ পা শ্বরিতে ১৭ ক.খ, ক.গ আখিলোহ নাহি রহে, পা আসি অনিবা বহে ১৮ এ হরি ১৯ ক.খ গোপিকার, এ নবগোপী ২০ এ মল্লার ২১ পা প্রেম সবে ২২ এ, ক.খ গাএর কেহো ২৩ এ, ক.খ, ক.গ ভান ২৪ পা ক্রন্দন ২৫ এ, ক.খ নামগুণ, ক.গ নাম করি ২৬ ক.খ, ক.গ অবলম্ব করি ২৭ ক.খ, ক.গ ভাবেতে আকুল ২৮ পা অন্ত নাহি ভাবে ২৯ এ কৃষ্ণ ৩০ ক.খ, ক.গ বলি ৩১ পা ডাকে ৩২ পা কীনিব ৩৩ ক.গ চাহি ৩৪ ঐ জুখে ৩৫ ক.ক বদলে ৩৬ ঐ কানাঞি ৩৭ ক.গ -সে ৩৮ এ কহিতে ৩৯ পা-এ নাই ৪০ ঐ সব সাথি ৪১ এ মথুরার লোক হাসে এ সব হেতু দেখি ৪২ পা বিকিনি ৪৩ ক.গ হৈলা

তাহা শুনি লাজে ভএ সকল গোআলী   হাসিঞা সভার মুখ সভেঞি নেহালি ।
কাজ বুঝি বড়াই চলিলা বাটে বাটে   গোপী লঞা উত্তরিলা জমুনার ঘাটে ।
নানা ভাব[১]-রতনে সাজিঞা[২] রূপ-ডালি   সব গোপী ভেটিল নাগর[৩] বনমালী ।
গোপী দেখি গোপীনাথ মুগধ অন্তরে   কমলের বনে জেন পড়িল ভ্রমরে[৪] ।
বুঢ়ি বোলে কাহ্নাঞি[৫] ঘুচাহ[৬] আন কাজ   বেলা অবসান ইথে[৭] না সহে বেআজ ।
কর নেহ পার কর না কর আরতি   হেমকমলিনী-বনে ভেটাইল[৮] হাথী ।
ইহা বুলি[৯] বড়াই তুষিল বনমালী   হাথ-সানে গোপিকা[১০] বুঢ়িকে দেই গালি ।
তা দেখি মুচুকি হাসে রসিক[১১] কাহ্নাঞি   রোষিঞা রাধিকা বোলে বুঢ়ি-পানে চাহি ।
কি ছার বেভার কৃষ্ণ কর বারে বার   ই[১২] বোলে কি আপনাকে না বাস খাঁখার ।
একে সভে[১৩] কুলবতী আরে[১৪] সে[১৫] জুবতী   তাহে ঘরে পরে সব লোক খল[১৬]-মতি ।
তুহ্মি[১৭] সে লম্পট-গুরু সমঅ[১৮] সে ছার[১৯]   হেন বেলে[২০] রহিলাঙ জমুনা-এপার ।
এখন না কর পার পাত নানা ছান্দ   গোকুল আঁধল[২১] কইলে গোকুলের চান্দ ।
বলে ছলে কোন মতে তোহ্মারে[২২] না আটি   পর্বত ধরিঞা[২৩] ধর কেছুআর[২৪] মাটি ।
এখনে[২৫] করহ পার পাএ ধরি বুইল[২৬]   রাতি হইলে জাতিনাশ না কইলেহোঁ হৈল[২৭] ।[২৮]
না হইব জমুনা পার না সাধিব তোহে[২৯]   তোহ্মা[৩০] লাগি ঝাঁপ দিএ জমুনার দহে[৩১] ।
নহে জদি পার কর গোকুলের নাথে   সব গোপী[৩২] মেলি[৩৩] দান মাগি জোড়[৩৪]-হাথে[৩৫] ।
তোহ্মার[৩৬] প্রসাদে ভালে ভালে ঘর জাই   গোপীজন[৩৭]-জাতি রাখ সুন্দর[৩৮] কাহ্নাঞি[৩৯] ।
জখনে জে[৪০] আদেশিবে[৪১] ইথি নাহি[৪২] আন   গোসাঞিকে অধিক এই বুঢ়ি[৪৩] পরমাণ ।
হএ নহে একবার জানহ[৪৪] গোপীনাথ[৪৫]   নহে কেবা এড়াঞাছে কাহ্নাঞির[৪৬] হাথ[৪৭] ।[৪৮]

১ ক.গ ভব ২ পা নানা ভাব সাজীঞা ৩ পা ভোঠব নাব ৪ পা ভ্রমর ৫ ঐ কানাঞি ৬ ক.গ না কর ৭ পা আর ৮ পা জেন মেটাইল ৯ এ হেন মতে ১০ ঐ গোপিনি সব ১১ এ নাগর ১২ পা এ ১৩ ঐ সবে ১৪ ক.গ তাহে ১৫ পা-এ নাই ১৬ এ পাপ ১৭ পা তুমি ১৮ ঐ আরে ১৯ পা ছারে ২০ পা সন্ধ্যাবধি ২১ এ, পা আঁধার ২২ পা তোমাকে ২৩ এ, ক.গ করিয়া ২৪ ক.গ, পা কেচুয়ার ২৫ পা এখন ২৬ ক.গ কইল ২৭ এ সুন বনমালী, পা বৈল ২৮ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ২৯ এ তোরে ৩০ ক.গ তোমা ৩১ এ জলে ৩২ ক.গ সকল গোপিনি ৩৩ পা-এ নাই ৩৪ পা ডোড ৩৫ পা মাগী ডোড হাথ করি ৩৬ ঐ তোমার ৩৭ এ প্রেম করি, ক.গ দাসি করি ৩৮ এ, ক.গ আমা সভা রাখহ ৩৯ পা কানাঞি ৪০ পা-এ নাই ৪১ পা আদেশ কর, এ বলিবে ৪২ ঐ না করিব ৪৩ ক.গ তুমি গোপী, পা গোষাঞি আছেন বোঢ়ি ইথে ৪৪ ক.গ জান ৪৫ পা কানাঞি ৪৬ ক.গ কানাইর ৪৭ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৪৮ পরবর্তী তিন ছত্র পা-এ নাই

কৃপা কর কাহ্নাই[১] এবার ঘর জাই দাসী করি আহ্মা[২] সভা জানিহ গোসাঞি।
হাথে ধরি কাহ্নু হের না কর বিরোধে কাঁলপাকা কাহাঁঠালে[৩] কিবা গন্ধ সোআদে।
এত আশোআসে কাহ্নু সুখ নাহি মানে পানির পিআস নাহি ঘুচে দুগ্ধপানে।
গোপীর ই[৪] বোল শুনি রুষিলা[৫] বড়াই মন্দ কি বোলেন রাধে আর বা কাহ্নাই[৬]।
তবে[৭] কৃষ্ণ রাধার বচন পুরস্করে বুড়ি সাথি করি সব[৮] গোপী কৈল পারে[৯]।
আগু জাএ জে বড়াই[১০] কাহ্নুর তরাসে[১১] রাধা-আদি সব গোপী[১২] জাএ তার পাশে[১৩]।
হেনমতে সভে[১৪] জাএ হাস পরিহাসে সব গোপী আপনা কী হেন জানি বাসে।
নগরনিকটে বাটে রহিলা[১৫] কাহ্নাঞি কাতর-নআনে[১৬] বোলে রাধা-পানে চাই।
একে একে বড়াই সভারে[১৭] পরিহরি[১৮] ভাল মন্দ ত জত বৈল না লইবে আড়ি[১৯]।[২০]
অন্তরে আহ্মারে কভো[২১] না বাসিহ পর আপনার করিঞা[২২] জানিবে দামোদর।
কৃষ্ণের ই বোল শুনি সব সখী[২৩]-জনে লোহে বাট[২৪] না দেখএ[২৫] হাকান্দ কান্দনে।
মুখে না নিঃস্বরে বোল[২৬] কি দিব উত্তরে কুলের[২৭] আঙ্গার জেন পুড়িছে অন্তরে[২৮]।
সব গোপী কৃষ্ণকে প্রণাম করি জাএ রাধিকা চলিলী[২৯] পিছে[৩০] করিতে বিদাএ।
লোহে ঝরঝর আখি মুখ নাহি তোলে উঝটের ছলে পড়ে কাহ্নাঞির[৩১] কোলে।
সম্ভ্রমে রসিকরাজ[৩২] বাহু ভেড়ি ধরে কলার বালড়ি[৩৩] জেন কাপএ[৩৪] অন্তরে।
সেই ছলে দিল কৃষ্ণ গাঢ়[৩৫] আলিঙ্গন নীরে ক্ষীরে[৩৬] জেন দুই[৩৭] মিলাইল[৩৮] মন।
তবে কৃষ্ণ[৩৯] হাসি তারে[৪০] কহিল বচনে[৪১] আহ্মি[৪২] না ধরিলে রাধে ছাড়িথা[৪৩] পরাণে[৪৪]
চল জাহ বড়াই মানিহ উপকারে ঘর গেলে কেহো না পাসরিহ[৪৫] মোরে[৪৬]।

১ ক. গ কানাই ২ ঐ আমা ৩ এ কিলাইলে কাহাঁটালের ৪ পা এ ৫ পা কুপিলা ৬ এ মন্দ কি ঝি সব বোলে বা কানাঞি ৭ পা তমু ৮ পা-এ নাই ৯ পা পার করি ১০ ঐ আগে জাএ জ বুড়ি ১১ এ কানাঞি তার পাছে ১২ পা সখি ১৩ ক. গ কাছে ১৪ পা সব গোপী ১৫ পা ঘাটে উত্তরিলা তবে বোলেন ১৬ ঐ নঅনে ১৭ ঐ সবাকে ১৮ ক. গ পরিহার ১৯ ক. খ লবে আমার, ক. গ লবে বিচারি, পা আর ২০ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ২১ ক. গ আমারে কভু ২২ ক. গ নারি বলি ২৩ এ কৃষ্ণকথা শুনিঞা সকল গোপী ২৪ পা পথ ২৫ এ নাহি দেখে ২৬ পা বানি ২৭ ঐ কুলে, এ বদরীর ২৮ পা অন্তর ২৯ ক. খ গেলি, পা চলিলা ৩০ ক. গ অবশেষে রাধিকা গেল, এ অবসেষে রাধা গেলি ৩১ পা কানাঞির ৩২ এ, ক. খ কানাঞি তারে ৩৩ ক. খ বামুরি ৩৪ পা কম্পে ত ৩৫ ঐ নাথ দৃঢ় ৩৬ ক. গ খির নিরে ৩৭ পা মত, ক. খ দুই জেন ৩৮ এ ততক্ষণ, পা মানাইল, ক. গ মেলাইল ৩৯ পা -চন্দ্র ৪০ পা-এ নাই ৪১ এ তারে ছাড়িঞা হাসিঞা কহে কান, পা বচন ৪২ পা আমী ৪৩ ক. গ ছাড়িত ৪৪ পা জিবনে, ক. গ পরান ৪৫ পা বিস্মরহ পাছে কেহো ঘর গেলে ৪৬ ক. গ আমারে

এত বলি কাহ্নাই[১] আপন ঘর জাএ   পাএ পাএ উলটি[২] রাধার মুখ চাএ।
কাহো এড়ি জাইতে কারো মন নাহি ফুরে[৩]   কত দুখ[৪] শোকে সবে[৫] প্রবিশিলা[৬] ঘরে।
তবে জত সখীজন করিঞা হাতাশ   বড়াই মেলানি করি গেলা নিজ বাস।
বচনপ্রবন্ধে রঞ্জিল[৭] গৃহ[৮]-জনে   কৃষ্ণ বিনে নাহি বাসে[৯] শয়ন ভোজনে।
গোপীকে[১০] অধিক কৃষ্ণ প্রেমের অধীন   গোপীগুণ ভাবিঞা না জাএ রাতি দিন।
গোপালবিজএ নর শুন নৌকাখণ্ড   ঘরে বসি সুধারস[১১] পিঅ ভাণ্ডে ভাণ্ড[১২]।
কহে কবিশেখর হাথরি জেন শুনি[১৩]   রসে[১৪] ব্রহ্ম-আস্বাদ নিছনি করি মানি[১৫] ॥[১৬]

॥ ধানশী[১৭] ॥

কাহ্নু[১৮]-রসপরিহাসে মুগধ গোআলী   বিকিছলে জাএ সভেঁ করি এক[১৯] মেলি।
থান বুঝি দান বলি রাখে দামোদরে[২০]   রভসে নেআএ[২১] দিন নিকুঞ্জ-ভিতরে।
দধি দুগ্ধ খীরিসা[২২] নবনী জত পাই   সেই ভক্ষ্য[২৩]-উপহারে দিবস নেআই।
দিন অবসান হইলে সভা দেই ছাড়ি   ঘর রঞ্জিবারে তবে সঙ্গে[২৪] দেই কড়ি।
হেনমতে নিতি[২৫] কৃষ্ণ করএ বেহারে   গোপীজন বহি আনে[২৬] লখিতে[২৭] না পারে।
কথো দিনে জশোদা জানিঞা[২৮] ব্যেবহারে   কাহ্নাএরে[২৯] ভরছিল নানা[৩০] পরকারে।
দেখিল শুনিল বোল নেআইল[৩১] নহে   আখিএ দেখিলে সাখি সম্মুখে না কহে।
হেনমতে কানুরে ভরছিঞাঁ[৩২] নন্দরানী   একে একে অনুজোগে সব গোআলিনী[৩৩]।
গোপী বলে নন্দরানী কোপ কেহ্নে[৩৪] কর   মুখলাজ[৩৫] সহিএ[৩৬] তে কারণে[৩৭] বোল।
হাস পরিহাসে বোল না বুঝিব লোকে   জে জন শুনিব সেই দোষ দিব মোখে।
একে মোর ঘর আর গ্রামলোক ভাল   আরে সে রাধার[৩৮] এত উচ্চ কপাল।

১ পা গোবিন্দ ২ পা ফিরিঞা, এ পালটি ৩ পা ষরে ৪ ঐ সুখ ৫ এ কত কত দুঃখ সোকে ৬ পা প্রবিলা ৭ পা গঞ্জিল ৮ ক. গ গুরু ৯ পা জানে ১০ ক খ গোপির ১১ ক. গ আজনম ১২ এ সুধা পিয় ভেজিয়া পাসও, ক. খ, ক. গ সুধাখণ্ড ১৩ পা নিজ মনে শুনি ১৪ ক. গ সবে ১৫ পা শুনি ১৬ অতঃপর এ-পুথির অতিরিক্ত. ইতি নৌকাখণ্ড ১৭ পা-এ নাই ১৮ এ কৃষ্ণ ১৯ এ সব সখিগন ২০ পা দামোদর ২১ ক. গ ভুঞাএ, এ নেআর ২২ পা ঘৃত ঘোল ২৩ ঐ ভক্ষ ২৪ এ, পা কিছু ২৫ পা -নিতি ২৬ পা কেহো ২৭ এ জানিতে ২৮ ক. খ, এ জানিল ২৯ ক. গ কানাঞিকে ৩০ এ বিবিধ ৩১ ক. খ, এ বোলাইল, ক. গ নআইল ৩২ পা নারিঞা ৩৩ এ সকল গোপিনি ৩৪ পা কোন ৩৫ ক. খ, ক. গ মুখে লাজে ৩৬ পা সহীতে ৩৭ ক. খ, ক. গ তাহার লাগি, পা তাহার নাহি ৩৮ এ আমার

উপহাসে স্নে কহিবে[১] ইথিহু[২] ডরাই[৩] গোপিকার অভাগ্যের স্থল[৪] কতি[৫] নাই।
একে সে বড়াব বহু আরে সে জুবতী রূপসী বলিঞা আরে[৬] আছে আখেআতি।
তাহে মুখ-সোহাগে[৭] তোহ্মাব[৮] ঘর আসি কানু মোরে দেখিলে করে হাস পরিহাসি[৯]।
ইহাই পামর লোক দেখিতে না পারে আপনার জেমন[১০]চাহিঞা বুলে[১১] পরে।
দেখিলে ঘরের[১২] বুলি সব পুছে মোরে কি বলি উত্তর না দিব তোহ্মার[১৩] পোরে[১৪]।
পরে জেবা বোলে বলু[১৫] তাহে নাহি ভএ বুঝিতে নারিএ[১৬] এবে তোহ্মার[১৭] হৃদএ।
পরে[১৮] আন বৈলে[১৯] তার কবাইবে সাতি[২০] আপনে আপন[২১] পোএ
তোলাহ[২২] আখেআতি।
ভালে ত আনের পাবা[২৩] নহে তোর পোএ[২৪] তোহ্মা[২৫] মাএ জাতি প্রাণ ধন নাহি রএ[২৬]।
একে তোর প্রাণের বিবোধী[২৭] কংসরাএ পাএ পাএ বুলে সেহ ছুত[২৮] নাহি পাএ।
তাহে আপনার গাএ তোলাহ[২৯] কেকলাশে আপনাব আপুনি করাহ[৩০] সর্ব[৩১] নাশে[৩২]।
সভে মেলি নিতি মধুপুরী বিকে জাই তোহোর[৩৩] সুন্দর কানু দেখিতে না পাই[৩৪]।
তভো[৩৫] পোড়া লোক সব দেই নানা বাদে কার কিবা অফরাধ[৩৬] করিঞাছে রাধে।
কে না[৩৭] জানে জশোদা সে[৩৮] তোহ্মার[৩৯] পো[৪০]-সনে আজনম গোঁআইল শঅন ভোজনে।
এখন[৪১] সে কানু-সঙ্গে দেখি[৪২] একো ঠাঞি জেবা জে বচন বোলে শুনিঞাঁ লাজাই[৪৩]।
এরূপ জৌবন মোর জাউ[৪৪] ছারেখারে আসহিল বোল কত সহিব সভারে[৪৫]।[৪৬]
না জাব মথুবা বিকে না আসিব এথা কাহা-সঙ্গে সতিসাধে[৪৭] না কহিব কথা।
ঘর জাইতে নিবোধিঅ আপনাব পোএ[৪৮] গোকুলনগরে জেন নিজস্থালে রহে।
রুষিঞা এতেক জবে বৈল গোপীজনে জশোদা প্রবোধে সভা মধুব বচনে।
মোরে অকারণে কোপ কর গোপনারী পরেব শুনিঞা কহি বোল দুই চারি।

১ পাঁ কহিতেছহ, এ বলিছ ২ ক খ, ক গ ইথেহু ৩ পা উপবাই ৪ পা আস, ক খ, ক. গ অস ৫ ঐ দিতে ৬ পা আর ৭ ক. গ সোআসে ৮ পা তোমাব ৯ এ উপহাসি ১০ এ, ক. গ জেন কি ১১ ক. গ ছলে ১২ পা আপন, এ তোমার ১৩ এ তোর, পা তোমার ১৪ পা কুমারে ১৫ ঐ বলুক মোবে ১৬ পা না পারি ১৭ পা তোমাব ১৮ ঐ কথা ১৯ ঐ বলে ২০ ক. গ সাথি, পা সাস্তি ২১ পা আপনা আপনি ২২ ক খ তোল, এ, ক. গ কর ২৩ পা জেন, ক খ হেন ২৪ ক খ ত বাপাএ ২৫ পা তোমা ২৬ পা রহে ২৭ এ বৈরি রাজা, পা বিরোধ ২৮ এ কিছু ছিদ্র, ক গ কোন-, পা সেই ছিতুস ২৯ এ তোলায়, ক. গ তুল ৩০ এ করিবে ৩১ এ জাতি ৩২ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৩৩ এ, ক. গ তোমার ৩৪ এ, ক গ সাধাই ৩৫ পা তভু ৩৬ এ অপরাধ ৩৭ পা-এ নাই ৩৮ পা-এ নাই ৩৯ পা তোমার ৪০ এ পোএব ৪১ পা কখন ৪২ পা দেখোঁ ৪৩ পা ডরাই ৪৪ এ ?উ ৪৫ পা নিজস্থালে থাকি জেন গোকুলনগরে ৪৬ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ৪৭ এ সাথে ৪৮ ক. গ জাইতে বিরোধ পাএ মো সভার ঘরে

ছার হেন লোকের শুনিঞা উপহাসে[১] সহিতে নারিঞা কিছু কইল প্রকাশে[২]।
বৈল না বৈল[৩] পরে[৪] তাহে[৫] কিবা[৬] ডরে তুহ্মি কেহ্নে[৭] কোরোধে[৮] না আসিবে মোর ঘরে।
কাহাতে[৯] ডরাইঞা[১০] ইথি করিএ বসতি কারে[১১] কি করিল[১২] হএ[১৩] আনের[১৪] শকতি।
আছে দআভেদ[১৫] মোর দুল্লভ[১৬] গোপালে[১৭] দলিঞা মথিঞা বুলু দেখি কথো কালে[১৮]।
জশোদাবচন শুনি সব সখীজনে হাসিঞা সভার সভেঁ নেহালি বদনে।
তবে সে সমস্ত বুঝি নন্দের ঘরিণী[১৯] মিষ্ট আন্ন[২০]পান দিঞা তুষিল গোপিনী।
সিথাএ সিন্দুর দিল নঅনে কাজরে[২১] নানা গন্ধ মাল্য দিল কর্পুর-তাম্বূলে[২২]।
বচনে রঞ্জিঞা সভা পাঠাইল ঘরে তা শুনি আনন্দ বড়[২৩] নন্দের সুন্দরে।
কহে কহিশেখর রাধার চাতুরালি[২৪] জা শুনি[২৫] তৃপিত[২৬] হএ দেব[২৭] বনমালী।
গোপালবিজঅ নর শুন নাচ গাও[২৮] হরিরস খাও দাও বিলাও ছড়াও[২৯] ॥[৩০]

॥ ধানশী[৩১] ॥

একদিন গোপালের কি হইল[৩২] মনে বাঁশীমাত্র সঙ্গে রঙ্গে[৩৩] করিল গমনে।
একে ইন্দীবর[৩৪] জিনি[৩৫] সুন্দর শরীরে সর্বাঙ্গে চন্দন[৩৬] মালতীর মালা শিরে[৩৭]।
মউরপুছের চূড়া[৩৮] ঝলমল করে ইন্দ্রধনু শোভে জেন নব[৩৯] জলধরে।
গলে নানা মণি জ্বলে দোলে বনমালে[৪০] করপল্লব[৪১] মণি[৪২]-কঙ্কণ[৪৩] শোভা করে[৪৪]।
সে হেন নিতম্বে সাজে[৪৫] পীত পাট[৪৬]-ধড়া তাহাতে বেড়িঞা পড়ে সুরঙ্গ পাছোড়া।

১ পা উপহাস ২ পা প্রকাষ ৩ এ বইলেক বাপাহে ৪ পা মোরা ৫ ক.গ বলিলেক পরে মোরে তারে ৬ পা নাহি ৭ ঐ তুমি কেনে ৮ এ কোন রোধে, পা ক্রোধে ৯ এ, ক.গ কারে ১০ পা ডরা[ই] ১১ ঐ কার ১২ ক.গ বলিলে ১৩ পা হঅ ১৪ এ, ক.গ কাহার ১৫ পা ছেদ ১৬ এ দুর্লভ ১৭ এ দুলাল জদুরাএ ১৮ ঐ কাহারে ডরাএ ১৯ পা ঘরনি ২০ এ মিষ্টান্ন, ক.গ অন্ন ২১ পা কাজর ২২ ক.গ চন্দনে ২৩ এ, ক.খ আনন্দিত ২৪ পা চতুরালি ২৫ এ সুনিলে, ক.খ, ক.গ শুনিতে ২৬ পা পিরিতি, এ সুপ্রিত ২৭ পা রাধা, এ শ্রীরাধা ২৮ পা কহে কবিশেখর জানিঞা সারোদ্ধার, ক.খ, ক.গ গায় ২৯ পা নাচিঞা গাইঞা সুখে তর কলিকাল, ক.খ, ক.গ খায় দায় বিলায় ছড়ায় ৩০ অতঃপর এ-পুথির অতিরিক্ত, ইতি যশোদাভর্চ্চন ৩১ পা-এ নাই ৩২ এ লাগিল ৩৩ এ, ক.গ করি ৩৪ পা ইন্দ্রবর ৩৫ ক.খ নিন্দী, পা নিন্দে ৩৬ পা সুন্দর ৩৭ ক.খ শীরে মালতীর মালে ৩৮ পা ছাদ ৩৯ পা নিলমণি জেন শোভে ৪০ পা শোভে মণিমালে ৪১ ক.গ মুনি কর ৪২ এ মণিময় ৪৩ পা মনির কঙ্কণ পল্লব ৪৪ ক.গ করে শোভা ৪৫ ঐ শোভে ৪৬ পা-এ নাই

চরণে নুপুর বেআলিস নাদ পুরে[১] সোনার পাউটি[২] পাএ দেখিতে মধুরে[৩]।
হাথে[৪] বাঁশী বিশ্বকর্মার নির্মাণের পার মুর্তিমান শবদ ব্রহ্মের[৫] অবতার।
সুবর্ণের বাঁশী হীরা পাটে পাটে সাজে ইন্দ্রনীল মণি শোভে তার মাঝে মাঝে।
একে সে সোনার বাঁশী তাহে ইন্দ্রনীলে ভ্রমরা বেঢ়িল জেন চম্পকের মালে।
হেন বেশে বন পরবেশে বনমালী পূর্ণিমার[৬] নিশি জাএ দণ্ড দুই চারি।
মহাতাপ হেন[৭] নানা মণি জলে গাএ দিনকে[৮] অধিক সে[৯] রাতিএ[১০] চলি জাএ।
চলিতে চলিতে গেলা জমুনার কূলে ত্রিভঙ্গী আড়সী[১১] রহে কদম্বের মূলে।
রাসরসে[১২] করে ধরি মুখে দিল বাঁশী মুর্তিমান সব রাগ পাটাড়িল[১৩] আসি।
সাত স্বরী[১৪] তিন গ্রাম মূর্ছনা[১৫] পাট-তাল বাঁশী মুখে ফুক দিতে[১৬] জোগান[১৭] ধরিল
ঋজু[১৮] করি বাম পদ ভূমিতে থাপিঞা দক্ষিণ চরণ তাহে দিল মোড়া দিঞা[১৯]।
অঙ্গুলির আগে ভূমি ছোএ বা না ছোএ তলের[২০] সে অরুণিমাএ ত্রিভুবন[২১] মোএ।
জখন অঙ্গুলি-আগে কিছু ভর পাএ সে বেলে অরুণিমাএ কহনে[২২] না জাএ।
সেই পাএ ভূম্যে লাম্বে নেতের আচলে[২৩] ভকতজনের অনুরাগ সে উথলে[২৪]।
বাম পাশ[২৫] আবর্তিঞা[২৬] বাম ভুজ কোলে[২৭] বাম অঙ্গে নানা[২৮] মণি কুণ্ডল হিল্লোলে।
বাম করকমল[২৯] দক্ষিণ অংশে দিঞা[৩০] কুঞ্চিত[৩১] দক্ষিণ বাহু দক্ষিণে টানিঞা[৩২]।
কালসাপ-ফণা[৩৩] জেন কুঞ্চিত দুই করে মন্মথলীলাএ মোহন বাঁশী[৩৪] ধরে।
থানে থানে বেণুরন্ধ্রে সাজিঞা অঙ্গুলি কুঞ্চিত[৩৫] অধরে বেণু-মুখে[৩৬] বাউ পুরি[৩৭]।
শ্যামবেণু-রন্ধ্রে শোভে কুঞ্চিত[৩৮] অধরে বান্ধুলির ফুলে জেন গুঞ্জরে ভ্রমরে।
বেণুর শবদ শুনি হেন মন করে এ মোহন মাধুরী আছিল কোন পুরে।
হেন বুঝি কানুর অধরে মধুপানে[৩৯] আতিরসে[৪০] উগারিঞা পেলে থানে থানে[৪১]।
বেণুধ্বনি-মহিমা কী কহিব কাহারে জার গুণ[৪২] সব বেদ পুরাণে[৪৩] ফুকরে[৪৪]।

---

১ পা বানি সুনাদ নুপুরে, ক. খ করে ২ পা পাউচি ৩ এ সুন্দরে ৪ পা তাহে ৫ ক. গ হঞা সব দেব ৬ পা অমাবস্যা ৭ ক. গ জেন ৮ ক. গ দিনে সে ৯ পা-এ নাই ১০ পা অন্ধকারে ১১ ক. গ ত্রিভঙ্গ হইঞা ১২ এ নাগর শেখর ১৩ পা পড়াইল, এ উত্তরিলা ১৪ ক. গ স্বর ১৫ এ তিন তাল মূর্তিমান ১৬ ক. গ দিল ১৭ ক. খ দিলেন, এ যুড়িল ১৮ পা বিঘ. এ দৃঢ় ১৯ এ মোড়াইঞা, ক. গ জোড়াইয়া ২০ এ স্ত্রিতলে ২১ ঐ ভুবন জে ২২ এ কথন ২৩ পা নেতের অঙ্গুলি ভূমে নামে, এ নেতের আচল ভূম্যে লাম্বে ২৪ পা পরসবে ২৫ এ পাএ ২৬ ক. গ আবর্জিঞা ২৭ এ মূলে ২৮ ঐ বাম ২৯ এ পল্লব ৩০ ঐ পেলিঞা ৩১ পা কিঞ্চিত ৩২ ঐ ঢালিঞা ৩৩ পা ফেনা ৩৪ ঐ বাসি ৩৫ ঐ কিঞ্চিত ৩৬ ক. গ ফুকে সব ৩৭ এ ভরি ৩৮ পা কিঞ্চিত ৩৯ ঐ পান ৪০ পা অতিরসে ৪১ ঐ থান থান ৪২ পা ফলে জার, ক. গ ফল্যে জাকে ৪৩ পা পুরান ৪৪ ক. খ বেদ সব পুরানে বাথানে

বেদ-আদি অভ্যাস করিঞা[১] মুনিজনে কেহোসি নিস্তার পাএ[২] আনেক[৩] জতনে।
বেণুধ্বনি হেলাএ শুনিঞা[৪] এক বায় তৃণ-আদি সভাকার হইল[৫] নিস্তার।
ধ্বনির মধুর সীমা দেখ বিদ্যমানে পরতেক কাজ ইথে নাহি[৬] অনুমানে।
বেণুরবে কীটপতঙ্গাদি উলসিত মুকুলের ছলে লতা তরু পুলকিত।
পক্ষ-আদি করি বিনোদিল সভে[৭] বাঁশী সর্পজাতি বিধাতাএ করিল নৈরাশী।[৮]
ধ্বনি শুনি আনন্দসলিলে আঁখি পুরে শুনিতে না পাএ কিছু[৯] বিফল অন্তরে।
কর্ণ নাহি সর্পজাতি[১০] আখিএ দেখি শুনে আখি আছাদিল লোহে[১১] শুনিব[১২] কেমনে।
বেণুরবে বৎস সব[১৩] দুগ্ধ নাহি পিএ[১৪] বাটেমুখে আরোপি[১৫] দোপাশে ফেনা বহে[১৬]।[১৭]
বনে বেণুধ্বনি শুনি মৃগ পালে পালে ঘূর্ণিতলোচনে আইসে কৃষ্ণ-অনুসারে।
কেহো কেহো সেইরূপে রহে সেই ঠাই চিত্রলেখিত হঞা কেহো কাহো-পানে চাই।
সহজে উদ্দাম[১৮] জত দামড়া দামড়ী[১৯] খোআড় ভাঙ্গিঞা সব জাঅ[২০] বড়াবড়ি।
উভ পুছ উভ খুর[২১] উভ মাথা[২২] করি চঞ্চল-নআনে ধাএ[২৩] দুই কান সারি[২৪]।
বেণুরবে[২৫] ধেনু পথাপথ নাহি মানে[২৬] প্রাণপণে ধাঞা জাএ[২৭] আরোপিঞা কানে
হেনমতে গোধন বিকল[২৮] বেণুনাদে গোআলা-সুন্দরী লঞা হইল[২৯] প্রমাদে।
জেরূপে আছিল জত গোআলা-জুবতী কাষ্ঠের[৩০] পৌতলী জেন রহি গেল তথি।
প্রথম মাধুরীরস কিছুই না জানে কেবল আনন্দমঅ দেখ ত্রিভুবনে[৩১]।
আপনার শরীর কি হেন জানি[৩২] বাসে কৃষ্ণপ্রেমসাগরে সকল গোপী ভাসে।
গুরুজন-ভরছন[৩৩] কেহো নাহি মানে কি করিতে কিবা করে হেনঞি না জানে।
কেহো পানি আনিতে বুইলে[৩৪] দুগ্ধ আনি কেহো দুগ্ধ আনিতে বলিলে আনে পানি।
আসিতে বলিলে[৩৫] জাএ জাইতে বলিলে আইসে জে কাজ নিষধি তাই উদাইঞা বইসে[৩৬]

১ পা সারে প্রবর সেবিঞা, ক. গ সার পল্লব জপিঞা ২ পা গুণ শুনিল ৩ পা অনেক ৪ ঐ শুনিল ৫ পা সব জিব পাইল ৬ এ কাজের নাহিক, পা নাহি করি ৭ পা রস, ক. খ সবে বিনোদিল ৮ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৯ এ আঁখি ১০ ক. গ তবে কালসাপ জাতি ১১ পা ধ্বনি ১২ এ দেখিব ১৩ ঐ বেণুরব শুনি ধেনু ১৪ পা ধ্বনি শুনি আনন্দ সলিলে আখি ধোত্র ১৫ এ দিঞা রহে ১৬ পা ধরি- ১৭ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ১৮ পা উদ্দাম ১৯ ঐ দমড়ি ২০ এ রহে দুই কান ২১ ক. খ, এ কর্ণ ২২ এ মুখ ২৩ এ রহে, পা জাএ ২৪ পা দুকান সিঅরি ২৫ পা খরে ২৬ এ জানে ২৭ ঐ ধাএ সবে ২৮ পা শুনিঞা ২৯ ঐ পড়িল ৩০ এ কাঠের ৩১ ঐ কি হেন করিছে সভে আপনার মনে ৩২ ক. গ কেহো কেনে হেন করে ৩৩ ক. গ লাজ ভয় ৩৪ এ কহিলে, পা বুলে ৩৫ পা বলিতে ৩৬ ঐ করিবারে-, এ বাসে

আন কাজ শুধাইতে[১] আন কাজ কহে   আনকে ডাকিতে আন উত্তর জোগাএ।
কেহো পানি পিতে জলধারা দেই নাকে[২]   কেহো সে ভাতের গাস নাকে[৩] লঞা থাকে।
জেবা রান্ধে তাহার[৪] রান্ধনে নাহি ভাসে[৫]   গুরুজন-গঞ্জন আনে করে[৬] উপহাসে।
কেহো শুধ[৭] কাঠ[৮] খড়ে মিথা ফুক পাড়ে   শুধ[৯] উনানে কেহো মিছা[১০] হাণ্ডি[১১] নাড়ে।
জ্বালিল উনান কেহো[১২] নিভাইল লোহে   হাথে শুধ[১৩] খড় করি[১৪] ফুক পাড়ে[১৫] মোহে।
হলদি বেসার দিঞা কেহো[১৬] রান্ধে ভাতে   ঘৃত চড়াইঞা কেহো পানি দেই তাথে।
ভূমিতে তেলানি থুঞা কেহো মিথা[১৭] ভাজে   কেহো লোণ-মুঠা দেই পাএসের মাঝে।
বিনি তেল লোণে কেহো রান্ধিল বেঞ্জনে   হেনমতে রন্ধনের নানা ভরছনে[১৮]।
কারো কারো পরিষণের[১৯] কী কহিব কথা   ভাল এক না দেখিএ[২০] সকল বিতথা।
কেহো কেহো পরিষণে নিজ ছাআ দেখি   পরিষে মানুষ বলি হাসে সব সখী।[২১]
কেহো কেহো কৃষ্ণ-অভিসারের ত্বরাএ   পহিল ভাতের [পাতে] ব্যঞ্জন জোগাএ।
বিলম্বের ডরে কেহো নানা ছান্দ পাতে   রান্ধিঞা ব্যঞ্জন কেহো নাহি দিল পাতে।
কেহো কেহো জানিঞাঁ ছোআছুই[২২] করে পাতে   পহিল ভোজনে লোক[২৩]
উঠে আশোআথে।
হেনমতে ত্বরাএ বিকল গোপ[২৪]-বহু   তিলেকে[২৫] জুগেক[২৬] জাএ[২৭] কার প্রাণে সহু[২৮]।
কেহো কেহো ত্বরাএ করিঞা[২৯] গৃহকাজ   সব সখী মেলি করে অভিসার[৩০]-সাজ[৩১]।
কহে কবিশেখর কহিতে ভঅ বাসি[৩২]   কারে না বিকল[৩৩] কইল কাহ্নাএর[৩৪] বাঁশী [৩৫]॥[৩৬]

॥ অথ বেশ ॥

॥ শ্রী ॥

আরবার কাহ্নাই পুরিল জবে বাঁশী   গোপিকার[৩৭] বেশের কিছুই নাহি ভাসি।[৩৮]
কেহো কেশবেশ করে মুকুতার মালে[৩৯]   নআনে চন্দন কেহো কাজল কপালে।

১ পা করিতে ২ ঐ কানে ৩ এ অন্নের গ্রাস মুখে, ক. গ আন কানে ৪ পা কাহোর ৫ ক. গ রন্ধনে তাহার নাহি আস, এ ভাব ৬ এ করে অনেক ৭ ক. গ শুধু ৮ এ কাষ্ঠ ৯ এ শুধুই ১০ পা শুধু ১১ এ হাড়ি ১২ এ কারো ১৩ এ শুধু ১৪ এ কাষ্ঠ কেহো ১৫ পা দেই ১৬ ঐ শুধ ১৭ এ মিছা ১৮ পা ভর্ছনে ১৯ ক. গ পরিবেসণের ২০ পা দেখিল ২১ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ২২ এ ছোআছি, ক. খ ছেআছে ২৩ ক. খ কেহো ২৪ ক. খ করিল কুল ২৫ ঐ তিলেক ২৬ পা যুগ ২৭ ক. খ জাউ ২৮ পা সহি, এ সহে ২৯ পা সাজিঞা সাজিঞা ৩০ এ অভিমান ৩১ পা কাজ, এ সাজে ৩২ এ করি ৩৩ ক. খ পাগল ৩৪ পা কাহ্নাএ ৩৫ এ মুরারি ৩৬ অতঃপর এ-পুথির অতিরিক্ত, ইতি মুরলীখণ্ড ৩৭ এ গোপনারির ৩৮ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ৩৯ ক. খ হারে

দর্পণের বিম্বে কেহো কেহো দেখি[১] বেশে চরণের নুপুর কেহো পঢ়ে[২] নিঞা[৩] কেশে।
কটির কিঙ্কিণি কেহো পঢ়ে[৪] নিঞা গলে কেহো পাএ হার[৫] পঢ়ে[৬] কেহো ফুলমালে।
হাথের মুদড়ি[৭] কেহো করিল পাসলী পাসলী করিল কেহো হাথের মুদড়ি[৮]।
কাঁচুলি লইঞাঁ[৯] কেহোঁ পঢ়ে[১০] দুই পাএ চরণের তল[১১] মেলি দর্পণ দেখাএ।
হেনমতে বিতথা[১২] সকল অলঙ্কারে সভাকার[১৩] মন জেন[১৪] মজিল অভিসারে।
কেহো কেহো নিবিড় কৃষ্ণরতি[১৫]-আশে বিঘ্ন হেন মানিঞাঁ[১৬] না কইল লাসবেশে।
চুম্বরসে লাক্ষ্যা[১৭]-রাগ[১৮] না দিল অধরে আলিঙ্গনলোভে হার না পঢ়িল[১৯] উরে[২০]।
পরশের লোভে গাএ না দিল চন্দনে নুপুর মুখর বলি না দিল চরণে।
কেহো কেহো আপনা[২১] সাজিল সখী লঞাঁ কানুর গোপতপ্রেম-ভরসা বান্ধিঞাঁ।
কেহো কৃষ্ণসুখে আতি[২২]-অনাআত গাএ আপনার লাস বেশ করিতে লাজাএ[২৩]।
চমকি চমকি[২৪] উঠে কহে[২৫] স্বরভঙ্গে[২৬] কদম্বকলিকা-সম পুলকিত অঙ্গে[২৭]।
নআনে[২৮] আনন্দজল তিলেক না রহে হাথ থরহরি কাঁপে কিছু কইল নহে।
হেনমতে গোপীজন নানা বেশ করে তাহার[২৯] স্বামীহ বিষাদে[৩০] আথান্তরে[৩১]।
কেহো কেহো স্বামী ভাণ্ডে নানা পরকারে[৩২] রূপডাড়ি[৩৩] সাজিঞা পড়থা নাহি পারে[৩৪]।
কেহো কেহো আর[৩৫] সতী[৩৬] নারীর সমানে[৩৭] কত নারী প্রবোধে বচন[৩৮] নাহি[৩৯] মানে
কেহো কেহো জাবার[৪০] সংহতি-শুদ্ধি[৪১] চাহে কেহো মিছা ক্রোধে
স্বামী[৪২]-পাশ নাহি জাএ।
কেহো কেহো অশেষ পাষণ্ডী[৪৩] পাতি রহে ডাকিলেহো স্বামীর পাশ নাহি জাএ[৪৪]।
কাহারো[৪৫] স্বামী[৪৬] ধরি[৪৭] আনিঞা[৪৮] জুবতী কোলে করি শুতি রহে আনেক[৪৯] শকতি।
আপন শপতি দিঞাঁ রাখিলা বাঁধাঞাঁ[৫০] নদী-পানি রাখে জেন বাহু পসারিঞাঁ।

১ এ করে মুখ ২ ক. খ পরে ৩ এ লঞা ৪ পা পরে ৫ পা গাএ রহা ৬ ক. খ বান্ধে হার ৭ পা মুদমদড়ি, ক. খ অঙ্গুরী ৮ পা অরি ৯ এ আনিঞা, পা লঞাঁ ১০ পা পরে ১১ এ তলে ১২ ঐ বিতথ ১৩ পা সভাকা[র] ১৪ ঐ জে[ন] ১৫ এ কৃষ্ণের পিরিতি ১৬ পা মণিঞা ১৭ এ তাম্বুল ১৮ পা রস ১৯ ঐ পরিল ২০ এ গলে ২১ পা আপন ২২ পা অতি ২৩ ঐ আপনে যোধাএ ২৪ পা চাউকী ২৫ পা কেহো ২৬ পা সব অঙ্গে ২৭ পা অঙ্গ ২৮ ঐ নঅনে ২৯ পা তার ৩০ ঐ বিসাদ, এ হরিস- ৩১ পা অথান্তরে, এ বেআকুলে ৩২ ক. খ, এ প্রবন্ধে, পা নানা পরকারে স্বামী ভাণ্ডে ৩৩ এ, ক. খ ডালি ৩৪ পা পায়েড়ে ৩৫ পা অর ৩৬ এ সত ৩৭ পা সমাঝে ৩৮ এ প্রবোধ ৩৯ পা না ৪০ ঐ জবা ৪১ ক. গ বুদ্ধি ৪২ পা মীছা করি স্বামীর ৪৩ এ পাসণ্ড, পা সপাশণ্ডি ৪৪ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৪৫ পা কাহার ৪৬ ঐ সুস্বামী ৪৭ পা-এ নাই ৪৮ পা ধরিঞা ৪৯ ঐ অনেক ৫০ এ রোধিঞা

হেনমতে গোপী জবে[১] রহে সাজ করি তখনে[২] পুরিল কৃষ্ণ তেঅজ[৩] মুরলী[৪]।
বাঁশী-সান শুনি গোপী[৫] হাকলি বিকলি চন্দ্রের উদএ জেন সমুদ্র উথলি[৬]।
সঙ্কেত পাইঞা গোপী করিল পআনে চালিল সাপিনী জেন মন্ত্র নাহি শুনে।
গুরুজন পরিজন রহাইতে নারে বরিষার নদী জেন আতি দুরবারে।
কারো কারো স্বামী[৭] চরণ ধরিঞা রহে পাএ উঝটিঞাঁ জাএ পাছ নাহি চাহে।
কারো কারো স্বামী[৮] ধরি[৯] আনিল আধ বাটে রাখিল ঘরের মাঝে খিলাঞাঁ[১০] কপাটে।
ভুজে বেঢ়ি বান্ধি রহে কোলেত চাপিঞা[১১] প্রাণের[১২] অধিক তারে রাখিল ধরিঞা[১৩]।
সে সব সুন্দরী কৃষ্ণ-অভিসারে সাধে ভাবিঞা কান্দএ কিছু বিরহ[১৪]-বিষাদে।
সব সখীগণ জাব কানুর সমুখে সভারে সে প্রভু চাহিব[১৫] হাস্যমুখে।
সে হেন ত্রিভঙ্গ অঙ্গ না দেখিব আর[১৬] নানা ভাব[১৭] করিব কানুর মুখ দেখিবার[১৮]।
আজি হেন রাসরসে হইলাঙ বঞ্চিতে সে প্রভু না দেখি আহ্মা[১৯] কি করিব[২০] চিত্তে।
মোর নাম জখন[২১] পুছিব কৃপামএ উত্তর না দিব আনে মৎসর[২২] হৃদএ।
সে বেলাএ প্রাণনাথ[২৩] কি করিহে মনে[২৪] সে বোল[২৫] ভাবিতে গোপী ছাড়িল জীবনে।
কৃষ্ণ-রস[২৬] ভাবিতে ভুঞ্জিল কর্মফলে বিরহের তাপে পাপ[২৭] পুড়িল সকলে[২৮]।
পাপ-পূর্ণক্ষঅ[২৯] গোপী ত[৩০] হইল অদভুতে তখনি পাইল[৩১] চিদানন্দ নন্দসুতে।
হের দেখ নর গোপীনাথের[৩২] মহিমা ব্রহ্মা-আদি দেবতা জার না পাইল সীমা।
ব্রহ্মরূপ ভাবিতে না পাএ মুনিজনে আবলি সুখে তারে[৩৩] পাল্যে গোপীজনে।
এতেকে জানিল কৃষ্ণ পিরিতেসি[৩৪] পাই আচারবিচার-মুখে দিঞাঁ মেন ছাই।
হেনমতে[৩৫] গোপীর মরণ দেখি শুনি কেহো না নিষধে সভে[৩৬] চলিলা আপনি[৩৭]।
সব সখী সত্বরে চলিলা রাধা-ঠাই চলিলা রাধিকা জথা নাগর কাহ্নাঞি[৩৮]।
জেন বরিষার নদী করিঞাঁ[৩৯] উল্লাস গঙ্গাএ সভাঞাঁ জাঅ সমুদ্রের পাশ।

১ পা জন ২ ঐ তখন ৩ এ তৃতীয় ৪ পা মুরালি ৫ এ বাসির সবদ শুনি ৬ পা কি করিব কি বলিব হেনই না জানি ৭ এ কেহো ২ স্বামীর ৮ এ স্বামীতে ৯ পা-এ নাই ১০ ঐ দিঞা খিল ১১ এ করিঞা ১২ পা প্রাণ ১৩ ঐ রাখেত রোধিঞা ১৪ এ করিঞা ১৫ ঐ সভাকারে জে কিছু পুছিব ১৬ এ আখি ১৭ ঐ ভাবন ১৮ এ কাহ্নমুখ দেখি ১৯ পা দেখিঞা আমার ২০ ঐ করিছে ২১ পা জারে ২২ ঐ মো ছার ২৩ পা প্রা[ণ]নাথ ২৪ ঐ মোনে ২৫ পা এরূপ ২৬ পা-এ নাই ২৭ পা পা[প] ২৮ এ ভুঞ্জিল সকলে, পা সকল ২৯ পা পুণ্যক্ষ্যঅ ৩০ এ গোপীর ৩১ পা পাই ৩২ এ হাথের ৩৩ এ প্রেমভাবে ভজিঞা ৩৪ পা পিরিতে যে ৩৫ পা হেন[ম]তে ৩৬ এ কেহো ৩৭ পা আপনে ৩৮ ঐ কানাঞি ৩৯ পা স[ব]-

ঘোর অন্ধকারে গোপী জাএ সারি সারি মণির[১] কিরণ পথে[২] পড়িছে বিজরি[৩]।
বিনতানন্দন[৪] হেন জবে[৫] পাখ পাই উড়িঞাঁ পড়িএ জথা নাগর কাহ্নাই[৬]।
রাধা সব-আগে জাএ কহে হাসি হাসি দূতীকে অধিক[৭] কইল[৮] কাহ্নাইর[৯] বাঁশী।
পহিলে ডাকিঞা করাইলে গৃহকাজে[১০] দুঅজে[১১] ডাকিঞাঁ ঝাট করাইলে সাজে।
তেওজে ডাকাইল[১২] পথে[১৩] সভা নেবাবিঞাঁ[১৪] আপথেহো[১৫] নেআএ[১৬] অভঅদান দিঞা।
ভাল বংশে[১৭] জনমিল কাহ্নুর[১৮] মুরালী কৃষ্ণের অধর পিঞা ডাকে জে[১৯] গোআলী[২০]।
হেনমতে[২১] রঙ্গে ঢঙ্গে জাএ তত[২২] গোপিনী[২৩] জথা বেণু পুরে[২৪] সে[২৫] রসিক[২৬]-শিরোমণি।
কহে কবিশেখর গোপীর অভিসারে জা[২৭] শুনিলে[২৮] অভিসার না হএ[২৯] সংসারে[৩০]।
গোপলিবিজঅ নর শুন মন দিঞা দুই লোকে সুখ[৩১] ভুঞ্জ[৩২] নাচিঞা গাইঞা ॥[৩৩]

॥ মল্লার[৩৪] ॥

এক ঠাই ডাগুাইলা সকল গোআলী আশে পাশে গাএ পাএ[৩৫] সকল নেহালী।
খসিল জে[৩৬] নীবিবন্ধ[৩৭] বান্ধে বারে বারে মালা ফাগু চন্দন সাজিল উপহারে।
রাধা-আদি করি জত[৩৮] গোআলা-রমণী শুভ বেলাএ[৩৯] ভেটিলা নাগর-শিরোমণি।
গোপী দেখি গোপীনাথ অধিক লীলাএ হাসিঞা তেরছ চাএ মুরলী বোলাএ[৪০]।
তা দেখি মজিল[৪১] রসে[৪২] আহীরের নারী[৪৩] আপনা[৪৪] না চিহ্নে[৪৫] গোপী মদনে পাগলী।
সারি বান্ধি গোপিনী রহিলী[৪৬] থরে থরে জতেক মদনভাব সকল উভারে।
এক[৪৭] কৃষ্ণ রঞ্জিল সকল গোপনারী একা চান্দে তোষে জেন সকল[৪৮] চকোরী।
তথি মন বুঝিবারে[৪৯] রসিক গোপালে অধোমুখে রহে কাহ্নু গোপীরা নেহালে[৫০]।

১ ঐ মুনির ২ পা গাএ ৩ এ বিজলি ৪ পা বিনতানন্দ[ন] ৫ এ সব গোপী বোলে পাখি হেন ৬ পা কানাঞি ৭ পা -অধিক ৮ পা কই, এ হইল ৯ পা কানাইর ১০ এ গেহ কাজ ১১ পা দুতিএ ১২ এ তিয়জে ডাকায় ১৩ পা পথ ১৪ ক গ নিবারিআ ১৫ এ সুপথেহো, পা আপথে হইলে, ক থ অপথেহ ১৬ ক থ নিআএ ১৭ ক থ রশে, পা বসে ১৮ ক. থ কোহ্নের ১৯ পা-এ নাই ২০ এ, পা গোপনারী ২১ ক থ নানা ২২ এ হেন রঙ্গে ঢঙ্গে জাএ ২৩ এ, ক. থ রাধিকা তরুনি ২৪ পা-এ নাই ২৫ এ রব ২৬ এ, ক থ নাগর ২৭ পা-এ নাই ২৮, পা জানিলে ২৯ ঐ করি ৩০ ক থ ঘরে পাই নন্দের কুমারে ৩১ এ সুখে ৩২ পা ভুঞ্জে ৩৩ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি উতকণ্ঠিতা অভিসার ৩৪ পা-এ নাই ৩৫ ঐ গাএ ৩৬ পা-এ নাই ৩৭ ক. থ খসিল খসিল নিবি ৩৮ ক. থ আগুসারি সব ৩৯ এ বেলে ৪০ এ বাজাএ, ক. থ বাজাএ আপনে ৪১ ক. থ কহএ ৪২ পা সব, ক. থ কিছু ৪৩ এ আহের নাগরি, ক. থ কহএ কিছু আইহনরানি ৪৪ পা আরতি ৪৫ পা চিনে ৪৬ এ সব গোপি রহে, পা রহিলা ৪৭ পা অনে ৪৮ এ কতেক ৪৯ ঐ বস বাঢাইল ৫০ এ নাহি চাহে গোপী পানে

কৃষ্ণের বিরস মুখে দেখিঞাঁ গোপীজনে   মরণ-অধিক মানি করএ রোদনে।
কেহো অধোমুখে পাএ ভূম্যে[১] বেখ[২] লেখে   শোকে ভূমি প্রবেশিতে[৩] কিবা পথ দেখে।
কেহো দেহ ভিজাইল লোহের হিল্লোলে   আপন আহুতি[৪] দিতে গাএ[৫] ঘৃত ঢালে।
কেহো কেহো অবিরত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে[৬]   উপহার গন্ধ মাল্য কইল নীরসে[৭]।
কেহো একদৃষ্টে[৮] কৃষ্ণমুখ চাহি বহে[৯]   কেহো কেহো কানে সানে[১০] নানা কথা কহে।
কেহো কেহো হিফিঞা হিফিঞা[১১] কান্দে শোকে   কেহো গাওঁ দেখাইঞাঁ দাণ্ডাএ[১২] আলোকে।
রাধিকা সুন্দরী একে[১৩] সখীগলে[১৪] ধরি   গ্রীবা ভাঙ্গি রহে জেন কাচেব পোঁতলি।
দেখিঞাঁ গোপীর এত প্রেমের বিলাসে[১৫]   মুচুকি হাসিঞা প্রভু সভাবে সম্ভাষে।
কেহ্নে[১৬] হেন সাহস করিলে গোপনারী   কেমতে আইলা পথে ই[১৭] ঘোর আন্ধারি[১৮]।
সে হেন স্বামীর কোল ছাড়িলে[১৯] কী কাজে[২০] কেহ্নে বা[২১] ছাড়িলে কুল শীল ভঅ লাজে[২২]।
কুলের বহুআরী হঞা এত আছিদরী[২৩]   দুই কুল দুই লোক কেহ্নে[২৪] নাশ[২৫] করি।
স্বামী ছাড়িঞা[২৬] তিবিব[২৭] নাহি আন[২৮] গতি   জাহার সেবাএ হএ[২৯] ভকতি মুকতি।
হেন নিজ কুলধর্ম ছার কাহে[৩০] লাগি   কি রস পাইঞা লোকে হও[৩১] দোষভাগী।
কুলধর্ম ছাড়িলে কাহাকো[৩২] নাহি পাই   বেদপথ লঙ্ঘিলে[৩৩] কোথাহোঁ নাহি ঠাই।
বুঝিল বেভার[৩৪] গোপী চল জাহ ঘব   তো সভা চাহিঞা তোর[৩৫] স্বামী জে[৩৬] বিকল।
জবে রোষে তোহ্মা[৩৭] সভা ছাড়ে নিজ পতি   তবে কী করিবে[৩৮] কহ সকল জুবতী।
আপনা আপুনি সভে করাহ[৩৯] জাতিনাশে   ঘরে সভে মরিবে সভার উপহাসে।
নিজপতি ছাড়ি জাহ[৪০] পরপতি-আশে   আনের সনে তাহার কী পিরিতি[৪১] ভাসে।
ভাল হইল আহ্মারে[৪২] দেখিলে ঘর জাহ   ঘরেব[৪৩] স্বামী ছাড়ি কেহ্নে[৪৪] বনে দুখ পাহ।
এতেক নিরাশ[৪৫] জবে বইল বনমালী   কাষ্ঠের পোতুলি জেন রহিলা গোআলী[৪৬]।

---

১ এ নথ ২ পা-এ নাই ৩ ঐ পরসিতে ৪ পা আওতি ৫ এ কিবা ৬ পা দির্ঘশ্বাষ বহে ৭ এ হইল নিরাসে ৮ পা এ নাই ৯ পা [ব]হে ১০ এ কাহাবে সানে মানে ১১ পা হেঁকটা বাধিঞা ১২ ঐ ডাণ্ডাএ ১৩ এ এক ১৪ পা জনে ১৫ পা বিসালে ১৬ পা কেনে ১৭ ঐ এ ১৮ ঐ আধারি ১৯ এ তেজিলে ২০ ঐ দেখি ২১ পা কেমতে ২২ এ ঘর কহ সব সখি ২৩ ঐ সাহস, পা আছিধরী ২৪ পা কেনে ২৫ ঐ না ২৬ পা ছাড়ি ২৭ এ নারীর ২৮ পা এ নাই ২৯ পা হাথে ৩০ ঐ কার ৩১ এ এত হইবে ৩২ পা কাহাকেহো ৩৩ এ ছাড়িলে ৩৪ পা বেবার ৩৫ ঐ তোমারে চাহিঞা তোমার ৩৬ পা-এ নাই ৩৭ পা তোমা ৩৮ এ করিল ৩৯ এ করিলে ৪০ এ জার ৪১ এ আন সনে তাহার পিরিতি কি ৪২ পা আমারে ৪৩ পা গৃহে ৪৪ ঐ কেনে ৪৫ এ নিরস ৪৬ ঐ সুন্দরি

তবে সে রাধিকা-আদি সখী পাঁচ সাতে   কান্দিঞা কান্দিঞা কিছু কহে প্রাণনাথে ।
পরপ্রাণ লঞা কত পাতহ ঢামালি   কি বোল বুলিঞা সুখ পাইলে বনমালী ।
শিশুকাল হইতে তোহ্মা[1] জানিএ গোসাঞি   তিরিবধ-পাতকে তোহ্মার[2] চাঞি[3] নাঞি ।
শিশুকালে স্তনপানে বধিলে পুতনা   না জানি জৌবনে কত বধ গোপীজনা ।
সহজে তোহ্মার[4] গুণে আকুল পরাণ[5]   আর তাহে মোহন বাঁশীর সান ।
এ ভর জৌবন আর এ মধুজামিনী   কত না সহিল হএ[6] অবলা পরাণি ।
বিষম কুসুমশর কাহো নাহি মানে[7]   ধৈরজ-সন্নাহ[8] কাটি করে[9] খান খানে[10] ।
লোমে লোমে বিন্ধিঞা করিল জরজরে   আশ পাশ বিন্ধিঞা বিন্ধিল ফুলশরে[11] ।
কি করিব কুল শীলে কিবা[12] লাজ ভএ[13]   তোহ্মা[14] না দেখিলে প্রাণ তিলেক না রএ[15] ।
আর জত দুখ সুখ সব প্রাণে সহে   তোহ্মার[16] বিরহ প্রাণে[17] সহনে না জাএ ।
এ হেন মোহন[18] রূপ[19] জবে না দেখিব   কহ[20] দেখি কি ছার কাজের লাগি জীব ।
জেবা কিছু কহিলে নারীর[21] কুলধর্ম   প্রাণপতি-সেবা বিনে নাহি কোন কর্ম ।
সে সব সে দেব সাখি[22] ইথে নাহি আন   ইহাসি[23] ছাড়িঞা গোপী না ছাড়িব কান ।
গৃহপতি গ্রহপতি তোম্বে[24] প্রাণপতি   তোহ্মা[25] ছাড়ি[26] গোপীর আন[27] নাহি গতি[28] ।
তোহ্মা[29] বই সবে ছাড়ু[30] তাহে নাহি ডর   সে ডরাউ[31] জে করিবে স্বামী লঞা ঘর ।
জে বলে সে বলু গোপী তোহ্মাতে[32] শরণ   ছাড়িলেহো না ছাড়িব তোহ্মার চরণ[33] ।[34]
ভালে তুহ্মি[35] শরণ-পঞ্জর নাম ধর   ভালে তোহ্মাকে বলে[36] ভকতবৎসল ।
প্রেমের অধীন তোহ্মা[37] বলে কোন জনে[38]   দীন দআল তুহ্মি[39] এই সে লক্ষণে ।
তোহ্মারে[40] না দিএ[41] দোষ আপন কপাল   পূর্ণিমার চাঁন্দে মোরে[42] ভই গেল আন্ধার ।
বিধাতা নিঠুর হইলে সভেঞি নিঠুর   ধরিল কলপতরু ভই গেল ধুথুর ।
আপনার অভাগী ভাবিতে প্রাণ ফুটে   অমৃতে ঢাকিল গাও হইল কালকূটে ।

১ পা তোমা ২ ঐ তোমার ৩ এ দযা ৪ পা তোমার ৫ এ পরানি ৬ পা সহিতে পারে ৭ পা মানি ৮ এ লাজ ৯ ঐ কইল ১০ পা থানি থানি ১১ ঐ ফুলঘরে ১২ এ কি করিব ১৩ পা ভঅ ১৪ ঐ তোমা ১৫ ঐ রঅ ১৬ পা তোমার ১৭ এ গাএ ১৮ এ মধুর ১৯ পা রস ২০ পা ক[হ] ২১ এ স্ত্রির ২২ ঐ বেদের বোল ২৩ পা ইহা ২৪ এ তুমি গৃহপতি তুমি ২৫ পা তোমা নিজ ২৬ এ ছাড়িঞা ২৭ পা-এ নাই ২৮ এ মতি ২৯ পা তোমা ৩০ পা ছাড়ুক ৩১ পা ডরাবে ৩২ পা তোমাতে ৩৩ পা পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৩৪ পরবর্তী ছএটি পা-এ নাই ৩৫ এ তুমি ৩৬ ঐ তোমাকে লোকে ৩৭ ঐ তোমা ৩৮ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৩৯ পা তুমি ৪০ ঐ তোমারে ৪১ এ কি দিব ৪২ পা চাঁদে মোর

কিবা করাইতে[১] মারে করমের[২] দোষে   বরিষার বাদলে যেন চাতক মরে শোষে[৩] ।
দিলেহো না দেই বিধি আতি নিরদএ[৪]   চকোরী পিআসে মরে[৫] চন্দ্রের উদএ ।
দআ কর গোপীনাথ চাহ মুখ তুলি   হাসিঞা অমৃতে সিচি জীআহ[৬] গোআলী ।
এহেন মধুর বাঁশী কেহে[৭] বা বোলাহ   গোপনারী দগধিঞা[৮] কিবা[৯] সুখ পাহ ।
কাম[১০]-সাপে দংশিল জিনিল ফুল-শরে[১১]   অনাথী গোপিনী ভাসে গরলসাগরে ।
কালির[১২] দমন কৃষ্ণ কিকে কর[১৩] আনে   হাসিঞা নাশহ বিষ দেহ জীউ দানে ।
তুহ্মি[১৪] যবে কৃপা না করিবে কৃপাসিন্ধু   তোহ্মা[১৫] বহি গোপিকার কেবা আছে বন্ধু ।
কিবা শাস্তি দেহ[১৬] কিবা করহ প্রসাদে[১৭]   তোহ্মার[১৮] চরণ[১৯] গোপী না ছাড়ে প্রমাদে[২০] ।

এত বলি রাধিকা[২১] ধরিল কৃষ্ণপাএ   নআনের[২২] জলে দুই চরণ ধোআএ ।
আর যত[২৩] গোপীজন কাতর-নআনে[২৪]   দুই হাথ জোড় করি রহে প্রভু[২৫]-থানে ।
গোপীর কাতর বোল শুনিঞা গোপালে   দআর সাগর-মাঝে পড়িলা পাথারে ।
কহে কবিশেখর গোপীর অনুরাগে   পদে পদে ভকতজনার মনে[২৬] লাগে ।
গোপালবিজঅ নর শুন একচিত্তে[২৭]   পাইবে পরম সুখ ভাবিতে ভাবিতে[২৮] ॥[২৯]

॥ বসন্ত[৩০] ॥

তবে দেব[৩১] চিদানন্দ নন্দের তনএ   গোপীর বেহাররসে[৩২] বাঢ়াল [৩৩]হৃদএ[৩৪] ।
তখন রসিক কানু সরস-নঅনে[৩৫]   একে একে হাসিঞা নেহালে গোপী[৩৬]-জনে ।
চরণের নখে[৩৭] হইতে সর্বাঙ্গে নেহালি   গোপীরূপগুণ-ভোলে[৩৮] পড়িলা মুরারি ।
সমঅ বুঝিঞা তবে সব গোপীজনে   সমুখে ভেটিল[৩৯] গন্ধ মাল্য আভরণে[৪০] ।
তার[৪১] কিছু কিছু[৪২] আমোদিঞাঁ গোপীনাথে   সেই উপহারে থুইল সেই গোপীহাথে ।
তবে রসে[৪৩] হাসিঞা রাধারে কোলে করি   চিবুক ধরিঞাঁ মুখ তোলএ[৪৪] শ্রীহরি ।

---

১ এ কিরাইতে ২ পা করমে ৩ এ জগতে চন্দ্রমা ভাল নলিনী কে বোধে ৪ পা নিরদঅ ৫ পা ম[রে] ৬ পা রাখহ ৭ পা কেনে ৮ পা দগদিঞা ৯ এ বিদগধিঞা কত ১০ পা কাল ১১ পা বাতাশ্বরে, এ ঘরে ১২ পা কালী ১৩ এ কিসে কইলে ১৪ পা তুমি ১৫ ঐ তোমা ১৬. পা করহ ১৭ ঐ প্রসাদ ১৮ পা তোমা ১৯ পা বচন ২০ ঐ প্রমাদ ২১ এ সুন্দরি ২২ পা নঅনের ২৩ এ সব ২৪ এ বচনে ২৫ পা থানে ২৬ এ পদে, পা মন ২৭ ঐ মনে ২৮ এ মনের ভাবনে ২৯ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি শ্রীরাধামাধবসাক্ষাৎ সংবাদ ৩০ পা-এ নাই ৩১ এ নন্দ ৩২ পা রস, ক. গ বিহার ৩৩ এ, ক. খ বাঢ়িল ৩৪ পা হিদঅ ৩৫ পা বদনে, এ সব সখিজনে ৩৬ এ নেহালে হাসিঞা সব ৩৭ পা নখ ৩৮ ঐ লোভে ৩৯ পা -গিঞা ৪০ ঐ অভরনে ৪১ পা তারা ৪২ পা-এ নাই ৪৩ এ সভে ৪৪ পা তোলে

মুখ দেখি দেখি পুছে মধুর[১] বচনে তুহ্মি[২] প্রিএ দেখিঞাছ মোর বৃন্দাবনে[৩]।
ত্রিভুবনে জতেক মধুর তরু[৪]লতা জার জার ভাল ভাল ফুল ফল পাতা।
দশ দিগপালে[৫] জার দশ দিগ পালে রাতিদিনে ফিরে জাহে[৬] কাম-কোটোআলে।
হেন[৭] বৃন্দাবন[৮] প্রিএ বনের ভিতরে তোহ্মা[৯] সভা লাগি স্থজিল[১০] কুতুহলে[১১]।[১২]
দশ দিগ চাহি[১৩] বৃন্দাবনের লাগিঞা পারিজাতপুষ্প-আদি আনিল হরিঞা।
বিশ্বকর্মা আসি কইল বনের পত্তনে ছঅ ঋতু বন পালে করিঞা জতনে।
আজি সে সফল হউ[১৪] আহ্মার[১৫] প্রআসে একে একে দেখি বুল[১৬] হাস-পরিহাসে।
এত বলি বিজঅ করিল গোপীরাএ চারি দিগে গোপীজনে বেঢ়িল লীলাএ।
মাঝে রাধিকার[১৭] কান্ধে দিঞা বাম হাথে আর হাথে কমল ফিরাএ জগন্নাথে[১৮]।
একে কাল গাও[১৯] আরে সর্বাঙ্গে চন্দনে আরে নানা অলঙ্কারে মোহে ত্রিভুবনে।
গরুআনাগর-ছান্দে বান্ধে[২০] উভ চুড়ে তাহে গন্ধে আঁধল[২১] ভ্রমরগণ উড়ে।
উপরে মউরপুচ্ছ করে ঝলমলে হাসি হাসি[২২] মদনমন্থরগতি চলে।
সোনার পাঙড়ি[২৩] পাএ[২৪] জাঅ অঙ্গ[২৫] ঢালি বাম দিগে লক্ষ্মীসম[২৬] রাধিকা স্থন্দরী।
ঠাই ঠাই রহিঞা রহিঞা[২৭] জতুরাএ তেরছ মুরলী[২৮] আগে সকল দেখাএ।
হেনমতে চলি জাএ নটবরছান্দে বৃন্দাবন আলো[২৯] কৈল[৩০] বৃন্দাবনচান্দে।
তখন পূর্ণিমার শশী উইল[৩১] আকাশে দিবসকে[৩২] অধিক দেখি রজনীবিশেষে[৩৩]।
বৃন্দাবন-পরিখ্যা[৩৪] বাহির চারিভিতে[৩৫] কণ্টকিত কুস্থমকানন বিপরীতে[৩৬]।
তথি বইসে[৩৭] শশক[৩৮] হরিণ জত জাতি মউর তিত্তির[৩৯]পক্ষী[৪০] কত কত[৪১] ভাতি।
হিংসা হিংসক নাহি জত জন্তু বইসে ত্রিভুবননিঅম[৪২] নাহি স্বভাবে প্রকাশে।
হংসকারণ্ড[৪৩]-আদি জত জলচরে[৪৪] সব কাল কেলি[৪৫] করে পরিখ্যা[৪৬]-ভিতরে[৪৭]।
শ্রবণে মধুর[৪৮] ধ্বনি করে সর্বক্ষণে[৪৯] কৃষ্ণ বিনে কেহো কিছু আর নাহি জানে[৫০]।

১ পা মধু ২ পা তুমি ৩ ঐ বৃন্দাবন ৪ পা ত্রিন ৫ ঐ দিগপাল ৬ এ জার ৭ পা -মতে ৮ ঐ বন ৯ ঐ তোমা ১০ এ লাগিঞা সাজিল ১১ পা কৌতুকে ১২ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ১৩ এ -চাহি ১৪ এ হইল ১৫ পা আমার ১৬ এ বনে ১৭ ঐ শ্রী- ১৮ পা লিলাএ দখিন হাথে ফিরাএ কমলে ১৯ এ স্থাম সরির ২০ ঐ শোভে ২১ এ আকুল ২২ পা হাসিঞাঁ হাসিঞাঁ ২৩ এ পাউড়ি ২৪ এ তাহে ২৫ পা জা অঙ্গ ২৬ এ মনোহরা ২৭ পা-এ নাই ২৮ এ বাশির ২৯ পা আল ৩০ ঐ প্রবেসিল ৩১ এ হইল ৩২ পা দিবস ৩৩ এ পরবেসে ৩৪ পা পরিক্ষ্যা, এ পরিখা ৩৫ পা বাহিরে চারিতে ৩৬ এ চারিভিতে ৩৭ ঐ বসে ৩৮ পা সকল ৩৯ এ আর ৪০ পা পক্ষ ৪১ ঐ জত জত ৪২ পা বিভুব নিঅব ৪৩ পা ককরণ্ড ৪৪ পা জলচর ৪৫ ঐ ক্রিড়া ৪৬ এ পরিখা, পা, পরিক্ষ্যা ৪৭ পা ভিতর ৪৮ এ মঙ্গল ৪৯ পা ক্ষন, এ কাল ৫০ পা নাহি জানে আর

জরা মৃর্তু্য ভঅ নাহি সদাএ[১] আনন্দে[২] কৃষ্ণনাম কইলে[৩] হেঠ মাথা করি বন্দে[৪]।
কেহো কেহো কৃষ্ণের[৫] বিক্রম জশ গাঅ কৃষ্ণ-আগমন শুনি প্রাণপণে ধাঅ।
কৃষ্ণের দোপাশে সব[৬] রহে[৭] সারি সারি হেনমতে মৃগপক্ষ তথি[৮] অবতরি।
ব্রহ্মাদি-দেবতা সব রহে[৯] এই[১০] পার পরিখ্যা[১১]-ওপার[১২] নাহি কাহার সঞ্চার।
পরিখ্যা[১৩] দেখিঞা মনে লাগে চমতকারে[১৪] দেখিতে সুগম বনে[১৫] লঙ্ঘিতে না পারে[১৬]।
ভিতরে বাহিরে[১৭] সব ফটিকের[১৮] বান্ধা অগাধ সলিলে জল বুলি লাগে ধান্দা[১৯]।
কোন গোপী জল বলি উঠিঞা না জাএ[২০] বসন ভিজিলে কিছু[২১] পরতীত পাএ[২২]।
তা দেখি[২৩] মুচকি হাসে[২৪] রাধিকা সুন্দরী সব গোপী অদভুত সাগরে সাঁতরি।
তবে কৃষ্ণ গরুড়ে করিল সভা পার রসের সাগরে গোপী পড়িলা[২৫] পাথার।
শুধই[২৬] সুবর্ণভূমি তাহে[২৭] নানা রত্নে ব্রহ্মার বাপেহোঁ তেন নির্মাণ না জানে[২৮]।
সেই বৃন্দাবনে[২৯] গুণ কি[৩০] কহিব কাহে ভোখশোষদুখ-আদি কিছু নাহি তাহে।
বৃন্দাবনে তরুলতা দেখি গোপনারী[৩১] কি দেখিব কি কহিব[৩২] জানিতে না পারি।
আনহি গাছের ছাল[৩৩] আনহি বাকলে[৩৪] আনহি সে ডাল[৩৫] পাত আনহি সে মুলে[৩৬]।
নিওই নৌতুন জার[৩৭] ফল ফুল পাতে আজরা[৩৮] আমরা[৩৯] ক্ষঅ বৃদ্ধি[৪০] নাহি তাতে[৪১]।
চন্দ্রকান্তি মনিমঅ সভার[৪২] আহরি[৪৩] সূর্য হইলে[৪৪] আপনেহো[৪৫] করএ[৪৬] ছাহরী[৪৭]।
কোন নামে কোন গাছ চিহ্নিতে[৪৮] না পারি ফিরি ফিরি দেখি সব[৪৯] আখি না পাছাড়ি।
সেই নামে গাছ[৫০] পুনঃ সেই ছাল[৫১] নহে সেই ডাল সেই[৫২] ফুল আন গুণ রহে[৫৩]।
দেখিতে দেখিতে গোপী লাগে[৫৪] চমৎকারে আতিরসে[৫৫] কানুরে[৫৬] শোধাএ বারে বারে।
গোপীর আরতি বুঝি চতুর শ্রীহরি কহিব সকল বলি তোষে গোপনারী[৫৭]।

১ পা সদাই ২ ঐ আনন্দ ৩ এ বইলে, ক. খ নহিলে, পা করিলে ৪ এ কান্দে ৫ পা কৃষ্ণর ৬ এ বসি ৭ পা [র]হে ৮ এ ইথি ৯ পা [র]হে ১০ এ পরিথার ১১ পা পরিক্ষ্যা ১২ এ পরিথার পার ১৩ পা পরিক্ষ্যা ১৪ ঐ চমতকার: ১৫ এ বেগে ১৬ পা লাগে চমতকারে ১৭ পা বাহির ১৮ ঐ সুবর্ণের ১৯ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ২০ পা কোন:কোন গোপী তিরে স্থল বলি ২১ এ কেহো ২২ পা জাএ ২৩ এ দেখিঞা ২৪ ঐ হাসেন ২৫ পা পড়ি ২৬ এ শুদ্ধ ২৭ পা নানা রত্ন তাহে ২৮ এ জাএ ২৯ পা বৃন্দাবন ৩০ পা-এ নাই ৩১ পা গোপলাপনারি ৩২ এ বলিব ৩৩ পা পাতা ৩৪ পা বাকল ৩৫ পা, ক. খ গাছের ৩৬ ক. খ সে মুলে, পা ফল ফুলে ৩৭ ক. খ তার ৩৮ ক. খ অজয়, এ অজর ৩৯ এ অমর ৪০ পা বৃর্দ্ধ, এ জরা মৃত্যু ৪১ পা তাহে ৪২ পা অভাব ৪৩ ঐ আহীরি ৪৪ পা ছলে ৪৫ ঐ আপনেঞী ৪৬ এ রহে, পা থাকে ৪৭ পা জল ভরি ৪৮ পা চিনিতে ৪৯ এ ফল ফুল দেখি কেহো ৫০ ঐ ধরে ৫১ এ ছাদ ৫২ ঐ -রূপ ফল ৫৩ পা ধরে ৫৪ এ দেখিএ। সভার মনে পাইল ৫৫ পা অতিরসে ৫৬ ঐ -রে ৫৭ এ তুসিল সুন্দরি

আখি ভবি সুখে দেখ বইল কাহ্নাই[১] চিনিল চিনিল গাছ নিকটে চিনাঞি।
পহিল প্রবেশ হেম[২]-কদলীর[৩] বনে মন দিঞা উরু দুই ঢাকিহ জতনে।[৪]
জার লাগি সভে কইল বৃন্দাবনবাসে আজ্ঞিহো পবন-ছলে কাপিএ তরাসে।
কেহো না জাইহ বামকদলীব পাশে ভআনকে ভঅ দিলে বড দোষ আইসে।
হেমকদলীর ফলেব কি কহিব গুণে[৫] খাইতে[৬] সুধারস কেহো[৭] নাম[৮] নাহি শুনে।
একু বেলে সভারে কহিঙ[৯] চন্দ্রমুখী জত ভক্ষ্য[১০] ফলের রক্ষক[১১] শুকপাখী।
ইহা বহি দেখ প্রিএ আম্রের উদ্যান[১২] সব দিগে সৌসব[১৩] বিধির নিরমান[১৪]।
ফুলের ফলের ভবে ভূম্যে নাম্বে[১৫] ডালে কাঁচা পাকা ডাকর পাইএ সর্বকালে[১৬]।
পাকাফল-গন্ধে দেবলোকে জাএ সাধে[১৭] রাধার অবব জেন[১৮] মধুব সোআদে।
রসমঅ ফলে[১৯] আঠি আছে বা না আছে পবশিতে মিলাএ[২০] আলগ বহে গাছে।
কোকিল রক্ষক ইথি থাকে অহোনিশি কুহু কুহু কবিঞা ফুকবে বাব মাসি[২১]।
ইহা বহি দেখ বাধে নারিকেলবাডি সুবর্ণেব কাঅ মবকতেব বালডি[২২]।
অমৃতে পুরিল শুধ সুবর্ণেব ফল জল পিলে খিধা তৃষা নাশএ[২৩] সকল।
মুনির সমান জেবা কিছু আছে তথি দেবেহো না পাইল তাহা পওনিধি মথি[২৪]।
তোহ্মা[২৫] সভার পওধব[২৬] নামতেজ ধবি নাবিকেল-ফল ধবে এতেক মাধুবী।
নানা পুষ্পলতা আলিঙ্গন নানা[২৭] ছান্দে স্বছান্দে ভ্রমবগণ পিএ মকরন্দে[২৮]
ইহা বহি দেখ প্রিএ গুবাকের বনে[২৯] যৌসরে পাতিল[৩০] ধাডি দেখি[৩১] বিলক্ষণে[৩২]।
রজতের কাঅকাণ্ড মবকতের বালডি[৩৩] সুবর্ণেব ফল ফুল দেখি সারি সাবি[৩৪]।
সুগন্ধি মধুব ফল দেখিতে সুন্দরে[৩৫] মুখে দিতে কপূর্ব-তাম্বুল বাগ ধবে।
গাএ গাএ আলিঙ্গিল[৩৬] নবঙ্গেব[৩৭] লতা মধু পিঞা ভ্রমবা ভ্রমবী[৩৮] বহে[৩৯] মাতা।[৪০]
কৌতুকে না কর কোলে গুবাকেব[৪১] গাছে মাঝা দেখি লাজ ভএ ভাঙ্গি জাএ পাছে।

১ পা বলিল কানাই ২ পা বনে তেন ৩ পা, ক গ কদম্বের ৪ পরবর্তী দুই ছত্র পা এ নাই ৫ পয়ারের অংশটি পা এ নাই ৬ পা খাই ৭ পা এ নাই ৮ ঐ মন ৯ পা কহিল ১০ পা ভক্ষ ১১ এ রসিক ১২ ক খ নির্ম্মাণ ১৩ ঐ সে সিব ১৪ পা নির্মাণ ১৫ পা নোঙে ১৬ পা সর্ব্বকাল ১৭ এ, ক গ সাদে সাদে ১৮ এ বস ১৯ পা নিধি ২০ ঐ মীল হাথে ২১ এ ডালে বসি ২২ পা বাডি ২৩ ঐ নিবারণ লাগে ২৪ পা পয়োধি মথনে ২৫ ঐ তোমা ২৬ ঐ ওবর ২৭ এ মনি ২৮ পা মকবন্দ ২৯ ঐ বন ৩০ পা যোসরে পাখিল ৩১ এ আতি ৩২ ক খ বিলক্ষণ ৩৩ পা বাডি ৩৪ এ সব দেখি ৭ সকলি ৩৫ পা যুন্দর ৩৬ পা আলিঙ্গন ৩৭ পা, ক. গ রঙ্গে ৩৮ পা ৭ নাই ৩৯ ক. খ মধু, পা ভ্রময়ে মধু ৪০ অতঃপর পা-এর অতিরিক্ত, যুলে জিনিবাবে চাহে তোমার অধবে। ৪১ পা গুবা

হেন নানা রঙ্গে দেখি গুবাকের বন   দাড়িম্বের বন গেলা লঞা গোপীজন[১]।
হের দেখ রাধিকা দাড়িম্ব অভিমানে   তোহ্মারে[২] জিনিতে তপ করে নিজ[৩] গণে।
ফুলে জিনিবারে চাহে তোহ্মার[৪] অধরে   ফলে জিনিবারে চাহে তোহ্মার[৪] পওধরে।
দশন জিনিতে চাহে পরিণত[৫] বীজে   হরি হরি তরু হঞা ধরে এতে তেজে।
হোর দেখ দাড়িম্ব পাকিল[৬] অতিপাকে[৭]   এ তোহ্মার[৮] কুচ দেখি[৯] বিদারিল শোকে।
হোর তথি বীজ দেখ[১০] মাণিকসমানে   দশনে হানিঞাঁ[১১] তথি রহে[১২] অপমানে।
ইথি এক বোল বুলি শুনহ[১৩] সব নারী[১৪]   আলপ লোকের গরব[১৫] সহিতে না পারি।
আনিঞাঁ[১৬] দাড়িম্ব-বীজ দংশহ আপনে[১৭]   জঅ পরাজঅ[১৮] আজি দেখুক সব জনে।
এত রস বাঢ়াইল রসিক গোপালে   বিল্ববনে উত্তরিঞাঁ[১৯] চৌদিগ নেহালে[২০]।
পাকা বিল্বজুগল দেখিএ[২১] ঠাই ঠাই   গোপীকুচ[২২] দেখি হাসি[২৩] কহে[২৪] গোবিন্দাই।
হোর দেখ শ্রীফলের অভাগ্যের[২৫] ফলে   হেন কুচ জিনিতে আকাশে তপ করে।
ঘুচাহত চন্দ্রমুখী[২৬] বুকের আচলে   স্তনে শ্রীফল[২৭] দেখি কতেক আন্তরে[২৮]।
এত নানা পরিহাসে কহিঞাঁ[২৯] গোপীরাএ   নানা রঙ্গে পাকিল[৩০] নারেঙ্গ-বন জাএ।
নারেঙ্গ আনিঞাঁ[৩১] রঙ্গে কহেন্ত[৩২] শ্রীহরি   আইসহ রাধার[৩৩] অধর-সম[৩৪] করি।
নহে এক বার কুচে করে ধরি[৩৫]-সিঞাঁ   নারেঙ্গের আড়ম্বরি পেলাঙ[৩৬] ভাঙিঞাঁ।
এত বলি কৃষ্ণ জবে গোপীপাশ জাই   হাসিঞাঁ হাসিঞাঁ বালা[৩৭] রহলি খেলাই[৩৮]।
তবে কৃষ্ণ প্রবেশিলা অশোকের বনে   তথি রস বাঢ়াইল কমললোচনে[৩৯]।
রাধা-আদি সভারে করিঞা পরিহার   সভে মেলি এক বোল ধরিবে আহ্মার[৪০]।
এক সখী চরণে আরোপহ[৪১] এক[৪২] গাছে   জতেক কৌতুক আছে কহি দিব পাছে।
এত শুনি এক[৪৩] গোপী আরোপিল পাএ   মুকুলে ঝাকরিল[৪৪] ঝাঁট সব গাএ[৪৫] গাএ।

১ পা কমললোচন ২ ঐ তোমারে ৩ পা প্রতি ৪ ঐ তোমার ৫ পা পবিণি[ত] ৬ ঐ পাকেল ৭ এ সুপাকে ৮ পা-এ নাই ৯ পা এ কুচ দেখিঞা বুক ১০ পা দে[খ] ১১ ঐ হাসীঞা ১২ এ ভার কর ১৩ পা শুন ১৪ এ সুনহ সুন্দরি ১৫ ঐ বোল, পা গর্ব্ব ১৬ এ বোলিঞা ১৭ ঐ দশনে, পা আপনি ১৮ পা পরাজ[অ] ১৯ পা উত্তরিলা গিঞা ২০ এ চতুর্দ্দিগ ভালে ২১ পা দেখে ২২ এ কুচযুগ ২৩ পা হাসে ২৪ পা-এ নাই ২৫ পা আভাগা ২৬ এ চন্দ্রাবলি ২৭ পা শৃফ[ল] ২৮ ঐ অন্তব ২৯ এ সব মহারস ভুঞ্জিঞা ৩০ এ রস ভাবিতে ৩১ ঐ দেখিঞা ৩২ পা কহেন ৩৩ এ আইস শ্রীরাধিকার ৩৪ পা সহিত মকদ্দম ৩৫ ঐ আসি কুচে ধর ৩৬ এ অহঙ্কার পেলাহ ৩৭ ঐ হাসি হাসি সেই গোপী ৩৮ পা খেলাঅ ৩৯ পা কমললোচন ৪০ ঐ আমার ৪১ পা গোপির চরন পহ, এ আরোপি ৪২ পা এ ৪৩ ঐ সব ৪৪ পা কুমুদ কুসুম ৪৫ ঐ করিল সব

তা দেখি[১] হাসিঞাঁ কহে রসিক[২] কাহ্নাই[৩] দেখ গোপীচরণের পরশ[৪]-বড়াঞি।
তরু পুলকিত হইল[৫] মুকুলের ছলে পদতল দেখি[৬] কিশলঅ কাঁপে ডরে।
এত পরিহাস করি রসিক গোপালে[৭] বনে পশি লুকাইলা[৮] তরুর তমালে[৯]।
তরুণতমাল-বন দেখি মেঘাকার বিজুলি উজুলি[১০] গোপী তথি অবতার।
নিবিড় নিবিড় পাতে[১১] ছাইল উপরে[১২] গাছের ভিতরে দিনে[১৩] ঘোর[১৪] আন্ধকারে[১৫]
হেন বুঝি চান্দ সূর্য ভএ ত মগনে[১৬] কৃষ্ণের তমালবনে করিল শরণে।
ঠাঞি ঠাঞি[১৭] চান্দের কিরণ দেখি[১৮] তলে মুকুতা ছড়াইল জেন মরকততলে[১৯]।
মুকুতা বলিঞা[২০] গোপী তোলে বারে বারে তা দেখি হাসিঞা মরে[২১] নন্দের কুমারে।
হাসি-অনুসারে গোপী বেঢ়ে[২২] চারি পাশে[২৩] মাঝে দেখি মদনগোপাল পরকাশে।
তবে হাসিঞা জাএ কৃষ্ণ বকুলের বনে ফুলবাসে সভার হরিঞা নিল মনে[২৪]।
তলাএ[২৫] ছাইল ফুল রহে[২৬] রাশি রাশি[২৭] তারাগণ দেখি জেন অমাবস্যানিশি।
তা দেখিঞা রঙ্গে ঢঙ্গে সকল গোআলী[২৮] আঙ্গুলি-আগে আগে সব ফুল তুলি।
কেহো ফুলে বলি ধরে[২৯] চান্দের কিরণে[৩০] চান্দকর[৩০] বলি কেহো ছাড়ে ফুলগণে।[৩১]
হেনমতে ফুল তুলি গাথে নানা মালে[৩২] সব সখাজন মেলি সাজিল গোপালে[৩৩]।
সেই মালা দিঞা কৃষ্ণ গোপীগণ সাজে চম্পকের বনে প্রবেশিল দেবরাজে।
এত রস বাঢাইল[৩৪] কমললোচনে[৩৫] নানা রঙ্গে জাএ তবে চম্পকের[৩৬] বনে[৩৭]।
সুঘট ঘটের জেন চুড়া[৩৮] বান্ধি উঠে গাএ গাএ পাত পাড়ি[৩৯] বান্ধা নাহি ফুটে।
ফুলে ঝাঁকড়িল গাছ পাত নাহি দেখি দেখিতে দেখিতে জেন ঝাঙরাএ[৪০] আখি[৪১]।
গন্ধলোভে ভ্রমরা উড়এ[৪২] ঝাকে ঝাকে সুমেরুশিখরে জেন মেঘ চাপে চাপে[৪৩]।
ভূমিতে লোটাএ[৪৪] ডাল ফুলের হিল্লোলে[৪৫] তা দেখি কৌতুকে সব[৪৬] গোপী ফুল তোলে।
কৃষ্ণ ফুল তুলি এড়ে গোপীর আচলে সেই ছলে ধরি নখ দেই পওধরে।

১ পা দেখি] ২ এ সুন্দর ৩ পা কানাঞাই ৪ ঐ চিহ্নের ৫ পা হঞা পুলকিত ৬ পা না- ৭ এ রসের কৌতুক করি রসের নাগর ৮ পা লাইলা ৯ এ লতার ভিতর ১০ পা উজ্জলি ১১ পা পাত ১২ ঐ উপর ১৩ পা-এ নাই ১৪ পা নিবিড ১৫ ঐ অন্ধকার ১৬ পা জোগানে ১৭ পা ঠাই ঠাই ১৮ ঐ হেন ১৯ পযারের অংশটি পা-এ নাই ২০ পা ছাইল- ২১ এ হাসিলা তবে ২২ পা, ক গ বেড়ি ২৩ ঐ পানে ২৪ পা মন ২৫ পা লতাএ ২৬ এ বিচিত্র ২৭ পা সারি সারি ২৮ এ রঙ্গে সকল সুন্দরি ২৯ ঐ তুলি বলে ৩০ পা চান্দর কীরন ৩১ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ৩২ এ মাল ৩৩ ঐ গোপাল ৩৪ পা বাড়াইল ৩৫ ঐ কমললোচন ৩৬ পা চম্পকের ৩৭ এ বন ৩৮ পা ছড়া ৩৯ এ পানি ৪০ এ ঝঙরাএ ৪১ পযারের অংশটি পা-এ নাই ৪২ পা ভ্রমর ৪৩ পা চাকে চাকে ৪৪ পা লোটাঞা ৪৫ এ ফুল নাহি তোলে ৪৬ পা রস

তখন সে গোপী হাসে[1] তেরছ-নআনে[2]   কৃষ্ণমুখ চাহি রহে নখ[3] নাহি মানে।
সম্ভ্রমে তুলিল ফুল পড়ে ভূমিতলে   না দেখিঞা তাহা কেহো[4] চরণে কচালে[5]।
তা দেখি বাঢ়াএ[6] রস[7] রসিক মুরারি   সেই[8] ফুল তুলিঞা[9] দেখাএ[10] গোপনারী[11]।
দেহকান্তি দেখিঞাঁ হারিল[12] চাপাফুলে[13]   নতভাল[14]-ছলে নতি[15] করিল[16] বহুলে[17]।
তনু[18] দআ নহিল পাড়িল করে ধরি   করে হইতে তরাসে রহিল পাএ পড়ি[19]।
তথিহো জাতিঞা[20] তার লইল পরাণে   উত্তম জনার কি হঅ হেনক[21] বিনানে।
এত বলি হাসি[22] কৃষ্ণ ফুল ফেলি[23] মারে   মূর্তি ধরি কাম[24] জেন মারে ফুল-শরে।
ফুলফেলা[25]-কেলি খেলি[26] জাএ গোপীজনে   আচম্বিতে উত্তরিলা[27] নাগেশ্বরবনে।
শ্যামল শ্যামল গাছ ঘটের আকারে[28]   তারাগণ হেন ফুল ফুটিল আপারে[29]।
জার গন্ধ বহি বাউ[30] গন্ধবাঙ[31] নাম   জার ফুলগন্ধে বাএ মহারসকাম[32]।
এক এক ফুল দিল এক[33] গোপীহাথে   সবগোপী-মাঝে চলি জাএ জগন্নাথে[34]।
চারি দিগে গোপী পাটাড়িল[35] নন্দবালা   মরকত[36] বেঢ়ি জেন রাজছত্রমালা[37]।
সেই রূপে গেলা কৃষ্ণ চন্দনের বন   ফল ফুল নাহি পত্র জেন নব ঘন।
পত্র পরশিতে সভে[38] গন্ধে আমোদিতে   ত দেখি কৃষ্ণেরে[39] গোপী পুছে চমকিতে।
ফুলকে[40] অধিক পত্র[41] সুগন্ধি সুন্দরে   না জানি[42] ইহার ফুল কত মনোহরে।
কৃষ্ণ বোলেন[43] ইহাকে বলি[44] চন্দনের গাছে[45]   জে অঙ্গ দেখিএ[46] ইথি তাহে[47] গন্ধ আছে।
ফল ফুল নাহি ইথি পত্রমাত্র হঅ   ইহার[48] পল্লব দেব দানব না পাঅ।
এ করপল্লব দেহ এ নব পল্লবে   জিনিঞাঁ ছিণ্ডিঞাঁ[49] আন গুণের গৌরবে[50]।
ই[51] বোল শুনিঞা গোপী রহে[52] হাসি হাসি   প্রভু সে পল্লব দিল সভাকারে আসি[53]।

১ পা হাসিছে ২ ঐ নআনে ৩ ণ দুখ ৪ ঐ কেহো নাহা ৫ পা চরণকমলে ৬ ঐ লাতোই ৭ পা-এ নাই ৮ পা তাই, এ মরারি সে ৯ পা তুলি ১০ পা দেখাইল, ক খ দেখাইঞা ১১ ক. খ দেখাএ সকলে ১২ পা হাসিলা ১৩ পা চাপাফুল ১৪ ঐ কত ভাব ১৫ পা নত্র, ণ মিনতি ১৬ এ করিছে ১৭ ঐ তোমারে ১৮ পা তভু ১৯ এ পদতলে ২০ পা অতি পাএ জাতি, ণ চাপিয়া ২১ পা হেন কি ২২ ক খ আসি ২৩ পা ফেলি ২৪ এ -দেব ২৫ পা ফেলা ২৬ পা খেলি চলি ২৭ ঐ উত্তরি ২৮ পা আকার ২৯ পা চারিদিগে ঘুনি ণরে ভ্রমরঝঙ্কার ৩০ ঐ বাও ৩১ এ গন্ধবাতো ৩২ পা দলে দেবরাজ নাম ৩৩ এ সব ৩৪ ঐ দেব- ৩৫ পা বেঢ়ি গোপি মাঝে ৩৬ পা সসোধর ৩৭ ঐ নক্ষত্রের মেলা ৩৮ ঐ জবে ৩৯ পা প্রভুরে ৪০ পা ফুলের ৪১ ণ বহু ৪২ পা জারি ৪৩ ঐ বোলে ৪৪ পা শুন পুত্র ৪৫ ঐ গাছে ৪৬ পা দেখিবে ৪৭ পা-এ নাই ৪৮ পা হার ৪৯ পা চিন্তিঞা ৫০ ঐ গরবে ৫১ পা এ ৫২ ণ কহে ৫৩ পা সভারে আসিস

তবে[১] কৃষ্ণ[২] গেলা কেলি-কদম্বের বন[৩] তখন গোপিনী সব[৪] হরিল চেতন[৫]।
কদম্বকলিকা-সম[৬] পুলকিত গাএ ভ্রমরঝঙ্কারে ঘনে ঘনে মোহ জাএ[৭]।
সুবর্ণের কাঅ কাণ্ড মরকত-পাতে বিদ্রুমের কিশলঅ শোভিত[৮] তাহাতে।
ফুলের[৯] মাধুরী সে[১০] কহনে না জাএ সুবর্ণরজতমঅ হেন প্রতিভাএ।
ফুল নহে কামের বিজঅস্বর্ণতূণে[১১] সুন্দর বিচিত্র সব থুইল স্থানে স্থানে[১২]।[১৩]
ভ্রমর-কোটাল তথি জাগে[১৪] রাত্রি দিনে দেখিতেই মারএ রক্ষক[১৫] পাঁচবাণে।
সাজিল ঘটের জে গাছের পতনে[১৬] দেখিতে শুনিতে মন মোহে ত্রিভুবনে[১৭]।
হেন গাছে[১৮] কৌতুকে উঠিলা[১৯] বনমালী ফুল তুলি গেলি মারে রাধিকা গোআলী।
বুঝিঞাঁ মরম-থানে মারে আলখিতে তা দেখি মুচুকি হাসে সকল সখীতে।
হেনমতে গোপী-অঙ্গে ফুল[২০] পেলি[২১] মারে ফুলগেণ্ডু-রঙ্গে জেন কাম অবতরে[২২]।
তবে সব গোপী গাথি[২৩] কদম্বের মালে সাজিল গলাএ দিঞাঁ রসিক গোপালে।
সেই রূপে গেলা সভে মাধবীর বনে ভ্রমরঝঙ্কারে[২৪] কেহো কিছু নাহি শুনে[২৫]।
ঠাঞি ঠাঞি[২৬] নিকুঞ্জে দেখিঞাঁ গোপীজনে বাছিঞাঁ বাছিঞাঁ লেই আপনার মনে।
হেমমঅ ভূমি[২৭] তাহে রত্নসিংহাসনে[২৮] ইন্দ্রপরিচ্ছদ[২৯] বস্তু রহে[৩০] স্থানে স্থানে।
উপরে পাটের চান্দা নাঙ্গে মণিমালে শারিকা শুক দুই[৩১] দুআরে দুআরে।
নিকুঞ্জ-উপরে সব ফুলের ছাওনি[৩২] চূড়াএ[৩৩] বসিঞা পিক করে কুহুঁ[৩৪]-ধ্বনি।
মধু পিঞাঁ ভ্রমরা ভ্রমরী করে কেলি রাতিদিনে মধুর মধুর কলকলি[৩৫]।
হেনমতে কুঞ্জে কুঞ্জে রহে সখী সবে মাঝ-কুঞ্জে পবেশিলা রাধিকা মাধবে।
কুঞ্জে কুঞ্জে সভেঞি[৩৬] বসিলা অবসাদে শুক[৩৭]-মুখে প্রাণনাথ পাঠাএ সংবাদে[৩৮]।
পথপরিশ্রমে নিকুঞ্জের শজ্যাসুখে[৩৯] সব গোমাইলা[৪০] দুআরে থুইঞা শুকে।

১ পা-এ নাই ২ পা তা কাছে ৩ ক. খ তলে ৪ পা গনা ৫ এ হইল আকুলে ৬ পা তনু, এ জিনি ৭ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৮ পা সোভি ৯ এ কুসুমের ১০ পা ত ১১ পা সুন্দরিজঅগুণে, এ জিবনময় তুনে ১২ পযারের অংশটি পা-এ নাই ১৩ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ১৪ ক. খ ইথি থাকে ১৫ ঐ দেখিলে রক্ষক জেন মারে ১৬ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ১৭ ক. খ সব কহিবারে সে থুইল থানে থানে ১৮ এ মতে ১৯ পা উঠেলা ২০ পা-এ নাই ২১ পা লেলি, ক. খ পেলি পেলি গোপী ২২ পা অবতরি ২৩ ঐ গাথিঞা ২৪ ঐ ঝঙ্কা ২৫ এ কিছুই না জানে ২৬ পা ঠাই ঠাই ২৭ এ রত্ন ২৮ পা ভুমা সেই তাহে চান্দের কীরনে ২৯ পা পরিছোদ ৩০ ঐ আছে ৩১ পা দ্বারিত সারি শুক ৩২ এ চাউনি ৩৩ পা দুআরে ৩৪ এ পিক ৩৫ এ ধ্বনি করি ৩৬ ঐ সভেই, পা গোপিনি ৩৭ এ মুখে ৩৮ পা সাদে ৩৯ পা শ্রম মানি গোপিনি বসীলা কুঞ্জে ৪০ এ সখী ঘুমাইল

জবে সব গোপিনী[1] অচেট[2] গেল নিন্দ   মন পুরি কেলি করে রাধিকা গোবিন্দ।
নানা পরিশ্রমে রাধা নিন্দ গেলা কোলে   রাধিকা এড়িঞা কৃষ্ণ কুঞ্জে কুঞ্জে বুলে।
নিকুঞ্জে প্রবেশি[3] কৃষ্ণ শোএ গোপীকোলে   আলিঙ্গন চুম্ব না জানে নিন্দভোলে।
নখাঘাতে চিআইঞাঁ ছাড়ি[4] দীর্ঘ শ্বাসে   কৃষ্ণমুখ চাহি হেঠ মাথা করি হাসে।
তখন নাগর কানু ভুঞ্জে নানা রসে   নিন্দভোলে সখীএ লখিল নহে[5] পাশে।
কেলি অবসানে গোপীরে বেড়ে নিন্দ   তাবে এড়ি আন[6] কুঞ্জে প্রবেশে গোবিন্দ।
হেনমতে কেলি কৈল সবগোপী[7]-সঙ্গে[8]   কেহো কিছু না জানিল কৃষ্ণের তরঙ্গে[9]।
সে বেলা এক রঙ্গ সৃজিল গোপালে   আনের আনিঞাঁ হার থুইল আন গলে।
এত নানা সুখ[10] ভুঞ্জি মাধবীর বনে   পারিজাত[11]-বনে কৃষ্ণ দিল সাঁশীসানে।
অচম্বিতে সকল গোপীর ভাঙ্গে[12] নিন্দ   আশে পাশে চাহে নাহি প্রাণের গোবিন্দ।
গাএর সুরত-চিহ্ন[13] ঢাকিঞাঁ সম্ভ্রমে   বেণুধ্বনি শুনি গোপী ধাএ অনুক্রমে[14]।
দেখি কৃষ্ণ বেণু পুরে পারিজাতমুলে[15]   ত্রিভঙ্গ-বিলাস দেখি সভেঁঞি ব্যাকুলে[16]।
কহে কবিশেখর দেখহ বৃন্দাবন   বেড়িল[17] এ সব বন বাহিরে[18] পত্তন[19]।
গোপালবিজঅ নাম শুন মন দিঞা   কৃষ্ণের সেহার দেখ ধরতে বসিঞাঁ।।[20]

॥ কানড় ॥

পারিজাতবন দেখি[21] বিস্মিত গোআলী[22]   আগে[23] মুলে একে একে সকল নেহালি।
প্রবালের কিশলঅ রজতের[24] পাতে[25]   মুকুতার মুকুল[26] হীরার[27] ফুল তাতে[28]।
পদ্মরাগ নানা ফল সুবর্ণের কাএ[29]   জেবা জেই[30] মাগে[31] তাহা[32] মিলে সেই ঠাএ[33]।
গাছে গাছে[34] কল্পলতা বেড়িল সুছান্দে   তা দেখি রাধিকা কৃষ্ণ নেহালে আনন্দে।
কল্পলতানিকুঞ্জ তাহার মাঝে মাঝে   নিশ্বকর্মার নির্মাণ[35]-অধিক শিল্প সাজে।

১ এ কুঞ্জে ২ পা -নিদ্রা ৩ পা প্রবেশ ৪ ঐ ছাড়ে ৫ পা গোপীনি লখিতে না পারে ৬ পা আর ৭ এ সখী ৮ পা জনে ৯ ঐ [ত] রঙ্গ ১০ পা-এ নাই ১১ পা -জাত ১২ ঐ ভঙ্গে ১৩ পা রঙ্গ ১৪ এ প্রানপনে ১৫ ঐ বনে ১৬ পা ব্যাকুল, এ আনন্দিত মনে ১৭ পা বেঢ়িলে ১৮ পা বাহিরে ১৯ ক. খ, এ পওনে ২০ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি গোপিসহ কৃষ্ণবৃন্দাবনভ্রমন ২১ পা দেখিা ২২ পা গোপিনি ২৩ এ আগ ২৪ এ মরকত ২৫ পা কাঅ, এ পতি ২৬ পা মুকুতা মুকল, ক. গ মুল ২৭ এ হিরা ২৮ পা পাতে, এ -তাতে ২৯ পা কায় ৩০ এ জেই বর ৩১ ঐ চাহি ৩২ ক. গ তাতে ৩৩ পা ঠাখি, এ তাতে সেই বর পাএ ৩৪ পা বেঢ়ি ৩৫ ক. খ অধিক নির্মল

নিকুঞ্জ-উপামা[১] দিতে নাহি ত্রিভুবনে শৃঙ্গার[২] রসের জেন রাজ-সিংহাসনে[৩]।
জখন জে বস্তু[৪] চাহি তাহা[৫] ইথি পাই নিকুঞ্জের মাধুরী[৬] সে কহনে না জাই[৭]।
জাহে দাস দাসী হঞা রতি কাম আছে ছঅ ঋতু মূর্তিমান জার কাছে কাছে[৮]।
ব্রহ্মার নির্মাণ-পার ইন্দ্রের[৯] দুল্লভে বৈকুণ্ঠ পাসরে কৃষ্ণ জার গুণলোভে।
বনমাঝে বিচিত্র সুবর্ণের[১০] পুরী কহিলে কহিল নহে জাহার মাধুরী।
মেঘ থেহ করে জার রজত[১১]-পাচিরে নানা মণি বিচিত্র ভিতরে বাহিরে।
রত্নকাঞ্চনময়[১২] সিংহদ্বার-খান না জানিএ কোন বিশ্বকর্মার নির্মাণ।
গরুড়ের চূড়া শোভে দ্বারের উপরে অরুণ[১৩] উইল জেন সুমেরুশিখরে।
আওাঁস[১৪]-ভিতরে ষোল শত বাসঘর[১৫] ষোল শত কেলি-বন কেলি-সরোবর।
ষোল শত পরকারে কেলি-উপহার হেনমতে ষোল শত আওাঁস তাহার।
দ্বারের ডাহনে বামে কদম্ব পারিজাতে[১৬] নানা রত্ন[১৭] কাঞ্চনের বেদী শোভে তাতে।[১৮]
সেই সেই ষোল শত আওাঁসের মাঝে আঠ দিগে আঠখান আওাঁস বিরাজে।
সেই আঠ আওাঁসের[১৯] কি কহিব গুণে বিশ্বকর্মার বাপেহো[২০] নির্মাণ না জানে।
আঠ আওাঁসের[২১] মাঝে শোভে রাসসভা চারি মুখে ব্রহ্মাহো কহিতে নারে[২২] শোভা।
শত মান রাস[২৩]-মণ্ডল প্রমাণ রাসস্থান তার মাঝে মণিময় মণ্ডপ[২৪] নির্মাণ।
ষোলসি বহির্দ্বার[২৫] শতেক স্তম্ভ[২৬] সাজে জা দেখি টাটকী[২৭] পাএ ইন্দ্রের সমাঝে।
মণিময় চারি চাল নির্মাণের সীমা তথি নিজ নানা[২৮] অবতারের সীমা।
ইন্দ্রাদি জতেক দেব নারদাদি[২৯] আছে তা সভার বেহার[৩০]-নির্মাণ তার কাছে।
প্রতিমার[৩১] রূপ দেখি লাগে চমৎকারে কৃত্রিম[৩২] বলিঞা কেহো লখিতে না পারে।
হেনমতে মণ্ডপ-ভিতরে ঝলমলে রাস দেখিবারে[৩৩] দেবতাএ লাগে[৩৪] ভূলে[৩৫]।
মাণিকছাউনি চূড়ে কলস উপরে[৩৬] গরুড়ের ধ্বজ শোভে দেখিতে সুন্দরে[৩৭]।

১ পা উপা[মা] ২ ঐ শ্রীঙ্গার ৩ পা সিংহাসন ৪ পা বর্ণ ৫ পা তা ৬ এ মহিমা ৭ পা জাঅ ৮ ঐ আছে ৯ পা ইন্দ্র ১০ পা সোনার ১১ এ সুবর্ণ ১২ পা মনী ১৩ পা শুর্য্য ১৪ এ আওআস ১৫ পা বাষঘরে ১৬ ঐ পারিজাত ১৭ ঐ রত্নে ১৮ অতঃপর এ-পুথির অতিরিক্ত, পদ্মরাগে নানা ফল সুবর্ণের কায়। জেবা জেই বস্তু মাগে সেই বস্তু পায়॥ ১৯ পা আওাঁসে ২০ পা বাপে ত, এ -ত্তেন ২১ এ সোলস আবাস ২২ পা না পারে ২৩ এ °রাজ ২৪ ঐ মাঝে ঘর অপূর্ব্ব ২৫ পা বাইর, এ বাহিরার ২৬ পা স্থম্ব ২৭ এ টিটিকারি ২৮ ঐ রাস ২৯ পা দানবাদী ৩০ এ বিহার ৩১ পা প্রতিমা ৩২ ঐ কির্ত্তিম ৩৩ এ রাসস্থান দেখি ৩৪ পা জেন দেব অবতারে ৩৫ পা-এ নাই ৩৬ ঐ ছত্র উপরে কলষে ৩৭ পা চূড়ের উপরে

মণ্ডপের মাঝে শোভে দোলঙ্গ[১] সিংহাসনে   তার রূপ গুণ কিছু না জাএ কথনে[২]।
জার লোভে কৃষ্ণ লক্ষ্মীর বক্ষস্থল ছাড়ে   জাহে বসি কৃষ্ণ দেব গরুড় পাসরে।
হেন রত্নসিংহাসন[৩] দোলে তার মাঝে   দেখিঞাঁ বিস্মিত[৪] সব গোপিকা[৫]-সমাঝে[৬]।
মণ্ডপের চারিদিগে রাসের মণ্ডলী   জার লোভে বৈকুণ্ঠ ছাড়িল বনমালী।
তথি[৭] রাতিদিন এক জানিতে না পারি   মণির কিরণে চন্দ্র সূর্য জে নেবারি[৮]।
জার ঘর কৈলাস[৯]-শৈলক[১০] উপহাসে   জার রত্নে রত্নাকর দীন হেন বাসে।
লক্ষ্মীর বিনোদস্থান কে জানে বর্ণিতে[১১]   বর্ণিঞাঁ কে আপনে বর্ণিব[১২] ভাল মতে।
হেনমতে সকল দেখিঞা বৃন্দাবনে[১৩]   রাসমণ্ডপে উঠে কমললোচনে[১৪]।
সারি বান্ধি গোপিকা রহিলা[১৫] চারি পাশে   মাঝে রাধা মাধবে বসিলা পরিহাসে[১৬]।
হেনমতে রাসগৃহে পাতিল[১৭] সমাঝে   রোহিণী-সহিত চাঁন্দ তারাগণ[১৮]-মাঝে।
রাধিকার উচ্চকুচকনকবালিসে   তাহে ঠেসি বসি কৃষ্ণ মদন-আলিসে।
সমুখে দর্পণে দেখে রাধিকার মুখে   নানা কথা পুছে তাহে দেখিবার সুখে[১৯]।
বাম পাশে চন্দ্রাবলী তাম্বুল জোগাএ   মাধবী পদ্মাবতী[২০] দোহো চামর ঢুলাএ।
কনকভৃঙ্গার হাথে মালতী[২১] রত্নাবতী[২২]   কনকদর্পণ ধরি[২৩] রহে ইন্দুবতী।
মদালসা[২৪] মনোরমা[২৫] মাধবের সাজে[২৬]   এ আঠগোপিকা-মাঝে সাজে দেবরাজে।
চন্দ্রমুখী-আদি করি[২৭] ষোল শত গোপী   এক[২৮]-দৃষ্টে রহে কৃষ্ণে[২৯] পরাণ আরোপি[৩০]
গোপিকার মন পিতে রহে[৩১] দামোদরে   পূর্ণিমার চান্দ জেন বেড়িল চকোরে।
হেনমতে রস ভুঞ্জে রসিক গোপালে   রাতিদিনে নাহি চিহ্নে[৩২] রসের বাদলে[৩৩]।
ভোখ শোষ পিআস[৩৪] কিছুই না জানে   এক দিন জাএ এক দণ্ডের সমানে।
গোপালবিজঅ নব দেখহ বৃন্দাবন   সকল আনন্দমঅ রসের সেচন[৩৫]।
কহে কবিশেখর জানিল সারোদ্ধার   কেবল পিরিতে পাই নন্দের কুমার[৩৬]॥

১ এ সাজে দোলনি ২ পা কেবা কহিবারে জানে ৩ ঐ সিংহাসনে ৪ এ বিস্মিত ৫ পা গোপিকার ৬ ঐ মন, ক. গ সমাজে ৭ পা জাথে ৮ ঐ জানিল চান্দ সুরজনের বাড়ী ৯ পা ঘ[র] কৈল্যাস, এ ঘরে ১০ এ শৈলের ১১ পা [ব]ণিতে ১২ পা আপনাকে বর্ণাউ ১৩ পা বৃন্দাবন ১৪ এ [উ]ঠে কমললোচন ১৫ ঐ বসিলা ১৬ এ হেনমতে রাসগৃহে পাতিল সমাজে ১৭ পা পড়িলা ১৮ এ তারাগণে ১৯ ক. খ তারে দেখিঞা সমুখে ২০ এ চন্দ্রাবতি, পা মালতী ২১ পা পাশে ২২ এ, ক. খ পদ্মাবতী ২৩ পা হাথে ২৪ এ মদলসা ২৫ পা নবা মনোরমা ২৬ এ, ক. খ ধরে বেশ- ২৭ এ জত ২৮ পা কৃষ্ণ ২৯ এ গোপি ৩০ পা আবরী ৩১ পা চাহে ৩২ সা বিনে নাহি ৩৩ এ বিকারে, সা হিল্লোলে ৩৪ এ পাসরি আস, সা পরিহাস ৩৫ পা কামের সাসন ৩৬ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি রাসমন্দির প্রবেশ

॥ পাহিড়া ॥

হেন নানা রসে বইসে নন্দের কুমারে   হেন বেলে পুরুবে উইল।[1] শশধরে।
কুঙ্কুম অরুণ চান্দ দেখিঞা সমুখে[2]   রসিক গোপাল কিছু কহে[3] হাস্যমুখে।
হের দেখ রাধিকা তোহ্মার[4] মুখ দেখি   আতি-বিমরিষে চাঁন্দ রাঙ্গা[5] হেন লখি।
আপনারে আপনি খণ্ডিত হেন মানি   জিনিবার আশে আইসে চান্দ[6] অভিমানী।
এ বেলে রাধিকা মুখ না ঢাক[7] বসনে[8]   বিনি জুদ্ধে ভঙ্গ দিবে কমন[9] কারণে[10]।
শুন[11] কহি গুণে গুণে[12] করিএ বিচার   তোহ্মার[13] বদনে[14] চান্দ আন্তর[15] আপার।
চান্দ রাতি উএ[16] এহোঁ[17] উএ[18] রাতিদিনে   চান্দ কলঙ্কিত মুখ কলঙ্ক-বিহনে[19]।
উথি[20] কলা টুটে[21] ইথি নিতি[22] বাঢ়ে[23] কলা   আজনম আখণ্ডিত আনহি[24] শৃঙ্খলা।
হেন হাস[25] বিলাস[26] বচন কথা[27] চান্দে   লাবণ্য কটাক্ষ ভ্রূহু[28]-ভঙ্গ[29] হেন ছান্দে[30]
হেন কেবা আগেআন আছে ত্রিভুবনে   চান্দের উপামা[31] দিব তোহ্মার[32] বদনে।
আপনার মহত্ব[33] রাই কহিএ আপনি[34]   হেন কোটি চাঁন্দ পেঁলু[35] মুখের[36] নিছনি।
আর হেন[37] অনুমানি তোহ্মার বদনে[38]   চান্দের সহিত বিধি জুখিল জতনে[39]।
জত আনি পুরিল অমৃত খাঁন খাঁন[40]   সে সবক আজি তাহা[41] দেখি[42] বিদ্যমান[43]।
খেনে খেনে[44] বদন না ঢাক নেতা[45]-ঞ্চলে   মিছা কাজে হারি'ল বৈরি পাব ছলে।
এত পরিহাস করি রসিক গোপালে[46]   রাসরসে অভিলাস[47] কৈল সেই কালে।
বেশসাজ করি[48] কৃষ্ণ দেই[49] হাথসানে   সাজ লঞা[50] গোপিকা রহিল[51] থানে থানে
বেশ করে[52] গোপীনাথ মদনলীলাএ   সব গোপী হুড়াহুড়ি দেখিতে না পাএ।
চাঁচর চাঁচর কেশ রঞ্জিঞা রঞ্জিঞা   গরুআনাগর ছান্দে বান্ধিলা[53] তুলিঞা।

১ পা উইস ২ এ সুন্দরে ৩ ঐ বোলে ৪ পা তোমার ৫ এ রাতুল ৬ পা আইসহ চন্দ্র ৭ সা ঢাকিল ৮ এ যতনে ৯ সা, এ কেমন ১০ পা কারন ১১ ঐ শুনো ১২ এ মনে মনে ১৩ পা তোমার ১৪ সা তোমাদের সনে ১৫ পা অন্তর ১৬ ঐ উ[এ] ১৭ এ এহো ১৮ সা উগে তুমি উগ ১৯ পা বিধি লেখিল জতনে ২০ ঐ ইথি ২১ পা টুটী ২২ পা-এ নাই ২৩ ঐ আন ২৪ সা আনই ২৫ পা বেস ২৬ এ পরিহাস ২৭ পা কোথা ২৮ পা ক্রহু ২৯ এ হাস্য চাহনি তরঙ্গ ৩০ পা, এ চান্দে ৩১ সা তুলনা ৩২ পা তোমার ৩৩ ঐ মত ৩৪ ক. খ রাধিকা হও আপনে ৩৫ এ পেলো, পা পোলা ৩৬ ক. খ, এ মুখ ৩৭ পা এক চান্দ ৩৮ ঐ তোমা বদন ৩৯ পা লিখিল জতন ৪০ এ উনু অমৃত পুরিল স্থানে স্থানে ৪১ পা-এ নাই ৪২ ঐ দেখে ৪৩ এ সব তাহা কাম দেখ বিদ্যমানে ৪৪ পা খনে ২ ৪৫ এ চেলা ৪৬ পা গোপাল ৪৭ পা 'সার ৪৮ ঐ বেস মান সাজ বলি ৪৯ পা দীল ৫০ সা সাজাইয়া ৫১ পা রহিলফ ৫২ ঐ করি ৫৩ পা ছন্দে বান্ধেলা

তাহাতে বেঢ়িঞাঁ[১] দিল জাতিযুথা-মালে[২]   উপরে মউরপুচ্ছ করে ঝলমলে।
নাগরীদলন[৩] পাগ বান্ধিল জতনে   ললাটে[৪] চন্দন দিল[৫] চাঁন্দের সমানে।
তার মাঝে ফাগু জেন[৬] সুর্যের মণ্ডলে[৭]   নানা ছান্দে[৮] মণি অভরণ শোভে গলে[৯]।
আজানু কদম্বমালা[১০] হিআএ হিল্লোলে[১১]   দেখিবার কি দাঅ শুনিলে প্রাণ হরে।
সর্বাঙ্গে চন্দন তাহে কস্তুরির ফোটা   ধবল গগনে জেন[১২] চান্দ গোটা[১৩] গোটা।
নিতম্বে লম্বিত পীত বসন সুছান্দে   তাহে[১৪] বেঢ়ি[১৫] বিচিত্র কমর-বন্ধ বান্ধে।
চরণে নুপুর বে-আলিস নাদ পুরে[১৬]   শুনিতে পরম সুখ শুণে[১৭] প্রাণ[১৮] ঝুরে[১৯]।
বাম হাতে মদনমোহন বাঁশী[২০] ধরে   লাস বেশে ভূম্যে পরশিতে ঘৃণা করে।
খেনে খেনে[২১] মুকুরে[২২] নেহালে নিজ রূপে[২৩]   আপনা নেহালি সব শোধাএ স্বরূপে[২৪]।
সাজের উপরে সাজ করে গোপীজনে   সোনার প্রতিমা জেন করিল রসানে[২৫]।
একে বিধে জতনে সৃজিল গোপীজনে   আর তাহে হেন[২৬] করি সাজিল জৌবনে।
তাহাকে অধিক শোভা[২৭] করিল[২৮] সে সাজে[২৯]   কামব্যূহে লক্ষ্মী জেন পাতিল[৩০] সমাঝে
বেশ-অবসানে গোপী রসে অচেতনী[৩১]   চলিতে কটিতে সব বাজএ কিঙ্কিনি।
গোপনটী দেখিতে মুনির[৩২] মন টলে[৩৩]   নিশিপতি থির রহে পথ নাহি চলে[৩৪]।
গোপীরূপ দেখিঞাঁ মুগধ গোপীরাএ   রসের সাগরে ভাসে ওঁর[৩৫] নাহি পাএ।
সুনাদ মৃদঙ্গ কেহো বাএ ভাল ভাল[৩৬]   কেহো এক[৩৭] মেলি বাএ তাল করতাল[৩৮]।
কেহো বাএ বেণু বীণা[৩৯] অধিক লীলাএ   কেহো[৪০] কবিলাস সপ্তস্বরা কেহো বাএ[৪১]।[৪২]
পিনাক সারঙ্গী কেহো তম্বুরা বাজাএ   হাথে তুড়ি দিঞা কেহো সুললিত গাএ।
হেন নানা গীত বাদ্য[৪৩] সভে এক মেলি   গোপী[৪৪]-সঙ্গে রঙ্গে কৃষ্ণ করে লীলা[৪৫]-কেলি।

১ পা বেড়িঞাঁ ২ ঐ যুতিমারে ৩ পা দলনের ৪ সা কপালে. পা লল্লাটে ৫ এ নিল, সা লএ ৬ পা দেখি ৭ পা, এ সমানে ৮ পা ছাচান্দে ৯ এ কানে ঝলমল করে মকর কুণ্ডল ১০ পা অজানু কদম্বমলা ১১ সা দোলএ ১২ পা-এ নাই ১৩ ঐ শ্যামচান্দ ১৪ সা মাঝা ১৫ এ মাঝে বসি ১৬ পা পাএ রূনুঝুনু করে মনির নুপুরে ১৭ সা উরে ১৮ এ মন ১৯ পা ঝরে ২০ এ রূপ ২১ পা থনে থনে ২২ এ দর্পনে ২৩ ঐ মুখে ২৪ এ, সা সাজ করে দেখিয়া মনের অনুরূপে ২৫ পা সমানে ২৬ ঐ নহে ২৭ এ, সা তাহার উপরি সাজ ২৮ সা সাজিল ২৯ এ, সা মদনে ৩০ পা কামবিহু লক্ষ্য করি জেন সাজিল ৩১ পা এক্ শুনি নুপুরূ রসবলি ৩২ পা দেখিলে মনির ৩৩ এ কাঁপে ৩৪ ঐ কামে জেন জানিল বিজয় মহাতাপে ৩৫ সা স্থল, এ থল ৩৬ পা বাহে কহে ভাল ভাল, এ দিল হাথতাল ৩৭ ঐ একে একে ৩৮ সা কেহো বাএ রূদ্রবীনা বেনু উরুঝারা ৩৯ পা কেহো রাসরসে ৪০ এ স্বরমণ্ডল ৪১ পা বাএ কেহো কেহো গাএ, এ বাএ কেহো কেহো সরে ৪২ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৪৩ পা রাষরসে অঙ্গ ৪৪ ঐ গোপীর ৪৫ এ নৃত্য

কৃষ্ণের ডাহিনে বামে রাধা চন্দ্রাবলী   তার পাশে পদ্মাবতী মাধবী চলিলী[১] ।
মদালসা মনোরমা মালতী[২] ইন্দুমতী[৩]   ক্রমে ক্রমে সারি বান্ধি রহে লীলাবতী[৪] ।
তার মাঝে কৃষ্ণ রহে নটবরবেশে[৫]   নানা অঙ্গভঙ্গ করে আখির নিমিষে[৬] ।
ক্ষেণে বাম কর থোঅ[৭] কটির উপরে[৮]   লীলাএ দক্ষিণ কর চুড়ার উপরে ।
খেনে খেনে[৯] মণ্ডলী করিঞাঁ দুই হাথে   তার মাঝে মাঝে শোভে গোপী[১০] গোপীনাথে ।
আপন চুড়াএ তুলি ধরে[১১] দুই করে   ফুটিল কমল জেন তমালশিখরে ।
গোপিকার দুই কান্ধে[১২] দুই[১৩] কর দিঞাঁ   খেনে খেনে[১৪] আপনারে নেহালে হাসিঞাঁ[১৫] ।
খেনে খেনে[১৬] সমুখে পসারিঞাঁ[১৭] দুই হাথে[১৮]   তালে মানে পাএ তালি দেই[১৯] গোপীনাথে ।
খেনে খেনে ত্রিভঙ্গ[২০]-লীলাএ বেণু বাএ   খেনে খেনে পরশ[২১]-রসের[২২] গীত গাএ ।
গীত বাদ্য তালে মানে[২৩] করিঞা সুমেলি   গোপীসঙ্গে বনে প্রবেশিল[২৪] বনমালী ।
একে সে শৃঙ্গার[২৫]-রস আরে গোপীরাএ   আরে গোপীজন্ত্র-আদ্য[২৬] নানা বাদ্য বাএ ।
আরে সে বসন্তকাল পূর্ণিমার রাতি   আরে[২৭] গোপ-নাচনী নাচএ নানা[২৮] ভাঁতি ।
সে বেলার কী কহিব বৃন্দাবনশোভা   বচন মনের অগোচর[২৯] রাসসভা[৩০] ।
রাস[৩১]-রসে মাতিল রসিক গোপীরাএ[৩২]   অনঙ্গে[৩৩] অবশ[৩৪] দেহ[৩৫] ধরণে না জাএ[৩৬] ।[৩৭]
লাজ ভঅ নাহি মানে নাহিক বিকলে[৩৮]   চলিতে চলিতে কৃষ্ণ করে টলবলে[৩৯] ।
চলিতে ঢলিঞাঁ পড়ে রাধিকার কোলে   কুচের উপরে ভাসে রসের হিল্লোলে ।
আতিশঅ[৪০] পুলকে পুরিল সব গাএ   ঢলিঞাঁ ঢলিঞাঁ[৪১] পড়ে গোপীর হৃদএ ।
সে বেলাএ চতুর সকল[৪২] গোপীজনে   উচ্চ কুচে চাপি ধরে দৃঢ় আলিঙ্গনে[৪৩] ।

১ সা মালতী সুন্দরী ২ এ মাধবি ৩ পা °বতি ৪ এ °গতি ৫ পা ছান্দে ৬ ঐ নিমিখে ৭ এ বাম ৮ পা বাম [কো]টীর থোঅ রাধার অন্তরে ৯ ঐ ক্ষনে ক্ষনে ১০ পা তালে মানে হাথতালি দেই ১১ ঐ চূড়ার উপরে শোভে, এ চুড়ার উপরে কাম শোভে ১২ পা খনে সেই গোপীকার, এ ক্ষনে দুই গোপীকন্ধে ১৩ ক. গ ক্ষেনে ক্ষেনে দুই গোপীর কান্দে ১৪ পা খনে খনে ১৫ পা বসীঞাঁ ১৬ ঐ খনে খনে ১৭ এ পসারে ১৮ পা বাহে ১৯ ঐ দেঅ ২০ পা খনে খনে ভ্রুভঙ্গ ২১ ক. গ প্রবেশ, পা অসেষ ২২ পা লিলার ২৩ ঐ তাল মান ২৪ পা রঙ্গে ঢঙ্গে বসে ২৫ পা শৃ অঙ্গ ২৬ ক. গ আদি ২৭ পা একে, ক. গ আন ২৮ সা, ক. গ ভাল ২৯ পা অগোর ৩০ এ, পা °শোভা ৩১ ক. গ রসে ৩২ এ শিরোমণি ৩৩ এ আপন, সা আপনে ৩৪ পা অসব ৩৫ ক. গ আপনার দেহ কার ৩৬ এ ধরিত্তে না জানি ৩৭ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৩৮ এ না করে বিচার, ক. গ বিকার ৩৯ এ গোপী মাঝে মাতি বুলে রসিক গোপাল, ক. গ গোপীমাঝে ফিরে জেন আতি মাতোয়াল ৪০ পা °সব ৪১ এ চলিঞা চলিঞা ৪২ পা-এ নাই ৪৩ পা নন্দের নন্দনে

কেহো পরশিঞা[১] জাএ[২] গমনের ছলে   কেহো কেহো পথ বিস্মরিঞাঁ পড়ে কোলে।
কেহো কেহো না ঠেল[৩] বলিঞাঁ[৪] পড়ে পিঠে[৫]   কেহো[৬] কুচে ঠেলিঞা[৭]
নেহালে[৮] একদিঠে।
কেহো[৯] কৃষ্ণ কোলে করি হইঞাঁ[১০] উমাতা   তমাল বেঢ়িল জেন কনকের[১১] লতা।
কেহো ছুই ভুজে ধরে গলাএ বেঢ়িঞাঁ   ছুই উরে কৃষ্ণ-উরু ধরিল ভেড়িঞা[১২]।
হাসি কৃষ্ণমুখ চাহে তেরছ-নআনে   কৃষ্ণ দেই হাসিঞাঁ অধরমধু-পানে।
কেহো কৃষ্ণ-ছাআএ আলিঙ্গে[১৩] কৃষ্ণ-সাধে   কারো দৃঢ় আলিঙ্গনে[১৪] পুলকে বিরোধে[১৫]।
মনে মন হৃদএ[১৬] হৃদঅ এক[১৭] করি   অঙ্গে অঙ্গ মেলি রহে[১৮] ক্ষীর নীর স্মরি[১৯]।
গোপীএ মাধবে জত হইল[২০] আলিঙ্গনে[২১]   তা সব দেখিঞাঁ রতি কাম অচেতনে[২২]।[২৩]
কিছু কথা-ছলে[২৪] কৃষ্ণ আনি গোপীজনে   আলখিতে শ্রুতিমূলে করএ[২৫] চুম্বনে।
কৃষ্ণমুখে[২৬] গোপীমুখ দেখিএ স্বছান্দে[২৭]   ভাঙ্গিল[২৮] বিরোধ জেন কুবলঅ চান্দে।
পিঠ-দিগে চিবুক ধরিঞাঁ[২৯] মুখ মোড়ি[৩০]   হাসিঞাঁ চুম্বন করে বাম হাথে বেঢ়ি।
কোন গোপী বা লাজে মুখ নাহি তোলে   আতিরসে[৩১] কাহ্নাই তা ধরিল বলে[৩২]।
চিবুক ধরিঞাঁ তুলি মুখ মোড়ি রহে   কাকুতি মিনতি করি মানাইল নহে[৩৩]।
বলে জবে[৩৪] চুম্বন করিল বনমালী   কাঠ হাসি হাসি রহে সকল গোআলী[৩৫]।
কাহার কাহার গাএ কানু দিঞাঁ[৩৬] করে   নআনে নআন দেই[৩৭] অধরে অধরে[৩৮]।
কাহো[৩৯] দেখি হাসিঞাঁ সঘন দেই[৪০] চুম্ব   আখি আখি ঢুলাঢুলি আইল জেন[৪১] ঘুম[৪২]।
গোপীমুখে চুম্ব দিতে ভ্রমে[৪৩] দামোদরে[৪৪]   পদ্মবনে মধু পিঞা[৪৫] বুলএ[৪৬] ভ্রমরে।

১ পা কেহো পরসীতে ২ পা-এ নাই ৩ পা কেহো:বা না না ঠেল, ক. গ না ঠেল, সা নারিল ৪ এ বলি ৫ পা পিঠে পড়ে ৬ সা, এ উচ্চ ৭ পা কেহো কৃষ্ণরূপ, সা হেলিআ ৮ পা পিএ ৯ সা কারে ১০ পা বিরহে, ক. গ হইআ ১১ ক. খ কাঞ্চনের ১২ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই, এ চাপিঞা, ক. খ :ভিড়িঞা ১৩ পা আলিঙ্গন ১৪ ঐ আলিঙ্গন ১৫ সা দিআ প্রবোধে ১৬ পা হৃদঅ ১৭ ঐ এ[ক] ১৮ এ রাখি ১৯ ক. গ করি ২০ এ কইল ২১ পা আলিঙ্গন ২২ ঐ অচেতন ২৩ অতঃপর পা-এ ইথ আলিঙ্গন ২৪ পা পুছে, ক. গ ছিল ২৫ পা করিল ২৬ ঐ কৃষ্ণ মুখ ২৭ পা ষুছানে ২৮ এ আলিঙ্গন ২৯ পা করিঞা ৩০ এ মোড়ে ৩১ এ অতিরসে, পা বলে ধরি ৩২ পা করিল কোলে ৩৩ পা কাহ্নাইরে কহে ৩৪ সা বলে, পা তারে২ ৩৫ এ সুন্দরী ৩৬ এ, ক. খ, ক. গ কাহার কপোল ছুএ দিঞা ছুই ৩৭ পা নঅনে নঅন দীঞা ৩৮ ঐ অধর ৩৯ সা, এ, ক. গ মুখ ৪০ পা দিল ৪১ ক. গ আখি ছলছলি জেন হএ কত ৪২ এ রস অবলম্ব ৪৩ পা কারো ২ মুখে চুম্ব দেই ৪৪ ক. গ গোপীমুখে মুখ দিঞা রসিকশেখর ৪৫ পা ভ্রমীঞা জেন ৪৬ ক. গ ভ্রমএ

গোপীমুখ-চুম্বনে[১], অধিক লোভ বাঢ়ে ভুখিল চকোর জেন চান্দ[২] নাহি ছাড়ে
হেন নানা রঙ্গে বুলে[৩] নাগরশেখরে জেন মূর্তি ধরিঞাঁ শৃঙ্গার[৪]-অবতারে।
কহে কবিশেখর নাগর[৫]-নৃর্তকলা জে রসের আস্বাদে[৬] মাতিল ব্রজবালা।
গোপালবিজঅ নর বুঝ অনুমানে[৭] ঘরে বসি অপারসংসার-তরমানে[৮] ॥

॥ তুড়ী ॥

এক কৃষ্ণ ষোল শত গোপকলাবতী বাহুরতি-সুখে কারো না হঅ পিরিতি।
কৃষ্ণ-রসপরিহাসে মন নাহি পুরে জত গোপী ততেক মোহন রূপ ধরে।
দুই দুই[৯] গোপী-মাঝে[১০] শোভে নটবরে ভুজপাশে বেঢ়ি[১১] ধরে দুই সখী[১২]-গলে।
কুচের উপরি ঝাপি[১৩] ধরে নিজ করে কনকের শম্ভু জেন পুজিল কমলে।
গোপী হাথ দেই তবে[১৪] কৃষ্ণের[১৫] নিতম্বে পিঠে জেন কনক[১৬]-চাঁপার মালা লাম্বে।
এক বন্ধে[১৭] সভেঞি[১৮] আরোপিল পদাবলী নীল পীত পদ্মে[১৯] জেন গাঁথিল কামমালী।
কৃষ্ণের শ্যামল বাহু শোভে গোপীগলে মদনে সাজিল জেন কুবলঅ-মালে।
গোপীমুখ-মাঝে মাঝে কৃষ্ণমুখ সাজে নীল গৌর চান্দে জেন পাতিল[২০] সমাঝে।
হেন রঙ্গে নৃর্ত্যভঙ্গে[২১] ফিরে রাসসভা[২২] মাঝে মুলে[২৩] গোপীনাথ দেখঅ রাসশোভা[২৪]।
আখি আখি ঢুলাঢুলি গোপী[২৫] গোপীনাথে[২৬] রাস[২৭]-রসে চুম্বাচুম্বি[২৮] পরম[২৯] সোআথে।
সভেঞি পাইল কৃষ্ণ কারো নাহি মানে[৩০] কাহাকে কাহোর নাহি সঙ্কোচ-গেআনে[৩১]।
সভেঁ কৃষ্ণসঙ্গে করে[৩২] হাস পরিহাসে কেহো কিছু নাহি শুনে মাতিলা আতিরসে[৩৩]।
কারো কৃষ্ণপানে কেহো চাহিতে না পাঅ[৩৪] কেহো হাথ দিতে নারে কারো কৃষ্ণ-গাঅ।
কারো কৃষ্ণের নাহিক কাহার[৩৫] অধিকারে মনোরথ পুরি গোপী করঅ বেহারে।
কেলি দেখি[৩৬] আপনে[৩৬] পালাইল[৩৭] লাজে[৩৮] রাসমণ্ডপ-মাঝে দেখি গোপী[৩৯]-রাজে[৪০]।

১ পা চুম্ব ২ ঐ চন্দ্র ৩ এ রসে খেলে ৪ ক.গ সে কাম ৫ পা গোপীর ৬ ঐ আস্বাদে ৭ পা °ভবে ৮ পা পার হবে ৯ পা-এ নাই ১০ ঐ দুই গোপী মাঝে২ ১১ পা বেঢ়ি ১২ পা গোপী ১৩ এ, ক.খ চাপি ১৪ এ দুই ১৫ ক.খ দুই ১৬ পা কনকনক ১৭ ক.খ, ক.গ বন্দে ১৮ পা সভে, এ সভেই ১৯ পা পদ্ম ২০ ক.গ সাজিল ২১ পা °ভোলে ২২ ঐ রাসভা ২৩ পা মনে মনে, ক.গ মাঝে২ ২৪ পা °সভা ২৫ পা-এ নাই ২৬ পা °হাথে ২৭ পা রসে ২৮ এ বোলাবলি ২৯ এ না পাঅ ৩০ পা মান ৩১ পা গেআন ৩২ পা বইসে ৩৩ পা মাতিল অতিরসে ৩৪ পা পারে ৩৫ ক.গ কার কৃষ্ণ কার সে নাহিক ৩৬ পা-এ নাই ৩৭ পা পালাঅ, ক.গ গোপীর ৩৮ পা গোপি- ৩৯ এ দেব ৪০ পা কাজে

গীত বাদ্য জন্ত্র[১] তন্ত্র করি এক মেলি   তালমানে[২] ফিরি[৩] রাস সভে করে কেলি।
খেনে খেনে[৪] আনন্দে[৫] করএ জঅধ্বনি   সভে[৬] মেলি কি হেন মধুর ধ্বনি শুনি।
শুনিতে শুনিতে ধ্বনি হেন লএ মনে   রাসরসের[৭] হিল্লোলে ডুবিল ত্রিভুবনে।
জল স্থল[৮] আকাশ একুই নাহি চিহ্নি[৯]   কে আপনে কথা[১০] আছি একোই নাহি জানি।
রসে বাঢ়িল বল না জানি আত্তাঁসে   ফিরিতে ফিরিতে বাঢ়ে[১১] অধিক উল্লাসে।
রাতি দিন না জানিএ[১২] রতি[১৩]-অবসানে   জে সুখ উপজে[১৪] মনে কহিতে না[১৫] জানে।
রসের বিকার জত[১৬] উভরিঞাঁ[১৭] জাএ[১৮]   আপন দেহের গোপী উঁস নাহি পাএ।
খেনে খেনে চমকি চমকি উঠে কাঁপি   খেনে খেনে উচ্চ কুচে[১৯] কান্থ ধরে চাপি।
দুহুঁ-মাঝে শ্রমজল নিকলিঞা জাএ[২০]   না জানি কি কামদেব শরীর[২১] জোড়াএ[২২]।
অবিরত স্বেদ[২৩]-জল সব গাএ ঝরে[২৪]   দেহ উবরিঞাঁ[২৫] রস[২৬] উছলিঞাঁ[২৭] পড়ে।
নিমিষ বিরতি নাহি গোপীনাথ[২৮]-সঙ্গে   কদম্বকলিকা হেন পুলকিত অঙ্গে[২৯]।
নআনে[৩০] আনন্দজল বহে অবিরতে   আতি[৩১]-রসে চকোর কি উগারে অমৃতে।
খেনে দাহা[৩২] খেনে[৩৩] শীতে খেনে[৩৪] আগেআনে[৩৫]   হেন রসে মজিল[৩৬]
সুন্দর গোপী কানে।
রসে আনাঅত[৩৭] গোপী চলিতে না পারে   গরলে জিনিল জেন পড়ে বারে বারে।
খেনে খেনে[৩৮] কাহ্নাই ধরিঞাঁ তোলে কোলে   অধিক উন্মতী[৩৯] গোপী রসের হিল্লোলে।
এত বুঝি রভসে[৪০] চতুর বনমালী   রস রাখিবাএ সমাধিল বাহ্য[৪১] কেলি।
মদনে আধল[৪২] গোপী আখি নাহি মেলে[৪৩]   আতিরসে[৪৪] মাতিঞাঁ পড়িলা ভূমিতলে[৪৫]।
তখন কপটরূপে ছাড়ে গোপীনাথে   একা দাণ্ডাইলা রাধার কান্ধে দিঞাঁ হাথে।
তখন পুরিল কৃষ্ণ মনোরথ-বাঁশী   সব গোপী উঠিলা লজ্জিত হেন বাসি।

১ ক.গ মন্ত্র ২ পা তালমান ৩ ক.গ তার মাঝে সভার ৪ ক.গ ঘনে২, পা খনে খনে ৫ পা আপনে ৬ এ, ক.গ রশে ৭ ক.গ রসের ৮ পা ধর ৯ ঐ চিনি ১০ পা কোথা ১১ পা লাগে ১২ পা, এ নাহি জানে ১৩ ক.গ আদি, পা-এ নাই ১৪ সা উপজিল ১৫ এ কেনা ১৬ এ বড় ১৭ এ, পা উথলিঞা ১৮ পা জাঅ ১৯ সা কুচ দিয়া ২০ পা পড়ি জাএ ভাসী ২১ এ রস দুই শরিরে ২২ ক গ জুড়াএ ২৩ সা শ্রম ২৪ এ কারে ২৫ ঐ উগারিঞা ২৬ পা সব ২৭ এ উগারিঞা ২৮ ঐ গোপালের ২৯ পা অঙ্গ ৩০ ঐ নঅনে ৩১ পা অতি ৩২ পা খনে দহে ৩৩ ঐ খনে ৩৪ পা খনে ৩৫ ঐ আগেআন ৩৬ ঐ ডুবিল ৩৭ সা রসের আলসে ৩৮ পা খনে খনে ৩৯ ঐ অন্মতি ৪০ পা-এ নাই ৪১ পা সভা রাখিঞাঁ জাএ সমাধিঞাঁ ৪২ সা আন্ধল ৪৩ এ না পাছড়ে ৪৪ পা অতিরসে ৪৫ এ ভুমিতলে পড়ে

আশ পাশ নেহালিঞা ঢাকিলা[১] সম্ভ্রমে   পুরুব বৃত্তান্ত সব মানি গেলা ভ্রমে[২]।
খেনে খেনে[৩] নব নব কাম অনুভবে   কে জানে কহিতে[৪] কামজনম[৫]-প্রভাবে[৬]।
কহে কবিশেখর দশনে তৃণ ধরি   রাসমণ্ডলে[৭] নৃর্ত্য দেখ আখি ভরি[৮]।
গোপালবিজঅ-কথা শুনিতে মধুর   ই রস[৯] নিবাক[১০] পারে পরম চতুর॥

॥ ধানশী ॥

তবে কৃষ্ণ জাঅ কেলি-নিকুঞ্জের বন   নাগরশেখর-ছান্দে মোহে ত্রিভুবন[১১]।
সব গোপী সাজিঞা[১২] চলিলা কেলিসাজে   কৃষ্ণেরে[১৩] বেঢ়িল জেন লক্ষ্মীর[১৪] সমাঝে।
নানামণি-খচিত[১৫] পাউড়ি দুই পাএ   মদনমন্থর[১৬] চলে ঈষৎ লীলাএ।
কেহো ছত্র ধরে কেহো তাম্বুল জোগাএ[১৭]   কেহো জন্ত্র বাএ কোহো চামর ঢুলাএ[১৮]।[১৯]
কেহো শ্রুতি ধরে কেহো মধুর আলাপএ   অঙ্গ ভঙ্গী করি কেহো সুললিত গাএ।
হেন নানা রঙ্গে[২০] রসে চলে[২১] গোপী কান   সভে মেলি[২২] গেলা কেলিমণ্ডপের স্থান[২৩]
নানা সুখে খেনেক বঞ্চিঞা[২৪] গোপীরাএ   নবিনী গোপিনী সব[২৫] মজিল[২৬] হৃদএ।
রাধা-আদি জত চতুর জুবতী   নিজকুঞ্জ-ঘরে[২৭] পাঠাইল প্রাণপতি।
সমঅ বুঝিঞা আর সকল তরুণী   নিজকেলি-কুঞ্জে গেলা সাঁত পাঁচ গুনি[২৮]।
কুঞ্জে বসি সব গোপী[২৯] নানা বেশ করে   কখন আসিহে[৩০] মোর নাগর-শেখরে।
এত অবসর[৩১] বুঝি চতুর কাহ্নাই   কামকলা ডাকিঞা আনিল সেই[৩২] ঠাই।
বালাজন বুধিবারে পাঠাইঞা[৩৩] তারে   আপনে চলিলা কেলি[৩৪]-নিকুঞ্জ-ভিতরে।
নিকুঞ্জে বসিঞা[৩৫] কৃষ্ণ নবরতি-আশে   ভ্রমর আকুল জেন কলিকার বাসে।
হেথা[৩৬] কামকলা নিজ সখীজন আনি   মনোরমা রমণী[৩৭] প্রবোধে প্রিঅ বাণী।
জত জত বুঝাএ[৩৮] প্রবোধ নাহি মানে   হাথের[৩৯] অমৃত ছাড়ে গরল[৪০]-গেআনে[৪১]।

১ এ উঠিলা ২ ক. গ ধেনুধ্বনি সুনিঞা ধাইল তরুতলে ৩ পা খনে ২ ৪ পা কহি ৫ ক. খ, সা জনক ৬ পা প্রকারে ৭ ক. গ রাসের মণ্ডল, সা মণ্ডল ৮ সা দেব শ্রীহরি, পা এক বেরি, ক. গ হএ এক বেরি ৯ পা এ সব ১০ ক. খ, পা নবারে, ক. গ নিবারে ১১ ক. গ গোপীজন ১২ পা সাজাইঞা ১৩ ঐ কৃষ্ণে ১৪ ক. খ, ক. গ সব গোপিনি ১৫ পা রত্নে রচিত ১৬ ক. গ মথন ১৭ এ চামর ঢুলাএ ১৮ ঐ তাম্বুল জোগাএ ১৯ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ২০ পা রঙ্গ ২১ এ রসে ২২ পা মীলি ২৩ ঐ মাঝে ২৪ পা বঞ্চিল ২৫ ক. গ রসে ২৬ পা বাড়িল ২৭ পা-এ নাই ২৮ ক. গ নানা রস সুনি ২৯ পা পুনরূপি ৩০ ক. গ আসিবে ৩১ এ সব রস ৩২ ঐ সখি ৩৩ এ বুঝাবারে কানু পাঠাইল ৩৪ পা-এ নাই ৩৫ ঐ বসিলা ৩৬ ক. গ এথা ৩৭ পা মনি, এ রমন ৩৮ এ প্রবোধে, ক গ জানে ৩৯ পা হাথে ৪০ ঐ গর ৪১ এ সে মানে

সুখের কারণে[১] জত দুখ হেন[২] বুঝি   কর্পুররঞ্জিতে আখি বালি হেন সুঝি[৩]।
সখীজন বেত্তশিঞাঁ[৪] নিল[৫] কুঞ্জ-পাশে   লাজে অধোমুখী বালা কাপএ তরাসে।
জত করি[৬] ঠেলি ঠেলি[৭] নেই সখী[৮]-জনে   পদ দুই চলি রহে শপথ[৯] না মানে।
তবে তারে নিভৃতে বুঝাএ কামকলা   নতমুখে পাএ ভূমি লেখে ব্রজবালা।
গুণ না থাকিলে রূপ কিবা প্রওজনে   ফুটিল শণের[১০] ফুল পড়ে[১১] কোন জনে[১২]।
প্রভুরে দেখিঞাঁ[১৩] লাজ কর গুণ[১৪] কোটি   অধোমুখে হাসিঞাঁ মুচুকি মুখ মুটি[১৫]।
কটাক্ষে চাহিঞাঁ মুখ ঢাকিবি[১৬] আচলে   সম্ভ্রমে ঢাকিবি[১৭] কুচ চাহি[১৮] চারিপানে।
কানুমুখ চাহিঞাঁ হাসিঞাঁ কুচ ঢাকি   আধ মুখ দেখাইঞাঁ ভূম্যে নখ লেখি[১৯]।
রূপ না থাকিলে একা গুণে করে আলা   প্রাণকে অধিক বাসি মদনক[২০] মালা।
হের বলি সুন্দরী বচন মোর শুন   কানু রঞ্জিবারে শিখ[২১] নাগরীর গুণ।
প্রভু মুখ দেখাইঞাঁ হাসিবি কুচ ঢাকি   বসনে আছাদি সে প্রাণাধিক[২২] রাখি।
খসিল জে[২৩] নীবিবন্ধ বান্ধি[২৪] বারে বারে   ভুজমুল[২৫] উদাসিএ[২৬] পাশ দেখাবারে।
আশপাশ দেখাইঞা ঢাকিবি সব অঙ্গে[২৭] খেনে খেনে[২৮] আড়াক্ষে চাহিবি[২৯] ভাঙ[৩০]-ভঙ্গে
জবে কৃষ্ণ আতিমোহে[৩১] ধরিবারে চাহে   আড়াক্ষে চাহিঞাঁ ওসরিবি[৩২] পাএ পাএ।
জবে কৃষ্ণ হাসিঞা[৩৩] পসারি দুই বাহে[৩৪]   বিনঅবচন বলি আলিঙ্গন চাহে।
তবে দুই কর নাড়ি বুকের উপরে   নিষেধি[৩৫] কাতরমুখে ওসরিবি[৩৬] ডরে[৩৭]।
পরশিতে চমকি চলিবি[৩৮] পদ চারি   আলিঙ্গন নেবারিবি করে কর বারি[৩৯]।
উচ্চ বোলে কুচ পরশিতে নাহি[৪০] দিবে   নখরেখ দিতে উহু করিঞাঁ উঠিবে[৪১]।
অধরে দশনাঘাত করিবে শীৎকারে[৪২]   সুখের কারণ দুখ বুঝাবে[৪৩] আপারে[৪৪]।
নীবিবন্ধ পরশিতে[৪৫] করিবে[৪৬] কর[৪৭]-জুদ্ধে   জত পরকার করু[৪৮] না জাইবে[৪৯] বোধে।

১ পা আবনে ২ এ, ক. গ দুখ করি ৩ এ, ক. গ ভুঞ্জিতে বালি বলি চক্ষু বুজে, পা যুজে ৪ ক. গ ডাকিঞা, এ বেঁত্তসি ৫ ক. গ আনিল ৬ পা জতেক মিতি ৭ পা-এ নাই ৮ পা-এ নাই ৯ পা জাএ সবদ ১০ পা ষোনের, ক. গ সোনার ১১ পা পরে ১২ ঐ জন ১৩ এ কানু দেখিলে ১৪ পা কোন ১৫ এ মোড়ি ১৬ এ না ঢাকি ১৭ এ ঢাকিঞা ১৮ ঐ না চাহ ১৯ এ দুই ভুজে বান্ধিঞা পরান হেন রাখি ২০ এ দমনক, পা ০ণক ২১ পা শুন ২২ ঐ প্রানধিক ২৩ পা সিথিলি সিথিলি ২৪ পা-এ নাই ২৫ এ ০যুগ ২৬ পা উদাসীঞাঁ ২৭ এ রসরঙ্গে ২৮ পা ক্ষেনে২ ২৯ এ চাহিঞা চাহিব ৩০ পা ভ্রুহী ৩১ এ ॅলোভে, পা অতিমোহে ৩২ পা তুসাবি, ক. গ তুসিব ৩৩ পা অতি মোহে ৩৪ পা, ক. গ ধরিবারে চাহে ৩৫ এ তবে ত ৩৬ পা ওসরবি, এ ওসরিবে, ক. গ তুলি নিব ৩৭ ক. গ উরে, এ তারে ৩৮ পা চল, ক. গ চলিব ৩৯ এ বাহুকর ঠেলি ৪০ পা না ৪১ ঐ উঠেবে ৪২ ক. গ করিব সীকার, এ ধিঃকার ৪৩ এ ভুঞ্জিবে ৪৪ পা আপার ৪৫ এ, ক. গ পরশে ৪৬ ক. গ করিব ৪৭ পা-এ নাই ৪৮ পা করে ৪৯ পা নাহি জাএ

নানা পরবন্ধে[১] নিষেধিবে রতিকেলি   নানা ধ্বনি করিঞাঁ তুষিবে বনমালী।
ইহাকে বলিএ সখী বিদগদপনা   তবেসি[২] রঞ্জিল হঅ[৩] রসিক সে[৪] জনা।
এত বলি সখী সব হাথে পাএ ধরি   নিকুঞ্জ-দুআর কাছে আনিল সুন্দরী।
দুআর না পরশে নাম্বিঞাঁ না[৫] আইসে[৬]   কাঠের পুতলি জেন রহে দ্বারপাশে।
তা দেখিঞাঁ কামকলা গেলী কৃষ্ণ-ঠাঞে[৭]   বাল-বশীকরণের[৮] কহিতে[৯] উপাএ।
হের বলি গোসাঞি রসিক-চুড়ামণি   তোহ্মার[১০] অগ্রতে কিবা কহিবাক[১১] জানি।
তুহ্মি[১২] সে নাগরগুরু এ নব নাগরী   রাহুমুখে চান্দ-কলা[১৩] না জাএ উবরি[১৪]।
তভো[১৫] মু[১৬] আনিঞাঁ দিলু কমলিনী বালা   মত্তহাথী-হাথে জেন দিএ[১৭] ফুলমালা।
ইথি এক বোল বুলি রসিকশেখরে[১৮]   নবরতিরস-মোহে নহিহ[১৯] গোঙারে[২০]।
হাতে নিঙ্গাড়িলে ফুলের[২১] মধু নাহি পাই   ভোখ-অতিরেকে দুই হাথে নাহি খাই।
নাকে মুখে পানি কেবা[২২] পিএ আতিশোষে[২৩]   রতি[২৪]-সুখ[২৫] অনুভই ধইরজ-বিশেষে।
ঘনাবর্ত দুগ্ধ আর বালার[২৬] সুরতে   জত জুড়াইঞাঁ খাই[২৭] ততেক অমৃতে।
আতি-আশোআস দিঞাঁ আনাঞিহ[২৮] পাশে   কহিবে বচন দুই হাসপরিহাসে।
রসের বচন জবে[২৯] সহিবেক গাএ   সমুখে চাহিতে তবে করিবে[৩০] উপাএ।
জে মুখে দাণ্ডাএ[৩১] বালা জাবে সেই ঠাই   কাতর বেভারে কিছু কহিবে বুঝাই।
জবে আখিলাজ কিছু আন হেন[৩২] বুঝ   তবে নানা উপাএ পরশসুখ[৩৩] ভুঞ্জ।
পরশে পরশে জবে ভঅ নাহি মানে   তবে লহু লহু[৩৪] দিবে আলিঙ্গনদানে।
আলপে আলপে বুকে দিহ[৩৫] পওধরে   শপতি করিঞাঁ[৩৬] তাহা পরশিবে করে।
জবে সে মদনগঢ়[৩৭] লঙ্ঘিবে উপাএ   অধরে অধর[৩৮] দিবে ঈষৎ[৩৯] লীলাএ।
চিবুকে আঙ্গুলি দিঞাঁ তুলিহ মুখচান্দে   হাসিঞাঁ ত[৪০] সমুখে বসিবে[৪১] নানা[৪২] ছান্দে।
আলক্ষিতে চুম্ব দিঞাঁ বাঢ়াইবে[৪৩] রসে   হেন বাহ্যরতি-সুখে[৪৪] করাইবে বশে।

১ এ, পা পরকারে ২ ক. গ সে ৩ এ রঞ্জিতে পার ৪ পা-এ নাই ৫ এ নিকুঞ্জে নাহি, ক. গ দ্বার না প্রবেশে বালা লাম্বি না ৬ পা আসে ৭ ক. গ জত কৃষ্ণ চাহে, পা ঠাঞি ৮ ক. গ বালা বসকারণের ৯ ক. খ, ক. গ কহিল ১০ পা তোমার ১১ ঐ আমী কি বলিতে ১২ পা তুমি ১৩ ক. গ রাহু চান্দকলা জেন ১৪ পা উগারি, ক. গ উগার ১৫ পা তভু ১৬ ক. গ মো ১৭ পা দেইএ ১৮ এ, পা গোপাল ১৯ পা না হইহ, এ নহিয় ২০ পা গোঙার ২১ ঐ ফলের ২২ পা নাহি ২৩ ঐ অতিষোষে ২৪ পা শ্রতি, ক. গ সব ২৫ এ রস ২৬ ঐ অবলা ২৭ সা ভুঞ্জি ২৮ পা আনাইবে ২৯ পা দুই ৩০ ঐ কহিবে ৩১ পা দাণ্ডাবে ৩২ এ করি ৩৩ পা হেন ৩৪ ঐ লঘু লঘু ৩৫ পা দিবে ৩৬ ঐ সপত কহিঞাঁ ৩৭ সা ০গড় ৩৮ এ চুম্বন ৩৯ সা অবসেসে জত রস বরিস ৪০ সা হাসি তার ৪১ পা বর্ণিবে ৪২ ঐ না[না] ৪৩ পা চাখাইবে ৪৪ এ রসে

আশোআস[১] লাগিঞাঁ মিছা করিবে শপতে   তবে নীবিবন্ধে হাথ দিহ গোপীনাথে।
সুরতি-আরতিরসে না হইহ[২] গোঙার   আতিহঠে[৩] না লুড়িহ[৪] মদনভাণ্ডার।
নখ দশনের[৫] ঘাত[৬] দিহ[৭] জথাবিধি   মুহবে মুদিএ[৮] জেন কামকলানিধি।
ভ্রমরা মালতী[৯]-মধু পিএ[১০] জেনমতে   হেনমতে রতিসুখ ভুঞ্জ আলখিতে[১১]।
গুরুজন পরিজন কেহো জানি[১২] লখে   ধনিন[১৩] আপন ধন গুপথেসি[১৪] রাখে[১৫]।
কহিল উচিত নবজুবতী[১৬]-বিলাসে[১৭]   তাইস করিহ জেন কাম পাএ জশে[১৮]।
এতেক দূতীর বোল শুনিঞাঁ গোপালে   হাসি অনুমতি দিঞাঁ পাঠাইল তারে।
সে নব নাগরী থুঞা নিকুঞ্জ-দুআরে   সব সখী হাসিঞা চলিলা স্থানান্তরে।
গোপালবিজঅ নর শুন নাচ গাও[১৯]   হরিরস খাহ দাহ বিলাহ ছড়াও[২০]।
কহে কবিশেখর জানিঞাঁ[২১] সারোদ্ধার   নাচিঞাঁ গাইঞাঁ সুখে তরহ সংসার[২২]॥

॥ শ্রী ॥

জবে কৃষ্ণ হাসিঞাঁ ডাকিল চন্দ্রমুখী   হেঠমাথে রহে গোপী ভূম্যে নখ[২৩] লেখি।
জত জত আরতিকে[২৪] ডাকে গোপীনাথে   ততেক লজ্জাএ গোপী রহে হেঠম থে।
জবে কৃষ্ণ হাসিঞাঁ উঠিলা[২৫] বসি আশে[২৬]   কটাক্ষে নেহালি[২৭] বালা কাঁপএ তরাসে।
লাজ ভএ আনন্দে বিকল[২৮] কলাবতী[২৯]   পাওঁ দুই চলি রহে আনেক শকতি[৩০]।
আতিরসে[৩১] কাহ্নাই করিতে[৩২] চাহে কোল   অঙ্গ সঙ্কোচিঞা জাঅ নাঞি শুনে বোল।
নিষেধিঞা দুই করপল্লব সঞ্চারে   নিষেধ[৩৩] দ্বিগুণ বাঢ়ে মদনবিকারে।
সুরতি-আরতিরসে[৩৪] দিল আলিঙ্গন   হৃদএ[৩৫] সঙ্কোচ করি কাঁপে ঘনে ঘন।
হৃদএ হৃদঅ[৩৬] দিতে নেই নানা রঙ্গে   কিবা কাম-অঙ্কুর[৩৭] ভাঙ্গিতে চাহে শঙ্কে[৩৮]।
সুরতি-আরতিরসে[৩৯] কানু হইলা ভোর[৪০]   দুই বাহু ভেড়িঞাঁ চাপিঞা দিল কোর।

---

১ পা নিসোআষ ২ এ হবে ৩ পা অতি হঠে ৪ পা তুড়িহ ৫ সা, এ কমলের ৬ এ, সা, ক. গ চিহ্ন ৭ পা সময় দেখিঞা ভুঞ্জিহ রতি ৮ পা দুরহে মুদিল, সা মুদিহ ৯ এ মাতিঞা ১০ পা দেই ১১ সা গোপীনাথে ১২ ঐ নাহি ১৩ পা ধনিক ১৪ ক. গ গুপতেসে ১৫ পা গুণ তোষ ভক্ষে, ক. খ রাখে সে মুন্দরে ১৬ এ, সা সুরত ১৭ পা বিলাষ ১৮ পা বস পাএ ১৯ পা গাওঁ ২০ ঐ ছড়াহ ২১ এ সুনহ ২২ পা তর কলিকাল ২৩ সা, ক. খ পাএ ভূমি ২৪ সা আরভিতে, এ জতেক আরতি করি ২৫ পা উঠেলা ২৬ এ, সা, ক. খ আতিরসে ২৭ এ চাহিঞা ২৮ ঐ করিল ২৯ পা কলা[ব]তি ৩০ পা না সহে আরতি ৩১ পা অতিরসে ৩২ এ ধরিতে ৩৩ ঐ নিষধিতে ৩৪ সা ০দোহে, ক. গ ০মোহে ৩৫ পা হ্রিদঅ ৩৬ পা-এ নাই ৩৭ এ, সা অঙ্কুস ৩৮ ক. গ ভাগিতে মান সঙ্ক, পা রঙ্গে ৩৯ পা ০মোহে ৪০ পা দিল আঙ্গলিঙ্গন

অন্তরে কম্পিত সে[১] প্রথম রতিভএ ধরিল টাটকি[২] জেন[৩] উড়িল হৃদএ[৪]।
কাতর-নআনে[৫] চাহি[৬] কাপে থরহরি আর কত[৭] আখরে নিষধে কত বেরি।
নহে নহে[৮] ছাড় কি কর গোঁআর পাএ ধরি[৯] চাপিঞাঁ না ধর বারে বার।
হরি হরি হের মণি[১০]-দীপের আলোকে এ তোহ্মার[১১] নিলজাই কেহো জানি[১২] দেখে।
খেনেকে[১৩] উশাস দেহ হের পাএ ধরি পরাণ[১৪] লইবে পারা[১৫] বুঝিল[১৬] বিচারি।
হেন[১৭] চাটু-বাণী শুনি[১৮] রসিক[১৯]-শিরোমণি[২০] সুরতি-অধিক সুখ পাইল তখনি[২১]।
তার বোলে আশ পাঞাঁ ছাড়িল তাহারে ভোখের গরাস জেন পড়ে ভুমিতলে।
জীল হেন বুঝি[২২] গোপী[২৩] গেল পদ চারি সাপ বলি হার পেলি পালাএ[২৪] তিখরি[২৫]।
জবে গোপী[২৬] আপনারে সম্বরে নেতা[২৭]-ঞ্চলে তা দেখি কৃষ্ণের মন অধিক উথলে[২৮]।
তবে কৃষ্ণ আপনার গলার অলঙ্কার আঞ্জলি করিঞাঁ হাথে দেই বারে বার।
লক্ষ্মীর দুল্লভ[২৯] সে নানা-মণি-মালা চাহিঞাঁ নিছনি করি পেলে ব্রজবালা।
জবে কৃষ্ণ হাসিঞাঁ[৩০] পসারি[৩১] দুই বাহে কাতর নআন[৩২] করি আলিঙ্গন[৩৩] চাহে।
তবে ত[৩৪] সুন্দরী কহে মুচুকি[৩৫] হাসিঞাঁ অমৃত[৩৬] বরিষে চাঁন্দ[৩৭] চকোরে চাহিঞা[৩৮]।
সখী[৩৯]-সঙ্গে[৪০] কৌতুকে আইলাঙ[৪১] বৃন্দাবনে না জানি কাহ্নাই[৪২] সে[৪৩] সুরত কোন[৪৪] ধনে[৪৫]।
কর পসারিঞাঁ কত আলিঙ্গন চাহ কথা[৪৬] আলিঙ্গন আছে আহ্মারে[৪৭] চিনাহ[৪৮]।
আহ্মি ত জানিএ[৪৯] ইথি[৫০] কোন রস[৫১] নাঞি[৫২] অধরে অমৃত কথা জানিব কাহ্নাঞি[৫৩]।
নখে জরজর কত[৫৪] কর পওঁধরে পাকিল দাড়িম্ব নহে দেখিবে[৫৫] অন্তরে[৫৬]।

১ এ, ক. গ তবে নব নাগরি ২ এ চটই, ক. গ চটকি ৩ পা সম ৪ ঐ হ্রিদঅ ৫ ঐ নঅনে ৬ এ কহে ৭ পা ক [ত] ৮ এ এড় এড় ৯ ক. গ পড়ি ১০ ঐ বলি ১১ পা তোমার ১২ পা নাহি ১৩ ঐ ক্ষেনেক ১৪ পা প্রাণ ১৫ ঐ -হেন ১৬ ক. গ হেন মনেতে ১৭ পা নানা ১৮ ক. গ শুনিঞা ১৯ পা-এ নাই ২০ পা চক্রপানি ২১ ক. গ আপুনি ২২ ক. গ বলি ২৩ পা-এ নাই ২৪ ক. গ জেন হার সাপ বলি পেলাএ, পা পালাঅ তিঅ ২৫ ক. গ ভিখারি, পা তিখারি ২৬ এ, ক. গ রামা ২৭ এ চেলা ২৮ পা লোভাই ২৯ এ দুর্লভ ৩০ এ ত চাহিঞা ৩১ পা পসারিল ৩২ ঐ নঅনে ৩৩ এ বচনে তাহে চুম্বকেলি, ক. গ তার চুম্ব লাগি ৩৪ পা-এ নাই ৩৫ ঐ মুচকি ৩৬ পা অমৃতে ৩৭ এ জেন ৩৮ পা চাপিঞাঁ ৩৯ এ -জন ৪০ পা সব ৪১ ক. গ আনিল, এ আইলাহো ৪২ পা কানাহাই হে ৪৩ পা-এ নাই ৪৪ এ কত ৪৫ পা ধন ৪৬ ঐ কোথা ৪৭ পা আমারে ৪৮ এ বুঝাহ ৪৯ পা আমি না জানি ৫০ ক. গ ইথে ৫১ এ ধন ৫২ ক. গ নাহি, পা কেনে একে জতন ৫৩ এ চিনাহ গোবিন্দাই, পা ইথি অমৃত কোথা আছে কোন ধন, ক. গ কানাঞি ৫৪ পা কইলে ৫৫ ঐ দেখি ৫৬ ক. গ দেখিতে সুন্দরে

নীবি খসাইতে কেহ্নে[১] এতেক জতন   ইথি চুরি[২] নাহি রাখি কারো কোন ধন।
গোপীর সরস বোলে রসিক গোপালে   রসের সাগরে ভাসে না জানে সাঁতারে।
উচিত পিরিতে নহে পহিল জুবতী   কতেক সহিল হএ মদনস্মরতি[৩]।
জতেক[৪] বিনতি[৫] করে কিছু নাহি মানে   চালিল সাপিনী জেন মন্ত্র নাহি শুনে।
তবে কৃষ্ণ হাসি হাসি দিল আলিঙ্গনে   রসে রসে তুলিল মদনসিংহাসনে।
দেখিঞাঁ কানুর আতি স্মরতি-আরতি   দুঃসহ[৬] বুঝিঞাঁ গোপী করএ বিনতি[৭]।
আহ্মি[৮] কমলিনী বালা তুহ্মি মাতা[৯] হাথি   রসকে বিরস হব রহিব খেআতি।
ঘনে ঘনে[১০] চাপিঞাঁ না দেহ আলিঙ্গন   লতাএ সহিতে নারে হাথির জাঁতন[১১]।
অবলাকে বল কত[১২] কর[১৩]বনমালী[১৪]   তরুণ-অরুণ-ঠাঞি নোনির পোতলি।
খেনেক উশাস কর দেহ জীউ দান   মনে হেন করিঞাঁছ লইবে[১৫] পরাণ।
হরি হরি হার[১৬] দুর করহ শ্রীহরি   হার-চিহ্নে আহ্মারে[১৭] হাসিব সব নারী।
এত অবসরে হার পাড়িল[১৮] ছিণ্ডিঞাঁ   আতিদ্বন্দ্বে[১৯] কে না দেই বসতি[২০] ছাড়িঞাঁ।
আপনার অঙ্গ সে[২১] আপনা কেহো নহে   এত ছান্দে আলিঙ্গন কার প্রাণে সহে।
অধরচুম্বন কত কর বারে বারে   ইথি কী অমৃত আছে কহনা আহ্মারে[২২]।
নির্দঅ হৃদএ এ দংশিঞাঁ কিবা পাহ   অধর-ভিতর আর কিবা রস চাহ।
হেন আতিলোভ[২৩] নাঞি[২৪] দেখি কোন ঠাএ[২৫]   মধু পিঞাঁ ভ্রমরা
বান্ধুলি নাঞি[২৬] খাএ।
আর এক পরমাদ না গুণ[২৭] গোঁআর   সখীএ[২৮] লখিলে[২৯] চিন[৩০] করাবে[৩১] খাঁখার।
অধরে[৩২] না কর কানু নআন[৩৩] চুম্বনে   পারুলের[৩৪] ফুলে[৩৫] জেন বেঢ়ে[৩৬] ভৃঙ্গ[৩৭]-গণে।
ঠাঞি ঠাঞি চুম্বন দিবারে[৩৮] কত জানে   না জানিএ কত শিখাইল পাঁচবাণে।
কুচজুগে আলপে আলপে[৩৯] দিহ হাথে   আহ্মার[৪০] শপতি জবে দেহ নখাঘাতে।
উহ[৪১] কত নখচিহ্ন দেহ পওধরে   শুকে[৪২] জেন ঠোটে[৪৩] পাকা দাড়িম্ব বিদরে।

১ পা কেনে ২ এ ভরি ৩ ঐ আরতি, পা মুরতি ৪ পা, ক. খ ততেক ৫ এ আরতি ৬ ক. গ এতেক, এ সরস ৭ পা আরতি, এ মিনতি ৮ পা আমি ৯ ঐ তুমি মত্ত ১০ এ এড় এড় ১১ পা তাজন, এ কুঞ্জরচাপন ১২ পা কি ১৩ ক. ক, ক. গ ধর ১৪ পা দামোদরে ১৫ পা হইবে ১৬ ক. গ আহা ১৭ পা সভাএ, ক. গ আমারে ১৮ পা পড়ি ১৯ পা অতিদণ্ডে ২০ ঐ দে বসত ২১ এ দেহের ২২ পা আমারে ২৩ সা অদ্ভুতে, পা অতিলোভ ২৪ ক. গ অতিরেক মত্ত, পা নাহি ২৫ পা ঠাই ২৬ ঐ নাহী ২৭ এ সুনহ; সা, ক. গ কর ২৮ পা শখিতে ২৯ এ চিনিলে ৩০ পা চিহ্ন ৩১ ক. গ হইব ৩২ পা অধর ৩৩ ঐ কান নঅন ৩৪ পা পারলের ৩৫ এ বনে ৩৬ ঐ রহি ৩৭ সা ইন্দু ৩৮ পা দিবার ৩৯ ঐ আলপ আলপ ৪০ পা আমার ৪১ ক. গ উহু ৪২ পা শুখে ৪৩ পা-এ নাই

উরু উরু-সন্ধি নখ[১] না দিহ[২] জঘনে[৩] ইথি কোন নিধি[৪] আছে কহ ত আপনে[৫] ।
ঠাঞি ঠাঞি নখ-রেখ[৬] না[৭] দিহ নিকরুণা[৮] বণিকে পরিখে জেন ধনিনের[৯] সোনা ।
জবে নীবি হাথ দেহ সুন্দর কাহ্নাই প্রমাদ হইবে পুন[১০] মোর দোষ নাহি ।
জবে কৃষ্ণ রসে নীবিবন্ধে দিল করে না ছোহ না ছোহ মুখে নানা ধ্বনি[১১] করে[১২] ।
জবে কৃষ্ণ নীবিবন্ধ মুকাইল বলে কামের ভাণ্ডার মুখ[১৩] করিল মুকলে ।
নীবি খসাইতে[১৪] কাঞ্চি রুনুঝুন করে কাঁমের প্রহরী জেন জাগিঞাঁ হাকারে[১৫] ।
কাঞ্চির শবদে[১৬] লোমাঞ্চিত[১৭] সব গাএ প্রহরীর ডাকে জেন নগরী[১৮] চিআএ[১৯]
জবে[২০] কৃষ্ণ গোপীরে কইল বিবসনে[২১] অঙ্গে অঙ্গ লুকাইতে[২২] করিল জতনে[২৩] ।
দুই বাহু ভিড়িঞাঁ[২৪] ঝাপিল[২৫] পওধরে মৃণালে ঢাকিল নহে[২৬] সুমেরু-শিখরে ।
উরু দুই চাপিঞাঁ রহিলী[২৭] নাভিতলে অরুণ-নআনে মণিপ্রদীপ নেহালে ।
কাথে[২৮] বাম হাথ দিঞাঁ কুচের উপরে মণিদীপ নিভাইতে[২৯] আর কর নাড়ে ।
তা দেখিঞাঁ সুরত-অধিক সুখ বাসি রসের সাগরে কৃষ্ণ দেখি হাসি হাসি ।
জবে[৩০] রতিরণ আরম্ভিলা[৩১] গোপীরাএ[৩২] লাজ ভএ[৩৩] পালাইতে পথ নাহি পাএ ।
ভুজে ভুজ জাতি[৩৪] দিল অধরে অধরে দুই উরু-মাঝে দুই উরু[৩৫] চাপি ধরে ।
তবে সেই কেলি[৩৬]-শিজে শোআইল রামা ত্রিভুবনে মাধুরী পাইল এক সীমা ।
শশাঙ্ক[৩৭]-কোমল[৩৮] শিজে শোভে[৩৯] দুই জনে[৪০] পওঁধি[৪১] রহিলা[৪২] জেন[৪৩]
লক্ষ্মী নারাঅণে[৪৪]
নব জলধরে জেন[৪৫] কাহ্নাইর[৪৬] দেহা সে নবী[৪৭] নাগরী জেন বিজুরির রেহা[৪৮] ।
অঙ্গে অঙ্গ ধরাধরি[৪৯] দেখিতে সুসার হেম মরকতে জেন গঢ়িল[৫০] সোনার ।

১ পা নখসন্ধি ২ পা নাহে ৩ সা, ক. গ জতনে, এ তুমি কান, পা সঘনে ৪ এ ধন ৫ পা আমারে, এ জতনে ৬ পা ঘাত ৭ পা-এ নাই ৮ পা দেহ ত দারুনা ৯ পা ধনিকের ১০ এ সভারে ডাকিঞা বলিছেন ১১ এ, ক. গ চাটু ১২ পা করি ১৩ ঐ মুদম দড়ি ১৪ এ মুকাইতে ১৫ ঐ ফুকরে ১৬ এ সম্বাদ ১৭ পা সব- ১৮ পা প্রহরি, ক. গ নগর ১৯ পা চিআয় ২০ ক. গ তবে ২১ পা বিবসন ২২ পা ভঙ্গে ভঙ্গ মুকাইতে ২৩ পা জতন ২৪ পা মুড়িঞাঁ ২৫ এ চাপিল ২৬ ক. গ জেন ২৭ পা রহিলা ২৮ পা ক্ষেনে ২৯ ঐ নিভাইতে ৩০ সা তবে ৩১ সা আরম্ভিলা, পা আরভিল ৩২ পা বনমালী, ক. গ জত্নরাএ ৩৩ এ -কাম ৩৪ সা ভুজদণ্ডে ভুজ ৩৫ এ মাঝে দুই ৩৬ সা বেলে ৩৭ এ, পা সসঙ্কে ৩৮ পা কমল ৩৯ ক. গ শুই ৪০ পা জনা ৪১ এ পওঁধিতে ৪২ পা উঠেলে ৪৩ ঐ জন ৪৪ পা নারায়ন ৪৫ সা জিনিল ৪৬ পা কাহ্নাইরগ ৪৭ ক. গ নারি, সা নব ৪৮ এ লেহা, সা রেহে, ক. গ দেহা ৪৯ সা অঙ্গ ধরাধরি আতি ৫০ পা গঠেল

কত ছান্দে উরু ভুজে[১] ধরিল[২] গোপালে[৩]   হরি হরি হাথি[৪]-হাথে[৫] পড়িল মৃণালে[৬]।
সেই[৭] অঙ্গে সেই বেশ[৮] সেই সব কলা   সুরত-সমএ দেখি[৯] আনই শৃঙ্খলা।
সে বেলার আনন্দ কহনে[১০] না জাই   এক বচনের রসে[১১] মূল দিতে নাহি।
জে নখ[১২]-দশন-ঘাত দুখের কারণে   সে আতি[১৩] পরম সুখ দেই ঘনে ঘনে[১৪]।
তথি কি কহিব আর আনন্দের[১৫] সীমা   কহিলে কহিল নহে সে রাস[১৬]-মহিমা।
গোপী গোপীনাথে কেলি অদ্ভুত সংসারে   পাএ পাএ বিপরীত কহিতে কে পারে[১৭]।
জলধর[১৮]-মাঝে জেন[১৯] তড়িত বিলাসে[২০]   তড়িত[২১]-উপরে নব ঘন পরকাশে[২২]।
তাহে চান্দ-উপরে বিকচ[২৩] ইন্দীবর   তাহে দুই দুই রহে[২৪] চকোর ভ্রমর[২৫]।
চান্দে চাপি[২৬] চকোর ভ্রমর[২৭] মধু পিএ   কমলে ভ্রমর[২৮] চাপি সুধারস নিএ[২৯]।
দুই নিরমল[৩০] রস পিএ দুই জনে   অপূর্ব বলিঞাঁ কারো[৩১] নাঞি[৩২] পুরে[৩৩] মনে।
আর অদভুত কহি না বাসিহ মিছে[৩৪]   উদ্দণ্ড[৩৫] কনকপদ্ম[৩৬] মেঘোপরি[৩৭] নাচে।
হেন অদভুত কত[৩৮] কহিল বা হয়   সব অদভূতময় নন্দের তনয়।
কহে কবিশেখর প্রথম রতিসুখ   গ্রাম্য বলি[৩৯] আতি-মোহে[৪০] না বাসিহ[৪১] দুখ।
অনুভবে[৪২] রাসরস[৪৩] বিলসহ[৪৪] মনে   চিদানন্দ[৪৫] বলি[৪৬] জান[৪৭]

গোপিকা[৪৮]-রমণে[৪৯] ॥[৫০]

॥ ধানশী[৫১] ॥

গোপীর সহিত কৃষ্ণ রাস[৫২]-কেলি করে   জেন রসে[৫৩] বিলসে কমলে[৫৪] মধুকরে।
রভস[৫৫]-উপান্তে গোপী কাতরবচনে[৫৬]   কাকুতি মিনতি কত কহে[৫৭] ঘনে ঘনে।

১ পা ভুজ ২ এ ধরহ ৩ পা গোপাল ৪ পা-এ নাই ৫ পা তাতে ৬ পা মৃনাল ৭ ঐ অই ৮ ঐ বোল ৯ এ হএ ১০ পা কহিল ১১ ঐ রস ১২ পা নক ১৩ পা অতি ১৪ এ খনে ২ ১৫ পা আন্দের, এ আনন্দর ১৬ এ রাসের ১৭ পা জানে ১৮ ক. গ জলধির, পা পঁওধির ১৯ পা ক্ষির, এ থির ২০ সা প্রকাস ২১ পা তড়ি[ত] ২২ এ ঘনের প্রকাশ ২৩ সা বিকত ২৪ এ নহে ২৫ সা হেন হরে ভ্রমর চকোর ২৬ পা চাপিল ২৭ ক. গ কমল ২৮ পা ভ্রমরে কমল ২৯ এ থাএ ৩০ পা নিবিমও, এ বিন্দু রসময় ৩১ সা জার ৩২ পা নাহি ৩৩ ঐ ফুরে ৩৪ পা সাচে ৩৫ পা উর্দ্ধণ্ড ৩৬ ঐ ॰দণ্ড ৩৭ পা মেঘ পরি ৩৮ পা-এ নাই ৩৯ এ বলিঞা ৪০ পা-এ নাই ৪১ ক. গ মানিহ ৪২ পা অনুভব ৪৩ সা রসে রসে, ক. গ ॰রসে ৪৪ ক. গ বিলাসহ ৪৫ পা চিদান[ন্দ] ৪৬ এ -মনে ৪৭ এ, সা, ক. গ ভজ ৪৮ এ শ্রীরাধিকা ৪৯ পা গোপি কানে ৫০ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ইতি প্রথম সম্ভোগরাস ৫১ ক. গ শ্রীরাগ ৫২ ক. খ, ক. গ রস ৫৩ পা রষ ৫৪ ক. গ মাধবে, ক. খ মাধবি, এ মালতি ৫৫ এ রস ৫৬ ক. খ নয়নে, এ কহিল বচন ৫৭ ক. খ, ক. গ করে

ছাড় ছাড় বলি দুই[১] কর আগু[২] ঠেলি[৩] কিশলঅ-ঠেলে[৪] কি অঞ্জন[৫]-গিরি চলি।
জত গোপী নিষধে ততেক রস বাড়ে ভুখিল ভ্রমর[৬] জেন মধু[৭] নাহি ছাড়ে।
গোপীর বিকুলি[৮] কৃষ্ণ শুনিঞাঁ না শুনে আতি[৯]-মাতা[১০] হাথি জেন অঙ্কুশ না মানে।
গোপীর মিনতি[১১] দেখি সমাধিল রতি মধু পিঞাঁ ভৃঙ্গ[১২] জেন[১৩] ছাড়িল[১৪] মালতী[১৫]
হাসি[১৬] চুম্ব[১৭] দিঞাঁ তবে ছাড়িল অবলা বিলসি[১৮] ছাড়িল জেন চম্পকের মালা।
আলসে অবশ[১৯] গোপী[২০] উঠিতে[২১] না পারি শুতিঞাঁ রহিলী জেন মুনির পৌতলি[২২]
আলাইল কেশপাশ[২৩] ঝাপিল বদনে[২৪] পূর্ণিমার চান্দ জেন আবরিল[২৫] ঘনে।
শ্রমজলকণাএ ভূষিত সব গাএ মুকুতা ফলিল[২৬] জেন কনকে[২৭] লতাএ।
তা দেখিঞাঁ[২৮] দআএ[২৯] তুলিল করে ধরি আপন নিচোলে মুখ পুছিল[৩০] শ্রীহরি।
পড়াইল[৩১] বসন বান্ধিল কেশপাশে[৩২] তুলিঞাঁ বসাইল গোপী[৩৩] করি পরিহাসে।
মুখ তুলি চর্বিত[৩৪] তাম্বুল দিল মুখে[৩৫] হাসিঞাঁ চুম্বন[৩৬] তাহে দিল আতি[৩৭]-সুখে[৩৮]।
তবে সেই পালঙ্কে থুইঞাঁ[৩৯] কলাবতী নিকুঞ্জ-বাহির কৃষ্ণ হইলা[৪০] মন্দ[৪১]-গতি।
দুআরে[৪২] বাহিরাইতে[৪৩] গোপীগণ ধাএ ভুখিল চাতক জেন মেঘ-লাগ পাএ[৪৪]।
কামকলা-আদি জত মনোরমা সখী তা সভা পাঠাই[৪৫] কৃষ্ণ কটাক্ষে নিরিখি[৪৬]।
হাসিঞাঁ চলিলী গোপী[৪৭] মনোরমা-পাশে তা দেখিঞাঁ গোপীনাথ মনে মনে হাসে।
সব সখী বিরস[৪৮] রভস[৪৯]-অভি[৫০]-মানে মুখ তুলি নাহি শুনে কৃষ্ণের বচনে।
সভার হৃদঅ বুঝি রসিক গোপালে জত গোপী ততেক করিল[৫১] অবতারে।

১ ক.খ একু ২ পা-এ নাই ৩ ক.খ আগে চালি, ক.গ আগে চালে ৪ ক.গ ঠেকি ৫ পা মন্দার ৬ এ চকোরি ৭ ঐ সুধা ৮ পা বিনতি ৯ পা অতি ১০ পা, ক.গ মত্ত ১১ পা বিনতি; সা, ক.গ বিকলি ১২ সা ভ্রমর ১৩ এ ভোখে, ক.গ সভারে ১৪ এ না ছাড়ে ১৫ পা মাধবি ১৬ এ, সা হাসিয়া ১৭ এ চুম্বন ১৮ এ পড়িঞা, সা বিলসিয়া ১৯ পা লাষ, ক.গ লালসে ২০ এ রামা ২১ পা চলিতে ২২ পা পোঁথলি ২৩ ক.গ কেশপাস খসিল ২৪ এ ঝাপিঞা বসনে, পা ব[স]নে ২৫ পা আবীল ২৬ ক.গ গিলিল ২৭ সা, ক.গ সকল ২৮ সা, ক.গ গোপী দেখি ২৯ পা দআতে ৩০ সা, এ, ক.গ মোছিল ৩১ পা পরাইল ৩২ °পাষ ৩৩ ক.গ কহিল বচন দুই ৩৪ সা চর্ব্বণ ৩৫ ঐ সুখে ৩৬ এ আশ্বাসে, সা হাসি২, ক.গ হাসিয়া২ ৩৭ এ বড়, পা অতি ৩৮ সা নখরেখে, ক.গ নখে ৩৯ সা শুতিল ৪০ এ হএ ৪১ সা শীঘ্র ৪২ সা কৃষ্ণের, ক.গ দ্বারের, পা-এ নাই ৪৩ এ, সা বাহির হৈতে, পা তা দেখি সংভ্রমে · ৪৪ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৪৫ সা পাঠাএ ৪৬ পা নিরেখি ৪৭ পা চলিলা সখি ৪৮ ক.গ নিরস ৪৯ এ, ক.গ হইলা, সা রাইলা ৫০ এ অখি, সা অতি ৫১ পা তত করি

কারো কারো হাথ ধরি প্রবেশিলা কুঞ্জে   কারো[১] কুঞ্জে প্রবোশঞা নানাবাধ[২] ভুঞ্জে।
হেনমতে প্রতিকুঞ্জে প্রতিগোপী-সঙ্গে   মনোরথ পুরি কেলি করে নানা[৩] রঙ্গে।
সহজে সুন্দরী গোপী পহিল[৪] জৌবন   আর সে চৌষঠি কলা জানে[৫] বিলক্ষণ[৬]।
তাহে সে নাগরগুরু[৭] দেব লক্ষ্মীপতি   রতনে কাঞ্চনে বিধি করিল সংহতি[৮]।
আতিরসে কাঅব্যূহ[৯] করিঞা নিকুঞ্জে   এক[১০] নারাঅণ নানাবিধি রস ভুঞ্জে[১১]।
তার রতি-পরিপাটী কহিতে কে[১২] জানি[১৩]   কুম্ভে কি[১৪] মাপিঞা দেখি[১৫]
সমুদ্রের[১৬] পানি।
জবে সব গোপীর পুরল অভিলাষ[১৭]   তবে সমাধিল কৃষ্ণ সুরত[১৮]-বিলাস।
হের দেখ পিরিতি-রসের পরিণাম[১৯]   গোপনারী-সঙ্গে রমে[২০] দেব আত্মারাম[২১]।
জার পদ ব্রহ্মাএ[২২] দেখিতে নাঞি পাএ[২৩]   জত গোপী তত রূপী বিলসে[২৪] লীলাএ।
এতেক জানিল কৃষ্ণ পিরিতে[২৫] সে পাই   আচারবিচার-মুখে দিঞা মেন[২৬] ছাই।
ভাল গোপী জনমিল গোকুলনগরে   জার লাগি[২৭] ভুলিলা সে নন্দের কুমারে[২৮]।
জাহার রসের[২৯] কথা[৩০] শুনিঞা সংসারে   ব্রহ্মা-আদি করি সভে[৩১] পাইল নিস্তারে।
এতেক জানিল ধরমের[৩২] সূক্ষ্ম[৩৩] গতি   গ্রাম্য বলি[৩৪] বাসরসে[৩৫] না করিহ মতি।
একিবারে বিলসিঞা ষোলশত গোপী   সব রূপ সংহারিঞা আস্থে[৩৬] একরূপী।
লীলাগতি উত্তরিলা মণ্ডপের মাঝে   ত্রিভঙ্গ মধুর বেণু পুরে গোপীরাজে।
বেণুরবে গোপী সব উঠিলা[৩৭] সম্ভ্রমে[৩৮]   আপনা সম্বরি বেশ করএ মনোরমে[৩৯]।
সব অঙ্গ সাজিঞা চলিলা গোপীজনে   পুনরপি রতিরণ করিবারে মনে[৪০]।
জথাস্থানে[৪১] সভেঞি[৪২] বসিলা[৪৩] সারি সারি   সভা দেখিএ নাঞি[৪৪] রাধিকা সুন্দরী।
রাধা বিনি সব গোপী দেখিএ আন্ধরে[৪৫]   ভক্তিবিহনে জেন পুজা-উপহারে।

১ এ কেহো ২ পা সুখ ৩ সা হরি ৪ এ প্রথম ৫ সা অতি ৬ পা বিচক্ষণ ৭ সা কৃষ্ণ ৮ ক. গ সঙ্গতি ৯ পা অতিরসে ধাএ ব্যূহ ১০ ক. গ একা, পা -লক্ষ্মী ১১ এ নানা বিধি রঙ্গে, পা নানা রস- ১২ এ কেবা ১৩ পা জানে ১৪ ক. খ কুম্ভেকে ১৫ এ, সা, ক. খ, ক. গ দেখু ১৬ এ মহোদধি ১৭ পা পুর্ণ কইল আশ ১৮ সা রতির ১৯ সা বিপরিত রস পরিণামে ২০ এ রঙ্গে ২১ সা আত্মারামে ২২ এ ব্রহ্মা আপনে ২৩ পা ব্রহ্মাদেতে না পাঅ ২৪ সা করিল, পা বিলাসে ২৫ সা পিরিতি ২৬ সা পেল ২৭ পা বলে ২৮ এ ভুলি গেলা রসিকশেখরে ২৯ এ জাহার, সা নামের, ক. গ বেদের, পা-এ নাই, ৩০ পা জারে রসকল ৩১ সা জত দেব, পা সব জন ৩২ পা বিধাতার, সা সব ধর্মে ৩৩ সা পূর্ন ৩৪ পা রস ৩৫ এ বলি রাসরসে, পা বলিঞা সে ৩৬ এ হইলা ৩৭ পা উঠেলা ৩৮ অত:পর ক. গ-পুঁথি খণ্ডিত ৩৯ পা জতনে, ক. খ করে তরতমে, সা করে জনে জনে ৪০ পা চাহে ৪১ পা জথা[স্থা]নে ৪২ পা-এ নাই; সা সভাই ৪৩ সা রহিলা ৪৪ এ দেখি নাহি একা, পা কানাঞি ৪৫ পা আমরে

রাধিকাবিহনে নাহি শোভে[১] ব্রজবালা মাণিক[২]-বিহনে জেন মুকুতার মালা।
রাধা[৩]-মুখ বিনু[৪] গোপী-মুখ নাহি সাজে চান্দ বিনে রহে জেন কুমুদ[৫]-সমাঝে।[৬]
রাধা না দেখিঞাঁ[৭] কৃষ্ণ বিকল পরাণে শাস্তি না থাকিলে জেন বিপদ[৮]-বিধানে।
রাধা রাধা বলি কৃষ্ণ পুছে সব সখী[৯] কেহোহি[১০] না জানে কথা গেল[১১] চন্দ্রমুখী।
সে হেন মধুর কৃষ্ণ দেখি আন ছান্দে নিশা বিহনে[১২] জেন পূণমিক[১৩]চান্দে।
সব সখী হাথসানে রোখে[১৪] সেই[১৫] ঠাঞি নিশ্বাস ছাড়িঞাঁ একা চলিলা কাহ্নাঞি[১৬]।
একে একে সব বন চাহে[১৭] বনমালী কথাও[১৮] উদ্দেশ নাহি রাধিকা গোআলী[১৯]।
তার রূপ প্রতিরূপ[২০] দেখি সেই বনে[২১] বিষাদে বিস্মিত কিবা[২২] কইল[২৩] মনে মনে।
মোরে অভিমান করি রাধা প্রাণেশ্বরী[২৪] বৃন্দাবন ছাড়ি কথা[২৫] গেলা[২৬] একেশ্বরী[২৭]।
তারে[২৮] আতি[২৯]-মধুর দেখিঞাঁ বৃন্দাবনে[৩০] বিভাগ করিঞাঁ নৈল[৩১] হেন লএ মনে।
সে চরণ[৩২]-শোভা নিল এখন কমলে সে নখের লক্ষ্মী নিল নব শশধরে[৩৩]।
সে উরুবিলাস[৩৪] নৈল[৩৫] এ রামকদলী অঙ্গের মাধুরী নিল[৩৬] চাঁপার পাখড়ি[৩৭]।
সে কুচ বাটিঞাঁ[৩৮] নিল এ দাড়িম্ব বেলে সে করের শোভা নিল[৩৯] এ নব প্রবালে।
অধরমাধুরীনিল বান্ধুলির ফুলে মল্লিকামুকুলে[৪০] নিল দশনশিখরে[৪১]।
শত[৪২] কুসুমে[৪৩] শ্বেত বাটিঞাঁ[৪৪] নিল হাসি মুখে উভে[৪৫] পেলাইল সেই হইল[৪৬] শশী
এত জবে নহে তবে[৪৭] কেহ্নে[৪৮] প্রাণ ফুটে লোকের জে মনে[৪৯] লএ সেই সব ঘটে।

১ পা-এ নাই ২ পা নাএক ৩ পা রাধার ৪ পা বহি, সা বিনে ৫ সা নাহি শোভে সুন্দরে, পা মুকুন্দ ৬ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৭ সা, ক. গ দেখিয়া ৮ ক. খ, সা বিবেকী ৯ পা এতেক জানিঞাঁ সখি ১০ এ ঁত ১১ পা কোথা গে[ল] ১২ পা সব-, এ নীশি গেলে রহে, সা বিনে রহে ১৩ পা পূর্ণিমার ১৪ এ রাখি, সা রহে ১৫ এ সব ১৬ পা কানাঞি ১৭ পা চাহি ১৮ এ, সা কোথাহ, পা কোথাও ১৯ এ সুন্দরি ২০ ঐ মুখ প্রতিবিম্ব ২১ পা স[ব] বন ২২ পা কিছু ২৩ সা করে, পা কহে ২৪ সা রাধিকা গোআলি ২৫ পা কোথা ২৬ এ, সা প্রবেশ কইল ২৭ এ সে সুন্দরি ২৮ পা তবে ২৯ ঐ অতি ৩০ পা দেখিএ বৃন্দাবন ৩১ ঐ বিভাবরি হঞা নিল ৩২ সা সে ত বনের ৩৩ পা নখলক্ষি ত নিল কুসুমসকলে, সা আতি কুতুহলে ৩৪ পা বিলা[স] ৩৫ ঐ নিল ৩৬ পা নি[ল] ৩৭ সা, ক. গ বাথুড়ি ৩৮ এ কাড়িঞা ৩৯ এ এথন ৪০ এ ঁকুসুমে ৪১ পা ঁকমলে ৪২ এ সতশ্বেত, পা সরভ ৪৩ ক. খ সারখত ৪৪ এ কাটিঞা ৪৫ ক. খ মুখডতে ৪৬ ঐ এ হব, পা-এ নাই ৪৭ পা এ তবে নহে দেখি, এ দেখি ৪৮ ক. খ কেনে ৪৯ পা বলে

এত বলি বিরহে আতুর গোপীরাএ হাতাশ[১] হইঞাঁ বৈসে[২] মাধবীলতাএ।
হের পরতেখ দেখ[৩] প্রেমের অবতারে[৪] রাধিকা চাহিঞাঁ[৫] বনে বিকল জদুরাএ[৬]।
শুকনারদাদি[৭] জত জত মুনিভাই সববেদ-বলে জারে চাহিঞাঁ না পাই[৮]।
সেই চিদানন্দমঅ নন্দের তনএ[৯] বনে রাধা-পদচিহ্ন চাহিঞাঁ বেড়াএ[১০]।
কহে কবিশেখর জানিঞা[১১] সারোদ্ধার[১২] কেবল পিরিতিমঅ[১৩] নন্দের কুমার ॥

॥ **পটমঞ্জরী[১৪]। মধ্যছন্দ[১৪]** ॥

মাধবীলতার তলে বসি চিবুকে ঠেকনা দিঞাঁ বাঁশী।
রাধার চরিত্র অনুমানে জোগী জেন[১৫] বসিল ধেআনে।
আতিরসে[১৬] মাতিল কাহ্নাঞি[১৭] আগু পাছু বিচারিল নাঞি।
কিবা না কইল অবধানে তেঞি রাধা হইল অভিমানে।
আহ্মি[১৮] নব রতিরসে ভোল[১৯] রাধা না জানিল[২০] এত বোল।
সহিতে নারিল আন কেলি[২১] আতি[২২]-অভিমানে কতি গেলি।
রাসরসে সভে এক তান কেহো না কইল অবধান।
হরি হরি জবে গেলি রাধা হাছি জিঠে না দিলেক[২৩] বাধা।
জাতি প্রাণ ধন করি[২৪] আড়ে তমু[২৫] সে রাধিকা নাহি ছাড়ে।
সে রাধা ছাড়িল রাস-কেলি[২৬] কেহ্নে[২৭] প্রাণ ধরে বনমালী[২৮]।
গমনসমএ মোরে রাহী[২৯] কি[৩০] মনে করিল মোরে[৩১] চাহি।
কি করিহে[৩২] কি বলিহে[৩৩] চিত্তে প্রাণ জানি ছাড়ি অচম্বিতে।
আজনম বিরহ না জানে কিবা হেন করিছে[৩৪] পরাণে।
কথা[৩৫] জাব কি করিব বুধি[৩৬] কার ঠাঞি পাব তার[৩৭] শুদ্ধি।
আহ্মি[৩৮] তাপে তেজিব পরাণে[৩৯] সে রাধা থাকিব কার থানে।

১ পা হাহা- ২ ক. খ বলে, পা করিঞাঁ বসিলা ৩ পা-এ নাই ৪ পা অবতার ৫ পা লাগিঞা ৬ এ গোপালে ৭ এ সনাতন, ক. খ সনকাদি ৮ এ বেড়াই ৯ পা সেই চিদানন্দ বনে রাধাপদচিহ্ন চাহিঞা বিকলে, সা সুন্দর ১০ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ১১ এ জানিল ১২ পা সারোধার ১৩ এ রস ১৪ পা-এ নাই ১৫ পা জোগে জন ১৬ পা অতিরসে ১৭ পা কানাঞি ১৮ পা আমি ১৯ এ, ক. খ ভোর ২০ পা জানিব ২১ ক. খ মেলি ২২ পা অতি ২৩ এ, ক. খ পড়িল ২৪ এ করে ২৫ পা তভু ২৬ ক. খ রসবেলি ২৭ পা কেনে ২৮ ঐ [ব]নমালি ২৯ পা রাই ৩০ ক. খ কিবা ৩১ এ মুখ ৩২ ঐ বলিল ৩৩ এ করিল ৩৪ ঐ পাছে রাধা তেজিব ৩৫ পা কোথা ৩৬ পা বুদ্ধি ৩৭ পা-এ নাই ৩৮ পা আমি ৩৯ পা জিবনে

কি করিব ই[১] নব[২] জৌবনে   কার লাগি কইল বৃন্দাবনে।
অল্প দোষে কইল বড় শাস্তি[৩]   রাধারে[৪] রহিল আথেআতি।
নিশা গেলে কি করিব চান্দে   জল গেলে কি হৈব বান্ধে[৫]।
প্রাণ গেলে কি কাজ শরীরে   রাধা গেলে কি নন্দকুমারে।
সোঙরিতে[৬] রাধিকার গুণে   পোড়ে জেন তুষের আগুনে[৭]।
সহে নাহি বিরহের জ্বালে   বিধাতারে ভরছে আপারে[৮]।
এতক্ষণে[৯] পোড়ে সব[১০] গাএ   ভস্ম হঞা কেহে[১১] নাহি জাএ।
এত দুঃখ[১২] বিধি কেহে[১১] দেই   কি বাদে পরাণ নাহি নেই।
এত নানা ভাবিতে বিষাদে[১৩]   শুনি কোকিল কইল নাদে[১৪]।
কান পাতি তার ধ্বনি[১৫] শুনে   পাঞ্জর[১৬] বিন্ধিল জেন ঘুনে।
সে ধ্বনিমাধুরি অনুভই   চাটু করি জে কহে[১৭] বুঝাই।
শুন হে কোকিল দ্বিজবরে[১৮]   কাহ্নাইরে না বাসিহ পরে[১৯]।
তোমে[২০] মোর বিপদের মিত   জে কিছু কহিএ দেহ চিত।
আজনম পুষিলেক পরে   তাহে দুহে[২১] শ্যাম কলেবরে।
মধুর গাইএ দুই জনে   অহোনিশি থাকি[২২] বৃন্দাবনে।
সভেঁ তোর মোর[২৩] এক[২৪] ভেদে   ভ্রমি বুলি বিরহ বিছেদে :
ইথি এক[২৫] কর মিত[২৬]-গুণ   আজতনে নেহ জশ পুন[২৭]।
চাহি দেহ রাধিকা সুন্দরী   বিনি মুলে[২৮] কিনহ[২৯] শ্রীহরি।
রূপ দেখি লখিবে তখনে[৩০]   তার সম নাহি ত্রিভুবনে।
বিরহলক্ষণ[৩১] তাহে[৩২] সাখি   তা দেখিঞা[৩৩] না নেওটে[৩৪] আখি
দেহ তার তড়িত-সমানে   রূপ গুণ কহিতে না[৩৫] জানে।
এক বোল কহিএ তোহ্মাকে[৩৬]   কাঁমের সে বিজঅ-পতাকে[৩৭]।

১ পা এ ২ এ, ক. খ রূপ ৩ পা সাথ ৪ পা রাধার ৫ ঐ করিব বাধে ৬ পা স্মরিতে ৭ ঐ আনলে ৮ পা আপার ৯ ক. খ ঁকেনে ১০ ক. খ, এ মোর ১১ পা কেনে ১২ ঐ দুঃ[খ] ১৩ এ ভাবিতে, পা বিষাদ ১৪ পা নাদ ১৫ পা নাদ ১৬ পা পাঞ্জ ১৭ ঐ করি ১৮ পা ঁবর ১৯ ঐ পর ২০ পা তুমী ২১ ঐ দোহে ২২ ক. খ বসে ২৩ এ তুমি আমি ২৪ পা এ ২৫ পা জবে ২৬ ক. খ এক ২৭ পা পুন্য ২৮ ঐ মূল্যে ২৯ ক. খ কেনাহ ৩০ পা তখনি ৩১ পা ঁরক্ষন ৩২ এ, ক. খ তার ৩৩ পা দেখিলে ৩৪ ক. খ নিমিটে, পা নেনালে ৩৫ এ, ক. খ কে ৩৬ এ কহিয় তাহাকে, ক. খ বোলে কহিল তাহাকে, পা তোমাকে ৩৭ পা প্রতাপে

বদন[১] অরুণ তাহে[২] রোষে   তাহে সে ধম্মিল্ল[৩] পরকাশে।
দেখিতে দেখিএ আন ছান্দে   সাঁঝে[৪] রাহু গরাসিল চান্দে[৫]।
দীর্ঘশ্বাসে নীরস অধরে   দুই আখিলোহ ছলছলে।
খেনে খেনে[৬] করে হরি হরি   রহে সব সুখ পরিহরি।
হেন সব বিরহলক্ষণে   দেখিলে চিহ্নিবে ততক্ষণে[৭]।
এক বোল জানিহ নিশ্চএ   রাধা প্রাণে জীএ বা নি জীএ।
আর বোল শুন কান পাতি   সহজে চঞ্চল পক্ষ-জাতি।
ভক্ষ্যলোভে[৮] পাসরিবে কাজে   প্রাণ দিব তোহ্মার[৯] বেআজে।
শুভ হউ[১০] প্রাণের কোকিলে   রাধা-দরশন পাইহ[১১] গেলে।
কোকিলী থাকু মোর ঠাএ[১২]   আলাপে বিরহ পাসরাএ[১৩]।
কৃষ্ণের আদেশ করি মাথে   বনপ্রিঅ চলিলা সোআথে।
মনকে অধিক চলি জাএ   রাধার[১৪] উদ্দেশ[১৫] নাহি পাএ[১৬]।
নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে ভ্রমি[১৭] চাহি   কথাঙ[১৮] রাধার লাগ নাহি[১৯]।
তবে[২০] পিক গেলা এক ঠাই   আছুত[২১] পল্লব তাহে[২২] নাহি[২৩]।
ভাঁগিল[২৪] পল্লব ডালে ডালে   তুলিঞাঁ লঞাঁছে সেই কালে।
তা দেখিঞাঁ আশ[২৫] পাইল মনে   কুঞ্জে কুঞ্জে[২৬] ডাকে ঘনে ঘনে।
শুনি[২৭] রাধা কোকিলের নাদে   হইঞাঁ গেল বড় পরমাদে।
আগু বেণুধ্বনি হেন শুনি   চেতন পাইল বিরহিণী।
পাছু জানি[২৮] কোকিল আলাপে   বোলে[২৯] রাধা বিরহসন্তাপে[৩০]।
একি আর[৩১] অকাল প্রলএ   শুনিতে শুনিতে প্রাণ জাএ[৩২]।
একে মোর এ নব[৩৩] জৌবনে   তাহে মাতি[৩৪] চাণ্ডাল মদনে।
আর তাহে[৩৫] বিরহসন্তাপে   তাহে পাপ কোকিল আলাপে।

১ এ মদন ২ পা তা, ক. খ তার ৩ পা ধুর্মিল্য, ক. খ ধম্মিন্ধ, এ ধর্ম্মিল্ল ৪ এ জেন ৫ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৬ পা খনে ২ ৭ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই, এ দেখি রূপ লখিবে তখনে ৮ পা ভক্ষরষে ৯ পা তোমার ১০ ঐ শুভব ১১ পা পাবে ১২ পা ঠাঞি ১৩ ঐ পাষরাঅ ১৪ এ সে রাই, ক. খ সে রাধা ১৫ ক. খ, এ দেখিতে ১৬ পা পাঅ ১৭ ঐ ভ্রমে ১৮ পা কোথাঙ ১৯ ঐ পাঅ ২০ পা জবে ২১ পা আহত, এ আহুত ২২ পা তথা, ক. খ তাএ ২৩ ক. খ নাহি তাএ ২৪ পা ভালিল ২৫ এ, ক. খ দেখি আশ্বাস ২৬ পা নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে ২৭ ক. খ ওথা ২৮ ঐ বুঝি ২৯ পা বনে ৩০ ঐ বি[র]হ সন্তপে ৩১ ক. খ এ আর কি ৩২ ঐ শুনিঞাঁ শুনিল হেন লএ ৩৩ ক. খ রূপ ৩৪ পা আর তাহে ৩৫ ক. খ কৃষ্ণ

দুখের উপরি দুখ হএ অবলাপরাণে কত সহে।
শিব শিব পুড়ুক কপালে লঘুর সহিতে[১] গেল কালে।
রাধার মাধুরী ধ্বনি[২] শুনি লাজে পিক নাহি করে ধ্বনি।
সে রাধা কোকিল লক্ষ্য[৩] করি বিধানে ভরছে[৪] শ্রীহরি।
নামখানি[৫] শুনিতে মধুর গুণ বিচারিতে নাহি ওঁর[৬]।
মোর প্রভু তুহ্মি জান[৭] ভাল ভিতরে বাহিরে আতি[৮]-কাল।
পরের বেদন নাহি জান রঙ্গে লেহ[৯] অবলা[১০]-পরাণ।
কতি গেলা প্রিঅম্বদা সখী পিক-বরি[১১] আনি দেহ দেখি।
এতেক রাধার বোল শুনি গেলা পিক জথা জদুমণি।
কহিল জেমতে গেলা তথা রাধিকার লাগ পাইল জথা।
শুনিঞাঁ রাধার দুখ-কথা[১২] পরাণ[১৩] না ধরে কৃষ্ণ এথা।
হা রাধা হা রাধা করি জাএ শোকে প্রাণ নিকলিতে[১৪] চাহে।
বাট নাহি দেখে আখিলোহে আপনা না চিহ্নে মতিমোহে[১৫]।
কোকিল কোকিলী[১৬] আগে জাএ তাহো কৃষ্ণ দেখিতে না পাএ
জবে দুহে[১৭] ধ্বনি করি চলে তহে দুখ[১৮] অধিক উথলে।
তভো[১৯] কৃষ্ণ জাএ[২০] আশাবন্ধে জেন ভৃঙ্গ ধাএ মকরন্দে[২১]।
সুপথ[২২] আপথ[২৩] নাহি মানে চলে মত্ত হাথির[২৪] সমানে॥

এথা রাধা বসি[২৫] কুঞ্জে[২৬]-ঘরে কৃষ্ণগুণ সোঙরিঞাঁ মরে।
সম্বধিঞাঁ[২৭] প্রিয়ম্বদা সখী কহে নতমুখ ভূমি লেখি[২৮]।
সখী কোন পুণ্যবতী-সঙ্গে মোর প্রভু রসে রসে রঙ্গে।
পুরিল সে গোপীর মানস রঙ্কে জেন পাইল পরশ[২৯]।

১ এ সহিত ২ এ এতেক বোল ৩ পা লক্ষ ৪ পা ভর্ছিঞা, ক. খ ভরছি ৫ পা নাম ৬ এ, ক. খ উল ৭ পা তুমি জেন ৮ পা তুমি ৯ এ লএ, ক. খ বান্ধি লহ ১০ এ, ক. খ পরের ১১ এ ধরি ১২ পা বেথা ১৩ ঐ পরা[ণ] ১৪ এ, ক. খ বিদরিতে ১৫ পা চিনে মতি-মেহে ১৬ পা কোবিলি ১৭ ক. খ দোঁহে, পা সেহো ১৮ ক. খ তা শুনিঞা ১৯ পা তভু ২০ পা আইলা ২১ এ, ক. খ পদ্মগন্ধে ২২ পা সপথ ২৩ এ কুপথ, পা আ[প]থ ২৪ এ গজেন্দ্র ২৫ পা সে রাধিকা ২৬ এ কুঞ্জ ২৭ পা সমোধিঞা ২৮ এ পিক ধরি আনি দেহ দেখে ২৯ পা পরেষ

গুণাধিক গোপীর সঙ্গমে   পাসরিল রাধিকার নামে।
কৃষ্ণ মোরে পাসরিল ভোলে   আহ্মি[১] পাসরিব কার বোলে[২]।
রূপে গুণে মোর শিরোমণি   কত আছে গোকুলে গোপিনী[৩]।
আহ্মা[৪] ছার লেখি কোন ঠাই[৫]   কেহ্নে[৬] আহ্মা[৪] চাহিব কাহ্নাঞি[৭]
তাহা[৮] বহি গতি নাহি মোরি   জেন চান্দ-বিহনে চকোরী।
সে প্রভু জানিঞাঁ না জানে   দৈব বহি কি দুষিব[৯] আনে।
এক চাঁন্দে জগত প্রকাশে   নলিনীরে তাল নাহি বাসে।
নলিনীরে[১০] করমের দোষে   তেঞি[১১] কি চান্দের মন্দ ঘোষে।
মন নহে[১২] আপন আওঁত[১৩]   সখী পরে দোষ দিব কত।
জবে কৃষ্ণ লাখদোষ হএ   তভো[১৪] মনে গুণ করি লএ।
জবে[১৫] তার কপট বেভার   মনে কিছু না লবে বিচার[১৬]।
জবে তারে[১৭] ছাড়ি অফরাধে[১৮]   তিলেকে দেখিতে লাগে[১৯] সাধে
জতেক করিএ অভিমানে   ততেকে পুড়িএ পরাণে[২০]।
পুড়ু সে[২১] রাধার হৃদএ   গুণ বহি দোষ নাহি লএ।
এবে সে জানিল প্রিঅ[২২] সহী   কানুর বিহনে কিছু নহি।
জবে বা[২৩] জানিব[২৪] এত দুখ[২৫]   কেহ্নে[২৬] হব কানুরে[২৭] বিমুখ।
জে জন কাহ্নুর[২৮] পদ ছাড়ে   তার সুখ নহে কোহ্ন[২৯] কালে।[৩০]
কাহ্নু[৩১]-দোষে রোষে জেই জনে   সেই তাপিনী ত্রিভুবনে।
বিনি একা নন্দের তনএ   ত্রিভুবনে কেহো কারো[৩২] নহে।
জানিল সমঅ সেহো বৈরী   মনে এহা[৩৩] জানি সার করি[৩৪]।
মধুর ভ্রমরপিক-ধ্বনি   প্রলঅ মেঘের নাদ[৩৫] শুনি।
শীত[৩৬] শীতল বলি চাঁন্দে   সেহো ভেল[৩৭] আনলের ছান্দে।

১ পা আমি ২ পা কোন কালে ৩ পা রমণী ৪ ঐ আমা ৫ পা গুনে ৬ ঐ কেনে ৭ পা কানাঞি ৮ ঐ তাহ ৯ পা দোষিব ১০ ঐ ননির ১১ এ তবে ১২ পা [ন]হে ১৩ এ আয়ত ১৪ পা তভু ১৫ এ তভো ১৬ একাবলীর অংশটি পা-এ নাই ১৭ এ তাহা ১৮ ঐ অপরাধে ১৯ পা নারি ২০ এ প্রেমবানে ২১ এ পুড়ক এ ২২ পা প্রাণ ২৩ ঐ না ২৪ পা জানি ২৫ ঐ যুখ ২৬ পা কেনে ২৭ এ হইব কৃষ্ণের ২৮ পা কানুর ২৯ ঐ কোন ৩০ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৩১ এ কানু ৩২ পা কিছু ৩৩ ঐ এই ৩৪ এ আপন বলিঞা জারে বলি ৩৫ ঐ জেন ৩৬ এ সিতল ৩৭ পা পোড়ে, ক. খ হইল

সুগন্ধি এ বসন্তের বাএ আনল[১]- অধিক লাগে গাএ।
কিশলঅ[২] কুসুম মৃণালে[৩] গাএ জেন আনল উথালে[৪]।
এতেকে জানিল ভাল মতে কেবল শীতল নন্দসুতে।
জবে বাহু[৫] ভেড়ি দিব কোর[৬] তবে সি[৭] জুড়াব হিআ মোর[৮]।
হেন বেলে রসিক গোপালে উত্তরিলা নিকুঞ্জ-দুআরে।
ঠাই ঠাই দেখি অপরূপে মৃণাল[৯] কিশলঅ তুঁপে তুঁপে[১০]।
দেখিঞাঁ বিরহ-উপচার[১১] ভঅ শোকে[১২] দআতে[১৩] পাথার।
বিনঅসঙ্কোচে দেবরাজে দাণ্ডাইলা দুআরের মাঝে।
শঙ্কাএ বিকল অফরাধে[১৪] কুঞ্জে প্রবেশিতে নাহি সাধে।
কাতরনআনে জদুরাএ[১৫] রাধার সখীব মুখ চাহে।
বুঝি তার সরস ইঙ্গিতে কুঞ্জে প্রবেশিলা আতিভিতে।
দাণ্ডাইলা রাধার সমুখে করপুটাঞ্জলি দিঞাঁ বুকে।
এক দিঠে রাধামুখ চাহে[১৬] রাধা পরতীত নাহি জাএ[১৭]।
মিছা কৃষ্ণ দেখি নিরন্তরে স্বরূপে প্রতীত নাহি করে।
জতেক নিঅড়[১৮] হঅ কাহ্নে[১৯] রাধিকা সঙ্কোচ[২০] নাহি মানে।
রাধিকা সরস হেন জানি স্তুতি করে[২১] দেব চক্রপাণি।
সত্য কৃষ্ণ জানিঞাঁ বচনে মানে রাধা[২২] হরিল গেআনে[২৩]।
গোপালবিজঅ নর[২৪] শুন মনে অনুমান পুন পুন।
কহে কবিশেখর সে মর্ম হাবরি[২৫] পঢ়িতে[২৬] পারে ব্রহ্ম॥

॥ শ্রী ॥

সমুখে দেখিঞাঁ কৃষ্ণ রাধিকা[২৭] সুন্দরী ভরছিতে[২৮] লাগিল সখীর লক্ষ্য করি।
দেখ সখী নিকুঞ্জ-ভিতরে কোন জন একেশ্বর[২৯] বন-মাঝে বুলে[৩০] কি কারণ।
পথ বিস্মরিঞাঁ[৩১] কিবা উত্তরিলা হেথা কার সনে কইল ইথে সঙ্কেত-বেবথা[৩২]

১ পা গরল ২ ঐ কিস[ল]অ ৩ পা মৃণাল ৪ পা উছলে, এ উথালে ৫ এ তাহে ৬ ঐ কোল ৭ এ সে ৮ পা মোর হিআ ৯ পা ম্লান ১০ এ স্তুপে২ ১১ ঐ উপহার ১২ পা সোক ১৩ এ দআএ ১৪ পা অপরাধে ১৫ পা চাহে দেবরাএ ১৬ এ সমুখে দণ্ডাঞা দেবরাএ ৭ পা জাহি ১৮ এ নিকট ১৯ পা কান ২০ এ রাধা পরতিত ২১ পা চাটু করি ২২ এ মনে রাই ২৩ ক.খ, এ চেতনে ২৪ পা-এ নাই ২৫ ক.খ হাবরী, পা হারবি ২৬ পা চাহিতে ২৭ পা রাধি[কা] ২৮ ঐ ভর্ছিতে ২৯ ক.খ একসরি ৩০ পা ভ্রমে ৩১ ক.খ বিসুরিঞা ৩২ এ সঙ্কেতের কথা

জাইতে বলহ সে জনে[১] কাজ কিছু নাহি নহে জদি[২] আমে[৩] সভে[৪] জাই আন ঠাঞি[৫]।
এত বলি রাধিকা উঠিতে[৬] জবে চাহে[৭] কথা[৮] জাবে বলি সখী ধরিলেক বাহেঁ[৯]।
কাহ্নাই আঙ্গুলি পাতি করে পরিহার সেবক না চিহ্ন[১০] রাধে করম আহ্মার[১১]।
তিলেকে[১২] না চিহ্ন[১৩] রাধে আপন গোপালে শিব শিব কিবা[১৪] বিধি লেখিল কপালে।
রাধিকা কৃষ্ণের দেখি সম্ভোগ-লক্ষণে রোষ[১৫] কষাইল[১৬] মুখে জুড়িল বাখানে।
ইলোক বা সিলোক বা চিহ্নিব[১৭] কেমনে পূর্বে হৈতে[১৮] সকল জানিএ বিবরণে[১৯]।
আর তাহে[২০] রাতুল মাথার ফুলমালে নাগরীর পত্রাবলী সি[২১] লোক[২২]-কপালে।
নআন অরুণ জেন রাতা উতপলে বন্ধুকে[২৩] ভ্রমর জেন অধরে কাজলে।
বেকত হারের চিন উরের[২৪] উপরে চন্দনের রাশি[২৫] তাহে কুঙ্কুম সঞ্চরে।
কুঙ্কমচন্দন[২৬]-মাঝে কস্তুরিলিখন[২৭] ভ্রমর না ছাড়ে রাতা-উতপল-বন।
আজনম[২৮] এ হেন বসন নাহি দেখি সুরতসংগ্রামে জঅলেখ হেন লখি[২৯]।
কনকসমান দেখি বসনের মাঝে শ্বেত শ্যাম রক্ত নীল নানা বর্ণ সাজে।
ঠাই ঠাই চন্দন কস্তুরি ঠাই ঠাই[৩০] সিন্দুরতাম্বুল-রাগ কহনে না জাই[৩১]।
কাজর কুঙ্কুম তাহে মিলে গোরোচনা কাহার না হরে মন কামের রচনা।
এ হেন বুধসাজ তাহে[৩২] সি সফল জবে নিজ বল্লভারে দেখাই[৩৩] সকল।
চল চল শুভ কাজে বিলম্ব না করি বিলম্বে কি মনে করে সঙ্কেত-নাগরী।
রাধার বচন শুনি ভকতবৎসলে নিঃশ্বাস[৩৪] ছাড়িঞা মোহে পড়ে ভূমিতলে।
চাটু করে ত্রিভুবন-নাথ বনমালী তেরছ-নআনে[৩৫] চাহে গোআল[৩৬]-সুন্দরী॥

॥ ধানশী ॥

কি আজি দেখিএ[৩৭] অদভুতে[৩৮] কালকূট উপজে[৩৯] অমৃতে।
রাধিকা কৃষ্ণেরে করি[৪০] মানে এ বোল শুনিব[৪১] লোক[৪২] কানে।

---

১ পা জনারে ২ এ বা ৩ পা আমি, এ বা আমরা ৪ পা-এ নাই ৫ পা চাঞি ৬ ঐ উঠেতে ৭ এ চাই ৮ ক. খ কোথা ৯ ঐ কানাই ১০ পা চিন ১১ পা আর, এ আমার ১২ পা তিলে[কে] ১৩ ঐ চিন ১৪ পা কোন ১৫ এ রোষে ১৬ পা খসাবারে ১৭ ঐ চিনিব ১৮ পা হতে ১৯ এ আজি সব দেখি বিলক্ষণে ২০ এ আলতায় ২১ পা সে ২২ এ স্তুতি ২৩ এ বঞ্চকে ২৪ পা চিহ্ন উরূর ২৫ ঐ চন্দন নিরাসী ২৬ এ অকন ২৭ ঐ দেখি বিলক্ষণ, অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, জোনাকের মাঝে যেন অরুন কিরণ॥ হৃদয়ে আলতা চিন দেখিতে সুন্দর। গগনে ফুটিল জেন রাতা উত্পল॥ তার মাঝে মাঝে দেখি কস্তুরিলিখন। ২৮ পা বন্ধুকে- ২৯ পা দেখি ৩০ ঐ ঠাই ঠাই কস্তুরি ৩১ পা জাঅ ৩২ এ তব ৩৩ এ দেখাহ ৩৪ পা নিসাস ৩৫ ঐ নঅনে ৩৬ এ শ্রীরাধিকা ৩৭ ক. খ দেখি ৩৮ এ অচম্বিতে ৩৯ ক. খ, এ উঠএ ৪০ ক. খ করে ৪১ পা শু[নি]ব ৪২ ক. খ লোকে

চাঁন্দ কুমুদিনী অপিরিতি এহো জানি[১] হএ[২] কুখেআতি[৩]।
ধিক জাউ[৪] কাহ্নাইর আখি রাধাবিরস[৫] মুখ দেখি।
প্রাণকে কঠিন করি[৬] বাসি এহো দুখে না জাএ নিকশি।
জে রাধার পিরিতের[৭] আশে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীহো[৮] নাহি বাসে।
দেবলোক দেখিতে সাধাএ তিলেকে না ছাড়ি তোর পাএ।
ছাড়িলোঁ মো মা বাপের মাআ একুই দেখিঞাঁ[৯] তোর দআ।
ইন্দ্রের অধিক গৃহসুখ তোহ্মার[১০] নিরাশে ভাসি দুখ[১১]।
জত দুখ শোক মনে করি তোহ্মা[১২] দেখি সকল পাসরি।
ছাড়িলু মু[১৩] সকল সম্বন্ধ তোহ্মাতে[১৪] বান্ধিলু[১৫] আশাবন্ধ।
তাহে[১৬] হেন[১৭] করমের দোষে অবিচারে কর মোকে[১৮] রোষে[১৯]
ত্রিভুবনে জত প্রিঅ মোর সকল[২০] নিছনি পেলি[২১] তোর।
তুহ্মি[২২] সে আহ্মার[২৩] প্রাণেশ্বরী আপনা না বাসি তোহ্মা[২৪] স্মরি
কোন ছার লেখিএ[২৫] গোপিনী নহে তোর পাএর নিছনি।
পর-বোলে জাহ পরতীতে তিত[২৬] বলি পেলাহ অমৃতে।
তিরিবুদ্ধে কাজ না বিচার মিছা কাজে[২৭] কানু পরিহর।[২৮]
নখ-ছেদে জাএ কিশলএ তার লাগি কুঠার ফেলএ।
তোর ভ্রূভঙ্গের বশ কাহ্নু[২৯] তারে কেহ্নে[৩০] এত অভিমান।
এক কটাক্ষের নাহি ঠাঞি এত দণ্ড কার প্রাণে সহি।
করতলে আরোপিঞাঁ মুখে হেঠমাথে কিবা লেখ নখে।
ঘন ঘন না ছাড় নিঃশ্বাসে বিম্বাধর না কর নীরসে[৩১]।
দ্বিতীঅ বিধাতা হৈল[৩২] মান রূপরাজ্যে[৩৩] অপূর্ব নির্মাণ।
দেখিল দেখিল[৩৪] কিছু কহি জবে বা জুগতি মান[৩৫] রাহি[৩৬]।
আছিল নঅন-ইন্দীবরে আচম্বিতে রাতা উতপলে।

১ পা জানিব ২ পা-এ নাই ৩ ঐ অপিরিতি ৪ পা জাউক ৫ পা °বিস ৬ ঐ হেন ৭ পা পিরি[তির] ৮ এ লক্ষ্মীরে ৯ এ দেখিলো ১০ পা তোমার ১১ এ তোমা বিনু সকল বিমুখ ১২ পা তোমা ১৩ এ ছাড়িলো মো ১৪ পা তোমাতে ১৫ এ বান্ধিঞা ১৬ পা তা ১৭ এ দেখ ১৮ পা মোরে ১৯ ঐ [রো]সে ২০ পা সকলি ২১ পা করি ২২ পা তুমি ২৩ ঐ আমার ২৪ পা তোমা ২৫ ঐ লিখিএ ২৬ এ তিক্ত ২৭ এ মনে ২৮ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ২৯ পা লঙ্ঘর সে কান ৩০ ঐ কর, এ কেনে ৩১ এ নৈরাশে ৩২ পা হল ৩৩ ঐ °রাজে ৩৪ পা দেখি দেখি ৩৫ পা অবগতি কর ৩৬ পা, এ রাই

কাজল[১] জলের ধারাছলে জতেক কালিমা সব গলে।
মুখে সে কাজলজল-ধারে[২] জেন শশী উগরে আন্ধারে।
সে জল কুচের আগে রহে জমুনা সুমেরুশিরে বহে।
কিবা হেমকমল[৩]-মুকুলে[৪] গন্ধলোভে বেঢ়িল ভ্রমরে।
কিবা[৫] দুই সুমেরুশিখরে[৬] নব[৭] নব জলদ সঞ্চরে।
হেন অদভুত নাহি দেখি হঅ নঅ দেখ[৮] চন্দ্রমুখী।
কৃষ্ণের বচন শুনি নাই রুষিঞা[৯] কৃষ্ণের মুখ চাই।
গদগদস্বরে কিছু বোলে লাজে কৃষ্ণ মাথা নাহি তোলে।
মিছাই চাটু ছাড়[১০] মোর আগে কপট পিরিতি[১১] নাহি লাগে॥

॥ ছন্দোরং[৪০] ॥

তুহ্মি[১২] প্রভু সকল গুণের গুণধর সকল মলিন মাত্র মুখে রাগ ধর।
বোল খানি খানি কহ[১৩] অমৃতসমানে কাজ বোল বিচারিতে[১৪] না সহ বাখানে[১৫]।
তোহ্মাতে[১৬] পাইএ পাকা-মহাকাল-চিন বাহিরে রাতুল[১৭] রাগ অন্তরে[১৮] মলিন।
দেখিতে সুন্দর[১৯] বিচারিতে নাহি ঠাই রস আস্বাদিলে[২০] পুন[২১] নাম নাহি লেই।
ভ্রমর-সমান তুহ্মি[২২] ত্রিভুবন মোহ দেখিতে শুনিতে ভাল বিচার না সহ।
রাতিদিনে রসলোভে ফির[২৩] বনে বনে[২৪] সব ফুল বিলসহ আপনার মনে[২৫]।
জাবত কলিকা নাহি হঅ পরকাশে তাবত ভাঙুরি[২৬]-পাড় নাহি ছাড় পাশে।
জবে সে কুসুমরস বিলসিঞা জাহ আর বার উলটিঞা নাম নাহি লেহ[২৭]।
ভাল মন্দ না বিচার গন্ধে আগেআন নলিনী[২৮] ছাড়িঞা জাহ কেতকীর স্থান।
সমুখে জে ফুল পাই তাহো[২৯] নাহি ছাড়ি মালতীরে নাহি জাই পাঞা শঁণ[৩০]-বাড়ি।
সব ঠাঞি বিলসহ কারো নহ বশ না[৩১] কিছু দেখিঞা ভুল[৩২] না বিচারে[৩৩] রস।
হেনমতে কৃষ্ণ তুহ্মি[৩৪] শ্যামল সুন্দর[৩৫] আচারে[৩৬] বিচারে জেন[৩৭] দ্বিতীঅ ভ্রমর।
চলহে গোকুলনাথ হের[৩৮] পাএ লাগি আর আহ্মি এথন নহিএ তোহ্মা সঙ্গী[৩৯]।

---

১ পা কাজলার ২ এ কাজলের ধার ৩ পা হেম ৪ পা মুকলে ৫ পা কি ৬ ঐ শিখর ৭ পা-এ নাই ৮ এ দেখে ৯ পা বসীঞা ১০ এ কর ১১ পা পিরিত ১২ পা তুমি ১৩ এ বল তুমি ১৪ পা বিচারি ১৫ ঐ সহে বাখানি ১৬ পা তোমাতে ১৭ ঐ রাঅন ১৮ ক. খ গভীরে ১৯ পা ভাল ২০ ঐ আশ্বাসিলে ২১ এ আর ২২ পা তুমি ২৩ এ ভ্রম ২৪ পা-এ নাই ২৫ এ গুনে ২৬ এ ভাঙবি ২৭ এ তাহারে নাহি চাহ ২৮ পা ননি ২৯ ঐ তাই ৩০ এ পাইলে শোন ৩১ পা নাকি ৩২ ঐ বোলে ৩৩ এ নহে কিছু ৩৪ পা তুমি ৩৫ ঐ শুন্দরে ৩৬ পা আচার ৩৭ পা তুমী ৩৮ এ তোমার ৩৯ পা আরম আমী তোমা লাগী ৪০ পা ছন্দোত্তরং

জে সব অধিক গুণ পহিল জৌবনে   নানা ছান্দে লাস বেশ করে ঘনে ঘনে[১]।
মিছা সাচা পাঁচ[২] কথা[৩] কহিতে[৪] জে[৫] জানে   সেই সে নাগরী কাহ্নু

তোহ্মার[৬] মনে[৭] মানে

জানিল[৮] তোহ্মার[৯] নেহা আর নাহি সাধে   না কর কপট চাটু খেমা কর রাধে।
এত বলি রাধিকা রহিলী[১০] বঙ্কমুখে   দুঃসহা শালের[১১] ঘাওঁ মাল্য[১২] জেন বুকে।
রাধার বিরস মুখে কাহ্নাই বিকলে   চাণ্ডাল মদন সবে কইল পাগলে[১৩]।
গোপালবিজঅ শুন[১৪] রাধার অভিমানে   দেখহ পিরিতি-বশ[১৫] দেব ভগবানে[১৬]।
কহে কবিশেখর বুঝহ[১৭] অনুভবে   রাধিকা কি তপ করি পাইল[১৮] মাধবে ॥

পরের বচনে রাধে[১৯] পরতীত জাহ   মোর বোল নহে করি কি লাগি পেলাহ।
আপনে বিচার কর বুঝ গুণ দোষ   গুণের[২০] প্রসাদ কর দোষে কর রোষ।
জবে মোর বোলে পরতীত নাহি মান   জগতবিজই কাম ইথি[২১] পরমাণ।
কাম হেন সাখী[২২] জবে মিছা করি মান[২৩]   কি শপতি করাইবে[২৪] করিউঁ[২৫] বিদ্যমান[২৬]
শিরে জার শতেসরী[২৭] সুরেশ্বরী বহে   হেনক কনক[২৮] শম্ভু তোহ্মার[২৯] হৃদএ।
দেখ মোর ভরসা পরশো[৩০] দুই করে   মনে দ্বিধা না থাকিলে[৩১] কারে বাসি ডরে।
নহে তোর[৩২] রোমাবলী এ কালসাপিনী   নাভিকুপে[৩৩] হাথ ভরি তুলিউ[৩৪] আপুনি।
এতেকেহো[৩৫] রাধা জবে[৩৬] নাহি পাতিআন   জেই মনে লাগে তাই কর আপমান[৩৭]।
ভুজপাশে বান্ধি পেল হৃদঅমন্দিরে   দুই পাএ দেহ জঙ্ঘা কনকনিগড়ে।
ঠাঞি ঠাঞি হান নখ দশনের ঘাএ   কটাক্ষবিশিখে[৩৮] জরজর কর গাএ।

১ পা রাসরসে করে নরে   ২ পা পাঁচ সাচে   ৩ পা-এ নাই   ৪ পা কহিবারে   ৫ পা-এ নাই   ৬ পা কানু তোমার   ৭ এ লএ   ৮ এ আছিল   ৯ পা তোমার   ১০ ঐ রহিলা   ১১ এ শেলের   ১২ ক.খ না বাজিল   ১৩ এ জরজরে   ১৪ পা নর-   ১৫ ক.খ কেবল পিরিতে পাই   ১৬ পা ভ[গ]বানে   ১৭ পা দেখহ   ১৮ ক.খ তপে বস করিল   ১৯ পা কেনে   ২০ এ গুনে   ২১ এ সাক্ষি   ২২ ঐ সাক্ষি   ২৩ এ জান, পা মানে   ২৪ পা করাবে   ২৫ এ কর   ২৬ পা বিদ্যমানে   ২৭ ঐ সতেশ্বরি   ২৮ এ হেন কনকের   ২৯ পা তোমার   ৩০ পা পরসে   ৩১ এ শুদ্ধ না হইলে   ৩২ ঐ জদি   ৩৩ পা কমলে   ৩৪ এ দিঞা তুলিহো   ৩৫ পা এত বলি   ৩৬ এ রাই জদি   ৩৭ পা অপমান   ৩৮ এ বিশেষে

হেন নানা শাস্তি[১] কর আপদ পালাউ[২] তোর মুখ দেখিঞাঁ কাহ্নাই[৩] মরি জাউ।
জদি বা বিচার[৪] মনে মোর পুণ্য ভাগ্যে জদি বা সেবক বুলি[৫] কিছু দআ লাগে[৬]।
মিছা সাঁচা হঁউক ক্ষেমিহে[৭] অফরাধে সরসে চাহিঞাঁ দেহ অভঅপ্রসাদে।
এখন সুন্দরী রাধা[৮] বলিএ তোহ্মারে[৯] মিছা দোষে[১০] না ছাড়িহ মো[১১] হেন কিঙ্করে।
গুণ পাইলে[১২] পরেহো না পরিহরে কভু দোষে জে ক্ষেমিতে পারে তারে বলি প্রভু।
জ্বারে ভালবাসি তারে দোষ নাহি লই বিচারিতে ত্রিভুবনে কেহো ভাল নাই[১৩]।
জলধি লবণজল চাঁন্দ কলঙ্কিতে কমলে[১৪] কণ্টকনাল অথির তড়িতে।
হেন দেখি শুনি রাধা সমাধিএ রোষ দআর সেবকে কত বিচারিবে দোষ।
তোর অভিমানে রাধা পরে ছিদ্র পাএ অধমের আড়ম্বরি[১৫] সহনে না জাএ।
ধরম করহ রাই[১৬] মান[১৭] বহু দুরে আগু নাচগণের গরব[১৮] কর চুরে।
বদন তুলিঞাঁ রাধে চাহ একুবারে[১৯] গগনে চাঁন্দের রূপ হউ[২০] ছারখারে[২১]।
আখি মেলি চাঁহ লাজে মরু[২২] ইন্দীবর[২৩] কটাক্ষে চাহিঞাঁ দুর কর কামশর।
হাসিঞাঁ লাসিঞাঁ পেল কুসুমসমাজে কিছু কহ অমৃত মরিঞাঁ জাঁউ লাজে।
এতেক কৃষ্ণের পরিহাসকথা শুনি হাসিঞাঁ কৃষ্ণের মুখ চাহিল আপুনি।
পুনরপি আঁচলে ঢাকিল নিদারুণা ভুখিল চকোর কিছু না কইল পারণা।
তবে কৃষ্ণ সখীরে কহিল আখিঠারে রাধিকা মানাঞাঁ দেহ কিনহ আহ্মারে[২৪]।
কৃষ্ণের ইঙ্গিতে[২৫] সখী[২৬] বুঝিঞাঁ নিভৃতে প্রিঅ হিত বোলে রাধা সিচিল[২৭] অমৃতে।
ভাল তোরে চতুর বলিএ প্রাণ-সই[২৮] তোর হেন নিরবুধি[২৯] কথাও দেখি নাই[৩০]।
লক্ষ্মী জার পাও[৩১] পরশিতে[৩২] নাহি[৩৩] পাএ[৩৪] জার আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারে বিধাতাএ[৩৫]।
সে কাহ্নু[৩৬] এতেক তোহে করএ বিনএ[৩৭] তভো[৩৮] ছার অভিমান আছএ হৃদএ।
কুলীন সাপের বিষ কুলবধূ[৩৯]-মান জত তত বাড়ুক এক মন্ত্রে[৪০] সমাধান[৪১]।

১ পা সক্তি ২ ঐ পালাকু আপদে ৩ এ দেখিতে কানুর ৪ পা বিচা[র] ৫ এ সেবক বলি তোমারে ৬ পা আছে ৭ এ ক্ষমা কর ৮ পা রাধে ৯ ঐ তোমারে ১০ পা কাজে ১১ ঐ মোহে ১২ এ, ক. খ কইলে ১৩ পা নাহী ১৪ ঐ কমল ১৫ পা অধরের আড়ম্বরি ১৬ এ মোর মান কথা রাই, পা রাধে ১৭ পা সেহ ১৮ এ দর্প ১৯ পা একবার ২০ ঐ কর ২১ এ দর্পচুরে, পা ছারখার ২২ এ মরুক ২৩ পা ইন্দ্রবর ২৪ পা আমারে ২৫ ঐ ইঙ্গিত ২৬ পা-এ নাই ২৭ এ তুষিল ২৮ পা শশি ২৯ এ নিবুদ্ধি, পা বিবুধি ৩০ পা কোথাও নাহি দেখি ৩১ ঐ পায়ো ৩২ পা পরসি ৩৩ ঐ না ৩৪ এ পারে ৩৫ এ ভাবিতে বিধাতাএ নারে ৩৬ পা কানু ৩৭ ঐ করে অনুনএ ৩৮ পা তভু ৩৯ এ বতি ৪০ পা বোলে ৪১ ঐ সমাধন

কোন ছার সখী তোরে বলে বিদগধা   কতক্ষণ স্বামীর[১] করিএ রসবাধা[২]।
রসকে বিরস হএ[৩] আতিহঠ কাজে   আতিমথে[৪] বিষ উঠে সমুদ্রের মাঝে।
সমএ স্বামীরে রোষে[৫] বোল দুই কহি[৬]   সমঅ বুঝিঞা কভোঁ[৭] বোল দুই সহি[৮]।
স্বামীর বিনএ জার মান[৯] নাহি ভাঙ্গে   তার মুখ দেখিতে দারুণ পাপ লাগে।
তাহে তিন লোকের[১০] দুল্লভ[১১] বনমালী   কাতর-নআনে[১২] কত করিছে বিকলি।
জৌবন-গরবে রাধে বোল নাহি শুন   গোআলার নারী[১৩] হঞাঁ আপনা না[১৪] চিন।
জে কানুকে বুকে হইতে তিলেক না ছাড়ি   সে প্রাণনাথের হেন[১৫] ভূম্যে গড়াগড়ি।
জাহার[১৬] নখের রূপ নাহি তোর মুখে   হেন কত গোপনারী আছে লাখে লাখে।
সে সব[১৭] সুন্দরী দেখি কাহ্নুর[১৮] বিলাসে   আপনার জীবন সফল করি বাসে।
তাহে আল[১৯] নিরবুধি[২০] হেন তোর ভাগি   লক্ষ্মীর দুল্লভ কৃষ্ণ তোহর[২১] অনুরাগী।
ইহাকে অধিক[২২] আর কি[২৩] সাধিব মানে[২৪]   চাহিলেহি গোপীনাথ পাএ[২৫] জীউ-দানে।
এভু[২৬] জদি মান করহ আপনা হারাবে   ছাড়িলেহো হাথের নিধি চাহিতে না পাবে।[২৭]
নিজ গুণ হাসাইবে সতীনের গুণে   আহ্মার[২৮] বচন শুন পরিহর মানে।
এক কানু লাখ লাখ নাগরী-পরাণে   আপনা বঞ্চিবে রাধে ইথে নাহি আনে[২৯]।
দেশ কাল পাত্র বুঝি না ধর বচন[৩০]   তুহ্মিহো[৩১]   চতুর হও বুঝ মনে মন[৩২]।
জার বিনে জীতে নারি তারে কিবা রোষে   আনল ছাড়িল নহে গৃহদাহ-দোষে[৩৩]।
মোর বোলে মিছা অভিমান দুর করি   নিজ সিদ্ধি[৩৪] সাধহ তোষহ[৩৫] শ্রীহরি।
হাসিঞাঁ মধুর বোলে কাহ্নু[৩৬] কর কোলে   পড়িল অমুল্য হার পড় নিঞাঁ গলে।
সখী[৩৭]-বোল শুনি রাধা ছাড়িঞা নিঃশ্বাসে   ঝর ঝর করি লোহে ভিজাইল বাসে[৩৮]।
হেন বুঝি সে সব[৩৯] কাজলজল-ছলে[৪০]   জত অভিমান সে নঅনপথে গলে।
তবে সখী নিচোলে মুচিঞাঁ রাধামুখ   কাহ্নু[৪১] অঙ্গজোগিঞাঁ কইল তারে[৪২] সুখ।

১ এ স্বামিসঙ্গে ২ পা বাধ ৩ ঐ বিসে রস হঅ ৪ পা অতিহঠে ৫ এ কভু ৬ পা চারি ৭ পা তা, এ কভু ৮ এ সহে ৯ পা মা[ন] ১০ ঐ লোকে ১১ এ নাথ ১২ পা নয়নে ১৩ এ বহু ১৪ পা-এ নাই ১৫ পা হের ১৬ ঐ জার ১৭ এ তাহে সে ১৮ পা কানুর ১৯ ঐ আর ২০ এ নিরবুদ্ধি ২১ ঐ এত ২২ পা অধি[ক] ২৩ পা-এ নাই ২৪ পা বিসাধিবে মান ২৫ এ দেই ২৬ ঐ তমু ২৭ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ২৮ এ আমার ২৯ এ আপনার মানে ৩০ পা-এ অতিরিক্ত, নিজগুণে হাসাইবে সতিনের গুণ ৩১ পা তুমিহো ৩২ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৩৩ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৩৪ এ নিধি ৩৫ পা-এ নাই ৩৬ পা কানু ৩৭ ঐ এত ৩৮ পা পাশে ৩৯ পা-এ নাই ৪০ এ ঝরে ৪১ পা কানু ৪২ ঐ রাধা

কোন ছার লোক বোলে কানু বিদগধ   ভাল মন্দ না বিচারে মদনে মুগধ[১]।
কমল[২] ছাড়িঞা পড়ে মাল[৩] ধুথুরার   মুকুতা ছাড়িঞা পড়ে কুচিলের[৪] হার।
কর্পূর চন্দন ছাড়ি গাএ মাখে ধুলা   পাট-নেত ছাড়ি পড়ে মহিষের ছালা।
হীরা ছাড়ি ফটিকেরে করিলে[৫] আরতি   ঝিটিএ বদলে[৬] নাহি গাথিএ[৭] মালতী।
তোহ্মার[৮] চরিত্র কাহ্নু[৯] কহিতে না আটে[১০]   কত সম্বরিব না কহিলে প্রাণ ফাটে[১১]।
এত শুনি[১২] রসমত্ত চতুর[১৩] বনমালী[১৪]   সব মোর দোষ বুলি[১৫] তুষিল[১৬] গোআলী।
তবে সে শরণ করি ত্রিদশের রাএ   গোপবধূ রাধিকার চরণে লোটাএ[১৭]।
হের দেখ চিদানন্দগোবিন্দ[১৮]-মহিমা   সে[১৯] বেদ[১৯] বেদান্ত জার না পাইল সীমা।
সে কৃষ্ণ পিরিতি-রসে রাধিকাচরণে   তভো[২০] পাএ ঠেলি গোপী[২১] পেলে ঘনে ঘনে।
কহে কবিশেখর করিঞা ঊর্দ্ধবাহু   প্রেমেসি[২২] পাইল[২৩] কৃষ্ণ সাখি[২৪] গোপবহুঁ।[২৫]
গোপালবিজঅ-কথা শুনিতে রসাল   ভালে ভালে অবহু তরহ[২৬] কলিকাল॥

॥ ধানশী[২৭] ॥

রাধিকা মাধবে দুহুঁ[২৮] দেখি[২৯] এক সঙ্গে   রাধা-লাজমান লঞা[৩০] সখী[৩১] দিল ভঙ্গ।
তা দেখি রাধিকা[৩২] অতি-আনন্দে মজিলা   অবসর পাঞা সে[৩৩] কাহ্নাই মনে জীলা।
জবে সখী[৩৪] হাসিঞা কপাট দিল দ্বারে   ধনু[৩৫]-গুণ দিঞা কাম[৩৬] জুড়িল টঙ্কারে।
জবে রাই চাহিলেক[৩৭] তেরছ-নআনে   আকর্ণ পুরিঞা বাণ[৩৮] জুড়িল সন্ধানে।
জবে কৃষ্ণ হাসিঞাঁ ধরিল রাই[৩৯]-হাথে   মুখ-লাজে সুন্দরী রহিলী[৪০] হেঠমাথে।
কৃষ্ণের পরশে মান কি হইল[৪১] না জানি   লাজে কামরাজে জুগ্ম গুণ নিউ টানি[৪২]।
জবে কৃষ্ণ হাসি গাঢ় দিল[৪৩] আলিঙ্গনে[৪৪]   নঅনমুকুলে লাজ রহিলা তখনে।

১ পা মগধ ২ পা কাঞ্চন ৩ ঐ ফুল ৪ এ গুঞ্জার, পা কুচীএর ৫ পা করি ৬ এ ঝিটির গুনে ৭ ঐ গাথিলে ৮ পা তোমার ৯ ঐ কানু ১০ পা আটি ১১ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ১২ পা বলি ১৩ পা সমএ হাসিলা ১৪ ঐ বোন- ১৫ পা বলি ১৬ ঐ তুসিব ১৭ পা লোটাঅ ১৮ ক.খ গোপির ১৯ পা-এ নাই ২০ পা তভু ২১ ক.খ রাধা ২২ পা সে ২৩ ক.খ পাইএ ২৪ এ সাক্ষি ২৫ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ২৬ ক.খ তরহ দুতর, এ দুস্তর ২৭ পা-এ নাই ২৮ পা-এ নাই ২৯ পা হইলা ৩০ ক.খ না জানিঞা ৩১ পা শশি ৩২ এ সুন্দরি ৩৩ পা-এ নাই ৩৪ ঐ সে ৩৫ পা -কাম ৩৬ এ বান ৩৭ পা চাহিল ৩৮ পা কাম ৩৯ এ বাম ৪০ পা রহিলা ৪১ পা হ(ন)ইল ৪২ এ স্বর্গ উঠানি তোলনি ৪৩ পা হাসি দিল ৪৪ ঐ আলিঙ্গন

জবে কৃষ্ণ কইল তার নআন[১] চুম্বনে   বচনে[২] রহিলা লাজে না ছাড়ে জতনে।

জবে কৃষ্ণ অধর চুম্বিল[৩] নিরদএ   স্তন-গড় বুঝি লাজ রহিলা হৃদএ।

জবে কৃষ্ণ স্তন-গড় লজ্যি বাহুবলে   আনেক বিমর্দ কইল[৪] তাহার উপরে।

নখ-টঙ্কে বিদারিতে চাহে কুচগিরি   হৃদএর লাজ পালাইলা[৫] ভঅ করি।

তবে নাভিসরোবর-জলদুর্গ-মাঝে   নীবিবন্ধ লক্ষ্য করি রহি গেলা লাজে।

জবে কৃষ্ণ নীবিবন্ধ আরোপিল করে   রাধার সহিত করজুদ্ধ নিরন্তরে।

জবে কৃষ্ণ বলে খসাইল নীবিবন্ধে   প্রাণভএ লাজ গেলা নিতম্বের[৬] সন্ধে[৭]।

হেনমতে নিকালিঞা কাম-কোটআলে[৮]   উরুকাম-সিংহাসনে বসিলা গোপালে।

সব অঙ্গ বিবসন কইল[৯] দেবরাজে   বিনি দ্বন্দ্বে উপভোগ রাধার উপর সাজে[১০]।

ভালে কৃষ্ণ রাধার জৌবনকাম-দোষে[১১]   উচিত বেভারে[১২] ভোগ ভুঞ্জিল আশেষে[১৩]।

চঞ্চল নআন[১৪] প্রবোধিল চুম্বশতে[১৫]   মহারাগী অধর দণ্ডিল[১৬] দন্তাঘাতে।

আগন্তুক উচ্চ কুচ করি[১৭] ম্লান মুখে   কুচজুগে পীড়িঞাঁ[১৮] হানিল নখ-রেখে[১৯]।

কেশরী জিনিঞাঁ[২০] মাঝা বন্ধ[২১] মুকাইল[২২]   গভীর[২৩] নাভিএ দিঠে[২৪] পরসাদ দিল।

দেহ[২৫]-রাজ্যভার-সহ[২৬] বুঝিঞাঁ বচনে   আপন উপরি করি রাখিল জতনে।

কতি গেলা পত্রাবলী কামের লিখনে   নিজ সুখভোগ ভুঞ্জে কাহোঁ নাহি মানে[২৭]।

রোষে[২৮] পাচ শরে[২৯] বিন্ধি[৩০] লাখ লাখ বাণে   রতিরণ[৩১] করে কৃষ্ণ বিবিধবিধানে।

কামের ব্রহ্মাস্ত্র জত আছিল গুপতে   একে একে সবা[৩২] পরীক্ষিল[৩৩] নন্দসুতে।

রাধা লক্ষ্য করি কাম জুড়িল আপারে   জিনিল নাগরগুরু[৩৪] সব পরকারে।

কামেহো কহিতে নারে[৩৫] কৃষ্ণের বেহার[৩৬]   লীলাএ শরীর ধরি করএ[৩৭] শৃঙ্গার।

নাগরীনাগর-সীমা রাধিকা[৩৮] কাহ্নাই   ত্রিভুবনে জাহার উপামা[৩৯] দিতে নাঞি।

সে দোহো[৪০] রভস করে জত পরবন্ধে[৪১]   তা সব শুনিঞাঁ[৪২] রতি কাম পাএ ধন্ধে[৪৩]।

১ পা নঅন ২ ঐ চরণে ৩ পা চুম্বন ৪ ঐ গেল ৫ এ পালাএ ৬ পা নিতম্ব ৭ এ সাধে ৮ পা কচোআলে ৯ এ রসে বস করি ১০ পা নিবিদও উরুভোগ রাধারূপ রাজে ১১ ঐ কমদোস, এ কামদেবে ১২ এ বিচারে ১৩ ঐ বিশেষে ১৪ পা নঅন ১৫ পা °রসে ১৬ এ দংশিল ১৭ এ করিল ১৮ পা চাপিঞা ১৯ ঐ খরে খরে ২০ পা আজনম ক্ষিন ২১ এ মাঝার বন্ধন ২২ পা সুকাইল, এ ঘুচাইল ২৩ পা ভগির ২৪ এ নাভিতে উঠে ২৫ এ হেন ২৬ ঐ সব ২৭ এ শুনে ২৮ পা রোসো ২৯ পা-এ নাই ৩০ পা বিন্ধে ৩১ ঐ °বল ৩২ এ সব ৩৩ পা সখি ৩৪ এ °কৃষ্ণ ৩৫ পা ন চরে ৩৬ পা-এ নাই, এ বিহার ৩৭ পা বিহরে ৩৮ পা রাধি[কা] ৩৯ ঐ উপমা ৪০ এ সেহো জে ৪১ পা প[র]বন্ধে ৪২ ঐ শুনিলে ৪৩ এ বন্দে

রাধা কৃষ্ণ দুই অঙ্গ দেখি একাকার   হেম মরকতে জেন গঢ়িল[১] সোনার।
কিবা নবঘনে নব[২] তড়িত-তরঙ্গে   কিবা তেজ তিমিরে করিল এক সঙ্গে[৩]।
রতিরণে রাধিকা মাতিলী[৪] আতিরসে[৫]   প্রেমবলে কহে[৬] কিছু করি উপহাসে।
ছাড় বলিদমন[৭] না কর[৮] বলীআরি   অবলা পরাণে কত সহিবাক[৯] পারি।
জেরূপে সে তৃণাবর্ত্ত ছাড়িল পরাণে   সেরূপে সে মো সহিলু তোহ্মার[১০] আলিঙ্গনে।
দন্ত-আগে কৌতুকে ধরিলে বসুমতী   সহিল অধর কত দন্তের আহুঁতি।
বাম হাথে রভসে ধরিলে মন্দারে[১১]   সে তোহ্মা[১২] ধরিল রসে[১৩] কুচের উপরে[১৪]।
হিরণ্যকশিপু বিদারিলে নখ[১৫]-আগে   সে নখে আহ্মা[১৬] কুচ পরশিতে ভাগে[১৭]।
তভো[১৮] কিছু মোর[১৯] জশ নাহি তোহ্মা[২০] ঠাই   পরিচ্ছেদ দেহ হঠে প্রাণ পাছে জাই[২১]।
পাএ পড়ি বিষমে না ধর অঙ্গ মুড়ি[২২]   হরিণী-সহিত নাহি[২৩] মত্তহাথি জুড়ি।
রসলোভে না কর[২৪] নিঠুর বেবোহার[২৫]   কাম অপজশ পাইব রহিব[২৬] থাথার।
শুনিঞাঁ রাধার বোল রসিক মুরারি   সুরত-অধিক সুখ পাইল গুণ চারি।
রতি[২৭]-অবসান-কালে রাধিকা কাহ্নাই[২৮]   ঈষৎ হাসিঞাঁ দোহে দোহা-মুখ চাই[২৯]।
কৃষ্ণ জবে বসিলা সুরত-রণ[৩০] জিনি   আপনা পাসরে[৩১] লাজে রসিক গোপিনী।
জঅ পরাজঅ সে[৩২] দেখি নিজ[৩৩] অঙ্গে   আতি[৩৪]-পরসাদ করে দেখিঞাঁ শ্রী[৩৫]-অঙ্গে।
বিজঅ[৩৬]-নিতম্বে আগে কইল[৩৭] পুরস্কারে   প্রসাদ করিঞা দিল গলে জঅমালে[৩৮]।
রতিরণ[৩৯]-প্রতিকূল কুটিল কবরী   পরমজতনে[৪০] আগে[৪১] বান্ধে[৪২] দৃঢ় করি[৪৩]।
তবে রাহী কঙ্কতি সে করাতের[৪৪] আগে   সীমন্তহৃদঅ বিদারিল আতি[৪৫]-র গে।
তাহো দেখি সিন্দুরবোধের[৪৬] পরচারে   অরুণ কিরণ জেন[৪৭] বেঢ়িল আন্ধারে।

---

১ এ গঠিল, পা গঠেল ২ পা-এ নাই ৩ পা সঙ্গ ৪ ঐ মাতিল ৫ পা অতিরঙ্গে ৬ পা-এ নাই ৭ এ মদন ৮ পা করে ৯ পা সহীবারে ১০ এ তোমার ১১ পা গিরিরাজে ১২ পা তোমার, এ তোমা ১৩ পা-এ নাই ১৪ পা কুচপরে ১৫ এ কর ১৬ পা আমা ১৭ পা ভাঙ্গে ১৮ ঐ তবু ১৯ পা-এ নাই ২০ পা তোমা ২১ ঐ তভু না ছাড় মীছা মুখের বাড়াঞি ২২ পা হউ সে সব তোমার পাএ হারি ২৩ পা নাহীত ২৪ পা ক[র] ২৫ ঐ ব্যবহার ২৬ পা হইব ২৭ পা রত ২৮ ঐ রাধি সুন্দরী ২৯ এ হাসিঞা ২ দুহে দুহারে সোধাই, পা চাহি ৩০ পা বল ৩১ ঐ আপনার সম্মা ৩২ পা-এ নাই ৩৩ এ নিজ- ৩৪ এ রতি, পা সাতি ৩৫ পা পরসাদে জবে দেখি পৃ[আ] ৩৬ এ বিজই ৩৭ ক. খ দিল, পা কই[ল] ৩৮ পা প্রসাদবচন আগে দীল ত তাহারে ৩৯ পা বল, ক. খ রতিরণে ৪০ পা জতন ৪১ ক. খ তারে ৪২ পা বান্ধ ৪৩ ঐ [ক]রি ৪৪ পা কাঙ্কতিবা করহে, এ রাই কলঙ্কিত করতের, ক. খ করতির ৪৫ পা অতি ৪৬ এ রুধির ৪৭ পা জে

আহত আধরে[১], করে করিঞাঁ পরশ   কর্পুর তাম্বুল দিঞাঁ বাঢ়াইল রস।
বাহুজুদ্ধ-জই[২] গলে সাজিল আপার   বিমর্দসহন স্তনে দিল নানা হার।
হেনমতে সব অঙ্গ সাজিঞাঁ সুন্দরী   রভসে[৩] বনের মাঝে[৪] ভেটিল শ্রীহরি।
তবে রতি-আলসে[৫] শুতিলা দুই জনে   আপনার কর আরোপিঞাঁ রাধাস্তনে।
কৃষ্ণের সে কর শোভে[৬] কুচের উপরে   কাম জেন হেমশম্ভু[৭] পুজে ইন্দী[৮]-বরে।
এত বুঝি কাম বৈরী শম্ভু পুজে রোষে[৯]   দোহার লোমাঞ্চবাণে[১০] সর্বাঙ্গ বরিষে[১১]।
কামের পরশমণি[১২] কাহ্নাএর অঙ্গ[১৩]   পরশিতে রাধার অঙ্কুরিল[১৪] রতিরঙ্গ[১৫]।
রতি[১৬]-রসে[১৭] কাহ্নাএর না পুরিল আশ   বিপরীত সুরতের[১৮] বাঢ়িল অভিলাষ।
জত কৃষ্ণ হাসিঞাঁ রাধারে অনুরোধে   লাজে অধোমুখী রাই নাহি জাএ বোধে।
জত কৃষ্ণ আপন শপতি[১৯] দেই তাএ   ততেক[২০] বিনতি[২১] করি হাসিঞাঁ[২২] পেলাএ।
জবে[২৩] কৃষ্ণ কোলে করি তোলাইল[২৪] উরে[২৫]   মনে হরষিত রাই লজ্জিত বাহিরে।
দেহ-মাঝে বসাইল রাধিকা মাঝে[২৬] ধরি   মরকতপাটে[২৭] জেন কনক[২৮]-পোতলি।
আতিবলীআর[২৯]-ঠাই হঠ[৩০] নাহি সাজে   কাজ বুঝি লাজ[৩১] পালাইল আতিলাজে[৩২]
হাথে ধরি জত কৃষ্ণ দেখাএ শিখাএ   বিমুখে হাসিঞাঁ[৩৩] মরে[৩৪] নাহি লাড়ে[৩৫] গাএ।
জতেক রাধিকা হাসি চাপিঞাঁ রোহাএ   হাসিঞাঁ রসিক কাহ্নু[৩৬] চৌগুণ[৩৭] বাঢ়াএ।
প্রাণপণে জত তত করিএ[৩৮] উপাএ   জাহার জে অশক্য সে কভু শক্য[৩৯] নহে।
শুকের সমান বক পঢ়াইল নহে   মৃণালের গুণে হাথি বান্ধা নাহি রহে[৪০]।
চন্দন কাটিল[৪১] নহে পদ্মপত্র-ধারে   তিরি কি করিতে পারে পুরুষপ্রকারে।
মৃণালে মৃদুল[৪২] বাহু সহজে আলসে   উরু দুই থরহরি কাঁপএ তরাসে।
গুরুতর নিতম্ব তুলিল নহে বোলে[৪৩]   লাজে বেআকুলি রাই মুখ নাহি তোলে[৪৪]।
মুকুলিত আখি নিরোধিল[৪৫] উচ্চ কুচে   নাকে মুখে দীর্ঘশ্বাস তিলেক না ঘুচে।

১ পা আধর ২ পা-এ নাই ৩ পা রভশ ৪ ক.খ মনের মনে ৫ পা অবসেষে ৬ পা সো[ভে] ৭ ঐ হেন সিন্ধু ৮ পা ইন্দ্র ৯ এ প্রবোধে ১০ পা মান ১১ এ হরিষে ১২ পা মুনি ১৩ এ জস ১৪ ক.খ বাঢ়িল ১৫ পা তরঙ্গ ১৬ ক.খ আতি ১৭ পা রনে ১৮ এ সুরতি ১৯ পা শকতি ২০ ঐ তত[ে]ক] ২১ এ মিনতি ২২ পা হা[সি]ঞা ২৩ ঐ তবে ২৪ পা তানাইল ২৫ এ কোলে ২৬ পা মারে ২৭ ঐ °কপাটে ২৮ পা লুনির ২৯ এ বলবন্ত ৩০ ঐ বুদ্ধি ৩১ পা নাগ ৩২ পা আতিলাজে ৩৩ ঐ হা[সি]ঞা ৩৪ এ চাহে ৩৫ পা নাড়ে ৩৬ এ চতুর হরি, পা কানু ৩৭ পা দ্বগুণ ৩৮ এ করেন ৩৯ পা আর তাহার কি ৪০ এ হস্তির বন্ধন না জাএ ৪১ ঐ চাঁদ কাটিলে ৪২ পা মৃদুর ৪৩ এ বেলে ৪৪ পা শুরতি আরতিরসে মদন উত্তরোলে ৪৫ ঐ নিরোদীল

এক গুণ রতি-কেলি[১] চৌগুণ আআসে[২]   তা দেখি রসিক[৩]-গুরু[৪] মনে মনে হাসে[৫]।
উরু দুই থরহরি কাঁপএ ধাধসে[৬]   খেলিল সাপিনী জেন ছাড়ে দীর্ঘশ্বাসে[৭]।
আলাইল কেশপাশ ঝাঁপিল বদনে   পূর্ণিমার চান্দ জেন আবরিল[৮] ঘনে।
শ্রমজল-কণাএ[৯] আনই মুখচান্দে   অমৃত বরিষে জেন পূর্ণিমার চান্দে।
রাধার[১০] আআস দেখি দেব[১১] গোপীনাথে   সুরত-অধিক সুখ[১২] পাইল সোআথে।
তবে[১৩] জতবিধি সমাধিঞাঁ[১৪] পরিহাসে   পদে পদে সোঙরিঞাঁ[১৫] করি[১৬] উপহাসে।
হেনমতে গ্রাম্যরসে[১৭] বশ ভগবানে   উদ্দাম প্রভুর লীলা না জাঅ কহনে[১৮]।
গোপালবিজঅ নর বুঝ[১৯] অনুভবে   প্রকৃতি পুরুষ হইলা রাধিকা মাধবে।
কহে কবিশেখর জানিঞাঁ সারোর্দ্ধারে[২০]   রসিক গোপাল বশ রসের বিচারে[২১]

॥ কেদার[২২] ॥

কেলি-অবসান-বেলি রাধিকা বনমালী   হাসিঞাঁ দোহার মুখ দোহেঞি নেহালি।
রতিরণ-শ্রমে দোহে ঘামেত ব্যাকুলে[২৩]   দক্ষিণ পবন সেবা করে সেই বেলে[২৪]।
সে বেলার পবনের কি কহব ভাগি[২৫]   হৃদঅ পাতিঞাঁ প্রভু[২৬] রহে জার লাগি[২৭]।
জার পদ পরসিতে ব্রহ্মাহো[২৮] না পাএ   সে কৃষ্ণপবন[২৯]-আলিঙ্গন গাএ[৩০] গাএ।
রাধার জে অঙ্গ কৃষ্ণ দেখিতে না পাএ   সে অঙ্গ পসারি রাহী[৩১] বাউ[৩২] আলিঙ্গএ।
জবে রাধা কাহ্নাইরে[৩৩] অনুজোগ দিঞা[৩৪]   আপনা সাজিতে কহে ঈষৎ হাসিঞাঁ[৩৫]
তবে কৃষ্ণ নিজ দেহে[৩৬] আরোপিঞাঁ তাহে[৩৭]   বচনচাতুরি-রসে সকল নেআএ[৩৮]।
হের কেশকলাপীর দেখিঞাঁ আলাপে   কুচগিরি ছাড়ি[৩৯] দুর গেলা[৪০] কালসাপে[৪১]

১ পা কাম ২ এ আলসে ৩ পা রসি[ক] ৪ ঐ কানু ৫ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, কুচগিরি ভারভরে ভাঙ্গিবার ডরে। অতিথিন মাঝা কৃষ্ণ ধরিলেন করে॥ খেনে দুই করে ধরি দুই পওধরে। পূর্বে বামহস্তে জেন ধরিল মন্দরে॥ ৬ এ আআসে ব্যাকুলি রামা লাজে পরিহাসে ৭ এ ছাড়এ নিশ্বাসে ৮ পা আলাইল ৯ ঐ কনাতে ১০ এ শ্রী- ১১ পা-এ নাই ১২ এ মনে ১৩ পা জবে ১৪ ঐ সমাধি মাধিঞাঁ ১৫ ক. খ সোঙরাই ১৬ পা করে ১৭ ঐ °রস ১৮ এ, ক. খ কহিতে কে জানে, পা কহনে না জাঅ ১৯ পা শুন ২০ ঐ সারোর্দ্ধার ২১ ক. খ বিকারে, এ রসের বিচারে বস রসিক গোপাল, পা-এ নাই ২২ পা-এ নাই ২৩ এ ঘুমে বেআকুলে ২৪ ক. খ কালে ২৫ এ ভাগ্য ২৬ ক. খ কৃষ্ণ ২৭ এ লাগ্য ২৮ পা ব্রাহ্মা ২৯ এ °পরসে ৩০ ক. খ আলিঙ্গএ বায়ু ৩১ এ রাই ৩২ পা-এ নাই ৩৩ ক. খ কৃষ্ণেরে সে ৩৪ পা দেয়ে ৩৫ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৩৬ ক. খ দৃষ্টে ৩৭ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৩৮ এ লওআএ ৩৯ পা দেখিঞাঁ ৪০ ক. খ গেলা হরি, পা গেল ৪১ ক. খ °সাপ

অধরে তাম্বুলরাগ নআনে কাজল   ভএ নিউদ্দেশ[১] হলা[২] দেখি রিপুবল।
জে তোহ্মার[৩] বদন[৪] দেখিঞাঁ আশোআথে   শ্রবণের কুণ্ডল[৫] গেলা অধোপাতে।
তোহ্মার[৬] দেহের কান্তি দেখিতে নারিঞাঁ   হাথের[৭] বলআ কান্দে ভূমিতে লোটাঞাঁ।
হৃদএ কস্তুরিলেপ কাম-কোলাহলে[৮]   রোষে শম্ভু পালাই হইঞা বিকলে[৯]।
তোহ্মার[১০] মধুর ধ্বনি শুনি রতি-বেলে[১১]   গুণ ছিণ্ডি[১২] রসনা পড়িলা ভূমিতলে।
লাজ-ভএ অলঙ্কার গেল পরিহরি   কাহ্নাইরে মিছা দোষ রাধিকা সুন্দরী।
হেন পরিহাস-বোলে তুষিঞাঁ[১৩] রাধারে[১৪]   বেশ কইল নানা ছান্দে নন্দের কুমারে[১৫]।
তবে সে রাধার কান্ধে দিঞাঁ বাম হাথে   মত্তহাথী-ভাতি চলি জাএ[১৬] গোপীনাথে।
শিথিল[১৭] চূড়াএ লাম্বে মালতীর মালে[১৮]   রাহু জেন বাল চাঁন্দে[১৯] গরাসে[২০] উগারে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু[২১] শোভিত বদনে   শ্যামচাঁন্দ মুকুতাএ গাথিল মদনে[২২]।
আলসে[২৩] অরুণ আখি নিশি-উজাগরে   ঘুমিল ভ্রমর জেন রাতা উতপলে।
চন্দনের[২৪] ধুলাএ ধুসর কলেবরে   চান্দের কিরণে জেন নব জলধরে।
চলিতে চরণ নহে আপন আঅতে   অধরে মিলাএ বোল না হএ[২৫] বেকতে[২৬]।
আপনার শরীর আপনে[২৭] বাসে[২৮] ভার[২৯]   হেনমতে চলি জাএ[৩০] রাধিকা[৩১] গোপাল
চলিতে চলিতে রাধা আউলাইলী[৩২] রসে   চলিতে না পারি রহে[৩৩] কাহ্নাইর[৩৪] ঠেসে।
কত কত আরতি কহিল গোপীনাথে   চলিতে না পারে রাধে কাহ্নাইর সাথে।
বেথা মানি মুখ[৩৫] মোড়ি চরণ নেহালে   কাতর-নআনে[৩৬] চাঅ প্রাণনাথ-পানে।
তা দেখি দআতে কৃষ্ণ আপনা পাসরি   আতি রসে রসে কহে বোল দুই চারি।
কেহ্নে[৩৭] মুখ মোড় প্রিএ কিবা আশোআথে   আন্ধার[৩৮]-অধিক পাঁও আরোপিছ পথে।
জবে বা একান্তে পথে[৩৯] চলিতে না পার   সেবক-গেআনে মোর[৪০] বোল এক ধর।
জবে মোরে আপনা[৪১] করিঞাঁ জান[৪২] রাধে   আরোহণ সফল কর মোর কান্ধে।

১ এ, ক. খ নিরুদ্দেশ ২ এ হইলা ৩ পা তোমার ৪ পা নঅ[ন] ৫ ঐ কুবলঅ ৬ পা তোমার ৭ ঐ হাথে ৮ এ কামে হলাহলে ৯ এ, ক. খ কুচশম্ভুপনে করিল সকলে ১০ পা তোমার ১১ এ, ক. খ রাতিকালে ১২ এ ছাড়ি ১৩ এ বেলে তুসিল, পা এতে শুনিঞা কৃষ্ণ বচন ১৪ এ শ্রী-, পা রাধার ১৫ পা কুমার ১৬ এ গজগতি চলে গোপি ১৭ পা সিথিল ১৮ ঐ মালা ১৯ এ শশি ২০ পা গরাসী ২১ এ গলে, পা বিদন্দু ২২ পা সাজীল বদনে ২৩ পা আলস ২৪ ঐ চন্দন ২৫ এ ফুরে ২৬ পা বেকত ২৭ পা-এ নাই ২৮ পা বাষএ ২৯ এ ভরে, পা ভারা ৩০ পা জাঅ ৩১ এ রসিক ৩২ পা আইলা ৩৩ পা পারে রাই ৩৪ পা কাহ্নাই ৩৫ পা দুখ ৩৬ পা নঅনে ৩৭ পা এত, এ কেনে ৩৮ পা অজ্ঞান ৩৯ পা একান্ত পথ ৪০ এ জবে ৪১ ঐ আপন ৪২ এ বল

দুই কর দেহ মোর চূড়ার উপরে   অমূল্যমুকুট[১]-সাধ পালাউক শিরে।
বুকে পিঠে লাগু[২] মোর য়ো দুই চরণ   সনাথ[৩] হউক বনমালা-আভরণ[৪]।
এতেক মিনতি[৫] জবে কইল বনমালী   আতি[৬]-রসে মাতী গেলী[৭] রাধিকা[৮] গোআলী।
আতিমোহে[৯] কৃষ্ণ সে পাতিঞাঁ[১০] দিল কান্ধে   তভু[১১] তাহে[১২] লাজ ভঅ তারে নাহি বান্ধে[১৩]।
তবে কৃষ্ণ আপন শপত শত[১৪] দিঞাঁ   রাধা-উরুমাঝে কান্ধ রহিলা[১৫] পাতিঞাঁ।
হের দেখ প্রভুর ভকতবৎসলপনা   ভকতের দাস[১৬] বলি বাসএ আপনা।
জে দেবচরণ শিব ধেআনে না পাএ   জে দেবের[১৭] প্রতিমা সেবে[১৮] দেব[১৯]-সভাএ।
সে কৃষ্ণ গোপীরে বহিবারে কান্ধ পাতে   শুনিতে শুনিতে তিন লোকে অদভুতে।
দেখিঞাঁ কৃষ্ণের এত কাতর বেভারে   আতিরসে গোপবহু আপনা পাসরে[২০]।
জবে রসে রসে রাই তুলিল চরণে[২১]   হাসি চারি দিগে চাহে কমললোচনে।
তখন চতুর হরি চিন্তিঞাঁ[২২] হৃদএ   মানমদ খণ্ডাইতে করিল উপাএ[২৩]।
অন্তর্ধানে[২৪] করি[২৫] কৃষ্ণ গেলা আন ঠাই   রাধিকা[২৬] চরণ তুলি দেখে কেহো নাঞি[২৭]।
প্রাণনাথ বলিঞা ডাকএ ঘনে ঘনে   উত্তর না পাঞা রাধা[২৮] হরিল চেতনে[২৯]।
দশ দিগ নেহালিঞাঁ[৩০] কাঁপে থরহরি   কাটিল কদলী জেন ভূমি পড়ে গিরি[৩১]।[৩২]
কহে কবিশেখর শুন জগ-জন   গোপালবিজঅ-কথা অমৃত-বরিষণ॥

॥ পটমঞ্জরী[৩৩] ॥

হেনমতে রাধিকা[৩৪] রহিলা[৩৫] বন-মাঝে   হোথা বেআকুল[৩৬] হলা[৩৭] গোপিনী-সমাঝে।
আতি[৩৮]-রোষে কতি গেলী[৩৯] রাধিকা সুন্দরী   তার অনুসারে[৪০] গেলা প্রভু শ্রীহরি।
এই আসি বলি গেল হইল কত[৪১]ক্ষণে   না জানি কি প্রমাদ পড়িল বৃন্দাবনে[৪২]।

১ এ "রতন ২ পা লাগু ৩ ঐ সফল ৪ পা করহ বেলমালা অভরণ ৫ পা এতে বিনতি ৬ ঐ অতি ৭ এ মাতিলা ৮ ঐ শ্রী- ৯ ক. খ রতিমোহে ১০ পা কৃষ্ণ অতিমোহে জবে পাতি ১১ এ তত ১২ পা-এ নাই ১৩ ক. খ চঢ়ে, পা নাহী বাধে ১৪ পা-এ নাই ১৫ এ কানু রহিল ১৬ পা পাষ ১৭ ঐ দেবে ১৮ পা সে ১৯ এ দেবের ২০ ঐ সম্বরে ২১ পা রাধা রসবোলে তুসিল বচনে ২২ এ চিন্তিল ২৩ ঐ চিন্তিল নিশ্চয় ২৪ পা অন্তধ্যান ২৫ এ হঞা ২৬ ঐ সে রাই ২৭ পা নাহি ২৮ ঐ রাধে ২৯ পা গে (আগে) আনে ৩০ এ অন্ধকার ৩১ পা ভূমিতে পড়িলা জেন কাটাল কদলী ৩২ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৩৩ পা-এ নাই ৩৪ এ সে রাই ৩৫ পা, ক. ক রহুক ৩৬ পা ব্যাকুল ৩৭ এ হইলা ৩৮ পা অতি ৩৯ ঐ গেলা ৪০ পা অন্যাসন করি ৪১ এ এত ৪২ পা হইল বৃন্দাবন

ভাল[১] হেন কাজ না বুঝিএ অনুমানে   কে জানে কী হেন জানি করিছে পরাণে।
এত বলি সভেঁ কান্দি সভার মুখ চাহি   চলিলা উদ্দেশে জথা রাধিকা কাহ্নাই।
অনুতাপে কান্দি জাএ সব সখীগণে[২]   লোহের হিল্লোলে কেহো পথ নাহি চিহ্নে[৩]।
কানুর চরিত্র সখী জানি ভালমতে   তভো[৪] পরতীত নাহি জাএ[৫] পোড়া চিতে।
জবে এত জানি প্রভু জাইব ছাড়িঞাঁ   সব সখী থাকিথাঙ[৬] চরণে বেঢ়িঞাঁ[৭]।
হরি হরি অচম্বিতে কি ফুরিল তাহে   বিপদসাগরে ডুবাইঞাঁ[৮] সুখ-নাএ।
কথা[৯] জাব কী করিব অনাথী গোআলী   কথা গেলে পাব সে প্রাণের বনমালী।
নির্মাল্যমালা হেন[১০] তেজি গোপীজনে   উলটিঞাঁ না চাহিল[১১] কমললোচনে।
শিব শিব অপরূপ বিধির নির্বন্ধে[১২]   গোপিনী ছাড়িল কৃষ্ণ বিনি অফরাধে।
দেখিঞাঁ গোপিনীর অভাগি[১৩]-পরিণাম[১৪]   সতিসাধে কেহো কারো নাহি নিব নাম।
ছার প্রাণ লঞাঁ ঘর জাব কোন লাজে   কি বলিঞাঁ দাণ্ডাইব গোপিনী[১৫]-সমাঝে।
কৃষ্ণের বারতা জবে পুছিব ঘনে ঘনে[১৬]   কি বলি উত্তর দিব[১৭] নিজ পরিজনে[১৮]।
পুছিলে কি বলিঞাঁ তুষিব নন্দরানী   গোকুলনগরে কোন ঘাটে পিব পানি।[১৯]
এত দুখে পরাণ ধরিব কাহে লাগি   কাহার পরাণ কেবা আনিঞাছে মাগি।
এত দুখ অনুমানি কান্দএ গোপিনী   কথা[২০] গেলে পাব সখী দেব চক্রপাণি।
নিশ্চএ মরিব সখী কাহ্নু-অনুসারে[২১]   তভো[২২] এ পাপিনী জনে[২৩] রহিব থাঁথারে।
প্রাণনাথ-বিহনে গোপী[২৪] ক্ষেণেক না জীএ   কি ছার পিরিতি রহিল নন্দতনএ।
মইলে সকল সুখ এই বড় দুখ[২৫]   আখি ভরি আর[২৬] না দেখিব চান্দ-মুখ।
আখি আখি ঢুলাঢুলি না শুনিব বোল   দুই বুকে এক করি[২৭] না করিব কোল।
হেন নানা সুখে বিধি করিল বঞ্চিতে   সবে এই বড় দুখ রহি গেল চিতে[২৮]।
এত আশাবন্ধে গোপী বুলে[২৯] বনে বনে   পথাপথ নাহি জানে বিরহ-অচেতনে।
সব অঙ্গ পুলকিত লোহে[৩০] ঝরঝরে   বিলাপ করিঞাঁ ডাকে গদগদ-স্বরে।
হা নাথ হা রমণ হা প্রাণের বল্লভা   হা গোপীজোবন-ধন[৩১] হা দেবদুল্লভা।

১ পা আজী ২ ঐ জাএ ২ গোপিজনে কান্দে অনুতাপে ৩ পা চিনে ৪ পা তভু ৫ পা-এ নাই ৬ এ থাকিতাহো ৭ এ, ক. খ ধরিঞা ৮ এ ডুবি রহিলাঙ ৯ পা কোথা ১০ ঐ নির্ম্মাল্যমালার জেন ১১ পা চিল ১২ পা, ক. ক আনন্দে ১৩ এ অভাগ্য ১৪ পা °নঅ ১৫ ক. খ গোকুল, পা গোপির ১৬ এ জনে ২, পা ঘরে ২ ১৭ পা বলিঞাঁ বলিব জে ১৮ পা পরিবারে ১৯ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ২০ পা কোথা ২১ ঐ কানুঅসারে ২২ পা তভু ২৩ এ জনের ২৪ পা খেনেক গোপিনি ২৫ এ মাত্র দুঃখে ২৬ ঐ পুন ২৭ পা [ক] রি ২৮ ঐ চীত্তে ২৯ পা চাহে ৩০ ঐ লোহের ৩১ পা ফল

হা গোকুলসরবস[1] হা দআর সাগর   হা কাম-পরশমণি হা গোপীনাগর।
কথা[2] আছে প্রাণনাথ দেহ দরশন   দাসীরে বিনাশ[3] কর কমন কারণ।
জে তোহ্মারে[4] না দেখিলে প্রাণ জাএ ফাটি[5]   সে তোহ্মারে[4] প্রভু নাহি দেখি[6] এত[7]
ঘটি[8]।[9]
কথা[10] আছ কথা[10] নাহি একোই[11] না জানি কথা[10] পাব হেন কেবা কহিব[12] কাহিনী।
কোন পথে গেলে পাই তোহ্মার[13] চরণ   হেন নানা সংশএ মজিল[14] গোপীজন।
সহজে আগমবলে পথ পাএ পাএ   খুজিতে তোহ্মারে[15] কেহো[16] পথ নাহি পাএ।
ইথি জবে আপনে না দিবে দরশনে   তবে কোন প্রকারে তোহ্মা[17] পাব[18] গোপীজনে।
দআ কর দআমঅ দেহ দরশনে[19]   মূর্ছিত চকোরী জীউ সুধা-বরিষণে[20]।
জলের বিহনে মাছ জীএ কতক্ষণে   প্রাণের বিহনে দেহ[21] কিবা প্রওজনে।
তেন তোহ্মা[22] বিহনে গোপী ইথি নাহি আন   জানিঞা না জান কেহ্নে[23] দআর নিধান।
এতেক বিলাপ করি বিরহসন্তাপে   সব তরুলতা দেখি পুছএ প্রলাপে।
জাতি যূথা[24] মালতী সেবতী[25] মালী কুন্দে[26]   বিরহিনী গোপীরে[27] কি হাস নানা ছান্দে।
হের একে একে করি সভারে বন্দনে   কহ কে দেখিল মোর নন্দের নন্দনে।
মাধবী শুনিসী সহী[28] তোহ্মারে[29] শোধাই   তোহ্মা[30] সভা অগোচরে না
জাএ[31] কাহ্নাই[32]।
পুরুব দেখিঞা রাখ নেহ[33] জশ[34] মান[35]   কান্দিঞা অভাগী গোপী মাগে জীউ দান।
হেন বেলে তথি[36] এক মাধবীর তলে   লক্ষণে[37] লক্ষিল প্রভু[38]-চরণকমলে।
প্রাণ[39] পাইল হেন[40] গোপী পদচিহ্ন ভালে   দেখিতে না দেখে কেহো লোহের হিল্লোলে।
কৃষ্ণপদচিহ্ন ভালি[41] সব গোপীজনে   লোটাঞা[42] লোটাঞা কান্দে হাকান্দ কান্দনে।
সে হেন লাসের বেশ[43] ধুলাএ ধুসরে   গাএর বসন ভালে কেহো না সম্বরে।
সেই চরণের চিহ্ন কৃষ্ণ হেন মানি   বিরহ বিচ্ছেদে গোপী বলে প্রিঅ[44]বাণী।

১ পা সর্ব্বস ২ ঐ কোথা ৩ পা, ক. ক নিরাষ ৪ পা তোমারে ৫ পা তিলেক না দেখিলে জায়ে প্রাণে ৬ পা-এ নাই ৭ এ এক ৮ পা ক্ষণে ৯ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, হা গোপি প্রাণনাথ হা কমললোচন। হা কৃষ্ণ হা কানু করি ডাকে ঘনে ঘন ১০ পা কোথা ১১ পা হেনঞি ১২ এ না কহে ১৩ পা তোমার ১৪ এ পড়িল ১৫ পা তোমারে ১৬ এ লাগ ১৭ এ তোমা ১৮ পা বুদ্ধি করিব ১৯ ঐ দরশন ২০ এ রসপানে ২১ ঐ দেহি ২২ পা তোমা ২৩ পা কেনে ২৪ এ জাহে যুই, পা যুতি ২৫ পা সবাতি ২৬ এ কান্দ ২৭ পা গোপিনি ২৮ এ জুতি ২৯ পা তোমারে ৩০ পা তোমা ৩১ ক. থ জাব, এ পাইব ৩২ পা কানাই ৩৩ ঐ হেজ ৩৪ পা-এ নাই ৩৫ পা মানে ৩৬ পা সেই ৩৭ পা ক্ষনণে ৩৮ এ গোপী ৩৯ পা-এ নাই ৪০ পা করিঞা ৪১ এ ভালে ৪২ পা লোটাইঞা ৪৩ পা নাষের কেস ৪৪ পা চটু

অভাগী গোপীরে দআ কইলে কি দেখি কি দেখিঞাঁ আপনে এত হইলা বিমুখি[১]।
তুহ্মি[২] দেবদুল্লভ গোপিনী বনচারী তাহে দোঁহা নেহে[৩] জেন[৪] চাঁন্দে চকোরী।
ইথি পাএ পাএ সব[৫] গোপিকার ঘাটী কোন পরকারে প্রভু তোহ্মাকে[৬] না[৭] আটী।
দআ[৮] দেখি গোপীজনে খেমিবে[৯] সব দোষে ভাঙ্গিতে পারিলে নাহি ভাঙ্গে মধুকোষে[১০]।
এত নানা বিষাদ করিঞাঁ গোপনারী প্রাণপণে জাএ কানু[১১]-পদ অনুসরি।
সুবর্ণভূমিতে নানা কুসুমপরাগে তাহে মকরন্দে বিন্দু বিন্দু রহে লাগে।
তাহার উপরে শোভে কৃষ্ণের চরণে রসের সাগরে জেন কমলের বনে।
তবে সভে উত্তরিলা সেই কুঞ্জঘরে রাধিকা[১২] মাধবে জথা কইলা বেহারে।
ঠাই ঠাই দেখিল বিরহ-উপচারে দেখিঞাঁ লখিল[১৩] নানা কেলি-পরকারে[১৪]।
হরিষ বিষাদে গোপী পড়িলা পাথারে[১৫] সম্বর না জাএ মনে[১৬] অস্থিচর্মসারে[১৭]।
রাধার সোঁআগ[১৮]-কথা সভেঞি বাখানি নিঃশ্বাস ছাড়িঞাঁ শোকে বসিলা গোপিনী।
কহে কবিশেখর বিরহ-অবতার গরবে না পাএ কভো[১৯] নন্দের কুমার।
গোপালবিজঅ-কথা শুনিতে মধুর বিরহ নিকটে কৃষ্ণ নিকটেসি দুর[২০]॥

॥ গুর্জরী[২১] ॥

ক্ষেণেকে সকল সখী হঞা[২২] এক[২৩] মেলি পদ-অনুসারে জাএ জথা বনমালী।
এক সখী বলে হেন[২৪] বুঝ অনুমানে জে[২৫] ছান্দে বিছান্দে চলি[২৬] গেলা রাধা কানে।
দুই ভুজে বেঢ়ি ধরি[২৭] নাগর-শেখরে[২৮] বাম উরু দিল প্রভু[২৯] নিতম্ব-উপরে।
দক্ষিণ চরণ ভূম্যে পরশিঞা[৩০] জাএ সে বামচরণ-পদ্ম রহনি খেলাএ।
জখন রাধিকা হাসি কাহ্নু[৩১]-মুখ চাএ[৩২] তখন অধরমধু পিএ গোপী[৩৩]-রাএ।
এত বলি সব গোপী বিরহের মোহে[৩৪] কৃষ্ণপদ ছাড়িঞাঁ রাধার পদ ছোএ।
কেহো কেহো কাহ্নাইর সোহাগের জালে[৩৫] রাধা[৩৬]-পদধুলি-তিলক লৈল ভালে।

১ এ, ক. খ নিরপেখি ২ পা-এ নাই, এ তুমি ৩ এ, ক. খ দুহে নেহা ৪ পা-এ নাই ৫ এ প্রভু ৬ পা তোমাকে ৭ এ বিচারিতে গুণ পরকারে নাহি ৮ এ আমা ৯ এ গোপি বিমরিস ১০ পা কৃপা কর কৃপানিধি ক্ষেম স[ব] দোস ১১ এ সখি ১২ এ শ্রীরাধারে ১৩ এ দেখিল ১৪ পা উপকার ১৫ ঐ পাথার ১৬ পা ভাবিতে ভাবীতে গোপী ১৭ এ আতি তুজবার, পা °সার ১৮ ক. খ সোহাগ ১৯ পা কভু ২০ এ, ক. খ রহে ভরিপুর ২১ পা-এ নাই ২২ ঐ করি ২৩ পা-এ নাই ২৪ ক. খ হের, পা জেবা ২৫ ক. খ এ ২৬ পা ছন্দ বিছন্দ করি ২৭ ক. খ বেঢ়িঞাঁ ধরিল ২৮ এ ধরিল প্রভু গলে ২৯ এ প্রভুর ৩০ ঐ লোটাইঞাঁ ৩১ পা কানু ৩২ ঐ চাঅ ৩৩ পা জদু ৩৪ পা বিরহ বিচ্ছেদে ৩৫ ঐ ষোহাগেল জানে ৩৬ পা রাধাদ

হেনমতে তাহার[১] সোহাগ-কথা কহি রাধার নিকটে উত্তরিলা সব সহী।
সখী-উড়ে শির[২] দিঞাঁ শুতিঞাঁছে[৩] রাই সুনির পোঁতলী জেন রহিলী মিলাই।
কদম্বকলিকা-সম[৪] পুলকিত গাএ লোহের হিল্লোলে দুই পাশ ভিজি জাএ[৫]।
আখি মেলি না চাহে কেহো অধর না[৬]চালে[৭] গরলে জিনিল জেন গা[৮] নাহি নাড়ে।
রাধাগুণ ভাবিঞাঁ ভাবিঞাঁ সখী কান্দে তা দেখি সকল সখী বুক নাহি বান্ধে।
কেহো কেহো বিরহে না কিছু বিচারিল কৃষ্ণ[৯] কৃষ্ণ বলি রাধা[১০]-চরণে ধরিল।
কৃষ্ণনাম শুনিতে[১১] রাই[১২] উঠে চমকিতে অচম্বিতে সব সখী দেখি[১৩] চারিভিতে।
সখী দেখি রাধিকার উথলিল বেথা[১৪] আপনে জানিতে নারে আপনা বেবথা[১৫]।
ক্ষেণেকে[১৬] সম্বিত পাঞাঁ আপনা সম্বরি[১৭] গদগদস্বরে কিছু কহে ধীরি ধীরি।
ভাল হইল সখীজন পাইল দরশন ই জনম[১৮] মেনে[১৯] মোরে দেহ আলিঙ্গন।
হের[২০] আভরণ[২১] মোর নেহ নিরিশনে[২২] জথন তখন মোরে করিহ স্মরণে[২৩]।
পাএ ধরি আর এক করি পরিহার[২৪] জে কিছু করিল[২৫] দোষ না লবে[২৬] আম্মার[২৭]।
সোহাগমৎসর কিছু না করিহ[২৮] মোরে মো[২৯] লাগি জে কিছু কহিঅ প্রাণেশ্বরে।
জনমে জনমে মোর কানু হও প্রভু[৩০] মো হেন দগধি[৩১] নারী[৩২] না মেলিহে কভু।
এক বোল সোঙরি[৩৩] কহিঅ[৩৪] মহাশএ আপন বলিঞাঁ দআ ধরিবে[৩৫] হৃদএ।
জবে নানা রঙ্গ রসে[৩৬] পাসরে মুরারি প্রসঙ্গেহো সোঙরাবে[৩৭] হের পাএ ধরি।
হের নিরিশন[৩৮] দিহ গজমতিহারে[৩৯] আর জে কহিতে হঅ কহিবে তাঁহারে।
রাধিকার এত নিরাশ[৪০] কথা শুনি হেঠমাথে কান্দে গোপী পরমাদ[৪১] গণি।
কহিতে বাঢ়িল[৪২] শোক সম্বরিল নহে সভেঞি ঢুলিঞা পড়ি সভাকার দেহে[৪৩]।
সভেঞি প্রবোধে সভা আপনে অথির কান্দিতে নিষধি সভে থির নহে[৪৪] নীর।
মুখে মুখে ঠেকাঠেকি অধরে মিলাঞাঁ[৪৫] সুর বান্ধি কান্দে সভে[৪৬] প্রভু সোঙরিঞাঁ[৪৭]।

১ পা রাধার ২ ঐ শীঅর ৩ পা শুতিছে ৪ ঐ হেন ৫ পা জাঅ ৬ এ নাহি ৭ পা ঠানে ৮ ঐ দেহ ৯ পা-এ নাই ১০ এ তার ১১ এ শুনি ১২ পা রাধা ১৩ এ শুনি ১৪ এ কথা ১৫ ঐ আছে আপনার বেবস্থা, পা আপনার বেথা ১৬ পা ক্ষেণেক ১৭ পা পাষরি ১৮ ঐ এ জনমে ১৯ পা-এ নাই ২০ পা হেন ২১ এ অলঙ্কার, পা অভরণ ২২ পা মোরে দেহ, এ নিদর্শন ২৩ পা স্মরণ, এ জেন রাধা পড়ে মনে ২৪ পা মাগী পরসাদ ২৫ ঐ বলিএ ২৬ এ তাহা না লইবে ২৭ পা আমার ২৮ এ করিবে ২৯ পা মোহ ৩০ এ পতি ৩১ পা-এ নাই ৩২ পা নাগরী ৩৩ পা মোর স্মরিব ৩৪ ঐ কানু ৩৫ পা করিব ৩৬ পা জার নাম লঞা বাঁশি ৩৭ পা প্রসঙ্গে সোধাবে মেহে ৩৮ এ নিদর্শন ৩৯ পা মুতিহার ৪০ এ নিরস, প। বিশ্বাষ ৪১ পা [প] রমাদ ৪২ পা বাড়িল ৪৩ পা গাঅ ৪৪ এ আখি রহে ৪৫ ঐ অধর বিনাঞা ৪৬ এ গোপী ৪৭ পা গুণ স্মরিঞাঁ

কৃষ্ণের চরিত্রে জত ভাবিতে ভাবিতে[১] সব গোপী আপনা পাসরে অচম্বিতে।
কেহো হইলা নন্দঘোষ কেহো নন্দরানী কেহো কৃষ্ণ হএ কেহো পুতনা ডাকিনী।
কেহো বা শকট কেহো[২] জমল-অর্জুন কেহো বক কেহো বৎস[৩] দেখি বিলক্ষণ[৪]।
কেহো ধেনু[৫] কেহো বৎস কেহো বা দোহাল[৬] কেহো রাম কেহো কৃষ্ণ কেহো[৭]
রাখোআল[৮]।
কেহো উঠি[৯] নাচে কালিনাগিনীর মাথে কেহো বা মন্দারগিরি[১০] ধরে বাম হাথে।
কেহো গোপীবস্ত্র হরি গাছে চড়ি[১১] রহে কেহো রসে রাসসভা[১২] রচিল তথাএ[১৩]।
কেহো[১৪] কৃষ্ণ-ছান্দে[১৫] নটবরবেশ ধরি ত্রিভঙ্গলীলাএ হাসি বাজএ মুরলী[১৬]।
কৃষ্ণসম চলি জাএ তেরছ নেহালে[১৭] কৃষ্ণসম হাসি[১৮] আখিঠারে সব বোলে[১৯]।
কৃষ্ণ বলি আপনারে করে নানা কেলি রাসরসে ভাসি গেলা[২০] সকল গোআলী[২১]।
রাসের হিল্লোলে গোপী হরিল গেআনে[২২] মদনকুম্ভীর-ঠাঞি হানিল পরাণে[২৩]।
অচম্বিতে[২৪] গোপীগণের হইল রসভঙ্গ না জানি কেমত কেমত করে অঙ্গ।
কথা[২৫] কৃষ্ণ কথা[২৫] কেলি মিছা অনুসারে[২৬] আপনা আপনি গোপী[২৭] বাসিলা খাঁখারে।
লাজ ভএ শোকে বেআকুল[২৮] সখীজনে প্রাণনাথ-উদ্দেশে ভ্রমএ বনে বনে[২৯]।
কেহো জবে কথাঙ শুনিল[৩০] পিকরাএ কৃষ্ণবেণু-ধ্বনি বুলি[৩১] প্রাণপণে ধাএ।
পিক দেখি[৩২] নিঃশ্বাস ছাড়িঞাঁ পুছে বাত ই[৩৩] পথে দেখিলে জাইতে[৩৪] মোর প্রাণনাথ।
তোহ্মা[৩৫] হেন শ্যামল সুন্দর বদন[৩৬] তোহ্মা[৩৭] হেন বনপ্রিঅ মধুর বচন।
তোহ্মা[৩৭] হেন[৩৮] মধুমত্ত অরুণ নঅনে গোপীর পরাণ[৩৯] লঞাঁ রহে কোন বনে।
হেন বেলে কথো দুরে দেখিল তমালে[৪০] মলঅ পবনে[৪১] ঘন পল্লব চঞ্চলে[৪২]।
তাহে কুহুরব[৪৩] শুনি হেন অনুমানে[৪৪] দআএ গোপীরে[৪৫] কৃষ্ণ[৪৬] দেই হাথসানে।
এত আশে গোপী ধাএ বিরহের জ্বালে আলিঙ্গন দিঞাঁ দেখে তরুণ তমালে।

১ পা-এ নাই ২ পা হলা ৩ এ কেহো ৪ পা বলক্ষন ৫ এ গাবি ৬ পা বান্দনে ৭ পা বা ৮ পা রাখাল ৯ ঐ তথি ১০ পা রামকৃষ্ণ গিরিরে ১১ পা উঠে ১২ ঐ °তথা ১৩ পা সভাএ ১৪ ঐ কেহে ১৫ পা °চান্দে ১৬ পা মুরালি ১৭ পা নআনে ১৮ ঐ হাসিঞা ১৯ এ হাসি২ মৃদু কথা কহে আখিঠারে ২০ পা গেল ২১ এ সুন্দরি ২২ ঐ রহিল সকল সখি রসের হিল্লোলে ২৩ এ তাতে করিল পাগলে ২৪ পা আচম্বিতে ২৫ পা কোথা ২৬ ঐ কথা বারে ভার ২৭ এ অপনার কাজ সভে ২৮ পা ব্যাকুল ২৯ ঐ বন ৩০ পা কোথাঙ খুনি ৩১ পা বলি ৩২ ঐ বলি ৩৩ পা এ ৩৪ পা জাতে ৩৫ পা তোমা ৩৬ পা মধুর দষন ৩৭ এ তোমা ৩৮ পা তুমি জেন ৩৯ ঐ প্রাণ ৪০ ক.ক তমাল ৪১ পা পবন ৪২ ক.খ পল্লব চঞ্চলে, ক.ক চঞ্চল প্রবাল, পা চঞ্চল পবান ৪৩ পা কুহুর[ব] ৪৪ এ, ক.ক লয় মন ৪৫ এ, ক.ক প্রভুরে ৪৬ ক.খ প্রভু; এ, ক.ক কেবা

হাতাশ হইঞাঁ গোপী[১] পড়ে ভুমিতলে আশপাশ ভাসি[২] গেল লোহের হিল্লোলে।
হাকান্দ কান্দনে গোপী[৩] কান্দে উচ্চস্বরে জা শুনি পাথর গলে পৃথবি বিদরে।[৪]
রূপের উপামা নাহি গুণে নাহি সীমা পহিল বএস[৫] তাহে অতুল[৬] মহিমা।
রসিক-মুকুটমণি[৭] নাগরশেখর তিন লোকে দুল্লভ সহজে মনোহর।
এত দেখি শুনি তাহে বাঢ়াইল নেহা না দেখিলা ঘর পর না দেখিল দেহা।
তাহে[৮] কিবা দোষ দিব করম ধেআই এত[৯] মতে না পাইল সে হেন কাহ্নাই।
আর কি[১০] বা হেন স্বামী চাহিবেক লোকে[১১] কৃষ্ণ হেন স্বামী[১২] নেআইল[১৩] নানা[১৪] শোকে।
শরীরের দুঃখ শোক বিধাতার[১৫] ভার তার লাগি না দুষিএ[১৬] নন্দের কুমার।
সভে[১৭] এক দোষ দিহে তাহার[১৮] চরণে নিজ পর বলিঞাঁ না বিচারি[১৯] মনে[২০]।
কুল শীল ধন জন কিছু না বিচারি কুলবহু হইঞাঁ তার গুণ লাগি মরি।
গুরুজন না মানিল লাজে দিল পিঠে ঘরের স্বামীকে কভো[২১] না দেখিল দিঠে[২২]।
পরিজন-উপদেশে না পাতিল কান তৃণ[২৩] করি না গুণিল[২৪] আপন পরাণ।
কুলবহু হঞাঁ কইল পুরুষ-বেভার দেশ কাল পাত্র কিছু না কইল বিচার।
ঘর ছাড়ি জার লাগি বুলি[২৫] বনে বনে সে খাট পালঙ্ক ছাড়ি পল্লবে শঅনে[২৬]।
এত নানা দুখ সুখ মানি[২৭] জার আশে[২৮] সে প্রভু দগধি গোপী ছাড়ে[২৯] কোন দোষে[৩০]।
হেন কেহো নাহি জারে কহি দুখ-কথা শুনিঞাঁ পরের দুখ মনে[৩১] লাগে বেথা।
দেখিল[৩২] দেখিল বোল বোলে[৩৩] প্রভু-আগে জে কাহিনী শুনিতে প্রভুরে[৩৪] দআ লাগে।
রস[৩৫] বুঝি কথা কহে রঙ্গিঞাঁ[৩৬] গঙ্গিঞাঁ হাথে পাএ ধরি প্রভু[৩৭] দেই মানাঞিঞাঁ[৩৮]।
অনেক ধরম হঅ থাকে বড় জশ কানু এড়ি সব গোপী দেখিএ বিরস[৩৯]।

১ এ সখি ২ এ ভিজি ৩ ক.ক, এ সভে ৪ অতঃপর ক.ক পুঁথির অতিরিক্ত, কহে কবিশেখর বিরহ বড় বোল। বিরহ নিকট পাই নন্দের কিশোর। বড়াড়ি রাগ। ৫ পা জৌবন ৬ ঐ প্রভুর ৭ পা °মুনি ৮ পা তারে ৯ এ হেন ১০ এ কার, পা বা কি ১১ পা কোলে ১২ পা -না ১৩ ক.ক নেআই, পা নেহাইল ১৪ পা-এ নাই ১৫ পা বি[ধা]তার ১৬ পা বলি, এ বলিএ ১৭ পা সবে ১৮ এ, ক.ক তোমার ১৯ এ না কর বিচার ২০ ক.ক বনে, পা করে বিচারে ২১ এ স্বামি করি কিছু, পা কভু ২২ ক.ক ভেটে ২৩ এ কিছু ২৪ ক.ক মানিল ২৫ পা ভ্রমী ২৬ পা সঅন ২৭ ক.ক জার মানি, এ মানিল ২৮ পা জানিঞাঁ না জানে ২৯ ক.ক ছাড়িল ৩০ পা কি কারনে, ক.ক আশে ৩১ এ পর ৩২ পা দেখি ৩৩ ঐ বলে ৩৪ পা প্রভুর ৩৫ এ সরস ৩৬ পা গঙ্গিঞাঁ ৩৭ পা প্র[ভু] ৩৮ ক.ক দেহ আনাইঞাঁ; এ আনাইঞা ৩৯ পা দিএ সব রস

শিব শিব ই[১] না দুখ কহিব কাহারে[২] সহাঅ থাকিতে অসহাএ[৩] গোপী[৪] মরে[৫]।
কে[৬] জানে মরমে কানু এতেক নিঠুর হৃদে[৭] কালকূট বইসে মুখেসি মধুর[৮]।
ঘৃতমধু-সম কানু[৯] আপাতমধুরে ঢালিলে[১০] সি জানিএ[১১] বিষ-[১২]গুণ ধরে।
তাহে[১৩] কিবা দোষ দিএ জনমরাখালে[১৪] রসিক বলিঞাঁ ভজিল নন্দের গোপালে[১৫]
আজনম[১৬] আখরের পানি নাহি পেটে বাছুর রাখিঞাঁ[১৭] বুলে জমুনার তটে[১৮]।
তাহে গোপ বনচারী বড়ই নাগরী তা দেখি পড়িলা[১৯] ভোলে[২০] আপনা পাসরি।
তাহে কৃষ্ণ বোলাইল[২১] নাগরশেখরে ভালই ডুবিল সব গোকুলনগরে।
এক নারী জাহেঁ[২২] সম্ভাবনা[২৩] নাহি জাএ সেহো ষোল শত গোপীর নাগর বোলাএ।
জে জন আপন বোল[২৪] আপনে না বুঝে সে কেহ্নে[২৫] বসিতে চাহে রসিকের মাঝে।
শিব শিব এক[২৬] মোরে বড় অদভুতে কি দেখিঞাঁ লোকে[২৭] ভাল বোলে[২৮] নন্দসুতে।
জে জন আপন নারীর দুখ[২৯] দেই রঙ্গে কোন ছার পিরিতি বাঢ়াব তা[৩০]-সঙ্গে।
অনুভাবে জানি অনুগত[৩১] কর বশ না জানি[৩২] আপাত লোকে বোলএ[৩৩] সরস।
ভাল তার মরম বুঝিল[৩৪] গর্গ মুনি কৃষ্ণ বইল ভিতরে বাহিরে কাল জানি।
তারে দআনিধি বোলে[৩৫] কমন[৩৬] মুরুখে বেকত তাহার[৩৭] দআ পুতনার বধে।
কে বলে[৩৮] আনন্দমঅ নন্দের কুমারে কপটে ধরিল দেহ গোপী বধিবারে।
কিবা মিছা পরোক্ষে[৩৯] কহিঞাঁ[৪০] তার গুণে তবে সে[৪১] কহিএ জবে লোক বসি[৪২] শুনে।
জদি[৪৩] একবার আর হএ দরশন[৪৪] কহিতে জানিব ভাল[৪৫] শুনিব[৪৬] তখন।
চাঁন্দ-আদি[৪৭] জেবা জত[৪৮] দিল দুখ-ভার প্রাণ জীলে সভার শুধিব সব ধার।
এত বলি ক্ষেণেকে হইঞাঁ[৪৯] নিশবদে পুনরপি কহে রাধা[৫০] করিঞাঁ বিষাদে[৫১]।
কাহ্নুকে[৫২] জে বলি সে আপনাকে বলি পর বৈলে পর নহে দেব বনমালী।

১ পা এ ২ ক.খ কাহায় ৩ ক.ক আশোহাসে, পা অস্মাহাঅ ৪ পা-এ নাই ৫ ক.খ প্রান জাএ ৬ পা জে ৭ ঐ হৃদএ ৮ ক.ক ঘৃত মধু সম দেখি আপাত মধুর, পা মুখে বইসে গুড় ৯ এ দেখি, ক.খ তল ১০ এ টলিলে, ক.ক চলিলে, পা ঢ[া] লিলে ১১ পা জানি ১২ এ, ক.ক আপন ১৩ পা ত্যারে ১৪ এ, ক.ক, ক.খ আপন কপালে, পা রাখাল ১৫ এ, ক.ক ভজি জনম রাখাল ১৬ পা কাল ১৭ ঐ বৎস রাখি রাখি ১৮ পা ঘাটে ১৯ ক.খ পড়িল ২০ পা পড়ি ভুলী ২১ পা বনাইল ২২ এ জাহারে ২৩ ক.ক সম্ভনা, পা সম্ভাপনা ২৪ পা আপ বলে ২৫ পা কেনে ২৬ পা সব ২৭ পা-এ নাই ২৮ ক.ক ভাল না কি বোলেন, পা বোল বল ২৯ পা দুখহ ৩০ এ তার ৩১ ঐ ভাব ৩২ এ জানিঞা ৩৩ পা বলএ ৩৪ পা মর্ম্ম জানিল ৩৫ পা বলে ৩৬ এ কেমন ৩৭ ক.ক তোমার ৩৮ পা কেবল ৩৯ ঐ পরক্ষে ৪০ পা করিঞা, এ কহিএ ৪১ পা সব ৪২ ঐ সে জন জবে ৪৩ পা জযে ৪৪ ঐ দর্ষন ৪৫ এ, ক.ক তবে ৪৬ পা যু[নি]বে ৪৭ পা আনে ৪৮ পা-এ নাই ৪৯ পা রহিলা ৫০ এ, ক.ক কিছু ৫১ পা বিসাধে ৫২ ঐ কানুকে

দোষ বাখানিতে তার গুণে[1] মুখ[2] পুরে বচনে গঞ্জিতে[3] চাহি মুখে[4] নাহি ফুরে[5]।
আহরিঞাঁ[6] জতেক[7] নিঠুরপনা[8] আনি[9] তার এক বোল[10] সোঙরিতে[11] হএ পানি[12]।
আপনার দুখ শোক সেহোঁ রহু দুরে তাহার চরিত্র সে[13] ভাবিতে প্রাণ ঝুরে[14]।
হরি হরি সে হেন কোমল[15] কলেবরে একেশ্বর বন-মাঝে ফিরে[16] নিরন্তরে।
জে প্রভু[17] তিলেক বিনি ঠেসে নাহি চলে[18] সে[19] কাহ্নুএ[20] একেশ্বরি[21] নাহি দেখি ভালে[22]।
চলিতে কে[23] তাম্বুল জোগাব আশ পাশে. কাহে অবলম্বি জাব হাস[24] পরিহাসে।
ভোখে ভক্ষ্য শোষে[25] পাণি কে দিব জানিঞাঁ পথশ্রমে কে বা জাব চামর ঢুলাঞাঁ।
রৌদ্রে সে হেন অঙ্গে[26] কে ধরিব ছাতি[27] বসিতে কে বিছানা জোগাব আতিভিতি।
কার উচ্চ কুচে ঠেসি বসিব[28] আলিসে চরণ পাখালিঞাঁ[29] কেবা[30] মুছিবেক[31] কেশে।
কিবা মনে পড়িল সে[32] কানুর চরণ[33] হেন মন করি[34] ঝাট হউক[35] মরণ[36]।
আলতা রসের সম[37] মৃদু[38] পদতলে পুলককণ্টক[39]-ভএ না দিএ[40] পওধরে।
সে হেন চরণ ভ্রমে[41] একেশ্বর বনে[42] দুখের উপরে দুখ সহিব কেমনে[43]।
না জীব না জীব[44] সখী কানুর বিরহে[45] না[46] জানিলে পরাণ আর তিলেক না রহে।
এত বলিঞা[47] গোপী[48] ভূমি পড়ি ঢুলে[49] আপনা আহুতি[50] দিল বিরহ-আনলে।
তখন করুণামঅ[51] দেব গোপীরাএ কথো দুরে ত্রিভঙ্গ মধুর[52] বেণু বাএ।
প্রেমের অধীন কৃষ্ণ পরিখিল প্রেম কষটি পাথরে জেন কষি দেখি হেম।

১ পা তা গুণের ২ ঐ দুখ ৩ এ, ক. ক রঞ্জিতে ৪ পা মনে ৫ ঐ পুরে ৬ পা-এ নাই ৭ পা জতে ৮ ক. ক °পণ, পা নিঠুর মনে ৯ পা আনে ১০ পা-এ নাই ১১ পা স্মরিতে ১২ পা পারি, ক. খ পানে ১৩ পা-এ নাই ১৪ পা ফাটে ১৫ ঐ কমল ১৬ এ ভ্রমে ১৭ পা সে ভূপ্র ১৮ এ রহে ১৯ এ জে ২০ পা কানু সে, ক. ক সো কানুয়ে ২১ পা একাসরি ২২ এ, ক. ক কিবা মনে পড়ে ২৩ পা-এ নাই ২৪ পা অবলম্বীঞাঁ রহিব ২৫ পা সাধে ২৬ এ দেহে ২৭ পা ছাতা ২৮ এ রহিব ২৯ পা পাখালিবেক ৩০ পা কে ৩১ ক. ক মোছাইব ৩২ পা জে ৩৩ পা বচন ৩৪ ঐ দুখ লাগে ৩৫ পা হউ ৩৬ এ জাউক জিবন ৩৭ পা -সে ৩৮ এ রস জেন মৃদুল ৩৯ পা °কটক ৪০ ঐ দিঞাঁ ৪১ পা ভ্রম ৪২ পা-এ একেশ্বরী ভ্রমে বনে বনে ৪৩ পা কেমনে সহিব ৪৪ এ, ক. ক জিনিব ২ ৪৫ পা বিহনে ৪৬ পা-এ নাই ৪৭ পা বলি ৪৮ ক. ক -জন, পা গোপিন ৪৯ ক. ক ধরি, এ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিঞা দির্ঘশ্বাস ছাড়ে, পা ঢুলি পড়ি ৫০ পা আপ আহোতী ৫১ ঐ করূনামঅঅ ৫২ পা মধুর ত্রিভঙ্গ

গোপাল[১]-বিজঅ-মাঝে এই বোল বড়[২] বিনি দরবিলে[৩] ধাতু নাহি লাগে[৪] জোড়[৫]।
আরতি-ইন্ধন[৬] জালে[৭] বিরহ-আনলে মন-সোনা[৮] খাওআইএ্যাঁ।[৯] শুদ্ধ কর জালে।
দৃঢ়[১০] প্রেম-সোআঁগাএ[১১] ঝালিহ ভাল মতে তবে সি জুড়িহ কৃষ্ণ মনের[১২] সহিতে।
মন্দ[১৩] সুবর্ণের[১৪] জোড় কভো[১৫] নাহি রহে শিশু কবিশেখর[১৬] দেখিলে কথা[১৭] কহে॥

॥ কামোদ[১৮]

কৃষ্ণের সে[১৯] মোহন মুরালীধ্বনি শুনি গমন-উত্তম-আশে[২০] রহিল পরাণি।
আশাবন্ধে সব গোপী[২১] চাহে চারি পানে হ্রদ-শোষে পুঠে[২২] জেন দেখিল[২৩] বাদলে।
সেই গোপী সেই হেন না দেখি বেবথা বসন্তসমঅ জেন মাজরিল[২৪] লতা[২৫]।
তবে বেণু-অনুসারে চলিলা গোপিনী মিঠানি পানিএ[২৬] জেন পুঠির[২৭] উঠানি।
গোপীর কিঙ্কিণি নূপুররব শুনি লাজ ভএ বিকল[২৮] আকুল চক্রপাণি[২৯]।
জবে সব সখা মেলি দেখিল গোপালে রসে আলাইলা[৩০] গোপী পাও নাহি চলে[৩১]।
হাসিএ্যাঁ হাসিএ্যাঁ[৩২] কৃষ্ণ আসে আগুসরি তা দেখি সকল সখী আপনা পাসরি।
কাহার আনন্দ-লোহ ধরণে না জাএ[৩৩] সমুখে দুল্লভ কৃষ্ণ দেখিতে না পাএ[৩৪]।
কেহো কেহো প্রভুর পরশিতে সাধ করে আনন্দে অবশ অঙ্গ[৩৫] চলিতে না পারে।
কেহো[৩৬] কানু-কুশল পুছিতে করে সাধে[৩৭] আতি রসনা অধর দুই বাধে।
কেহো কৃষ্ণচরণ বেঢ়িএ্যাঁ[৩৮] ধরি কান্দে চাঁন্দ জেন অমৃতে সিচিল অরবিন্দে।
কেহো পদতল দেই কুচজুগ-মাঝে কুবলঅ পুজিল[৩৯] কনকশম্ভুরাজে।
আঞ্জলি ভরিএ্যাঁ কেহো ধরে কৃষ্ণকরে[৪০] রাতা উতপল জেন ভরিল[৪১] ভ্রমরে।

১ পা গোপলা ২ ঐ বড় বোল ৩ পা না দ্রবিলে ৪ ক. খ হএ ৫ পা জাড় ৬ পা এ কুল ৭ ক. ক, ক. খ আরতিই কুল জল; এ আপন আহুতি দিল ৮ ক. ক মন সনে, এ ছান ৯ পা সোনা খড়ি আএ্যাঁ, ক. খ খাওইএ্যা ১০ পা পৃঅ ১১ ক. ক সোহাগে ১২ পা মনির ১৩ ঐ নহে ১৪ এ, ক. খ সুবর্ণে ১৫ পা কভু ১৬ ক. খ রায়শেখর তাহে ১৭ পা -কথা ১৮ পা-এ নাই ১৯ ক. খ রসে, পা কৃষ্ণরসে ২০ ক. খ রসে ২১ পা -সব গোপী ২২ এ সফরি ২৩ ঐ পাইল ২৪ এ মজরিল ২৫ এ পাতা ২৬ ঐ পানিতে ২৭ এ সফরি ২৮ ক. খ আননে, পা-এ নাই ২৯ পা চক্রপণি ৩০ এ আউলাইল ৩১ ঐ চলিতে না পারে ৩২ এ হাসি হাসি জবে ৩৩ পা জাঅ ৩৪ ঐ পাঅ ৩৫ এ দেহ ৩৬ পা কেহে ৩৭ পা সারে ৩৮ ঐ বেড়িএ্যাঁ ৩৯ পা শৃজিল ৪০ এ ভেন গোপি বেড়ে কৃষ্ণের চরণযুগলে ৪১ ঐ পুজিল

চন্দনচর্চিত বাহি[১] কেহো কোলে করে   কনকমহেশে[২] জেন বাসুকি বিহরে[৩]।
হেন নানা মতে গোপী বেঢ়িল[৪] গোবিন্দে   ভুখিল চকোর জেন লুড়ি নিল চাঁন্দে।
রাধিকা[৫] রোষে[৬] কৃষ্ণ[৭]-সমুখে না চাহে   কৃষ্ণ তার মুখ মেলি[৮] চর্বিত খাওাএ।
কাহো আলিঙ্গন দিঞাঁ[৯] চুম্ব দেই মুখে   কারো কারো থান বুঝি দেই রেখে[১০]-ঘাতে।
তেরছ চাহিঞাঁ কৃষ্ণ[১১] কাহো[১২] কইল সুখী   হাসিঞাঁ ভুষিল[১৩] কোন কোন চন্দ্রমুখী।
জেবা নব নব গোপী রহে হেঠমাথে   তার পাশে আপনে[১৪] পুছএ শুভ বাতে।
হেনমতে সভারে[১৫] রঞ্জিঞাঁ গোপীরাএ   মণ্ডলী করিঞাঁ বসে কদম্বতলাএ।
আপন নিচোলে[১৬] বিছাইল সব নারী   কৃষ্ণেরে[১৭] বেঢ়ি[১৮] সঙ্গে[১৯] বসিলা সারি সারি।
মাঝে[২০] কৃষ্ণ ভাল শোভে গোপীর সমাঝে   শ্যামল[২১] কমল[২২] জেন শোভে[২৩] চান্দমাঝে।
জত কৃষ্ণ হাসপরিহাস-কথা কহে   সে রসে বিরহদুখ খণ্ডনে না জাএ[২৪]।[২৫]
জাহার জে প্রতিকার সেই স তা[২৬] মানে   পানির পিআস নাহি[২৭] ঘুচে দুগ্ধপানে।
সমস্ত বুঝিঞাঁ বিদগদ-শিরোমণি   মদনবিকারে তোষে সকল তরুণী[২৮]।
পুনরপি কৃষ্ণ জবে[২৯] সুরত আলাপে   সব গোপী পাসরিল বিরহসন্তাপে।
তবে রস[৩০]-পরিহাস দেখিঞাঁ সভার   জলবিহারে[৩১] মন করিল গোপাল॥

॥ অথ জলবিহার[৩২] ॥

নানা রঙ্গে ঢঙ্গে গেলা জমুনার তীরে   জল দেখি অমৃত সিচিল কলেবরে[৩৩]।
শীতল সুগন্ধি মন্দ[৩৪] বসন্তের[৩৫] বাএ   পরশিতে[৩৬] কি হেন কি হেন করে গাএ।
দুখ শোক পরিহাস একুই[৩৭] না জানি[৩৮]   কৃষ্ণ জেন মুখ[৩৯] দেই জমুনার পানি।
তবে সব সখী গেলা জলের[৪০] সমীপে   মদনে জালিল জেন বিজঅ[৪১]-প্রদীপে।
গোপী-প্রতিবিম্ব[৪২] দেখি জমুনার নীরে[৪৩]   মুর্তিমনোরথ[৪৪] কিবা আগু পাটোআরে।

১ এ বাহু ২ পা °মহেস ৩ পা ধাবুকি হরে ৪ ঐ বেড়িল ৫ পা -মুন্দ ৬ পা-এ নাই ৭ পা লাজে ৮ ক.ক মিলি ৯ এ কাহাকো আলিঙ্গিঞা ১০ পা নখা ১১ পা কাহো ১২ এ কাহা ১৩ পা তুলিল ১৪ এ কাছে আনেরে ১৫ এ তা সভাএ ১৬ পা চনীচোলে ১৭ পা কৃষ্ণ ১৮ এ বেঢ়িঞা ১৯ পা-এ নাই ২০ এ কালা ২১ পা সামল ২২ এ কলঙ্ক ২৩ এ রহে ২৪ পা জাঅ ২৫ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, কেলি করি হৃষিকেশ মুখে নিরিখিল। অন্তরে দুহার মনে বড় সুখ হইল ২৬ এ সে তাহা ২৭ পা না ২৮ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ২৯ পা সেই ৩০ এ রাস ৩১ পা বেহারে ৩২ ঐ °বেহার ৩৩ পা কলেরে ৩৪ ঐ -মন্দ ৩৫ পা বসন্ত ৩৬ ঐ পরসী- ৩৭ এ কিছুই ৩৮ পা জানে ৩৯ পা সুখ ৪০ পা জমুনার ৪১ ঐ বিঅ ৪২ পা ক্রিড়ারঙ্গ ৪৩ এ জলে ৪৪ পা মুর্ত্তিমান রথ

ঈশ্বরের ইচ্ছাএ[১] খেনেকে হ‍এ আনে[২]   সে বেলার আনন্দ কহিতে কেবা জানে[৩]।
মন্দ মন্দ বহে জল চলে বা নাচনে   আচম্বিতে নানা ছান্দ দেখি এক মনে।
বিষজল জন্তু নাহি ভঅ নাহি মানে   শ্রবণমধুর-ধ্বনি করে পক্ষগণে।
জমুনার শোভা দেখি সব সখীজনে   বিষম কাম[৪]-বাণে কইল আচেতনে[৫]।
এক গোপী কৃষ্ণ পরশিতে[৬] বড় সাধে   সখীজন-লাজ[৭] ভঅ ক্ষণে ক্ষণে বাধে।
তখনে[৮] চতুর সখী কৃষ্ণপ্রতিবিম্বে   কৃষ্ণ বলি ঝাঁপে[৯] আলিঙ্গন দিঞাঁ[১০] চুম্বে।
তখনে[১১] চতুর হরি[১২] বুঝিঞাঁ অন্তরে   কে মজে কে মজে বুলি[১৩] ধরিলেক করে[১৪]।
কোলে[১৫] করি হৃষীকেশ[১৬] মুখ নিরিখিল[১৭]   অন্তরে[১৮] দুহার মনে[১৯] বড় সুখ পাইল।
তবে[২০] কৃষ্ণ জলে হইতে আঞ্জলির জলে   জত গোপিনীর[২১] গাএ হাসি হাসি পেলে।
তা দেখি[২২] সকল সখী হঞাঁ[২৩] এক মেলি   কৃষ্ণসঙ্গে[২৪] হঠে হঠে[২৫] করে জলকেলি[২৬]।
চারি দিগে সব সখী আঞ্জলি ভরিঞাঁ[২৭]   কৃষ্ণগাএ পেলি মারে মুখানি মোড়াইঞাঁ[২৮]।
সে বেলে সে[২৯] চতুর্ভুজ[৩০] হেন মনে করি   চারি দিগে[৩১] অর্জুন-অধিক[৩২] বাহু ধরি।
জলে বসি রহে[৩৩] কেহো কাহো[৩৪] নাহি দেখি[৩৫]   জলভঅ বক্রমুখে সবে বুজে আখি।
তখনে[৩৬] চতুর হরি পাঞাঁ অবসরে   কোলে পাশে[৩৭] চাপি ধরে[৩৮] গোপী-পওধরে।
কাহাকেহো না বোলে কেহো মনে মনে[৩৯] হাসে   সভে মনে করি কানু মোরে ভালবাসে
হেন রস অনুভএ রসিক কাহ্নাই   গোপী-মাঝে ডুবিলা কোঙ লাগ নাহি।[৪০]
সে বেলাএ ডুবিঞাঁ ডুবিঞাঁ দামোদরে   একে একে গোপীসঙ্গে নানা রঙ্গ করে।
আপন সোহাগ করি[৪১] সভেঁ অনুমানে   শপত দিলেহোঁ কেহো কিছুই না মানে[৪২]।
খেনে খেনে কৃষ্ণ তাহে রহে মুখ তুলি   পাশেই লখিল নহে গোপী[৪৩] জাএ ভুলি।

১ পা ইছাএ ২ এ ধ্বনি করে পক্ষগনে, পা আন হএ ৩ পা অথন জমুনাজল গণ স বিহরে ৪ এ কুসুম ৫ এ কেহো নাহি মানে ৬ পা আনিতে ৭ ঐ লা[জ] ৮ পা তথন ৯ ঐ ঝাঁফ ১০ এ ঝাপে আলিঙ্গন দিঞা মুখ ১১ পা তথন ১২ পা হ[রি] ১৩ এ কে মরে ২ করি ১৪ পা করিলেক কোলে ১৫ এ কেলি ১৬ পা ঋসিকেষ ১৭ ঐ নিরখিল ১৮ এ অন্তেরে ১৯ পা দোহার মন ২০ পা জ- ২১ পা তিরে গোপী জল ২২ পা দে[খি] ২৩ ঐ করে ২৪ পা °অঙ্গে ২৫ এ হাসিঞা ২ ২৬ পা জ[ল]কেলি ২৭ এ করিঞা ২৮ এ ই মুখ মুড়িঞা ২৯ পা-এ নাই ৩০ পা চতুরভুজ, এ মহাশয় ৩১ এ চতুর্দ্দিকে, পা চারি[দি]গে ৩২ এ অর্জুত ২ ৩৩ পা করে ৩৪ পা-এ নাই ৩৫ পা নাহী দে ৩৬ পা তথন ৩৭ পা পাষ ৩৮ পা ধরে সব ৩৯ পা মনে মনে ২ ৪০ অতঃপর পা-এর অতিরিক্ত, তথন সে কুবল কৃষ্ণ পুরে। কৃষ্ণমুখ বলি সীচে কুবলঅ ফুলে। ৪১ পা ক[রি] ৪২ এ বাথানে ৪৩ পা কৃষ্ণ

কুবলঅ বলি কেহো মুখ নাহি ছোএ   কর[1] নাহি ছোএ রাতা-উতপল-মোহে[2]।
তরঙ্গ বলিঞাঁ নাহি ছোএ দুই করে[3]   কাল[4] অঙ্গ মিলাইল[5] জমুনার নীরে[6]।
হেনমতে দেখিঞাঁ তাঁহো না চিনে কাহ্নাঞি[7]   কোলে কৃষ্ণ থাকিতে[8] চাহি[9] ঠাই ঠাই।
জেবা কুবলঅ বলি ঘ্রাণ লএ মুখে   তার মুখ আলখিতে[10] চুম্ব দেই[11] সুখে।
জেবা কোকনদ বলি বুকে[12] দেই করে[13]   আলখিতে[14] ধরে কৃষ্ণ তার পওধরে[15]।[16]
জল বলি জেই অঙ্গ না করে পরশন   তাহাকে ত দেই কৃষ্ণ দৃঢ় আলিঙ্গন।
হেন মতে দেখাদেখি কেলি করে কানে[17]   জার সঙ্গে কেলি করে সেসি জানে মনে।
তবে কৃষ্ণ আচম্বিতে উঠিলা হাসিঞাঁ   সব গোপী চারিভিতে বেঢ়িল আসিঞাঁ।[18]।
কৃষ্ণমুখ দেখিতে সভার[19] উঠে হাসি   চোরাইল নিধি জেন[20] কেহো না[21] প্রকাশি।
তবে সে[22] রসিক[23] কাহ্নু কমলের ফুলে   মুখ দিঞাঁ দিঞাঁ তার গন্ধ লঞা[24] বুলে।
গোপ-পদুমিনী[25]-মুখে চুম্বে[26] তার মাঝে[27]   লখিতে না পারে কেহো হাসে দেবরাজে[28]।
হেনমতে গোপীমুখ চুম্বি চুম্বি বুলে   মধু পিঞাঁ মধুকর পদ্মবনে[29] বুলে।
পদ্মবন ছাড়িঞাঁ ভৃঙ্গ গোপীমুখে ধাএ   গোপী তারে নিবারিতে[30] কমল ফিরাএ।
তা দেখি হাসিঞাঁ কৃষ্ণ কাহোর সমুখে   ভাল করকমল নিছিঞাঁ পেলে মুখে।
কেহো কৃষ্ণমুখে সাধে[31] তুলি কুবলএ   ঘ্রাণছলে চুম্বন করিতে মুখ[32] লএ।
তাহাতে রসিক কাহ্নু বাঢ়াইল[33] রসে   সখী দুই তিন আনি করে পরিহাসে।
কৌতুকে কমলমুখী তুলিঞাঁ কমলে   মুখলাজে ভএ[34] কাল হইল সেই কালে।
তভো[35] নিদারুণীর না ঘুচে অভিমানে   নিজ মুখ দিঞাঁ তার করে অপমানে।
নিঃশ্বাসপবন-ছলে কাপেহ সেই ডরে   তভো মুখ চাপি রহে তাহার উপরে।
এত নানা পরকারে করিঞাঁ জলকেলি   সব গোপী আসিঞাঁ রহিলী এক মেলি।
গোপীমুখ শোভে ভাল[36] জমুনার জলে   কোটি চান্দ উএ[37] জেন গগনমণ্ডলে।
তার মাঝে শোভে ভাল[38] কৃষ্ণের বদনে   নীল ইন্দীবর জেন কমলের বনে।

---

১ এ কত ২ পা মোহো ৩ পা জাএ বাহুপানে ৪ ঐ সব ৫ এ মিসাইল ৬ পা জলে ৭ ঐ কানাঞি ৮ পা -কৃষ্ণ ৯ এ রহে ১০ পা -চুম্ব ১১ ঐ চুম্বে নানা ১২ এ জলতরঙ্গ বলি বুকে না ১৩ পা কর দেই বুকে ১৪ ঐ অলখিতে ১৫ পা চুম্ব দেই তাহার চিবুকে ১৬ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ১৭ এ কৃষ্ণকোলে করে সভা সনে ১৮ পা উঠিলা হাসিঞা ১৯ ঐ সবে ২০ পা-এ নাই ২১ পা নাহি ২২ পা-এ নাই ২৩ পা সীব২ ২৪ ঐ দুথ শুখ দিঞাঁ তবে গন্ধ লই ২৫ ঐ পদ্মিনির ২৬ পা স্বচু ২৭ এ মুখে ২৮ ঐ আনন্দে সে গোপি বিলসে নানা সুখে ২৯ পা পদ্মবেনে ৩০ পা কি বারিতে ৩১ পা সারে ৩২ এ ঘ্রাণ চুম্বন করিতে তবে মুখে ৩৩ পা বড়াইল ৩৪ ঐ সভে ৩৫ পা তভু ৩৬ পা শোভা করে ৩৭ পা উদঅ ৩৮ পা সে

উথা[১] কি মোর পাএ ঠেকিল[২] ভঅঙ্কর   এত বলি সভারে[৩] কৃষ্ণ[৪] স্নঙাইল[৫] ডর।
সভাকারে অঙ্গ কৃষ্ণ[৬] দেখিবার মনে   জামুনাএ জলকে তুলিল গোপীজনে।
অরুণকিরণ-সম রাতুল অম্বরে[৭]   আতি-রসে মাতিল[৮] সে হেন কলেবরে।
কুচচক্রবাক-জুগ বান্ধি বাহুপাশে   চারি পানে[৯] চাহে উড়ি পালাবে[১০] তরাসে।
নিতম্বলম্বিত কেশে গলে[১১] জলবিন্দু   কান্দিঞাঁ আন্ধর[১২] কি শরণ পৈশে[১৩] ইন্দু।
নখ দশনের ঘাত দেখিএ বেকত   দেখিঞাঁ ঢাকিতে চাহে[১৪] ঢাকা[১৫] জাব[১৬] কত।
হেনমত চুরি করি রভস[১৭]-চিহ্ন দেখি   হাসিঞাঁ সভার অঙ্গ সভেঞি নিরেখি।
হেনমতে জলে হইতে উঠে সব সখী   সমুদ্র হইতে জেন[১৮] উঠে কোটি[১৯] লক্ষ্মী।
রাজহংসী হেন[২০] সব গোপী[২১] ধীরে ধীরে   সারি বান্ধি উত্তরিল[২২] জমুনার তীরে।
শ্রম মানি[২৩] সব সখী বসিলা সুসারে[২৪]   লুটিঞাঁ আনিল জেন কামের ভাণ্ডারে।
তবে সব গোপী মেলি সাজে গোপীনাথে   সভাকারে[২৫] নহে করি সভেঁ দেই হাথে।
অহমিকা[২৬] পালাএ বেশের নাহি ভাসে[২৭]   তা দেখি নাগর-গুরু মনে মনে হাসে।
হেনমতে[২৮]বেশ করি জাএ গোপীরাএ   সেই মতে উত্তরিলা কদম্ব[২৯]-তলাএ।
কহে কবিশেখর কৃষ্ণের জল[৩০]-কেলি   জতেক[৩১] ঢামালি[৩২] কইল সব গোপী মেলি।
গোপালবিজঅ কহি দিল রাসখণ্ড   গাইঞাঁ অমৃতরসে পুর মুখভাণ্ড ॥

ইতি রাসখণ্ড[৩৩] ॥

॥ সুহই ॥

হাস পরিহাসে কৃষ্ণ বসে তরুতলে   আলিসে আওঁাসি[৩৪] দিঞাঁ রাধার[৩৫] পওঁধরে।
সখীজন সুরত[৩৬]-আলিসে[৩৭] বেআকুলে[৩৮]   ঘুমে[৩৯] লোটাঞাঁ পড়ে কদম্বের তলে।

১ এ ওথানে, পা ওঁথানিলে ২ পা ঠেকি গেল ৩ ঐ সভাকারে ৪ পা-এ নাই ৫ এ জনমাইল ৬ ঐ সব অঙ্গ ৭ পা পয়োধরে ৮ এ মজি গেল ৯ পা দিকে ১০ এ উঠে পালাব ১১ ক. খ লাম্বে ১২ পা অধর, ক. খ আষারে ১৩ এ পোশে, ক. খ পেশে ১৪ ক. খ পায় ১৫ পা ঢাক ১৬ এ জাএ ১৭ পা কার সব ১৮ এ সমুদ্রের জলে ১৯ ঐ -কোটি ২০ পা জেন ২১ এ সখি ২২ এ দাণ্ডাইল ২৩ ঐ পুনরপি ২৪ এ করিল সিঙ্গার ২৫ পা সভারে ২৬ এ অহমহমিকাএ ২৭ পা ভাসী ২৮ এ °মনে ২৯ পা কদম্বের ৩০ ঐ বিজঅ ৩১ পা জতে ৩২ এ কৌতুকে ৩৩ এ -সম্পূর্ণ, পা-এ নাই ৩৪ এ, ক. খ আউসি ৩৫ পা রাধরে ৩৬ এ সুরতি ৩৭ পা আলস ৩৮ এ আকুলে ৩৯ পা ভুমো

হেন বেলে শুনিল ভ্রমর-কোলাহল   রাতি-অবসান[১] বুঝি সভেঁ উত্তরোল[২] ।
কেহোঁ কেহোঁ বসন্তনিশিরে[৩] দেই[৪] গালি   আখি নিমিষাই[৫] জেন পোহাইঞাঁ গেলি ।
জত জত[৬] নব[৭] নব[৮] কুল[৯]-বহুআরী   সে সব কানুরে কিছু কহে ধীরি ধীরি ।
চরণে পড়িঞাঁ বলি শুন প্রাণেশ্বর   অনাথী গোপীরে কভো[১০] না বাসিহ পর ।
হেন মন করি[১১] প্রভু তোহ্মার[১২] চরণে   ছাআসম[১৩] থাকিএ না ছাড়ি[১৪] রাতি দিনে ।
ইহাতে দারুণ বিধি পাতিল[১৫] পাষণ্ডে   কুলবধূ বলিঞাঁ[১৬] কিবা করিল[১৭] এক খণ্ডে[১৮] ।
গৃহপতি সদাএ ছিত্তুস চাহি ফিরে[১৯]   নিঃশ্বাস শুনিঞাঁ[২০] বুলে শাশুড়ী শ্বশুরে[২১] ।
জেবা ঘরে আছে মোর দেঅর ননন্দে[২২]   না কিছু বলিতে[২৩] বাণী কাটে[২৪] নানা[২৫] ছান্দে ।
গুরুজন দুরজন পুরজন[২৬] পাপ   পাএ পাএ কতেক[২৭] সহিব পরিতাপ ।
আর তাহে সতিনী[২৮] হেন আছএ পরিবাদে[২৯]   ঘরে হইতে বাহিরে দেখিলে পরমাদে[৩০] ।
এত লাগি[৩১] সব মতে[৩২] সভারে[৩৩] ডরাই   বিনি ছলে আসিতে না পাই তোহ্মা[৩৪] ঠাই ।
এই পরিহার করি তোহ্মার[৩৫] চরণে   আন হেন সতত নহিব দরশনে ।
তার লাগি মনে কিছু না করিহ আন   পিশুন জনের বোলে না পাতিহ কাঁন ।
আর সবে[৩৬] এক দান মাগিএ তোহ্মাএ[৩৭]   আপন বলিঞাঁ দআ ধরিবে হৃদএ[৩৮] ।
দআ করি কভো[৩৯] মোরে দুতী না পাঠাবে   দআএ সতত মোর ঘর নাহি জাবে ।
দুরে[৪০] থাকি অনুরাগ[৪১] বাঢ়াইবে চিতে   চাঁন্দ-কুমুদিনী-সম রাখিবে পিরিতে ।
সমএ মোহোর[৪২] কথা না কহিবে আনে   এ মোর গুপত প্রেম কেহো নাহি জানে ।
আহ্মি[৪৩] জত শোকে নেআইল[৪৪] রাতি দিনে[৪৫]   কহিতে তা কি কহিব তোহ্মার[৪৬] চরণে ।
জবে কোন কথাএ তোহ্মার[৪৬] শুনি নাম   জেখানে বা সেখানে বা রহিল গৃহকাম ।
আনন্দ-অশ্রু পুলকে পুরিল সব গাএ   লোক[৪৭]-ভএ নেতা[৪৮]-ঞ্চলে লুকাইএ তাএ[৪৯] ।

---

১ ক. খ অবশেষে ২ পা উত্তরোলি ৩ ঐ রাতিরে ৪ পা দেঅ ৫ এ, ক. খ আখির নিমিসে, পা নিমিসাইতে ৬ পা জজত ৭ পা-এ নাই ৮ পা গোআলা, ক. খ গোকুলের ৯ পা কুলের ১০ ঐ কভূ ১১ পা করিএ ১২ পা তোমারি ১৩ ঐ ছাড়া সব ১৪ পা ছাড়িএ ১৫ এ করিল ১৬ পা কুল বলীএ ১৭ এ পাতিল ১৮ পা পাষণ্ড ১৯ এ কুমতি সদায় ছিদ্র চাহে ২০ পা শুনিঞা ২১ এ কত মত চাহি বুলে কিছু নাহি পাএ ২২ পা নন্দ ২৩ ঐ বচনে ২৪ পা কাজে ২৫ এ কত ২৬ ঐ পরিজন ২৭ পা কত ২৮ ঐ সতি ২৯ পা আছে দুরবার ৩০ ঐ পরমাদ ৩১ পা নালী ৩২ এ স মতে ৩৩ পা সভাকে ৩৪ ঐ তোমা ৩৫ পা তোমার ৩৬ পা অবসর ৩৭ এ তোমারে, পা তোমাএ ৩৮ এ প্রভু রাখিবে আমারে ৩৯ পা কভু ৪০ এ ঘরে ৪১ পা অনুগ্রহ ৪২ ঐ মোর ৪৩ পা আমি ৪৪ এ নেআই ৪৫ পা কতক্ষনে, ক. খ সব খনে ৪৬ পা তোমার ৪৭ পা তার ৪৮ এ চেলা ৪৯ পা লুকাএ সব গাঅ

হেনমতে গুপত পিরিতে[১] প্রাণ জাএ তাহা[২] কে আপন আছে[৩] কহিব জে তাএ[৪]।
আসিতে না পাএ[৫] প্রাণে পুড়িএ[৬] অন্তরে ধরিল শারিকা জেন ভ্রমএ পঞ্জরে।
তোহ্মার[৭] প্রসঙ্গে জবে উঠে ঘর-মাঝে লোককুবচনে মুখ না তুলিএ লাজে।
জে সে কাজে একু মোর[৮] তোহ্মার[৭] আভোগে[৯] পাএ পাএ গোঙাইএ[১০]

নানা দুখ শোকে

খেনে[১১] হেন মনে করি অমরণে মরি একু তোহ্মার[১২] প্রভুর রভসে[১৩] প্রাণ ধরি।
হেন নানা নিবেদন করি গোপনারী বিষাদে বিকল চিত ধরিতে[১৪] না পারি[১৫]।
সখী-পাশে দাণ্ডাইঞাঁ কান্দে অধো[১৬]-মুখে তা দেখিঞাঁ কাহ্নাএর মনে বড় দুখে।
নিশ্বাস ছাড়িঞাঁ কাহ্নাই কাঠহাসি হাসি[১৭] সব সখী পাঠাইল আনেক[১৮] বেঙসি[১৯]।
রাধা-আদি আর জত সখীগণ[২০]-সঙ্গে কুঞ্জে কুঞ্জে বেড়াইঞা বুলে নানা[২১] রঙ্গে।
রাই[২২]-কান্ধে হাথ[২৩] দিঞাঁ ঈষত লীলাএ হাসিঞাঁ ডাহিন হাথে কমল ফিরাএ।
খেনে খেনে[২৪] চিবুকে[২৫] ধরি দেই বিম্বাধরে ইন্দাবর[২৬]-মাঝে জেন প্রবেশে ভ্রমরে[২৭]।
হেনমতে সভে গেলা নগর-নিকটে[২৮] সভাকে[২৯] ছাড়িতে সভার প্রাণ ফুটে[৩০]।[৩১]
গোপীজন বিদাঅ করিল গোপীনাথে চলিতে না চলে পা কান্দে আশোআথে।
তবে লোকলাজ-ভএ সব সখীজনে তনু লঞাঁ ঘর গেলা কানু লইল মনে।
সে সব গোপীর জত গৃহপরিজন কেহো নাহি জানে গোপী নাছিল কখন।
কৃষ্ণের প্রভাবে গোপী মোহিল সকল[৩২] রাসরস-অনুভবে[৩৩] সদাই[৩৪] বিকল।
হেনমতে চিদানন্দ নন্দের কুমারে[৩৫] বিলাসে বিসঅ[৩৬]-রস নানা পরকারে।
গোপালবিজঅ শুন গোপীর[৩৭] মেলানি জে কথাএ[৩৮] মোহিলেক দেব চক্রপাণি।
কহে কবিশেখর দেখিঞাঁ বৃন্দাবনে[৩৯] আলপে কহিঞাঁ দিল বুঝ মতিমানে ॥[৪০]

১ এ বিরহে ২ ঐ তাহাতে ৩ পা আপন ৪ ঐ তাহাএ ৫ এ পাই ৬ পা প্রাণ পুরি ৭ ঐ তোমার ৮ এ করিতে ৯ ক.ক সেভাগে, এ আভোগে ১০ ক.খ নেআই ১১ পা খনে ১২ ঐ তোমার ১৩ পা ভরসে, এ একলা তোমাকে ভরসাএ ১৪ এ বিদায় করিল হেন বলিতে ১৫ পা ধরিবারে নারী ১৬ এ উভ ১৭ ঐ হাসে ১৮ পা অনেক ১৯ এ মনের প্রয়াসে ২০ পা সখি সব ২১ ঐ রাধা কান্দে হাথ দিঞাঁ আসে বড় ২২ এ রাধার ২৩ পা কান্দে হাচথ ২৪ পা খনে খনে ২৫ এ বিড়া ২৬ পা ইন্দ্রবর ২৭ ঐ প্রবেশী ভ্রমর ২৮ এ গবাক্ষ দুআরে, পা নিকট ২৯ এ সভার ৩০ এ প্রাণ ফাটে ছাড়িতে সভারে ৩১ অতঃপর পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ৩২ এ মুহিলেক ঘর ৩৩ পা রাসরসে অনুভই ৩৪ ঐ সভাই ৩৫ পা কুমার ৩৬ পা বিসম ৩৭ ক.খ গোপিকা ৩৮ পা কথা, এ কথাতে ৩৯ ক.খ বৃন্দাবন ৪০ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত; ইতি সখিজন নিজবাসং গছ, পা ইতি রাসখণ্ড সমাপ্ত

॥ গান্ধার[1] ॥

হেনমতে নিরন্তর থাকে বৃন্দাবনে   রাস[2]-পরিহাস বহি[3] আন[4] নাহি জানে।
হেন কালে অপরূপ বৃষরূপ ধরি   পাপিষ্ঠ অরিষ্ট আসে[5] জথাতে[6] শ্রীহরি।
জঙ্গমপর্বত-সম[7] দেখিএ আকারে   তেরছ চাহিঞাঁ বীর[8] দুই শৃঙ্গ নাড়ে[9]।
গিরিশৃঙ্গ-সম শৃঙ্গ ঘন ঘন নাড়ে   জার আগে বসিতে[10] মাছিহো[11] প্রাণ ছাড়ে।
দুই কাঁন সারি ঘন আখি উলটাএ   নাকসাটে বসুমতী[12] উলটাইতে চাএ[13]।
চারি খুর নাচাইঞাঁ[14] আইসে ধীরি ধীরি   খুর-আগে ধরণী পেলাএ[15] ধুলা[16] করি।
প্রলঅ মেঘের জেন করে[17] ঘোর নাদে   শুনি ত্রিভুবন[18]-লোক[19]গুনিল প্রমাদে।
চন্দ্র সূর্য থির না হএ[20] জাহার ভএ[21]   জার লাগি[22] ইন্দ্র মেরুশৃঙ্গে থির[23] নহে।
জাহার[24] ভরে কুর্মের[25] মুখে ভাঙ্গে[26] ফেনা[27]   জগতে তাহার[28] তেজ সহে কোন জনা।
জখন হোঁকারিঞা[29] মুখ মেলি আসে   হেন বুঝি ভএ কিবা পৃথ্বীরে মুখে পৈশে[30]।
ঘোরতর মুখ মেলি জিভ্বা[31] ঘন নাড়ে   পাতাল-ভিতরে[32] কি বাসুকি নৃর্ত্য করে।
বিকট[33] দন্তের ছটা দেখি লাগে ত্রাসে[34]   বৃন্দাবন[35] বুঝি জাবে[36] ঘাসের[37] গরাসে।
হেনমতে অসুরা দেখিঞাঁ[38] গোপনারী   কি হইল কি হইল বলি[39] ধরিল মুরারি।
তা দেখি হেলাএ হাসি নাগরশেখরে   গোপীজন আশ্বাসিঞাঁ মল্ল[40]-বেশ ধরে।
হেন বেলে দৈত্য ধাএ[41] কৃষ্ণ মারিবারে   বজরমুটুকী[42]-ঘাএ পড়ে[43] ভূমিতলে।
সম্বরিঞাঁ ক্ষেণেকে উঠিল মহাবীরে   দুই খুর দিল নিঞাঁ কাহ্নাইর শিরে।
তখন সে গদাধর ধরি[44] দুই পাএ   লীলা[45]-কুবলঅ হেন[46] অসুরা ফিরাএ।
প্রাণ ছাড়ি অসুরা পড়িল কথো দুরে   তাহার শবদ গেল দুর দিগান্তরে।

১ পা ধানসি রাগ ২ ক. খ রস ৩ ঐ বই ৪ এ কিছু ৫ ক. খ জাএ ৬ পা জথা ৭ এ হেন ৮ এ আইসে ৯ পা সিংহ সারে ১০ এ বসিলে ১১ পা মাছি ১২ এ নাকের নিঃশ্বাসে মহি ১৩ পা উলটাইতে চাহে ১৪ পা ছাড়িঞা ১৫ এ ধরনিকে পেলে ১৬ পা ধলা ১৭ পা-এ নাই ১৮ এ শুনিতে ভুবন ১৯ পা কি ২০ ঐ নহে ২১ এ জার বাএ ২২ পা জাহার লাগিঞাঁ ২৩ এ সুমেরুতে স্থির ২৪ এ জার ২৫ পা কুর্ম ২৬ এ বহে, ক. খ ভরে ২৭ পা ফেনা ভাঙ্গে ২৮ পা জাহার ২৯ এ জেন বা হুকারিঞা ৩০ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৩১ এ -খান ৩২ পা ভুবনে ৩৩ ঐ বিক[ট] ৩৪ পা দেখিঞাঁ তরাষে ৩৫ পা বৃন্দাব[ন] ৩৬ ঐ জবে ৩৭ এ হেন বুঝি পৃথিবীকে করিব ৩৮ ঐ অসুরারে দেখি ৩৯ এ করি ৪০ ঐ °গণ প্রবোধিঞা যুদ্ধ ৪১ পা জাএ ৪২ এ বজ্র মুঠুকির ৪৩ পা পাড়ে ৪৪ এ ধরে ৪৫ পা সিরে ৪৬ ঐ জেন

ঝড়ে জেন উড়ি পড়ে শিমুলের তুলা[১] দন্ত নিকটিঞা তবে অসুর মইলা[২]।
তা দেখিঞা[৩] আনন্দে নাচে[৪] দেবগণে কৃষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণে[৫]।
তবে সে কলহপ্রিঅ নারদ তপোধন কংসস্থানে জাঞা কহে[৬] প্রবন্ধবচন।
দেখিল জতেক বল[৭] কইল আরিষ্টে[৮] অবশেষেহোঁ[৯] হইল জে ছিল অদৃষ্টে।
আসিঞা দআএ[১০] জত[১১] কহি[১২] তোর স্থানে তপস্বী বলিঞা কর আলপ গেআনে[১৩]।
রাজমদে গাএ বল[১৪] দিঞা কাজ কর[১৫] কহিলেহোঁ হিত উপদেশ নাহি ধর।
সেই কালে আসিঞা কহিল মহাশঅ দৈবকী-অষ্টমগর্ব্ভে তোহ্মার[১৬] প্রলঅ।
দৈবকীগর্ব্ভে হইল সে পাপ[১৭] কাহ্নাই[১৮] জশোদার কন্যা আনি ভাণ্ডিল তোহ্মা[১৯] ঠাই[২০]।
বসুদেব-ভণ্ডনাএ নহিলা[২১] সত্বরে হেলাএ আপন কাজে হাসাইলে পরে[২২]।
আতিলঘু বৈরিকে না করিবে হেলা সমএ সে সভার[২৩] সহিল নহে[২৪] কলা।
জবে হেলে তৃণে না নিভাই[২৫] অগ্নিকণা সমএ তাহার তেজ সহে কোন জনা।
জে তরু অঙ্কুরমুখে নখে ছেদে[২৬] জাএ প্রসঙ্গে তাহা কাটিতে কুঠার না রহে[২৭]।
হেনমতে[২৮] জানিঞা না জান ব্যবহার না পুছিতে কতেক কহিব[২৯] বারে বার।
ভগিনী ভগিনী[৩০]-পতি রাখ বন্দীশালে ধনুর্ম্মঅজ্ঞ-ছলে আনাহ গোপালে।
এথা আনি আপন আগ্রতে[৩১] কর কাজে নিষ্কণ্টকে[৩২] রাজ্য কর পাখালহ লাজে[৩৩]।
এতেক মন্ত্রণা দিঞা[৩৪] গেলা[৩৫] মুনিবরে খেড়ে আগু[৩৬] জড় করি জাএ জেন[৩৭] পরে[৩৮]।
তবে কংস মহারাজে রোষে আগেআনে[৩৯] কি করিব কি বলিব হেনাঞি না জানে।
বসুদেব দৈবকী আনিল ততক্ষণে তর্জিঞা[৪০] সমুখে দিল নিগড়বন্ধনে।
কেশী আনি পাঠাইল কৃষ্ণ মারিবারে[৪১] তার মিথ্যা বীরদাপে পৃথবি বিদরে[৪২]।
তবে ডাকি আনিল অক্রুর মহামতি মনে অভরসা করি কহে নরপতি।
দৈববাণী[৪৩] দেবী[৪৪]-বাণী নারদের[৪৫] বাণী[৪৬] সে সব স্বরূপ[৪৭] করি এত দিনে জানি[৪৮]।

১ এ শাল্মলির ফুলে ২ ঐ গড়াগড়ি দিআ বির পড়ে ভূমিতলে ৩ এ দেখি ৪ পা না[চে] ৫ ঐ বর্ষন ৬ পা করে ৭ এ রন ৮ পা আরিষ্ট ৯ এ অবসেহো ১০ পা দআতে ১১ ঐ জে ১২ এ কহিএ ১৩ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ১৪ পা গা তোর ১৫ ঐ করে ১৬ পা তোমার ১৭ এ দুষ্ট ১৮ পা কানাহ্নাই ১৯ ঐ তোমাএ ২০ পা-এ নাই ২১ পা না হইলা ২২ ঐ পর ২৩ পা সব ভার ২৪ ঐ নহিল সে ২৫ পা নিভাএ ২৬ ঐ ছেদ ২৭ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ২৮ এ মন ২৯ এ পুছিব ৩০ পা ভগ্নি ৩১ ক. খ আয়ত্তে, পা আঅ ৩২ পা নিকটকে ৩৩ ঐ লাজ ৩৪ এ এত সুমন্ত্রনা করি ৩৫ পা চলিলা ৩৬ ঐ অগ্নি ৩৭ ক. খ জেন জাএ ৩৮ এ পর ৩৯ পা দিঞা মনে ৪০ পা ডাড়াইঞা ৪১ এ আনিবারে ৪২ পা দরে ৪৩ ক. খ দেববানে ৪৪ এ দেব, ক. খ দৈব ৪৫ পা নারদ ৪৬ ক. খ বানে ৪৭ পা সরূপ ৪৮ ক. খ জানে

তার[১] বল না জানিঞাঁ কইল[২] মন্দ কাজে   পুতনাদি পাঠাইঞাঁ বাঢ়াইল[৩] লাজে।
জানিল আহ্মার[৪] হাথে তাহার মরণ   পুরিল মরণ[৫]-কাল জানিল[৬] এখন।
মোর বোলে চলি জাহ নন্দঘোষ-ঠাই   ধনুর্মঅজজ্ঞ-কথা কহিহ[৭] বুঝাই।
পুরজন সাজিঞাঁ আসিব ভাল মতে   রাম কৃষ্ণ দুই ভাই[৮] আনিহ[৯] সংহিতে[১০]।
তোহ্মার[১১] শিশুর রূপগুণ-কথা শুনি   দেখিতে কৌতুক[১২] বড় বাসে নৃপমণি।
এত বুলি[১৩] দোঁহারে আনিবে মোর ঠাঞি   সমুখে মারিমো[১৪] রঙ্গে বলাই কাহ্নাই।
ইহা বুলি অক্রুরে[১৫] কইল পুরস্কারে[১৬]   সবেরে[১৭] পাঠাইল রাম কৃষ্ণ আনিবারে।
রাজার আদেশ পাঞাঁ পাত্র মহাশএ[১৮]   তখনি কি হেন[১৯] জানি[২০] করিল হৃদএ।
পরাধীন-জীবিত নিন্দিঞাঁ ঘনে ঘনে   নিশ্বাস ছাড়িঞাঁ কান্দে হাকান্দ-কান্দনে।
রাজ-আজ্ঞা না পালিলে ঠাঞে[২১] প্রাণ লএ[২২]   কার প্রাণে আনি দিব মারিতে দুই ভাএ।
জানিঞাঁ কে আনলে ফেলিব[২৩] ফুলমালে   শারী শুক আনি দিব ভুখিল বিড়ালে।
হেন অলৌকিক কাজ কার মনে[২৪] ফুরে   রাম কৃষ্ণ আনি দিব দুষ্ট কংসাসুরে।
এবা কোন আগেআনে কিবা অনুমানি   মানুষশরীর[২৫] বলি দেব চক্রপাণি।[২৬]
তাহাকে মারিব হেন কাহার পরাণি   হেন আহ্মি নিরবুদ্ধি[২৭] কিবা অনুমানি।
জার নামে জন্ম মৃতু্্য বিপদ[২৮] এড়াএ   সৃষ্টি স্থিতি প্রলঅ জাহার মাআএ।
সে হরি[২৯] লীলাএ অবতরে গোপবেশে   তাহে[৩০] কি করিল হঅ কংসের আদেশে।
ভাল হইল আরতি নৃপতি দিল মোরে   আখি ভরি দেখিব[৩১] নন্দের কুমারে।
এত বলি হরিষে বিষাদে[৩২] পাত্রবরে[৩৩]   শুভ বেলি[৩৪] শুভ জাত্রা করিল অক্রুরে।
ওঁথা হঅবেশে কেশী গেলা[৩৫] বৃন্দাবনে   আকার দেখিঞাঁ ভঅ পাইল সব জনে।
পর্বত-আকার দৈত্য আতি-দুরাশঅ[৩৬]   হেঁহা-রব শুনি[৩৭] ত্রিভুবনে লাগে ভঅ।
আকাশ বাহিঞাঁ চাহে[৩৮] সুরুজ ধরিতে[৩৯]   আপনে আপন ছাআ না পারে[৪০] সহিতে[৪১]।

১ পা তা ২ পা-এ নাই ৩ পা কইল বড় ৪ ঐ আমার ৫ পা অতি ৬ এ না জানি ৭ ঐ কহিবে ৮ পা জন ৯ এ শিশুর ১০ পা সংহতি রে ১১ ঐ তোমার ১২ পা কৌতু[ক] ১৩ ঐ বলি ১৪ পা মারিব ১৫ ঐ অক্র রের ১৬ পা করিল পুস্কার ১৭ এ সত্বরে ১৮ পা °মতি ১৯ পা-এ নাই ২০ এ জেন ২১ এ ঠাই ২২ ঐ লই ২৩ পা আনি দীব আনলে ২৪ ঐ প্রাণে ২৫ পা °বির ২৬ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ২৭ এ আমি নিবু্র্দ্ধি ২৮ পা-এ নাই ২৯ ঐ হোরি ৩০ পা তার ৩১ ঐ দেখিব আনন্দমঅ ৩২ পা বিদা ৩৩ এ, ক. খ বেআকুলে ৩৪ পা মেলি ৩৫ ঐ গেল ৩৬ পা দুরাষএ ৩৭ এ ইহার রব শুনিতে ৩৮ পা চাহ ৩৯ এ সূর্য্য ধরিবারে ৪০ পা পরে ধরি ৪১ এ দেখিতে না পারে

ধাইতে আপনা নিন্দে[১] ছাআ[২] সঙ্গে দেখি চলিতে পৃথবি দেখি লাজে অধোমুখী।
না জানে আপন অঙ্গ কোন ঠাঞে[৩] থোএ চারি খুরে বসুমতী ছোএ বা না ছোএ।
রোষে[৪] মুখ মেলি ধাএ বিকটদশনে[৫] একুই গরাসে[৬] কি করিহে[৭] বৃন্দাবনে।
হেনরূপে মুখ মেলি কৃষ্ণমুখে ধাএ কৃষ্ণ মল্লবেশে রহে পসারিঞাঁ বাহে।
কালদণ্ড-সম বাহু গিলিল অসুরে বাসুকিপ্রবেশ জেন পাতল-ভিতরে।
রোষে জবে দুষ্ট দৈত্য জুড়িল কাঁমড়ে ভুজে ঠেকি দন্তগোটা[৮] ভূমিতলে পড়ে।
তার মুখে রুধির[৯]-অরুণ কৃষ্ণ-বাহে ভুজবল-প্রতাপ কি উছলিঞাঁ[১০] জাএ।
কেশিমুখ[১১]-গুহাতে করিঞাঁ পরবেশে কৃষ্ণভুজ[১২]-কালসাপ বাঢ়ে[১৩] আতি-রসে।
তবে সে[১৪] দুষ্টের[১৫] প্রাণ নিলেক[১৬] লীলাএ পাকীল কাঁকড়ি জেন দৈফাটি[১৭] জাএ।
অসুরার বধ দেখি[১৮] নাচে দেবগণে হরিষে বরিষে ফুল কমললোচনে।
বৃন্দাবনে[১৯] লোক সব পাইল চমতকার জানিল মানুষ নহে নন্দের কুমার।
হেনমতে কেলি করে আবাল গোপালে[২০] রাজ-পরিছেদ ধরে সকল ছাওালে।
কেহো পাত্র কেহো মিত্র কেহো কোঁটোআলে[২১] হেনমতে রাজসভা রচিল[২২] ছাওআলে[২৩]।
তা দেখিঞাঁ[২৪] ব্যোমাসুর শিশুরূপ ধরে[২৫] একে একে থোঅ নিঞাঁ[২৬] গুহার ভিতরে।
তবে কৃষ্ণ আলপ[২৭] দেখিঞাঁ শিশুজনে[২৮] মনে জানি গুহা হইতে[২৯] আনিল তখনে।
পথে ব্যোম-সহিতে[৩০] আনেক বল[৩১] করি মল্লজুদ্ধে মারিল[৩২] তাহে[৩৩] গলা চাপি ধরি।
তবে সব-শিশু-সঙ্গে করি জলকেলি হাসপরিহাসে ঘর গেলেন[৩৪] বনমালী[৩৫]।
হেথা কংসরাজা কেশিব্যোম-বধ শুনি[৩৬] সুপ্তিভুক্তি[৩৭]-জ্ঞান নাহি মৃত্যুর্ভঅ[৩৮] গুণি।
গোপালবিজঅ নর শুন একমনে হেলাএ মারিল কৃষ্ণ সব বীরগণে।
কহে কবিশেখর শুনহ সব[৩৯] লোকে কৃষ্ণপাএ ভজিলে নাহিক[৪০] ভঅ[৪১] শোকে ॥[৪২]

১ এ নিন্দি ২ পা ছা ৩ ঐ থাঁনে ৪ পা রোরোসে ৫ ঐ °দষন ৬ পা গরা[সে] ৭ এ করিব ৮ পা দন্ত ৯ ঐ মুখের রোধির ১০ পা উথলিঞাঁ ১১ ঐ °মুখে ১২ এ °কর ১৩ ঐ বেঢ়ি ১৪ পা-এ নাই ১৫ পা কেসি ১৬ ঐ নিল ১৭ পা দৈত্যভুটী ১৮ ঐ অসুরবধ দেখিঞা ১৯ পা বৃন্দাবন ২০ ঐ গোপাল ২১ এ কোটাল ২২ পা করিল ২৩ ঐ সজালে, এ সয়াল ২৪ পা হেন বেলে ২৫ ঐ শিশুগন হরি ২৬ এ শিশু ২৭ পা আল ২৮ ঐ °গনে ২৯ ঐ হই ৩০ পা সনে ৩১ এ যুদ্ধ, পা অনেক রণ ৩২ পা মারি ৩৩ এ তাহা ৩৪ পা গেলা ৩৫ এ শ্রীহরি ৩৬ এ এথা কেশিব্যোমবধ সুনিঞা নৃপমণি ৩৭ ক. থ শুক্তিভক্তি, পা শুক্তিমুক্তি ৩৮ এ ভয়মাত্র ৩৯ ক. থ মূঢ় ৪০ পা নাহি ৪১ এ দুঃখ
৪২ অতঃপর এ -পুথির অতিরিক্ত, ইত্যরিষ্ট কেশিব্যোমবধঃ

॥ সারঙ্গ[১] ॥

এথা সে অক্রুর পাঞাঁ রাজার আদেশে[২] আনন্দে সকল[৩] পাসরিল রাতি-দিসে।
জাবারে কইল[৪] সাজ নানা পরকারে[৫] কৃষ্ণ ভেটিবারে নিল নানা উপহারে[৬]।
ত্বরাএ রজনী পোহাইতে নাহি জানে[৭] এক দণ্ড জাএ কত[৮] জুগের সমানে।
কৃষ্ণপরিচঅ-রসে বাঢ়িল আরতি কত অনুমান করে ভরছিঞাঁ[৯] রাতি।
অনাবধি পাপ রাতি পোহাইতে নাহি কত পুণ্য-ভাগ্যে আজি ভেটিব কাহ্নাই[১০]।
কথাএ অভাগি পাপ মানুষ-জনম[১১] কথাএ সে[১২] কপটরূপে প্রভু[১৩] নারাঅণ[১৪]।
ইহাতে দেখিতে পাব না বুঝি লক্ষণে শুভ কাজে বিঘ্ন পড়এ ঘনে ঘনে।
হেনমতে উঠি বসি পোহাইল রাতি প্রভাতে চলিলা রথে পাত্র মহামতি।
নানা পরিছেদে জাএ গোকুলনগরী হেন মন করে পাখি হইঞাঁ উড়ি পড়ি।
জবে বৃন্দাবন হইল নঅনগোচরে আনন্দে অক্রুর তবে আপু নাহি ধরে[১৫]।
আপনাকে আপুনি কৃতার্থ[১৬] হেন বাসে[১৭] কৃষ্ণের সম্ভাষা[১৮] অনুমানি প্রেমে ভাসে।
পুলকে পুরিল গা আঁখে জল[১৯] ঝরে নিমিষেকে দশবার পরণাম[২০] করে।
এবেসি জানিল মোরে বিধি অনুকূলে কৃষ্ণ আনিবারে রাজা পাঠাইল অক্রুরে।
জনম সফল মোর করিল[২১] গোসাঁঞি আজুতনে আখি ভরি দেখিব কানাঞি।
মহেশ জাহাকে নাহি পাএ ধ্যান-লএ[২২] চর্মচক্ষে দেখিব তাহার[২৩] দুই পাএ।
জার পদজল শিরে[২৪] ধরে[২৫] গঙ্গাধরে তার পদ তুলিঞাঁ ধরিব নিজ শিরে[২৬]।
বেদবলে ব্রহ্মা জারে চাহিঞাঁ না পাএ তাহারে ভেটিব[২৭] নন্দগোপ-আঙ্গিনাএ[২৮]।[২৯]
কমলা সেবিঞা জে চরণ নাহি পাএ ভূমিষ্ঠ হঞা সে চরণ ধরিব মাথাএ।
জাহার চরণ দেব[৩০]-মুনি-গণ[৩১] জপে[৩২] সমুখে তাহার সনে[৩৩] করিব আলাপে।
জে বেলে তাহার[৩৪] সনে[৩৫] হবেক দরশনে না জানি সি বেলে কি হইব ত্রিভুবনে।
শুনিল[৩৬] লক্ষণ দেখি চিনিব[৩৭] তাহারে রথে হইতে সম্ভ্রমে[৩৮] পড়িব ভূমিতলে।

১ পা শ্রীরাগ ২ এ প্রসাদে ৩ পা-এ নাই ৪ পা করিল ৫ এ উপহারে ৬ ঐ দ্রব্য লইল আপারে ৭ পা জানি ৮ ঐ এক ৯ পা ভর্ছি ১০ ঐ ভেঠেব কানাহ্নাই ১১ পা জনমে ১২ পা-এ নাই ১৩ পা-এ নাই ১৪ পা মর মর মর ১৫ পা আপনা পাসরে ১৬ ঐ বের্থ ১৭ পা মানি- ১৮ ঐ সম্ভা ১৯ এ অঙ্গ আখি ঝর ২০ পা প্রণাম ২১ ঐ করি ২২ পা °মএ ২৩ ঐ তোমার ২৪ পা পদ সীরে জল ২৫ এ বহে ২৬ ঐ দুই করে ২৭ পা ভেঠিব ২৮ ঐ আগিনাএ ২৯ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৩০ এ বেদ, পা নারদাদি ৩১ পা-এ নাই ৩২ পা জবে ৩৩ ঐ সব· ৩৪ পা তাঁর ৩৫ এ সঙ্গে ৩৬ পা সকল ৩৭ ঐ চীব ৩৮ পা সভ্রমে

পরিজনসম্ভ্রমে তুলিব হাথে ধরি   প্রেমসাগর-মাঝে বুলিব সাঁতরি।
প্রথমসম্ভাষা-রসে বান্ধিব হৃদএ   দুরে হইতে তা দেখি হাসিব দআমএ[১]।
আনেক[২] শকতি জাব তাহার নিকটে   দণ্ডবত[৩] পরণাম[৪] করিব করপুটে।
কদম্বকলিকা-সম হব সব অঙ্গে   আশপাশ ভাসি[৫] জাব লোহের তরঙ্গে।
প্রেম-আতিরেকে[৬] হব গদগদ স্বরে   জে কিছু করিব[৭] স্তুতি আফুট[৮]-আখরে।
তাহা দেখি দআমঅ[৯] আতি-অনুরাগে   উঠ উঠ বলিঞাঁ তুলিব কর-আগে।
তুলিতে সে কর দিব এ মোর কপালে   বিধির লিখন মোছা জাব সেই কালে।
অক্রুর বলিঞাঁ মোরে দিব[১০] সম্বোধনে   পুছিব ঈষত হাসি মধুরবচনে।
সে বেলে[১১] কি করিব[১২] আনন্দ-পরিণামে[১৩]   না জানিএ কি হব রহিব কোন ঠামে[১৪]।
এত নানা অনুমানি চতুর অক্রুরে   রথে হইতে নাম্বি গেলা জমুনার তীরে[১৫]।
পার হইঞাঁ উত্তরিলা জমুনার তটে   কৃষ্ণপদচিহ্ন ভালে নিকটে নিকটে।[১৬]
ভালিতে ভালিতে জবে কথো দুর জাএ   অচম্বিতে কৃষ্ণের[১৭] চরণচিহ্ন পাএ।
ধ্বজবজ্রা[১৮]-স্কুশ-আদি[১৯] নানা চিহ্ন দেখি   আষাঢ় শাওঁন[২০] হেন ঝরে দুই[২১] আখি।[২২]
প্রেমগদগদস্বরে জে কিছু কহিঞাঁ   কৃপণের ধন জেন রহিল রাখিঞাঁ।
তবে নানা স্তুতি করি করে প্রদক্ষিণে   অষ্টাঙ্গে প্রণাম কত[২৩] করে ক্ষেণে ক্ষেণে[২৪]।
তবে সে চরণধুলি তুলি[২৫] সাবধানে   কথা[২৬] থোব কি করিব হেনঞি না জানে।
তবে সেই ধুলা লএ আপন কপালে   বিধির লিখন তবে[২৭] মোছে সেই কালে[২৮]।
হেনমতে পাত্র গেলা নন্দের দুআরে   সে বেলাএ অস্তাচল[২৯] গেলা দিবাকরে।
কংসপাত্র নামে কিছু ডরাইলা নন্দে   শুনিঞাঁ অক্রুর নাম পাইল[৩০] আনন্দে।
সম্ভ্রমে উঠিঞাঁ[৩১] নন্দ গেলা আগুসরি   দোঁহারে ভেটিল[৩২] দোঁহে আপনা পাসরি।
চলিতে দোহাঁর[৩৩] কেহো আগু[৩৪] নাহি জাই[৩৫]   দোঁহে দোঁহো[৩৬]-অনুরোধে
রহিলা দাণ্ডাই[৩৭]।
হাসিঞাঁ আনেক দোঁহে কইল[৩৮] বিচারে   হাথাহাথি সোঁসরে চলিলা অভ্যন্তরে।

১ এ মহাসএ   ২ পা অনেক   ৩ এ অষ্টাঙ্গে   ৪ পা প্রণাম   ৫ ঐ ভিজি   ৬ পা °অতিরেকে   ৭ এ কহিব   ৮ ঐ অস্ফুট   ৯ পা দআঅ   ১০ পা-এ নাই   ১১ এ বেলাএ হব   ১২ পা হব   ১৩ ঐ পরিমাণে   ১৪ এ স্থানে   ১৫ এ কুলে   ১৬ অতঃপর পা-এর অতিরিক্ত, আচম্বীতে কৃষ্ণের চরণচিহ্ন পাএ। ধ্বজ ব্রজাঙ্কুশ-আদী নানা চিহ্ন তাহে।   ১৭ এ প্রভুর   ১৮ পা °ব্রজা   ১৯ এ পদ্ম   ২০ ঐ শ্রাবণের মেঘ   ২১ পা দুটী   ২২ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই   ২৩ পা-এ নাই   ২৪ এ ঘনে২   ২৫ পা তোলে   ২৬ ঐ কোথা   ২৭ পা-এ নাই   ২৮ পা ছলে   ২৯ ঐ অস্ত   ৩০ এ হইলা   ৩১ পা উঠিলা   ৩২ ঐ ভেঁঠিল   ৩৩ এ কাহারো   ৩৪ পা আগে   ৩৫ এ চলে   ৩৬ ঐ দুহে দুহার   ৩৭ এ সেই স্থলে   ৩৮ পা করিল

আদরে অতিথপুজা কইল জথাবিধি জনম-দরিদ্র জেন পাইল নব[১]-নিধি।
আখের নিমিখে[২] নন্দ করাইল রন্ধনে[৩] নানাবিধি অন্নপানে করাল[৪] ভোঁজনে।
সুগন্ধি চন্দন মাল্য কর্পুর তাম্বুলে ভূষিঞাঁ তুষিঞাঁ[৫] কিছু বলএ অক্রুরে।
শুন শুন মহাপাত্র মোর বড় ভাগ্য[৬] মোর ঘর পাইল তোহ্মার[৭] পদ-লাগ্য[৮]।
বড়ই সে রাজা তার কি কহব গুণে তোহ্মা[৯] হেন মহাপাত্র পাইল[১০] কত পুণ্যে[১১]।
জেন এক চন্দনে[১২] ভূষিত মলঅ তেন তোহ্মা[১৩] পাত্রে[১৪] ধন্য[১৫] কংস মহাশঅ।
জেন এক তুলসীতে পুজা-ফুল-শোভা তেন তোহ্মা[১৩] পাত্রতে পবিত্র[১৬] কংসসভা।
সে তুহ্মি[১৭] আপনে মোর ঘরের[১৮] অতিথে[১৯] না চাহিতে বিধি নব নিধি দিল হাথে।
তভো[২০] পাপ মোরের[২১] লোভকে ঠাঞি নাহি[২২] শুভ-আগমন-কথা[২৩] শুধাবারে চাহি।
এতেক নন্দের কথা শুনিঞাঁ পাত্রবরে হাসিঞাঁ হাসিঞাঁ কিছু কহিল উত্তরে।
অদভুত[২৪] দৈবজোগ কহিতে না জানি আহ্মি[২৫] কহিবার বেলে পুছিলে[২৬] আপুনি।
রাজা এক বীর ধনুর্মঅ মহোৎসবে[২৭] এক জোগে সাজিঞাঁ জাইবে তোহ্মা[২৮] সভে[২৯]।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই সেহো জাব সঙ্গে তা সবা দেখিতে রাজার বড় রঙ্গে।
হেন বেলে উত্তরিলা রাম দামোদরে স্বর্গে[৩০] হইতে আইল জেন অশ্বিনীকুমারে[৩১]।
হাথাহাথি দুই ভাএ নানা রঙ্গে আইসে[৩২] বসন্ত-সহিত জেন কাম পরকাশে।
তা দেখিঞাঁ পাত্রবর হরিল গেআনে কি করিব কি বলিব একোই[৩৩] না জানে।
আনন্দে লোহের[৩৪] বান্ধে[৩৫] দেখিতে না পাএ জতেক মুছি[৩৬] ততেক উছলিঞাঁ[৩৭] জাএ।
আতিরসে অনাঅতে[৩৮] সব[৩৯] কলেবরে আনন্দে বান্ধিল জিহি না ফুটে আখরে[৪০]।
প্রেম-আতিরেকে[৪১] বিড়ম্বিল পাত্রবরে আপনার দেহ নহে আপন গোচরে।
মনে মনে আপনারে অধিক্ষেপ[৪২] করি কান্দিঞাঁ[৪৩] পড়িতে তাহে ধরিল শ্রীহরি।

১ এ মহা ২ এ নিমিষে ৩ পা রন্ধন ৪ ঐ করাইল ৫ ক. খ হাসিঞা হাসিঞা ৬ এ ভাগি, ক. খ ভাগে ৭ পা তোমার ৮ এ লাগি, ক. খ লাগে ৯ পা তোমা ১০ এ পাঠাইল ১১ পা পুন্নে ১২ এ চন্দনের ১৩ পা তোমা ১৪ ঐ মো মানো ১৫ পা ধন্ন্য ১৬ এ উজ্জল ১৭ পা তুমি ১৮ এ ঘরে জে ১৯ পা অথিথে ২০ ঐ তভু ২১ পা মনের ২২ ঐ লোভেতে নাই ঠাই ২৩ এ কি কারনে আগমন ২৪ পা অদ্ভুত ২৫ ঐ আমি ২৬ পা কহিলে ২৭ ঐ মহোৎসবে ২৮ পা চলিবে তুমী ২৯ পা-এ নাই ৩০ পা শুলুঙ্গ ৩১ ঐ অশ্বিনকুমার ৩২ পা আসে ৩৩ ঐ হেনঞি ৩৪ পা লোহতে ৩৫ এ বাদে ৩৬ পা পুছি ৩৭ ঐ উথলিঞাঁ ৩৮ ঐ অতিরসে অনাঅনাঅতে ৩৯ এ অবস হইলা ৪০ ঐ বারিল জিভা না ফুরে উত্তর, পা আখ ৪১ পা অতিরেকে ৪২ ঐ ক্ষেম ৪৩ এ কম্পিঞা

তবে কৃষ্ণ প্রেমে দিল গাঢ় আলিঙ্গনে   আনেক জতনে তাহে[১] থাপিল আসনে।
তবে রাম কৃষ্ণ বইসে নন্দঘোষ-পাশে   তা দেখি সকল লোক প্রেমরসে ভাসে।
জবে কৃষ্ণ পুছিল[২] সে মধুর[৩]-বচনে   কুশলপূর্বক কিছু পুছিল বিধানে।
পাত্রবর সঙ্কোচে করিঞা পুটাঞ্জলি   প্রেমগদগদ-স্বরে কহিল সকলি।
কংসের আদেশকথা শুনাইল নন্দে   ভাল ভাল করি হাসি উঠিলা[৪] সানন্দে।
তা শুনিঞাঁ বলভদ্র বড়ই উল্লাসে   নন্দ জশোদাএ মা বাপের বিষাদে[৫]।
মা[৬] বাপের[৬] বিষাদ[৬] দেখিঞাঁ দুই ভাই   হেলাএ হাসিঞাঁ[৭] কিছু দোঁহারে বুঝাই[৮]।
হরিষের কাজে কেনে মানহ বিষাদে   কত ভাগ্যে পুণ্যে পাই রাজার পরসাদে।
কংসাসুর মহারাজা জার নাম করে   তার সম ভাগ্যবন্ত[৯] নাহি সুরাসুরে[১০]।
হেন[১১] কংস আপনে[১২] পাঠাএ পাত্রবরে   ইথে[১৩] কি আপনারে না বাসহ[১৪] সফলে।
নগরে ঘোষণা দেহ বাজু[১৫] রণতুর   এক ঠাঞি জড়[১৬] হউ[১৭] গোকুলনগর[১৮]।
প্রভাতে চলিব[১৯] বলি দেহত হাঁকারে[২০]   নানাবিধি সর্জ[২১] কর রাজ-উপহারে[২২]।
আহ্মা[২৩] দেখিতে জবে[২৪] চাহে[২৫] নরপতি   আজতনে সিদ্ধ হঁউ[২৬] মনের জুগতি[২৭]।
আলপ বএসে হব রাজ-দরশন[২৮]   জশ[২৯] ধন ধর্ম হব[৩০] রহিব ঘোষণ[৩১]।
কত দিন[৩২] আছে সাধ দেখি[৩৩] মধুপুরে   আহ্মার[৩৪] কেবল ভাগ্য[৩৫] আইলা অক্রুরে।
এত নানা বচনে তুষিঞাঁ পাত্রবরে   সভেঁ[৩৬] জথাজোগ্য স্থান[৩৭] চলিলা সত্বরে[৩৮]।
গোপালবিজঅ[৩৯] শুন অক্রুর-আগমন   দাস্যরসে রসিকের আতি[৪০]-মনোরম।
কহে কবিশেখর পিরিতি বড় বোল   মোর বুইলে মোর নহে নন্দের[৪১] কিশোর॥

॥ শ্রী[৪২] ॥

হেথা রাধা-আদি জত গোকুল[৪৩]-নাগরী   সঙ্কেত[৪৪]-নিকুঞ্জ জাএ লাসবেশ করি।
হেন বেলে চারি দিগে বাজে[৪৫] রণতুর[৪৬]   তা শুনি গোপীর মন করে দুরদুর।

১ এ তাকে ২ পা পুচীল ৩ ঐ মধু ৪ পা উঠেলা ৫ ঐ বিসাদ ৬ পা-এ নাই ৭ এ আসিঞা ৮ এ সোধাই ৯ পা °বান ১০ এ কোন স্থানে ১১ পা সে ১২ এ আপনার ১৩ পা ইহাতে ১৪ ক. ক বাস ১৫ পা বাযুক ১৬ ঐ জত ১৭ পা হঅ ১৮ এ সকল গোকুল ১৯ পা চলিঞা জাব ২০ ঐ দে হকার ২১ পা সজ্জ ২২ ঐ উপহার ২৩ এ আমাকে, ক. খ আমারে; পা আমা ২৪ পা জেবা, এ চাহে ২৫ এ কংশ ২৬ ক. খ হইল ২৭ এ আরতি ২৮ পা দর্ষন ২৯ ঐ জত ৩০ ক. খ হইব ৩১ পা যোবনে ৩২ এ বড় মোর ৩৩ এ জাব, পা দেখিতে ৩৪ পা আমার ৩৫ এ ভাগ্যের বলে ৩৬ এ সঙ্গে ৩৭ পা জথাস্থানজোগ্য ৩৮ ঐ সত্বর ৩৯ এ শ্রী- ৪০ পা রসীক অতি ৪১ ঐ শ্রীনন্দ- ৪২ পা-এ নাই ৪৩ এ গোপ ৪৪ পা-এ নাই ৪৫ ক. গ করে ৪৬ এ, ক. খ, ক. গ °তুর

কেহো বোলে সভার[১] ঘরের[২] স্বামী মেলি নিজ নারী[৩] রাখিঞাঁ ধরিব[৪] বনমালী।
তবে সভেঁ দিব নিঞাঁ রাজার তুআরে প্রাণ জাইতে[৫] কেবা কোন আকাঙ্ক্ষা না করে।
কেহো বোলে[৬] বিকালে শুনিল এক কথা রাজার কোন[৭] মহাপাত্র আসিঞাঁছে হেথা।
তার লাগি কোন কাজে পড়এ[৮] ঘোষণা না জানিএ কিবা[৯] আর করিছে[১০] মন্ত্রণা।
কেহো বলে আহ্মি[১১] দেখিঞাঁছি রাজপথে কে এক পুরুষ আইল পাছু[১২] তার রথে।
কেহো বলে সে রথ দেখিল নন্দদ্বারে না জানিএ সে লোক রহিল কার ঘরে।
নন্দদ্বারে রথ শুনি রাধিকা[১৩] সুন্দরী জরিঞা[১৪] বসিলী মনে কাঁপি থরহরি[১৫]।
হরি হরি করিঞাঁ কপালে দিল হাথে পাছে কেহো[১৬] কোন চক্র কইল[১৭] প্রাণনাথে।
এত নানা অনুমানি চতুর গোপিনী সঙ্গে আর সখী দেখি পুছিল কাহিনী।
কি শুনি[১৮] কি শুনি[১৮] সখী তোহ্মার ওঁদিশে[১৯] আচম্বিতে বাদ্য বাজে কি কাজ-বিশেষে।
সখা বোলে রাধা[২০] আহ্মি[২১] শুনিল বাজনা জারে পুছি সমতি না দেই কোন[২২] জনা।
জেই জাএ সম্ভ্রমে[২৩] বসন নাহি পঢ়ে[২৪] আসিতে তাহার পাওঁ আগু নাহি পড়ে।
পুছিতে নিশ্বাস ছাড়ি রহে হাস্য করি কি আর সোধাসি[২৫] বলি জাএ মাঝা ধরি।
প্রতি-ঠাঞি প্রতিপথে লোক পাঁচ সাতে কি জানি মন্ত্রণা করে নারিল জানিতে।
জথা জাই তথা মোরে না করে বিশ্বাসে মিছা পাঁচ কথা কহি পেলাএ উদাসে।
এতেকে জানিল বিধি লাগিল বিবাদে গোপনারী লঞাঁ কিবা পড়িল প্রমাদে।
এতেক সখীর বোল শুনি রাধা[২৬]-রাণী কি করি কি বলি হেনঞি না জানি[২৭]।
তবে রাই নিশ্বাস ছাড়িঞাঁ কিছু কহে শুনিতে শুনিতে আখের লোহ নাহি রহে[২৮]।
সব সখী অনুমানি কি বুঝিলে কাজ প্রভু নিতে কাহারে পাঠাইল কংসরাজ।
দৈবজোগে জদি[২৯]বা[৩০] আইল তুতজনে তবে কি[৩১] কাজ করিবে[৩২] কর[৩৩] অনুমানে[৩৪]
এ সব অনাথী[৩৫] গোপ[৩৬]-জুবতীরে[৩৭] মারি[৩৮] মথুরার পথে পাওঁ বাঢ়ব[৩৯] শ্রীহরি।

১ এ কাহার ২ পা ঘরে ৩ এ নারিকে ৪ ঐ ধর ৫ এ লইতে ৬ পা বলে ৭ ঐ কে ৮ পা পড়িছে ৯ ঐ জানি কি ১০ পা সে- ১১ ঐ আমি ১২ পা গেল পাছে ১৩ ঐ রাধি ১৪ এ জানিঞা ১৫ ঐ সাত পাঁচ করি ১৬ পা-এ নাই ১৭ পা করে ১৮ ঐ শুন ১৯ পা তোমার ওঁদিগে, এ ওদিসে ২০ এ সখি ২১ পা আমি ২২ এ এক ২৩ পা সভ্রমে ২৪ ঐ পরে ২৫ পা সোধাহ ২৬ ক. খ নন্দ ২৭ পা জানে ২৮ ক. ক বলে ২৯ পা জবে ৩০ পা-এ নাই ৩১ পা না- ৩২ ক. ক করি ৩৩ পা -না উপা ৩৪ ক. খ এতেক নিদারুন হব কানে ৩৫ ক. ক অনাথিনি ৩৬ ক. খ গোপি ৩৭ পা জুবতি ৩৮ ক. খ মানি ৩৯ পা পড়ব

কেহো বোলে[১] আনেকেসি[২] এ[৩] বোল নহিএ[৪] এখন[৫] বিধির না জানিল হৃদএ[৬]।
আতিবড় লাভলোভ বিধাতা না সহে আবশী[৭] পাষণ্ডে[৮] হুঅ[৯] জানি সব ঠাঞে[১০]।
কথা[১১] গোপ বনচারী কথা[১১] লক্ষ্মীনাথে ইথে[১২] কথো দিনে বিধি রাখিব সোঁআথে।
কেহো বোলে কোন ছার বোল মুখে আনে[১৩] মোর প্রাণপ্রভু নিবে[১৪] কাহার পরাণে[১৫]।
ইহাই দেখিঙ[১৬] এত কাহার প্রভাবে ষোল শত গোপী জীতে কৃষ্ণ লঞাঁ জাবে।
কৃষ্ণ লঞাঁ পলাইব বৃন্দাবন-মাঝে নিকুঞ্জ-ভিতরে[১৭] সে রাখিব দেবরাজে।
এক কুঞ্জ ভিতরে নিবিড় অন্ধকারে[১৮] তাহে কৃষ্ণ চিনিবেক[১৯] কমন[২০] প্রকারে।
পাটে বসি মিছাই করু[২১] বীরদাপে চাহিঞাঁ[২২] না পাবে[২৩] লাগ[২৪] কংসের বড় বাপে।
জবে দৈবজোগে প্রভুর লাগ পাএ সব গোপী মেলিঞাঁ রাখিব[২৫] গাএ গাএ।
জবে প্রাণনাথ লঞাঁ[২৬] পড়িব সংশএ[২৭] সে বেলাএ কাহারে করিব লাজ ভএ।
বাছিঞাঁ নশান কাঁতি সভে নিব হাথে মাঝে কৃষ্ণ রাখিঞাঁ রহিব চারিভিতে।
জবে কেহো প্রাণনাথ পরশিতে[২৮] আসে তিরিবধ দিব তারে আখের নিমিষে[২৯]।
আতিবড়[৩০] বোধে[৩১] কংস আপনে আসিব আগু লাখ গোপী মারি পাছে কৃষ্ণ নিব।
এক গোপী বুলে[৩২] ভাল কইলে অনুমানে আগে মুল-শোধ[৩৩] নেহ[৩৪] পাছে রোষ[৩৫] আনে।
স্বরূপ বারতা[৩৬] লই জাঙ[৩৭] প্রভু-ঠাই কাজ বুঝি প্রতিকার চিন্তিব[৩৮] তথাই।
এত অনুমানি গোপী জাঅ আলখিতে এক সখী কান্দিঞাঁ সমুখে উপনীতে।
জার ঠাঞি জাই তার[৩৯] পাইল লাগে সন্দর্ভে সকল কথা কহে রাধা-আগে।
কৃষ্ণের গমনকথা শুনিঞাঁ নিশ্চএ সভার গলা ধরি সভেঁঞি কান্দএ।
কত কত জনমে[৪০] কতেক তপ[৪১] কইল তার ফলে কৃষ্ণ হেন প্রাণনাথ পাইল।
কোন দুখ[৪২] না সাধিল গোপনারী হঞাঁ লক্ষ্মীরেহোঁ[৪৩] হাসিথাঙ সোহাগ শুনিঞাঁ।
না জানিএ কোঁন তাহে খণ্ডব্রত কইল সুর[৪৪] গুরু গো[৪৫] ব্রাহ্মণ কত কদর্থিল।

---

১ ক. খ বিনে ২ পা অনেকেসি, ক. খ অনিকেশ ৩ ক. খ এহো ৪ পা, ক. খ নহে ৫ পা কখন ৬ ঐ হৃদঅ ৭ পা আবশ্য ৮ ঐ পাসণ্ড ৯ ক. ক পড়ে ১০ পা ঠাঞি ১১ ঐ কোথা ১২ পা এই থে, ক. ক ইথি ১৩ পা আন ১৪ ঐ -সে ১৫ পা পরাণ ১৬ ঐ দেখি ১৭ পা ভীতেরে ১৮ ঐ অন্ধকার ১৯ ক. ক চিনিব ২০ পা কম ২১ ঐ করুক ২২ ক. ক চাহিতে ২৩ পা তা না পার ২৪ পা-এ নাই ২৫ ক. ক থাকিব ২৬ ক. খ প্রাণেশ্বর বলিঞা ২৭ পা সংসঅ ২৮ ক. খ ছুইতে ২৯ পা নিমিখে ৩০ ঐ অতি বড় ৩১ পা সে ৩২ ঐ বলে ৩৩ পা সিদ্ধ, ক. ক সোধ ৩৪ ক. ক কর ৩৫ ঐ দোষ ৩৬ পা বর্ত্তা ৩৭ ক. ক লঞা জাহ ৩৮ পা করিব ৩৯ ক. ক জাহার চাইতেছি তবে ৪০ পা -সে ৪১ ঐ কত ততপ ৪২ পা যুখ ৪৩ পা লক্ষ্মীকেহোঁ ৪৪ ঐ শুক্র ৪৫ পা-এ নাই

বড় দুল্লভের[১] মোর কানুর পিরিতি   তাহে হেন ছার বোল শুনি আচম্বিতি।
আকাল জমের দণ্ড কে মারিল মাথে   গোপিকা দগধি[২] নহে কাহার সোআথে।
কার[৩] মুখে নিকলিল[৪] হেন কাল বাণী[৫]   গোপী ছাড়ি জাইবেক[৬] রসিকশিরোমণি।
এ ছার কঠিন[৭] প্রাণ কেনে নাহি জাএ   আদেখ দেখাঅ কত আগুন[৮] শুন[৯] পাএ[১০]।
আন নহে[১১] বিধাতা লাগিল সব মতে[১২]   কত ঠাঞি কি করিব মানুষ-শকিতে[১৩]।
দারুণ বিধির দআ এক ধান[১৪] নাঞি   দুখের উপর দুখ[১৫] একু বেলে দেই[১৬]।
একে সে রূপসী আর পহিল জৌবন   আরে রস বুঝাইল কমললোচন।
তাহে আতি[১৭]-পিশুনের বিষম[১৮] মদন   আরে সে বসন্তকাল[১৯] আরে বৃন্দাবন।
ইথি প্রাণনাথ জার দুর পরবাসে   অনাথী[২০] গোপিনী জীব কার আশোআসে।
হেন নানা বিষাদে করিঞা গোপনারী   সঙ্কেতনিকুঞ্জে জাঞা ভেটিলা[২১] মুরারি[২২]।
দেখিঞা গোপীর আতি[২৩]-বিরস বদনে[২৪]   হাসিঞা[২৫] চতুর কানু পুছে ঘনে ঘনে।
আজি কেনে সভাকার বিরস বদন   হেঠমাথে নিশ্বাস ছাড় কি কারণ।
ভালমতে মুখ[২৬] তুলি কেনে নাহি চাহ   কি লাগি হাসিঞা বোল দুই নাহি কহ।
হেঠমাথে উশসি উশসি কেনে কান্দ   কভোঁ[২৭] নাহি তোহ্মা[২৮] সব দেখি হেন ছান্দ।
এত জবে সভারে পুছিল জদুরাএ   সম্মতি[২৯] না দেই কেহো[৩০] কান্দে উভরাএ।
তা দেখি দআতে কৃষ্ণ রাধা কৈল[৩১] কোলে[৩২]   মুখ তুলি লোহ পুছে[৩৩] নেতের আচলে।
হাসিঞা মধুর বোলে পুছে ঘনে ঘনে   মিছা[৩৪] কেনে প্রিআ সব কান্দ অকারণে।
এত শুনি রাধা কহে গদগদ-স্বরে   হাসাহ কান্দাহ তুহ্মি[৩৫] কি বোধিব[৩৬] পরে।
আর প্রিআ বলি গোপী ডাক কোন লাজে   এখন কি ই আর গোপী-সনে[৩৭] কাজে।
জেখানে সে মথুরার রমণী-রূপগুণে[৩৮]   সেখানে কি[৩৯] গোপিকার[৪০] করিব বাখানে[৪১]
তাবত সে ভ্রমরা কুটজ[৪২] মধু ভাএ   জাবত সে মালতীর গন্ধ নাহি পাএ।

১ পা দুর্লভ ২ ক.ক নাজিলে ৩ পা কাহার ৪ ঐ উঠে ৫ পা কু- ৬ ক.ক জাবেন ৭ পা কঠেন ৮ ঐ অগুন ৯ পা-এ নাই ১০ পা শুনাঅ ১১ ক.ক আনহে ১২ পা ষরমেতে ১৩ ক.ক সকতে ১৪ পা তিল, ক.ক এক ধান দআ ১৫ ক.ক দুখ দিতে কত দুখ ১৬ পা দেহ সব ঠাই ১৭ ঐ অতি ১৮ পা-এ নাই ১৯ ক.ক ঋতু ২০ পা অনাথিনি ২১ ঐ ভেঠেলা ২২ ক.ক গেলা সভে লাষ করি ২৩ পা অতি ২৪ ঐ বদন ২৫ পা হাসী ২৬ ঐ মু ২৭ পা কভু ২৮ পা তোমা ২৯ ঐ সন্মতি ৩০ পা গোপি ৩১ পা-এ নাই ৩২ পা -করি ৩৩ ক.ক মুছে ৩৪ পা মীথা ৩৫ ঐ তুমি ৩৬ পা মিথা দোস ৩৭ ক.ক গোপির সঙ্গে ৩৮ ঐ নাগরির বিদ্গাদপনে ৩৯ পা সে ৪০ ক.ক গোপি বল ৪১ পা কথা কেবা মুনে ৪২ ঐ ভ্রমরা সে কুটস

তাবত পিত্তল পরি নানা পরকারে   জাবত সে না পাই সুবর্ণ-অলঙ্কারে।
মথুরার নারীর শুনি বিদগদপনা   কমন[১] রসিকে নাহি পাসরে আপনা।
তাহে তুহ্মি[২] সহজে রসিকশিরোমণি   তুহ্মি[২] জে[৩] তা[৪] দেখ শুন[৫] এই সে প্রমাণী।
ইথি সবে[৬] ছার মনে[৭] দুখ করি[৮] মানি[৯]   কংসদুত বলি মিথা তোষহ আপুনি[১০]।
কেবা কাজ-বশে[১১] প্রভু কথা[১২] না[১৩] জাইএ   কেবা দুখ সুখ সব নারীকে[১৪] না কএ[১৫]।
আহে আন হেন নহে গোকুল-নাগরী   শিশুকাল হইতে কত করিল বাগুড়ি[১৬]।
কুলবধু হঞা স্বামীর[১৭] পাশ নাহি জাই   ঘর বলি[১৮] তিলেক সোআথ নাহি পাই।
ভোখে ভাত শোষে পানি কভো[১৯] নাহি খাই   ঘরে পরে মুখ তুলি কভো[১৯] নাহি চাহি।
ছাআসম তোহ্মারে[২০] না ছাড়ি রাতি দিনে   তোহ্মা[২১] বহি গোপীজন আন নাহি জানে।
কে জানে গোপীর[২২] কেনে আন নাহি[২৩] ভাএ   জাতিপ্রাণ[২৪] করিঞাঁ
ধরিল তোহ্মা[২৫] পাএ।
তুহ্মি[২৬] জদি পরিহর কি বলিতে পারি   ঘুচাইলে নাহি ঘুচে দআর ভিখারি।
সভার জীবার আছে নানা পরকারে   কত বা সুখের হেতু আছএ[২৭] সংসারে।
বিধি-সঙ্গে গোপীর কতেক বাদ্দ ছিল   কেবল তোহ্মারে[২৮] সব হেতু[২৯] করি দিল।
মেঘের বিহনে জেন তড়িত না জীএ   জলের বিহনে জেন মাছ নাহি জীএ।
চান্দের বিহনে জেন না রহে[৩০] চন্দ্রিকা[৩১]   তেন তোহ্মা[৩২] বিনু কিছু না হএ গোপিকা।
জাবত চন্দনে গন্ধ তাবত সোহাগ   গন্ধ না থাকিলে কাষ্ঠ হএ অগ্নি-লাগ।
তুহ্মি[৩৩] না থাকিলে তেন সকল গোকুলে   লাখকের হঞাঁ নহি নিখকের[৩৪] মুলে[৩৫]।
শিব শিব গোপীনাথ কি ফুরিল মনে   বৃন্দাবন ছাড়ি[৩৬] পাএ বাঢ়াবে[৩৭] কেমনে[৩৮]।
এত জবে কান্দিঞাঁ[৩৯] কহিল রাধারানী   নিশ্বাস ছাড়িঞাঁ[৪০] কিছু কহে চক্রপাণি[৪১]।

১ ক.ক কেমন ২ পা তুমি ৩ পা-এ নাই ৪ পা তাহা ৫ ক.ক দেখল ৬ পা কোন ৭ ঐ হেন মনে ত ৮ পা হেন ৯ ঐ মনে ১০ পা বঞ্চহ রজনি, ক.ক ভৃঙ্গ বহি মালতী কে বিলসিব আনে ১১ পা বিষে ১২ ঐ কোথা ১৩ পা কে- ১৪ ক.ক নারিবে ১৫ ঐ লুকাএ ১৬ ক.ক বাগড়ি ১৭ পা স্বামী ১৮ ঐ ঘরে পরে ১৯ পা কভু ২০ ঐ তোমারে ২১ পা তোমা ২২ ঐ গোপী ২৩ ক.ক কিছুই না ২৪ ঐ প্রানধন ২৫ পা তোমা ২৬ ঐ তুমি ২৭ পা আছে ২৮ ঐ তোমারে ২৯ ক.ক সবঞ্চি ৩০ ক.ক জিএ ৩১ পা চন্দ্রকা ৩২ ঐ তোমা ৩৩ পা তুমি ৩৪ ক.ক নিগকে ৩৫ ক.ক, ক.খ মুস ৩৬ ক.ক ছাড়ে, পা ছাঞা ৩৭ পা বোড়াবে ৩৮ ঐ কাহ্নাই ৩৯ পা নানা বিধানে ৪০ ঐ ছাঞা ৪১ ক.ক কহিল আপুনি

গোপালবিজঅ শুন বিরহ-অবতার   জা শুনিলে[১] নিকটে হএ নন্দের কুমার।
কহে কবিশেখর দেখহ[২] অনুভবে   গোপীসম অনুরাগ[৩] না হইল না হবে ॥

॥ ধানশী[৪] ॥

কৃষ্ণ বলে রাধিকা বিষাদ[৫] দুর কর[৬]   রসের কারণে বিরস[৭] সাদ কেনে কর।
কেমতে জানিলে আহ্মি[৮] জাব মধুপুরে[৯]   কেমতে বা গেলাঙ তোহ্মার[১০] অগোচরে[১১]।
জে কংস আজন্ম হইতে মারিতে আইসে   মাআরূপে অসুর পাঠাএ রাতিদিসে[১২]।
জার ভএ বনেহোঁ সোআথ না পাই   নানামতি[১৩] রাতিদিন জাগিঞাঁ নেআই[১৪]।
অচম্বিতে সতিসাধে জাব তার ঠাই   এ হেন বোলে[১৫] কি তোহ্মার[১৬] মনে পাতিআই।
বিধাতা না দেই কারে সুখ ভুঞ্জিবারে   কাহারে বা আপন জীবিত লাগি ভারে।
সিংহ হঞাঁ কে জাবেক শরভের[১৭] কাছে   হাথে হাথে প্রাণ দিব হেন কেবা আছে।
এথাএ সোআথে থাকি এই বড় ভাগ্যে   সতিসাধে কোন ছার জাব তার আগে।
আন নহে কাজ বোলে সোধাই তোহ্মাএ[১৮]   মধুপুরী আহ্মি[১৯] জাব এহো[২০] মনে লএ।
তবে আহ্মি[১৯] আসিতে শুনিল এ কথা   রাজার কে[২১] মহাপাএ আসিঞাঁছে[২২] এথা।
ধনুর্মঅ মহোৎসব[২৩] করিব মহারাজে   প্রভাতে সকল লোক জাব নানা সাজে।
তার মাঝে কংসলোক এ বোল তোলাএ   রাম কৃষ্ণ আবশি আনিবে মোর ঠাএ[২৪]।
এহো বোল তোহ্মার[২৫] কি[২৬] মনে আসোআথে   গোকুল ছাড়িঞাঁ জাএ গোকুলের নাথে।
তোহ্মা[২৭] সভা হেন জে চতুর গোপীজনে[২৮]   সে সবে[২৯] ভুলিলা আনেরে কিবা মনে[৩০]।
ঘুণাক্ষর ন্যাঅ জবে[৩১] সেই বোল হইল   দুষ্ট রাজার আজ্ঞা জদি[৩২] লঙ্ঘিতে নারিল[৩৩]।
তোহ্মা[৩৪] সব প্রিএ আগে রথে করি তলি[৩৫]   তবেসি বাড়াবে পাও প্রিঅ বনমালী[৩৬]।
হেথা নানা বচনে তুষিঞাঁ গোপীগণে   কারল বিবিধ কেলি আতি[৩৭]-বিলক্ষণে।

১ পা ষু[নিলে] ২ ঐ দেখ ৩ পা ’ভব ৪ পা-এ নাই ৫ পা বিসাপ ৬ ঐ বিহর ৭ পা দেবী ৮ ঐ আমি ৯ পা মধুপুর ১০ ক. ক তোমার ১১ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ১২ পা ’দিনে ১৩ ঐ ’রূপে ১৪ ক. ক বেড়াই ১৫ পা বো- ১৬ ঐ তোমার ১৭ পা সরভেরমা, ক. ক সবতের ১৮ পা তোমাকে ১৯ ঐ আমি ২০ ক. ক তোমার ২১ পা ষে- ২২ ক. ক নন্দ ঘোষ নিবারে অক্রুর আইলা ২৩ ক. ক মহাযজ্ঞ ২৪ পা ঠাঞি ২৫ ঐ তোমার ২৬ ক. ক অবুধ লোক ২৭ পা তোমা ২৮ ঐ গোপনারি ২৯ পা সব ৩০ ঐ কি বলি ৩১ পা জদী ৩২ ঐ জদি আজ্ঞা ৩৩ পা না পারি ৩৪ ঐ তোমা ৩৫ ক. ক করি ৩৬ ঐ সে বিচার পায় মথুরা নগরি ৩৭ পা অতি

হবেক বিরহ-দুষ্খ[১] হৃদএ ভাবিঞাঁ। দৃঢ় আলিঙ্গন দিল নিশ্বাস ছাড়িঞাঁ।[২]
কোন ভাগ্যবতীর বিরহ-আসোআথে থান বুঝি নখাঘাত দেই আলখিতে।
কাহাকে বিরহমোহে কোলে করি কান্দে শুধাইতে আন কথা প্রবন্ধ আন ছান্দে।
হেনমতে পরিহাস বঞ্চিল গোপিনী নিমিষ-অধিক গেল বসন্তরজনী।
নিশি-অবসান বুঝি রাধিকা সুন্দরী জামিনী জমুনা লক্ষ্যে ভরছে শ্রীহরি।
হের বলি জামিনী তুহ্মি[৩] সে প্রাণসখী[৪] কানুর গুপত প্রেমে তুহ্মিহ্ন মোর সাখী।
এক তোর সহাএ[৫] পাইল গুণ[৬]-নিধি আর[৭] তোর পরসাদে[৮] সাধিল সব সিধি।[৯]
তোহ্মার আহ্মার[১০] তপ কৈল এক ঠাই তার ফলে পাইল জে[১১] রসিক কানাঞি।
এখন সে গোপী[১২]-নাথ তেজে[১৩] গোপী[১৪]-জনে প্রভাতে মথুরা[১৫] জাব শুনি নিজ কানে
ইথি দআ দেখি বোল কহ[১৬] এক[১৭] ধান[১৮] আসহাএ গোপীজনে দেহ জীউ-দান[১৯]।
বৃন্দাবন ভরি হের[২০] রহ কথো কাল প্রভাতে মথুরা জাইতে[২১] না পাউ গোপাল।
এক সখী বোলে শুন রাধা অচেতনী জমুনা থাকিতে[২২] কেনে সাধহ জামিনী।
জার বাপ সুরুজ উইলে[২৩] দিন হএ উদঅ নহিলে[২৪] রাতি জাবত সমএ।
এত শুনি রাধিকা জমুনা নদী সাধে তা দেখিঞাঁ।[২৫] কানুরে সে পরম দআ বাধে।
তোহ্মাতে আহ্মাতে[২৬] তপ কইল এক ঠাই তার ফলে স্বামী পাইল নাগর[২৭] কানাঞি।
আহার বিহার নানা কৌতুক লীলাএ রাতি দিনে সে লাগ[২৮] না ছাড়ে তোর ঠাএ[২৯]।০
তোর বোল লাগি জারে[৩০] ঘর নাহি ভাএ তোর রম্য ফল বিনু অমৃত না খাএ[৩১]।
জে জন তোহ্মার লাগি[৩২] দাবানল পিএ ঝাঁফ দিঞাঁ প্রাণপণে কালি নিকালএ[৩৩]।
সে হরি নিশ্চএ জাব কালি মধুপুরী ধিক জাঁউ[৩৪] দোঁহার জীবন এতি[৩৫] বেলি।
অনাথী গোপীরে ইথি কর এক গুণ হেলে সব সিদ্ধি সাধ[৩৬] নেহ জশপুণ[৩৭]।
বাপ দিনকর-ঠাঞি করগা[৩৮] বিনঅ মোরে জদি[৩৯] চাহ তবে না করিহ[৪০] উদঅ।

১ পা যুথ ২ ঐ ছাঞা ৩ পা তুমি ৪ এ প্রানাধিকী ৫ ক. ক একত স্নাহায় ৬ ঐ শুন ৭ এ একা ৮ পা সহাএ ৯ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ১০ এ তোমার আমার ১১ ঐ পতি ১২ এ প্রাণ ১৩ ঐ তেজিব ১৪ এ সখি ১৫ পা মরথুরা ১৬ এ শুন ১৭ পা-এ নাই ১৮ এ বার ১৯ এ গোপিনীর করহ নিস্তার ২০ ঐ নিশি ২১ পা মরথুরা জাতে ২২ ক. ক, এ ছাড়িঞা ২৩ পা হইলে ২৪ ঐ না কলে ২৫ পা শুনি ২৬ ঐ তোমাতে আমাতে, এ তোমার আমার ২৭ পা করিল তিল ২৮ এ জেন ২৯ পা পাএ ৩০ ঐ জাহে ৩১ পা চাহে ৩২ এ দআয় তোর, পা তোমার- ৩৩ পা নিকালিল ৩৪ ঐ জাঁউক ৩৫ পা এত ৩৬ এ আপনা সফল কর ৩৭ পা পুন্ন্য ৩৮ পা করিবে ৩৯ এ জবে ৪০ পা করি

তবে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ[১] রহে কথো[২] কাল মথুরাগমন বলি[৩] ঘুচাকু[৪] কচাল[৫]।
এত নানা[৬] অনুমানি পোহাইল রাতি তা শুনি দআতে[৭] বিকল ছিরিপতি[৮]।
বচনবিশেষে[৯] কৃষ্ণ তুষি গোপীজনে আলখিতে সখী[১০] সভে[১১] গেলা[১২] জথাস্থানে[১৩]।
গোপাল বিজঅ শুন গোপিকারঞ্জন কহে কবিশেখর বুঝহ মনে মন[১৪] ॥[১৫]

॥ কর্ণাট ॥[১৬]

প্রভাতে গোকুল ভরি পড়িল ঘোষণা নন্দদ্বারে সাজিঞা রহিলা সব জনা।
প্রাতঃক্রিআ[১৭] করিঞা অক্রুর আইলা ঝাটে আঁওাস[১৮] ভরিল সব[১৯]
গোপিকার[২০] ঠাঠে।
নানা গন্ধে রাম কৃষ্ণ কইল[২১] উদ্বর্তনে স্নান করি বসিলা[২২] বিচিত্র সিংহাসনে।
দিব্য গন্ধ চন্দনে লেপিল[২৩] সব অঙ্গে নানা অলঙ্কার পড়ে[২৪] নানা রসরঙ্গে।
বিচিত্র কুসুম পড়ে[২৪] বিচিত্র বসনে চুড়ার উপরি চুড়া নাগরীদলনে।
কহিলে কহিল নহে সে রূপ[২৫] লাবণ্য[২৬] আতিনটবর[২৭]-ছান্দে মোহে ত্রিভুবন।
তবে জশোমতী দুঁহে[২৮] ডাক দিঞা আনি নানা উপহার দিঞা পুজএ[২৯] ভবানী।
অষ্ট দুর্বা তণ্ডুল তুলিঞা দিল মাথে তা দেখি মুচুকি হাসে দেব জগন্নাথে[৩০]।
তবে নন্দরানী বইসে দোঁহার সমুখে নানা ভোগ উপহার ভুঞ্জাঅ নানা সুখে।
কর্পুর তাম্বুল দিঞা বৈসাইল[৩১] পাশে জে কিছু শিখাএ মাএ কৃষ্ণ মনে হাসে।
তোমে[৩২] বাপু সকল গোকুলের প্রাণ ধনে[৩৩] দুখ ভঅ নাহি জানি[৩৪] তোহ্মা[৩৫] দরশনে।
তিলেক না দেখি তোহ্মা[৩৫] না জীএ পরাণি[৩৬] তোমে[৩৭] গেলে কি হবেক[৩৮]
একোই[৩৯] না[৪০] জানি[৪১]।
ওথা[৪২] গিঞা ঝাট আসিহ[৪৩] দুই ভাই জেন আসি দেখসিঞা গাওঁ[৪৪] খোলাডাহী।

১ পা-এ নাই ২ পা সব ৩ ঐ করি ৪ এ, ক. খ ঘুচুক ৫ এ জঞ্জাল ৬ ঐ করি ৭ ক. খ দয়ায় ৮ পা শ্রীপতি, এ শ্রীয়পতি ৯ পা বিসএ ১০ পা-এ নাই, ক. খ জন ১১ পা-এ নাই ১২ পা জথাস্থান- ১৩ পা নারাঅনে ১৪ ঐ দেখহ নিরঞ্জন ১৫ এ ইতি গোপিরঞ্জন ১৬ পা-এ নাই ১৭ পা প্রাতকৃআ ১৮ ক. খ, ক. গ আবাস ১৯ এ, ক. খ আসি ২০ এ, ক. খ গোপিনির ২১ পা করিল ২২ ঐ বসিল ২৩ পা লেপীত ২৪ ঐ পরে ২৫ পা লাষ ২৬ এ জৌবন ২৭ পা অতিনটব, এ নটবরগুরু, ২৮ পা সে জসো দোঁহে ২৯ পা পুজাএ ৩০ ঐ জ[গ]ন্নাথে ৩১ এ বসাইল ৩২ পা তুমি ৩৩ ঐ ধন ৩৪ পা সোক না পাই ৩৫ পা তোমা ৩৬ ঐ পরানে ৩৭ পা তুমি ৩৮ ঐ কী হইবে ৩৯ ক. খ হেনক্রি, পা কহিতে ৪০ পা কে ৪১ ঐ জানে ৪২ পা তথা ৪৩ পা আসিবে ৪৪ ক. খ মায়

জে কংস আজন্ম আহ্মা[১] মারিতে বেড়াএ[২] সে কংস এখন[৩] দুত দিঞাঁ লঞাঁ জাএ[৪]।
ঘরে পরে মোর[৫] কেহো নাহিক সহাএ[৬] জে করে মঙ্গলচণ্ডী দেবী মহামাএ।
সব ঠাঞি মন দিঞাঁ করিবে বেভারে মো কি[৭] বলিমু[৮] সব গোসাঞির ভারে[৯]।
হেন বেলে গোপনারী প্রবেশিল ঘরে রস বুঝি নন্দরানী হইলা বাহিরে।
তবে বলভদ্র গেলা রোহিণী-ঠাঞি হেথা রাধা-আদি গোপী প্রবোধে কাহ্নাই।
সব গোপী মেলি রাধা[১০] দেহ আনুমতি[১১] অচিরে ভেটিঞাঁ[১২] আসি কংস নরপতি।
এই আইলাঙ বলি জানিবে হৃদএ হাসিঞাঁ বিদাঅ দেহ নহত বিস্মএ[১৩]।
এত বলি গোপিনাথ কাতরবদনে[১৪] সব সখী মুখ চাহে সজলনঅনে[১৫]।
হেনমতে কৃষ্ণ জবে মাগিল মেলানী কার মুখে হইতে[১৬] নাহি[১৭] ফুরে বাণী।
না জাইহ[১৮] বলিতে[১৯] পহিল[২০] অমঙ্গলে চল হেন বচন এ মুখে নাহি ফুরে।
জে[২১] ইচ্ছা বলিতে বাসিএ[২২] উদাসীন মৌন করিলে হএ[২৩] সমতির[২৪] চিহ্ন।
এত নানা অনুমানি চতুর নাগরী মাধব মাধব বলি তুষিল[২৫] মুরারি।
আর সখী বিধানে নিষেধ[২৬]-কথা[২৭] কহে তা শুনি রসিক কানু হাসি হাসি রহে।
কেহো বোলে[২৮] জবে তুহ্মি[২৯] করিবে পআন একখানি ঔষধ গোপীরে দেহ দান।
তুহ্মি[২৯] হেন উলটিতে পাসরিবে প্রেমে কিবা জেন[৩০] দেখিতে[৩১] না[৩২] পাএ দুষ্ট কামে[৩৩]।
কেহো বোলে তাবত চলহ প্রাণেশ্বরে জাবত অকুশল[৩৪] না[৩৫] শুনহ[৩৬] নগরে।
কেহো বোলে শুভ হউ প্রাণের গোপালে[৩৭] সব সুখশকুন[৩৮] দেখিএ চারি পালে[৩৯]।
গোপীকুচ-কনককলস[৪০] করি[৪১] বামে মধুপুরী-গণিকাজনের নেহ নামে[৪২]।
হের দেখ সরসকুঙ্কুমরাগ-ছলে সবগোপী-হৃদে[৪৩] জলে বিরহ-আনলে।
তাহে দ্বিজ ভ্রমর প্রবল[৪৪] ধ্বনি করে লোহ[৪৫]-ঘৃত-আহুতি-দানে[৪৬] অধিক উথলে।

১ ক.ক আমা, পা হইতে ২ পা বেড়াঅ ৩ পা-এ নাই ৪ পা জাঅ ৫ ঐ মোরা ৬ পা সোহাঅ ৭ ক.ক নাকি ৮ এ আমি কি বলিব ৯ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ১০ পা রাধে ১১ ঐ অনুমতি ১২ পা ভেটেঞাঁ ১৩ এ বিশ্বএ, পা বিশ্বয়ে ১৪ এ বচনে ১৫ ঐ সরস বদনে ১৬ পা-এ নাই ১৭ পা না ১৮ ঐ জাইব ১৯ পা বলি ২০ এ পহিলে ২১ ক.ক জেই ২২ পা বাএ ২৩ ঐ করিতে হঅ ২৪ এ বিরোধের, পা সমতি ২৫ পা তুলিল ২৬ ঐ বিবশ ২৭ এ কেনে ২৮ পা বলে ২৯ ঐ তুমি ৩০ এ জে ৩১ পা দেখি ৩২ পা নানা, এ নারি ৩৩ এ, ক. ক পাঁচবাণে ৩৪ পা অসগুন, এ অসতুল ৩৫ এ নাহি ৩৬ ক.ক অসেষ গুন নাহি কহে ৩৭ পা গোপাল ৩৮ ঐ সগুন ৩৯ পা পানে, এ পাল ৪০ পা কলস কলস ৪১ পা, এ কর ৪২ পা নাম ৪৩ ঐ হৃদ ৪৪ পা, এ প্রলঅ ৪৫ পা লোহে ৪৬ এ লোহঘৃত দান কীবা

কুহু কুহু করিঞা[১] কোকিল গীত গাএ   সুগন্ধি শীতল বহে[২] বসন্তের বাএ।
ইথি বিদগধ রাএ করিবে[৩] পআনে   এ গোপী অবলা সমর্পহ পাঁচবাণে।
এতেক বচন জবে বইল গোপীজনে   হাসিঞা প্রবোধে সভা কমললোচনে[৪]।
বাধিকার অসম্মতি[৫] না জাএ কাহ্নাই   জাহ হেন বচন রাধাব[৬] ফুবে নাহি।
জাহ হেন বলিতে পরাণে আতিবণে[৭]   কণ্ঠে হইতে আগু[৮] জাইতে চাহে দুই জনে।
এত বুঝি[৯] সমএ চতুর গোপী[১০]-রাএ   এই আসি বলি[১১] হাঁসি করিল বিদাঅ।
হেথা নন্দ[১২]-আদি করি[১৩] জত পুর[১৪]-জনে[১৫]   রাম কৃষ্ণ আসিতে বোলাএ[১৬] ঘনে ঘনে।
হেন বেলে দুই ভাই করএ মেলানি   মনের উল্লাসে জাত্রা করে শুভ বেলি।
হাসিতে হাসিতে গেলা অক্রুবের[১৭] কাছে   জশোদা-সহিত গোপী আসে পাছে[১৮] পাছে।
হেন কালে সব লোক করে জঅধ্বনি   ত্রিভুবনে বি হেন মঙ্গলরব[১৯] শুনি।
তবে নন্দবানী আসি অক্রুরের[২০] ঠাঞি   অক্রুরের হাথে হাথে দিল[২১] দুই ভাই।
অক্রুর সে হাথে[২২] ধরি তুলিলেক[২৩] মাথে   অধোমুখে[২৪] হাথ দিঞা হাসে গোপীনাথে[২৫]।
নন্দের ঘরণী বোলে শুন পাত্রবব   কৃষ্ণের চরিত্র নহে তোহ্মাতে[২৬] গোচব।
আজনমে শিশু-সনে ভ্রমে বনে বনে   না পটিল না শুনিল নহিল[২৭] গেআনে[২৮]।
ভাললোক-অগ্রেতে বসিতে[২৯] নাহি[৩০] জানে   বচন বলিতে নাহি জানে বাপথানে।
বিনি দণ্ডে একখানি কথা নাহি কহে   আসহিল ইন্দ্রের[৩১] বচন নাহি সহে।
মা বাপের ঠাঞি শোভে পোএর[৩২] ঢামালি   পরের পরাণে কিছু সহিতে না পাবি।
হেন মোর হাপুতের পুত[৩৩] গোপীরাএ   কেন মতে দাণ্ডাইব কংসের সভাএ।
সভাএ দাণ্ডাইব বসিব কেমতে[৩৪]   কি কহিতে[৩৫] কি বলিহে[৩৬] শিশুব চবিতে[৩৭]।
তুহ্মি[৩৮] বড় সাধুজন আসমেব[৩৯] মিত   দআ দেখি জে কিছু ধরমে দেহ[৪০] চিত।
পাএ পাএ সব কাজ শিখাবে আপুনি   হেব মো[৪১] তোহ্মাবে[৪২] দিল বালক দুহ[৪৩]-খানি।

১ এ বলিঞা ২ ক. ক দেখিল- ৩ ঐ করিল ৪ এ মধুর বচানে ৫ পা অসম্মতি ৬ এ -মুখে ৭ পা অতিবণ ৮ পা-এ নাই ৯ পা বলি ১০ এ জদু ১১ ঐ করি ১২ পা -ঘোষ ১৩ পা-এ নাই ১৪ এ শুক ১৫ পা জন ১৬ ঐ বলএ ১৭ পা অতক্রুরেব ১৮ এ তার ১৯ পা সব্দ ২০ ঐ অক্রুর ২১ এ সমর্পে ২২ পা হাথ ২৩ ঐ তুলিক ২৪ পা লাজে মুখ ২৫ এ লাজে কৃষ্ণ চাহে হেঁঠমাথে ২৬ পা তোমাতে ২৭ এ নহে ত ২৮ ঐ সিআনে ২৯ এ দাণ্ডাইতে ৩০ পা না ৩১ ঐ আসবিসে ইন্দ্রে ৩২ পা পুত্রের ৩৩ এ হাপুতিব পুত মোর দুলাল ৩৪ ঐ কোন মতে ৩৫ পা কবি ৩৬ এ কহিবে ৩৭ পা সাধ্বস সাধিতে ৩৮ ঐ তুমি ৩৯ পা বিপদেব ৪০ ঐ কি ববেমে দীবে ৪১ এ হেন মতে ৪২ পা তোমাবে ৪৩ ঐ দুই

ভাল মন্দ জত কিছু[১] সব তোহ্মার[২] দাএ   নহে তিরি-বধ তোহ্মাবে[৩] দিব মাএ।
নিঞাঁ জাহ দুহা[৪] আনি দিবে মোর ঠাঞি   হের মো[৫] তোহ্মারে দিল[৬] বলাই কাহ্নাই।
মোর পুত বলি নহে গোকুলের প্রাণ[৭]   দুখ সুখ সকল[৮] বিপদের[৯] পরিত্রাণ।
হের দেখ বাল বৃদ্ধ জত পুরজনে[১০]   কৃষ্ণের বিহনে[১১] সব তেজিব জীবনে[১২]।
সকল জনের[১৩] সবে[১৪] কৃষ্ণ[১৪] একা[১৫] জীউ   কেমনে ফুরিব মনে[১৬] কৃষ্ণ ছাড়ি দেউ।
এত বলি বাহু মেলি[১৭] জশোদা বাউলী   দুই ভাই[১৮] কোলে করি কান্দে মুখ তুলি।
তবে লোকে আত্মজোগে[১৯] ক্রন্দন সম্বলি   দোহারে ছাড়িঞাঁ দিল জশোদা বাউলী।
তবে রাম কৃষ্ণ জাএ পরণাম করি   নিশ্বাস ছাড়িঞাঁ জাএ মথুরানগরী।
তবে সব গুরুজনে করিঞা বিদাই[২০]   অক্রুর-সহিত রথে চঢে দুই ভাই।
রথে বসি[২১] দুই ভাই[২২] চারিপানে[২৩] চাহে   বিষাদে আখির লোহ ধরণে না জাএ।
দআতে সরস[২৪] চাহে জত[২৫] পুরজনে[২৬]   প্রণঅমধুর চাহে নিজ[২৭] পরিজনে[২৮]।
বিনঅসঙ্কোচে চাহে গুরুজন-পানে[২৯]   পিরিতি-বাৎসল্য[৩০] চাহে[৩১] সব শিশুগণে[৩২]।
ভঅ[৩৩] শোক লাজ দআ[৩৪] আনন্দ মিলিতে[৩৫]   আশে পাশে গোপীমুখ চাহে নন্দসুতে।
হেনমতে কৃষ্ণ জাএ[৩৬] চাহে চারি পাশে   লোহের হিল্লোলে সব বৃন্দাবন ভাসে[৩৭]।
গোপালবিজঅ শুন গোপাল-পআন[৩৮]   জাহা শুনি[৩৯] ভকতের বিদরে[৪০] পরাণ।
কহে কবিশেখর দেখিল[৪১] ভালমতে   প্রিআপ্রিঅ-বিচার[৪২] নাহিক নন্দসুতে ॥[৪৩]

তবে সব গোপী জাএ ভর্ছিঞাঁ অক্রুরে[৪৪]   বিরহসন্তাপ লাজ ভঅ কইল[৪৫] দূরে[৪৬]।
ভালে তুহ্মি[৪৭] পাত্রবর কি বলিব আর   ভাল মন্দ মনুষ্য চিনিতে গেল[৪৮] কাল।

১ পা এ নাই ২ পা তোমার ৩ ঐ তোমারে ৪ পা জায় দোহা ৫ ঐ তবে সে ৬ পা তোমারে দেড়ি ৭ ঐ আন ৮ এ যতেক ৯ পা বিপদ ১০ ঐ সব পরিজন ১১ এ বিরহে ১২ পা জীবন ১৩ এ লোকের ১৪ পা-এ নাই ১৫ পা এক ১৬ এ ধবির প্রাণ ১৭ এ তুলি ১৮ পা তহি ১৯ এ লোক অনুরোধে ২০ পা বিদাঅ ২১ এ, পা চড়ি ২২ এ, ক গ রামকৃষ্ণ ২৩ পা, ক গ দিগে ২৪ পা সব ২৫ এ সব ২৬ পা জন ২৭ এ সব ২৮ পা জন ২৯ এ দয়াএ প্রেমে চাহে সব সখিগনে ৩০ ক খ বৎসল ৩১ পা এ নাই ৩২ পা শিশুরে নেহালে, ক. খ চাহে শিশুপানে ৩৩ এ ভয়ে ৩৪ পা এ নাই ৩৫ পা মানিতে ৩৬ ক. খ তাহে কৃষ্ণ ৩৭ ঐ দআও গোপীর পানে চাহিল হরিষে ৩৮ ক খ °প্রয়ান ৩৯ পা শুনিলে ৪০ ক খ ভকতজন বধিবে ৪১ এ জানিল ৪২ এ °বচন ৪৩ অতঃপর এ পুঁথির অতিরিক্ত, ধনতনয়কুটুম্বব্যাধিদুষ্টগৃহস্থঃ। অতিরতিনিয়মোস্তো নাস্তি মুক্তো বনস্থঃ। গুরুরবসপরকায় কিলশ্চতি ব্রহ্মচারি। হরিচরণবিহারি কেবল ধন্যজন্মা। ৪৪ পা অক্রুর ৪৫ ঐ করি ৪৬ পা দুর ৪৭ পা তুমি ৪৮ এ চিনিব কত

লোক ভাণ্ডিবারে কর কপট আচার তোহ্মা[১] বহি ত্রিভুবনে নাহিক[২] চাণ্ডাল[৩]।
চাণ্ডালেহো[৪] বিনি[৫] হেতু পাতক নাহি[৬] করে তুহ্মি[৭] লাখ লাখ গোপী বধিলে বিফলে[৮]।
এ আরতি মাথাঞা[৯] সাধিলে কোন মানে কি সিদ্ধি সাধিলে নিঞা গোপীর পরাণে।
কত[১০] জনমে[১১] ছিল [১২]গোপীর সনে বাদে[১৩] ভাল হইল সকল শুধিলে পদে পদে।
গোকুলের[১৪] গোধন কী কইলে[১৫] অপকারে তার বধে[১৬] কি আর লভিলে[১৭] জশোভাবে[১৮]।
গোধন না খাব তৃণ[১৯] বৎস নাহি[২০] পিব আহার-বিহনে কেবা[২১] কতক্ষণ জীব।
পুরজন উচিতে[২২] না জীব এতিক্ষণে গোপী হেন নহে কার[২৩] কঠিন জীবনে।
হএ নহে দেখ গিঞা আপনার চক্ষে গোকুলে[২৪] বধিঞা জাহ কত লক্ষে লক্ষে।
ভালই অক্রুর বলি থুইল তোহ্মার[২৫] নামে[২৬] তোহ্মা[২৭] হেন[২৮] ক্রুর[২৯] নাহি দেখি[৩০] কোন ঠামে।
আপনার ছার এক জীবিতের লাগি কেনে বা হইলা তুহ্মি[৩১] কোটিবধ[৩২]-ভাগী[৩৩]।
কোন[৩৪] ছার লোক বোলে অক্রুর সুজন[৩৫] হেন বেলে[৩৬] সমুখে না দেখি সেহো জন[৩৭]।
অসুরের জন[৩৮] হইঞা এ[৩৯] তোর বেভার[৪০] সকল গোকুল একুবেলে[৪১] নাশ ভার[৪২]।
জবে হেন জান লইবে[৪৩] গোকুলের কান আগু[৪৪] কেনে গোপিকার না নিলে পরাণ।
আগু[৪৪] মরি পাছে মরি এহো[৪৫] অল্প[৪৬] কথা সভার হৃদএ সেহ[৪৭] থাকিল বড়[৪৮] বেথা।
এ নব বৃন্দাবন এ নব জৌবন এ নব বসন্তকাল[৪৯] এ লাসলাবন।
তাহে[৫০] নব[৫১] রসিকনাগরগুরু-সঙ্গে না বঞ্চিল কথো[৫২] কাল নানা হাস্য[৫৩] রঙ্গে।
কংসেরে[৫৪] নহিলা[৫৫] মোরে হইলা জমদূতে গোপী মারি কতেক[৫৬] হবে হউক প্রভুত্বে[৫৭]।

১ পা তোমা ২ এ -হেন ৩ পা চণ্ডাল ৪ ক. ক চণ্ডালেহো ৫ পা গোপ ৬ ঐ না ৭ পা তুমি ৮ এ মার কিবা ফলে ৯ ঐ নাসাইঞা ১০ এ -কত ১১ এ জনম, পা রত জনমোঙ্গল ১২ পা-এ নাই ১৩ পা বাদ ১৪ ঐ গকুলের ১৫ পা কইল ১৬ এ ফলে ১৭ এ সাধিলে ১৮ এ জসভার, পা জসপাদ ১৯ এ ঘাস ২০ পা না ২১ পা জীব ২২ ঐ উটলে ২৩ পা তার ২৪ এ গোপিনি ২৫ পা তনুত্তমাগর্ভে জন্ম অক্রুর সে, ক. ক মন্ন সে জন জে অক্রুর থুইলে ২৬ পা, ক. ক নাম ২৭ পা তোমা ২৮ এ সম ২৯ পা অক্রুর ৩০ ঐ না শুনি ৩১ এ তুমি, পা এত ৩২ এ কোটিশত ৩৩ পা লাগি ৩৪ ঐ কোনো ৩৫ পা ভাজন ৩৬ এ বেলায় ৩৭ পয়ারের অংশটি পা-এ অস্পষ্ট ৩৮ এ গন ৩৯ পা এই ৪০ ঐ ভাল ৪১ পা °বারে ৪২ এ না সংহার ৪৩ পা-এ নাই ৪৪ পা আগে ৪৫ এ সেহো ৪৬ পা অস্থা ৪৭ পা-এ নাই ৪৮ পা এক ৪৯ এ ঋতু ৫০ পা-এ নাই ৫১ পা -রস ৫২ ঐ কথোক ৫৩ এ কথা রতি হাস্য সদা ৫৪ ঐ কংসদূত ৫৫ পা নহিল ৫৬ ঐ কত ৫৭ পা প্রসুতে

এখন অক্রুর নিজ নাম জশ রাখ   তোহোর প্রসাদে[১] জীউ গোপী লাখে লাখ।
মোর প্রভু এড়িঞা জাহ[২] নন্দ-আদি লঞা   অনাথী গোপীরে[৩] কিন গলে[৪] দড়ি দিঞা।
জদি বোল নাহি শুন বিনঅ-বেভারে[৫]   কাহার প্রাণে নিব কৃষ্ণ দেখিউ তাহারে[৬]।
রথচাকা-তলে[৭] গোপী রহিবে[৮] পড়িঞা   কে চালাবে চালাউ রথ[৯] গোপীরে মারিঞা[১০]।
এত বলি সব[১১] গোপী জাএ আতি[১২]-রাগে   তা দেখি[১৩] করুণামঅ নিষধে[১৪] কর-আগে[১৫]
হের শুন রাধা-আদি প্রাণের[১৬] বল্লভা   আহ্মি[১৭] কত দিনকে জাইএ[১৮] কংসসভা।
দিবসকে[১৯] লাগি[২০] কাহে[২১] কর অমঙ্গলে   হাসিঞা[২২] বিদাঅ দেহ আইসোঁ[২৩] কুশলে[২৪]।
এত শুনি গোপী সব স্বর বান্ধি[২৫] কান্দে   পরাণ ফুটিতে[২৬] চাহে[২৭] বুক নাহি বান্ধে।
তখনে রসিকগুরু ছিন্দি বনমালা   একে একে ফুল দিঞা তুষি[২৮] ব্রজবালা।
রস বুঝি পাত্র[২৯] জবে[৩০] চালাইল[৩১] রথে   তখন রাধিকা কিছু কহে পথে পথে[৩২]।
আহ্মা[৩৩] ছাড়ি কোথা জাহ প্রাণের কাহ্নাই   অনাথী[৩৪] রাধিকা[৩৫] রহিব কার[৩৬] ঠাঞি[৩৭]।
তোহ্মা[৩৮] লাগি ঘর পর কিছু না দেখিল[৩৯]   তুহ্মি[৪০] জে এমত[৪১] এত দিবসে[৪২] জানিল।
তোহ্মা[৪৩] লাগি এ দিকে ছাড়িল সব জনে[৪৪]   তুহ্মিহো[৪৫] ছাড়িবে জদি বঞ্চিব কেমনে[৪৬]।
দেখিতে নিমিষ জাহে বিঘ্ন হেন মানে[৪৭]   বিরহের ডরে জেবা না লঅ চন্দনে।
সে জনা কেমনে জীব[৪৮] দুর পরবাসে   কেনে ছার জীউ ধরি[৪৯] দরশন-আশে।[৫০]
বিরহের মাঝে পেল্যা গেলা চক্রপাণি   তোহ্মা[৫১] না দেখিলে কি হবে একোই না জানি।
এত বলি রাধা[৫২] জবে জাঅ কথো দুরে   তখন হাসিঞা কহে নাগরশেখরে।

১ এ তোর পরসাদে ২ পা জায় ৩ ঐ অনাথ গোপিনি ৪ এ কানে ৫ পা বিনয় সঙ্কোচে জবে নাহি শুন বোলে, এ বিনয়বেভারে জদি বোল নাছি সুন ৬ এ দেখি কার প্রাণে লঞা জাইবেক কাহ্ন ৭ ক.গ রথের চাকাতে ৮ পা রহিল ৯ ঐ জাবে সে জাউ রথে ১০ ক.গ গোপিনি বধিয়া ১১ এ জদি ১২ পা অম্নু ১৩ এ, ক.গ তখন ১৪ ক.গ ডাকে ১৫ পা কানুরে বড় দয়া লাগে ১৬ ক.গ পরম ১৭ পা আমি ১৮ এ জাইছি, ক.গ জাইব ১৯ ক.ক, ক.গ দিনেক, এ এক দিন ২০ ক.গ লাগীয়া ২১ এ, ক.ক, ক.গ কেনে ২২ পা হরসিঞা, ক.গ হাসিয়া ২৩ ক.গ বিদাই কর আসিএ ২৪ এ আসিব সকলে ২৫ পা সর বন্দে ২৬ ক.গ ফাটিতে ২৭ পা তা দেখি রসিক কানু ২৮ এ তোষে ২৯ পা পাত্রবর, এ জবে পাত্র ৩০ পা-এ নাই ৩১ ক.ক চালাইল ৩২ পা প্রাননাথে ৩৩ পা আমা ৩৪ ঐ অনাথিনি ৩৫ এ গোপিকা সব ৩৬ এ কোন ৩৭ ক.গ তোমা লাগী ঘর সকল হারাই ৩৮ পা তোমা ৩৯ ক.গ ইকুল উকুল দুই কুলে হারাইল ৪০ পা তুমি ৪১ এ এমন ৪২ পা হবে তাহা না ৪৩ ঐ তোমা ৪৪ পা সজনে ৪৫ এ তুমি যে, পা তুমিহো ৪৬ এ আমি জিব কোন বনে ৪৭ ঐ না দেখিলে নিমেষ কল্প করি মানি, ক.গ মানি ৪৮ এ জাব ৪৯ ঐ প্রাণ আছে ৫০ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৫১ ক.গ তোমা ৫২ পা গোপি

আর কত দুর প্রিআ আইস আগুসরি[১] দুনিকে[২] অধিক গাও[৩] রৌদ্রে জাএ ঝরি[৪] ।
এত শুনি রাধা কহে অভিমানখানি[৫] কত আর[৬] দআ[৭] দরিশাহ[৮] চক্রপাণি ।
অনুসার রৌদ্রে জদি[৯] এত দুখ মান নেউটহ[১০] বিরহ-আনল নাহি জান[১১] ।
রবির[১২] কিরণ জার না সহে শরীরে তারে[১৩] কি পেলিঞা জাহ বিরহ-আনলে ।
এত শুনি নিশ্বাস[১৪] ছাড়িঞা কৃষ্ণ জাএ সব পুরজন মেলি গোপীরে রহাএ ।[১৫]
তবে সব গোপী মেলি কান্দে উচ্চস্বরে জাহার[১৬] ক্রন্দন শুনি পৃথবি বিদরে ।
একে একে গুরুজনের[১৭] পড়হুঁ চরণে সভে মেলি রাখ মোর জীবের[১৮] জীবনে ।
কতি গেলা বন্ধু[১৯]-বান্ধব বাপ মাওঁ হেন কেহো নাহি প্রভু বোধাঞা রোহাঅ[২০] ।
দারুণ অক্রুর-সনে কত বাদ ছিল পাএ পাএ একে একে সকল শোধিল[২১] ।
অকাল[২২] বজর[২৩] পড়ুক অক্রুরের মাথে কি লাগি পবন[২৪]-বেগে চালাইল রথে ।[২৫]
আপন আখির লোহ সেহ হইল বৈরী নিমিষ না রহে কৃষ্ণ দেখি[২৬] আখি ভরি ।
হের দেখ নেউটি পালটি[২৭] প্রভু চাহে তাহে অন্তঃ[২৮]-পট হেন আবরে[২৯] ধুলাএ ।
জত প্রভু হাতসানে জাইতে বোলে[৩০] ধীরে[৩১] ততেক পবনবেগে চালাএ[৩২] অক্রুরে ।
হেন বুঝি প্রভুর রথের ধুলা[৩৩]-ছলে[৩৪] গোপীর[৩৫] মন[৩৬] জাএ[৩৭] বিরহের জালে ।
চাণ্ডাল অক্রুর প্রাণনাথ লঞা জাএ নিলজ নিঠুর প্রাণ কেনে না গোঙাএ[৩৮] ।
জে মোর গোপীর আশ করিল নিরাশে আবশি ফলিব তার[৩৯] ছ-মাস ছ-দিসে ।
এতেক বিলাপ করি চাহে গোপী ঠাঠে[৪০] কাঠের পোতলি জেন রহে[৪১] এক দিঠে ।
জবে সে রথের ধ্বজ দেখিতে না পাএ[৪২] গ্রীবা পদ তুলি গোপী ঠাঞি ঠাঞি চাহে[৪৩] ।
সাত পাঁচ গোপী মেলি এক গোপী তোলে সে গোপী দেখিঞা[৪৪] সব ডাকি[৪৫]
ডাকি বোলে ।

১ পা অনুসারে ২ পা দুনির, এ দুনুকি ৩ এ, ক. গ তনু, পা গায়ো ৪ পা জানি গলে ৫ ঐ অনুমান বানি ৬ এ আর কত ৭ পা দআদর ৮ ঐ সহে ৯ পা জবে ১০ এ নেউটিতে, ক. গ নেউটতে ১১ ক. গ মান ১২ পা রৌদ্রের ১৩ পা তারি, এ তার ১৪ পা শ্বাষ ১৫ অতঃপর ক গ পুথিতে অন্য প্রসঙ্গ ও কয়েকটি ছত্রের পরেই পুঁথিটির শেষ ১৬ এ তাহার ১৭ ঐ পুরজনের, পা গুরুজন ১৮ পা জিবনের ১৯ এ বন্ধুরে ২০ এ ধরিঞা রহাএ ২১ এ সুধিল ২২ এ কাল ২৩ পা বজ্রর ২৪ ঐ পরান ২৫ পরবর্তী ছত্রদ্বয় পা-এ নাই ২৬ এ প্রভু দেখি, ক. ক অদেখি ২৭ ক. ক উলটি ২ ২৮ এ অশ্রু- ২৯ ক. ক লাগিল ৩০ ঐ চাহে ৩১ এ ধির, পা ধিরে ২ জাইতে বোলে ৩২ ক. ক পাপিষ্ঠ, পা চালাএ রথ দারুন ৩৩ এ ধুলি ৩৪ পা চলে ৩৫ ক. ক গোকুলের ৩৬ পা গোকুল্লের রমন ৩৭ এ চাহে ৩৮ এ বাহিরায়, পা গোড়াএ ৩৯ পা তাহে ৪০ ক. ক বারে ৪১ এ চাহে ৪২ এ পাই ৪৩ ক. ক বলে ঠাই ঠাই ৪৪ পা দেখাএ, এ দেখিলি ৪৫ এ বলিঞা আর গোপি

জবে সে রথের ধ্বজ[১] দেখিতে না পাই[২]   মূর্ছিতা হইঞাঁ[৩] গোপী পড়ে সেই ঠাই।
বাহির বলাআ খসি পড়ে ভূমিতলে[৪]   সে হেন দুল্লভ দেহ ধূলাএ ধূসরে[৫]।
প্রিঅনাম[৬] বলিঞাঁ গোপী কান্দে[৭] উভরাএ[৮]   সে কালে আকাল বান বহে[৯] জমুনাএ।
হা হা গোপনারীর[১০] সে লাসলাবনি[১১]   ক্ষেণেকে কি হঞাঁ গেল হেনক্রি[১২] না জানি।
পরাণ ছাড়িলে জেন দেহ[১৩] কিছু নহে   কাহ্নাই ছাড়িলে তেন গোপী পড়ি রহে[১৪]।
এক গোপী কৃষ্ণ বলি ডাকিল বিষাদে   তাহা শুনি সব গোপী উঠিলা[১৫] আমোদে[১৬]।
হাতাশ[১৭] হইঞাঁ করে মনে আসোআথে[১৮]   কথা[১৯] কৃষ্ণ বলি গোপী
চাহে চারি ভিতে[২০]।
পরিজন সভারে প্রবোধিঞাঁ আনি[২১]   নিশ্বাস ছাড়িঞা গোপী জে কিছু বাখানি[২২]।
সেই জে জমুনা সেই জমুনার তীর   সেই ত বৃন্দাবনপুরী সেই ত আহীর।
সেই ধেনু সেই বৎস সেই রাখোআল   সেই সব গোপীজন সেই বসন্তকাল।[২৩]
সেই বৃন্দাবন আহ্মা[২৪] সভার কপাল   কেনে নিরদঅ হইলা মদনগোপাল।
সেই সব কেলি দেখি[২৫] আনই[২৬] না জানি   অক্রুরের বুকে থাউ[২৭] সে[২৮]
কালসাপিনী।
এত বলি সব গোপী জাএ বৃন্দাবনে   হাহাকার করি জাএ[২৯] জার[৩০] জেই স্থানে[৩১]।[৩২]
পরিজন ধরিঞা[৩৩] জশোদা নিল ঘরে   ক্রন্দনে ভাসিঞাঁ গেল[৩৪] গোকুলনগরে।
গোপালবিজঅ[৩৫] শুন কৃষ্ণের পআন   জা শুনিলে ভকতের বিদরে[৩৬] পরাণ।
কহে কবিশেখর জানিল এত দিনে   নন্দের নন্দন ভালে কেহো নাহি চিনে[৩৭] ॥[৩৮]

১ পা ধুলা ২ ঐ পাঅ ৩ পা পড়িলা ৪ এ কাটি ভূমিতে পেলায় ৫ ঐ বসন না সম্বরে গোপি এ মহি লোটায় ৬ পা প্রণাম ৭ এ ডাকে ৮ পা উচ্চরাএ ৯ ক. ক পড়ে ১০ পা গোপনারি ১১ এ গোপিনাগরির নাগর সিরোমনি, পা লাস নাশন লাবণ্য ১২ ক. ক কহিতে ১৩ এ শরীর ১৪ পা কিছু নহে ১৫ পা উঠেলা ১৬ এ আনন্দে ১৭ পা হাহাতাশ ১৮ পা গোপি ছাড়িল নিশ্বাসে ১৯ ঐ কোথা ২০ পা পাসে ২১ এ আনে ২২ ঐ ক্রন্দন সম্বরে গোপি সদা কৃষ্ণ মনে ২৩ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ২৪ এ আমা ২৫ পা-এ নাই ২৬ এ কেনে হেনই; ক. ক, ক. খ কেন দেখি কহিতে ২৭ পা থাউক ২৮ এ, ক. ক এ, পা-এ নাই ২৯ ক. ক হাহা করি লোক সব, ক. খ লোক ৩০ ক. ক জাএ, পা গোপি ৩১ পা, ক. ক জথাস্থানে ৩২ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ৩৩ এ তুলিঞা ৩৪ ক. ক কান্দি ভাসাইল সব ৩৫ ক. ক শ্রী- ৩৬ এ ভকতজন না ধরে, ক. ক না রহে ৩৭ এ জানে ৩৮ অতঃপর এ-পুঁথির অতিরিক্ত, ধনতনয়কুটুম্ববাধি দুঃগৃহস্তঃ অভিবতি নিয়মোস্থো নাস্তি সুস্তোবনস্থঃ ॥ গুরুবস পরকায় কিলশ্চেতি ব্রহ্মোচারি। হরিচরন বিহারি কেবল ধন্যজন্মা। ইতি গোপিবিলাপ ॥

॥ ভাঠ্যালি[১] ॥

এথা নন্দ-আদি জত মণ্ডল[২]-সমাঝে   আগু[৩] কথো দুরে আছে কৃষ্ণের[৪] বেআজ্ঞে।
তার পাছে জাএ কৃষ্ণ অক্রুর-সহিতে[৫]   ইন্দ্র-পরিচ্ছেদে জাএ গোআলা[৬] চৌভিতে[৭]।[৮]
ধৈরজ-সমুদ্র কৃষ্ণ[৯] সরস বাহিরে   গোপীর বিরহানলে[১০] পোড়এ অন্তরে।
নানা হ স[১১]-পরিহাসে জাএ জদু[১২]-বীরে   আচম্বিতে উত্তরিলা জমুনার তীরে।
সুর্য[১৩] দেখিঞাঁ সে[১৪] অক্রুর[১৫] মহাজন   সন্ধ্যা[১৬] করিবারে আজ্ঞা মাগিল তখন।
হাসিঞাঁ সে[১৭] রাম কৃষ্ণ দিল আনুমতি[১৮]   রথে হইতে নাম্বিলা তবে অক্রুর[১৯] মহামতি।
স্নান[২০] করিবার জবে[২১] ডুব দিল জলে   সেই রাম কৃষ্ণ দেখে জলের ভিতরে।
সম্ভ্রমে অক্রুর উঠি চাহে[২২] চারি পানে   বলভদ্র-সহিতে রঙ্গে দেখিল[২৩] গে পালে[২৪]।
তা দেখিঞাঁ[২৫] পুন ডুব[২৬] দিল[২৭] মহাজনে[২৮]   অনন্তশজ্যাঅ[২৯] দেখে[৩০] লক্ষ্মী নারাঅণে।
তা দেখি অনেক স্তুতি কৈল[৩১] পুটাঞ্জলি   আপনারে কৃতকৃত্য বাসিলা[৩২] সে বেলি।
অনুমানে জানিল[৩৩] সে পাত্র মহাশএ   নিজরূপে প্রভু মোর ভাণ্ডিল[৩৪] সংশএ।
এতেক[৩৫] উল্লাসে উঠে অক্রুর সুমতি[৩৬]   হাসিঞাঁ তাহারে কিছু[৩৭] পুছে লক্ষ্মীপতি।
এতক্ষণে জলে পশি আছ কিবা সুখে   জলে হইতে কেনে বা উঠিলে[৩৮] হাস্যমুখে।
অকপটে[৩৯] সকল কহিবে মোর ঠাঞি   ভাল মন্দ কথা না বঞ্চিবে[৪০] সঙ্গী[৪১] ভাই।
কৃষ্ণের[৪২] শুনিঞাঁ[৪৩] এতেক[৪৪] বচন[৪৪] চাতুরী   আনন্দসাগরে পাত্র ভ্রমএ সাঁতরি।
আনন্দ-অশ্রুপুলকে পুরিল সব গাঅ   জে কিছু বলিতে চাএ[৪৫] মুখে না বহিরাঅ।

১ ক.ক ধানসি রাগ, পা -রাগ, এ সারঙ্গ রাগ ২ ক.খ মণ্ডলী ৩ পা আগে ৪ ক.ক ৫ ক.খ অক্রুরের সাথে ৬ পা জার জোগান, ক.ক যোগান, এ পরিছদে জান জোগান ৭ পা চৌবিতে ৮ পরবর্তী ছত্রদ্বয় পা-এ নাই ৯ ক.ক ধৈরস শ্রীকৃষ্ণ ১০ ক.খ বিরহে গোপী ১১ ক.ক রস ১২ ঐ দুই ১৩ পা ষের্য্য ১৪ এ মধ্যাহ্ন সময় দেখি ১৫ পা অক্রু ১৬ এ স্নান ১৭ ঐ ত ১৮ পা অনুমতি ১৯ ঐ নাম্বি স্নান করে ২০ পা সন্ধ্যা ২১ এ জদি, পা তবে ২২ পা উঠেঞা পাত্র দেখে ২৩ ক.ক চলিলা ২৪ এ সঙ্গে তবে হাসিল গদাধরে ২৫ পা -জলমাঝে ২৬ ঐ ডুবে ২৭ ক.ক পুনরপি ডুবিল, পা-এ নাই ২৮ পা মহাজন ২৯ ঐ অন্তশজ্যাএ ৩০ এ দেখিল ৩১ পা দেখিঞাঁ আনন্দ পাত্র করে ৩২ ঐ অনাস কৃতকৃত বাসিঞাঁলা ৩৩ পা জানি ৩৪ এ মাগিল ৩৫ ঐ অনেক ৩৬ এ সুকৃতি ৩৭ পা-এ নাই ৩৮ পা উঠেলে ৩৯ ক.ক নিকটে ৪০ ক.ক বঞ্চি ৪১ পা সঙ্গ ৪২ ঐ কৃষ্ণে ৪৩ পা -বচন ৪৪ পা-এ নাই ৪৫ পা চাহ

হেঁঠমুখে[১] হাসিঞাঁ রহিলা[২] পাত্রবরে[৩]   তা দেখি হাসিঞাঁ পড়ে রাম দামোদরে।
তবে জথামত[৪] করিঞাঁ সন্ধ্যা[৫]-বিধি   তীরে উঠি[৬] বন্দে রাম কৃষ্ণ[৭] গুণনিধি[৮]।
প্রদক্ষিণ করিঞাঁ উঠে নিজ রথে   নানা রসকথাএ চলিলা রাজপথে।
ওঁথা রাম কৃষ্ণের বিলম্ব দেখি[৯] নন্দে   মথুরানিকটে রহে পরম আনন্দে[১০]।
জবে কৃষ্ণ উত্তরিলা বাপের নিকটে   নন্দ পাঠাইঞাঁ দোহে বসিলা কপটে।[১১]
স্নান করিবার ছলে[১২] রহিলা সেই ঠাই   নন্দ সঙ্গে লঞাঁ সে অক্রুর আগু[১৩] জাই।
জজ্ঞশালা-নিকটে সভারে দিল বাসা   তবে মহাপাত্র কইল[১৪] রাজার[১৫] সম্ভাষা।
একে একে সকল কহিল আন্ত্যো[১৬]-পান্তে   তা শুনি রাজার আনন্দ নাহি অন্তে।
পাত্র বলে রাম কৃষ্ণ আসিব[১৭] সব পাছে   নন্দ-আদি সভে[১৮] উত্তরিলা গ্রাম-কাছে।
বেলা-অবসান দেখি সভেঁ কইল বাসা   প্রভাতে তোহ্মার[১৯] ঠাঞি[২০] করিব সম্ভাষা।
এত বলি[২১] পাত্র গেলা[২২] রামকৃষ্ণ-ঠাঞে[২৩]   এথা সব সাবধানে রহে কংসরাএ।
ওঁথা রাম দামোদর পথ-পরিআসে।   রাজসরোবর-ঘাটে বসিলা আলিসে।
তথা এক রাজধোবা রাজবস্ত্র ধোএ   তা দেখিঞাঁ গোপালের লোভে মন মোহে।
কৌতুকে ডাকাঞাঁ ধোবা[২৪] আনাইল পাশে   কহিল বচন দুই হাসপরিহাসে।
হের বলি রজক মোর বোল[২৫] শুন   পরিতে[২৬] বসন দেহ নেহ জশ পুণ্য।
তোর পরসাদে করি রাজ-দরশন[২৭]   পাছে কালি দিব নিঞাঁ তোহ্মার[২৮] বসন।
আর বা কিছু ধন দিমু[২৯] তোহ্মার[২৮] সঙ্গে   জেন আহ্মা[৩০] ঠাকুর সোঙহ[৩১] পরসঙ্গে
কৃষ্ণের বচন শুনি রুষিলা রজকে   তাই বুলি গালি দিল জেই আইল মুখে।
গোআলা-ছাআল আর জনম রাখালে   বনে গরু চরাইঞা গেল সব কালে[৩২]।
না পড়িলে না শুনিলে বইস[৩৩] বন-মাঝে   কোন কালে নাহি বস মানুষের মাঝে[৩৪]।
ঢঙ্গ-বৃত্তি[৩৫] বুল রাজ-নীত নাহি জান   গোপপুরী হেন কংসপুরী অনুমান।
জীব বা মরিব[৩৬] হেন[৩৭] মনে নাহি কর   ইহাকে বলিএ গোপ[৩৮] কংসের নগর।

১ ক.ক °মাথে ২ ঐ উঠিলা ৩ পা °বর ৪ ঐ °সকতি ৫ পা সান্ধ্যো ৬ ঐ সে উঠেঞাঁ ৭ পা রামো দামেরে ৮ পা-এ নাই ৯ পা করি ১০ ঐ সানন্দে ১১ অতঃপর পা-এর অতিরিক্ত, স্নান করিবার ছলে রহিল কপটে ১২ ক.ক স্নান ছলে রামকৃষ্ণ ১৩ পা আগে ১৪ ঐ মহা ম[াত্র] কই ১৫ পা রাজ ১৬ ঐ আন্তে ১৭ পা আসে ১৮ পা-এ নাই ১৯ পা প্রভাতেয়ে তোমার ২০ ক.ক পাত্র ২১ পা এতেক বলিঞা ২২ ক.ক জায় ২৩ ঐ ঠাই ২৪ ক.ক ডাকিঞা তারে ২৫ ঐ বচন ২৬ পা পরেতে ২৭ ঐ দর্বন ২৮ পা তোমার ২৯ ক.ক পাঠাইব ৩০ পা আমা ৩১ পা স্মরহ, ক.ক সোঙব ৩২ পা কাল ৩৩ ক.ক থাক ৩৪ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৩৫ পা বৃর্ত্তে ৩৬ ঐ ম[রিব] ৩৭ ক.ক ইহা ৩৮ পা-এ নাই

নীচ হইঞাঁ উচ্চ কাজ ভাল[১] নাহি ফলে   পিপীড়াকে পাখ উঠে মরিবার[২] তরে।
জে কংসরাজার ভএ অষ্ট লোকপালে[৩]   সেবক হইঞাঁ খাটে রাজপাট[৪]-তলে[৫]।
জে কংস দেব দানবে দেখিতে না পাএ   তার[৬] অঙ্গের[৭] বস্ত্র দিতে চাহ গাএ।
গোআলা-ছাত্তাআল হইঞাঁ এতেক ইতরে   এ বোল[৮] ফলিব আজিকালি-ভিতরে।
ভালে জেই[৯] বোল শুনি সেই বোল হএ   তোর মৰ্ম্ম[১০] জানিঞাঁছে কংস মহাশএ।
জখন রাখসি[১১] ধেনু জমুনার বনে[১২]   তখন করিহ বেশ কাজ-অনুমানে[১৩]।
শিরে শিখি-পুছ বান্ধ মুকুটের সাধে   পাঁগ-অনুরাগে[১৪] নানা ছান্দ[১৫] দড়ি বান্ধে[১৬]।
রতন-অভাবে[১৭] পরে কুঞ্চিচের[১৮] হার   বনে নানা[১৯] ফুল তুলি গাঁথ নানা মাল[২০]।
চন্দন[২১]-অভাবে গাএ মাখ রাঙ্গাধুলি   ডোমখোলা[২২] হেন বাঁশী বাহ[২৩] কুলি কুলি[২৪]।
ইবে নন্দ-সঙ্গে আসি দেখিলে নগরে[২৫]   বক জেন[২৬] উত্তরিলা মানসরোবরে।
অদৃষ্ট অপূর্ব[২৭] বস্তু দেখিলে[২৮] না পাই   রঙ্কের পুত্রের মুখে তাম্বুল[২৯] না খাই।
ভাল হইল জে বলিলে সহিল নন্দ-লাজে   আর কেহো শুনিলে করিথ[৩০] ভাল কাজে।
আপনা চিনিঞাঁ জাহ গোআল-ছাআলে   হাসিতে হাসিতে জাবে জমের দুআরে।
ধোবার এ বোল শুনি হাসে চক্রপাণি   তা দেখিঞাঁ বলভদ্র রুষিলা আপুনি।
কোন বা কৌতুক কর কোন কর[৩১] রঙ্গ   নীচের সহিঞাঁ কত সাধ[৩২] জশ ধৰ্ম্ম।
জে বোল কংসের বাপ বলিতে না পারে   সমুখে সে বোল তোহে[৩৩] বৈলা[৩৪] কোঁন ছারে।
ইহার উচিত ফল না কর বিফল   প্রাণের বৈরী কংস সোহো পাপ ছল[৩৫]।
এতেক বিচারি ধোবা মাইল সেই ঠাই   সব বস্ত্র আলাইল[৩৬] সুন্দর কাহ্নাই।
বাছিঞাঁ সে নীল বস্ত্র দিল বলরামে   আপনে পরিল জে আপনা[৩৭] মনোরমে[৩৮]।
আর জত বস্ত্র ছিল[৩৯] দিল পরিজনে[৪০]   বাছিঞাঁ[৪১] পরিল সৰ্ব্বে আপনার মনে।
নীল বস্ত্রে নীলাম্বর[৪২] দেখিতে সুছান্দে[৪৩]   কলঙ্কে শোভিত জেন পূর্ণিমার চাঁন্দে।

১ পা ভাল কাজ ২ ঐ মরিবা ৩ পা লোএ কাপে ৪ পা-এ নাই ৫ পা পদতলে ৬ ঐ -বস্ত্র ৭ ক.ক সু- ৮ ক.ক তার ৯ পা ত- ১০ ঐ মন্ম ১১ ক.ক রাখহ ১২ পা তিরে ১৩ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ১৪ ক.ক "মানে ১৫ ক.খ ছান্দে, পা চান্দ ১৬ পা-এ নাই ১৭ পা অভাবের ১৮ ঐ কাচের ১৯ পা না ২০ ঐ মলা ২১ পা চন্দ[ন] ২২ ক.ক অবোধের ২৩ ঐ জাএ ২৪ ক.ক কুলি কি ২৫ পা নগরি ২৬ ঐ জে ২৭ পা অপু ২৮ ক.ক দেখিতে ২৯ পা কপুর- ৩০ পা করিব ৩১ ঐ -বা ৩২ ক.ক কিবা কর ৩৩ ঐ সে তোমারে হেন বলে ৩৪ পা বোলে ৩৫ ক.ক বল ৩৬ পা আনাইল ৩৭ ঐ আপন ৩৮ ক.ক মনোহরে ৩৯ পা-এ নাই ৪০ পা পুরজনে ৪১ ঐ বাছিঞা২ ৪২ পা নিলম্বর ৪৩ ক.ক বলরামে দেখএ অন্ন

পীত বসনে ভাল শোভে ত[১] শ্রীহরি   অরুণ কিরণে জেন দেখি[২] নীলগিরি।
হেনমতে নানা রঙ্গে চলে দুই ভাই   আচম্বিতে মালাকার দেখিল তথাই[৩]।
দেবের দুল্লভ ফুলে[৪] সাঁজিঞাঁ পসারে   নানা[৫] মালা গাথে রাজা[৬] জোগান দিবারে।
তবে তারে[৭] হাসিঞাঁ পুছিল[৮] বনমালী   কার লাগি[৯] মালা গাথ কার তুমি মালী।
এত শুনি দাণ্ডাইল চতুর[১০] মালাকারে   প্রণাম করিঞাঁ কহে গদগদস্বরে[১১]।[১২]
আহ্মি[১৩] জার মালী জার লাগি গাঁথি মালে   সে সব সফল জার হইল এত কালে।
ভাল হইল বিধি মোরে কৈল মালাকারে[১৪]   চাহিতে না পাই জাহা মেলিল দুআরে।
হের মো সমুখে তব[১৫] ধরো ফুলডালি   বাছিঞাঁ বাছিঞাঁ মালা পর বনমালী।
তবে নানা মালাএ সাজিঞাঁ বলরামে   আপনে পরিল জে আপন মনোরমে।
সে সুন্দর মালা শোভে প্রভু-গলে   শ্বেত পীত দেখি জেন নব জলধরে।
তাহা দেখি মালাকার অধিক উল্লাসে   আপনাকে আপুনি কি হেন জানি[১৬] বাসে।
হের দেখ জাহার[১৭] প্রতিমা সজ্জ করি   পারিজাতী মালা পুজে স্বর্গ-অধিকারী[১৮]।
সে হরি আপনে আসি মালাকার-ঘরে[১৯]   হাথ পাতি ফুল মাগি পরে বারে বারে।
এতেকে জানিল কৃষ্ণ পিরিতে সে পাই   আর সব পরকারে দিঞাঁ মেন ছাই।
তবে কৃষ্ণ হাসিঞাঁ মালীরে দিল বর   ইহলোকে লক্ষী না ছাড়িব[২০] তোর ঘর।
পরলোকে আহ্মারে[২১] পাইবে[২২] মালাকার   এত বলি চলি জাএ[২৩] নন্দের কুমার।
আর কথো দুরে দেখি কুব্‌জা এক নারী   তাহা দেখি হাসি কেহো[২৪] ধরিতে না পারি।
তিন ঠাঞি বাকা কুজে[২৫] দেখিতে কুঠান   জার নাম শুনি শিশু না ধরে পরাণ।
তবে কৃষ্ণ সভাকার[২৬] হাস্য নিবারিঞাঁ   দুই ভাই হাথাহাথি উত্তরিলাসিঞাঁ[২৭]।
রাম কৃষ্ণ দেখি[২৮] কুজি আনন্দে-পাথারে   সর্বাঙ্গ ভাসিঞাঁ গেলা[২৯] নঅনবিকারে[৩০]।
ক্ষেণেক সম্বিত পাঞাঁ হাথে লোহ পোছে   গদগদ[৩১]-স্বরে সে[৩২] কানুরে কিছু পুছে।
ত্রিবঙ্ক আমার নাম রাজার জোগানী   দেবে দুল্লভ গন্ধ জোগাই[৩৩] আপুনি।
এ হেন দুল্লভ গন্ধ এই স[৩৪] গাএ সাজে   জবে বল গন্ধ দিএ থাঞাঁ ভঅ লাজে।

১ ক. ক অতি সোভিত ২ পা সোভে ৩ ঐ দেখি এক ঠাই ৪ পা গন্ধ ৫ ঐ -বিধি ৬ পা-এ নাই ৭ পা তা দেখিঞাঁ ৮ ঐ কহিল ৯ পা তরে ১০ ঐ তবে নানা মালাএ সাজিঞাঁ ১১ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ১২ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ১৩ ক. ক আমি ১৪ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ১৫ পা ধরি ১৬ পা-এ নাই ১৭ পা রাজার ১৮ ঐ বিধরি ১৯ ক. ক দুআরে ২০ ঐ ছাড়ে ২১ পা আমারে ২২ ঐ পাবে ২৩ পা চলিলা ২৪ ক. ক তা দেখিঞা হাসি ২৫ পা সে ২৬ পা সে কৃষ্ণ সভার ২৭ ক. ক উত্তরিলা গিঞা ২৮ পা-এ নাই ২৯ পা গেল ৩০ ক. ক নাহি ধরে কারে ৩১ পা নাদ ৩২ পা-এ নাই ৩৩ ক. ক যোগাএ ৩৪ ক. ক এসি

কুজীর এ বোল শুনি দেব দআনিধি   পাতিঞাঁ আপন গাএ লএ জথাবিধি।
ললাটে[১] চন্দনরেখা চান্দ-কলা জিনি   তার মাঝে ফাগু-বিন্দু জেন দিনমণি।
কর্পূরচন্দন-পঙ্ক[২] লেপিত শরীরে[৩]   চান্দের কিরণ জেন[৪] নব জলধরে[৫]।
চন্দনের মাঝে মাঝে কস্তুরীর বিন্দু[৬]   ধবল গগনে[৭] জেন উএ[৮] নীল ইন্দু।
হেনমতে নানা গন্ধে সাজিঞা কহ্নাই   জাহার উপমা দিতে ত্রিভুবনে নাঞি[৯]।
হের দেখ লক্ষ্মীর দুল্লভ কলেবরে   পিরিতে কুবজী নারী পরশিল করে[১০]।
কুবজীর পিরিতে বিকল লক্ষ্মীপতি[১১]   কুজ উজু[১২] করিবারে করিল শকতি।
এক হাথে কুবুজ ধরিল শ্রীহরি   আর হাথে চিবুক ধরিল উভ করি।
দক্ষিণ আঁঠুর ঠেকনা দিল[১৩] বুকে   এক সঙ্গে উজু[১৪] করিল তিন বক্কে[১৫]।
কোজির[১৬] সে[১৭] মাধুরী আছিল কোন ঠাই   ইন্দ্রবিদ্যাধরী জাথে[১৮] দেখিতে[১৯] লাজাই।
রূপে গুণে ভূমি[২০] পরশিতে ঘৃণা করে   লাস-বেশ দেখিঞা মুনির মন হরে।
কি কহিব গোপীনাথের[২১] পরম[২২] মহিমা   সে হেন কুবজী হএ[২৩] সুন্দরীর সীমা।
জেনখ[২৪] পরশমণি পরশের গুণে   লোহাএ সুবর্ণ হএ কে জানে কারণে[২৫]।
হেন কাম-পরশপাথর[২৬] শ্রীহরি   জাহার[২৭] পরশে কুজী হইল বিদ্যাধরী।
পরশে বাঢ়িল কাম হইল অচেতনে   লাজ ভঅ ছাড়ি ধরে কৃষ্ণের চরণে[২৮]।
কথা[২৯] জাহ প্রাণনাথ আম্মাকে[৩০] এড়িঞা   এ নারী না[৩১] জীব[৩২] কাম-
আনলে[৩৩] পুড়িঞা।
হাসিঞা কটাক্ষে চাহ দেহ আলিঙ্গনে   সর্বাঙ্গ অমৃতে সিচ মধুর[৩৪] বচনে।
এ কামসাগরে পার করহ আম্মারে[৩৫]   তোম্মা[৩৬] বহি আর কেহো নাহি প্রতিকারে।
শুনিঞা সে কামীর এতেক কাকুতি[৩৭]   লাজ ভএ আনন্দে বিকল[৩৮] লক্ষ্মীপতি[৩৯]।
তখনে কাহ্নাই কহে মুচুকি হাসিঞা   আখি ঠারে[৪০] কুএজীরে[৪১] ভাই দেখাইঞা।
লাজ ভএ গোপীনাথ মাথা নাহি তোলে[৪২] অধরে মিলাঞা[৪৩] বোল[৪৪] জেবা কিছু বলে[৪৫]।

১ পা ললাটে ২ ক.ক পঙ্কে ৩ ঐ সর্বাঙ্গে ৪ পা জিনি ৫ ক ক জলধর সঙ্গে ৬ পা কস্তু বিন্দু ২ ৭ ক.ক গগনেহ ৮ পা উই ৯ ঐ নাহী ত্রিভুবনে ১০ পা তারে ১১ ঐ শ্রীহরি ১২ পা কুজ্জ উজ্জ ১৩ পা-এ নাই ১৪ পা উজ্জ ১৫ ক.ক বাকে ১৬ ক.ক কুবজার ১৭ পা-এ নাই ১৮ ক.ক জারে ১৯ পা দেখিঞা ২০ পা তুমি ২১ পা, ক.খ নব-, ক.ক পরম- ২২ পা-এ নাই ২৩ পা হইল ২৪ ক.ক, ক.খ জেনক ২৫ ক.ক কি গুনে ২৬ ক.ক পাথার ২৭ ঐ তাহার ২৮ ক.ক বসনে ২৯ পা কোথা ৩০ ঐ আমাকে ৩১ পা-এ নাই ৩২ পা জানিএ ৩৩ ক.ক সাগরে ৩৪ পা সরস ৩৫ ঐ আমারে ৩৬ পা তোমা ৩৭ ঐ বচন চাতুরি ৩৮ পা-এ নাই ৩৯ পা মুরারি ৪০ ঐ আলখিতে ৪১ পা কুএজিরে ৪২ ক.ক তুলে ৪৩ ক.ক, এ মিলাএ ৪৪ ক.ক হেন ৪৫ পা কইল

না ধর আচলে[১] হের শুনহ[২] কামিনী মিথাই আরতি কর[৩] সমঅ না জানি।
ঘর জাহ সুন্দরী তেজহ পরিহাসে তুরিতে করিতে জাইব[৪] রাজসম্ভাষে।
দেহ আনুমতি[৫] প্রিঅ ছাড় নেতাঞ্চলে[৬] দেখিব তোহ্মার[৭] ঘর আগমন-বেলে[৮]।
এত বলি হাসিঞাঁ সে সরসবচনে[৯] তুষিঞাঁ পাঠাইল[১০] রামা কমললোচনে[১১]।
হরিষ-বিষাদে সে সুন্দরী জাঅ ঘরে হেথা নানা রঙ্গে চলে[১২] নন্দের সুন্দরে[১৩]।
গোপালবিজঅ[১৪] দেখ গোপালমাধুরী হেনমতে প্রবেশ করিল মধুপুরী।
কহে কবিশেখর কহিতে নাহি আটে[১৫] চিদানন্দ ব্রহ্ম দেখ মথুরার বাটে[১৬] ॥

॥ ধানশী ॥

সহজে সে নটবর নন্দের সুন্দরে[১৭] আর তাহে গরুআনাগর[১৮] বেশ ধরে।
মরম সখার কান্ধে দিঞা বাম হাথে মদনমন্থর চলি জাএ গোপীনাথে।
মউরপুছের চুড়া[১৯] মাথার উপরে রাজরাজেশ্বর-ছান্দে জোগান সুন্দরে[২০]।
আগু[২১] রাম[২২] পাছু[২৩] কৃষ্ণ লীলাগতি[২৪] জাএ[২৫] আশে পাশে মদন-আলসে[২৬] দিঠে চাহে[২৭]।
জেই দিগে চাহে কৃষ্ণ ঈষত লীলাএ সে দিগে কি রসের সাগরে ভাসি জাএ।
মথুরার শোভা দেখি গোকুলের নাথে মদনে সর্বাঙ্গ জেন সিচিল অমৃতে।
হাঁস-ডিম্ব[২৮] হেন গাও[২৯] পথ খোঁহ-ঢালা[৩০] আশে পাশে মঙ্গলপতাকা[৩১] জঅমালা।
সব পুরজন দেখি গন্ধর্ব্ব-আকারে নানা নৃর্ত্য গীত[৩২] বাদ্য দুআরে দুআরে।
পরপরিহাস বহি[৩২] আন[৩২] নাহি কাজে প্রতি-দুআরে দেখি[৩৩] ইন্দ্রের সমাঝে।
পুরজন-রূপ দেখি মোহিল নঅনে সঙ্গীত-মাধুরীরসে মজিল শ্রবণে।
নাসিকা[৩৪] মাতিল নানা[৩৫] গন্ধের[৩৬] আমোদে রসনা[৩৭] লুবধ নানা মধুর[৩৮] আস্বাদে।
পুরনারী-রূপ দেখি মজি গেল মনে হেনমতে অবশ সকল ইন্দ্রিঅগণে[৩৯]।

---

১ পা না কর আতি ২ ক. ক, ক. খ শুন ৩ পা-এ নাই ৪ ক. খ, পা চাহি ৫ পা অনুমতি ৬ ক. ক নেতের আঞ্চলে, পা নেতাঞ্চল ৭ পা তোমার ৮ ঐ °কালে ৯ ক. ক, ক খ দরসনে ১০ পা পাঠাল ১১ ঐ সরস বচনে ১২ ক. খ জাএ ১৩ পা সুন্দর ১৪ ঐ গোপাঅবিজয় ১৫ পরবর্তী পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ১৬ ক. ক হাটে ১৭ পা শুন্দর ১৮ ঐ গোরূআ নাগরআনাগর ১৯ পা ছাতা ২০ ঐ আপারে, ক. ক সুন্দর ২১ পা আগে ২২ ক. ক, ক. খ বল- ২৩ পা পাছে ২৪ পা লিলগতি ২৫ ক. ক, ক. খ গোকুলের রাএ ২৬ পা-এ নাই ২৭ ক. ক দেখিতে শুনিতে চিভুবন মোহ জাএ ২৮ ক. ক, ক. খ ডিম ২৯ ক. ক, ক. খ সম গায় ৩০ ঐ খোহ চালা ৩১ পা °পতকা ৩২ পা-এ নাই ৩৩ পা -জেন ৩৪ পা নানাকা ৩৫ ক. ক অতী ৩৬ পা গন্ধ ৩৭ ঐ রসনানা ৩৮ ক. ক সস্তা ৩৯ ঐ ইন্দ্রিয় অবষ হইল মনে

আনন্দে সভার দেহ ধরিতে[১] না পারে   কাহো অবলম্বি জাঅ নন্দের কুমারে[২]।
হেথা পুরনারীগণ কৃষ্ণকথা শুনি   সম্ভ্রমে ধাইল আগু পাছু নাহি গুণি।
সব[৩] আগু ধাঞা[৪] আসে[৫] কুলকন্যাগণে   কানু রূপগুণ শুনি উলসিত[৬] মনে।
বাপমাও-ভঅ বলি বোধ[৭] নাহি মানে[৮]   চালিল সাপিনী জেন মন্ত্র নাহি শুনে[৯]।
জত জত নব নব কুলের জুবতী   সে সব ধাধসে আইল বি-উমতি।[১০]
জেখানে জেমতে জে আছিল গৃহকাজে   সেই তেন মত ধাএ না করি[১১] বেআজে।
কেহো কেহো কৃষ্ণ আসিবার[১২] কথা শুনি.   লাস-বেশ করিতে আছিল মনে গুণি[১৩]।
অচম্বিতে নগরপ্রবেশ[১৪]-কথা শুনি[১৫] কেহো কেহো গলার[১৬] হার কেশে ভেড়ি[১৭] বান্ধি[১৮]।
অধরে কজ্জল দেই নঅনে আলতা   আপন ছাআএ পুছে কানুর[১৯] বারতা।
কেহো কেহো ত্বরাএ তিলেক না রহে   জথা কৃষ্ণ শুনে তথা প্রাণপণে ধাএ।
আউলাইল কেশপাশ[২০] রহিঞা না বান্ধে   পুছিলে রহিঞা কেহো প্রত্যুত্তর না দে[২১]।
মুকাইল নীবিবন্ধ কেহো ধরি জাএ   কেহো পাছ গোড়াইঞা[২২] স্বামী নাহি চাহে।
খসিল বসন কেহো মন নাহি দেই   পড়িল[২৩] ভূষণ কেহোঁ তুলিঞা না লই।
কেহো কেহো এক পাএ পরিঞা নূপুরে   আর পাএ পরিতে না পাইল[২৪] অবসরে।
কেহো মুখে গুআ দিঞা পান নাহি খাঅ   কেহো মুখে পান দিঞা সেই মনে ধাঅ।
হেনমতে চলি জাঅ জুবতির ঠাটে   জথা জাই[২৫] তথা অবসর নাহি বাটে।
প্রাণপণে সভে গেলা গবাক্ষ-দুআরে   নঅন ভরিঞা দেখে নন্দের কুমারে।
সে সব গবাক্ষ দেখি হেন মন লএ[২৬]   অনেক নঅনে পুরিহো[২৭] কৃষ্ণরে দেখএ।
গবাক্ষ-দুআরে শোভে[২৮] আখি সারি সারি[২৯]   কুআর অন্তরে জেন খেলাএ সফরি।
সে সব নারীর আর্তি কহনে[৩০] না জাএ   আখি-পথে গোপীনাথ-রূপ পিতে চাএ[৩১]।
এক দুই আখি আরে[৩২] ভরিল[৩৩] গবাক্ষে   আরে কৃষ্ণ চলি জাএ আড়াক্ষে[৩৪] আড়াক্ষে।
তড়িতসমান কৃষ্ণ দেখিঞা নিমিষে   কোপে কাম বাণে হানে প্রাণ[৩৫] রাতি-দিসে[৩৬]।

১ পা ধেরিতে ২ ঐ কুমার ৩ ক.খ আগু ৪ পা ধাইঞা ৫ ক.খ জাএ ৬ পা হরসিত ৭ ক.খ বিবোধ ৮ ক.ক জতেক কু:বাল বলে মনে নাহি গুনে, পা মানি ৯ ক.ক পুরোজন পরিজন কেহো নাহি শুনে ১০ ছত্রটি পা-এ নাই ১১ পা কইল ১২ ঐ আসিব কৃষ্ণের ১৩ পা মন মানি ১৪ ক.ক -করে ১৫ পা-এ অতিরিক্ত, জে জেন মতে আছিলগৃহকাজে। সেই তেন মত ধাএ না কইল বেআজে॥ ১৬ পা আসি সে ১৭ ক.ক ধরি ১৮ পা বান্ধে ১৯ ক.খ ছাআতি পুছে আপন ২০ পা আলাইল কেপাষ ২১ পা না দেঅ প্রতুত্তর, ক ক দেহ ২২ ক.খ গোঙাইল ২৩ পা পড়ি ২৪ ঐ পাল ২৫ ক.ক দেখি ২৬ ঐ লখিএ হৃদএ ২৭ পা করি ২৮ পা দেখি ২৯ ক.ক ভরি ভরি ৩০ পা কথা শহনে ৩১ পা চাঅ ৩২ ঐ আর ৩৩ ক.ক সোভিত ৩৪ ক.ক, ক.খ না চাহে ৩৫ পা-এ নাই ৩৬ পা দিবসে

কেহো ভালমতে কৃষ্ণ দেখিতে না পাঞাঁ দুআর-বাহির হঞাঁ দেখে লাজ খাঞাঁ।[১]।
সাত পাঁচ সখী মেলি হঞাঁ।[২] এক ঠাঁই দুই আখি মেলি পিএ সুন্দর[৩] কাহ্নাই।
জে অঙ্গ দেখিএ আখি[৪] মজে সেই থলে[৫] দেখিতে দেখিতে মন[৬] অধিক উথলে।
কেহো বোলে দুই আখি কি দেখিব রূপে বিধাতা না দিল আখি প্রতিলোমকূপে।
কেহো বলে বিধাতার মুণ্ডে পড়ু[৭] বাজে আখি-মাঝে নিমিষ[৮] সৃজিল কোন কাজে।
হেনমতে সব সখী দেখে সারি সারি মদনে জ্বালিল জেন মদন-দিঅড়ী।
একে সে মথুরাপুরী আরে সে সুন্দরী আরে সে বেশের ছটা কে কহিতে পারি[৯]।
তা হেন[১০] মানিকে পাইল[১১] নাগরশেখরে জে কিছু মদনভাব সকল উভারে।
চারিদিগে নাগরীর পাট[১২] দিল ঠাঠে মদনে পাতিল জেন[১৩] চন্দ্রিমার হাটে।
এক কৃষ্ণ লাখ লাখ পুরনারীজন[১৪] কারো দরশনে কারো নাহি পুরে মন।
সভার[১৫] মজিল মন কাহ্নাইর ছান্দে ভুখিল চকোরী জেন লুটি নিল চান্দে।
কানু সবে[১৬] দুই আখি মুখ শত শতে কমলের বনে জেন ভ্রমরা উমতে[১৭]।
তখন নাগর-গুরু চাহে নিবিশেষে একে একে সভার পুরাইল অভিলাষে।
কুলকন্যাগণ মনে[১৮] স্বঅম্বর ইছে[১৯] বিভাইল[২০] নারী[২১] বলে[২২] জন্ম হইল[২৩] মিছে
রসিক নাগরী মনে[২৪] দেই আশোয়াসে অর্ধবৃদ্ধ নারী ছাড়ে দীঘল নিশ্বাসে[২৫]।
সেই সব[২৬] নারী ছাড়ে অধিক[২৭] দীর্ঘ শ্বাসে জৌবনকালে না দেখিল এ হেন পুরুষে
হেনমতে সভারে মোহিল[২৮] গোপীরাএ[২৯] মদনমন্থর[৩০] চলে ঈষত লীলাএ।[৩১]
কহে কবিশেখর শুনহ সব জন মথুরা-রমনীর সব হরি নিল মন॥

চলিতে চলিতে জজ্ঞধুম-গন্ধ পাঞাঁ কৌতুকে জজ্ঞের শালে উত্তরিলাসিঞাঁ।।
পুছিতে পুছিতে কৃষ্ণ প্রবেশিলা ঘরে দেখিল ধনুকখান ঘরের ভিতরে।
ঘরের ভিতবে ধনুক দেখিঞাঁ চমকি[৩২] ক্ষীরোদের তীরে জেন শুতিল বাসুকি।
দেবতা-অধিক দেখি ধনুক-পূজনে হেথা হাসিঞাঁ কৃষ্ণ পুছে দূতজনে।

১ পা আখি আখি ২ ক.ক রহে ৩ ক.ক, ক.খ নন্দের, পা যুন্দকর ৪ ক.ক মন ৫ পা থানে ৬ ক.ক সখি ৭ পা পড়ুক ৮ এ নিমিসী ৯ পা পারে ১০ ঐ তাহে মানি ১১ ক.ক মন মানি ১২ পা পাটা ১৩ পা-এ নাই ১৪ পা পুরজন ১৫ ঐ সভারি ১৬ পা সব ১৭ পা উপতে ১৮ পা মন ১৯ ক.খ ইচ্ছে ২০ পা বিভা হইল ২১ ক.খ জন, পা নারির ২২ ক.ক বলি ২৩ ক.খ হএ ২৪ ক খ নাগরগুরু ২৫ পা বলে জন্ম হইল কিসে ২৬ ক ক অধিক ২৭ পা-এ নাই ২৮ পা চলি জায়ে দেব, ক.ক মুহিঞা ২৯ ক.খ জদুরাএ ৩০ পা মন্মথ, ক.খ মগর ৩১ পরবর্তী পয়ারটি পা-এ নাই ৩২ পা চমকিত

ধনুক-আকারে কংসের কোন দেবা   হেন উপহারে কত দিন করে সেবা।
ইহা না সেবিলে লোক কোন ফল[১] পাএ   একে একে সব কথা কহিবে আহ্মাএ[২]।
কৃষ্ণের এ কথা শুনি সব অনুচরে   উপহাস্য করি কিছু কহিল উত্তরে[৩]।
কহির রাখাল[৪] তুহ্মি[৫] ইতরের সীমা   এত দিন নাহি জান কংসের মহিমা।
না বলিতে কংস হেন সাম্ভাইলা[৬] ঘরে   জে মুখে আইসে তাই করিছ উত্তরে।
না কহিলে দেবতা চিনিব[৭] কোন পাকে   ইহাকে বলিএ গোপ শম্ভুর পিনাকে।
ত্রিপুর দাহন করি[৮] দেব ভগবানে   থুইল রাজার ঠাই সেবক-গেআনে।
ত্রিভুবনে হেন[৯] আর[১০] না হইল না হবে   শম্ভুব্যতিরেকে[১১] ইহা ভূমি না ছাড়াইবে[১২]।
জত রাজা আইসে করিঞাঁ বীর দাপে[১৩]   পিনাক-আকার দেখি থরহরি কাপে।
এ বোল শুনিঞাঁ হাসে গোকুলের নাথে   দেখি দেখি বলিঞাঁ তুলিতে চাহে[১৪] হাথে।
এত দেখি হাসিঞাঁ ভরছে দুতজনে   কোন কাজে সাধ কর হাস কি কারণে।
আগেআন লোকের সকলি সাধ[১৫] জাএ   বালক হইঞাঁ কালসাপ ধরিবারে চাএ।
আঠেল ঠেলএ হাথে আপরিল[১৬] ধরে   লুড়িঞাঁ[১৭] বাড়াএ হাথ চাঁন্দ ধরিবারে।
হেনমতে আদিবসা[১৮] দেখিএ তোহ্মার[১৯]   কোঁথাহোঁ দেখিহে নাহি হেনক[২০] গোঙার।
শুনি অবহেলে কৃষ্ণ চাহে[২১] ধনু-পানে   তৃণকে অধিক হেন তুলিল হাঁফালে।
গুণ দিঞাঁ[২২] আকর্ণ পুরিঞাঁ দিল টানে   মড় মড় করি ধনু হইল দুই খানে।
পিনাকভঙ্গের শব্দ শুনি[২৩] ত্রিভুবনে   আকাল-প্রলএ[২৪] জেন মেঘের গর্জনে।
মেঘ বলি সুমেরুশিখরে শিখা নাচে   পাতালে কুরমগণ হইলা[২৫] সঙ্কোচে।
মনু[২৬]লোকে মৃত্যু-ঘটা[২৭]-রব[২৮] হেন শুনি[২৯]   কংসের হৃদএ জে বজ্র হেন মানি[৩০]।
কৃষ্ণের পিনাকভঙ্গের[৩১] ধ্বনি শুনি   ভুজবল-বিজএ প্রশস্তি[৩২] হেন গুণি[৩৩]।
এত দেখি শুনি লোক হইল[৩৪] চমতকারে   দুত জানাইল গিঞা রাজা কংসাসুরে।
শুনিঞা শবদে[৩৫] কংস গুণে মনে মনে[৩৬]   মহা-আনন্দে বুলে নন্দের নন্দনে[৩৭]।

১ ক.ক ধন ২ পা আমারে ৩ পা, ক.খ তাঁহারে ৪ পা রাখল ৫ ঐ তুমি ৬ ক.ক জেন প্রবেসিল ৭ পা চিনিলে ৮ পা ককরি ৯ পা এমন ধনুক ১০ ক.ক কি ১১ পা বিতিরেকে ১২ পা, ক.খ ছাড়ে ১৩ ক.ক জত জত বির আইসে তুলিবারে মাগে ১৪ ঐ বসিঞা তুলিল বাম ১৫ ক.ক সহি ১৬ পা, ক.খ আপরিল ১৭ ঐ দেখিঞা ১৮ ক.ক অত্যবসা ১৯ পা তোমার ২০ পা এ হেন ২১ ক.খ চাএ ২২ ক.ক ছাড়িআ ২৩ ঐ হইল ২৪ পা সময়ে ২৫ পা কুর্ম্ম না ধরে ২৬ ক.ক মর্ত্য ২৭ পা মনু ঘণ্টার ২৮ পা-এ নাই ২৯ পা বাজে ৩০ পা হইল ব্রজের সমাজে ৩১ পা °ভঙ্গ ৩২ ক.ক প্রবল প্রসাস্তি ৩৩ পা মানি ৩৪ ক.ক পাইল ৩৫ পা সবংসে ৩৬ পা-এ নাই ৩৭ পা নন্দেনে

জজ্ঞশালা-নিকটে রাজার উপবনে[১] তাহার আওাঁসে বাসা কইল নারাঅণে।
পুরজন জাতাআতে পথ নাহি পাই আওাঁসের ভিতরে বাহিরে[২] নাহি ঠাই।
জেই জাএ তারে কৃষ্ণ[৩] মধুর সম্ভাষে আনন্দে আপনা লোক[৪] পাসরিঞাঁ আস্থে[৫]।
হেন নানারসপরিহাস-পরসঙ্গে[৬] জাগিঞাঁ সকল রাতি বঞ্চে নানা[৭] রঙ্গে।
গোপালবিজঅ-কথা শুনিতে উল্লাসে মথুরানগরে কৃষ্ণ পহিল প্রবেশে।
কহে কবিশেখর জানিলে এই হএ[৮] বিজঅ নন্দের সুত সব ঠাঞি জএ[৯]॥

॥ বাঙ্গাল বরাড়ী ॥

ওথা নানা রঙ্গে বঞ্চে কৃষ্ণ সুখরাতি চিন্তিঞাঁ গুণিঞাঁ এথা[১০] বিকল নরপতি।
মরণে কাতর রাজা মনে[১১] অনুমানে দুখে শোকে[১২] কালরাতি পোহাইতে না জানে।
মনের সুখেসি সুখ[১৩] মিছা[১৪] রাজ্যসুখে আপনার জীবিত লাগি[১৫] ঝগড়া হেন[১৬] লোকে[১৭]

ছন্দান্তর[১৮]

দোঅজ[১৯] প্রহর রাতি সব লোক নিদ্রা যান্তি
মাহাদেই[২০] কোলে নিন্দ জাএ
চিন্তিঞাঁ না[২১] আইসে নিন্দ[২২] সোঙরি[২৩] কালগোবিন্দ
উঠিঞাঁ বসিলা[২৪] কংসরাএ।
বালিসে ঠেকনা[২৫] বুকে দুই কর চিবুকে
হেঠমাথে[২৬] ছাড়এ নিশ্বাসে
পরেরে কহিতে লাজাই[২৭] চিন্তিতে নাহিক ঠাঞি
লোহের হিল্লোলে শিজ ভাসে।
জন্মিলে অবশ্য মরি ইথে ভঅ নাহি করি
এ বড় মরণাধিক দুখে[২৮]

১ পা আছে উত্তম স্থানে ২ পা বাহির ৩ ক.ক তাই দেখি, ক.খ তাহা দেখি ৪ ক.খ সে ৫ ক.ক পাসরিলা রাতি দিনে, ক.খ পাসরি আইশে ৬ ক.খ কথা রঙ্গে ৭ ক.ক, ক.খ সদা ৮ পা হঅ ৯ পা জঅ ১০ পা য়েথা ১১ ক.ক সব ১২ পা যুখে ১৩ ঐ দুখ ১৪ পা মিথ্যা ১৫ পা-এ নাই ১৬ পা -লাগে ১৭ পা মুখে ১৮ ঐ চান্দোতরং ১৯ পা দুতিঅ ২০ ঐ মহাদেবি ২১ পা-এ নাই ২২ ক.ক ঘুম ২৩ পা শুয়কে ২৪ পা বসিলি ২৫ ঐ ঠেকিঞা ২৬ পা °পথে ২৭ পা নাহি ২৮ পা মরনধিক দুখ

জার ভুজ-পরতাপে সব[১] ত্রিভুবন কাঁপে
পড়ি গেলোঁ[২] রাখালের হাথে।
কেমত্তে জানিব এত[৩] ঘরের সেবকসুত[৪]
করিবেক এতেক আকাজে
পিপীড়াএ[৫] পাখ হইলে গরুড় জিনিলে হেলে[৬]
এত না জানিল কংসরাজে[৭]।
দৈববাণী মিছা বলি[৮] মনে অবহেলা করি
অবিচারে মন্দ কইল কাজে
পুতনাদি পাঠাইঞাঁ নন্দসুত বোলাইঞাঁ
আপনা আপুনি কইল লাজে।
জবে ইন্দ্রবাদ করি ধরিল গোবর্ধনগিরি
তখনি[৯] বিদিত ভুজবলে
গোআলা-সহাঅ বলি তাহো নঅ করি পেলি[১০]
কিছু না গুণিলু রাজ[১১]-ভোঁলে।
জখন একলা হইঞাঁ মোর পুরী প্রবেশিঞাঁ
সে হেন পিনাক ভাঙ্গে[১২] টানি
তখনি জানিল চিত্তে আনিল তা[১৩] প্রাণ দিতে
ইবে[১৪]সি ফলিল দৈববাণী[১৫]।
জতেক পরিজন দেখি সকল সমআপেখি[১৬]
বিপদে কাহোর কেহো নহে
জে দিগে চিকন দেখি সভে হএ তার পেক্ষি
পূর্বকাল কেহো না গোড়াএ[১৭]।
আপন করমফল না বুঝিঞাঁ দোষি[১৮] পর
কার প্রাণ কি করিল হএ
জতক্ষণ থাকে তৈলে[১৯] ততক্ষণ দীপ জ্বলে
তৈল বিন্দু তিলেক না রহে।

১ পা-এ নাই ২ ক.ক পরিল সে ৩ ঐ জত ৪ ক.ক ৺তত ৫ পা পিপিলীকাঅ ৬ ক.ক জিনি বাহুবলে ৭ পা ৺রাএ ৮ ঐ মিথ্যা করি ৯ ক.খ তখন ১০ পা তাহে অবহেলা করি ১১ ঐ জানি কিছু না গুনিলু ১২ ক.ক ভাঙ্গি ১৩ পা-এ নাই ১৪ পা এবে, ক.খ তবে ১৫ পা দেববানি ১৬ ঐ সমঅ আপেখি ১৭ পা গোড়াঅ ১৮ ঐ দোষ ১৯ পা তৈল

সুখের উপর দুখ ভাবিতে বিদরে বুক
কহিতে সংসারে নাহি ঠাঞি
এ মোর বন্ধু বান্ধবে কথা না থাকিব সবে
এ লক্ষ্মী কাহারে দিঞাঁ জাই।
এ মোর রাজমহিষী প্রাণকে অধিক বাসি
সোহাগে লক্ষ্মীর[১] উপহাসে
সে মোরে ত্রৈলোক্যদেবী রহিব কাহার সেবি
শিব শিব প্রাণ না নিকশে।
জে মোর দেবীর পাএ ইন্দ্রাদি[২] দেখিতে চাএ[৩]
ভদ্র প্রীতি করিবার আশে
সে আহ্মার মহাদেই[৪] কথা জাবে কেবা[৫] নেই[৬]
কংস মহারাজের[৭] বিনাশে।
জত অমঙ্গল[৮] দেখি এই বিপদের[৯] সাখি
বিপদে সংশঅ নাহি আর
জবে আত্মঘাতি করি আপনা আপুনি মরি
এহো বড় রহিব[১০] খাঁখার।
জবে তার সঙ্গে প্রীতি[১১] করিএ জে আচম্বিতি[১২]
তবে কভু না হইমু[১৩] ভালে
অগ্নিসমান করি জলে অগ্নি সঙ্গে[১৪] করি[১৫]
অগ্নি নিভাইব সেই কালে।
জবে[১৬] বা পালাঞাঁ জাই ত্রিভুবনে নাহি ঠাই
বাদা[১৭] বনে হাথী না লুকাএ[১৮]
সহজে ভুজের বলে কারো সঙ্গে নাহি পড়ে
আজি কারে সাধিব কংসরাএ।
মরণ অবশ্য[১৯] হইব তাহাকে বিনঅ করিব
মরিতেহোঁ না ছাড়িব তেজে[২০]

১ ক.ক সোহাগ জেন লক্ষ্মী ২ পা ইন্দ্রদি, ক.ক ইন্দ্র আদি ৩ ক.ক না পাএ, পা চাহে ৪ পা আমার মহাদই ৫ পা-এ নাই ৬ পা নই ৭ ঐ রাজের ৮ পা অঙ্গলা ৯ ঐ পদের ১০ ক.ক হইব ১১ পা প্রতি ১২ ঐ কণ্ডু বা আচম্বিতে ১৩ ক.ক জাব ১৪ পা সনে ১৫ ক.ক রত কর ১৬ ক.খ জদি ১৭ পা, ক.ক বাঙ্গা ১৮ পা লুকাঅ ১৯ ঐ সমঅ ২০ পা তেজ

তেজস্বীর হেন গুণ[১] প্রমাণ ইথি আগুন
নিভাইতে[২] হাথ দিলে পোড়ে।
কি দেহ লাগিঞাঁ বীর নাশিব জশশরীর
জে[৩] শরীর[৩] জুগাধিক থাকে
এ মূত্রপুরীষ[৪]-কোষে পাএ পাএ নানা দোষে[৫]
কেবল পুবিল দুখ শোকে।
এত[৬] নানা অনুমানি কান্দে কংস নৃপমণি
আর্তি-শোকে সম্বরিল নহে
তখন রাজমহিষী চিইঞাঁ[৭] উঠে বসি
রাজারে[৮] সম্ভ্রমে কিছু কহে।
এ তিনভুবন-মাঝে হেন কি আসিদ্ধি কাজে
জার লাগি আপনে আসুখী
ইন্দ্র-আদি জত দেবে সেবক-অধিক সেবে
আন ছাব কোন কাজে লেখি।
সে তুহ্মি[৯] কাহার ভএ এত ব্যথিত[১০] হৃদএ
কারে বিধি হইল নিরপেখি[১১]
দেখ মোর পরতাপে কহিঅ জরাসন্ধ বাপে
আখির নিমিষে দিব মারি।
দেবীর এ বোল[১২] শুনি সাত পাঁচ মনে গুণি
কহিল সকল মর্ম্ম[১৩]-কথা
তা শুনিঞাঁ কংসরাণী কহে প্রিঅ হিত[১৪] বাণী
হৃদএ ভাবিঞাঁ দুখবেথা[১৫]।
কেনে প্রভু[১৬] অকারণে এত দুখ ভাব মনে
আপনার তেজ[১৭] নাহি জান
হইঞাঁ জগতেশ্বর রাখালেরে এত[১৮] ডর[১৯]
শুনিঞাঁ হাসিব সব জন।

১ পা গু[ণ] ২ ঐ নিভাইলে ৩ পা-এ নাই ৪ পা মুপুত্ররিস ৫ ঐ দোষ ৬ পা এতত ৭ ঐ চিঞা ৮ পা রাজাকে ৯ পা তুমি ১০ ঐ বিষাদিত ১১ পরবর্তী ত্রিপদী পা-এ নাই ১২ পা বো[ল] ১৩ পা মর্ম্ম ১৪ ঐ বোলে কিছু পৃঅ ১৫ ক. খ °কথা ১৬ পা প্র[ভু] ১৭ ঐ তেজ ১৮ ক. ক, ক. খ কব, পা এতঅ ১৯ পা-এ নাই

কি ছার[১] গোআলা বেটা তাহার এতেক ছটা
জার[২] লাগি এত শঙ্কা করি[৩]
জে সকল বীর আছে কি করিব তার কাছে
আথে নিমিষে[৪] দিব মারি[৫]।
বিপদে কাতর হলে শুভ নহে কোন কালে
বিনি দম্ভে কিছু[৬] নাহি[৭] রহে
চতুরঙ্গ বল জত তাহাকে[৮] অধিক সত্ত্ব[৯]
সত্ত্ব না থাকিলে কিছু নহে।
দেবীর এ বোল শুনি হাসিঞাঁ[১০] সে[১১] নৃপমণি
কৃষ্ণেরে[১২] করিল[১৩] বীর-দাপে
গাএ বল দিঞাঁ বইসে তেজে ব্রহ্মাণ্ড পরশে
জেন ডাকে ডামাইল[১৪] সাপে।
নিশি-অবশেষ জানি তুষিঞাঁ আপন রানী
রোষে রাজা হইলা বাহিরে
পাঠাইঞাঁ দুতজনে আনাইল পাত্রগণে[১৫]
আর জত বলীআর বীরে[১৬]।
জার জে উচিত কাজ তারে নিজোজিল[১৭] রাজ
সমাঝ করিল ভাল সাজে[১৮]
মাউত আনিঞাঁ আগে শিখাইল কাজ[১৯]-ভাগে
কুবলঅ[২০] থুইল দ্বার[২১]-মাঝে।
চাণুরাদি জত আছে তা সবা[২২] রাখিল কাছে
নন্দসুত মারিবার আশে
আপনে করিঞাঁ সাজে বইসে উচ্চ মঞ্চমাঝে
জেন চান্দ[২৩] উইল আকাশে।
বসুদেব দৈবকী তা সভা আনিল ডাকি
পুত্রবধ দেখাবার[২৪] তরে

১ ক.ক কেবা সে ২ ঐ তার ৩ ক.ক ভাব ৪ পা নিসে ৫ ক.ক মারি দিব ৬ ঐ সহে লক্ষ্মী ৭ পা না ৮ ঐ ইহার ৯ ক.ক সহ ১০ ঐ হাসিলা ১১ পা! ত ১২ ক.ক কৃষ্ণের ১৩ পা করে ১৪ পা কামাই, ক.থ কামাইল ১৫ পা সত জনে ১৬ ক.ক ধিরে ১৭ পা নিজোজিত ১৮ ঐ মতে ১৯ ক.ক রাজ ২০ ঐ কুবল ২১ পা দুআরের ২২ ঐ সাবা ২৩ পা চন্দ্র ২৪ ক.ক দেখিবার

বাপ উগ্রসেনে তাএ[1] আনিল নিঅল[2]-পাএ
বৈরিপক্ষ জানিঞাঁ অন্তরে।
হেন নানা সাজ করি বসিলা[3] রাজমণ্ডলী
দুত গেলা কৃষ্ণ আনিবারে
জতেক[4] কংসসভাএ[5] সভেঞি এক দিঠে চাএ[6]
দেখিবারে নন্দের কুমারে[7]।
গোপালবিজঅ নর শুনহ[8] কংসের ডর
জা শুনিলে জমভঅ তরি
শ্রীকবিশেখরে কঅ কাহ্নাঞি মানুষ নঅ[9]
কেবল আনন্দ-অবতরি ॥[10]

॥ পূরবী[11] ॥

প্রভাতে উঠিঞাঁ[12] রাম কৃষ্ণ দুই ভাই প্রাতঃক্রিআ করিঞাঁ বসিল[13] এক ঠাঞি
নানা পরকারে কৈল[14] গন্ধ-উদ্বর্তনে গন্ধর্ববিধানে কইল[15] স্নান দেবার্চনে।
জশোদা পাঠাইল জত[16] ভোগ উপহারে বাপ-অনুরোধে কিছু[17] কইল আহারে।
তবে দোহে কর্পুর তাম্বুল দিঞা মুখে মহামল্ল-বেশ করে আপনার সুখে[18]।
কটি বেঢ়ি পরে পীত ধটীর চালনা দোলঙ্গ[19] পাছোড়া তাহে গাএ[20] আছাদনা।
কমরে কমরবন্ধ তাহে মণি ঝলমলে চারিদিগে মণিমঅ পাটথোপা লোলে[21]।
কর্পুরচন্দনগন্ধ লেপিত সর্বাঙ্গে[22] নীলগিরি সিচিল জেন[23] অমৃততরঙ্গে।
করে করকঙ্কণ[24] তাহাতে বজ্রাঙ্গুরী[25] অঙ্গে অঙ্গে অলঙ্কার কহিতে না[26] পারি।
কত পরকারে উরে লোলে মণিমালে[27] কত পরকারে মণি[28]-মুকুতার হারে।
অমূল্যরতনমঅ কণ্ঠে কণ্ঠভূষা জে দেখিলে[29] পরাণে না জীএ[30] পর-জোষা[31]।

১ পা তাহে ২ ঐ নিগড ৩ পা সাজি, ক. ক আইলা ৪ ক. ক, ক. খ সকল ৫ পা সভাঅ ৬ ঐ চাঅ ৭ পা নন্দসুত দেখিবারে ৮ পা শুন, ক. ক শুনহে ৯ ক. ক শুনহ সকল নর ১০ অতঃপর পা-এ পুব নিবন্ধ ১১ ক. খ পুর্ব্বী, ক. ক পুরবি রাগ, পা-এ নাই ১২ পা উঠেঞা ১৩ ক. ক বেষনুবেষ করি হইলা ১৪ পা লইল ১৫ ক. খ করিল ১৬ পা-এ নাই ১৭ পা-এ নাই ১৮ ক. ক ধরে ইসত হাসিঞা ১৯ ক. ক দোলঙ্গে ২০ পা দিঞা ২১ পা দোলে ২২ ঐ. সেঅ অঙ্গে ২৩ ক. ক কিএ ২৪ পা কর ২৫ পা অঙ্গুরি ২৬ ঐ কেবা ২৭ পা °হাথে ২৮ ঐ মুনি ২৯ পা দেখে ৩০ ঐ পরাণ না ধরে ৩১ পা নারি

মকরকুণ্ডল দুই লোলে দুই কানে   শুধ[১] হীরামরকত-মণির খিচনে[২]।
উভ করি চূড়া বান্ধি[৩] নাগরীদলনে   তাহে মউরের পুচ্ছ ধরিল ফেখনে।
মালতীর মালা শিরে[৪] গুঞ্জরে ভ্রমরে   দেখিবার কি দাঅ শুনিলে প্রাণ হরে।
হেন নটবর বেশে রাম বনমালী   রাজ-দরশনে জাত্রা কৈল শুভ বেলি।
হেন বেলে কংসদুত বিরলে[৫] আসিঞাঁ   রাজারে কহিল[৬] কিছু ঈষত হাসিঞাঁ।
হেন শুভ শকুন[৭] দেখিঞাঁ পাএ পাএ   নন্দ ঘোষ আনন্দে ধরণে না[৮] জাএ।
জাত্রা-বেলে জার নাম পরম মঙ্গলে   কি আর শকুন[৯] কাজ[১০] তার জাত্রা-বেলে।
জবে পাওঁ আরোপিল দেবশিরোমণি   চারিদিগে তখন পড়িল জঅধ্বনি।
নানা গীত শুভ বাদ্য শুনি ঠাঞে ঠাঞে[১১]   আতুল মঙ্গলচিহ্ন দেখি পাএ পাএ।
আগু নন্দ ঘোষ পাছু রাম দামোদর   অর্থধর্ম-সঙ্গে জেন কাম-অবতার।
জবে সভে গেলা রাজার দুআর[১২]-নিকটে   মারিতে আইসে হস্তী দশনবিকটে[১৩]।
আকার দেখিএ[১৪] জেন অঞ্জন[১৫]-পর্বতে   বলে জার নিছনি পেলিল ঐরাবতে[১৬]।
জার ডাকে সকল দিগ্গজের মদ[১৭] শোষে   মেঘ থাঁন থাঁন হএ জাহার নির্ঘোষে।
কৈলাসশিখর-সম দন্তের পাতনে[১৮]   বসুমতী লাম্বে[১৯] জার পাএর[২০] জাঁতনে।
দুই কান চালিতে[২১] প্রলঅ-বাউ বহে   নেঙ্গুরের[২২] ঘাএ[২৩] গাছপালা নাহি রহে।
সিন্দুরে মণ্ডিত দেখি তার গণ্ডস্থলে   অরুণমণ্ডল[২৪] জেন উএ পুর্বাচলে।
হেনমতে গজরাজ আইসে[২৫] দন্ত সারি   তা দেখি হেলাএ হাসি রহিলা[২৬] শ্রীহরি।
দুই হাথে দুই দন্ত মধ্যে দিঞাঁ পাএ   বাহুবলে দুই দন্ত উপাড়ে লীলাএ।
সেই দন্ত গদাধর দুই হাথে ধরে   সমুলে তুলিল কংসজঃশর[২৭] অঙ্কুরে[২৮]।
তমু সে[২৯] দুরন্ত হস্তী মারিবারে আইসে   মুখের রকতে[৩০] হাথি[৩১] বান বহি জাএ।
রক্তে তোলবোল গাওঁ[৩২] দেখিতে সুন্দরে[৩৩]   প্রথম সন্ধ্যাএ জেন শোভিত অম্বরে।
পুনরপি গজরাজ বেঢ়িলেক হাথে   বিশ্বম্ভররূপ ধরি রহে গোপীনাথে।
তার দন্তাঘাতে তার লইল পরাণে   শুণ্ডে[৩৪] কুবলঅ ফিরাএ নারাঅণে[৩৫]।

---

১ ক. ক শুদ্ধ ২ পা খিচনি ৩ ঐ বান্ধে ৪ পা ফুলের গন্ধে ৫ ঐ সমুখে ৬ পা [রা]জারে কহি ৭ ঐ সন্ত ৮ ক. ক বউল নাহি ৯ পা সগুণ ১০ ক. ক কি তার সুধাএ হিত ১১ পা ঠাঞিং ১২ ঐ দ্বাআর ১৩ পা দষন বি[কটে] ১৪ পা, ক. খ দেখিঞাঁ ১৫ ক. ক জঙ্গম ১৬ পা জারে নিচনি পেলি ঐরাবত ১৭ ক. ক দিগ্গজ সব ১৮ পা পত্তনে ১৯ ক. ক নাম্বে ২০ পা পায়ে ২১ ক. ক নাড়িতে ২২ পা নাঙ্গুরের ২৩ ক. ক ভএ ২৪ ঐ °কিরণ ২৫ পা আসে ২৬ ঐ হাসে দেব ২৭ পা জেন গাছের ২৮ ক. ক অক্রুরে ২৯ পা তভূ ত ৩০ ক. ক রক্তে তোলবোল ৩১ পা-এ নাই ৩২ ক. ক হাথি ৩৩ পা সুন্দর ৩৪ ঐ শুণ্ডেধা ৩৫ পা নারায়ন

হেনমতে গজ মারি জাএ শ্রীহরি   পরাক্রম শুনি কংস কাপে থরহরি।
কুবলঅ-রুধিরে অরুণ সব গাএ   ভুজবলপ্রতাপে কি উথলিঞাঁ জাএ।[১]
ক্ষণে[২] দুই দন্ত দুই কান্ধে[৩] করি জাএ   সিংহ হেন গ্রীবা করি চারি পানে চাহে[৪]।
মদনমন্থর চলে জেন[৫] মত্ত হাথি   ত্রিভুবনে দেখি নাহি শুনি এত ভাতি।
পাও আরোপিতে জেন নাম্বিছে[৬] ধরণী   চাহনিতে সভাকার তৃণ হেন গুণি[৭]।
হেনমতে জাএ কৃষ্ণ কংস-রঙ্গস্থলী   হস্তিজুথে[৮] উত্তরিলা তরুণ কেশরী।
আওাস-ভিতরে জত কংস কুলনারী   সে সব আপন সুখে দেখে আখি ভরি[৯]।
রূপের ধাধসে কেহো লাজ[১০] নাহি বাধে[১১]   নানা লাস[১২] বেশ করে দেখিবার সাধে।
তার মাঝে কেহো বিদগদ কুলবহু[১৩]   অঙ্গুলি দেখাঞাঁ কেহো কহে লহু লহু।
ইহোঁ সে গোকুলনাথ বৃন্দাবন-চান্দে   গোপবহুহৃদএ হরিল এই ছান্দে।
ইহার বাঁশীর কথা শুনি বীর-দাপে   ইহার সে নাগরালি শুনি প্রাণ কাঁপে।
এহো সে সকল গোপীনাগরীর পরাণ   সখী সভার মুখে শুনি ইহারি বাখান।
এই মহাপুরুষের শুনিএ[১৪] সে জশে   জে দেখিলে[১৫] কুলবহু[১৬] স্বামী নাহি বাসে[১৭]।
কেহো কেহো নিশ্বাস ছাড়িঞাঁ হেন কহে   হরি হরি না জানি কি জানি আজি হএ।
হেন রূপগুণের সাগর বনমালী   কে জানে আনিল কংস জানিতে না পারি[১৮]।
কানু সে মধুর শিশু[১৯] কংস দুরাশএ   রাহু[২০]-চান্দ-পরিশনে না জানি কি[২১] হএ।
কি বলিএ কংসের মাথাঅ পড়ু বাজে   এ হেন দুল্লভ কৃষ্ণ মারিবারে[২২] সাজে।
আর এক[২৩] নারী তাহে বলে আশ্বাসিঞাঁ[২৪]   বিষাদ না কর[২৫] সখী তেজ না জানিঞাঁ।
এহো সে পুতনাবধ কইল স্তনপানে[২৬]   ভাঙ্গিল শকটখান চরণের টানে।
এহোঁ সে ভাঙ্গিল ঠেসে জমল-অর্জুনে   এহো সে বকবধ কইল বৃন্দাবনে।
এহো সে[২৭] দাবানল পিল অমৃতসমানে   এহো সে লীলাএ কইল[২৮] ব্রহ্মার মোহনে[২৯]।
এহো সে গোবর্ধন[৩০] গিরি ধরিল বাম হাথে   গোকুলে থাকিঞাঁ নহে কৈল সুর[৩১]-নাথে।

১ ক. ক-তে অতিরিক্ত, রুধিরে অরুণ দন্ত ধরি দুই করে। বাহুযস প্রতাপ সুরত অবতরে॥ ২ পা-এ নাই ৩ ক. ক, ক. খ সেই দন্ত হাথে ৪ ক. ক চাহে চারিদিকে ৫ ঐ চাহে ৬ পা নাম্বি হেন ৭ ঐ গতি ৮ ক. ক হাথি মঝে, পা হস্তিযূথে ৯ পা সারি২ ১০ ঐ -ভঅ ১১ পা বাধে ১২ ঐ লশ ১৩ ক. ক, ক. খ ˘বধু ১৪ পা যুনি ১৫ ঐ ইহারে দেখি ১৬ ক. ক ˘বধু ১৭ পা পাষরে ১৮ ঐ বধিতে পরানে ১৯ ক. ক সিমা ২০ ঐ -আগে ২১ ক. ক চান্দের সোঙে না ২২ পা মারিবা ২৩ ঐ এতেক কহিল ২৪ পা বিসাদ ভাবীঞাঁ ২৫ ঐ ভাবএ রাজার ২৬ প. বিশস্তনে ২৭ পা-এ নাই ২৮ ক. ক জেন ২৯ পা মোহন ৩০ ক. ক মন্দর ৩১ ঐ প্রাণ

এহো সে মারিল অরিষ্টাদি[১] দুষ্ট বীরে ইহোঁ সে[২] নাচিলা কালিনাগিনীর শিরে।
হেনমতে এই মুখে কইল নানা কাজে কুবলঅ হস্তী মাইল দুআরের মাঝে[৩]।
জত জত পরকার কইল নরপতি কৃষ্ণের কি কইল হঅ কাহার[৪] শকতি।
হেন নানা অনুমান কইল সর্ব জনে ওঁথা রঙ্গে প্রবেশিলা[৫] কমললোচনে।
কংসসভা মোহিলেক গোকুলের চাঁন্দে জার জেই মনে সেই তেন দেখে[৬] ছান্দে।
অজগরবর-সম দেখে মল্লগণে রাজরাজেশ্বর[৭]-ছান্দে দেখে নৃপগণে।
কুপিল জমের সম দেখি কংসরাজে[৮] সাক্ষাত মদন জেন নাগরীসমাঝে[৯]।
বাপ মাএ দেখে জেন কোলের কুমারে প্রজাগণ দেখে জেন রাম-অবতারে।
বিরাটপুরুষ-সম দেখে আগেআনে[১০] চিদানন্দ ব্রহ্ম বলি দেখে[১১] জ্ঞানিগণে।
হেনমতে সভারে মোহিল নারাঅণে[১২] সে বেলাএ আনন্দ কহিতে কে জানে।
জবে সভা-মাঝে দাণ্ডাইল[১৩] দুই ভাই চিত্রলেখিত[১৪] হঞাঁ সভেঁ মুখ চাহি।
জেবা[১৫] জত আদেখে[১৬] কইল বীর-দাপে সে সব দেখিঞাঁ প্রাণ[১৭] থরহরি কাপে।
নাহি ত দাণ্ডাইতে আদেশিল কংসরাএ মল্লসঙ্গে মল্লজুদ্ধ করাহ দুই ভাএ।
রাজার ইঙ্গিত[১৮] বুঝি সব মন্ত্রিগণে চাণুর মুষ্টিক নিজোজিল দুই জনে।
পাত্রের বচন শুনি চতুর[১৯] চাণুরে হাসিঞাঁ রুষিঞাঁ কিছু বইল নিষ্ঠুরে।
বইসহ রাজসভাএ বোলাহ মহা[২০]-পাত্র কাজ বিচারিতে বোধ নাহি তিলমাত্র।
কি ছার গোআলবেটা জনম রাখালে ধেনু[২১]-গণ চরাইঞাঁ গেল সর্ব কালে[২২]।
বৎস-সঙ্গে ধাঞা জঙ্ঘাএ বল ধরে[২৩] দণ্ডে গরু প্রহারিঞাঁ দৃঢ় দুই করে।
ধেনুগণ দুহিঞাঁ অঙ্গুলিতে বল ধরে[২৪] চোরা[২৫] দুগ্ধ খাইঞাঁ ডাগর কলেবরে।
বনে বসি রাঙ্গা ধুলা মাখে সব গাএ গোআলাছাওাল-মাঝে বলীআর বোলাএ।
তাই বাখানিঞাঁ মরে ভাণ্ডুআ গোআলে তা শুনিঞাঁ সভেঞি[২৬] ভুলিঞাঁ
গেলা ভোলে[২৭]।
কথা সে মল্লের গুণ[২৮] কথা মল্লজুদ্ধ হেন আর কেহো না গোড়াঅ মনশুদ্ধ।

১ পা অরিষ্ট ২ ঐ সি ৩ পা মাজে ৪ ঐ কাহা ৫ পা প্রবেস করিল ৬ ঐ তেন সেই দেখিতে, ক. ক সেই ছান্দে দেখে সেই ৭ পা রাজরাজেশ্ব[র] ৮ ঐ দুষ্ট কংষ দেখি জমের সমানে ৯ পা দেখে নারিগনে ১০ ঐ অজ্ঞানে ১১ ক. ক বলিঞা বলএ ১২ পা নারাঅন ১৩ পা সভাসদে উত্তরিলা ১৪ ঐ চিত্রলেত ১৫ পা জেব ১৬ ক. ক আদেখিতে ১৭ ক. খ পরান ১৮ পা ইত ১৯ ঐ [চ]তুর ২০ ক. ক রাজ ২১ পা বৎস ২২ ঐ জঘাএ বল ধরে ২৩ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ২৪ ক. ক বাবে বল ২৫ পা চোর ২৬ ঐ তোমরা সে ২৭ ক. ক ভুলিলা অবিচারে ২৮ পা বিল্লের মুখ

জবে কিছু নিল রাজা বিচার[১]-উপাএ[২] বন হইতে শৃগাল[৩] মৃগেন্দ্র না বোলাএ[৪]।
আতি[৫]-পরিচএ বল না জান[৬] চাণুরে জার নাম শুনি স্বর্গে[৭] কাপে সুরাসুরে।
কি ছার নন্দের সুত মানুষ না জাএ জারে মন করিএ মুটুকীতে লুকাএ।
জে সব ইঙ্গিতে লোক বল নাহি জানে সে সব আকারে দেখিতে মনে অনুমানে।
কথা কানু ইন্দীবর[৮]-কোমলশরীরে[৯] কথা বজ্র[১০] হেন[১১] চাণুর মুষ্টিক বীরে।
ইথি জোর করি বল কি বলিব কাঅ[১২] জানিল কানুরে বাম হইলা বিধাতাঅ[১৩]।
শুনিঞাঁ মল্লের[১৪] এত মিথা আড়ম্বরি হাসিঞা হাসিঞা[১৫] কিছু কহেন শ্রীহরি।
বড়কে বড়াই কইলে বল নাহি জানি[১৬] হাথের বলআ কভু দর্পণে না চিনি।
নগরে কুকুর পুষি নানা পরকারে তমু[১৭] বনের সিংহের সমুখ জাইতে নারে[১৮]।
তুহ্মি[১৯] কি জানিবে মল্ল আহ্মার[২০] মহিমা কেহোসি[২১] কোথাঁও জানিঞাঁছে[২২]
আহ্মার[২০] সীমা।
বাছুর হরিঞা ব্রহ্মা জানিঞাঁছে তেজে[২৩] মোর চরণের বল জানে বলিরাজে[২৪]।
মোর বাম[২৫]-ভুজ-বল জানিল মন্দার কেশী জানে ডাহিন হাথের[২৬] আড়ম্বর[২৭]।
দুই করের বল জানে কুবলঅ গজ হিরণ্যকশিপু জানে অঙ্গুরের[২৮] তেজ।
না জানিঞাঁ[২৯] অবুধ নিন্দসি[৩০] চক্রপাণি বচনে কি ছার আছে কার্জে সে প্রমাণি।
তোহ্মাতে আহ্মাতে[৩১] বল কোন মতে লিখি জোনাকির প্রাণ সুর্জতেজ নাহি সহি[৩২]।
বড় বড় আকারে তেজ নাহি জানি বজরের ঘাএ গিরি হএ খানি খানি।
দীপ[৩৩]-কলিকাএ[৩৪] নাশে অন্ধকাররাশি তেজস্থানে[৩৫] আহ্মার[৩৬] কিছু নাহি[৩৭] বাসি।
সমঅ বুঝিঞাঁ ডাক নাহিলে[৩৮] নহে ভেকের প্রতিভা[৩৯] জেন বরিষা-সমএ।
মুখ[৪০]-জুদ্ধে[৪১] ভাল তুহ্মি[৪২] জানিল বিচারে মল্লজুদ্ধ নাম না করিহ আরবারে।
হাসিতে হাসতে মল্ল হারাবে পরাণে জেন সে পতঙ্গ পড়ে দিঅড়ির স্থানে[৪৩]।

১ পা বুদ্ধের- ২ ক.ক জানএ কিছু বুধিবার ঠার ৩ পা শৃঙ্গগাল ৪ ক.ক বন হইলে মৃগেন্দ্র না হএ ছিরিকাল ৫ পা অতিঅ ৬ ক.ক চিন ৭ ক.ক দুরে ৮ পা ইন্দ্রবর ৯ ঐ কমল সরিরে ১০ পা ব্রজ্র ১১ ক.ক গিরিসম ১২ ঐ কাহে ১৩ ক.ক বিধাতাএ ১৪ ঐ মলের ১৫ পা হাসী২ ১৬ ক.ক জিনি ১৭ পা, ক.খ তভু ১৮ পা হইতে না পারে ১৯ ঐ তুমি ২০ পা আমার ২১ ঐ কেহো ২২ ক.ক পাইয়াছে ২৩ পা জে- ২৪ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ২৫ ক.ক নাম ২৬ ঐ ভুজের ২৭ পা আড়ম্বরি ২৮ ঐ অঙ্গুর ২৯ পা জানি ৩০ ঐ নিন্দিশ ৩১ পা তোমাতে আমাতে ৩২ ঐ সহে ৩৩ পা দ্বপ ৩৪ ক.ক দিব-কলিভায় ৩৫ পা 'থাকি বল ৩৬ পা-এ নাই ৩৭ ক.ক করি ৩৮ পা নাহিল ৩৯ ঐ প্রতিভাবে ৪০ ক.ক সুখ ৪১ পা শুদ্ধ ৪২ ক.ক তুমি, পা তোমার ৪৩ পা দিঅড়ি আনলে

কৃষ্ণের এতেক কথা শুনি মল্লরাজে   আতি-কোপে কৃষ্ণসঙ্গে জুঝিবারে[১] রাজে।
বুকে হাঁফালিঞাঁ মল্ল মারে মালসাটে   দেউলদুআরে জেন লাগিল কপাটে।
চাণুর মুষ্টিক জবে আইসে বীর দাপে   তা দেখি কৃষ্ণের[২] গণ[৩] থরহরি কাপে।
হেন ছার কুজুদ্ধ না দেখি সেই ভাল   ত্রিভুবনে নাহি শুনি হেন অবেভার।
জমের দোসর হএ[৪] দুই গোটা মল্লে[৫]   কেমতে জুঝিব ইথি কোলের ছাওআলে।
উচিত না বোলে কেহো এ পোড়া সভাএ   এ কথা রাজার আগে[৬] কেহো না বুঝাএ।
শিব শিব কংশের মাথাঅ পড়ু[৭] বাজে   দেখিঞাঁ শুনিঞাঁ জেন করে হেন কাজে।
আসার[৮] করিতে চাহে সকল সংসারে   ত্রিভুবন[৯] চাহে[১০] পোড়া বন করিবারে[১১]।
বিফল করিতে চাহে সভার নঅনে   ছারখারে নিতে চাহে বিদগদপনে।
এত নানা অনুমান করে ঠাঞি ঠাঞি   এথা[১২] হেনমতি[১৩] সাজ করে দুই ভাই।
কৃষ্ণ[১৪] চাণুরে জুদ্ধ মুষ্টিকে বলরামে[১৫]   মল্লজুদ্ধ হাতাহাথি করে অবিশ্রামে[১৬]।
গড়ুর[১৭] সমান মাথা[১৮] করে ঠেসাঠেসি   বলে হাথাহাথি করি[১৯] ফিরে পাশাপাশি[২০]।
হাথের বিনানি[২১]-কথা কহনে না জাএ   হাথ-কসাকসি[২২] কেহো দেখিতে না পাএ[২৩]।
সোনাটী[২৪] পোকার জেন অবিরত ফিরে   আতি-রাগে কসাকসি হইল দুই বীরে[২৫]।
মল্ল সব বলে দোঁহা এহো[২৬] শিক্ষাগুরু   কারে নহে করি কেহো মর্মে পশি ধরু[২৭]।
ধরিতে ছাড়াঅ হাথ গাএর বিনানে[২৮]   কেহো কাহো[২৯] নোআঁইতে নারে দুই জনে।
আচম্বিতে বলরাম পাড়িঞাঁ মুষ্টিকে   বজরমুঠকি-ঘাত দিল তার বুকে।
পচা কুমুড়া জেন বুকে হাথ ভরে   মুষ্টিকের প্রাণ নিল বল মহাবীরে।
নানা মতে[৩০] কৃষ্ণ জুঝে চাণুরের সঙ্গে   একে একে মল্লবিদ্যা[৩১] দেখাইল রঙ্গে।
তবে বলে ধরিঞা পাড়িল দুষ্ট বীরে   কৃষ্ণের চাপনে নাকে মুখে রক্ত ঝরে।
আরে তারে কৃষ্ণ দেখাইল এক[৩২] রঙ্গে   তার হাথে পাও ভরাইল[৩৩] তার অঙ্গে।
কুড় কুড় বেঙ জেন রহিল পড়িঞাঁ   তা দেখিঞা সব মল্ল জাএ পালাইঞাঁ।

১ ক.খ যুধিবারে ২ ক.ক কৃষ্ণ ৩ পা লোক ৪ ঐ হএই ৫ ক.ক দুইটা অসুরে, পা মল্ল ৬ ক.ক রাজস্থানে ৭ পা পড়ুক ৮ ঐ অসার ৯ পা ত্রিভুবনে ১০ ঐ করিতে ১১ ক.ক, ক.খ যুদ্ধ দেখিবারে ১২ পা হেথায়ে ১৩ ঐ [হে]ন মত ১৪ ক.ক কৃষ্ণেরে ১৫ পা বলরাম ১৬ ক ক অনুমানে ১৭ পা গড়ুর ১৮ ক.ক মাঝা ১৯ পা-এ নাই ২০ পা আঁকা ২১ ঐ নিনান ২২ পা পসারিঞা ২৩ ঐ পাঅ ২৪ ক.ক সোনলী ২৫ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ২৬ পা এ হে ২৭ ঐ পরি ধরি ২৮ পা পশিঞা বিধানে, ক.ক বিনানি ২৯ পা কেহো ৩০ ক.ক তেন মত ৩১ পা যুদ্ধ ৩২ ঐ আর ৩৩ ক.ক, ক.খ প্রবেসাইল

দেখাদেখি ভাঙ্গিল জতেক[১] বীরভাগে   তা দেখি[২] ডাকিঞা[৩] কংস[৪] বলে আতি[৫]-রাগে।
রাম কৃষ্ণ দুর দোঁহা কর মোর কাছে   সভা নিকালহ[৬] জত বৈরিপক্ষ আছে।
বসুদেব দৈবকীরে[৭] মার এই খানে[৮]   সভা[৯] হইতে নিকালহ বাপ উগ্রসেনে।
মাবাপ-বধ শুনি রুষিলা গোপালে[১০]   অরুণ নঅনে চাহে উচ্চ মঞ্চ পানে।
লাফ দিঞাঁ উঠিলা[১১] কংসের পালঙ্কে   বাম হাথে কেশমুষ্টি ধরিল নিঃশঙ্কে।
কেশ ছাড়াইতে কংস করে নানা ভাতি   ভুখিল মৃগেন্দ্র জেন না ছাড়ে মত্ত হাথি।
কেশরী না ছাড়ে কেশ কাঁপে[১২] নৃপবরে   কুমারিআ পোকা জেন অন্ধ কীটে ধরে[১৩]।
জবে কিছু বল দেখাইল কংসরাএ   মাআর ঠাকুর কৃষ্ণ সৃজিল উপাএ[১৪]।
সেই মতে ধরাধরি পড়ে ভূমিতলে   হেঠে কংস-উপরে পড়িলা বিশ্বম্ভরে।
ভূমির পরশে কংস তেজিল পরানে[১৫]   পাকিল[১৬] ফুটের জেন ফুটিল তখনে[১৭]।
কংসের বিশাল[১৮] বুকে শোভে নটবরে   মরকতপাটে[১৯] জেন কাম অবতরে।
ওথা কংসাসুরবধ শুনি দেবগণে[২০]   কৃষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণে[২১]।
আনন্দে দুন্দুভি বাজে নাচে উভবাহে   বিদ্যাধরী নাচে কিন্নরী[২২] মঙ্গল গীত গাএ।
জঅ জঅ শব্দ হইল সকল সংসারে   পৃথবি ভরিল[২৩] আতি-আনন্দ-পাথারে[২৪]।
গগন নির্মল দশ দিগ পরকাশে   আনন্দে প্রকৃতি হইল[২৫] বহে সুবাতাসে।
নির্মল সলিল[২৬] সব জীব উলসিতে   ত্রিভুবন মধুর হইল অচম্বিতে।
কৃষ্ণগণ জত সব আনন্দে পাথার   আনন্দে-সমুদ্রে[২৭] ভাসে না জানে সাঁতার[২৮]।
ঠাঞি ঠাঞি চারি পানে করে কোলাকুলি   ত্রিভুবন ভরিঞাঁ[২৯] আনন্দ-কলকলি।
গোপালবিজঅ নর শুন কংসবধে   জা শুনিলে দুখ[৩০] শোক ভঅ[৩১] নাহি বাধে।
কহে কবিশেখর সহিলে সব হএ[৩২]   গোপালবিমুখে[৩৩] কোন কার্জ সিদ্ধ নহে॥

১ পা সক[ল] ২ ঐ দেখিঞা ৩ পা-এ নাই ৪ পা -রাজা ৫ ঐ অতি ৬ পা নিকালীঞা ৭ ঐ দৈবকি ৮ ক. ক এতি বেলে ৯ পা সভাই ১০ ঐ গোপাল ১১ পা উঠেলা ১২ ঐ -থরহরি ১৩ পা যে ধরে অন্ধ কিটে ১৪ ঐ মাআএ ১৫ ক. ক জীবনে ১৬ পা পাকা ১৭ ক. ক ফাটি পাকিল আপনে ১৮ পা বিসাল্য ১৯ ঐ সুবর্ণ পালঙ্কে ২০ ক. ক সুর কংসবধ দেখি সর্ব্বজনে ২১ পা বর্ষসনে ২২ ক. ক গন্ধর্ব কিন্নর ২৩ ঐ ভিতরে ২৪ পা সব আনন্দের ভরে ২৫ ঐ আনল প্রকৃত জনে ২৬ পা হইল হইল ২৭ ঐ আনন্দ সলিতে ২৮ পা সাঁতারে ২৯ ক. খ জুড়িঞা ৩০ পা দু[খ] ৩১ পা-এ নাই ৩২ পা জএ ৩৩ ঐ °বিজয়মুখে

॥ বসন্ত[১] ॥

কংস মারি কংসারি বসিলা সভা করি   অন্ধকার নাশি[২] জেন চাঁন্দ অবতরি।
উগ্রসেন সম্ভ্রমে[৩] আনিল ডাক দিঞাঁ।[৪]   প্রেমে কোলাকুলি করে প্রণাম করিঞাঁ।
জথাবিধি বেভার[৫] করিঞাঁ একে একে   আপনে[৬] ত্রৈলোক্যনাথ কইল অভিষেকে।
গঙ্গা জার পদজল বেদ জার বাণী[৭]   জার পদ ব্রহ্মা স্তুতি করেন্ত[৮] আপুনি।
সেই কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর জদুরাএ   উগ্রসেন-অভিষেক কইল মথুরাএ।
হের দেখ সুপথে থাকিলে হেন হএ[৯]   উগ্রসেন রাজা করি মারি কংসরাএ।
জবে[১০] কৃষ্ণ উগ্রসেনে সিচি তীর্থজলে   মূর্ছিত পৃথবি প্রবোধিল[১১] সেই কালে।
জঅ জঅ শব্দ হইল সকল নগরে   বিজঅমঙ্গল বাজে ঘরে ঘরে[১২]।
ওথা মহাশোকে আছে কংসের মহারাণী   তাহার কান্দনা[১৩] জত কহিতে না জানি।
জার অঙ্গ চন্দ্র সূর্জ দেখিতে না পাএ   সে সব দুল্লভ অঙ্গ ধূলাএ লোটাএ।
জে দেহের বসন বাউ নাহি নাড়ে ডরে   সেবকের[১৪] নারী তারে[১৫] ধরাধরি করে।
দাস দাসী ধরাধরি গেলা কৃষ্ণ-ঠাঞে[১৬]   কান্ধে[১৭] অবলম্বিঞাঁ[১৮] পড়িল[১৯] দুই পাএ।
চরণে বেঢ়িঞাঁ শোভে মুখের বলএ   পদ্মমালা-মাঝে জেন শোভে[২০] কুবলএ।
কান্দিঞাঁ কান্দিঞাঁ জত বলে কংসরাণী   তা সব ব্যথিত[২১] হইঞাঁ শুনে[২২] চক্রপাণি।
নারীগণ বোলে শুন কপট গোপাল   তোহ্মারে[২৩] না দিএ দোষ আপন কপাল।
পাএ পাএ নিষধিল প্রভুর চরণে   মরণকারণ বাদ কইল তোহ্মা[২৪] সনে।
জবে প্রভু তোহ্মাকে[২৫] ভজিঞাঁ করে কাজ   তবে কেনে এ মুণ্ডে[২৬] পড়িবেক বাজ[২৭]।
তোহ্মার[২৮] চরণে ভক্তি কেবা কিনা পাএ   তোহ্মা[২৯] বিমুখে সুখে কে[৩০] আছে কোথাএ[৩১]
ভাল হইল দোষ-অনুমানে দিলে ফল   অনাথী অবলা জনে[৩২] পাএ দেহ থল।
তুহ্মি[৩৩] স্বামী পুত্র মিত্র বন্ধু পরিজন[৩৪]   তোহ্মা[৩৫] বই আর কেহো নাহিখ শরণ।
অনাথের নাথ তুহ্মি[৩৩] শরণপঞ্জর   পতিত[৩৬]-পাবন তুহ্মি[৩৩] ভকতবৎসল।

১ পা -রাগ ২ ক.ক নিসি ৩ পা সংভ্রমে ৪ ক.ক বেড়াইঞা ৫ পা ভার ৬ ঐ আপ ৭ পা বল জানি ৮ ক.ক নামে সরস্বতি বইসে ৯ পা হঅ ১০ ঐ তবে ১১ পা প্রবোধে ১২ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ১৩ পা কন্নানা, ক.ক কান্দন ১৪ পা সেবকে সে ১৫ পা-এ নাই ১৬ পা ঠাঞি ১৭ ক.ক কান্দে ১৮ পা অবালম্বিঞা ১৯ ক.ক রাতুল ২০ ক.ক দুই ২১ ঐ দুখিত ২২ পা যুনি ২৩ ঐ তোমারে ২৪ পা তোমা ২৫ ঐ তোমাকে ২৬ পা লোক মুখে ২৭ ক.ক পড়িব এ লোক মুণ্ড বাজে ২৮ পা তোমার ২৯ ঐ তোমা ৩০ পা কেবা ৩১ ঐ কোথা ৩২ ক.ক জেন ৩৩ পা তুমি ৩৪ ঐ পুরিজন ৩৫ পা তোমা ৩৬ ঐ পথিত

ইহলোকে পরলোকে[১] সব তোহ্মার[২] দাঅ   কোথা থোবে কি করিবে কহ ত উপাঅ।
কংসনারীগণের শুনিঞাঁ এত বোল[৩]   হৃদএ ভাসিঞাঁ[৪] দিল দআর হিল্লোল[৫]।
কাতর[৬] বদনে কিছু কহেন প্রিঅ বাণী   না কান্দ না কান্দ শুন কংস-মহারাণী।
গত কাজ অনুশুচি ফল[৭] নাহি আর   হাথ পাতি মাগিএ[৮] সকল দোষভার।
সবে কংস আনিঞাঁ দিবারে[৯] না পারিব[১০]   সবে বাঁউ-আদিত্য-উপরে দিঞাঁ জাব।
সেই সব সুখ ভুঞ্জ ইথে[১১] নাহি আনে   কংসের ক্রিআ জে[১২] তাহা ক[১৩] জথাস্থানে।
এত বলি সভারে পাঠাইল জদুরাএ   সব নারীভাগ[১৪] মেলি গেলা প্রভু-ঠাএ[১৫]।
অঙ্গে অঙ্গ[১৬] ধরাধরি কান্দে দেবীগণে   জাহার কান্দন শুনি কান্দএ পাষাণে[১৭]।
তবে জ্ঞাতিলোকে[১৮] নারীগণ পরবোধি[১৯]   কংসের দৈহিক[২০] কর্ম কইল জথাবিধি।
হেন দুখশোকে আকুল[২১] কংসপরিবারে   ওথা রঙ্গে নেআএ মথুরাপুরন্দরে।
জাবত আছিলা কৃষ্ণ রাজব্যবহারে   তাবত করাইল মা বাপের পরিষ্কারে[২২]।
তবে দুত আসিঞাঁ কহিল জাইবারে   তখনি চলিলা মায়ো বাপ দেখিবারে[২৩]।
আগে বলরাম পাছে দেব জদুরাএ   জীব[২৪] পরমাত্মা জেন ভ্রমএ[২৫] লীলাএ।
আশে পাশে অক্রুর উদ্ধব দুই জনে   রাজপরিচ্ছেদে[২৬] জাএ উলসিত মনে।
হাথের সানে বাহিরে রাখিল সব জনে   আওঁআস প্রবেশ কইল রাম নারাঅণে[২৭]।
অক্রুর উদ্ধব সঙ্গে কইল দুই জনে   আনন্দে করিল[২৮] মাঅবাপ-দরশনে[২৯]।
বসুদেব দৈবকী দেখিল পুত্রমুখ   নিমিষেকে পাসরিল[৩০] আজনম দুখ[৩১]।
পুত্র দেখি[৩২] দৈবকী[৩৩] বাৎসল্য[৩৪]-রসে ভাসে   আখি পওধর[৩৫] অবিরত পঅঃ স্রবে[৩৬]।
জবে দোঁহে প্রণাম করিল[৩৭] বাপ মাএ   তা দোঁহার লোহে তিতি[৩৮] গেল গাএ।
রাম কৃষ্ণ নঅন-আনন্দ[৩৯]-জলধারে[৪০]   বসুদেব দৈবকী দোঁহার চরণ পাখালে।
দৈবকী করিল[৪১] কোলে দৈবকীনন্দন   বসুদেব কৈল কোলে দেব সঙ্কর্ষণ।

১ পা পর[লো]কে ২ ঐ তোমার ৩ পা বোলে ৪ ক.ক ভাসাঞা ৫ পা হিল্লোলে ৬ ঐ করুন ৭ পা কাজ কিছু ৮ ঐ মাগিল ৯ পা দিতে ১০ ক ক নাহি পাব ১১ পা কিছু ১২ ক ক -হুয়ে ১৩ পা করগা ১৪ ঐ °গণ ১৫ পা ঠাঞি ১৬ ঐ অঙ্গ প্রঙ্গ ১৭ ক.খ পরানে ১৮ ক.ক জ্ঞানিগণ ১৯ পা প্রবোধে ২০ ঐ দৈব ২১ পা থাকুক ২২ ক.ক পুরস্কারে ২৩ পা দরসনে ২৪ ক.ক, ক.খ জার ২৫ ক.ক থাকিবা ২৬ পা °পরিছেদে ২৭ ঐ নারাঅণ ২৮ পা -দোহে ২৯ ঐ °দর্ষন ৩০ পা বিস্মিরিল ৩১ ঐ দুখে ৩২ পা বইসে ৩৩ ক.ক পুত্র ৩৪ পা বাৎস্ত ৩৫ ঐ পও ৩৬ পা পৃঅস্রবে ৩৭ ঐ রামকৃষ্ণ কোলে চুম্ব দিল ৩৮ ক.ক, ক.খ ভিজি ৩৯ ক.ক দোহার আনন্দে ৪০ পা জতধানে ৪১ ঐ নিল

দোঁহে কোলে করি দোঁহে কান্দিলা আপারে[১] কহিতে উথলে শোক সম্বরিতে না পারে[২]
তবে সে দৈবকী দেবী কৃষ্ণমুখ চাহি কান্দিঞাঁ[৩] জেমত দুখে[৪] জে কিছু শুনাই[৫]।
ভাল হইল কাহ্নাই দেখিল তোর মুখ এখন জে হবে তাথে[৬] নাহি দুখ।
আর মোরা জীতে সাধ নাহি এক ধান তোহ্মার[৭] নিছনি লঞাঁ মোর জাউক পরাণ।
তোহ্মা[৮] পুত পাইঞাঁ না পালাইল কোন[৯] সাধে মাওঁ হেন বচন হইল বিবাদে[১০]।
জবে বা এখন সুখ[১১] ভুঞ্জাহ আপার তভু মোর হৃদএ রহিল এক শাল[১২]।
তোহ্মা[১৩] হেন ত্রিভুবনে দুল্লভ কুমার প্রসবিঞাঁ মুখ না দেখিল আরবার।
দুখ শোক ভএর ভাজন কৈল[১৪] মোরে গোকুলে বোলাহ জাঞাঁ জশোদাকুমারে।
তোহ্মা[১৫] হেন ছাওআল না কইল কোলে না[১৬] নিল না পালিল না শুনিল বোলে।
উল্লাল দুল্লাল[১৭] করি না ডাকিল পোএ সাধের ভূষণে[১৮] না সাজিল গাএ গাএ।
আধ আধ আথরের বোল খাঁনি খানি হাস্যমুখে না শুনিল দৈবকী পাপিনী।
দশ কর্ম্মে আনন্দের না পাইল সাধে মা হেন বোল মোরে হইল পরিবাদে।
তাবত[১৯] মাএর পুত[২০] জত দিন[২১] কোলে বসিতে জানিলে[২২] হএ অনেক অন্তরে।
জত বসে[২৩] ততেক বাচএ অহঙ্কারে[২৪] বলিতে জানিলে[২৫] হএ[২৬] বাপ-অধিকারে।
অধিক কি বাখানিব কহিল আলপে ভাগ্যবতী জশোদা বাখানি তার তপে।
বিধি অনুকূল হইলে কিবা নাহি করে থাপ্য ধনে দরিদ্র[২৬] বোলাএ লক্ষেশ্বরে[২৭]।
এতেক মাএর শুনি অনুজোগবাণী বিষাদ ভাবিঞাঁ কিছু কহে চক্রপাণি।
কিবা সোঙরাইলে[২৮] মাও[২৯] অপরূপ বৃর্ত্তান্ত[৩০] পাএ পাএ সন্তাপের[৩১]
নাহি[৩২] মোর[৩৩]
গর্ব্ভ হইতে পড়িতে আপন মৃত্যু-ভএ মাঅ বাপে থুল[৩৪] লঞাঁ পরের আলএ।
সেই নন্দরানী মাঅ[৩৫] জত দিল দুখে কহিলে কহিল নহে লাখ লাখ মুখে।

১ পা বিস্তর ২ ঐ বেথা শম্বরিল নহে ৩ পা -জেমত দু ৪ ক. ক কান্দি মনের দুঃখ ৫ ঐ সুধাই ৬ ক. ক তারে ৭ পা তোমার ৮ ঐ তোমা ৯ ক. ক পুতে আমার না পালাইল, পা পাইল- ১০ ক. ক মোর দুঃখে জনমিলা কত অপরাধে ১১ পা দু শুখ ১২ ক. ক তাপ ১৩ পা তোমা ১৪ ঐ দুখিত দেখিত দেখিঞাঁ জদি ভাঙি গেলা ১৫ পা তোমা ১৬ ঐ -না ১৭ ক. ক উলাল দুলাল ১৮ ঐ ভূষণ ১৯ পা জাবত ২০ ঐ পুত্র ২১ পা ততক্ষণ ২২ ঐ না- ২৩ ক. ক বাসে ২৪ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ২৫ পা জানিলেহ ২৬ পা-এ নাই ২৭ ক. ক লক্ষেশ্বরে ২৮ পা মুরগণ ২৯ ক. ক মায়, পা মা ৩০ পা বৃর্ত্তন্ত ৩১ ক. ক দুঃখ শোকের, পা সন্তপরহি ৩২ পা-এ নাই ৩৩ ক. খ কোনো ৩৪ ক. ক থোএ ৩৫ পা মা

পরের ছাওঁআল বলি জত কইল কাজে   সেহো আর কত কহি[১] জানে সব রাজে[২] ।
একুই[৩] তোহ্মার[৪] তপে এড়াই সব ঠাঞি   হেন মন করে তার মুখ নাহি চাহি।
জার তার কোলে আপেলিঞাঁ[৫] নিরপেখি   আন নহে পুতনা রাক্ষসী তাহে সাখি।
শূন্য ঘরে থুঞাঁ আহ্মা[৬] জথা তথা জাএ   ভাঙ্গিঞাঁ শকটখান পড়ে মোর গাএ।
ভোখে ঘর বলি[৭] খাই এ দধি দুধে   কার ঠাঞি পাএ জবে কথার শুদ্ধে।
বান্ধিঞাঁ প্রহার করে বৈরীকে[৮]-অধিকে   ইথি উদুখল সাখি আর দুই বৃক্ষে।
হেন কত কহিব তাহার[৯] গুণোদএ   সেই ভাল কোরোধে পরাণ[১০] নাহি লএ।
আজনম আহ্মা[১১] হেন দুখভাগী নাহি   পিক সম[১২] পরপোষা বোলাএ কানাঞি।
ভোখে শোষে না খাইলাঙ উদর পুরিঞাঁ   আচলে[১৩] না থাকিথাঙ[১৪] এ
কোলে[১৫] শুতিঞাঁ[১৫] ।
ভাল বস্ত্র দেখিঞাঁ না আখটী কৈল[১৬] মাএ   জেখানে জে শোভা করে না পরিল[১৭] গাএ।
হেনমতে বিফলে গোঙাইল শিশুকালে   আজনম দুখী করি জানিহ[১৮] গোপালে।
হেন কথাপ্রবন্ধ বঞ্চিল বাপ মাএ   শুনিঞাঁ টাটকি লাগে[১৯] সকল সভাএ।
এত[২০] শুনি মাওঁ কান্দে হাঁহাঁকার[২১] করি   লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল গালের উপরি।
নানা গন্ধ চন্দনে কইল[২২] উদ্বর্তনে   গন্ধর্ববিধানে কৈল[২৩] স্নান[২৪] দেবার্চনে[২৫] ।
দেবাধিক[২৬] ভোজন করাইল[২৭] পঞ্চামৃতে   গন্ধ মাল্য তাম্বুল জোগাইল্য[২৮] নানা মতে।
নানারস-পরসঙ্গে বঞ্চিল কথো রাতি   দোঁহে সাথে রহিলা মা বাপের কোলে শুতি।
গোপালবিজঅ-কথা শুন সাবধানে[২৯]   রাম কৃষ্ণ কইল মাও[৩০] বাপ-দরশনে[৩১] ।
কহে কবিশেখর লৌকিকভাষা-ছলে[৩২]   পণ্ডিতে মুরুখে বুঝি[৩৩] তর কলিকালে ॥

প্রভাতে উঠিলা[৩৪] রামকৃষ্ণ দুই ভাএ[৩৫]   প্রাতঃক্রিআ সমাপিঞাঁ[৩৬] বসিলা সভাএ।
নানা দ্রব্য দিল নিঞাঁ[৩৭] রাজ-উপহারে   নন্দ ঘোষ তুষিঞাঁ পাঠাইল নিজ ঘরে।

১ ক.ক অগোচর হেন ২ পা রাযো ৩ ঐ এই স ৪ পা তোমার ৫ ক.ক আমা পেলি ৬ পা আমা ৭ ঐ জদি লঞাঁ ৮ পা বৈরি ৯ ঐ তার ১০ পা ক্রোধে প্রাণ ১১ ঐ আমা ১২ পা হেন ১৩ ক.ক আছলে ১৪ পা ফুলইলাঙ ১৫ পা-এ নাই ১৬ পা করিলাঙ ১৭ ঐ চিনিল ১৮ ক.ক কহিএ ১৯ পা বিনঅ করিল আগে ২০ পা-এ নাই ২১ পা হোঁহাঁকার ২২ ক.খ করাএ ২৩ পা করাইল ২৪ ক.খ করি শুনি ২৫ পা দানে ২৬ পা দৈবকী, ক.খ দিবাধিক ২৭ ক.খ করাএ ২৮ ক.ক জে পাইল ২৯ পা সব জনে ৩০ ঐ মা ৩১ পা দর্বনে ৩২ ঐ ছন্দে ৩৩ পা মুনি ৩৪ ঐ উঠেলা ৩৫ পা ভাই ৩৬ ক.ক করিঞাঁ, ক.খ সমাপি ৩৭ ক.ক, ক.খ জন ধন দিঞা

আঙ্কি[১] এই জাই বলি হাসিঞাঁ[২] আশ্বাসি   রঙ্গিঞাঁ[৩] পাঠাইল সব বৃন্দাবনবাসী।
তবে কইল সব[৪] রাজমণ্ডল-বিচার   রাজনীতে খোদ[৫] কইল কংসের ভাণ্ডার।
গোকুলসেবক নিজোজিল থানে থানে[৬]   সব সঙ্গী বাড়াইল বড়ই সম্মানে[৭]।
কংসরাজ্য[৮] বিচারি[৯] করি[১০] করতল   প্রতাপে করিল বশ[১১] নৃপতি সকল।
বাপকে[১২] অধিক সব জনে পাইল রাজা[১৩]   নিজ বর্ণে সধর্ম্মে[১৪] সুখে বইসে[১৫] প্রজা।
সবে বাউ-আদিত্য[১৬] উপর দিঞাঁ জাঅ   দুখ সুখ ভএর নাহি কোন দাঅ।
রাজচিন্তা-ভার দিঞাঁ উগ্রসেন-মাথে   নিশ্চিন্ত হইলা তবে[১৭] ত্রৈলোক্যের নাথে[১৮]।
দিবসে[১৯] প্রদীপসম উগ্রসেন পাটে   কৃষ্ণের প্রভাবে সব রাজা পাত্র খাটে[২০]।
হেনমত রাজ্য-সুখ বাড়ে রাতি দিনে   লীলাএ বেহার করে রাম নারাঅণে[২১]।
লুবধ জে রসে[২২] তাহে[২৩] ছাড়িতে না পারে   বিনি মধুএ না জীএ[২৪] রসিক মধুকরে।
বৃন্দাবন জেন নটবরবেশ ধরি   মথুরানগরী দেখে আওঁারি আওঁারি[২৫]।
রাম দামোদরে বুলে রাজ-রাজেশ্বরে   ভ্রমিতে কৌতুকে গেলা অক্রুরের ঘরে।
তা দেখিঞাঁ সব লোক অক্রুরে[২৬] বাখানি   আনন্দে সে কি কহিব হেনঞি না জানি।
ভাগ্য[২৭]-বশে[২৮] বৈষ্ণব কাহোর ঘর জাএ   সেই লোক আনন্দের ওঁর[২৯] নাহি পাএ।
তাহে কৃষ্ণ আপনে অতিথ জার ঘরে   আনন্দে তাহার ভাগ্যে কহিতে কে পারে।
জাতি প্রাণ ধন জন করি এক পণে   ভক্তি প্রেমে করে[৩০] পাত্র কৃষ্ণের পুজনে।
জবে[৩১] মহানবনিধি জনে অনুরাগে   মনোরথ পুরি সেবা করে আতিরাগে[৩২]।
জে পদনখের জলে পবিত্র সংসারে   সে পদ পাখালে কৃষ্ণ অক্রুরের ঘরে।
শিব জারে ধেআনে দেখিতে সাধ করে   তারে পাদ্য অর্ঘ্য আঁচমন দিএ ঘরে।
জে জন তিলেক না রহে জোগি[৩৩]-মনে   সে জন অক্রুর-ঘরে বসিলা[৩৪] আসনে।
জার মূর্তি পুজে ইন্দ্র নানা উপহারে   তাহারে অক্রুর পাইল আপন দুআরে।
জত উপহার দিল কহিতে না জানে   তাহে চমতকার লাগে লক্ষ্মীনারাঅণে।
হেনমতে সর্ব[৩৫]সমর্পিল কৃষ্ণ-পাএ   করপুটে কাতর হইঞাঁ কিছু কহে।

১ পা আমি   ২ ক.ক আসিঞা   ৩ পা বলিঞা   ৪ পা-এ নাই   ৫ পা রাজনিক্ষ্যোদ   ৬ পা-এ নাই   ৭ পা সম্মানে   ৮ ঐ °বাড়ী   ৯ পা বিচার   ১০ ক.ক করিল   ১১ পা সব   ১২ ঐ বাপের   ১৩ পা পালী পরজা   ১৪ ঐ বস্তু সধর্ম   ১৫ ক.ক ধর্মে সুখে থাকে   ১৬ পা আদী   ১৭ ক.ক নিলসে বিলাষ সুখ   ১৮ পা ত্রিলোক্যর নাথ   ১৯ পা দিবস, ক.ক নিবসে   ২০ ক.ক খাটেপাটে   ২১ ক.ক বিহরে ব্রহ্মা কেহোই না জানে   ২২ পা জে জন জে রস   ২৩ ক.ক তা   ২৪ ঐ মধু জানিএ   ২৫ পা চৌআরি   ২৬ পা অক্রুর   ২৭ পা রাজ, ক.খ জার   ২৮ পা ভাগ্যে   ২৯ ক.ক থল   ৩০ ঐ গেল   ৩১ ক.ক ঘরে   ৩২ পা মহাভাগে   ৩৩ ঐ মুনি   ৩৪ পা বসিঞা   ৩৫ ক.ক -ঘর

লক্ষ্মী জার চরণ সেবএ অনুক্ষণে[১] সে তোহ্মারে[২] মুঞি ছার তুষিমু[৩] কোন ধনে।
আহ্মি[৪] সে গোপাল-ঠাঞি কি করিব স্তুতি গঙ্গাধর-অধিক কেবা জানএ[৫] ভকতি।
ভালে তুহ্মি[৬] মাআঅ[৭] নাচাহ ত্রিভুবনে তোহ্মার[৮] বস্তু দিঞাঁ করে তোহ্মার[৮] পুজনে।
তোহে[৯] বস্তু দিঞাঁ আপনা[১০] কৃতকৃত্য[১১] মানে কার বস্তু কারে দেই হেনই না জানে।
অহঙ্কারবীজের[১২] শরীর ক্ষেত্রখানি কামা[১৩] ইথি আদিত্য বিষঅ[১৪] ইথি পানি।
দুখ সুখ ফল ইথি ফলে পাএ পাএ[১৫] জানিঞাঁ শুনিঞাঁ চাঅ[১৬] তোহ্মার[১৭] মাআঅ।
পাএ পাএ ঠাকুর তোহ্মার[১৭] ঠাকুরালি পশুর শকতি কত বুঝিবারে[১৮] পারি।
সবে এই তোহ্মার[১৭] চরণে মাগি দানে মোরে মাআ না করিহ সেবক-গেআনে[১৯]।
অক্রুরের এতেক[২০] ভকত[২১]-কথা শুনি উঠিল[২২] মুচুকি হাসি দেব চক্রপাণি।
হেনমতে দেখি বুলে[২৩] মথুরানগরে[২৪] অচম্বিতে উত্তরিলা কুব্‌জীর ঘরে।
চিরকাল আছে কুব্জী পুরুব[২৫] আশ্বাসে আচম্বিতে দেখে প্রভু আপন আওাঁসে।
কি কহিব কি বলিব হেনঞি না জানি[২৬] জনম-দরিদ্র জেন পাইল চিন্তামণি।
আতি[২৭]-প্রেমে করিল অতিথ-পুরস্কারে[২৮] চরণ পাখালি কেশে পোঁছে[২৯] বারে বারে।
মাল্য গন্ধ চন্দন বসন অলঙ্কারে আপনে সাজিল রামা নাগরশেখরে।
কপুর তাম্বুল খাএ হাস পরিহাসে সোনার পালঙ্কে গাওঁ[৩০] ঢালিল[৩১] আলিসে।
তথাঞি[৩২] কপট নিন্দ গেলা[৩৩] জদুরাএ বাহ্য[৩৪] লোক সমঅ বুঝিঞা ঘর জাএ।
নির্জন[৩৫] বুঝিঞাঁ উঠে নাগরশেখরে লক্ষ্মীসম[৩৬] রামা দেখে[৩৭] পালঙ্কের[৩৮] তলে।
প্রেমের অধীন কৃষ্ণ রসের সাগরে হাথে ধরি রামা তোলাইল খাটপরে[৩৯]।
দুই জনে পসারিল রসের পসারে কামরাজ বেশাইল নানা পরকারে।
সে সব রসের কথা কহনে না জাএ বৈকুণ্ঠ-অধিক সুখ পাইল জদুরাএ।
নানা রসপরিহাসে কিছুই না জানি[৪০] নিমিষ-অধিক গেল বসন্তরজনী।

১ পা নক্ষন ২ ঐ তোমারে ৩ পা দিমু ৪ ঐ আমি ৫ পা জানে ৬ ঐ তুমি ৭ পা আমাএ ৮ ঐ তোমার ৯ পা তোমা, ক. ক তোহেয়ি ১০ ক. ক আপনারে ১১ পা কৃত২ ১২ ঐ অহঙ্কারক বিজে ১৩ ক. ক কাম ১৪ ক. ক বিষ ১৫ ঐ সর্ব কালে ১৬ ক. ক কেহো খাএ কেহো দাএ ১৭ পা তোমার ১৮ পা জুঝিবারে ১৯ ঐ অনাথ গেআগেআনে ২০ পা এত ২১ ক. ক গভীর ২২ পা উঠেল ২৩ ক. খ ভ্রমে ২৪ পা °নগরি ২৫ ক. ক পুরব ২৬ পা জানে ২৭ ঐ অতি ২৮ পা °পুজনে ২৯ ক. ক পোঁছে ৩০ ক. ক গায় ৩১ পা গড়াল ৩২ ক. ক, ক. খ এথাঞি ৩৩ ক. ক জাএ- ৩৪ ক. ক রাহ্য ৩৫ ঐ বিরল ৩৬ পা °সমান ৩৭ পা-এ নাই ৩৮ পা পালঙ্ক ৩৯ ক. ক, ক. খ তোলে পালঙ্ক উপরে ৪০ পা জানে

হের দেখ ভকতবতসল গুণনিধি ভকত-জনের মন পুরে জথাবিধি[১]।
কথা সে কুব্জী নারী কথা আত্মারামে[২] দেখ তাহে[৩] পিরিতে রসের পরিণামে।
গোপালবিজঅ নর[৪] শুন সঙ্গ ভাই দৈবকীনন্দন কৃষ্ণ পিরিতে সে পাই।
কহে কবিশেখর না কর মনে ধন্দ[৫] জারে গোপীনাথ বলি সেই চিদানন্দ ॥

॥ সুহই[৬] ॥

হেন রসে বসে কৃষ্ণ মথুরানগরে দিনে রাজরাজেশ্বর নিশি[৭] নাগরশেখরে[৮]।
ওথা নন্দ ঘোষ জবে গেলা নিজ ঘরে সম্ভ্রমে জশোদা আসি[৯] বেড়িল সত্বরে।[১০]
রাম কৃষ্ণ না দেখিঞা চাহে চারি পানে দাবদাহ-দোষে জেন মৃগ জল ভালে।
ঘনে ঘনে জশোদা শুধাএ উচ্চস্বরে নন্দ হেঠমুখে কান্দে না দেই উত্তরে।
নন্দের কান্দনা দেখি জশোদা বাউলী বুকে ঘাও হানি[১১] কান্দে আউদড়চুলী।
হা পুত হাপুত করি কান্দে উভরাএ গাএর বসন ভূম্যে লোটাইঞাঁ জাএ।
কি হইল কি হইল বুলি[১২] ধাএ পুরজনে আচম্বিতে বজ্জর[১৩] পড়িল বৃন্দাবনে।
নন্দ ঘোষ জশোদার দেখিঞাঁ কাঁন্দনে সভেঁ কান্দে কাজ না শুধাএ কোন জনে।
কৃষ্ণ না দেখিঞাঁ সভেঁ আনহি আশঙ্কে[১৪] কহিতে না ফুরে মুখ নেআইল বঙ্কে[১৫]।
জেই আইসে সেই কান্দে সভার আধিকে আশ পাশ ভাসি গেল লোহের ঝলকে[১৬]।
বৃন্দাবনে জত জত জীব জন্তু বসে ঠাঞি ঠাঞি[১৭] কান্দনে লোহ-নদী[১৮] ভাসে।
তাহে এক গোআলা সভাকে গালি দিঞাঁ কানুর বারতা পুছে আরতি লঞাঁ[১৯]।
নন্দ বলে কানাঞি বধিঞাঁ[২০] কংসরাএ উগ্রসেনে অভিষেক কইল মথুরাএ।
কংসের সকল রাজ্য করি হস্তবশে বৃন্দাবন আসিব দিবস নঅ দশে।
নন্দের বচন কারো পরতীত নাহি কেহো কোন অনুমানে করে ঠাঞি ঠাঞি[২১]।
তা শুনি জশোদা রানী ধৈর্য[২২] অবলম্বি কানুরে বারতা পুছি নন্দেরে বিলম্বি[২৩]।
গোকুলের প্রাণ মোর হাপুতির পুত তাহা দোহা[২৪] এড়িঞাঁ আইলা কোন মত[২৫]।
ঘর আসি[২৬] পহিল দেখিল কার[২৭] মুখে কৃষ্ণ না থাকিলে ঘরে আর কিবা সুখে।

---

১ পা জথবিধি ২ ঐ আইলা রাম ৩ ক. খ তার, পা তা দেখি ৪ পা শুন ৫ ঐ মনে না কর দ্বন্দ্ব ৬ পা -রাগ ৭ ক. ক রাতি ৮ পা °সেখর ৯ ক. খ আদি ১০ পরবর্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ১১ পা ঘাওা মারি ১২ ক. ক করি ১৩ পা বাজ ১৪ ঐ বড়ই আসঙ্গে ১৫ ক. ক না নিখরে বাকে ১৬ পা হিল্লোলে ১৭ ক. ক সভাকার ১৮ পা-এ নাই ১৯ ক. ক বিহইঞা ২০ পা মারিঞাঁ, ক. ক বধিল ২১ ক. ক সেই ঠাই ২২ ঐ ধৈর্য্যতা ২৩ ক. ক বিভঙ্গি ২৪ পা -দোহাএ ২৫ ঐ সত্তে ২৬ পা -আগে ২৭ ঐ কা[র]

জা দেখিঞাঁ আইল ঘর থাক তাহা লঞাঁ   মো জামো সকল ছাড়ি জোগিনী হইঞাঁ।
জথা জাই তথাই তাহার নিরিশনে[১]   দেখিঞাঁ শুনিঞাঁ কত সম্বরিব মনে।
এ পোষের[২] মৃগ পক্ষ কে দিব আহারে   শারিশুক-মুখ দেখি ডাকিব কাহারে।
এ খেলার সজ্জ লঞাঁ কে খেলাব খেলা   মাওঁ বলি কে আসি[৩] ডাকিব ভোখ-বেলা।
কার বোলে[৪] ধেনু বৎস আসিব ধাইঞাঁ   শিশুগণ জাব কার[৫] জোগান ধরিঞাঁ।
এ গোপশিশুর কেবা[৬] জানিব বেদনে   কার সঙ্গে সাজিঞাঁ বুলিব[৭] রাতি দিনে।
মাওঁ মাওঁ বলিঞাঁ কে সান্তাইব[৮] কোলে   গাএ গাএ অমৃতে সিচিব কার বোলে।
কহিতে কহিতে মাএ হইলা আগেআনে[৯]   ধর ধর বলি সখী ধরে থানে থানে।
চেতন করাইতে করে[১০] নানা পরকারে   কার উপচার[১১] কিছু করিতে[১২] না পারে।
তা[১৩] দেখিঞাঁ নন্দ ঘোষ উথলিঞাঁ[১৪] শোকে   অচেতনে পড়িল ধরিতে
নারে[১৫] লোকে[১৬]।
দেখাদেখি দুখ শোক বাড়িল আপারে   লোহের হিল্লোলে[১৭] ভরিল[১৮]
কান্দর[১৯] পাথারে[২০]।
হেনমতে কান্দিঞাঁ বিকল[২১] গুরুজনে   বঅস্যজনের শোকে না জাএ ধরণে[২২]।
সকল বঅস্য[২৩] মেলি এক ঠাই হইঞাঁ[২৪]   শুনি গোঠমাঝে কান্দে লোটাঞাঁ লোটাঞাঁ[২৫]।
ছার বিধি কেনে বা শুনাএ এত[২৬] দুরে   বৃন্দাবন ছাড়ি[২৭] কৃষ্ণ রহিলা মধুপুরে।
জার লাগি মাওঁ বাপ কেহো নাহি চিনে   শঅন ভোজন গোঙাইল রাতি দিনে।
ঘরে কত গালি খাআ আহ্মা[৩১] সভা লাগি   কত দধি দুগ্ধ জড়[২৮] করিথা[২৯] মাগি মাগি[৩০]।
আহ্মা[৩১] সবা লাগি গোরস চুরি করি   উদুখলবন্ধন তাহে সহিল শ্রীহরি।
আহ্মা[৩১] সভা সঙ্গে কৌতুকে দুই ভাই   নন্দের কুমার হইঞাঁ চরাইথা[৩২] গাই।
বনে জবে একটি মধুর ফল পাই   জত শিশু লখে ততখানি[৩৩] করি খাই।
জবে মাএ সাধে[৩৪] ঘরে[৩৫] ভাল কিছু খাএ   গালে লুকাইঞাঁ আনি সভারে চাখাএ[৩৬]।

১ পা তথা তার নিরিশন ২ ক. ক পোষে ৩ ঐ আর ৪ ক. ক ডাকে ৫ পা কার জাব ৬ ঐ কে ৭ ক. ক, ক. খ জাইব ৮ ক. ক সাধাইব, পা সন্তাইব ৯ পা অচেতনে ১০ ক. ক, ক. খ করিল ১১ পা -কেহো ১২ ঐ কহি ১৩ পা স্তা ১৪ ক. ক উথলিলা ১৫ পা ধেরিতে না পারে ১৬ ক. ক সোকে ১৭ পা লোহ সিঙ্গানিতে নদি ১৮ ক. ক, ক. খ নদী ১৯ পা-এ নাই ২০ পা আপারে, ক. ক পাথার ২১ ক. ক হেন মন করিঞা কান্দীঞা ২২ ঐ কথনে ২৩ পা বৈস্য ২৪ ঐ হইলা এ ঠাই ২৫ ক. ক লোটাই লোটাই, পা-এ নাই ২৬ পা-এ নাই ২৭ পা ছা[ড়ি] ২৮ পা জত, ক. ক দুধ জত ২৯ ক. ক করে ৩০ পা জে লাগি ৩১ পা আমা ৩২ ক. ক, ক. খ চরাইল ৩৩ পা একখানি ৩৪ ঐ সাধে মাএ ৩৫ ক. ক -জে, পা-এ নাই ৩৬ ক. ক খাওআএ

এই ত গহন পাপ জমুনার বনে   আহ্মা[১] সভা লাগি কত কইল প্রাণপণে।
আহ্মা[১] সভা কৌতুকে ব্রহ্মা হরি লইল   কোপে ব্রহ্মাকে প্রভু আপনা চিনাইল[২]।
পানি পিতে তৃষাএ[৩] গেলাঙ কালিদহে   সব শিশু মইল তার বিষদাহে।
তবে কৃষ্ণ প্রাণপণে নিকালিল কালি   মো সভার[৪] তাল সাধে ধেনুকাকে মারি।
হেন কত কহিব তাহার গুণোদএ[৫]   সোঙরিতে[৬] এক বেলে পোড়এ হৃদএ।[৭]
শিব শিব আচম্বিতে কি হইল আকাজে   গোআলাছাওাঁল-শিরে[৮] পড়ি গেল বাজে।
হেনমতে সঙ্গিগণে কান্দে উচ্চস্বরে   তাহার কান্দনে কান্দে গোকুলনগরে।
স্ত্রীপুরুষে কান্দএ[৯] সকল[১০] বৃন্দাবনে   বাল বৃর্দ্ধ জুবা জত পক্ষ পশুগণে।
ঘরে দ্বারে চাতরে পাঁতরে হাটে[১১] বাটে   ঠাই ঠাই কান্দে তা শুনিতে প্রাণ ফাটে।
সভে বলে কে আর পালিব বৃন্দাবনে[১২]   কে আর করিব নানা বিপদতারণে[১৩]।
দেবদানবের বাদে রাখিঞাঁ গোকুল   এতদিনে আপনে কইল[১৪] নির্মুল।
ভুজবলে কংসের উতপাত কইল দুরে   ইন্দ্রবাদে গিরি ধরি রাখিল গোকুলে।
কে জানে কি লাগি হইল এতেক নিঠুরে   আহ্মা[১৫] সভা নাশিঞাঁ[১৬] রহিলা মধুপুরে।
শিব শিব আর না শুনিব বেণুনাদে   এ পাপ নঅনে না দেখিব তেন ছান্দে।
আর বৃন্দাবনপথ নহিব সফল[১৭]   ইবে সেঅ[১৮] নাশে[১৯] গেল গোকুলনগর।
হেন নানা কান্দনে বিকল পুরজনে   কৃষ্ণের ভাবনা বহি আন নাহি মনে ॥

ইতি পুরজনাদি[২০]-বিষাদ ॥

সে গোপনাগরীর আর না কহিএ[২১] কথা   শুনিলে পরম বইরি সেহো মানে[২২] বেথা।
জবে গোপী লোকমুখে শুনিল নিশ্চএ   বৃন্দাবন না আসিব নন্দের তনএ।
তবে গোপী হরি করি কান্দএ উচ্চস্বরে   শোকভরে গাওঁ ঢালি পড়ে ভুমিতলে।
গোপী শোকে আগেআন কারে কে সম্বরে[২৩]   লোহের হিল্লোলে[২৪] ভাসে নদীএ কান্দরে[২৫]।
কান্দে কান্দে সোহাগে আগলী রাধারানী   জাহার কান্দনা[২৬] শুনি বিদরে পরাণি।

---

১ পা আমা ২ ঐ চীনাএ ৩ পা ইশ্রায়ে ৪ ঐ সমভার ৫ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৬ পা শ্মরিতে ৭ অতঃপর পা-এর অতিরিক্ত, না জানিএ কি পরমাদ হইল হেথা ৮ ক. খ মাথে ৯ পা কান্দে জত ১০ পা-এ নাই, ক. ক সকল কান্দএ ১১ পা হাট ১২ ঐ বৃন্দাবন ১৩ পা তারন' ১৪ ক. ক, ক. খ করাইল ১৫ পা আমা ১৬ ঐ লাগিঞাঁ ১৭ পা সফলে ১৮ ক. খ, পা একেসি ১৯ পা আনামে ২০ ঐ পুরজননাদি ২১ ক. খ কহি ২২ ক. ক পাইল ২৩ পা করে কে সতরে ২৪ পা হি[ল্লো]লে ২৫ ঐ নদিত কাদরে ২৬ ক. খ কান্দন, পা কান্দানা

আবাল হইতে কানু-সনে নেহা   এক প্রাণ এক জীউ সবে ভিন্ন দেহা।
শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী আজিহো না চিনি   কানু-সঙ্গে নানা রঙ্গে বঞ্চি রাতি দিনি[১]।
নঅনের আড় হইলে কেহো নাহি জীএ   কেহো এড়ি শোষে কেহো[২] পানি নাহি পিএ
বুকের উপর বহি[৩] শিজ্ঞ নাহি ছুই[৪]   মুখের চর্বিত[৫] বহি তাম্বুল নাহি খাই।
মুখে মুখে ঠেকাঠেকি থাকি রাতি দিনে[৬]   আখি ঢুলাঢুলি কত করি দুই জনে।
কানু মোর রূপ[৭] দেখি আখি না পাছাড়ে   মোর কণ্ঠে দুই বাহি[৮] তিলেক না ছাড়ে।
আলিঙ্গনে বুকের ছিণ্ডিঞাঁ পেলে হারে   গাএর চন্দন মোছে বিরহেব ডবে[৯]।
প্রাণপণে একত্র[১০] থাকি দুই বুকে   পর্বত-অধিক তাহে মানিএ পুলকে।
সে প্রভু কি দেখি হইল এতেক নিঠুরে   অভাগী গোপিকা ছাড়ি রহিলা মধুপুরে।
দেবের[১১] অধিক জার বোল পবমাণি   ত্রিভুবন-মাঝে[১২] জাবে ভাল করি মানি।
সে লক্ষ্মীদুল্লভ কৃষ্ণ মোর হাথে ধরি   মুখে মুখ চাহি কত করিল বিকলি।
কানুর পরশ-রসে[১৩] মধুর বচনে   আপনাকে আপনি হইলাঙ অচেতনে।
পাশে জেবা আছিল আবুধ সখীজনে   সেহো ইহা না বুঝিল কপট বচনে[১৪]।
সে হেন পুরুষ কত[১৫] কইল[১৬] পরিহার   তাহে আনুমতি[১৭] না দিব[১৮] কোন ছার।
জার এক বোলকে প্রাণপণ করি   কে জানে মরমে এত বঞ্চিবেক হরি।
না বলিতে যখন[১৯] শপত শত কইল[২০]   আহ্মার[২১] পাপিষ্ঠ মন তখনি জানিল[২২]।
আন দিগ[২৩] চাহিঞাঁ সকল কথা কহে   সে দিশে[২৪] নিশ্বাস ছাড়ি হেঠমাথে রহে।
আসমএ বুধি বাড়ে[২৫] জানি সর্ব কাল   হাথে হাথে হারাইল প্রাণের গোপাল।
জবে জানি গোপিকা ছাড়িব গোপীরাএ   তার অনুমানে কাজ[২৬] করি সেই ঠাএ।
কিবা জনমের তরে দিএ আলিঙ্গনে[২৭]   বোল দুই কহিথাঙ মধুর[২৮] বচনে।
জেবা কিছু দিথাঙ[২৯] প্রাণের নিরির্শনে   জখন তখন জেন সোঙরিথাঙ[৩০] মনে।
একে প্রভু সকল[৩১]-রসিক-শিরোমণি   আর তাহে লাগ পাইল[৩২] মথুরারমণী।
দোহার আতুঁল গুণে[৩৩] মোহিল দোহারে   কমলের বনে জেন ভুখিল[৩৪] ভ্রমরে।

১ পা দিনে ২ পা-এ নাই ৩ পা হরি ৪ ক.ক, ক.খ ছোএ ৫ পা চীবা ৬ ক.ক সব থনে ৭ ক.ক মুখ ৮ ঐ আখি ৯ ক.ক ভরে ১০ ঐ একধি ১১ পা দেবরে ১২ ক.ক মারি ১৩ ঐ কানুরসে পরস সে ১৪ পা গেআনে ১৫ ক.ক পুর তত ১৬ পা -কত ১৭ ঐ অনুমতি ১৮ পা দিল, ক.খ দিবে ১৯ পা-এ নাই ২০ পা কই ২১ ঐ আমার ২২ পা ডাকিল ২৩ ঐ দিন ২৪ পা দিন ২৫ ঐ বুদ্ধি বাধে ২৬ পা কার্য্য ২৭ ঐ আলিঙ্গন ২৮ পা মধু ২৯ ক.ক দেখিথাঙ ৩০ পা মরিথা ৩১ পা-এ নাই ৩২ পা পাইল গিঞা ৩৩ ঐ গুন ৩৪ পা হেন

তাহে গোপী অভাগীর কথা[১] নাম গন্ধে[২]   কাঞ্চন পাইলে কিবা পিত্তলে সম্বন্ধে[৩]।
জথা জাই তথা দুল্লভ বনমালী   না চাহিতে কত কত মেলিব নাগরী[৪]।
সে রসে কাহ্নাই পাসরিল[৫] গোপীজনে   গোপী পাসরিব হেন না দেখি কারণে।
জেন[৬] চান্দবিহনে চকোরী অনাথিনী   জেন মেঘবিহনে চাতকী[৭] পিআসিনী।
জেন সূর্যবিহনে কমল কিছু নহে   তেন কৃষ্ণবিহনে গোপী-জীব[৮]-মাত্র জীএ।
বিষম বিষম সখী কানুর বিরহে   বাহিরে লখিল নহে দহে সর্ব দেহে।
অবিরত এত দহে ভস্ম নাহি হএ   আগুন দুগুন তেজ সহজেই রহে।
কানু-সঙ্গে বিধি-সঙ্গে কত ছিল বাদে[৯]   পরাণ না নেই[১০] দুখ দেই কত ছান্দে[১১]।
না জানিএ কিবা এই জাতনা শরীরে   এত দুখ শোকে প্রাণ না হএ বাহিরে।
এ বড় বিষম[১২] কথা জানিতে চাহিএ   গোপীনাথ-বিরহে[১৩] গোপী[১৪] প্রাণে জীএ।
নিশ্চএ মরিব সখী কানুর বিহনে   এ বড় রহিল লাজ থাঁখার ঘোষণে।
চন্দ্র গোল তাহার চন্দ্রিকা ভিন্ন নহে[১৫]   মেঘ বিনু[১৬] গগনে তড়িত না উএ।
গোপীনাথ[১৭] বিহনে[১৮] গোপীজন[১৯] জীউ ধরে[২০]   কৃষ্ণ জীউ-অন্তক জানিল এত কালে।
এক সখী বোলে শুন রাধা প্রাণসখী   শোক বিচারিতে ত্রিভুবনে ঠাঞি নাহি।
কৃষ্ণের বিরহ আর আগুনের[২১] খুনে   উলটিতে নাঞি চাই নিতই[২২] নৌতনে।
জবে এত জানিথাঙ বিরহের জ্বালে[২৩]   এক পাওঁ ছাড়িঞাঁ না দিথাঙ গোপালে।
অনুজোগ দিতে চাহি নাহিখ কাহোকে[২৪]   আপনাকে আপুনি পোড়াই[২৫] নানা শোকে।
বিরহে কাতর হঞাঁ তেজিব পরাণে   আপন[২৬] হাথের নিধি বিনশিল[২৭] আনে।
অনেকনাগরী-সঙ্গে জার অনুরাগে   দুই চারি নারীর বধ তাহে নাহি লাগে।
সহজে পুরুষজাতি ভ্রমরসমানে   জথা জাএ তথাএ করে[২৮] মধুপানে।
পাপ কুলবহু-জাতি জীতে না জুআএ   এক প্রভু বিনে আর মনে নাহি ভাএ[২৯]।
জাহার বিরহদাহ সহিতে না পারি   চন্দনকে অধিক আনল গাঅ[৩০] ঢালি।
স্বামীর কি কহিব নিষ্ঠুর বেভারে[৩১]   কোলের জুবতী ছাড়ি জাএ দেশান্তরে[৩২]।

১ পা-এ নাই ২ ঐ -নাহী ৩ পা সম্বন্ধ ৪ ক. ক, ক. খ রমণী ৫ পা পাসরিব ৬ ক. খ জথা ৭ পা চাতুরি ৮ ক. ক জিবা ৯ ক. ক বৈরি ছিল ১০ পা ইলে ১১ ক. ক পুন এত দুঃখ দিল ১২ ঐ এত উবিসাস ১৩ ক. ক, ক. খ বিহনে, পা বিহরে ১৪ ক. ক গোপিনি ১৫ পা চন্দ্রীকা তাহার নাহি রহে ১৬ ঐ বিহনে ১৭ পা কৃষ্ণ ১৮ ক. খ, পা বিনু ১৯ পা গোপ- ২০ ক. ক গোপিনি প্রাণে জিএ ২১ ঐ আঙ্গারের ২২ পা নাঞি নিত্য ২৩ ঐ জানে ২৪ পা বাহি কহোকে ২৫ ঐ গোঙাঞি ২৬ ক. খ আপনার ২৭ ক. ক বিসিব ২৮ ঐ পাএ ২৯ পা কিচ্ছিকে না জুআএ ৩০ ঐ দেহ ৩১ পা, ক. খ ব্যবহারে ৩২ পা দেশান্তরি

সবে একখানি আছে[১] জীবার উপাএ   দুখীজনে দআ না ছাড়ে জদুরাএ।
আইসহ সব সখী জাই বৃন্দাবনে   কিবা সুখ পাই কিবা তেজিব জীবনে।
এত বলি গোপীজন জাএ ধীরে ধীরে   দেখিতে দেখিতে গেলা জমুনার তীরে।
প্রভু-সঙ্গে[২] জেখানে জে[৩] কইল গোপীজনে   তার[৪] সেই সম রূপ পড়েসিঞাঁ মনে।
কেহো বোলে পানি নিতে আইলাঙ[৫] জমুনা   এক সখী পহিলে দেখিল সেই[৬] জনা।
গাএ চীর থির নহে দক্ষিণ[৭] বাতাসে   জে দিগ ধরিতে চাহি ওদিগ উদাসে[৮]।
আলখিতে সব দেহ দেখিল কাহ্নাই[৯]   হেন মন করে লাজে ভূমিতে লুকাই।
তখন সে প্রভু ভএ দশ দিগ চাহে   হাসিঞাঁ কহিল তাহা[১০] কহনে না জাএ।
সমুখে কাকুতি কত কইল দেবরাজে   আহ্মি[১১] সখী মুখ-লাজে হারাইল কাজে।
জবে প্রভু ইঙ্গিত-রসে কইল কোর   না জানি কি হইলাঙ পরশের ভোর।
এত বলি কান্দিঞাঁ পড়িলী[১২] সেই থানে   সখীজন তোলাইঞাঁ করাইল চেতনে।
কেহো বোলে এ জলের[১৩] খেলে প্রাণেশ্বরে   এত দগধিএ কালা[১৪] কলসে জল ভরে।
ডুব দিঞাঁ হাথের কলসী আনে টানি   আনের কি দাঅ সখী আমিহোঁ না জানি।
গৃহভএ জলে নাম্বি চাহি ঠাই ঠাই   তথাচ কপট কেলি রচিল কাহ্নাই।
আলখিতে ডুব দিঞাঁ হাসি ধরে কুচে   জত হাথে নেবারিএ[১৫] তিলেক না ঘুচে।
প্রচার করিতে চাহি[১৬] ধরে দুই পাএ   আর জত বিড়ম্বিল কহনে না জাএ।[১৭]
নিকটে ঘট থুঞাঁ উঠে শিশু-মাঝে   লখিতে না পারি কেহো আহ্মি[১৮] মরি লাজে।
এত বলি শোকে গোপী ঝাঁপ দিতে জাএ[১৯]   সব সখী ধরাধরি বোধাঞাঁ রোহাএ।
কেহো বোলে পহিলে আইলাঙ দুতীসঙ্গে   এখানে আছিলা প্রভু নানা রসরঙ্গে।
কেহো বোলে এইখানে আনেক[২০] জতনে   বোলে আনুমতি[২১] দিল কমললোচনে।
কেহো বোলে জেথাঁনে দুতীর জাতাআতে[২২]   সব রাতি পোহাইল নহিল পিরিতে।
কেহো বোলে সেই আর মাধবীকুঞ্জ-ঘরে   জাহে কামসিদ্ধি সাধিথাঙ নিরন্তরে।
কেহো বোলে সেই কদম্বতরু-তলে   জাহে অবলম্বি ত্রিভঙ্গ বেণু পুরে।
সে[২৩] বাঁশীর সানে ঘরে না ধরে[২৪] পরাণে   জার কাজে লাজে দিল তিলাঞ্জলি-দানে।
জার ডাক শুনি পথাপথ নাহি গণি   সে ঘোর আন্ধার নিশি বনে[২৫] কইল পানি।

১ পা-এ নাই ২ পা প্রসঙ্গ ৩ ঐ °এ ৪ পা আর ৫ ঐ পিতে আইঅলাঙ ৬ পা এক ৭ ঐ বসন ৮ পা অ্দাসে ৯ ক.খ কানাই ১০ পা -কহিতে ১১ ঐ আমি ১২ পা পড়িলাঙ ১৩ ক.ক এই জল ১৪ পা কলি, ক.ক, ক.খ কলা ১৫ পা নেবারিঞাঁ ১৬ ক.ক নাহি ১৭ অতঃপর পা-এ অতিরিক্ত, কেহো বোলে নিপহিলে ১৮ পা আমি ১৯ ঐ চাহে ২০ পা অনেক ২১ ঐ অনুমতি ২২ পরবর্তী পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ২৩ ক.ক জে ২৪ ক.ক ধরি ২৫ ঐ বন

কিবা সে পড়িল মনে কাহুর পিরিতি   শিব শিব সেহো নেআইএ[১] তেন[২] রাতি[৩]।
এত বলি গাওঁ[৪] ঢালি পড়ে সখীগণে   দেখিল শুনিল নহে জাহার কান্দনে।
রাধা বলে কে আর ভ্রমিব[৫] বৃন্দাবনে   কার সঙ্গে গোপীজন সাজিব জোগানে।
ভাল ফল ফুল আর কে চিনিব[৬] বৃন্দাবনে   রভস[৭] মরম[৮]-কথা জানিব[৯] কোন জনে।
এ কেলিকদম্বে দেই[১০] ত্রিভঙ্গ-আউসি   হাসিঞাঁ কটাক্ষ চাহি কে পুরিব বাঁশী।
এ নব[১১] বৃন্দাবনে সে[১২] নাগরের সঙ্গে   হরি হরি কে আর করিব রসরঙ্গে।
গোপীজনে কে আর করিব অভিরোষে   নানা মতে কে আর করিব পরিতোষে।
এ[১৩] গোপী কাহারে বা[১৪] করিব অভিমানে   কেবা তেন জানিব করিতে[১৫] সমাধানে।
কে ইথি[১৬] করিতে জানে গোপিকার মানে[১৭]   হেনমতে গোপী সব কান্দে নানা মনে।
হেনমতে গোপী সব বিরহে[১৮] বিকলে   ফুকরি ফুকরি সব কান্দে উচ্চস্বরে।
জমুনা ভাসিঞাঁ গেল লোহের হিল্লোলে   লোহের হিল্লোলে কি কহিব গোকুলে[১৯]।
অকালে বরিষাইল[২০] সব বৃন্দাবনে   বন[২১] ভাসিল বিনি মেঘের বরিষণে।
গোপালবিজঅ-কথা[২২] শুন সঙ্গভাই   নন্দের নন্দন বিনি কান্দনে[২৩] না পাই।
কহে কবিশেখর দেখহ[২৪] অনুভবে   সোনাএ সোহাগা[২৫] জোড় লাগে জবে দ্রবে[২৬]॥

॥ সুহই[২৭]

কৃষ্ণশোকে গোপী রাতি দিন নাহি জানে   গুণ স্মরিঞাঁ কান্দে না মেলে নআনে।
সহিতে না পারে কেহো বিরহবেদনে[২৮]   কেবল মরণ[২৯]-মাত্র করিঞাঁ শরণে[৩০]।
কেহো বোলে সখী শিজ সাজ কিশলএ   তাহে এ দগধি গোপী ঢালিবেক গাএ।
তভু সে বজর[৩১] প্রাণ জদি[৩২] নাহি জাএ   তবে চারি দিগে দিহ চামরের বাএ।
তভু জদি পাপিষ্ঠ[৩৩] কঠিন প্রাণ[৩৪] থাকে   তবেসি[৩৫] লেপিহ[৩৬] গন্ধ চন্দনের পাঁকে

১ ক.ক নেহহ ২ ক.খ সেই ৩ ক.ক রিতে ৪ পা গওঁ ৫ ক.ক পালিব ৬ ঐ চিনাব ৭ পা-এ নাই ৮ ঐ সরম ৯ ক.ক না বুঝিব ১০ পা দিঞা ১১ ঐ ন[ব] ১২ পা-এ নাই ১৩ পা এক ১৪ পা-এ নাই ১৫ পা করিব ১৬ ঐ আর ১৭ পা গোপির সন্ধানে ১৮ ক.ক করিঞা ১৯ পা গোকুলে কি কহিব গোপের লোহের হিল্লোলে ২০ পা বিসাইল, ক.ক বরিস্রা হইল, ক.খ বরিষা হৈল ২১ ক.ক, ক.খ নগর ২২ পা-এ নাই ২৩ পা বিসু বান্ধিলে ২৪ ঐ শুনহ ২৫ পা লোহাএ ষোনাএ ২৬ ক.খ, পা তবে ২৭ পা -রাগ ২৮ ঐ °বেদনা ২৯ পা কমলচরণ ৩০ ঐ স্মরনে, ক.ক করিল সরণ ৩১ পা কঠিন ৩২ পা-এ নাই ৩৩ পা বজর ৩৪ পা-এ নাই ৩৫ পা তবে সে ৩৬ ক.খ, পা পেলিহ

মরিলেহো না শুনাবে কোকিলের নাদে পাএ ধরি সভারে মাগিএ[১] পরসাদে।
শুনিঞাঁ গোপীর এ বিতথ[২] বিকলি বুক ফুটে প্রাণ জেন বাঢ়াএ নিকলি[৩]।
এক গোপী বলে সভে[৪] মন কর থির জত বল ততেক[৫] নহিব জদুবীর।
শিশুকাল হইতে নেহা[৬] বাড়িল আখণ্ডে সে সব কেমনে পাসরিব এক দণ্ডে।
সভেঁ মেলি তথা জাই এহো বড় লাজ কি আর হৃদএ করিব দেবরাজ।
সভার অধিক তাহে[৭] আর বড় দুখে মথুরাজুবতী জে চাহিব হাস্যমুখে।
এতেকে প্রভুর ঠাই জাউ[৮] এক দুতী অম্নুজোগে পাঠাইএ এই[৯] স[১০] জুগতি।
এত শুনি সভেঁঞি সভার মুখ চাহি রাধিকা কাতর হঞাঁ কহে সভা-ঠাঞি।[১১]
কোন ভাগ্যবতী আছে লউ জশ মান নেঅটাঅ গোকুল আনিঞা দেউ কান।
দেখিল শুনিল কথা কহে প্রভু-ঠাঞি আর বা জে কিছু কহে মরমে বুঝাই।
মথুরার নাম শুনি সভে[১২] উভরাই[১৩] চতুর বুঝিঞাঁ গেলী এক সখী[১৪]-ঠাই।
হের দেখ দুখিনী সকল সখীগণ হেলে সব সিদ্ধি সাধ নেহ[১৫] জশ পুণ।
নানা লাস-বেশ করি সাজিঞাঁ পসরা বিকি-ছলে একে একে দেখিবে মথুরা।
রাজপথে উত্তরিবে দৈবকীর নাছে আগু তথা পুছিবে গোসাঞি কথা[১৬] আছে।
জবে তথা পুছিলে না পাবে উদ্দেশ[১৭] তবে পথে[১৮] শিশুগণে পুছবে বিশেষ।
তেহ না পাহ জবে প্রভুর উদ্দেশ[১৯] সে সবনাগরী-ঠাঞি পুছিহ[২০] বিশেষ।
জবে তাহা[২১] সভার বুঝ সরস ইঙ্গিতে[২২] করিবে কপট চাটু বচন ইঙ্গিতে।
জাবত দেখাএ[২৩] নাহি কমললোচনে[২৪] ততক্ষণ না ছাড়িবে তাহার চরণে[২৫]।
জবে থান বুঝি দেখাএ প্রাণেশ্বরে রস বুঝি দেখা দিহ কাজ-অনুসারে।
কোপ শোক বিনি তার হইহ[২৬] সমুখে আতি জে মধুর থাকে সেহো হএ রোখে।
পিত্তরোগে[২৭] জবে আর বাধএ[২৮] রসনা নিম্বকে অধিক লাগে নবাতের পানা।
জবে কেলিসন্তোষে বসিঞাঁ[২৯] থাকে প্রভু তবে জানি গোপীর সংবাদ কহ কভু।
জেন তেন জলে জার[৩০] খণ্ডন[৩১] পিআসে শীতল সুগন্ধি জল সেহো নাহি বাসে।
তোহ্মারে[৩২] বা[৩৩] সমঅ[৩৩] বুঝাই কোন লাজে ত্রিভুবনে অবিদিত তোরে কোন কাজে।

১ পা -এই ২ ঐ বিপথ ৩ ঐ বাহিরায়ে সিকসি ৪ পা সুন ৫ ঐ তত ৬ পা না ৭ ক.ক এক ৮ পা জাউক ৯ ঐ এত ১০ পা-এ নাই ১১ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ১২ পা শখি ১৩ পা ভরাই, ক.ক উভরাএ ১৪ ক. খ গোপি ১৫ পা নহ ১৬ ঐ কো ১৭ ক. ক অন্বাষণে ১৮ পা [প]থে ১৯ ঐ উ[দ্দে]স ২০ পা পুছি ২১ ঐ তা ২২ পরবর্তী পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ২৩ পা দেখা ২৪ ক. খ °লোচন ২৫ পা চরণ ২৬ পা সহিহ ২৭ ক. ক °যোগে ২৮ পা মরে জেবা দোষয়ে ২৯ ঐ বসি ৩০ পা জেন ৩১ ক. ক, ক. খ খণ্ডিল ৩২ পা তোমারে ৩৩ পা-এ নাই

সোঙরিঞাঁ[১] গোপী সকলের নামে[২] নামে একে একে প্রভুরে কহিবে পরণামে[৩]।
আর উপাধিক কিবা কহিব তোহ্মারে[৪] দেখিলে শুনিলে বোল[৫] কহিবে তাঁহারে।
আর এক কৌতুক কহিঅ প্রাণেশ্বরে সেই বৃন্দাবন ইবে আগুন ধরে।
বৃন্দাবনে চান্দ[৬] নাহি সূর্জ রাতি দিনে জালিলে আনল তুহ্মি[৭] বাঢ়াবার[৮] গুণে।
বৃন্দাবন গড়াইতে[৯] চাপিল মদনে বন প্রবেশিতে প্রাণ লএ ফুলবাণে[১০]।
তোহ্মার[১১] মৎসরে কাম[১২] গোপবধূ-গণে পাএ পাএ বাদ শুধি[১৩] লইবে পরাণে।
সুগন্ধি শীতল জত[১৪] ছিল সেই ঠাই আছু অনুভব-কাজ দেখিঞাঁ ডরাই।
জে পিক-মধুরধ্বনি শুনি প্রাণ হরে সে ধ্বনি শুনিতে এবে[১৫] না রহে[১৬] শরীরে।
তখন পিরিতি-মদে[১৭] কিছু না শুনিল তোহ্মার[১৮] বিমুখ দুখ এবেসি জানিল।
সম্পদে[১৯] কার কিছু কাজ[২০] না পরমাণি ভাল মন্দ জত কিছু বিপদে সে জানি।
তোহ্মার[১৮] বিমুখে তাহে জগত বিমুখ সুখের পরাণ জত সেহো হএ দুখ।
আপনার দুখকথা কি কহিব আর আপনাকে জীবন জৌবন হইল ভার।
এ[২১] সমএ বনেহোঁ তরুলতা[২২] মাজরে[২৩] কুসুমে রঞ্জিত মকরন্দবিন্দু ঝরে।
এক ঠাই ভ্রমরা ভ্রমরী মধু পিএ হরি হরি অভাগিনী গোপিনী কেনে[২৪] জীএ।
বসন্তে সভার বিধি পুরাইল আশে মালতী[২৫] গোপিনী দোহাঁ কইল[২৬] নৈরাশে[২৭]।
ভাল হইল জে দেখিঞাঁ রহিলা[২৮] বিদেশে গোপিনী তেজিব প্রাণ তোহ্মার[২৯] উদ্দেশে।
আছিল অনেক সাধ এ ভর জৌবনে মধুকালে কৌতুকে বঞ্চিব মধুবনে।
সাধিব সে সব সাধ তার নাহি দাএ এখন চাহিএ দআ ধরিএ হৃদএ।
নিজগণ-গণনে গণিবে মোর নামে প্রসঙ্গ করিবে মোরে নিজলোক-ঠামে।
মোর নামে কভু জবে মেলে আর[৩০] নারী তারে[৩১] হেন নিঠুর না[৩২] হইহ[৩৩] মুরারি।
লাখ দোষে কভু তারে না হইবে বাম সমএহো সোঙরিবে[৩৪] হের[৩৫] পরিণাম।
আর কিবা নিবেদিব তাহার[৩৬] চরণে এ মোর হিআর হার দিহ নিরিশনে।

১ পা স্মরিঞাঁ ২ ঐ নাম ৩ পা প্রণাম কহিবে প্রভুরে ৪ ঐ তোমারে ৫ ক. খ কিবা ৬ পা পত্র ৭ ঐ তুমি ৮ ক. ক আনিলে আনলে বাটা বাটে কৈল ৯ পা গড়াইবে ১০ ঐ °বান ১১ পা তোমার ১২ ঐ মৎসরের কাজ ১৩ ক. ক সুধি ১৪ ক. ক জল ১৫ ক. ক হরে ১৬ পা ন হরে ১৭ ঐ মনে ১৮ পা তোমার ১৯ ঐ কি- ২০ পা-এ নাই ২১ ক. ক, ক. খ জে ২২ পা °হোঁ ২৩ ক. ক মজরে ২৪ পা প্রানে ২৫ ঐ °দে ২৬ পা করিল ২৭ ক. খ নিরাসে ২৮ পা রহিল ২৯ ঐ তোমার ৩০ পা আধ ৩১ ঐ মোর ৩২ পা-এ নাই, ক. ক তারে না ৩৩ পা নহিব ৩৪ ঐ সমঅ স্মরিবে ৩৫ পা-এ নাই ৩৬ ক. ক, ক. খ তোমার

জেখানে সতত প্রভু বসে নানা রসে[১] মোহোঁর নাম লেখিহ তাহার চারি পাশে।
হেন নানা নিবেদিঞাঁ সব সখীগণে কামকলা সখী পাঠাইল ততক্ষণে।
জবে সখী সমএ ভেটিল[২] জদুরাএ লাজে অধোমুখে কৃষ্ণ সমুখে না চাহে।[৩]
তা দেখি রুষিঞাঁ কিছু কহে কামকলা কহিতে কহিতে ধরে আনহি শৃঙ্খলা।
পুরুবের প্রণঅ দেখিঞা কহিতে[৪] চাহি[৫] তোহ্মার[৬] বেভার দেখি কহিতে লাজাই[৭]।
জখন আছিলে তুহ্মি[৮] গোকুলনগরী সে রাধিকা সুন্দরী আছিল প্রাণেশ্বরী।
জখন কৌতুকে[৯] প্রভু বুল বনে বনে তখন জে কিছু দআ ছিল গোপীজনে।
এখন বোলাহ তুহ্মি[৮] মথুরার রাজে উঠিতে[১০] গোপীর নাম উপজিল লাজে।
সেখানে নাম পাখালিলে[১১] রাজরঙ্গে[১২] নাগরশেখর বোলাইলে নাগরী-সঙ্গে[১৩]।
আহ্মি[১৪] না বুলিব আশে পাশে পুছে আনে গোপীনাথ নামে সে তোহ্মার[১৫] লোকে জানে।
সে বা গোপিকার কি কহিব অনুরাগে কোন বা আকাজ না কইল তোহ্মা[১৬] লাগে[১৭]।
কুলবধু হঞাঁ কুলে[১৮] দিল তিলা[১৯]-ঞ্জলি লোকভএ ধর্ম্ম[২০]-ভএ পুড়িল সকলি।
থাকিতেহোঁ সকল ছাড়িল তোহ্মা[২১] আশে[২২] ত্রিভুবনে তোহ্মা[২১] বহি কিছু নাহি বাসে।
তোহ্মা[২১] বহি তা সভার আন[২৩] কেহো নাহি ব্যবহারে কথাঙ[২৪] দাণ্ডাইতে[২৫]
নাহি[২৬] ঠাঞি।
তুহ্মি[২৭] জদি জানিঞাঁ না জান জগদীশ তোহ্মাকে[২৮] কি দোষ দিব গোপীর[২৯] কুদিব।
সে গোপনারীর দুঃখ কি কহিব কাএ[৩০] তিরি[৩১] হঞাঁ তেন দুখ কেহো নাহি পাএ।
তোহ্মার[৩২] বিরহ প্রভু বিষম আনলে[৩৩] ভস্ম না কবে কাঅ[৩৪] রাতিদিনে জ্বলে।
জত জত নঅনসলিল-ধারা পাএ ততেক হৃদঅকুণ্ড উথলিঞাঁ জাএ[৩৫]।
আর তোহ্মা[৩৬] বহি তার নাহি প্রতিকার জার দাবানলপান বিদিত সংসার[৩৭]।
কেহো কেহো[৩৮] তোহ্মার[৩৯] সে[৪০] বিরহবিচ্ছেদে মনে কিবা[৪১] করে নাহি বলে[৪২]
মতি মোহে।[৪৩]

১ পা রঙ্গে ২ ঐ ভেটৈল ৩ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৪ ক. ক কিছু- ৫ পয়ারের অংশটি পা-এ নাই ৬ পা তোমার ৭ ঐ ডরাই ৮ পা তুমি ৯ ঐ কৌতু[কে] ১০ পা উঠৈতে ১১ পা পাখানিলে, ক. ক পাসরিলা ১২ পা জার সঙ্গে ১৩ ক. ক রসরঙ্গে ১৪ পা আমি ১৫ ঐ তোমার ১৬ পা তোমা ১৭ ঐ লাগি ১৮ ক. ক, ক. খ জলে ১৯ পা জলা ২০ ঐ ধর্মর ২১ পা তোমা ২২ ঐ [আ]সে ২৩ ক. ক আর ২৪ পা, ক. খ কোথাও ২৫ পা রহিতে ২৬ ক. ক থল- ২৭ পা তুমি ২৮ ঐ তোমাকে ২৯ ক. ক আমারে ৩০ ঐ কাহে ৩১ পা তিরিএ ৩২ পা তোমার ৩৩ ঐ আননলে ৩৪ ক. ক করাএ দেহ ৩৫ পা পড়ে ৩৬ ঐ তোমা ৩৭ ক. ক দেখিঞা জিয়াহ গোপী নহ জসভার, পা সংসার ৩৮ পা-এ নাই ৩৯ পা তোমার ৪০ পা-এ নাই ৪১ পা -কিবা ৪২ পা করে, ক. ক না করিবে না বলে ৪৩ পরবর্তী দুইছত্র পা-এ নাই

চান্দের কিরণ দেখি চমকিঞাঁ পড়ে   মলঅপবন-নাম শুনি প্রাণ ছাড়ে।
চন্দন কুঙ্কুম দেখি[১] কাঁপে থরহরি   ভ্রমর কোকিল রাএ পরাণ না ধরি।
তোহ্মার[২] মুখের[৩] সম শ্যামল নলিনে[৪]   দেখিঞাঁ নিশ্বাস ছাড়ে চুম্বে ঘনে ঘনে।
এক রসমান দেখি রাতা উতপলে[৫]   চমকি চমকি দেই[৬] দুই[৭] পওধরে।
তোহ্মার[২] অধরসম বান্ধুলির ফুলে[৮]   চুম্বনে দশনাঘাত দেই রতি-বেলে[৯]।
তোহ্মা[১০] বলি বনে নীল[১১] তমাল আলিঙ্গে[১২]   এ ভুজ বলিঞাঁ[১৩] ধরে[১৪] জমুনাতরঙ্গে
বন-মাঝে যথন[১৫] কোকিল করে ধ্বনি[১৬]   বেণু বলি ধাএ পথাপথ নাহি গণি[১৭]।
হেন তার দুখ[১৮] দেখি কে প্রাণ ধরু   মকরন্দবিন্দু-ছলে[১৯] কান্দে লতা তরু ॥[২০]

॥ বাঙ্গাল বরাড়ী[২১] ॥

কেহো ঝলক দাপুনি   দেখিঞাঁ মুখ[২২] আপনি[২৩]
  চাঁন্দ বলি লোটাঞাঁ পড়ে
দেখিঞাঁ আপন করে   পদ্ম বলি কাঁপে ডরে
  গাএ পরশিতে প্রাণ ছাড়ে।
কেহো জবে দআ করি   চন্দন লেপন করি
  চমকি উঠিঞাঁ রহে[২৪] গাএ
আপন নিশ্বাস-বাএ   ঘনে ঘনে মোহ জাএ
  সে নারী বাচিব কোন্ উপাএ।
কিশলঅ-শেজা করি   শোআইল ধরাধরি
  আনল বলিঞাঁ গাওঁ ঢালে
কনকপুতলি-সমে   রহে বাহি[২৫] নিবিঝমে[২৬]
  সখীগণ কান্দে চারি পাশে[২৭]।

১ ক.ক্‌° দেখিঞা ২ পা তোমার ৩ পা-এ নাই ৪ পা নিলে ৫ ঐ উত্পল ৬ পা দেত্ত ৭ ক.ক, ক.খ নিজ ৮ পা ফলে ৯ ক.ক, ক.খ বলে ১০ পা তোমা ১১ ঐ পিত ১২ পা আলিঙ্গনে ১৩ ঐ লনিঞাঁ ১৪ পা -কেহো ১৫ ক.ক যেথানে, ক.খ জে রঙ্গে ১৬ ক.খ ধ্বনি শুনি ১৭ ক.ক গুনে, পা গনে ১৮ পা মুখ ১৯ ঐ বিন্দু ঝরে ২০ অতঃপর পা-এ অতিরিক্ত, চাঁন্দোত্তর: এবং ক.ক পুথির অতিরিক্ত, ছন্দান্তর ২১ পা °রাগ ২২ পা-এ নাই ২৩ পা আপনে ২৪ পা বান্ধিঞা উঠে, ক.খ বিমুক বান্ধিঞা ২৫ পা বাহু ২৬ ক.ক নিমরমে ২৭ ঐ পালে

তুলিএ তুলিঞাঁ দেখি   নাসিকাতে শ্বাস নাহি
জীএ বা না জীএ নাহি জানি
লোহের হিল্লোলে[১] দেখি   জীএ হেন কিছু লখি
কার আশে ধরএ[২] পরাণি।
কত[৩] মিছা[৪] আশোআসি   রাখিব তা অহোনিশি[৫]
তুহ্মি অতি[৬] নিদারুণ সীমা
হা হা[৭] দুরদৈব-গতি   কি[৮] হউ[৯] সে[৮] কলাবতী
কেবা পাব আতুঁল[১০] মহিমা।
কেহো শ্যামনাম-ভরে[১১]   শ্রবণ মুদিঞাঁ রহে
আখি বুজে দেখিবার ভএ
তথাহোঁ আন্ধার দেখি   তরাসে কমলমুখী
অনুসারে কান্দে উভরাএ[১২]।
প্রথম প্রহর নিশি   সখীসঙ্গে বঞ্চে বসি
উরে[১৩] সব সখী নিন্দ জাঅ
তুতিএ শুতিঞাঁ রহে   সখী-অনুরোধ-ভএ
মনে মনে তোহ্মারে[১৪] ধেআঅ।
জবে সবে নিন্দ গেল   তৃতীঅ প্রহর হৈল
উঠিঞাঁ আপন শোকে[১৫] কান্দে
প্রভাত অরুণ দেখি   এ চরণতল[১৬] লখি
শোকে রাই বুক নাহি বান্ধে।
এ হেন জাহার চিহ্ন   সে না জীব কত দিন
শিব শিব কি হব[১৭] তাহারে
সভার জতেক দুখে   কি কহিব[১৮] এক মুখে
নগর জুড়িঞাঁ হাহাকারে[১৯]।

১ পা হির- ২ ঐ ধরে বা ৩ পা কতেক ৪ পা-এ নাই ৫ পা তাহা নিসি ৬ ঐ তুমি সে ৭ ক.ক তাহে ৮ পা-এ নাই ৯ পা কহে তাহে ১০ ক.ক অতুল ১১ পা কেহে স্তামল তবে ১২ ঐ উচ্চরাএ ১৩ ক.ক, ক.খ তবে ১৪ পা তোমারে ১৫ ঐ সুখে ১৬ পা চরণত ১৭ ক.ক হউ ১৮ পা হইব ১৯ ঐ হাহাকার

সহজে কঠিন লোকে[১] না লাগে কাহার[২] শোকে
অরণ্যরোদন-সম কহি
জবে চারি জুগ ধরি[৩] বরিষে[৪] পাষাণ[৫]-উপরি
পাষাণ[৬] কোমল[৭] কভু[৮] নাহি[৯]।
দুতীর এ বোল শুনি রসিক সে শিরোমণি
হাসি তারে দিল আশোআসে
ভুখিল চকোরী জেন পাইল মেঘ-বরিষণ[১০]
দুতী মনে জীল হেন বাসে।
গোপালবিজঅ সাধে[১১] শুনহ[১২] দুতীর[১৩] সংবাদে[১৪]
জা শুনিলে জমভঅ তরি
কবিশেখরের[১৫] বাণী[১৬] ভাবিতে ভাবিতে জানি[১৭]
আপাত[১৮] আলপ বুধি[১৯] করি॥

॥ শ্রী[২০] ॥

দুতী[২১]মুখে শুনি কৃষ্ণ এতেক[২২] বিশেষ[২৩] আশ্বাসিতে উদ্ধব পাঠাএ[২৪] হৃষীকেশ।
ওথা রাধা-আদি জত গোপী বিরহিণী দুতীমুখে শুনিঞা[২৫] কৃষ্ণের কাহিনী।
সব গোপী চাহি রহে মথুরার পথে এখনি আসিব মোরে প্রভু গোপীনাথে।
কেহো জবে কৃষ্ণের মিছা কথা কহে প্রাণপণ করি তবে মথুরার পথে ধাএ।
নগর-উপান্তে সভে রহে সারি সারি চারি দিগে কৃষ্ণমঅ দেখে গোপনারী।
জে সে কথা কহিতে কৃষ্ণের কথা আস্যে জথা তথা জে দেখি কাহ্নাই হেন বাসে।
হেনমতে গোপীজন থাকি বৃন্দাবনে[২৬] কিবা রাতি কিবা দিন গোঙাএ কান্দনে।
হেথা রথে চড়িঞাঁ উদ্ধব মহাশএ সাঁজাসাজি উত্তরিলা নন্দের নিলএ।

১ পা লোক ২ ক.ক লাগি পরের ৩ ক.ক ঘর ভরি ৪ পা পরিষে ৫ ক.ক সে- ৬ পা-এ নাই ৭ ঐ তথাচ ৮ পা -কিছু ৯ ক.ক, ক.খ নহে ১০ পা °বরিসনে ১১ ক.খ সাদ ১২ পা শুন ১৩ ক.ক গোপাল ১৪ ক.খ সম্বাদ ১৫ ক.ক কবিশেখর ১৬ পা কহে কবিশেখর, ক.খ কবিশেখধরগন ১৭ পা পৃঅ ১৮ ক.ক আপতিত ১৯ পা ভঅ ২০ ঐ -রাগ ২১ পা দুতির, ক.ক গোপি ২২ ক.খ কৃষ্ণ সুনিঞা ২৩ পা দুতির মুখে শুনিঞা গোপির অভিসেক ২৪ ঐ পাঠাইল ২৫ ক.খ দুতীর প্রমুখে শুনি, পা শুনি ২৬ পা থাকে বৃন্দাবন

কৃষ্ণকে অধিক তার কৈল আদরে   গন্ধর্ববিধানে[১] কইল অতিথ[২]-বেহারে।
নানা দিব্য অন্নপানে করাইল ভোজনে   কর্পূর তাম্বুল দিল বসিতে আসনে।
গন্ধ মাল্য চন্দনে ভূষিত সব গাএ   উদ্ধব বেঢ়িঞাঁ সভে করিল সভাএ।
নন্দ জশোদা আগু পুছএ[৩] কুশলে   রাম কৃষ্ণ দুই ভাই আছেন কুশলে।
দুবল[৪] দেখিলে দোহা[৫] কিবা পুষ্ট দেহে   কারো ত শরীরে নাহি লাগে[৬] কুশরেখে।
মথুরাতে সুখে রাজ্য করু দুই ভাই[৭]   দোহার নিছনি[৮] নিঞাঁ সভে মরি জাই।
উদ্ধব স্বরূপ কহি দিবে এক বোল[৯]   সে মোর কোলের ছা সোঙরিব কোল[১০]।
কার লাখ লাখ চুম্ব দিব এই কালে[১১]   হাসিঞাঁ নেহালি মুখ পুছিব গোপালে।
এত বলি ঢলিঞাঁ পড়িলী[১২] ভূমিতলে   জশোদার কান্দনে কান্দে নগরে সকলে[১৩]।
জত জত[১৪] কৃষ্ণের মরম-শিশু ভাই   কান্দিঞাঁ কান্দিঞাঁ সভে উদ্ধবে শুধাই।
আহ্মা[১৫] সভা সমএ[১৬] সোঙবে দআনিধি   কত দিনে দেখিব সদঅ হইব বিধি[১৭]।
শিব শিব সবে মো এক[১৮] বড় ধন্দ   একি বেলে পাসরিল সকল সম্বন্ধ।
এত বলি সুর বান্ধি সকল ছাওআলে   উভরাএ[১৯] কান্দে বোলে[২০] গোপাল গোপালে
হেনমতে নগরে কান্দেন[২১] কোলাহলে   উদ্ধব কি প্রবোধিব আপনে ব্যাকুলে[২২]।
ক্ষেণেকে সম্বিত শোক-অবসর জানি   নন্দ জশোদাকে কহে প্রিঅ বাণী।
এ তিন ভুবন-মাঝে তোহ্মারে[২৩] বাখানি   তোহ্মার[২৪] তপের ফলে কহিতে না জানি।
সে অখণ্ড[২৫] চিদানন্দ দেব ভগবানে   এতেক পিরিতি-বশ[২৬] তনঅ-গেআনে।[২৭]
অচিরে মেলিব কোলে[২৮] না থাকিব দুরে   ভুঞ্জিবে পরম সুখ জেই মনে পুরে।
প্রতীত-নিমিত্তে[২৯] আগু পাঠাইল মোকে[৩০]   অমঙ্গল কান্দনা না কর মিছা শোকে।
হেন নানা প্রবোধে তুষিঞাঁ সর্ব জনে   কৃষ্ণকথাতে রাত্রি বঞ্চিল জাগরণে[৩১]।
প্রভাতে উদ্ধব গেলা জমুনার কূলে   রথখানি রাখিঞাঁ কদম্বের মূলে।
প্রাতঃক্রিআ করিঞাঁ বিনীত[৩২] বেশ ধরি   পরম-আনন্দে উঠে তটের উপরি।
হেন বেলে রথ দেখি কদম্বের মুলে   দেখি শুনি ধাএ গোপী আউদড়চুলে[৩৩]।

১ পা °আদরে ২ ঐ অতিত ৩ পা আছে পুছিল ৪ ঐ দুর্ব্বল ৫ পা-এ নাই ৬ ক.ক দিঞা নাহি ৭ পা ভাএ ৮ ঐ নিছ ৯ পা লোল ১০ ঐ শরির কমল ১১ পা গলের উপরে ১২ ঐ পড়িল ১৩ পা নগর সকল ১৪ ঐ -জত ১৫ পা আমা ১৬ পা-এ নাই ১৭ পা হরিনিধি ১৮ পা-এ নাই ১৯ পা -উভ বাহু করি ২০ ঐ বলে ২১ ক.ক নগরে ২২ পা ব্যাকুল ২৩ ঐ তোমারে ২৪ পা তোমার ২৫ ঐ খণ্ড ২৬ পা °কহ ২৭ পরবর্ত্তী দুই ছত্র পা-এ নাই ২৮ ক.খ কালে ২৯ ঐ °নিমিত্ত ৩০ ক.খ মোরে ৩১ পা সর্ব্ব জনে ৩২ ঐ বিবিধ ৩৩ পা °চুলি

আসিতে দেখিল রথে[১] গরুড়ধ্বজে   মথুরা হইতে প্রভু আইলা হেন বুঝে[২]।
তা দেখি সম্ভ্রমে চলে না পড়এ[৩] পাএ   আতিরসে মাতিঞাঁ[৪] ঢুলিঞাঁ পড়ে গাএ।
সভা[৫]-আগু সভে[৬] জাই হেন করে মনে   স্তনভরে ক্ষীণ মাঝা[৭] না সহে তাড়নে।
কথো দুরে গিঞাঁ গোপী সম্ভ্রমে নেহালে   উদ্ধব দেখিল জেন[৮] দুতিঅ গোপালে[৯]।
সেই রূপ সেই বর্ণ সেই সব ছান্দে   সবে সে[১০] নাগরীপোঁড়া চুড়া নাহি বান্ধে।
বিরহবিচ্ছেদে গোপী হাকল[১১] বিকলে   কৃষ্ণ বলি ধরিতে চাহে চরণকমলে।
হেনকালে উদ্ধব করিঞাঁ হাহাকারে   ওঁসরিঞাঁ[১২] জাএ ভএ নাডে দুই করে।
সেহো দণ্ডবত হঞাঁ পড়ে ভূমিতলে   তা দেখি বিস্মিত সভে চাহে চারি পানে[১৩]।
তবে সে উদ্ধব[১৪] করপুটাঞ্জলি করি[১৫]   বিনঅসঙ্কোচে কিছু কহে ধীরি ধীরি[১৬]।
মাওঁ লক্ষ্মী সব[১৭] কিছু স্থির কর মতি   সেবকজনেরে কেনে এতেক প্রণতি।
সবে স্থিরমনে বৈস কদম্বের তলে[১৮]   প্রভুর সন্দেশ নেহ[১৯] নহত[২০] বিকলে।
এত শুনি সব সখী[২১] আনন্দে[২২] মুগধে   চলিলা উদ্ধব লঞাঁ জথা আছে রাধে।
দেখিঞাঁ রাধার বিরহ-উপচারে   নাকে হাথ দিঞাঁ উদ্ধব সকল নেহালে[২৩]।
প্রভুর সেবক বলি আপনা জানাএ[২৪]।   আনন্দে রাধিকা দেহে[২৫] উল[২৬] নাহি পাএ।
সম্ভ্রমে উঠিতে চাহে উঠিতে[২৭] না পারে   হাথসানে বসিতে আসন দিল[২৮] তারে।
শোকে সব সখী সারি বান্ধি বেড়ি রহে[২৯]   সখী-উরে শিঅর দিঞাঁ রাধে[৩০] কিছু কহে।
উসসি উসসি কান্দি কহে ধীরি ধীরি   শুনিতে শুনিল নহে জাহার বিকলি।
জতেক অভাগ্য প্রভু গেলা মধুপুরে[৩১]   তত ভাগ্যে তোহ্মাকে[৩২] পাঠাইল প্রাণেশ্বরে।
হের দেখ কৃষ্ণ হেন[৩৩] জার প্রাণপতি   সে সব[৩৪] লোকের কেনে[৩৫] হেনখ[৩৬] দুর্গতি।
তাহার সেবা[৩৭] বহি না জানি বেভারে[৩৮]   তভু এ পাপ কপালে না পাইল তারে[৩৯]।[৪০]
তাহার চরণ বিনু না দেখিল আনে   তার গুণ বহি আর না শুনিল কানে।

১ পা রথ দেখে ২ ক.ক বুঝি, পা যুজে ৩ ক.ক উপড়এ, পা উড়ে ৪ পা মাতি গেল ৫ ঐ সব ৬ পা-এ নাই ৭ পা মাঝে ৮ ঐ দেখি জন ৯ পা গোপাল ১০ পা-এ নাই ১১ পা হাকোল ১২ ক.ক তুসরিঞা ১৩ পা পানি ১৪ ঐ উদ্ধ[ব] ১৫ পা করিঞা পুটাঞ্জলি ১৬ ঐ ধিরে ১৭ পা সম ১৮ ক.ক, ক.খ মুলে ১৯ ক.ক শুন ২০ পা নহ ২১ পা লোক, ক.ক এত জবে সখি সব ২২ পা কান্দে আনন্দ ২৩ ক.ক গুনিল প্রমাদে ২৪ পা নিকট না জায়ে ২৫ ঐ দেহ ২৬ ক.ক, ক.খ তল ২৭ পা উঠেতে ২৮ ক.ক দেখাইল ২৯ ক.ক সারি বান্দি সব সখি রহে সাকে ৩০ ক.ক জেবা ৩১ পা মধুরে ৩২ ঐ তোমাকে ৩৩ পা দেহ ৩৪ ক.ক হেন ৩৫ পা হএ ৩৬ ক.ক এমন ৩৭ পা সে- ৩৮ ক.ক আর না জানিল ভাবে ৩৯ পা তারে না পাইল এ পাপ কপালে ৪০ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই

সে মথুরাগণিকার পাএর[১] নিছনি[২] জাই   ঘরে বসি পাইলেক সে হেন কানাঞি।
জে সমএ বনে বনে চরাইথা[৩] গাই   সে সমএ আন্ধা[৪] সভা বহি কেহো[৫] নাঞি[৬]।
জে বেলাএ[৭] কংস মারি হইলা অদ্দুরাএ   সে[৮] বেলে[৯] কুবজা নারী পাটরানী তাএ[১০]।
জেন রাজা তেন রানী অপূর্ব নির্মাণে   জার জেন[১১] অনুরূপ বিধাতাসি জানে।
বিধাতা না কৈল[১২] খোড়া না কইল[১৩] কুজে[১৪]   কোন গুণে রঞ্জিব সে[১৫] রসিকরাজে[১৬]।
কাজ[১৭]-বশে কেবা[১৮] পরবাস[১৯] নাহি[২০] জাএ   কেবা[২১] নিজ গুণে[২২] কোন[২৩]
সম্পদ না পাএ।
হেন অকৃত্তি[২৪] নাহি শুনি কোন কালে   পরনারী পাল্যে[২৫] নিজ পদ্মিনী[২৬] ছাড়ে।
এ আন্ধা[২৭] সভার কথা সেহো বহু দুরে   মাঙ বাপ দেখিতে[২৮] কি মন নাহি দুরে[২৯]।
চোআইল বাছুর জার[৩০] দুধ[৩১] পিএ   মাঙ বলি জানে[৩২] তারে জত দিন জীএ।
তাহাকে ত সভেঁ ভাল ভাল বলি[৩৩] জানি   কোনঞি সম্পদে পাসরিল নন্দরানী।
বলিতে[৩৪] সুখদ[৩৫] বলি বুঝিএ[৩৬] গোপালে   তারে[৩৭] প্রেমে সুখ না ভুঞ্জিল কোন[৩৮] কালে।
তার[৩৯] লাগি ঘর[৪০] ছাড়ি বুলি[৪১] বনে বনে[৪২]   সে খাট পালঙ্ক ছাড়ি পল্লবে[৪৩] শয়নে[৪৪]।
আতি[৪৫]-ভোখে[৪৬] ভাত শোষে পানি নাহি বাসে   ছাআলম বৃন্দাবনে থাকি[৪৭] রাত্তিদিসে।
সেহো[৪৮] দুখ সুখ করি মানি জার গুণে[৪৯]   সে প্রভু সম্পদে সব[৫০] পাসরে কেমনে[৫১]।
শিব শিব আর কেনে[৫২] আদেখ[৫৩] দেখাএ   কি বাদে পরাণ নাহি লেই[৫৪] বিধাতাএ।
তার পাএর[৫৫] নিছনি লঞা[৫৬] জাউ প্রাণে[৫৭]   তাহাকে উদ্ধব দুখ নাহি এক ধানে[৫৮]।

১ ক.খ পাএ ২ ক.ক নিছি ৩ ক.খ চরাইতা ৪ পা আমা ৫ ক.খ বই আর ৬ পা নাহি ৭ ক.ক বেলা ৮ পা জে ৯ ঐ বেলাএ ১০ পা তাঅ ১১ ক.খ জেবা ১২ পা কস ১৩ ক.ক নাহি দিল, ক.খ না দিল ১৪ ক.খ কুবুজে ১৫ পা-এ নাই ১৬ ক.ক, ক.খ দেবরাজে ১৭ পা কার্য্য ১৮ পা -বা ১৯ ঐ পরদেশ ২০ পা না ২১ ঐ -বা ২২ পা নিগুনে লোক, ক.খ শগুনেসি ২৩ পা-এ নাই ২৪ ক.ক, ক.খ অদভুত ২৫ পা পাইলে ২৬ পা নারি, ক.খ পদ্মীনী ২৭ পা আমা ২৮ ক.ক দেখিবারে ২৯ ক.খ মনে সাধ নাহি ৩০ ক.ক, ক.খ জানের ৩১ পা দুগ্ধ ৩২ ক.ক বলে ৩৩ ক.ক, ক.খ করি ৩৪ ক.খ বলিএ ৩৫ পা সুগদ ৩৬ ক.ক বলি জে, ক.খ বলিএ ৩৭ ক.ক তার ৩৮ পা কো[ন] ৩৯ ক.খ জার ৪০ ক.ক -পর ৪১ পা ফিরি ৪২ ক.ক কিছু না দেখিল ৪৩ ক.খ পল্লব ৪৪ পা সজন, ক.ক জনমের দুঃখ সুখ কিছু না লইল ৪৫ পা, ক.খ সতি, ক.ক সাধ ৪৬ পা ভোক্তে, ক.খ কানু পাএ ৪৭ ক.ক না ছাড়ি ৪৮ ক.খ সেহে ৪৯ পা না ভুঞ্জিল কোন কালে, অতঃপর পা-এ অতিরিক্ত, তার লাগি ঘর ছাড়ি ৫০ পা সম্পদরস ৫১ ক.ক আপনে ৫২ ক.খ কেনে আর ৫৩ পা আ[দে]খ ৫৪ ক.ক লএ ৫৫ পা পায়ে ৫৬ ক.ক কানুর প্রাণের নিছনি এথুনি, ক.খ এখনে ৫৭ ক.ক, ক.খ প্রাণ ৫৮ পা, ক.ক, ক.খ ধান

সবে একখানি[১] বড় রহিল পোড়নি   বোল তুই ভরছিতে না পাল্য[২] আপুনি[৩]।
ভরছিলে নিলজে সহজে[৪] কোন[৫] লাজে   শতবার গাঅ মাজে জে গজে সে গজে।
কিবা তাহে[৬] দোষ দিএ[৭] জগতদুল্লভে[৮]   আপনার কর্মফলে[৯] অসুশুচি সভে[১০]।
সহজে জগতমনোহর[১১] কলাধরে   কুমুদ পেলিঞা[১২] জলে মৃগ কোলে করে।
জগত কলঙ্ক বোলে[১৩] তাহো[১৪] নাহি লএ[১৫]   এতেকে জানিলা প্রেম বিচার না সহে।
আপন কপাল মন্দ কিবা পরে[১৬] দোষে[১৭]   পরের সম্পদে[১৮] মূঢ়[১৯] করে আমরিষে[২০]।
জখন সে হেন[২১] প্রভু হইল নিরুপেখি[২২]   তখনে ই[২৩] ছার জীউ[২৪] ধরিব কি দেখি।
সবে বিধাতার পাএ মাগি এক দানে   মোর[২৫] পঞ্চভূত জেন[২৬] আস্থে[২৭] প্রভু-থানে।
প্রভু-গতাআত[২৮]-পথে রহে[২৯] মহীভাগে   চলিতে সে চরণের তলে[৩০] জেন লাগে।
প্রভু-কেলিসরোবরে জেন[৩১] জল পৈশে   জলকেলিকালে[৩২] জেন সে দেহ পরশে।
প্রভুর সে[৩৩] বিলাসদর্পণে[৩৪] তেজ রহে   লাসবেশে জেন[৩৫] কানুর রূপ বহে।
বাউ-ভাগে থাকে[৩৬] প্রভুর[৩৭] চামরের বাএ   সমএ সে জেন[৩৮] আলিঙ্গএ গাএ গাএ।
প্রভুকেলিকুঞ্জ-গৃহে থাকে[৩৯] আশে পাশে   আসিতে জাইতে জেন সে অঙ্গ[৪০] পরশে[৪১]।
কিবা তার চরণকে[৪২] পাঠাব সংবাদে   জাবত শরীর ধরি তাবত বিষাদে[৪৩]।
রাধার[৪৪] বচন শুনি সব সখী কান্দে   উদ্ধব এ কথা শুনি বুক নাহি বান্ধে।
রাধা[৪৫] বোলে এক বোল মরমে শুধাই   আর বার আখি ভরি দেখিব কাহ্নাই[৪৬]।
আর কি উদ্ধব সোঙরিব[৪৭] বৃন্দাবনে   এহো কি এ পাপ চক্ষে হব দরশনে।
আর কি উদ্ধব আছে জীবনের আশ[৪৮]   তার আগমনে হব[৪৯] গোপীর বিনাশ।

১ পা এক, ক. খ °মনে ২ পা পাইল ৩ ঐ আপনি ৪ ক. ক, ক. খ সহজে নিলজে ৫ ক. ক, ক. খ কিবা ৬ পা তারে ৭ ঐ দিব ৮ ক. ক জনম মুল্লথে, ক. খ °বল্লভে ৯ ক. ক আপুনী করমকে ১০ ক. ক সর্ব্ব লোকে, ক. খ পরের কি ১১ পা °মহোনোহর ১২ ঐ লেপিঞা ১৩ ক. খ বলে ১৪ পা তাহ ১৫ ক. ক বোল তাহো নাহি সহে ১৬ ক. ক পরে কিবা, ক. খ পরের কি ১৭ পা দোসী পরে ১৮ ঐ সম্পদ ১৯ ক. ক, ক. খ মুচ ২০ ক. খ অমরেশে ২১ পা-এ নাই ২২ ক. খ নিরপেখে ২৩ ঐ তখন এ ২৪ ক. খ প্রাণ ২৫ পা মোরে ২৬ ঐ জে ২৭ ক. ক, ক. খ থোএ ২৮ পা জাতাআত ২৯ ঐ থাকে ৩০ ক. খ চরণতল গাএ ৩১ ক. ক জলে, ক. খ সে প্রভুর শরোবরে জল ৩২ ক. ক °কালকালে ৩৩ পা-এ নাই ৩৪ পা °দর্পেনে ৩৫ ক. ক -সে ৩৬ ঐ ভাগ বহে ৩৭ ক. খ প্রভু ৩৮ পা জন ৩৯ ক. ক, ক. খ দ্বারে থাকিব ৪০ ক. ক দেহ ৪১ ক. খ তার কোলে পোশে ৪২ পা চরণে ৪৩ ক. ক বিবাদ, ক. খ বিবাদে ৪৪ ক. ক শ্রী- ৪৫ ক. ক, ক. খ সখি ৪৬ ঐ কানাঞি ৪৭ পা স্মরিব ৪৮ ক. ক, ক. খ পিরিতের ভাষ ৪৯ ক. ক আগমন হেতু

আপনার মন জে আপন[১] বশ নহে তেঁহো[২] ত[৩] উচিতে[৪] পর নন্দের তনএ[৫]।
জবে আপনার মাএ বাপে করে[৬] ঘৃণা তিরি[৭] হইঞাঁ তারে অনুজোগে কোন জনা।
হের আর এক কথা শুনি অপরূপে[৮] রাজা হইঞাঁ[৯] তথাঞি পাতিল[১০] মাও বাপে[১১]।
দৈবকী বোলাএ[১২] মা বসুদেব বাপ তাপের উপর কত সহ জাএ তাপ[১৩]।
জে হউ[১৪] সে হউ[১৫] তারে[১৬] নাহি দাঅ বোল দুই কহিহ[১৭] কুবজীরানী-পাঅ।
একে একে কহিহে সভার[১৮] পবিহার এক দিন লাগি দান মাগএ[১৯] গোপাল[২০]।
শুনিঞাঁ রাধাব[২১] এত বচনভঙ্গিমা উদ্ধবের আনন্দ শোকের নাহি[২২] সীমা।
তবে শোক সম্বরি উদ্ধব মহাশএ প্রেমগদগদ-স্বরে কহে[২৩] অমুনএ।
তুহ্মি[২৪] বহি[২৫] লক্ষ্মীকে[২৬] অধিক তার ঠাই[২৭] তোহ্মার[২৮] চরণরেণু দেবেহোঁ না পাই[২৯]।
সে[৩০] তোহ্মাব[২৮] এতেক কিবা[৩১] লাগি দুরগতি তোহ্মা[৩২] বহি প্রভুর নাহি দিবা[৩৩] রাতি।
স্বপনেহো প্রভু বাধা বাধা করি উঠে রাধানাম করিতে পরাণ জেন ফাটে[৩৪]।
ইন্দ্রকে অধিক রাজলক্ষ্মী নাহি[৩৫] ভাএ আব জত সুখ তোহ্মা[৩৬] নিছনি[৩৭] পেলাএ।
না জানিঞাঁ দুঃখ দেহ এ হেন শরীরে[৩৮] এহা[৩৯] শুনি প্রমাদ কবিব জদুবীরে।
লোকমুখে তোহ্মার[৪০] বিরহ[৪১]-কথা শুনি প্রবোধকারণে আহ্মা[৪২] পাঠাই[৪৩] আপনি[৪৪]।
সভে দুখ[৪৫] শোক ছাড়ি[৪৬] কবহ আনন্দে[৪৭] আজি কালি পাইবে[৪৮] প্রভুর চরণারবিন্দে।
সহজে তোহ্মাব[৪৯] প্রভু ভকতবতসলে ধেনুব[৫০] বাছুব-সম পাছু পাছু বুলে[৫১]।
তাহে তুহ্মি[৫২] সভা প্রভুব[৫৩] পরাণ[৫৪]-ভিতবে না জানিঞাঁ[৫৫] বিরহ-দুখ মানহ অন্তরে[৫৬]।

১ ক ক, ক খ আপনাব ২ ঐ তিহো ৩ পা এ নাই ৪ পা উচিত ৫ ক ক কুমারে ৬ ক খ হয়ে ৭ ক ক স্ত্রী ৮ ক খ হেন আব অপরূপ শুনি আর কথা ৯ ক ক হইলে ১০ পা তথাই পতিল ১১ ক খ সৃজিল মাতা পিতা ১২ পা বোলাই ১৩ ঐ তাপ সহা জায়ে কত ১৪ ক ক হবে, পা হবেক ১৫ পা হব ১৬ পা মেনে, ক খ তার ১৭ ক ক বলিহ, ক খ কবিবে ১৮ ক ক সভাবে করিবে, ক খ সভার কহিহে পা কহিঅ ১৯ ক ক মাগিএ ২০ ক খ মাগি নন্দের কুমার ২১ ক ক, ক খ গোপীব ২২ পা -অন্ত, ক খ আনন্দে শুখের নাই ২৩ ক খ কবি ২৪ পা তুমি ২৫ ক ক বাহি ২৬ ক খ বাধালক্ষ্মীর ২৭ পা লক্ষ্মি সম সহব তত ঠোএ ২৮ ঐ তোমাব ২৯ ঐ পাএ ৩০ পা এ নাই ৩১ ক ক কি ৩২ পা তোমা ৩৩ পা দি[বা], ক ক, ক খ না জাএ ৩৪ ক ক, ক খ যুটে ৩৫ পা অধিরাজ নাহি লক্ষ্মি ৩৬ পা দুখ তোমাব ৩৭ ক ক, ক খ নিছিঞা ৩৮ পয়াবেব পববর্তী অংশটি পা-এ নাই ৩৯ ক ক ইহা ৪০ পা তোমার ৪১ ক ক, ক খ বিরস ৪২ পা আমা ৪৩ ক ক পাঠাইল, পা পাঠাল ৪৪ ক খ আপনে ৪৫ পা সব দুঃখ ৪৬ ক ক, ক খ ছাড ৪৭ ঐ আনন্দ ৪৮ পা, ক ক, ক খ পাবে ৪৯ পা তোমার ৫০ ঐ ধেনুরূপ ৫১ পা ফিরে ৫২ ঐ °ত তোমরা, ক খ তিহে তোমা ৫৩ পা-এ নাই, ক খ প্রভু ৫৪ পা প্রাণের, ক খ মরম ৫৫ ক. ক, ক. খ জানি ৫৬ ক খ তাহাবে

আপনে বাড়াহ[১] দুখ[২] আপনার দোষে জলের ভিতরে জেন মাছ মরে শোষে।
কহিল বেদের সার নাহিথ[৩] সংশএ জেই কৃষ্ণ সেই তোমে[৪] জানিহ নিশ্চএ।
প্রভুএ[৫] তোম্হাতে[৬] ভেদ নাহি এক থানে[৭] জানিঞাঁ না জান কেনে আপন গেআনে[৮]।
কেবল আনন্দমঅ দোহে[৯] এক রূপ দেহভেদে[১০] ভেদমাত্র একি অপরূপ।
আগেআন[১১] লোকেরে বুঝাইব কে সহজে বুঝিল[১২] লোক বুঝে[১৩] একে একে।
হেন নানা পরকারে[১৪] প্রবোধি[১৫] গোপীজনে তিন দিন উদ্ধব রহিল বৃন্দাবনে।
তবে একে একে লঞাঁ সভার সংবাদে চলিলা প্রভুর[১৬] ঠাঞি হরিষ[১৭]-বিষাদে।
নিষধিতে অনুব্রজি চলিলা[১৮] পুরজনে সভাকারে প্রবোধি পাই[১৯] ভতক্ষণে[২০]।
তবে সে উদ্ধব গেলা কৃষ্ণের সমুখে একে একে কহিল সভার জত দুখে।
বৃন্দাবন-দুখকথা কহিতে না জানি খাওঁআইলে[২১] গোধন না খাএ দুধ[২২] পানি।
সে হেন অদন্ত বৎস দুধ নাহি পিএ[২৩] তোথে মুখে বাটে[২৪] ফিঞাঁ তেন মত রহে[২৫]।
ধেনুগণ চরে[২৬] নাম্বাইঞাঁ[২৭] দুই কানে নআন বুজিঞাঁ কান্দে হাকান্দ[২৮] কান্দনে।[২৯]
বৃন্দাবনে হেন কেহো না দেখিএ প্রাণী জার দুই আখি[৩০] বহি নাহি পড়ে পানি।[৩১]
বৃন্দাবনে তরু লতা ফুল নাহি ধরে বিরহে পাণ্ডুর পাতা[৩২] না জীএ না মরে।
এতেক উদ্ধব জবে বইল গোপীনাথে চরণের নখে[৩৩] ভূমি লেখে হেঠমাথে।
গোপালবিজঅ শুন উদ্ধবসংবাদ জা শুনিলে নহে আর বিষয়[৩৪] বিষাদ।
কহে কবিশেখর জানিহ[৩৫] সারোদ্ধার[৩৬] ভকত জনেরে কভু না ছাড়ে গোপাল॥[৩৭]

---

১ পা বাড়াঅ ২ পা-এ নাই ৩ পা, ক খ না কর ৪ পা তুমি ৫ ঐ প্রভুতে ৬ পা তোমাতে ৭ ঐ থান ৮ ক ক গেআন ৯ পা মোহে ১০ পা দেহতে দে, ক খ °ভেদা ১১ ক. খ অগেআন ১২ পা বুজহ ১৩ পা বুঝ ১৪ ক. ক মতে উদ্ধব ১৫ পা ভুঞ্জিঞাঁ ১৬ ঐ প্রভু ১৭ পা এ হরির ১৮ ক. ক জাএ ১৯ পা বোধি-, ক. ক পাইল ২০ ক. ক তপোধনে ২১ পা খাওঁআলে ২২ ক ক অন্ন ২৩ পা কান্দে উভরাএ ২৪ ঐ ভোখেইল মুখে কাটে ২৫ পা দুগ্ধ নাহি খাএ ২৬ ঐ চরাইতে ২৭ ক. ক নাম্বা ২৮ পা অকাম ২৯ পরবর্তী ছত্রটি পা-এ নাই ৩০ ক. ক আখির ৩১ অতঃপর ক ক পুঁথির অতিরিক্ত, হেন মুখ নাহি জে বোলএ হরি হরি। হেন পথ নাহি জাথে নাহিথ কলসি ৩২ পা পাত্র ৩৩ ঐ -লেখে ৩৪ ক. ক বুঝহ ৩৫ পা জানিঞাঁ ৩৬ ক. ক সারধার ৩৭ অতঃপর ক. ক পুঁথির অতিরিক্ত, উদ্ধব সংবাদ

॥ বসন্ত[১] ॥

উদ্ধবের বচন শুনিঞাঁ জদুরাএ জথা জাএ তথা সোআথ না পাএ।
তবে মাওঁ জশোদা দেখিবার ছলে নানা পরিছেদে জাএ ভকতবতসলে।
রাজমন্ত্রণাএ বলরাম[২] থুঞাঁ পাটে রাজা উগ্রসেনে[৩] ঠাঞি থুল সব ঠাঠে।
আপনে ত্রৈলোক্যনাথ দেব বনমালী পরিমিত লোক লঞাঁ জাএ গোকুলপুরী[৪]।
সব-আগে দোলাএ পাঠাএ[৫] কামকলা[৬] পাছে গোপীনাথ জাএ আনহি[৭] শৃঙ্খলা।
তবে কামকলা উত্তরিলা[৮] বৃন্দাবনে গোপ অভাগিনী জীল পারা[৯] বাসে মনে।
দুতীর দেখি কাজ সিধি হেন লখি[১০] হাসিঞাঁ কুশল পুছে[১১] রাধা চন্দ্রমুখী।
তবে গোপী কহিল কৃষ্ণের আগমনে[১২] না জানিল তখনি[১৩] কিবা হই[১৪] গোপীজনে[১৫]।
জঅ কৃষ্ণ বলি রাধা উঠিলী আনন্দে[১৬] ঘনে ঘনে বেশ করি পরম সানন্দে[১৭]।
বিরহে[১৮] ঝামরী জত গোআলা-রমণী আনন্দে দুগুণ হইলা আনহি লাবণি।
শিশিরে দুঃখিত জত ফুল তরু লতা বসন্তপ্রবেশে জেন আনহি বেবথা[১৯]।
রাই বলে আনন্দ করহ[২০] সব জন অঙ্গ পাখালিঞাঁ নেহ সুগন্ধি চন্দন।
নানা দিব্য অলঙ্কারে সাজ সব অঙ্গে[২১] জেন ছান্দে নাগরশেখরে লাগে রঙ্গে[২২]।
খুরি পুরি নেহ নানা সুগন্ধি চন্দনে[২৩] নানা ছান্দে নেহ[২৪] গন্ধ মাল্য আভরণে[২৫]।
নানা মণিমাণিকে আরতি-সাজ[২৬] কর চল আগুসরি জাই নাগরশেখর।
নানা ভাব-রতনে সাজিঞাঁ রূপ-ডালি[২৭] সব সখী মেলিঞাঁ ভেটিব[২৮] বনমালী।
এত বলি সখী সব লাস-বেশ করে[২৯] মদনে পাতিল জেন চান্দের[৩০] পসারে।
হোথা[৩১] সে জশোদা[৩২] শুনি কৃষ্ণের কাহিনী কি করিতে কিবা[৩৩] করে
হেনঞি না জানি[৩৪]।
বাল বৃদ্ধ পুর-জনা করিল সাজনা প্রতি ঘরে ঘরে বাজিল মঙ্গল-বাজনা।
প্রতি-নাছে নৃর্ত্য গীত জঅজঅকার গন্ধ মাল্য ধূপ দীপ নগরে[৩৫] কোহোরাল।

১ পা °রাগ ২ ঐ °ভদ্র ৩ পা রাজ উ[গ্র]সেনে ৪ ঐ গোকুলনগরি ৫ পা পাঠাল ৬ ঐ কা[ম]কলা ৭ পা আহি, ক. ক আনঞি ৮ পা গেলা ৯ ঐ হেন ১০ পা আদর করিল সব সখি ১১ ঐ কহিল তবে ১২ পা গমন ১৩ ঐ তথতনি- ১৪ ক. ক হইল ১৫ ক. ক বৃন্দাবন ১৬ পা উঠে উর্চ্চস্বরে ১৭ ঐ বেসবার আজ্ঞা করে ১৮ পা বি[র]হে ১৯ ক. ক বেবস্থা ২০ পা সকল কহ ২১ ঐ অলঙ্কারে ২২ ক. ক ধান্দে ২৩ পা চন্দন ২৪ ক. ক লইল ২৫ পা নানা সুগন্ধি চন্দনে ২৬ ক. ক সজ, পা সাজি ২৭ পা চাঙ্গী ২৮ ঐ মেলি ভেটে ২৯ পা করি ৩০ ক. ক রসের ৩১ পা থে- ৩২ ক. ক -রানি ৩৩ পা কি ৩৪ ঐ জানে ৩৫ পা নগর

সারি বান্ধি দুই পাশে নগরে পতাকা[১] নন্দের নগরী জেন দুতিঅ অলকা।
সব লোক আগুসারি[২] জাএ আতিসুখে[৩] দুই[৪] আখি ভরিঞা দেখিব চান্দমুখে।
ওথা দিন-অবসানে বসন্তসমএ মদনলীলাএ আসে নন্দের তনএ।
সব লোক মোহিল দেখিঞা তার ছান্দে বৃন্দাবন[৫] প্রকাশিল বৃন্দাবন-চান্দে।
সব-পুরজন-আখি-ভুখিলচকোরে কৃষ্ণরূপ[৬]-সুধা পিএ মুখ নাহি মোড়ে[৭]।
জবে নন্দসুত আইলা[৮] নন্দের দুআরে মৌহুমাছি-সম লোক বেঢ়িল[৯] আপারে[১০]।
মোর বাঞ্ছাপুরনিঞা[১১] জশোদা কইল কোলে পুতের[১২] বাৎসল্য ভাসে লোহের হিল্লোলে।
জবে কৃষ্ণ মাওঁ বাপে[১৩] কইল[১৪] সম্ভাষে[১৫] তখনি সকল গোপী পাইল অবকাশে[১৬]।
আতিশঅ আনন্দে খণ্ডিঞা[১৭] ভঅ লাজে সঙ্কোচ না মানে গোপী সে হেন সমাঝে[১৮]।
একে একে প্রণাম করিল সব গোপী আপনার কর কৃষ্ণ[১৯]-চরণে আরোপি।
কৃষ্ণের চরণে ভাল শোভে গোপীকর রাতা উতপলে[২০] জেন পুজি ইন্দীবর[২১]।
রাধিকা সে[২২] কৃষ্ণের চরণ ধরি কান্দে ইন্দীবরে[২৩] অমৃত বরিষে জেন[২৪] চান্দে।
জবে গোপীনাথ-ঠাঞি আর কেহো নাহি[২৫] অবসর দেখিঞা জে কিছু কহে রাহি[২৬]।
আর না ছাড়িহ প্রভু অনাথী[২৭] গোপিনী ইবেসি[২৮] জানিল জত[২৯] দুখ তোহ্মা[৩০] বিনি।
আর তুআ[৩১] চরণ না ছাড়িব পরমাদে[৩২] ইবেসি[৩৩] জানিল জত বিরহ-সোআদে।
তোহ্মা দেখি[৩৪] মোর দুখ না জানি কি[৩৫] হইল[৩৬] আঅস[৩৭] পাথরে জেন
শাল নিকলিল[৩৮]।[৩৯]

এত বুঝি[৪০] সমঅ জানিঞা[৪১] গোপীজনে ইঙ্গিতে বিদাঅ কৈল অভিসার মনে।
এথা কৃষ্ণ ভোজনাদি নানা ব্যবহারে লোকলাজে গোঙাইল প্রথম প্রহরে।
তবে নানা বেশ করি উল্লসিত মনে নাগরশেখর প্রবেশিল বৃন্দাবনে।
এথা লাসবেশ করি জাএ গোপনারী কাহার পরাণে কিছু বুঝিতে[৪২] না পারি।

১ ক.ক পাতকলা ২ ঐ আগুসরি ৩ পা প্রতি অনুসারে ৪ পা দুটি ৫ ঐ বৃন্দাব প্রতি ৬ পা রূপের ৭ ক.ক মূঢ়ে ৮ পা আলা ৯ ঐ বেড়িলে ১০ ক.ক সকলে ১১ ক.ক বাপু বলিঞা ১২ ঐ পুত্রের ১৩ পা বাপ ১৪ ক.খ করিল, ক.ক করিঞা ১৫ পা সম্ভাসন ১৬ পা আপন ১৭ ঐ করিঞা ১৮ ক.খ সমাজে ১৯ পা গোপি ২০ ঐ উত[প]ল ২১ পা পুজিল ইন্দ্রবর ২২ ক.খ সে রাধিকা ২৩ পা ইন্দ্রবর ২৪ ঐ জেন বর্ষে ২৫ ক.খ নাঞি ২৬ পা রাই ২৭ ঐ অনাথ ২৮ ক.ক ইবে সে ২৯ পা-এ নাই ৩০ পা তোমা ৩১ পা তোর, ক.খ তব ৩২ ক.ক, ক.খ প্রমাদে ৩৩ ক.ক °সে, ক.খ এব সে ৩৪ পা তোমা দেখা ৩৫ ক.খ কে ৩৬ পা হল ৩৭ ক.ক আগাব ৩৮ ক.ক জাল নিভাইল ৩৯ এইখানে আদর্শ পুঁথির শেষ; অতঃপর ক.ক, ক.খ ও ক.গ পুঁথিত্রয়-অবলম্বনে গ্রন্থ-সমাপ্তি ৪০ ক.খ বলি ৪১ ঐ বুঝিঞা ৪২ ক.খ করিতে

জবে গোপী[১] শুনিল কৃষ্ণের বাঁশী[২]-সানে রসে আউলাইলা সভে হরিঞা[৩] চেতনে।
অনেক জতনে গোপী আইলা[৪] কৃষ্ণস্থানে হাথে করি পথে কি আনিল পাঁচবাণে।
জবে গোপী গোপীনাথ[৫] হইল এক মেলী না জানি সে বেলির[৬] সে কিবা হঞা গেলী।
কেহো কোলে কেহো পিঠে কেহো হাথে[৭] পাএ গোপী গোপীনাথে ধরাধরি গাএ গাএ।
বিরহবিচ্ছেদে কোলে করে নানা ছান্দে ভুখিল চকোরীগণ লুড়ি[৮] নিল চান্দে।
জবে কৃষ্ণ গাঢ়া[৯] আলিঙ্গন কৈল বাহে দন্তাঘাতে শীৎকার করিলী মুখমোহে।
হেন বুঝি কানুর অধরসুধা-অভিষেকে[১০] .গোপীব বিরহানল[১১] নিভাইল তাপে[১২]।
হেনমত শ্রীহরির হের অনুতাপে কথোক্ষণ নেঅাইল সরস আলাপে।
তবে নানা বিধিমতে করে রসরঙ্গে[১৩] দেখিঞা সে রতিকেলি শিথিল অনঙ্গে।
জত গোপী তত রূপী হইলা কুঞ্জে কুঞ্জে একে একে সকল গোপীর মন রঞ্জে।
সে সব দুঃসহরতিরণ-সমজলে গোপিকার নিভাইল বিরহ[১৪]-আনলে।
কৃষ্ণরসে গোপী পাইল আন[১৫] দেহে সব সখী[১৬] পাসরিল মথুরার বিরহে।
হেনমতে সব গোপনাগরীর সঙ্গে নাগরশেখর কৃষ্ণ রঞ্জে রসরঙ্গে।
কেবল আনন্দপরিণাম বৃন্দ[া]বনে তাহার সহজ গুণ কহিতে কে জানে।
কেবল পিরি[তি]-মঅ গোপ[১৭]-অবতারে কেবল সে র[স]মঅ নন্দের সুন্দরে[১৮]।
তাহে সব এক ঠাই বিধির ঘটনে হেন কৃষ্ণ রসমঅ দেখ সব জনে।[১৯]
বৃন্দাবন ভরি সব রসের[২০] বাদলে তাহে প্রেমতরঙ্গেতে অধিক উথলে[২১]।
কৃষ্ণ নবজলধর-রসে পরিপুর সকল গোপীর হিআশোষ হৈল[২২] দূর।
ভকত[২৩]-ওষধি-গণ[২৪] পাই[২৫] জীউ-দানে[২৬] ভবতাপে জুড়াইল জগত-পরাণে[২৭]।
হেন সুখ-বাদলে জাউক সব কাল অশেষ ধরম-শাস্ত্র বাঢ়ুক বিশাল[২৮]।
তপস্বীর তপ কৃষ্ণ ফলু ভাল মতে পুণ্যের দুর্ভিক্ষ[২৯] নহু[৩০] সুখে রহু সভে[৩১]।

১ ক.খ-এ নাই ২ ক.খ বেনু ৩ ঐ আলুইল গোপী-, ক.ক হরিলা ৪ ক.খ গেলা ৫ ঐ গোপীনাথ গোপী ৬ ক.খ বেলের ৭ ঐ হাথ ৮ ক.খ লোড়ে ৯ ঐ গাঢ় ১০ ক.খ °শোষে ১১ ঐ বিরহানলে ১২ ক.ক লোকে ১৩ ক.খ রাসরঙ্গ ১৪ ক.ক বিহ ১৫ ঐ আর ১৬ ক.খ গোপীজন; অতঃপর ক.খ পুঁথির পাঠ অস্পষ্ট ১৭ ক.ক গোপি ১৮ ঐ কুমার ১৯ অতঃপর ক.গ পুঁথির অতিরিক্ত, এথা কৃষ্ণ রথে চড়ি মথুরানগরে। দেখিয়া সকল লোক আনন্দ অন্তরে॥ ২০ ক.ক রাগের ২১ পয়ারের অংশটি ক.ক-এ নাই ২২ ক.গ শোষাইল ২৩ ক.ক কততি ২৪ ক.গ ঔশধদানে ২৫ ক.ক পাইল ২৬ ক.গ দান ২৭ ক.ক, ক.গ পরাণ ২৮ ক.গ শব কাল ২৯ ঐ সুন্যের দুর্ভিক্ষ ৩০ ক.ক নাহি ৩১ ক.গ সর্ব্বে

ভাবক-মউর ইথি নাচু[১] পাক ফিরি কালদাপে খাউ আরে[২] দুর্জন পাণ্ডরি[৩]।
শ্রীগোপালবিজঅ[৪]-কথা কহিল আলপে[৫] অনুসারে জানিবে পুরাণ-আলাপে[৬]।
কহে কবিশেখর করিঞাঁ পুটাঞ্জলি হাসিঞাঁ না পেলিহ[৭] লৌকিক ভাষা বলি॥

ইতি শ্রীগোপালবিজয় ॥

ক. ক- পুষ্পিকা, শ্রীকবিশেখর মুখপদ্মনির্গত। শ্রীগোপালবিজয় সংপুর্ন। শাকে গজাব্ধিসরচন্দ্রমিতে মুকুন্দপদসটপদেন শ্রীনরোর্ত্তম নন্দী লিখিত্ত মদা শ্রীগোপালবিজয় সিষ্টজন-বন্দনায় ॥ ন বাল্যং ন বৃদ্ধ···। গোপিনঅনচন্দ্রমৃথকে সোবর্ণজুগে ২ জৈষ্ঠস্ত সষ্টীস্ববিংসতিবাসরে মঙ্গলবারে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টম্যা তিথৌ শ্রীতুষালগ্রামপুস্তক সপুর্ণ। শ্রীমারন্দ-সাহস্ত অভিনবকুমারক শ্রীহরিরাম দাষ পুস্তকামীদং॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণসখা শ্রীরাধাকৃষ্ণগতি মম॥ শ্রীগুরুচরণেভোঃ নম। শ্রীশ্রীপরম সকাব্দাঃ। ১৫৭৫ ॥

॥ শুদ্ধ পাঠ ॥

[শ্রীকবিশেখরমুখপদ্মনির্গতং শ্রীগোপালবিজয়ং সম্পূর্ণম্॥ শাকে গজাব্ধিশরচন্দ্রমিতে মুকুন্দপদপঙ্কজষট্‌পদেন শ্রীনরোত্তমনন্দিনা লিখিতম্ মুদা শ্রীগোপালবিজয়ম্ শিষ্টজনবন্দনায়॥ ন বাল্যং ন বৃদ্ধ ……॥ গোপীনয়নচন্দ্রমিতে সৌবর্ণযুগে জ্যৈষ্ঠস্য ষড়বিংশ? বাসরে মঙ্গলবারে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ শ্রীশালগ্রামপুস্তকং*[১] সম্পূর্ণম্॥ শ্রীমকরন্দসাহস্য? অভিনবকুমারকহরিরামদাসস্য পুস্তকমিদম্॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণসখা শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ গতির্মম॥ শ্রীগুরু-চরণেভ্যো নমঃ॥ শ্রীশ্রীপরমশকাব্দাঃ ১৫৭৫ ॥]

ক. গ- পুষ্পিকা, সকাব্দা ১৭০১॥ মাতা জদি বিশং দদ্যাৎ পিতা বিক্রয়তে শূত। অন্যায় কুরূতে রাজা কামিত্রাতা ভবিষতি॥

॥ শুদ্ধ পাঠ ॥

[শকাব্দাঃ ১৭০১॥ মাতা যদি বিষং দদ্যাৎ পিতা বিক্রীণীতে সুতম্। অন্যায়ং কুরুতে রাজা কো মে ত্রাতা ভবিষ্যতি॥]

---

১ ক.ক নাচে ২ ক.গ তারে, ক.গ আর ৩ ক.ক, ক.গ বাউরি ৪ ক.গ গোপালবিজয় ৫ ঐ আলাপে ৬ পয়ারের অংশটি ক.ক-এ নাই ৭ ক.গ পেলাহ

*১ ইহা শপথবিশেষ, পুস্তকের নাম নহে। পুঁথিচুরি-নিরোধ করিতে এইরূপ শপথ করা হইয়াছে, মনে হয়। গ্রন্থ চুরি করা মহাপাপের কর্ম, তাহা গৃহদেবতা বা কুলদেবতা শালগ্রামশিলা চুরি করার অপরাধেরই সামিল। তু. 'এ পুথির নাম শালোগ্রামের চিহ্ন বর্ম'; দ্র. পু. প, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৭-৯

টীকা-টিপ্পনী ও শব্দকোষ

॥ সঙ্কেত ও প্রমাণপঞ্জী ॥

অগ্নি—অগ্নিপুরাণম্, পঞ্চানন তর্করত্ন, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১৪

অথর্ব—অথর্ব্ববেদ-সংহিতা, চতুর্থ খণ্ড, দুর্গাদাস লাহিড়ী, হাওড়া পৃথিবীর ইতিহাস মুদ্রাযন্ত্র, ১৩৩২

আ—আরবী

ঋক্—ঋগ্বেদসংহিতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, রমেশচন্দ্র দত্ত, এলম্ প্রেস, ৬৩ বিডন ষ্ট্রীট, ১৮৮৫

ঐ. ব্রা—ঐতরেয় ব্রাহ্মণম্, (চতুর্থভাগঃ, সপ্তম পঞ্চিক ।৩।৪) সামশ্রমিশ্রীসত্যব্রত শর্মণা সম্পাদিতম্, কলিকাতা সত্যযন্ত্র, ১৯৬২ সংবৎ

ও. ডি. বি. এল—Origin and Development of Bengali Language, Suniti Kumar Chatterjee, Calcutta University, 1926

কূর্ম. পূর্ব—কূর্মপুরাণম্ (পূর্বভাগঃ), পঞ্চানন তর্করত্ন, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১১

কৃত্তি—কৃত্তিবাস, শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স, ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

চণ্ডী—কবিকঙ্কণ-চণ্ডীমঙ্গল, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীহৃষীকেশ বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৪-২৬

চ. প—চর্যাগীতি-পদাবলী, শ্রীসুকুমার সেন, বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৯৫৮

চৈ. চ—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, তৃতীয় সংস্করণ, ভক্তিগ্রন্থপ্রচার-ভাণ্ডার, ১১নং সুরেন ঠাকুর রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

চৈ. ভা—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীরাধানাথ কাবাসী, শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দির, খাস্তকুড়িয়া, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৫

ছা—ছান্দোগ্যোপনিষদ্, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ১৯২৫

তু—তুলনীয়

দ. রা—দক্ষিণ রাঢ়

দোহা—বৌদ্ধ গান ও দোহা, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৮

দ্র—দ্রষ্টব্য

প. ক, ৫ম—শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, পঞ্চমখণ্ড, সতীশচন্দ্র রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৮

পদ্ম—পদ্মপুরাণম্ (পাতালখণ্ডম্), পঞ্চানন তর্করত্ন, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১০

পা—পাদটীকা

পৃ—পৃষ্ঠা

পৌ. উ—পৌরাণিক উপাখ্যান, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, ১৩৬১

ফা—ফারসী

বরা—বরাহপুরাণম, পঞ্চানন তর্করত্ন, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১৩

বায়ু—বায়ুপুরাণম্, ঐ ঐ ১৩১৭

বি. প—আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহপদ্ধতি, বিনয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী, ঘাটেশ্বরা, ২৪ পরগণা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৩৯

বি. পু—বিষ্ণুপুরাণম্, দ্বিতীয় সংস্করণ, পঞ্চানন তর্করত্ন, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩৩১

বি. শ—বিংশ শতাব্দী, শারদীয়, ১৩৬৪, হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ২০ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

বৃহ—বৃহদ্ধর্মপুরাণম্, পঞ্চানন তর্করত্ন, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১৪

ব্র. পু—ব্রহ্মপুরাণম্, ঐ ঐ ১৩১৬

ব্র. বৈ—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্, ঐ ঐ শকাব্দা ১৮২৭

ব্রহ্মা—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্, ঐ ঐ ১৩১৫

ভা—শ্রীমদ্ভাগবতম্, পঞ্চানন তর্করত্ন, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১০ এবং শ্রীভাগবতদশমস্কন্ধ, আনন্দমুদ্রাশালা, মাদ্রাজ, ১৯১০

ভা. ই—ভাষার ইতিবৃত্ত, পঞ্চম সংস্করণ, শ্রীসুকুমার সেন, বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৯৫৭

মৎস্য—মৎস্যপুরাণম্, পঞ্চানন তর্করত্ন, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১৬

মনু—মনুসংহিতা, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১২৯৬

ম. বা. বা—মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, শ্রীসুকুমার সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৫২

ম. বি—Vipradāsa's Manasā-Vijaya, Sukumar Sen, The Asiatic Society, 1 Park Street, Calcutta

মহা—মহাভারতম্, পঞ্চানন তর্করত্ন, বঙ্গবাসী সংস্করণ, শকাব্দা ১৮৩০

মার্ক—মার্কণ্ডেয়পুরাণম্, ঐ ঐ ১৩১৬

মৈ—মৈথিল

রা—রামায়ণম্, পঞ্চানন তর্করত্ন, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১৫

শব্দ—শব্দকল্পদ্রুমঃ, রাধাকান্ত দেব, হিতবাদী মেশিন, ১৮৫০ শকাব্দা

শ্রী. কী — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৩

শ্রী. বি — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীগৌড়ীয় মঠ সংস্করণ, বাগবাজার, কলিকাতা, ১৯৪৫

শ্রী. ভ — শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী, শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যপ্রকাশিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৬৩

স্কন্দ. বিষ্ণু — স্কন্দপুরাণম্ (বিষ্ণুখণ্ডম্, নাগরখণ্ডম্)

হ. ব — শ্রীমন্মহাভারতম্, সপ্তমভাগে হরিবংশপর্ব, রামচন্দ্র শাস্ত্রী, চিত্রশালা প্রেস, ১০২৬ সদাশিব বীথী, পুণা, প্রথম সংস্করণ, শালিবাহনশকাব্দাঃ ১৮৫৭

হিন্ — হিন্দি

E. T. D. — English Tibetan Dictionary, Kazi Dousamdup, Calcutta University, 1919

R. V. S. — Rig-Veda-Samhitā, Max Muller, India Office, 1862.

'হেন মতে কলিকালে পণ্ডিতের বেহারে।
নরদেহ ধরি জেন বুলে অহঙ্কারে॥
লোক রঞ্জিবারে করে কপট আচার।
মনশুদ্ধি নাহিক আটোপ-মাত্র সার॥

—গোপালবিজয়, পৃষ্ঠা ৬

* তারকাচিহ্নিত শব্দগুলি আরবী, ফার্সী

অকুল ২৭	অস্থির। <আকুল
অকৃতী ৩২৯	অযোগ্য
অক্রুর ২৬৭, ২৬৯-৭২, ২৮১-৩, ২৮৫-৭, ৩১২-৩	
অগোর ৪২, ৫৭	সুরভি চন্দনবিশেষ। 'আগর চন্দন আঙ্গে মাখা' শ্রী. কী ৩৪৭
অঘ ৯৪	পাপ
অঘাসুর ৯২, ৯৪-৫, ৯৭	
অঙ্গদ ১২০	বাহুতে পরিধানযোগ্য অলংকারবিশেষ, বাজু, কেয়ূর। 'আঙ্গদ যুগল হাথে' শ্রী. কী ২৬৯ 'কনক কেয়ূর অঙ্গদ তাহে শঙ্খ পরিচ্ছদ' চণ্ডী ১৭৮
অচেট ৩৫, ২১১	অচেতন
অঞ্জনগিরি ৪৮, ২২৮	পর্বতবিশেষ ; শ্রীকৃষ্ণরূপ অঞ্জনপর্বত। (শ্রীকৃষ্ণের সুদৃঢ় দেহের সঙ্গে)
অতিমোড়ে ১৮৩	
অতিরেক ৭, ১০১, ১১৬, ২৭১	অতিরিক্ত
অদিতি ৩৫	
অধিক্ষেপ ২৭১	তিরস্কার, নিন্দা
অধিদেবা ৫০	অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
অনাআত ৬০, ৭১	<অনায়ত্ত
অনাবধি ২৬৯	এখন পর্যন্ত। নাই অবধি, নঞ্ তৎপুরুষ সমাস ; কিন্তু এখানে নঞ-এর অর্থ ধরা হয় নাই। অন্+আ+অবধি
অনুবর ১৩৯	
অনুবর্জি ১৭	ত্যাগ করিয়া
অনুব্রেজি ১৪৮, ৩৩২ ৯, ২০, ৫৭, ২২২, ২৩২	অনুগমন করিয়া ; এখানে প্রত্যুদ্গমন-করা অর্থে ব্যবহৃত।

অনুভএ ১৭, ৫৪, ১০৮, ১২৪, ১৪২, ২৬০

অনুভবে ভাবিতে …ঠাঞি ৫ — আচার-বিচার বা বেদ-বেদান্তে নারায়ণকে পাওয়া যায় না; তিনি অনুভূতিগম্য; সেই অনুধ্যানে জানা যায়, তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

অনুরথ ২৩ — অনর্থ। অনর্থ > অনরথ, অনুরথ

অন্তঃপট ২৮৫ — মধ্যবর্তী বস্ত্র

অন্ধকুআএ ৩৬ — অন্ধকার কূপের মধ্যে

অন্ধকূপ ৪২

অফরাধ ৯৬, ১৫৭, ১৯৩, ২৩৫-৬, ২৪১, ২৫০

অবগ্রহে ১৩ — অনাবৃষ্টিতে

অবতংসে ১৫৯ — ভূষণ। 'ত্রিভুবনে অবতংস হৈয়া প্রভু জার বংশ ত্রাণ কৈলা অখিল পরাণি' চণ্ডী ৪

অবতরিহে ৭০ — অবতীর্ণ হইবেন

অবছ ২৪৩ — এখনই

অবাহে ১৫২, ১৮০ — ওহে (সম্বোধনে)। 'বাহে'—এই সম্বোধন পদটি উত্তরবঙ্গে রাজ-বংশীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত।

অভ্যাসে ৬ — মুখস্থ করায়

অমরণে ২৬৪ — সম্যক মৃত্যুতে। ∠আমরণে। আ—সম্যক, নিশ্চিত

অরিষ্ট, আরিষ্ট ২৬৫-৬, ৩০৪ — অরিষ্টাসুর

অর্জুন ২৬০ — কার্তবীর্যার্জুন

অস্তব্যস্তে ৩৫, ৪২ — ব্যস্ততার সঙ্গে। 'আস্তেব্যস্তে পিতামাতা মুখে দিলা পানি' চৈ. চ ৬৯১ (আদি)

অহল্যা ১৪৫, ১৭০

অহে ১৮ — ওহে

আঅস ৩৩৪ — অয়স্কান্তমণি

আআস ৭৭, ৯৮, ১০৪ — ক্লেশ, ক্লান্তি, পরিশ্রম। 'আয়াসেঁ কাহ্নের উরে শুতিলেঁ। দিঞাঁ। শিয়রে' শ্রী. কী ৩৮৯। ∠আয়াস

আই ১৬০, ১৬৫-১৬৭, ১৮৭ — মা, দিদিমা, আজিমা। 'গাইল চণ্ডীদাস বাসলী আই' শ্রী. কী ৯০। ∠আর্যিকা

আইঅন, আইআন ৭৫, ১৩১, ১৩৪, ১৪৪, ১৫০ — আয়ান ঘোষ। 'আশেষ প্রকার করি তোষিল আইহনে' শ্রী. কী ১২

আইতে, আইত্তে ৯০, ১৮১ — ∠আয়ত্তে

আইহন ৬০, ১৭৮ — দ্রঃ আইআন

আউট ৯৭ — সাড়ে তিন। 'আউটহাত প্রমাণ' শ্রী. বি ২৩ 'আহুঠ হাত কলেবর তোর' শ্রী. কী ৫৫ 'আউট আশ্রমে তবে নড়িল বিশেষে' ম. বি ১৭৮। ∠অর্ধচতুর্থ

আউদর ২৮, ৫৪, ৭১, ৩১৪, ৩২৭ — শিথিল, আলুলায়িত। 'যশোদা যায় আউদরচুলে' শ্রী. বি ১৬ 'বস্ত্র না সম্বরে রাণী আউদরচুলী' কৃত্তি

আউলাইল ২৯৩, ৩৩৫ — আকুলিত (বিশেষণ)। 'খদির কুসুম মালা আউলাইল চিকুরে' শ্রী. কী ১৬৩

আউলাইলী ২৫৮

***আউসি, আওঁাসি** ২৬২, ৩২০ — বিলাস। আ. আ' ইশ্

আওঁত ২৩৫ — অধীন। ∠আয়ত্ত

আওাস ৪৭, ৫৬-৭, ৭৭, ৭৮, ১৪৭, ২১২, ২৭৯, ২৯৬, ৩০৩ — গৃহ। 'শত শত সেনাপতি হাতে করি ঢাল কাতি আছে তার আওআস বেষ্টিত' চণ্ডী ২৮৫। ∠আবাস

আওআস ৮ — দ্রঃ আওাস। 'কনকপুরী লঙ্কা কৈল আওয়াস ঘর'—নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ, পৃ ১২

আওাঁসের ২৯৬, ৩০৩ — দ্রঃ আওাস

আওথাএ ৭৭ — আহ্বান করে। ∠আহ্বয়তে

আওারি, আওআরি ১৬, ৪১, ১১৯, ১২২, ১৪৩, ৩১২ — গৃহ। 'আওয়ারি আওয়ারি ঘর' ম. ব ৫২। ∠আগারিক।

আঁতে ১১৪ — শেষ। ∠অন্ত

আঁধল, আঁধলা ৯৮, ১৬৩, ১৮৪, ১৮৭, ১৯০, ২০৪, ২১৯ — অন্ধ

আখটি ৩১১ — বায়না। 'যে আখুটি করে তা ঈশান সমারয়' চৈ. চ। ∠অখট্টি

আখণ্ডে ৩২১ — অক্ষুণ্ণ, পরিপূর্ণ। ∠অখণ্ড

আখয় ৯

আখরের পানি ২৫৬ — বিদ্যার দাগ, বিদ্যাবুদ্ধি। 'জলের আখর কিবা ভূমিতে লেখিলেঁ।' শ্রী. কী ৩২১

আখিলাগ ১১০ — চক্ষুর অতিনিকটে

আখিলোহ দেখিএ ...অনুসরে ৮ — অতিথির অনুসরণে অর্থাৎ তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার সময় মথুরা-বাসীর চোখে জল পড়ে।

আখেআতি ৬৭ — ∠অখ্যাতি

আগম ৩০, ৬৯, ৭০, ২৫১ — বেদ, তন্ত্রশাস্ত্র। 'সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী' চ. প ৮৪। আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিরিজাশ্রুতৌ। মতশ্চ বাসুদেবেন আগমঃ পরিকথ্যতে ॥ দ্রঃ শ্রী. ভ পৃ ৩৪

আগমন-শুদ্ধি ২৩ — আগমন-কারণ

আগল ১৭২ — প্রধান, শ্রেষ্ঠ। ∠অগ্র

আগলী ৩১৬ — অগ্রগামিনী, প্রধানা, প্রিয়তমা। 'ডোম্বিত আগলি নাহি চ্ছিণালী' চ. প ১০ 'আহ্মে আইহন গোআলী সব গুণে আগলী শিশুমুখেঁ পরবত টালী।' শ্রী. কী ৩৩ 'সোহাগে আগলি হইবে দেখ পরতেক'—ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ, পৃ ১৪৮

আগু ১০, ১২৭-৮ ১৫০-২, ১৫৮, ১৭৫, ১৮৯, ২৩১, ২৮১, ২৮৭, ২৯৩, ৩১৯, ৩২৭	অগ্রে। 'আগু গেলি সত্বর গমনে' শ্রী. কী ৯ 'ধিরে ধিরে আগু বাটি বোলে শভায়'—ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ, পৃ ৪৪ 'আগে নাব ন তেলা দীসঅ' চ. প ৬৬ 'যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে তাক দেখি মোর পাঅ আগু নাহিঁ সরে' শ্রী. কী ৫২
আগু ২৬৬	অগ্নি। 'ডোম্বী-ঘরে লাগেলি আগি' চ. প ১০৮ 'প্রেমদহন-দহ যাক হৃদয়সহ তাহে কি বজরক আগি' গোবিন্দদাস; হিন. আগ
আগুলিল, আগোলিল ৮০, ১১৯, ১৫২, ১৬২	অবরোধ করিল। 'মিছাই কাহ্নাঞি তোঁ আগোললি বাটে' শ্রী. কী ৪৩
আগোলে ১৬০	অবরুদ্ধ করে
আওঁত, আঅত, ১৪৮, ২৪৮	অধীন। ∠আয়ত্ত
আঙ্গিএঁা ১৩২	অঙ্গীকার বা স্বীকার করিয়া
আচীরপাচীর ৭৭	গৃহমধ্যস্থিত প্রাচীর, চতুর্দিকের প্রাচীর
আছিদর, আছিদরী ১৩০, ১৫৩, ১৬০, ১৬১, ১৬৪, ২০১	ধূর্ত, প্রগল্‌ভা। 'আতিবড় হৈলা আছিদর' শ্রী কী ৫৪
আছুত ২৩০, ২৩৩	আছোঁয়া
আজনম ...কলেবরে ২৩২	কোকিল এবং কৃষ্ণ উভয়ই অন্যের দ্বারা লালিত; অযত্নহেতু যেন উভয়েরই দেহ কৃষ্ণবর্ণ।
আজল ১৩৪, ১৪৭, ১৭৪	নেকা। 'হেন সে আজল দেবরাজে' শ্রী. কী ২৪৭
আজাতি ১৫২	দুরন্ত
আজিহো নিমিষ ...ভুবনঅধারী ৮	মথুরার রমণীগণ এতই সুন্দরী যে পদ্মহস্তা স্বর্গবিদ্যাধরীরাও অনিমেষলোচনে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকে।
আটি, আটী ৭৪, ১৭৭, ১৯০	শাসন বা জয় করি

৭৫	সুদৃঢ়
আটে ৬৮, ৭৫, ১৬১, ১৮৩, ২৪৩, ২৯২	কুলায়। 'দুই অঙ্গুলি না আঁটে' শ্রী. বি ১৬ 'পুষ্প নাহি আটে' ম. বি ২৩০
আটোপ, এাটোপে ৬, ১২০, ১২৪	গর্ব, গর্জন, হুঙ্কার। 'কীর্তন-আটোপে পৃথিবী করে টলমল' চৈ. চ ৩৯২ (অন্ত্য) 'জুড়িল বিংশতি বাণ করিয়া আটোপ' ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ, পৃ ১৩১
আঠ গোপিকা ২১৩	চন্দ্রাবলী, মাধবী, মালতী, রত্নাবতী, ইন্দুবতী, মদালসা, মনোরমা ও পদ্মাবতী; ইহারা রাধিকার অষ্টসখী-রূপে পরিগণিত। ২১৬ পৃষ্ঠায় লীলাবতীর নামোল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণান্তর্গত পাতাল-খণ্ডের উনচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে উল্লিখিত অষ্ট সখীর সহিত এখানে সাদৃশ্য দেখা যায় না। পুরাণে আটজন সখীর নাম—ললিতা, শ্যামলা, ধন্যা, হরিপ্রিয়া, বিশাখা, শৈবা, পদ্মা ও ভদ্রা।
আঠেল ঠেলএ …ধরে ২৯৫	অনড় বা জড় পদার্থকে নড়াএ এবং যা ধরা যায় না তাই ধরে। 'আঠেল' এবং 'আধরিল' দুইটি পদ যথাক্রমে -ল এবং -ইল প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ।
আড়সারে ৯৮	
আড়সী ১৯৫	বক্রভাবাপন্ন
আড়ম্বরী ২৪১	বক্র কথা
আড়াক্ষে ১২৪, ১২৭ ২২১, ২৯৩	বক্রদৃষ্টিতে চাহে, আড় চোখে। 'কিকে চাহিলেঁ রাধা আড় নয়নে' শ্রী. কী ৩৯
আড়াখিএ ৯০	আড় চোখে। আড়+আখিএ
আড়ে, আড়, আড়ি ৫৩, ৬৫, ৭১, ৭২, ৯০, ১২৮, ১৩২, ১৩৯, ১৯১, ২৩১, ৩১৭	অন্তরাল, বক্রতা, আড়ালে। 'হেন রূপ দেখি চখু আড় করে' শ্রী. কী ৬০
আড়ে ৯০, ৯৩	প্রস্থে। 'আড়ে দশ যোজন পুরী অতি অনুপাম'—ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ, পৃ ১৪ 'শতেক যোজন সিন্ধু আড়ে পরিসর' ম. বি ২২৭
আণ্ডি বকা ১৩১	ভ্রষ্টচরিত্র। উপভাষা, দ. রা

আতিভিতি ২৩৬, ২৫৭ — শীঘ্র, অস্তব্যস্তে

আতিরণে ২৮১ — অতিশয় দ্বন্দ্ব

আতিরেকে ২৭১ — দ্রঃ অতিরেক

আতিসরি ৫৮ — অতিশয় সরাইয়া বা বাড়াইয়া

আতোপে ২৬৪ — (প্রণয়জন্য) গর্বে। ∠আটোপে

আথান্তর, আথান্তরে ৬০, ৬৮, ৮৯, ১৫১, ১৭৯, ১৯৮ — দুর্ভাবনায়, দুরবস্থায়, অকূলে। 'আহ্মা দুখমতী লআঁ ভৈল আথান্তর' শ্রী. কী ৯৬ 'তাহান সহিতে তুমি না কর আতান্তর'—ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ, পৃ ১২৫

আথালি পাথালি ১১৩ — বাছ বিচার না করিয়া, যেখানে সেখানে

আথির ১২৯ — <অস্থির

আদরিঞা ৮৯

আদিবসা ২৯৫ — দুর্দিন, স্নেহমিশ্রিত ভর্ৎসনা। 'কৈলেঁ কাহ্নাঞি মোর আদিবসে' শ্রী. কী ২৩৪ 'প্রভু কহে আদিবশ্যা দুঃখ কাহে মানে' চৈ. চ ৩৯৭ (অন্ত্য)

আদেখ, আদেখে ২৭৫, ৩০৪, ৩২৯ — অদৃষ্টপূর্ব, দেখার অযোগ্য। 'বড়ায়ি হয়িল আদেখ' শ্রী. কী ২৫৬

আধরিল ২৯৫ — ধরার অযোগ্য। (বিশেষণ)

আনই, আনঞি, আনহি ১২০, ২০৫, ২১৪, ২২৭, ২৪৭, ২৮৬, ৩২৩, ৩৩৩ — অন্যপ্রকার। 'আহ্মার বচন তোহ্মে না করিহ আন' শ্রী. কী ৭৭

আনইলে ১৪১ — অন্য হইলে

আন নহে···বেঢ়া ৭৪ — হাঁড়ির মধ্যে মাছ জীবিত থাকিলেও সমস্ত বিষয়ই যেমন তাহার কাছে মৃত্যুসদৃশ আবেষ্টনী, তেমনই গোকুলের আবেষ্টনী যেন সকলের প্রাণ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। গোকুলে কংসের অত্যাচারের কথাই এখানে ব্যঞ্জিত হইতেছে।

আনলে পুড়িলে …নিএ ৭৫ — আগুনে দগ্ধ হইবার বদলে তাপকে আশ্রয় করে।
আনীত ৭০ — দুর্নীতি। ∠অনীতি
আনের ১৯
আন্ন ১৯৪ — ভোজনীয় দ্রব্য। ∠অন্ন
আপতি ৭ — আপত্তি
আপত্তী ৪০ — সন্তান। ∠অপত্য
আপাএ ১৮৫ — বিপদ। ∠অপায়
আপাত ৩৮ — বর্ত্তমান, উপস্থিত
আপেখি ১২৮ — দেখিয়া। ∠আপ্রেক্ষ্য
আপেলিএঁ। ৩১১ — ফেলিয়া
আপ্তুতাএ ৪২ — আত্মীয়তায়। 'প্রীতি ভয় আপ্তুতা সভার হইল মনে' চৈ. ভা
আফুট আখরে ২৭০ — 'একই আখরে মো বুয়িলোঁ তোর ঠাই' শ্রী. কী ২৬৪
আবরে ৬৪, ১২৭, ২৮৫ — আবৃত করে
আবর্ত্ত ৬৪ — ঘনাবর্ত (দুগ্ধসম্বন্ধে)
আবর্ত্ত বিবর্ত্ত ১৮৮ — ঘূর্ণিপাকে
আবলি ১৯৯ — বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া। 'তবে নাম পাড়ায়িলে আহ্মে আবালি সতী' শ্রী. কী ৩৫৭। ∠আবাল্য
আবাল ৫৪, ২৬৮, ৩১৭ — শিশুবালক, বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া। 'পন্থে বল করে যবেঁ আবাল কাহ্নাঞি' শ্রী. কী ৩২
আবুধ ৭৪
আমরিষ ১৪৯ — রোষ। 'কিকে কাহ্ন করে আমরিষে' শ্রী. কী ৩৩৫। ∠অমর্ষ
আমল ৯০ — নির্ম্মল। ∠ অমল
আমানঅ ১৬৩ — অসম্মান। কোণ কাজেঁ তোর বাঁশী হরিআঁ আমান করিব আহ্মে' শ্রী. কী ১২৫। ∠অমান্য
আমে ১০৭, ১১৭, ২৩৭
আম্মের ডরে …বাসে ১৭৬ — এক বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া অনুরূপ বিপদে পতিত। বিশিষ্ট প্রবচন, দ. রা

আমোদিঞাঁ ২০৩ — পুলকিত করিয়া। 'মহা আমোদিয়া নাথ করেন ভোজন, চৈ. ভা

আরতি-ইন্ধন …সহিতে ২৫৮ — আর্তিরূপ ইন্ধনে বিরহরূপ অনল জালিয়া পাইনমিশ্রিত মনরূপ সোনা পুড়াইয়া তাহার জালা শুদ্ধ কর। প্রেমরূপ সোহাগায় দৃঢ়ভাবে ঝালিয়া তবে কৃষ্ণকে মনের সঙ্গে জুড়িবে।

* **আরদাসে** ২৮, ৬৬ — নালিশ। ফা. অর্‌জদাশত। 'আর্দ্দাশ করয়ে আসী চামরীর ঘটা' চণ্ডী ১৪৮

আরুণিমাঞে ৯৩

আল ৩৪২

আলগ ২০৬ — আলগা। 'হেন আলাগন কথা শুণী কোন রাজে' শ্রী. কী ৭০। ∠অলগ্ন

আলাইল ৬৩, ৬৮, ১২৪, ২২৮, ২৪৭, ২৫৮, ২৮৯ — স্খলিত, শিথিল। 'আলাইল চুলি' শ্রী. বি ৫১ 'খদির কুসুম মালা আউলাইল চিকুরে' শ্রী. কী ১৬৩ 'আলাইল সুকবরি আভরণ ত্যাগ করি সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল' চণ্ডী ১১৬

আলিঙ্গএ ২৪৭

আলিঞা ১৫৭ — আউলাইয়া, ত্যাগ করিয়া

আলুআইল ৫৯

আশঅ ৯৪, ১০৩, ১৩২ — মন, অভিলাষ। 'দুর্গম কাননে ভ্রমি মৃগ না পাইনু আমি কেবল আশয়ে মিথ্যা ফিরি' চণ্ডী

আশাবন্ধে ২৩৪ — আশার বন্ধনে। 'সকল বিফল ধন্ধ দূর কর আশাবন্ধ মিথ্যা জন্ম হইল মহীতলে' চণ্ডী 'আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নামে রুচিলাভ' শ্রী. ভ ২৪

আশুন ২৭৫ — অশ্রাব্য

আশোআস ১৪১, ১৪৩, ৩২৪ — 'আশোআশ দিআঁ তোহ্মে হৈলা এক ভীতে' শ্রী. কী ∠আশ্বাস

আসমের ২৮১ — অসময়ের, বিষমের

আসহিল ১৯৩, ২৮১ — অসহনীয়। (বিশেষণ)

আসিহে ২২০ — আসিবে। ভবিষ্যদর্থে প্রথম পুরুষে -হে বিভক্তির প্রয়োগ অতিপ্রাচীন ; পঞ্চদশ শতকের পরে এইরূপ প্রয়োগ লুপ্ত হইয়াছে। দ্রঃ ও. ডি. বি. এল, পৃ ৯৬৪-৫

আসু ১৫১ — আসুক। 'হাথে ধরী ধনু বাণে কাহ্ন আসু বিদ্যমানে' শ্রী. কী ১০৮

আহুতি ১১৮ — আহূতি, আহ্বান

আহীর ৫২, ৯৫, ২০০, ২৮৬ — গোপ। 'খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি' চ. প ৫৩ 'হইয়া আহিরি তোর কুলটা বেভার' ম. বি ১০৪ 'ঘাটি আহিড়ির যেন দীঠ' চণ্ডী ৯৮২। ∠আভীর

আহুঁতি ২৪৫ — আহতি, আঘাত

আহের ২১, ৩৭, ৪৬ — রাগবিশেষ

আহ্মা ১৮–৯, ২২, ২৯, ৩০, ৩৪-৬, ৩৮, ৭১, ৮৭, ৯১-২, ১০৩, ১০৭, ১০৯-১০, ১৩০, ১৩৩–৪, ১৩৭, ১৪১, ১৪৪, ১৬৬, ১৬৮, ২৮০, ৩১৫, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩১ — আমাকে। 'আহ্মা এড়ি কেন মতেঁ ধরিলেঁ পরাণী' শ্রী. কী ১৬
'তোহ্মে পদ্মিনী আহ্মে পদ্মনাভ
এহা শুন মনে মনে।' শ্রী. কী ১৬

আহ্মাএ ৫৯, ২৯৫

আহ্মাতে ১১, ৩০৫

আহ্মার ৭, ১৩, ১৯, ২০, ২১–২, ২৬, ৩৪, ৩৭, ৪১, ৫০, ৭২, ৭৪–৫, ৮৯, ৯৩, ৯৬, ১০৭, ১১০–১১, ১৩০, ১৪৫, ১৫৪, ১৬৬, ১৬৮, ২৫৩, ২৮১, ৩০৫, ৩১৭ — আমার। 'আহ্মার থানত তোর নাহিঁ কিছু ডর' শ্রী. কী ১৬

আহ্মারা ১৫০ — 'আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী' শ্রী. কী ৭৯

আহ্মারে ১৯, ২০, ৫৪, ৭১, ৯৫, ১৩৩–৫, ১৪৭, ২২৪, ২৯০–১ — 'ঘরত বুলিবোঁ যবেঁ লঘুতা পাইবেঁ তবেঁ
পাছে দোষ না দিহ আহ্মারে॥' শ্রী. কী ৩৩

আহ্মি ১৮, ৩৪, ৪০, ৫৪, ১১৬, ১১৮, ১৩১-৪, ১৩৭, ১৪১, ১৪৩-৫ ১৫২, ১৬৬, ১৬৮, ২২৪, ২৩১, ২৬৩, ২৬৭, ২৯০, ৩১২, ৩২৩ — 'ভণই গুডরী অহ্মে কুন্দুরে বীরা' চ. প ৫২ 'গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী' শ্রী. কী ১১

আহ্মি সে…দোষে ১৬১ — আমি অনন্তব্রতের সূত্রসদৃশ ; আমার উপস্থিতিতে যতটা উপকার না হইবে, তাহা অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইবে যদি আমি অনুপস্থিত থাকি। সূত্র ছিন্ন হইলে যেমন সমস্তই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তেমনই আমার অবর্তমানে গোপীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে।

ই আর ২৭৫ — এই আবার

ইথি ১০১, ১০৭-৮, ১৫৮, ২১২, ২২২, ২৪০, ২৫১-৫২, ২৭৫, ২৭৮, ২৮১, ২৯৯, ৩০৫-৬, ৩১৩, ৩২০, ৩৩৬ — ইহাতে, এই বিষয়ে

ইথিহু ১৯৩ — ইহাতেও

ইথে ১১, ১৩, ১৯, ২৫, ৩৩, ৩৫, ৯৪, ১০৭, ১১০, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৬, ১৭২, ১৭৪, ২৭২, ২৯৬, ৩০৯ — এই বিষয়ে, ইহাতে। 'ইথে কিছু নাহিঁক সন্দেহা' শ্রী. কী ৭০ 'গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ' চৈ. চ ৫৪৯ (আদি)
'তোমার কিংকরে ছার নরে মরে
ইথে নাহি বাস লাজ' চণ্ডী ১৪৭

ইন্দুবতী, ইন্দুমতী ২১৩, ২১৬ — রাধিকার অষ্ট সখার অন্যতম।

ইন্দ্রাদি মুকুট ৩৩ — ইন্দ্রনীলমণি ইত্যাদি রত্ন দ্বারা খচিত মুকুট

ই পার ১৮৫ — (নদীর) এই পার

ই বার ৬০ — এইবার

ইবে ২৪, ৪০, ১৫০, ২৮৯, ২৯৭, ৩১৬, ৩২১ — এখন

ইবেসি ৩৩৪ — এখন নিশ্চয়রূপে। 'সি' অবধারণে

ই বোল ১০৭, ১১২, ১৩৭, ১৪৫, ১৪৯-৫০, ১৫২-৩, ১৬১, ১৬৭, ১৭০-১, ১৭৫ — এই কথা

ই লোক ২৩৭

ই সব ১১৮, ১৪৯, ১৫৬ — এই সমস্ত

ইহাসি ২০২ — ইহা নিশ্চিতরূপে

ঈষ ৪২ — লাঙ্গলের ফাল

উইল, উইলে ৩৩, ৩৯, ১২০, ২০৪, ২১২, ২১৪, ২৭৮, ৩০০, ৩০২, — উদিত হইল। 'সংপুন্ন চান্দের দুঈ পাশে যেহ্ন উইল সুরুজমণ্ডলে' শ্রী. কী ৬০

উএ ৩১, ১১০, ২১৪, ২৯১, ৩১৮ — উদিত হয়। 'উইএ গঅণ-মাঝেঁ অদভুআ' চ. প ৮৬ 'উয়ে যেন সুর' শ্রী. কী ২৭১ 'যেন উয়ে ইন্দু' ম. বি ১২

উকটিতে ৭২ — অনুসন্ধান করিতে। 'দশ বিশ জন মেলি উকটে মূষিক ধূলি' চণ্ডী ৯০৬। ∠উৎকৃন্তন

উগরে ৯৪ — বাহির হয়, প্রকাশিত হয়

উগাড়িঞা ৯৪ — উদ্গীর্ণ করিয়া

উগ্রসেন ৩০৭-৮, ৩৩৩

উছব ১০২, ১২৫ — <উৎসব

উজাগরে ১৯ — জাগরণে। 'হাম উজাগরি সারারাতি' গোবিন্দদাস

উজু করিল তিন বঙ্কে ২৯১ — তিন বাঁকা সোজা করিল। 'উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহুবে বঙ্ক' চ. প ৮৮। ঋজু ∠ উজু

উঝটের ১৯১ — বাধার। 'হাঁছী জিঠী আয়র উঝট মানিলোঁ' শ্রী. কী ৩১৮

উটাএ ১২১ — ব্যাকুল হয়

উড়াবাক ৮৭ — উড়াইতে

উত্তরিলাসিঞা ২৯৪ — উত্তরিলা + আসিঞা।। 'কথো দিনে রেমুণায় উত্তরিলাসিয়া' চৈ. চ ১৩২ (মধ্য)

উত্তরোল ১০ — আকুল। 'কাক বলে উতরলি ডিম্ব ফুটাইএছি কালি' ম. বি ২০৯ 'রাধাক দেখিঞা কাহ্নে উত্তরল ভৈলা মনে' শ্রী. কী ১৫১। <উত্তরল

উথা ২৬১ — ওখানে

উথি ২১৪ — ঐ স্থানে

উদাইঞা ১৯৬ — অন্যমনস্ক হইয়া বা ছড়াইয়া

উদাসে ১২৮, ১৮৬, ৩১৯ — অনাবৃত হয় 'এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস' বিদ্যাপতি

উদিগে ১৭৯-৮০

উদ্দণ্ড ২২৭ — প্রচণ্ড

উদ্ধব ৩২৬-৮, ৩২৯-৩১, ৩৩৩ — বৃহস্পতির শিষ্য ও শ্রীকৃষ্ণের সখা। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য মৎসম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী' পৃ ৫৪

উধাঞা ৬৬ — দৌড়াইয়া গায়ে পড়িয়া। ∠ধাবিত্বা

উনান ১৯৭ — উদ্ধ্মান > উদ্ধান > উধাঁন > উনান

উপগার ১৮০ — ∠উপকার

উপজাএ ৫৭ — উৎপন্ন হয়। 'তেঁ তোহ্মাত উপজএ রোষে' শ্রী. কী ১৫৬

উপড়এ, উপড়ে, উপাড়ে ৭২, ১২৩, ৩০২ — পতিত হয়, উৎপাটিত করে। 'জেই শুন্ড মোহা জন্তু কি করিব তার দম্ভ ভূজবলে পর্বত উপাড়ে' চণ্ডী ১৯৫

উপরহি ৭৮ — ব্যতীত

উপাধিক ৩২২ — বেশি

উপামা ১২০, ১৫৮, ২১২, ২১৪, ২৪৪, ২৫৫ — তুলনা। 'নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপামা' শ্রী. কী ৬৮

উফরিঞা ৪২, ৭১, ৯৯ — উৎপাটিত বা পড় পড় হইয়া, ছুটিয়া

উবরি, উবরিঞা ৯০, ২১৯, ২২২ — উদ্বৃত্ত হইয়া, ফিরিয়া। উৎ—√বৃ+অ>উব্‌বর>উবর

উবরিল ৬৮ — বেশি হইল, উদ্বৃত্ত হইল, অতিরিক্ত হইল। 'প্রসাদ উবরিল খায় সহস্রেক জন' চৈ. চ ৫৭১ (মধ্য)

উবারে ১৮১ — নিস্তার, উদ্ধার

উভ করি ৫৯

উভ নড়ি ৭৬, ১৫২

উভ পুছ ৮০

উভবাহে ১০০, ১০৩

উভ মুখ ৮১

উভরাই ৩২১ — চতুর্দিকে শব্দ করিতে থাকে।

উভরাএ ১০০, ১০৫, ২৮৬, ৩১৪ ৩২৩, ৩২৭ — উচ্চৈঃস্বরে। 'বাড়বাড়া করে পশু কান্দে উভরায়' চণ্ডী ১৪৯

উভরি ৯৫ — ঢালিয়া। দ্র. প. ক, ৫ম, শব্দসূচী, পৃ ১৫

উভরিঞা ২১৯ — উছলিয়া। দ্র. ঐ ঐ ঐ

উভারে ১২৪, ১২৭, ২০০, ২৯৪ — উচ্ছলিত, উছলাইয়া দেয়। 'উভারে বীরে বীর চর্ম্ম ধরে চর্ম্মের উপরে ঘুরে' চণ্ডী ৩০২। উদ্ধার>উদ্‌ভার>উভার ; হিন. উভার

উভে ৯০, ৯৪ — ঊর্ধ্বে। ঊর্ধ্ব>উব্ভ>উভ

উমত, উমাতা ৪০, ২১৭ — ∠উন্মত্ত

উল ১৬৯, ১৮৯, ২১৯, ৩২৮ — সীমা, শৃঙ্খলা

উলামালি ৩৯ — উন্মত্তের মতো ব্যস্তভাবে

উলিপালি করিঞা ৯৩ — পালি করিয়া, পর্যায়ক্রমে

উল্লাল ৫৩, ৩১০ — আদর। <উৎ—√লালি।

উসারি ৭২, ১২৪ — হাহাকার। 'উসারিয়া যায় রাজা শিব শিব বলি' ম. বি ১৬৩। <উৎসার্য

উশাসি, উসসি ১০, ২৭৫, ৩২৮ — উচ্ছ্বসিত হইয়া, ফোঁপাইয়া। <উৎ—শ্বস্

উশাস, উসাস ১১৫ ২২৪-৫ — বিশ্রাম, মুক্ত। 'বন্ধন উসাশ আর করিল সকল' চণ্ডী ৬৯৭। উৎ + শ্বাস > উচ্ছ্বাস > উছাস > উশাস

এক ধান ৩১০ — রতির ১/৪ অংশ অর্থাৎ অত্যল্প

এক বেরি ১৩২ — এক বার

একলা ২৯৭ — 'একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই' চ. প ৬৪ 'একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব' চৈ. চ ৬১১ (আদি)

একাখরি ৫৪ — একাক্ষর মন্ত্রবিশেষ, একাক্ষর বীজরূপ।

একালা ৪৫ — 'একেলেঁ জগ নাশিঅ রে' চ. প ৯৮ 'ষোল সহস্র গোপী একলা দামোদরে' শ্রী. কী ১০১

একাশি ৩, ৮৮ — এক দিকে। <একপার্শ্ব

একু ৬ — 'বাল ভিল একু বাঙ্ক ণ ভূলহ' চ প ৬৬ 'হরি হর একু দেহ বিদিত সংসারে' শ্রী কী ১৬২

একুই, একোই ১৭, ১৮, ৩৩, ৪৮, ৫৫, ৬০-১, ৯৭, ১২৬, ১৪৩, ১৫৯, ১৭৫, ১৮৬, ২১৯, ২৩৮, ২৫১, ২৭১, ২৮৪, ৩১১ — 'তাহাতে চড়াআঁ একই বারে পার কৈল গোপীগণে॥' শ্রী. কী ৬৫ 'ভাল না বুঝিএ তোর একোহি চরীত॥' ঐ ৫৩

একেশ্বরী ৯৫ — একাকী। মুঞি আছি একেশ্বরী' শ্রী. বি ৮৬ 'একশরী বনের ভিতরে' শ্রী কী ৩৮৯ 'একেশ্বরী পাইয়া' ম. বি ৬০ 'কহ গ সুন্দরী কেন য়েকেশ্বরী ভ্রমিতে নাহি তরাস॥' চণ্ডী ১৮৬

এখনোক ১৫৩ — 'কিনা লাভ লোভে কাহ্নাঞিঁ না চিহ্ন এখন' শ্রী. কী ২৩

এড়ি ৩৫ — 'এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস' চ. প ৪৮

এড়িঞা ২৯১

এত দগধিএ কালা ৩১৯ — এইরূপ বিদগ্ধ কলায় অর্থাৎ নৈপুণ্যে

এথি ৭৪ — এথায়, এখানে

এতি ক্ষণে ১০১ এই ক্ষণে। এতৎ > এত, এতি। 'এত খনে আসবই হৈত দরসনে' শ্রী. কী ১০১

এতি বেলি ৮৩ এত বেলা

এতেকেহো ২৪০ ইহাতেও। 'এতেকেই মণে পরিতোষ পাএ কাহ্ন' শ্রী. কী ৯৭

এথত ৩৫ এই বারে। ∠অথ+ত (ত=তাবৎ)

এথাঞি ১৫৪

এবেসি ২৬৯ এখনই। 'এবেঁসি তোহ্মার মুখে শুনী হেন বাণী' শ্রী. কী ১০ 'এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহে' চ. প ৯২

এভু ৮৩ এখনও। ইদানীম্ > এম্বহিং > এবে+হো > এভো, এভু। 'এভোঁ না করাইলে' শ্রী. কী ৩০

এভোঁ এখনও। 'তিন পুত্র মরুক শিবার, এভো না আইল' চৈ. চ ৪১৭ 'এঁভো না করাইলেঁ মোর রাধা দরশনে' শ্রী. কী ১২

এহো ১৯ ইহাও। 'এহো বাহ্য হেতু—পূর্বে করিয়াছি সূচন' চৈ. চ ৩২৫ (আদি)

এহো বার ১৪৪ এইবার। 'এহোবার পুর মোর আশে' শ্রী. কী ১৫২

ওদা ৭৪ সিক্ত, আর্দ্র। সং উদ (জল) + আ = উদা

ওর ৬৬ সীমা। 'কি কহব রে সখা! (আজুক) আনন্দ-ওর' চৈ. চ ১০৭ (মধ্য) 'কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর' বিদ্যাপতি

ওহারিয়া আবৃত করিয়া। 'কত না রাখিব কুচ নেতে ওহারিআঁ' শ্রী. কী ১৫৫

ওঁঠে ৯০ ওষ্ঠে

ওঁর ৩১২ দ্র. ওর

ওঁসরিএা ৩২৮ সরিয়া যাইয়া

ওঁহাচুহা ৩৫ শিশুর ক্রন্দনধ্বনি

কঙ্কতি ২৪৫ চিরুনী

কচাল ১৬১, ১৭৬ ঝগড়া। 'ঘুচাহ কচাল কাহ্নাঞিঁ তেজ মোর আশে' শ্রী. কী ২৮

কচালে ২০৯ বিমর্দিত করে

কটালিল ৮৮ জোয়ার বা জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রবলবেগে পতিত হইল। (নামধাতু) কটাল = জোয়ার

কটোর, কোটরি ২৭, ১৫৮ পাত্রবিশেষ, বাটি। 'কটোরা পুরিয়া' শ্রী. বি ৫১ 'কুচ উলট কটোরে' শ্রী. কী ৯১

কড়াকের ১৫৬ — এক কড়ার, স্বল্প মূল্যের। 'কড়াকের তৈল বালি এড়িল প্রদীপ জ্বালি' ম. বি ২০৬

কতি ১৯, ৩৬ — কোথায়। 'সে দণ্ডপ্রসাদ অন্য লোক পাবে কতি' চৈ. চ ৬৩৪ (আদি) 'কোয়াজ্বর সদাই ঔষধ পাব কতি' চণ্ডী ৭৪

কথা, কথাঙ, কথায়, কথাহো, কোথাঙ, কোথাহো ৩, ৬, ৩৯, ৪১, ৪৬-৭, ৫৯, ৬৭, ৭৪, ১০১, ১০৫, ১১২, ১৩৭, ১৪১, ১৫২-৩, ১৫৯, ১৬৬-৭, ১৭৩, ২২৪, ২৩০, ২৫০, ২৭০, ২৯১, ২৯৮, ৩০৫, ৩২৩ — কোথায়। 'এতখণ কথাঁ ছিলা এড়িআঁ আন্ধারে' শ্রী. কী ৫৩ 'সে ধনুকে রাম গুণ কথা দিতে পারে' কৃত্তিবাস—রামায়ণ (ভট্টশালী-সম্পাদিত) পৃ ১২৯ 'কা লঞাঁ কথা কাহ্নাঞি রাতসুখ ভুঞ্জে' শ্রী. কী ১৫৩

কথো ২৩, ৪১ — কত। 'গুণযুত দুই সুত হৈল কথো কালে' চণ্ডী ৩৩ 'তবে কথো দিনে প্রভুর জানুচঙ্ক্রমণ' চৈ. চ ৬৭৪ (আদি)

কথোক ৮৭ — কিছু

কদর্থন ১৭৫ — পীড়ন, অবমাননা, লাঞ্ছনা। 'কদর্থনা দিয়া যার, এ পাপ অপার' চৈ. চ ১৩০৮ (মধ্য)

কনকমহেশে ২৫৯

কনকের চাকে ১২০ — সোনার চক্র অর্থাৎ সোনার চক্রের মতো গোলাকার

কন্দ ১০২ — কারণ, মূল

কন্দলি ৫৩

কন্যাএ ৩১ — কন্যারাশিতে

কবিলাস ১৬, ২১৫ — বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'কবিলাসিকা— বীণাবিশেষঃ' শব্দ। 'কপিলাস a musical instrument' ম. বি ১৫

কবিলাসে ৭৭ — কৈলাস

কভো, কভোঁ ১০, ১৪, ১৮, ৬১, ৭০-১, ৯২, ১০৪, ১০৭, ১৩১, ১৪৩, ১৪৯-৫০, ১৫৫, ১৬৭, ১৭৩, ২৬৩ — কখনও। 'আহ্মা না ছাড়িব কভোঁ নান্দের নন্দন' শ্রী. কী ৫২

কমন ১০, ২৭৬ — কোন্, কেমন। কঃ পুনঃ>কউন>কওন>কমন। 'ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ' শ্রী. কী ১

***কমর** ১২০, ২১৫, ৩০১ — কোমর। ফা. কমর

কম্বু কণ্ঠ ৩২ — শঙ্খের মতো কণ্ঠদেশ। 'যিনি কম্বুকণ্ঠ আকারে' বিদ্যাপতি

কর চালে ১৮৭ — (বৈঠা চালাইবার মতো) হাত নাড়ে

করসানে ৫৫ — হাতের ইসারায়

করসি ২৪ — করিতেছ (তুচ্ছার্থে)

করাতের আগে ২৪৫ — করাতের (মতো) অগ্রভাগ দ্বারা। 'করাতে পাথর কাটি প্রাচীরের পরিপাটি' চণ্ডী ২৩৮

করিঙু ৭৫ — 'যুগতী করিউ এবেঁ সুন বড়ায়ি ল' শ্রী. কী ৪৭

করিমু, করিমো ৩৫, ৬০, ১৭৮ — করিব

করিহে ২৬৮ — করিবে। দ্র. আসিহে

করু ১১ — করিল, করিয়াছে। 'ক্ষেমা করু কাহ্ন মণে' শ্রী. কী ৮

করেন্তু ৭২

কলাবালী ১৬৩ — কলার বাইল, কলার গোটা কচি পাতা

কলার বালড়ি ১৯১ — দ্র. কলাবালী ; কলার শুকনো পাতা

কশ্যপ ৩৫

কহনে না জাএ ৯, ২২৭, ২৯৩, ৩০৬ — বলা যায় না। 'মোহোর বিগোআ কহণ না জাই' চ. প ৭২ 'বিষম বাঁশীর সান কহিল না হয়' চণ্ডীদাস

কহন্তি ১৪৯ — 'হেন বিপরীত কথা কহন্তি কাহ্নাঞিঁ' শ্রী. কী ৩৪।<কথয়ন্তি

কহসি ১৬১ — 'কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি' বিদ্যাপতি

কহিগা ১৬০ কহি গিয়া, কহিয়া আসি
কহিঙু ৯০
কহির ২৯৫ কোথাকার। 'কহির নেত পাটোল' শ্রী. কী ১৯
কহিহে ৩৩১ কহিবে। দ্র. আসিহে
কাঅব্যূহ ২১৫, ২২৯ একের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ
কা কহিব ২৭
কাকালিতে ১৩৮ কটিতে। ∠ কক্ষালিকা
কাচ ১২৬ কাঁচা। 'নহুলী যৌবন কাঁচ শিরিফল তাহাক কেহো নাহিঁ খাএ' শ্রী. কী ৩৯
কাটাএ ৯৯ কাঠায়, পরিমিত স্থানে, দেহে। <কাষ্ঠা
কাটিল কদলী ২৪৯ নিপাতিত কদলীবৃক্ষ। 'কাটিল যাঅত লেম্বুরস দেহ কত' শ্রী. কী ১৫৭
কাঢ়সি রাএ ১৫৪, ১৭৩, ১৮৫ শব্দ করিতেছ (তুচ্ছার্থে)। 'বিপরীত রাও কাড়ে' শ্রী. বি ১২ 'কমণ কারণে রাধা না কাঢ়সি রাএ' শ্রী. কী ৯৮
কাঢ়ে রাএ ৯৮ শব্দ করে। 'শেষ পহর রাতী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ' শ্রী. কী ৫৭
কাণ্ডুআএ ১২৭ চুলকায়
কাণ্ডে ১২৪, ১৬৬, ১৮১ বাণে, বাঁশের তৈরী তারে। 'বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী' শ্রী. কী ৩৯২
কাতি ২৭ কান্তি
কাত্যাঅনীব্রত ১০৫ দুর্গাব্রত। কাত্যায়ন মুনি কর্তৃক পূজিতা বলিয়া দুর্গার অন্যতম নাম কাত্যায়নী। ব্রজগোপীগণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া নন্দনন্দনকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
কান ৩২১ কৃষ্ণ
কানড় ছান্দে ১২৫ মাথার খোপা বাঁধার প্রণালীবিশেষ, কানড় সাপের কুণ্ডলীর মতো, কানড় কুসুমের মতো। 'কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো' শ্রী, কী ৩৫
কানাসোঁআ কানায় কানায়
কান্দর ৩১৫ স্বভাবজ জলনালী, গ্রাম-প্রান্তবর্তী জলনিকাশের স্বাভাবিক নালা
কামকলা ২২০ কামশাস্ত্র-বিষয়ে অভিজ্ঞা সখী
কামকার ১৭

কামাইল ৩৮ — ভগ্নবিষদন্ত (সর্প) ; (বিণ)

* **কামানের** ৩৫, ৮৫, ১৫৮ — ধনুর। 'কামের কামান জিনি' শ্রী. বি ৮২ 'কামাণসদৃশ শোভে' শ্রী. কী ৬ 'কামের কামান জিনি সে অঙ্গের শোভা' ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ, পৃ ১৪৭ 'কিনে বীর কামান কৃপাণ' চণ্ডী ২২৩। ফা. কমান

* **কামিলা** ৭৮ — শিল্পী। ফা. কামিল

কারণ্ড ২০৪ — বালিহাঁস। ∠কারণ্ডব (কারণ্ড = জল)

কালিদহ ৯৮-৯, ১০১-২ — যমুনার প্রসিদ্ধ বিষদহ, কালিয়নাগের বাসস্থান

কালিনাগ ৯৯, ১০১-২ — পুরাণপ্রসিদ্ধ কালিয়নাগ। এই সর্পকে দমন করায় শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম নাম কালিয়দমন।

কাশিআ ১২৬ — কাশফুল। 'মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী' শ্রী. কী ১৫৫

কাহাঁঠালে ১৯১ — কাঁঠালের

কাহাকেহো ৯৫ — 'তবেঁ কাহাকেহো ঘর না দিবে যাইতেঁ' শ্রী. কী ৮৭

কাহালে ১৬ — বাদ্যবিশেষ। কলাহক (কহালক)>কহাল, কাহাল। 'জবে করহা করহকলে চাপিউ' চ. প ৭০

কাহে ২০১, ২৫০, ২৫৭, ২৮৪ — কি কারণে, কাহাকে। 'প্রভু কহে—বাউলিয়া! ঐছে কাহে কর' চৈ. চ ৬৪৫ (আদি)

কাহো ২৫৯ — কাহাকে

কাহোর ১৫, ২১৮, ২৬১, ২৯৭, ৩১২ — কাহারও। 'অইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ' চ. প ৬০

কাঁকড়ি ২৬৮ — ছোট কাঁকুড়, ফলবিশেষ। 'কঙ্গুরি ন পাকেলা' চ. প ১১৪ (পা) 'খরমুজা কাঙ্কড়ী' শ্রী. কী ৮১ 'কঙ্গুরি না পাকেলা' দোহা ৭৫ 'ফুটিয়া কাঁকুড়ি যেন' শ্রী. বি ৫৬ 'ছিণ্ডে করিশুণ্ড ভাঙ্গিল নো মুণ্ড কাকড়ি জেন খান খান' চণ্ডী ৪৭

কাঁতি ২৭৪ — ক্ষুদ্র অসি, কাটারি। 'শত শত সেনাপতি হাতে করি ঢাল কাতি' চণ্ডী ২৮৫। কর্ত্রিকা>কত্তিয়া>কাতি, কাঁতি। হিন. কাতী

কাঁথে, কাথে ৬৪, ৬৫, ৭৪ — দেয়ালে। (বীরভূম-অঞ্চলে ভাঙ্গা দেওয়াল) 'স্ফটিকে রচিত কাঁথ' শ্রী. বি ১৭১ 'সূত্র ধরি নিবড়িল কাথ' ম. বি ১৯

কিকে, কীকে ১৮, ৩৬, ১০৭, ১৫৮, ২০৩ — কি হেতু। 'কিকে কাহ্নাঞি বল করে এ কুঞ্জ মঝাণে' শ্রী. কী ২০

কিস তরে ২০, ১৮০ — কিসের জন্যে

কীর্তন-অমৃত ৭ — কবিশেখরের রচিত অন্যতম গ্রন্থ

কীল ১৯১ — লৌহাদি-নির্মিত শঙ্কু বা গোঁজ

কীলপাকা ১৯১ — কীলক দিয়ে পাকানো (বোঁটার উপরে কিল অর্থাৎ গোঁজা বসাইয়া কাঁটাল শীঘ্র পাকানো)

কুআর অন্তরে ২৯৩ — কূপের মধ্যে

* **কুক্কম** ১২১ — সুবাসিত আবীরপূর্ণ আধার। 'হরিদ্রা চন্দনচূয়া কুমকুম কস্তুরী গুয়া' চণ্ডী ১৭৪। আরবী. কম্‌কুম্‌হ্‌

কুচিলের ২৪৩ — দ্র. কুঞ্চিচের

কুঞ্চিচের ২৮৯ — কুচফলের। ∠কুঞ্চিকা

কুটজ মধু ২৭৫ — কুড়চি গাছের তিক্ত মধু। 'কুজা কুটুজ কদম্ব' শ্রী. কী ৮১

কুঠান ২৯০ — কদাকার। ∠কুস্থান

কুড়ি ১৭৯ — খুড়িয়া, খনন করিয়া

কুদিষ ৩২৩ — দুর্ভাগ্য। ∠কুদিষ্ট

কুব্‌জী ২৯০ — কুব্জা। বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য মৎসম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বল্লী' পৃ ৫৪

কুবলঅ ৩০৩-৫ — কংসরাজের হস্তিরূপ অসুরবিশেষ; মথুরায় কংসের ধনুর্যজ্ঞে প্রবেশ-কালে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক এই হস্তী রঙ্গদ্বারদেশে নিহত হয়।

কুবেরকুমার ৭০ — নলকূবর ও মনিগ্রীব নামে যক্ষরাজের পুত্রদ্বয় নারদের অভিশাপে যমলার্জুনবৃক্ষে পরিণত হইয়াছিলেন।

কুমারিআ ৩০৭ — কুমীরে পোকা। ∠কুম্ভীরিকা (কুম্ভীরমক্ষিকা)

কুমুড়া ৯২

কুরকুর ৩০৬ — ভেকের শব্দ

কুরলে ১৬ — কুর্‌ কুর্‌ বা কুরল কুরল শব্দ করে

কুলবধু·· খণ্ডে ২৬৩ — কুলবধূ করিয়া অসতী করিয়াছেন। দেশীনামমালায় 'খংডঃ'— অসঈই (অসতী)

কুলিকুলি ২৮৯ — গলিতে গলিতে। হিন. কোলিয়া

কুলীন…কুলবধুমান ২৪১	কুলবধূর মান গোখরা সাপের বিষের মতো
। **সাপ** ২০, ২৪১	গোখরা সাপ
কুসুম গেণ্ডু ১৬	ফুল দিয়া তৈরী গোলাকার দ্রব্যবিশেষ
কুহুলে ৭	
কেকলাশে ১৯৩	<কৃকলাস
কেছুআর ১৯০	কেঁচোর। ∠কিঞ্চুলুক
কেনক ১১৩	ক্ষণেকের জন্য। (কেনক = ক্ষেণেক)
কেরুআল, কেরোআল ১৮৬-৮	হাল, দাঁড়। 'কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ' চ. প ৫৬ 'বাহিআঁ নিবোঁ নাঅ উভ কেরোআলে' শ্রী.কী ১৫৩
কেশী ৩৭, ২৬৬-৮, ৩০৫	দানববিশেষ ; মতান্তরে, দৈত্যরাজ কংসের অন্যতম মল্ল
কেহ্নু ২০	কেন
কৈতব ১৯	ছল, কপটতা
কৈবল্য ৩৫	মুক্তি, মোক্ষ
কোআসে ১২০	ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়ে
কোইলী ৭, ৫৬	স্ত্রী কোকিল, কোকিলী
কোঙ ২৬০	কোন
কোছাএ ৯১	কাপড়ের কোঁচায়
কোটরি ১৫৮	দ্র. কটোর
কোটি ২২১	ছল, জিদ। মৈ. কট
* **কোটোআলে** ২০৪, ২৪৪	প্রহরী। ফা. কোতবাল
কোথাহোঁ…দেখি ১০	হাতের শাঁখা দেখিতে দর্পণের প্রয়োজন হয় না। 'হাথে রে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ' চ. প ৮৮
কোর ২৩৬	'হইবে দরশ করিতে পরশ তুরিতে করিতে কোর' চণ্ডীদাস
কোহোরাল	শব্দ বা বাদ্যবিশেষ। ∠কাহলম্
কোহ্নো ৭৮	কোনোও। 'সুখ ভুঞ্জিতে মো কোহ্নো না পাইলোঁ' শ্রী. কী ৩৮
খণ্ডনে না জাএ ১৪, ২৫৯	খণ্ডন করা যায় না। 'দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ' শ্রী. কী ৩১১

খণ্ডব্রত ২৭৪ — নষ্টব্রত, অঙ্গহীন ব্রত। 'কইলোঁ খণ্ডব্রত আর জরমত তেঁ বা দুখিনী মোএঁ' শ্রী. কী ১৫

খমক ১৬ — বাদ্যবিশেষ

খলখলে ৪৫ — হাস্যের শব্দ, বিকট হাস্য

খাই ৭৭ — খাদ, গর্ত

খাউ ৩৩৬

খাঁখার ৯২, ১৪৭, ১৫৫, ১৫৯, ১৬৩, ১৭৪, ১৮৬, ১৯০, ২২৫, ২৪৫, ২৫০, ২৫৪, ২৯৮ — কলঙ্ক, নিন্দা। 'তোমার ঘুষিব খাঁখার' শ্রী. বি ৫২ 'আলপ বএসে কৈল বড়ায়ি খাঁখার' শ্রী. কী ৫৩ 'মজালো নন্দের যশ থুইলে খাঁখার' শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল 'আদি কুলে জন্ম তোর কুলের খাঁখার' কৃত্তিবাসী-রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড

খাণ্ডাইবে ৯ — খণ্ডন, নিরাকরণ বা দূর করিবে

খালিজুলি ৪২ — খাল ও গ্রাম্য পথের পার্শ্ববর্তী জলনালী বা 'নয়ানজুলি' (চোখের মতো নালী)। 'দেহারা পাড়িতে তের গণ্ডা খালিজুলি' চণ্ডী ২৭৪ দ্র. জুলি

খিচনি ১২৫ — জরাও কাজ

খিলাঞা ১৯৯ — অর্গল বা হুড়কা দিয়া (নাম ধাতু)

খীরিসা ১৫০, ১৯২ — ক্ষীরসদৃশ মিষ্ট খাদ্যবিশেষ, ক্ষীরের পায়স। দ্র. ভা. ই, পৃ ১২৭

খুড়ি, খুরি ১১৯, ১২২ — মাটির ছোট পাত্র। 'কংশারী পাতিয়া শাল ঝাড়ি খুরি গড়ে থাল' চণ্ডী ২৭০ 'বাটি খুরি বাটা ঝারি থালে ডাবর ভরি' ম. বি ১৯৫। কুণ্ডী > কুঁড়ি > খুড়ি।

*** খুনে** ৩১৮ — হত্যায়, অগ্নিতে হত্যাজনিত দাহে। 'হের দেখ পিঠে চুণ ভাঁড়ু-দত্ত কৈলা খুন' চণ্ডী ২৭৫। আ. খু. ন্

খেড়া ৭৪ — খেলা। 'বান্ধি-সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিধ খেড়া' চ. প ১০০ 'প্রাণ লআঁ খেড়া ভৈল আগহে বড়ায়ি' শ্রী. কী ৩৪

খেনেকে ২৯ — ক্ষণেকের মধ্যে

খেলিল সাপিনী ২৪৭ — ক্রীড়াশীল স্ত্রীসর্প

খোআড় ৫৭, ১৯৬	অনিষ্টকারী গৃহপালিত পশুকে আটক করিয়া রাখিবার স্থান
খোঁইঢালা ২৯২	খই-ছড়ানো (পথ)
খোচ ৫৫	খোঁচা
* খোদ ৩১২	খাস। আ খুদ
খোলাভাহী ১০০, ২৭৯	ভূমিষ্ঠ শিশুর নাড়ী কাটিয়া এবং আপোড়া খোলায় উহা লইয়া গিয়া যে-ধাই মাটিতে পুতিয়া দেয়।
গজ্ঞা ১২৬	অঙ্কুর
গন্ধর্ববিধানে ৩০১	বিবাহের বিধানবিশেষ। দ্র. পু, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৮৪৭-৮
গর্গ ৪৯, ৫০, ২৫৬	যদুবংশের পুরোহিত ও আচার্য। বসুদেব ইহাকে কৃষ্ণ-বলরামের নামকরণ-অনুষ্ঠানের ভার দিয়া ব্রজে প্রেরণ করেন। 'দুর্বাসা জৈমিনি গর্গ ভৃগু পরাশর' চণ্ডী ১৮২
গরাসে উগারে ২৪৮	একবার গ্রাস করিতেছে, আবার উগরাইয়া ফেলিতেছে। 'হেলায় কামিনী উগারয়ে যূথনাথে…পুনরায় রামা তায় করয়ে গরাস' কমলে কামিনী, চণ্ডী ৮০২
গরুআ ২০৪, ২৯২	গুরুতর, মনোহর, মহান। 'উমত সবরো গরুআ রাবে' চ. প ৮৪ 'আয়র গরুঅ তোর নিতম্ব জঘন' শ্রী. কী ৬৩ 'গরুআ নিতম্ব' শ্রী. বি ৮২
গরুড়বাহনে ৯০	শ্রীকৃষ্ণ
গাইল গাইল ১৩৫	গাইল দিয়া বা ভৎর্সনা করিয়া। 'বাপ মাএ গালি তোরেঁ দিবোঁর বিথর' শ্রী. কী ২০
গাগরে ৬৪	কলস
গারি ৫৭, ৬৭, ৭৮, ১৫৫	গৃহ। 'আঁগরি মহাকুল গারী' বিদ্যাপতি 'এ সুখ সম্পদ গারি' ম. বি ৮৯ 'লুটি হৈলা ঘর লণ্ডভণ্ড হৈলা গারী' চণ্ডী ৩২৭। ∠আগার
গা-হিল ১৩০	গায় গায় হেলিয়া
গিরি ২৪৯	উৎপাটিত হইয়া, ঝরিয়া। হিন. √গির
গুআ ২৯৩	'ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ' শ্রী. কী ১২০ 'ময়রা মোদক দেই সূত্রধর দেই খই তাম্বুলীক দেই গুয়াপান' চণ্ডী ৮৫। ∠গুবাক
গুআপান দিব হাথ ভরি ১০৬	কলঙ্ক (লজ্জার কথা); প্রবচন
গুটে ৮	কয়েকটি
গুণগন্ধে ৭	গুণের গন্ধ যারা পায়, গুণমুগ্ধ

গেণ্ডু, গেণ্ডুআ ১৬, ৮৫, ২১০ — গোলাকৃতি ক্রীড়াদ্রব্যবিশেষ, গেন্দু। 'হাথে বাঁশী করি গেণ্ডু খেলাওঁ গোকুলে' শ্রী. কী. ২১৯। ∠কন্দুক

গোআলামঅ ১৫৫ — গোয়ালায় পূর্ণ

গোঁআইল ১৯৩ — অতিবাহিত করিল

গোঁআর ২২৪ — গ্রাম্য, একগুঁয়ে

গোচরি ১০১ — গোচরে আনিতেছি

গোড়াইএঞা ৬০, ২৯৩ — অনুসরণ করিয়া, গমন করিয়া

গোড়াএ ২৯৭, ৩০৪ — পাছে পাছে চলে, গোড়ে গোড়ে বা পায় পায় চলে। হিন. গোড়

গোড়াঙ ১২৩ — গমন করি

গোড়ে ৯৮ — পদ

গোপনারী···রহে ৫৭ — গোপীগণ এরূপ সুন্দরী যে সূর্যও তাহাদের দিকে চাহিলে নিশ্চল-গতি হইয়া যায়, আর অগ্রসর হয় না।

গোপালচরিত ৭ — কবিশেখরের রচিত অন্যতম গ্রন্থ

গোপীযন্ত্র ২১৬ — একতারবিশিষ্ট যন্ত্র ; সাধারণতঃ বাউলসম্প্রদায়-ব্যবহৃত একতারা

গোপীনাথবিজঅ নাটক ৭ — কবিশেখরের অন্যতম গ্রন্থ

গোমাইলা ২১০ — অতিবাহিত করিল, যাপন করিল

গোর ২৭ — গৌরবর্ণ

গোরস ৬৪, ১৮৯ ৩১৫ — দুধ

গোরূপ ১০ — দেবী বসুন্ধরা কংসের অত্যাচারে গোরূপ ধারণপূর্বক ব্রহ্মার নিকটে গমন করেন।

গোরোচনা ২৩৭ — গোজাত হরিদ্রাবর্ণের দীপ্তিমান দ্রব্যবিশেষ। স্বাতিনক্ষত্রে গরুর কানে জল পড়িলে ইহার উৎপত্তি হয় বলিয়া প্রবাদ।

গোসানী ১৩২ — স্ত্রীগোঁসাই, পূজনীয়া। ∠গোস্বামিনী

গোহারি ৫৮ — কাতর প্রার্থনা, মিনতি, অভিযোগ। 'মা কর গুলী গুহাড়া' চ. প ৮২ 'যদি করিবে গোহারি' শ্রী. বি. ৩৩ 'গোহারী করিবোঁ' শ্রী. কী ৩২৩ 'নাহি শুনে প্রজার গোহারি' চণ্ডী ২২।∠*গোহরণ। হিন. গোহার

গ্রহপতি ২০২ — সূর্য অর্থাৎ সূর্যের ন্যায় সন্তাপক

ঘটি ২৫১ — সময়, মুহূর্ত। 'সাত ঘটি গেল হএ দুঅজ প্রহর' শ্রী. কী ১৫৯

ঘরকে ৫৬ — 'এহা তত্ব জানী কর ঘরকে গমন' শ্রী. কী ১৪০

ঘরগারী ৬৭ — বাড়িঘর। আগার>গার+ঈ

ঘাএ ৪৫, ৭২, ৯৪ ১৮০, ২৪০ — আঘাতে। 'টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে' শ্রী. কী ১৭

ঘাও ৫৪, ৯৫ — আঘাত

ঘাঁটু ৫৭ — ঘাঁটু ঠাকুর

ঘাট বাট ৫৬ — ঘাট, পথ। 'ঘাটে বাটে হেন কেহ্নে বোল চক্রপাণী' শ্রী. কী ৯৯

ঘাটি, ঘাটী ৯৭, ২৫২ — অপরাধ, অপরাধ স্বীকার করি। হিন. ঘাটি

ঘাটিআলি ১৫৫ — ঘাটরক্ষকের কাজ। 'শুন ঘাটিআল নাঅ চাপায়িআঁ ঘাটে' শ্রী. কী ৫৭

ঘাটে পিব পানি ২৫০ — ঘাটে জল খাইব, কোন লজ্জায় দাঁড়াইব

ঘুচাকু ২৭৮ — দূর হউক, ঘুচুক

ঘুণে ২১, ১৮৬, ২৩২ — কীটবিশেষ, যে কীট বাঁশ বা কাঠ জীর্ণ করে। 'যাবত যৌবনে রাধা নাহিঁ লাগে ঘুণ' শ্রী. কী ২৬

ঘুমিল ২৪৮ — নিদ্রিত। (বিশেষণ)

চট ৩৫ — শীঘ্র। ঝটিতি>ঝট>চট

চতুর্ভুজ ৮ — কবিশেখরের পিতার নাম

চতুরঙ্গবল ৩০০ — হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক—যুদ্ধের চারি অঙ্গ

চন্দ্রমুখী ২১৩ — ষোল শত গোপীর অন্যতমা

চন্দ্রশালে ৯ — বলভীতে, চিলে কোঠায়

চন্দ্রাবলী ১৬২, ১৬৬, ১৮১, — (রাধার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত)। 'জিআইআঁ দিবোঁ মো চন্দ্রাবলী রাধা' শ্রী. কী ১১২। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার নামান্তর

চন্দ্রাবলী ২১৩, ২১৬ — রাধার অষ্ট সখীর অন্যতমা

* **চাঙ্গরা** ৫৯ — চাপ, ঢেলা। 'তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গতা'। 'চাঙ্গিতম্' বৃত্তি ; 'চাঙ্গড়া' চ. প ৬০। ফা. চংগ+পারা

চাছি ১৮৯ — জাল-দেওয়া দুধের উপর যে ঘন আবরণ পড়ে।<চঞ্চা

চাঙ্গিএ ২০২ — প্রধান, দক্ষ।<চঙ্গ। হিন. চাঁঙ্গী

চাড়ে ১৮৭ — আভ্যন্তরীন চাপে, শক্তিতে, ভারে। চণ্ড>চাঁড়>চাড়

চাণুর ৩৭, ৩০৬	মল্লবিশেষ। ধনুর্যজ্ঞকালে শ্রীকৃষ্ণকৃত নিহত কংসের মল্ল
চাত্তরে ৫৯	চত্বরে। 'কৌশল্যা বসিলা করি নারীর চাতর' ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ, পৃষ্ঠা ৫৭
চাপড় ৫৫	চপেটাঘাত, থাবড়া। 'উঠী মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া' চৈ. চ ১৫ (মধ্য)
চাপি ২২৩	চাপিল। 'গোধিকা চুপড়ি দিয়া চাপিল পাষাণে' চণ্ডী ১৭৩
চাবানিতে ৫৫	চর্বণ করিবার সময়
* **চাবুকি** ১২৫	চাবুকের মতো। ফা. চাবুক
চারি বস্তু ৪২	ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্বর্গ
চালিল সাপিনী ১৯৯, ২২৫, ২৯৩	অস্থির সাপ। চালিত>চালিল
চালিলেক ৯১, ১০২	কাঁপায়। 'পর্বতস্যেব চালনম্' মহাভারতম্, ১৬।৮।১৩
চালুনি ১৮৬	চাউল কলাই ইত্যাদি চালিয়া তুষ কাঁকড়াদি পৃথক করিবার পাত্রবিশেষ। 'বিউনী চালুনী চাটা ডোম ছাতা গড়ে লাটা' চণ্ডী ২৭২। < চালন
চালে ২৫৩	চালনা করে
চাসি ৯০	চাহিতেছ (তুচ্ছার্থে)
চাহিঞাঁ ২৩১	খুজিয়া। 'বাপ নান্দ ঘোষ চাহিআঁ বুলে' শ্রী. কী ৪৩
চিইঞা ২৯৯	চেতন পাইয়া, জাগ্রত হইয়া
* **চিকন** ২৯৭	মসৃণ, মনোহর, সুন্দর। 'ঝাঁওএঁ ঘসিআঁ তাক করিল চিকণ' শ্রী. কী ৬৬। ফা. চিকন্
চিন্তামণি ১৭	কাল্পনিক মণিবিশেষ। প্রবাদ, চিন্তামণি অজস্র রত্ন দান করে। 'কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ময়া'—ভর্তৃহরি
চিহ্না বখাটের ১৫৪	চেনা কুচরিত্র ব্যক্তির
চেতনী ৫৪	চৈতন্যসম্পাদিকা, বুদ্ধিমতী
চেলা ৩৮	মাটির চাঙ্গড়। 'হনুমান বীর তোলে বড় বড় চেলা' চণ্ডী ২২৫
চেলাঞ্চলে ৯৫	পরিধেয় রেশমী বস্ত্রের আঁচলে
চোআইল ৩২৯	(স্তনদুগ্ধপানে) সবল
চৌঁকে ১১৪, ১৫০	চমকে, কাঁপে

চৌদন্তে ভেরি ১১৪ অত্যন্ত শক্তিতে ভিরিয়া বা ঘিরিয়া। (অসমীয়া 'চৌদান্ত' অর্থে অত্যন্ত বলবান ; দ্র. চন্দ্রকান্ত অভিধান, ১ম সং, ১৮৫৪ শকাব্দ)

ছপ ৯১ ক্ষিপ্রতা। ক্ষিপ্র > ক্ষপ্প > ক্ষাপ, ক্ষপ > ছপ

ছা ৫৭, ৩২৭ ছাওয়াল, বাচ্চা। শাবক ∠ শাব + আল > শাবাল > ছাবাল > ছাআল > ছেলে > ছা

ছাওআল ৪৬, ৫৬, ৮৯, ৯৮, ২৮৭, ৩১০, ৩১৬ বৎস, শিশু, পুত্র। 'ছাওআল না দেখ মোরেঁ মাথে ঘোড়া চুলে' শ্রী. কী ৩৪। শাবক > শাব + আল > শাবাল > ছাবাল > ছাওয়াল

ছাওনি ২১০ আচ্ছাদন। <ছাদনী

ছান্দ ৪১, ৫৪ কৌশল। 'লোক উপহাসেরেঁ করসি তোএ ছান্দ' শ্রী. কী ৬৮

ছান্দ দড়ি ৬৯, ৮১ দোহনকালে গাভীছান্দনের রজ্জু। 'ছান্দের দড়ী সবই হারাইলোঁ' শ্রী. কী ৩২

ছান্দনে ৬৭ আবরণ, দড়ি

ছাহরী ২০৫ ছায়াকারী

ছিঞা ২২ স্থিত হইয়া, দাঁড়াইয়া। ∠ স্থিত্বা

ছিণ্ডি, ছিণ্ডে, ছিন্দি ৮৩, ২৪৮, ২৮৪ ছিঁড়িয়া, ছিনাইয়া। 'হার মোর ছিণ্ডি নিলেঁ বাহের কঙ্কণ' শ্রী. কী ৪৯ 'ছিণ্ডিল শুণ্ড ভাঙ্গিল মুণ্ড' চণ্ডী ৩৯

ছিতুস, ছিত্তুস ১৪৭, ২৬৩ ছুতানাতা দোষ। < ছিদ্রদোষ

ছিনার ১৬২ ব্যভিচারিণী। 'ডোম্বিত আগলি নাহি চ্ছিণালী' চ. প ১০ 'নটকী গোআলী ছিনারী পামরী' শ্রী. কী ১২৫। <ছিন্ন-জার

ছুতাহাড়ি ১২৬, ১৬১ অস্পৃশ্য বা অশৌচের হাঁড়ি

ছোআছুই ১৯৭ পরস্পরকে স্পর্শ করা

ছোলঙ্গে ৭৭ লেবুবিশেষ। 'ছোলঙ্গ নারঙ্গ কামরঙ্গ' শ্রী. কী ৮১ 'করুণা কমলা ছোলঙ্গ টাবা' চণ্ডী ২৩৬

জড়িঞা ২৭৩ জড়যুক্ত বা আর্ত হইয়া

জড়ে ১৭০ নিষ্পন্দ, স্তব্ধ বা জড়তাপ্রাপ্ত হয়

জনমএ ৮ জন্মায়

জনমিহে ১৩, ১৪৬ জন্মগ্রহণ করিবে। দ্র. আসিহে

জমল-অর্জুন ৭০-১, ৭৪, ৮৬, ২৫৪, ৩০৩ গোকুলে জাত অর্জুনবৃক্ষদ্বয়। কুবেরের পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব দেবর্ষি নারদের অভিশাপে বৃক্ষযোনিপ্রাপ্ত ও শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে শাপমুক্ত হন।

জরিঞা ২৭৩ স্তব্ধ হইয়া

জলহরি ৭৭ গৃহপার্শ্বস্থ জলাশয়, খিড়কীপুকুর। 'খড়কি উত্তরভাগে জলহরি তার আগে' চণ্ডী ২৩৯। <জলভরিক

জলে·· বচনে ১৫ জলে পতিত এক বিন্দু তৈলের বিস্তৃতির মতো কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল।

জহি ৮৭ যেখানে। 'যহি গৌরাঙ্গের সর্বমোহন বিহার' চৈ ভা

জাকু ১৫১ যাউক। 'মরি যাকু সারী শুয়া' চণ্ডী

জাঙ ১১ যাই। 'নিতি নিতি দধি বিকে জাঙ' শ্রী. কী ১৫৯

জাঙলি ৯৮ বর্বরোচিত। < জাঙ্গল

জাঙ্গাল ৪২ উচ্চ আইল, পথ। 'যার কীর্তি সমুদ্রে জাঙ্গাল' চণ্ডী

জাড়ে ১০৭ ঠাণ্ডায়, শীতে। হিন. জাড়া। <জাড্য

জাঁতন ২২৫ চাপ

জাতি, জাতে ৮০, ১২৭ চাপ, টেপে, চাপে। 'পতি-পদ জাতি' শ্রী. বি ১০৯

জানি ১৮৩, ২২৩, ৩২১ যেন না। 'নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ' বিদ্যাপতি

জানিসি ১৩৪ জান (তুচ্ছার্থে)। 'না জানসি রাধা তোঁ আহ্মার মরম' শ্রী. কী ৪৫

জাবকরস ৩৩ আলতা। 'যাবক-বেষ্টিত কর' চণ্ডী ২৯। যাব+ক (স্বার্থে)

জামো ৩১৫

জার বন্দি···তলে ১০ যে-কংসরাজের বন্দীর নয়নজলে যমুনা নদীর সৃষ্টি হইয়াছিল

জারিল ১৮৩ জীর্ণ করিল, ধ্বংস করিল

জারিলেক ১০০, ১২৮ জর্জর করিল

জারে ১৪, ১০২ জীর্ণ করে

জাহা ১০ যাও। 'নিয়ড্ডী বোহি দূর মা জাহী' চ. প ৫৪ 'কোণ বথু লআঁ জাহা মথুরা' শ্রী. কী ১৪

জিহ, জিহি ৯৩, ২৭১ জিহ্বা। 'মেলে ঘন ঘন জীহের আগে' শ্রী. কী ১

জীআবাকে ১২৬ বাঁচাইতে

জীআহ ১০০ বাঁচাও। 'সরস বচন দিআঁ জিআঅ কাহ্নাঞি' শ্রী. কী ৯৬ 'জীয়াহ আমার গুরু, করহ প্রসাদ' চৈ. চ ৪০৫ (মধ্য)

জীউ ১৯, ১৬৪, ২২৫, ২৪২ — জীবন। 'আনি দেই পিউ রাখহ আমার জিউ' বিদ্যাপতি 'জীবনের বীজ জিউ রক্ষ য়েকবার' চণ্ডী ৩২৯। <জীব

জীতে ২৪, ৩১৮ — বাঁচিতে। 'তবেঁ মোরে জীতেঁ জুআএ এখনে' শ্রী. কী ৯৬

জীবার ২৭৬ — জীবিকার। 'জীবার আন্তরে কাহ্নাঞিঁ হৈলা মাহাদানী' শ্রী. কী ২৮

জীলা ১৩৭, ১৪৩, ২৪৩ — বাঁচিল। 'কালীয় সাপের মুখে জিলা দেবরাজে' শ্রী. কী ৯৩

জীলাহোঁ ১৮৪ — বাঁচিলাম। 'ভাগে পুনী জিলাহোঁ এখুনী মরিতাহোঁ' শ্রী. কী ১০৪

জুখিল ২১৪ — পরিমাপ করিল। 'পিঞ্জরের তৱে স্বর্ণ দিলেন জুখিয়া' চণ্ডী ৪২৭

জুতি ৯০, ১১২ — দীপ্তি। 'জুতি যেন বিজুলি' ম. বি ২০১ 'দশনের যুতী' শ্রী. কী ৩২। ∠দ্যুতি

জুলি ৪২ — ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ জলপ্রবাহ। তিব্বতী 'জুর' (water course); দ্রবিড়ীয় 'জোল', 'জোলি' (water course) ; ছুল্লুদ্ (ছুলু) water দ্র. E. I. D. ; বৃষ্টিজলবাহী নালা বা নিম্নভূমি ; দ্র. ভা. ই, পৃ ১২৭ 'খালি জুলি ভরা হইল না চলে ছাগল' চণ্ডী ৫৩৭

জেনখ ২৯১ — যেমন, যেন

জোখে ১৮৯ — পরিমাপ করে। 'চারি পাট চিরী নাঅ দিল যোখ মাপে' শ্রী. কী ৫৫

জোগান ৮০, ১৯৫ — যোগ, যোগদান

জোগানী ১৫০, ১৫৪ — যে জোগান দেয়। রাজার গন্ধচন্দন-জোগানী

জোগে ৬৬ — যোগ্য

জোটনে ১৫ — একত্র, মিলন

জোড়াইতে ১৪১ — যুক্ত করিতে

ঝঁখাহ ১৩৬ — ঘোষণা কর, ঝুঁকিয়া বল বা উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ কর

ঝগড় ৬১ — কলহ। 'মিছাই ঝগড় কর কাহ্নাঞিঁ গোআরে' শ্রী. কী ৩১

ঝঝাঁড়ি ৪৬ — প্রচণ্ড। ∠ঝঞ্ঝাকারী

ঝরঝরী ১৬ — বাদ্যবিশেষ। 'ঝাঝরি মুহরি বাজে' ম. বি ৪৩

ঝলক দাপুনি ১২৫ — উজ্জ্বল দর্পণ। 'বিনোদপাটের খোপ রসের দাপনি' চণ্ডী

ঝলকএ ৬২ — দীপ্তি পায়

ঝাঁকরিল ২০৭-৮ — ঝাঁকড়া দিল

ঝাঁপানে ১৫৩ — প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। 'তুয়া সনে বাদ করি ধনী আওত মনমথ চড়ই ঝাঁপানে' গোবিন্দদাস 'সর্প ওঝা চালয়ে ঝাপান' চণ্ডী ২৮৮। <ঝাঁপ+গান

ঝাঁপিল ২৪৭ আবৃত করিল। 'গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক' শ্রী. কী ৮৩

ঝাকাড়িয়া ৯০

ঝাঙরাএ ২০৮ ঝামর, মলিন, জ্যোতির্হীন বা নিষ্প্রভ হয়

ঝাট ৩৫, ৪২, ৭০, ৮৭ শীঘ্র। 'ঝাঁট গিআঁ পতুমার থানে' শ্রী. কী ৩ 'ঝাট স্নান কর গৌরী হইয়া নিরাতঙ্ক' চণ্ডী ৮৬। <ঝটিতি

ঝাপী ৭৬ বাঁশের তৈরী ঢাকনা দেওয়া গোলাকার পাত্রবিশেষ

ঝামরী ৩৩৩ বিবর্ণ, মলিন, বিস্রস্ত। ∠ ক্ষাম

ঝারা ৩২ ঝালর, নির্ঝরের ধারাসদৃশ মালা। 'দুই তার ঝারা পাট' শ্রী. কী ৩১২ 'প্রতি চালে মুকুতার ঝারা' চণ্ডী ৫২০

ঝালিহ ২৫৮ সংস্কার করিও। উদ্ধার>উঝার>উঝাল>ঝাল+অনুজ্ঞা

ঝিআরি ১৫৯ দুহিতা। 'বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝিআরী' শ্রী. কী ৮৮

ঝিটিএ ২৪৩ ঝাঁটী ফুল। ঝিণ্টি ঝাউ ঝোকনা কানন' চণ্ডী ১৬৬। ∠ঝিণ্টী

ঝুনা ৬ শুষ্ক। 'মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকল' শ্রী. কী ২৯। জীর্ণ> জীণ্ণ, জুণ্ণ> জুন, ঝুন

ঝুমিল ১২৪, ১৬৬ ঝিমাইয়া পড়িল, আর্ত বা অবচেতনপ্রায় হইল

এাটোপে ১২০ আড়ম্বরযুক্ত। ∠আটোপ

টলবলে ১০ টলমল করে। 'যমুনার জলে টলবল করে নাএ' শ্রী. কী ৬৩

টাকরে ১১৭ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে। 'টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে' শ্রী. কী ১৭ 'রণঝাঁটা টাকরে মাথার ভাঙ্গে খুলি' চণ্ডী ৮৬৩

টাটকী ৭৮, ২১২, ২২৪, ৩১১ বিস্ময়। 'তা দেখিয়া নৃপসৈন্যে লাগিল টাটক'—মাণিক গাঙ্গুলি-ধর্মমঙ্গল

টাবা ৭৭ লেবুবিশেষ। 'বান্ধিবে মুসরি-সুপ দিবে টাবা জল' চণ্ডী ৮৬

টুটএ, টুটে ১৬৩, ২১৯ খসিয়া যায়, ছিন্ন হয়। 'তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা' চ. প ৯৪ 'প্রেম না টুটয়ে' শ্রী. বি ১৬৮ 'ভাল ভাল গৃহস্থের টুটএ সকল' চণ্ডী ১৯৯। ∠ত্রুট্যতি

ঠ হএঞা ৫৮ বিহ্বল হইয়া

ঠাঠে ৭৭, ২৭৯, ২৮৫, ২৯৩, ৩৩৩ ভঙ্গী, হাব-ভাব, ছল, দল। 'দুই কূলে তপ জপ যাত্রিকের ঠাট' চণ্ডী ৬৪০ 'অন্বেষিতে আইলা তাহাঁ গোপিকার ঠাট' চৈ. চ ৭৭৭ (আদি)

ঠামে ৯ স্থানে

ঠারজড় ১২৬ — স্তব্ধ, নিশ্চেষ্ট। স্থাবর > ঠার

ঠারাঠারি ১১, ৭৯ — পরস্পর ইসারা বা ইঙ্গিত। 'ঠারাঠারি করি হাসে জত সখীগণ' ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ, পৃ ৫৭ 'ঠারাঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে' চৈ. চ ১৫০ (মধ্য)

ঠালনী ১২১ — হেলনি, বক্রতা। √টল্+অন্ > টালন্+ঈ > টালনী, ঠালনী

ডরোআ ৮৪ — ক্রীড়াদ্রব্যবিশেষ

ডাকর ২০৬ — দীর্ঘ, বড়, ডাগর। 'ডাকর ডালিম দুই কুচে' শ্রী. কী ১৪

ডাক সারে ৮৪ — খেলায় ডাক দেয়

ডাঙ্গর ৫৭ — ডাগর

ডাবু ৮৪ — পাত্রবিশেষ। হিন. ডাব্বা

ডামাইল ৩০০ — ভীষণ, দামাল (বিশেষণ)

ডিণ্ডিম ১২১ — বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। 'উত্তর দুয়ারে ঘন বাজয়ে ডিণ্ডীম' চণ্ডী ২৯৭

ডোমখোলা ২৮৯ — ডোমের খোলা বা স্থান, অসভ্যের স্থান, অবোধ ?

ঢঙ্গবৃত্তি ২৮৮ — ঢং করিয়া বেড়ানো

ঢামালী ১০৬, ১৫৯, ১৬২, ১৬৩, ১৭৯, ১৮১, ২০২, ২৬২ — দুরন্তপনা, যৌবনসুলভ দৌরাত্ম্য বা মাতামাতি, রঙ্গরসিকতা, রসকলহ। 'কৌতুকে ঢামালি করি' শ্রী. বি ১৩ 'বুলিব ধামালী' শ্রী. কী ২২১

ঢিঢিকার ১৪২ — ধিক্কার, কলঙ্ক কথার সর্বত্র প্রচার

তৎপরে ৯৫ — তৎপর হইয়া

তথি ২৭, ৩১, ৫৫, ২০৪, ২২৭ — তাহাতে, সেইখানে। 'তথি মাঝেঁ কাহ্নাঞির থানে' শ্রী. কী ৪১ 'দশন কুন্দের আভা তথি দেবী পান শোভা' চণ্ডী ৩২খ 'বামপদে সরযু জন্ম হইলেক তথি' ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ, পৃ ৯৭

তবক ১১২ — গুচ্ছ। 'অশোক তবক' শ্রী. কী ২২৬। ∠স্তবক

তবেসি ১৭১, ২৫৮ — তবেই। 'তবেসি মেলিব এথাঁ প্রিয় জগন্নাথে ' শ্রী. কী ১২১

তভো, তভোঁ ১৫, ৫৪, ৬৭, ৭৫, ৮৪, ১৩০, ১৭৩, ২২২ — তথাপি। 'তভোঁ নাহিঁ পাএ মধু কমলমুকুলে' শ্রী. কী ১৮

তমু ৭, ১৬৪, ১৮২, ১৮৬, ২০৯, ২৩১, ৩০২, ৩০৫ — তবু, তথাপি। 'তমু মন্দ বলে' ম. বি ২২০

* **তম্বুরা** ২১৫	তানপুরা। 'দোহার তম্বুর গায় থমক টমক বায়' চণ্ডী ৩৫১। আ. তন্‌বুরহ
তরজনি ৬৩	তর্জন
তরজনী ৬৩	অঙ্গুষ্ঠের পার্শ্বস্থ অঙ্গুলি
তরমানে ২১৮	তরণে, উত্তীর্ণ হওয়া বিষয়ে
তহি ২২, ৮৭, ১০০, ১৪০, ১৪৮	তাহাতে, সেখানে। 'জাই ণ আবয়ি রে ণ তং হি ভাবাভাব' চ. প ১০৪ 'তহি বসি কাহ্ন বাএ বাঁশে' শ্রী. কী ১২১ 'ভক্ত-অবতার তঁহি অদ্বৈতগণন' চৈ. চ ৫০৪ (আদি)
তাড় ১২০, ১২৫	বাহুর ভূষণবিশেষ। 'তাড় তোড়ল পৈরে মকর কুণ্ডল' ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ, পৃ ১৪৭ 'শোভে অনুপাম কণ্ঠে মণিদাম তার মরকততায়' চণ্ডী ১৮৭ 'তেজিলোঁ মো তার চীর নূপুর কঙ্কণ বড়ায়ি' শ্রী. কী ১২৪। <তাটঙ্ক
তাথে ৫৫, ৬৪	তাহাতে
তালবন ৯৮	কংসানুচর ধেনুকদৈত্যের আবাসস্থান
তাহো ১০০	তাহাও
তিতিক্ষিল	তিতিক্ষা প্রকাশ করিল
তিন গ্রাম ১৯৫	ষড়্‌জ, মধ্যম, গান্ধার—এই তিন স্বরশ্রেণী
তিন তালি ১৭৯	দোষ স্খালনের পন্থা হিসাবে হাতে তিন তালি দেওয়া; দৃঢ়তা প্রকাশের জন্য হাতে তিন বার তালি দেওয়া
তিন পাএ ৪৩	বামনাবতার-প্রসঙ্গ
তিরস্করিঞা ১৪	তিরস্কার করিয়া
তিরি ১৭, ১৯, ৪১, ১৪০	স্ত্রী। 'হাণে কুলে এথো নাহিঁ পাটাবুকী তিরী' শ্রী. কী ১১
তিরিপিত ৫৩	তৃপ্ত
তিলফুলতুলে ৩২, ৩৯	(এমন সুন্দর নাসিকা) যার সঙ্গে তিলফুলের তুলনা হইতে পারে। 'নাসা তিলফুল গরুড় চঞ্চু জিনি' বিদ্যাপতি
তিলাঞ্জলি ৩১৯, ৩২৩	বাচ্যার্থ,—প্রেতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তিলসহ জলাঞ্জলি; লক্ষ্যার্থ,—চিরতরে ত্যাগ, চিরবিদায়-দান, বিসর্জন
তুআ ৯৭, ১০৭, ১৬৯, ৩৩৪	তোমার। 'তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ' চ. প ৫৮ 'দিবানিশি তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি' চণ্ডী ১২

তুঁপে ২৩৬ — স্তূপে

তুমে ১১৭ — তুমি

তুরিতে ১০৮ — শীঘ্র। 'বীরের জানীয়া কাজ আসীব তুরিত' চণ্ডী ৩০৮। ∠ত্বরিত

তুলা শনি কন্যাএ বুধ বসে ৩১ — শ্রীকৃষ্ণের জন্মলগ্নের শুভক্ষণদ্যোতক

তুলিএ ৩২, ১২০ — তুলি দ্বারা

তুলিল ৩২, ১২০ — চিত্রিত করিল

তুহ্মি ১৯, ২০, ৩৩-৫, ৫০, ৬০-১, ৬৬, ৭১-২, ৮৩, ৮৭, ৯৭, ১০০-১, ১০৪, ১০৭, ১১০, ১১৮, ১৩০-৩২, ১৩৪, ১৪১, ১৪৩-৪, ১৪৭, ১৫৪, ১৬৭, ১৬৯, ২২২, ২৫২, ২৮১, ৩০৫, ৩২১-৩, ৩২৫, ৩২৯ — 'জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী' চ. প ৫৪ 'মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি' শ্রী. কী ৫১ 'নরলোকের জনমহেতু তুহ্মি দেহ মন। তুহ্মা হইতে হঅ জেন ছিসটির পত্তন॥' শূন্য পুরাণ। 'জীবের জীবন তুহ্মি গুনর গরিমা' 'রজ সত্ত তম তুহ্মি সর্বগুণ-মঅ' *তুষ্মাভিঃ = যুষ্মাভিঃ > তুম্হাহি > তুম্হহি > তুহ্মে, তুহ্মি

তৃণাবর্ত ৩৭, ৪৬, ৭৪, ২৪৫ — শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিহত কংসচরবিশেষ

তেঅজ ১৯৮, ২০০ — তৃতীয়। 'বিহাণ আইলাহোঁ ভৈল তিঅজ পহর' শ্রী. কী ৩০

তেঞি ২২, ২৮, ৭৪, ১০১, ১১৭ — সেই জন্যই। <তেন+হি

তেরছ ৫৫, ৯৮ — বক্র, আড়ভাবে। <তির্যচ্

তেলানি ১৯৭ — ক্ষুদ্র তৈলাধার, ছোট মালসা। 'তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল' শ্রী. কী ২৭

তো ১৪০ — তোর, তোমার

তোএ ১৪৪ — তোমাকে। 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ' চ. প ১৮ 'আহ্মা না চিহ্নসি তোঞঁ মুগধী গোআলী' শ্রী. কী ৩৪

তোমে ৩০, ৭৮, ১০১, ১১০, ১৩৩, ১৫৯, ১৭০, ১৭৪, ১৭৮, ২৭৯, ৩৩২ — তুমি। 'জই তুম্ভে লোঅ হে হোইব পারগামী' চ. প ৫৪। 'এবেঁ তোঞেঁ এথানে থাক মো গিঞাঁ চাহোঁ তাক' শ্রী. কী ১৫২ *তুষ্মাভিঃ (=যুষ্মাভিঃ)>তুম্হাহি>তুমহহি>তুম্ভে>তুমে, তোমে

তোমেঞী ১১ — তুমিই। <তোহ্মেই<তুম্হাহি<*তুষ্মাভিঃ (=যুষ্মাভিঃ)

তোহ্মে ৯০, ১১০, ১৬৩, ২০২ — তুমি। দ্র. তোমে

তোরে ৩৪-৬ — তোকে। 'আইস সভাবেঁ জই জগ বুঝসি তুট বাষণা তোরা' চ. প ১০০ 'মুণিআঁ করিব তোরেঁ লোক উপহাস' শ্রী. কী ৩১

তোরেসি ১৪৫, ১৪৭ — তোমাকেই (আদরার্থে)

তোলবোল ৬৩, ৬৮, ৩০২ — অতিশয় সিক্ত, আপ্লুত। 'তে কারণে দেহ মোর ঘামে তোলবলে' শ্রী. কী ১৯৬

তোলাইঞা ৬৩ — টলাইয়া অর্থাৎ ভয়ে চঞ্চল করিয়া

তোলাএ ২৭৭ — প্রচার করে

তোলাহ ১৯৩ — প্রচার কর

তো সভা, তো সভার ৮৬, ২০১ — তোমাদের সকলের

তোহর, তোহোর ৬৬, ৮৩, ১৯৩, ২৪২, ২৮৪ — তোমার, তোর। 'তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী' চ. প ৬০ 'গরুর সমান তোহোর নাশা' শ্রী. কী ৫৫। তুভ্যম্>তুব্‌ভং>তুহঁ>তুহ, তোহ+ষষ্ঠী

তোহে ১৮, ২৪, ১৪৪, ১৪৮, ১৬৬, ১৬৮, ২৪১, ২৮৯ — তোমার, তোমাকে
'তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগরলহরী সমানা॥' বিদ্যাপতি

তোহ্মা ১৯, ২২-৩, ২৬, ৩৪, ৩৬-৮, ৪০, ৪৩, ৪৮, ৬০-১, ৬৬, ৭৮, ৮৩, ৮৯, ৯২, ৯৭, ১০৪, ১১০, ১৩০-৪, ১৪০, ১৪৩-৬, ১৬৯, ২৫১, ৩১০, ৩২৩-৪, ৩৩১, ৩৩৪ — তোমাকে, তুমি
'নান্দোঘরে বালা বাঢ়ে তোহ্মা বধিবারে
গুণী কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে॥' শ্রী. কী ২
'তোহ্মা কি করিতে পারে' গঙ্গামঙ্গল ২০
'কন্যারত্ন দিব তোহ্মা প্রতিজ্ঞা যে মোর' দ্বিজ ভবানীকৃত লক্ষ্মণদিগ্বিজয়। দ্র. শ্রী. কী, পৃ ১৭৬
*তুষ্মাকম্ (=যুষ্মাকম্)>তুম্হাকং>তুম্হং>তোম্হা>তোহ্মা

তোহ্মাএ ৩৪, ৬১, ৯৬, ১৩১, ১৪১, ১৬৩ — তোমাকে, তোমাতে, তোমায়, তোমার
'আসত নিফল দুখ সহন না জাএ।
ত্রিভুবন-জনমন গোচর তোহ্মাএ' ॥ শ্রী. কী ৮৪

তোহ্মাকে ১১, ৪০, ৪৪, ১৪৫, ২৩২, ২৫২, ৩২৩, ৩২৮ — তোমাকে
'দুতার বচনে আতি বিরাগেঁ
তোহ্মাকে মো মাইলোঁ বাণে ॥' শ্রী. কী ১৪৩

তোহ্মাতে ৯৭, ১১০, ১৩০, ১৫০, ২৮১, ৩০৫, ৩৩২ — তোমাতে, তোমাকে, তোমার, তোমা
'আলিঙ্গন দিআঁ যাহা সুণ ল সুন্দরী।
তোহ্মাতে মজিল চিত ধরিতেঁ না পারী ॥' শ্রী. কী ২৩

তোহ্মার ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২২, ২৪, ৩০-১, ৩৪, ৩৯, ৪০-১, ৪৫-৬, ৪৯, ৬০-১, ৬৬, ৭১-২, ৭৪, ৮৯, ৯২, ৯৭, ১০০, ১০৪, ১০৭, ১১০, ১১৬-৭, ১৩০, ১৩২, ১৩৪-৫, ১৪৩-৪, ১৫৪, ১৬৬, ১৬৮, ২১৪, ২২২, ২৩৩, ২৬৩, ২৭১, ২৯২, ৩১৩, ৩২২-৪, ৩২৭, ৩৩১ — তোমার
'আজি হৈতেঁ বড়ায়ি দেব বনমালী
তোহ্মার ভয়িলা দাসে।
এহা যানি বড়ায়ি করহ যতন
চলহ রাধার পাশে ॥' শ্রী কী ৭
*তুষ্মাকম্ (-যুষ্মাকম্) > তুম্হাকং > তুম্হং > তোম্হা > তোহ্মা + ষষ্ঠী

তোহ্মারে ১১, ১৯, ৩৩, ৩৭, ৪১-২, ৪৯, ৫০, ১১৬, ১৩০, ১৩২, ১৪১-২, ১৪৪, ১৫০, ১৫২, ২৫১, ২৮১, ৩১৩, ৩২১-২, ৩২৫ — তোমাকে, তোমার
'আইস রাধা কহোঁ তোহ্মারে
কৃষ্ণের পাঁচ আবথা।
বিরহ জরেঁ তেহেঁ জরিলা
পাঠাইলে তোহ্মা বেথাঁ ॥' শ্রী. কী ৮

তোহ্মে ৩০ — তুমি। 'তোহ্মে নানা রূপেঁ কইলেঁ আসুরের খএ' শ্রী. কী ১

ত্রিপুরদাহনে ১৬৮, ২৯৫ — মহাদেবকর্তৃক ত্রিপুরধ্বংস-বিষয়ে। 'লোক-ঋপু ত্রিপুর দহন কৈল হর' চণ্ডী ৪৪

ত্রিবঙ্ক ২৯০ — কুব্‌জার নাম ; তিন ঠাঁই বাঁকা

ত্রিবলিতরঙ্গী ১৮১ — নাভীর নিম্নস্থ রেখার তরঙ্গ। 'তনুমাঝে শোভিছে ত্রিবলী' চণ্ডী ১৩১ 'ত্রিবলি মাঝা বাএ হালে ভোরে' শ্রী. কী ২২ 'ত্রিবলি তরঙ্গিনি রঙ্গা' বিদ্যাপতি

ত্রিবিক্রমের ৯৪ — বামনাবতার শ্রীকৃষ্ণের

ত্রিযোগনির্মাণে ২২ — উপযোগী, তৎকালোপযোগী

থাকু ৭১ — 'নিছন লইআঁ কাহ্নাঞি থাকু এক বাটে' শ্রী. কী ৪৮ 'রহ জিয়ে থাকু সই হও বহু পরমাই' চণ্ডী ১৩৩

থাপ্য ৩১০ — গচ্ছিত

থেহ ১৮৩, ২১২ — থই, স্থৈর্য, অবস্থান। 'তুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী' চ. প ৫২

থোপা ৫৯ — স্তূপ। 'মুকুতার ঝারা পাটথোপ দুই পাশে' শ্রী. কী ১২৩ 'রত্নথোপা ঝোলে শোভে করাঙ্গুলে' চণ্ডী ১৮৬

দআও ৩৬ — সামান্য দয়া

দআর ১০০, ১০৪, ১১৬, ২৪১ — দয়ার পাত্র

দক্ষিণাবর্ত ১৫৮ — শঙ্খবিশেষ। 'দিলেন দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ দশভার' চণ্ডী ৪০০

দগড় ১৭ — বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ∠দ্রগড়। 'ঘন বাজে দগড় দড়মসা' ম. বি ৫১ 'সাজ সাজ পড়ে ডাক দামা দড় বাজে ঢাক' চণ্ডী ২৮৯

দড়মসা ১৬ — বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ডিণ্ডিম দড়মস পূরয়ে দশ বিশ ঢঙ্গ ঢঙ্গ বাজয়ে ঢাক' চণ্ডী ৮০৪

দড়াএ ৬ — পটুতায়, গর্বের সঙ্গে। ∠দৃঢ়

দন্তের পাতনে ৩০২ — দন্তের স্থাপন বা অবস্থান। 'শুভক্ষণ বুঝি কৈল দাণ্ডার পাতনে' শ্রী. কী ৫৫

দরিশাএ ৫৪ — দেখায়

দহে ৯৮, ১২৩, ১৬০, ১৮৪ — অগাধ জলে। 'গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে' শ্রী. কী ১৯

দাপুনি ১২১, ১২৫, ১২৬, ১৫৮, ৩২৪ — দর্পণ, দর্পণী। 'হাথেরে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ' চ. প ৮৮ 'রত্ন জে মুকুট মাথে কনক দাপুনি হাতে' ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ, পৃ ১৪৮

দামড়াদামড়ী ১৯৬	দামড়া বাছুর ও বকনা
* **দামা** ১৬	বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'দামা দরমশা বাজে ব্যালিশ বাজনা' চণ্ডী ৪৬ 'দামা দড়মসা বাজে' ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ, পৃ ১৪৫ ফা. দমামহ
দিঅড়ি ১৬, ১২২, ২৯৪, ৩০৫	দীপ। 'প্রমথ পাছে ধায় চলিল দেবরায় দেয়ড়ি ধরে দানাগণ' চণ্ডী ৭১। ८.দীপবর্তি
দিঠে ৮৫, ১২১, ১৪৩, ২১৭	দৃষ্টিতে। 'তনই লুই আমহে সাণে দিঠা' চ. প ৪৮ 'সমুখ দীঠে পড়িলে বনত ভুখিল বাঘ না খাএ' শ্রী. কী ৩৯
দিবসকে ২৮৪	মাত্র এক দিনের জন্য
দিবাকে ১৫৯	দেওয়ার বিষয়ে। 'পরাণ দিবাক পারোঁ তোহ্মার বচনে' শ্রী. কী ৬
দিমু ২০, ৩৩, ১৮৯, ২৮৮	দিব। 'মুঞি ভিক্ষা দিমু—সভারে এই মাগোঁ দান' চৈ. চ ১১১ (মধ্য)
দিমো ১৫৬	দিব
দীঘল ৩২, ৪২	বিস্তৃত, আয়ত, দীর্ঘ। 'গাঅ বেঢ়িল তোর দীঘল বসন' শ্রী. কী ৬২ 'আকর্ণ দীঘল বিলোচন' চণ্ডী ১৩১
দু-অজে ২০০	দ্বিতীয়ে। 'তো মোর নাতি যেহ্ন দুঅজ পরাণ' শ্রী. কী ৫ 'তোর অনুমতি লয়্যা করিল দোওজ বিয়া' চণ্ডী ৫৮০
দু-আখরি ৫৪	মন্ত্রবিশেষ
দুআরা ১২২	দ্বার। 'দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ' চ. প ৫০
দুগোটা ৮৮	দুইটি। 'তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেণুআ' শ্রী. কী ৬৬
দুতিঅ ৩৫, ৫২৮, ৩৩৪	দ্বিতীয়
দুনু ১৮৭	দ্বিগুণ
দুবল ১৪৩, ৩২৭	দুর্বল। 'শরীরে দুবল ভৈল কাহ্নে' শ্রী. কী ১২৯
* **দুমা** ১৬	বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ফা. দুমবা ; ধ্বন্যাত্মক শব্দ ?
দুলাল ৩১০	আদর
দুখ্‌খ ৪১, ২০৫	দুঃখ। 'দুঃখে সুখে একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দী জানী' চ. প ৯২
দুহে ৪৩, ২৩৪, ২৪৩, ২৭৯	দুইজনে। 'দুই মুঠকি-ঘায় দুঁহে গড়াগাড় জায়' চণ্ডী ৩১১

দে ১১	দেয়
দেঅর ২৬১	দেবর। 'শশুর শাশুড়ি মৈলা দেওর ভাসুর' চণ্ডী ১৫৬
দেই ৯	দেওয়া হয়। 'নিহএ নি-অমন দে (=দেই) উলাস' চ. প ৮৬। <দয়তে
দেইলী ৫৪	দিলে (পুংলিঙ্গ কর্তায় স্ত্রী-প্রত্যয়)
দেউ ১০, ১৬৬	'মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ' শ্রী. কী ৩২
দেখসিএঁ ২৭৯	আসিয়া দেখ
দেখাকু ১৫	দেখাউক
দেখাসি ১৬৫	দেখাইতেছ (তুচ্ছার্থে)
দেখি ৮	দেখা যায়। 'পঞ্চ বিষয়রে নায়ক রে বিপখ কোবী ন দেখী' চ. প ৬৮
দেখিউ ২৮৪	দেখা যাউক (অনুজ্ঞা)
দেখিএ ৮, ১৬	দেখা যায় (কর্মবাচ্যে)। 'কথো দূর গিআঁ দোখএ একখানী নাএ' শ্রী. কী ৫৭
দেখিমো ৩৪	দেখিব
দেখোহোঁ ৩৩	দেখিতেছি
দেবমানে ৩৪	দেবতার কাল-পরিমাণে
দেবেহো ৯	দেবতাও
দৈফাটি ২৬৮	দুইখান হইয়া
দৈবকী ৩৮, ৭৫, ৮৬	
দোঅজ, দোঅজে, দোওজে ১০৩, ২৯৬	দুইটি। 'তোর অনুমতি লঞা করিল দোওজ বিয়া দিব্য দিয়া কৈল সমর্পণ' চণ্ডী ৫৮০। দিত্য, দ্বিতীয়>দুইজ্জ>দুঅজ, দোঅজ। দ্র. দু অজে
দোআগা ৯১	দুই ভাগ
দোলঙ্গ, দোলঙ্গি ১২১, ২১৩, ৩০১	আন্দোলিত
* **দোহাই** ১৬৩	শপথ, সাহায্যপ্রার্থনা। 'কাতর খুলনা দেই সাধুর দোহাই' চণ্ডী ৪৫৫ 'বিপ্র কহে পাঠান! তোমার পাৎশার দোহাই' চৈ. চ ৭৪৫ (মধ্য)। ফা. দুউ'আ
দোহাল ২৫৪	যে গাভী দুধ দেয়
দ্বাপরের ৭০	
দ্রেকান ৩১	নক্ষত্রবিশেষ। গ্রীক পারিভাষিক শব্দ Deshkan ; দ্র বি. প, পৃ ৩৪৬

দ্রোণ ৪৩ — পূর্ব জন্মে নন্দঘোষ দ্রোণ নামে পরিচিত ; তখন যশোদার নাম ছিল ধরা বা ধরণী ; উক্ত জন্মে দ্রোণ ও ধরণী তপস্যায় চক্রপাণিকে তুষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া নারায়ণ তাঁহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং গোপরূপ ধারণপূর্বক নানা লীলা প্রকাশ করেন।

দ্রৌপদী ১৪৫

ধটি, ধটী ১৭৬, ৩০১ — পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র। 'নেত ধড়ী পড়িধানে' শ্রী. কী ১০৬ 'এতবলি নেতধটী তাঁরে পরাইল' চৈ. চ ৩৭৭ (অন্ত্য)

ধনাই ৭৯ — স্নেহসূচক নাম

ধনিনের ১১৯, ২২৬ — ধনীর

ধনুর্মঅ ২৭১ — কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করিবার জন্য কংসকৃত অনুষ্ঠিত ধনুর্যজ্ঞ

ধবার ১২৬ — রজকের

ধম্মিল্ল ২৩৩ — কেশ

ধরগা ১৭৫ — ধর গিয়া

ধরণী ৪৩ — দ্র. দ্রোণ

ধরণে না জাএ ৫৫, ৬৫, ১৩৪, ১৫১, ২১৬, ২৮২, ৩০২ — ধরিতে কুলায় না, রাখা যায় না। 'ছুলি ছুহি পিঠা ধরণ ন জাই' চ. প ৪৮ 'অ প্রাণ ধরণ না জাএ' শ্রী. কী ৩২৩

ধরিতে ৫৬ — ধটিতে

ধরিল কল্পতরু…ধুথুর ২০২ — জাত কল্পবৃক্ষ ধুতুরায় পরিণত হইল ; সৌভাগ্যোদয়ের প্রারম্ভেই ছুর্ভাগ্যের লক্ষণ। ('ধরিল' পদটি ইল-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ)

ধরিল টাটকি ২২৪ — ধৃত টিট্টিভী পক্ষী

ধরিল শারিকা… পঞ্জরে ২৬৪ — ধৃত শারিকা যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া ছটফট করে, তেমনই কৃষ্ণপ্রেমাতুরা রাধিকা গৃহপিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া অনুক্ষণ কষ্ট পাইতেছেন।

ধরিলেন্ত ১৬৮ — ধরিল

ধরিসিঞাঁ ২০৭ — আসিয়া ধরি

ধর্মখেআ ১৭৮ — যে-খেয়াপারে পারের কড়ি লাগে না

ধর্ম ধর্ম… রাত্রিকাল ৭৬ — নানা পুণ্য কর্মে রাত্রি অতিবাহিত করিল

ধাই ৮৬	গতি
ধাউর ১৬২	ধূর্ত। ধাবকর>ধাঅঅর>ধাউঅর>ধাউর
ধাড়ি ২০৬	বাগান
ধাধসে ১২৩, ১৫১, ২৪৭, ২৯৩, ৩০৩	বিহ্বলতায়। 'অবহু রভস রস করলহুঁ ধাধস'—জ্ঞানদাস দ্বন্দ্ব>ধন্ধ>ধাঁধা+হিন্দি 'সে'
ধান ৬৭, ২৭৫, ২৭৮, ৩১০, ৩২৯, ৩৩২	পরিমাণবিশেষ। সিকি রতি, ৪ ধানে ১ রতি। 'চারি ধানে রতি হয়'—শুভঙ্কর
ধেআই ২৫৫	চিন্তা করি। 'আহোনিশি যোগ ধেআই' শ্রী. কী ১৪১
ধেউর ১৮৫	ধাড়ি, বয়স্ক
ধেনু, ধেনুক ৩৭, ৯৮, ২৫৪, ৩১৬	কংসচর ধেণুকাসুর; এই অসুর বলরামকর্তৃক নিহত হয় যমুনা-পুলিনে তালবনে
ধ্যানলএ ২৬৯	ধ্যানে লীন হইয়া
নঅ ২৯৭	অগ্রাহ্য
নআন ১৯, ২৪৮	
নখটঙ্কে ২৪৪ ৩৩	তীক্ষ্ণধার নখদ্বারা। নখরূপ টঙ্ক বা অস্ত্রবিশেষ
নগরশোহনী ৫৬	নগরের শোভাকারী
নগরিআ ৫৯	নগরবাসী। 'নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল' চৈ. চ ৭৫২ (আদি)
নঠ ২৫	নষ্ট। 'চিরকাল দধি দুধ ঘরে নঠ হএ' শ্রী. কী ১২
নড়ি, নঢ়ি ৬৪, ৭৬, ৮০, ১১৫, ১৩৮	যষ্টী। খই লয় ঘিচী কড়ি বিদমালা দেই নড়ি হরিদ্রা বসন পান গুয়া॥ চণ্ডী ৩৮৫
নন্দ ৪৩, ৭২-৪ ৭৯, ৮৭, ৯৯, ১০২, ১১১, ১১৩, ১১৭-৮, ১২২, ১৩৩-৪, ১৪৪, ১৬৮, ২৫৪, ২৬৯-৭১, ২৭৩, ২৮১, ২৮৮, ৩০২	ইনি পূর্বে দ্রোণনামক বসু ছিলেন; ধরা ছিলেন ইঁহার স্ত্রী। ব্রহ্মার আদেশে দ্রোণ নন্দ নামে এবং ধরা যশোদা নামে ব্রজধামে জন্ম-পরিগ্রহ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের একান্ত ভক্তিতে পুত্র-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

নবগ্রহমণি, নবগ্রহী ১২০, ১২৪ নয়টি গ্রহের তুষ্টির জন্য নয়টি পৃথক পৃথক রত্ন

*** নবাতের ৩২১** খেজুরগুড়ের গোল ছোট পাটালির। 'নারিকেল শর্করা নবাত' ম.বি ১৫০। ফা. নবাত

নবিনী ২২০ নবীনা

নলকূবর ৭১ অন্যতর কুবেরকুমার। অপর পুত্রের নাম মণিগ্রীব। দুর্নীতির অপরাধে ইঁহারা দুইজন দেবর্ষি নারদকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে যমলার্জুন বৃক্ষে পরিণত হন।

নশান ২৭৪ শানিত। 'সোহসিং নিঃশান এয়ায়' ঐ. ব্রা ৭৯ 'তীক্ষ্ণ রসান কাটারি' ম. বি ২১৩

নহলি ১৪০, ১৫৯ নূতন। 'দিনে দিনে বাঢ়ে তার নহলী যৌবন' শ্রী. কী ৫

নহে ১৭২, ২৬২, ৩০৩, ৩০৬ দ্র. নঅ

নাঅর ১৮ নাগর। 'মুচ্চউ নাঅর বজ্ঝই মুঢ়ো' চ. প ১২২।<নাগর

নাকসাটে ২৬৫

নাগরপনা ৫৪ রসিকতা। 'এহা জানী তেজ কাহ্নাঞি নাগরপণা' শ্রী. কী ৯৬

নাগেশ্বর ২০৯ নাগকেশর। চাম্পা নাগেশ্বর আর নেআলী মাহ্লী' শ্রী. কী ৬ 'রাঙ্গন তুলিলা নাগেশ্বর' চণ্ডী ১০৯

নাচএ ১৬ নাচে। 'নাচএ নারদ ভেকের গতী' শ্রী. কী ১

নাছ, নাছে ৮, ১৫, ৭৭, ৮৬, ৩২১, ৩৩৩ পাছ দুয়ারের পথ; কিন্তু প্রচলিত অর্থ, সদর দরজা। 'নাছে গিআঁ চাহে রাহী নান্দের নন্দন' শ্রী. কী ১২২ 'জাঁদা রহে প্রতি নাছে প্রজারা পালায় পাছে' চণ্ডী ২২। রথ্যা>লচ্ছা> লাছ> নাচ

নাছিল ২৬৪ ছিল না। 'কপট সাগর হৃদয় তোহ্মার নাছিল মোর গোচরে' শ্রী. কী. ৮৫। না+আছিল

নাট ৯৫ নৃত্য, অভিনয়, কৌতুক। 'মিছা খড়ি পাড় কাহ্নাঞি কপট নাটে' শ্রী. কী ২২ 'নর্তক বাদক ভাট নবদ্বীপে যার নাট' চৈ. চ ৬৬৬ (আদি)

নাটকী ৭৮ ক্রিয়াকৌশল

নাটুআর ৭৮ নাট্যকলাবিষয়ের

নাটের ১৬২ কৌতুককারী (বিশেষণ)

নাথি ৯৮ পদাঘাত। লাথি>নাথি। ফা. লকদ্

নামকে ৩৬ নামের জন্য

নাম্বএ ৫৬ লম্বমান হয়, ঝুলিয়া পড়ে

নাম্বিলা ১০৩ অবতরণ করিলেন। 'বসন তেজি নাম্বিলী যমুনার জলে' শ্রী. কী ১০২

নারিকেলবাড়ি ২০৬ নারিকেলের বাগান। 'লক্ষকের বৃন্দাবন মোর ফুলবাড়ী' শ্রী. কী ৮৬। বাটিকা>বাডিআ>বাডী, বাড়ী, বাড়ি

নারিএগ ১৯২ না পারিয়া

নারেঙ্গ ৭৭ লেবুবিশেষ। 'ছোলঙ্গ নারঙ্গ কামরঙ্গ আম্ব লেম্ব ডালিম্ব' শ্রী. কী ৮১ 'ইক্ষু-নাড়ু ভারে ভার ছোলঙ্গ নারঙ্গ আর' চণ্ডী ৩৮৬

নালা কুড়ি ১৭৯ নালা খুড়িয়া বা কাটিয়া

নালিতা ১২৪ কোমলতা; নালিতা শাক অথবা পদ্মের নালের মতো কোমল। 'রান্ধিবে নালিতা শাক হাণ্ডী দুই তিন' চণ্ডী ১৭৫

নাহা ১০ নাথ, প্রভু। 'ন পুচ্ছসি নাহা' চ. প ৬৬।<নাথ

নিঅড়, নিঅড়ি ১৩৮, ২৩৬ নিকট, নিকটে। 'নিঅড়ি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক' চ. প ৮৮ 'তোর সমে আছে মোর নিয়ড় সম্বন্ধ' শ্রী. কী ১০৪

নিঅল ৩০১ নিগড়

নিউদ্দেশ ২৪৮ অন্তর্হিত, নিখোঁজ।<নিরুদ্দেশ

নিকটিএগ ২৬৬ বাহির করিয়া

নিকপটে ১৪৬ অকপটে

নিকরুণা ২২৬ নিষ্ঠুর

নিকলিএগ ২১৯ বাহির হইয়া। 'ঝলকে ঝলকে রক্ত নিকলয়ে তুণ্ডে' চণ্ডী ২৩১। হিন্. নিকল।<নির্গলন

নিকলিতে ১৭৩ বাহির হইতে

নিকলিল ২৭৫, ৩৩৭ বহির হইল। 'নাভি হতে নিকলিল আর পদখান' ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ, পৃ ৮১ 'ঝলকে ঝলকে রক্ত নিকলয়ে তুণ্ডে' চণ্ডী ২৩১

নিকসিএগ, নিকশি ৩৬, ২৩৮ নির্গত হইয়া, চ্যুত হইয়া, ফসকাইয়া। 'কলার পাটুয়াখোলা হৈতে আম্র নিকাশিয়া' চৈ. চ ৫৩৪ (অন্ত্য)

নিকালঞ, নিকালিল ৮১, ১০২, ১১৩, ১১৮, ২৪৪, ২৭৮ — বহিষ্কৃত করিল। 'হিন্দু বোলি দূরহি নিকার' বিদ্যাপতির কীর্তিলতা ; দ্র. ম. বা. বা ৬ 'তুলিয়া আছাড়ে ভূঞে সুনীত নিকলে মুঞে' চণ্ডী ১৫৪। হিন. √নিকাল

নিখকের ২৭৬ — ক্ষুদ্র উকুনের। < নিক্ষা + কের অথবা ∠ নিক্ষা + ক + এর

নিগম ৩০, ৬৯, ৭১ — দ্র. আগম

নিচোলে ৭২, ২২৮, ২৫৯ — উত্তরীয় বস্ত্র। 'এথাঞিঁ কাহ্নাঞিঁর মোঁ ধরিবোঁ নিচোলে' শ্রী. কী ১১০ 'মাথ আধপর রহল নিচোল' জ্ঞানদাস

নিছনি ৫৫, ১৮০, ২১৪, ২২৪, ২৩৮, ৩০২, ৩১০, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩১ — উৎসর্গ, নিবেদন, আলাই-বালাই। 'নিছন লইআঁ কাহ্নাঞিঁ থাকু এক বাটে' শ্রী. কী ৪৮ 'চরণ-নিছনি ফুল চরণের রজ' চণ্ডী ৪৪। < নির্মঞ্ছনীয়

নিছিঞাঁ পেলে ২৬১ — অর্ঘ্যোপহার দেয়। 'নিছিয়া পেলিল নানা বড় খই কলা' ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ, পৃ ১৫৬ 'মো পুনি ইছিয়া নিছিয়া লইলুঁ' চণ্ডীদাস

নিধান ৫৮ — ভাণ্ডার, আগার

নিবিঝমে ৩২৪ — স্পন্দনরহিত, স্থির

নিবিবন্ধন ২৮, ২৪৪ — রমণীর কটিবন্ধনী। 'তনু মন বিবশ খসয়ে নিবিবন্ধ' বিদ্যাপতি

নিবুধি ৭৪ — নির্বোধ। 'জো সো বুধী সোই-নিবুধী' চ. প ৯০। < নির্বুদ্ধিক

নিমাথী ১৫৩ — যেখানে মাথা বা কর্তা নাই, অভিভাবকহীনা, অনাথা। 'নিমাথি দেখিআঁ মোক বল করে কাহ্নে' শ্রী. কী ১০৭

নিমিটে ১৫ — পলক ফেলে

নিমিষাই ২৬১ — নিমিষের মধ্যে

নিরঞ্জন ৩৩, ৪৭, ৬৯ — পরব্রহ্ম। 'বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন' শ্রী. কী ৯২ 'যগত অধিপ নিরঞ্জন' চণ্ডী ২

নিরিশনে, নিরির্শনে ২৫৩, ২৫৬, ৩১৫, ৩১৭, ৩২২ — চিহ্ন, নিদর্শন। 'নিজ ঘণ্টা দিয়া নিরীশন' চণ্ডী ৯০

নির্মঞ্ছিঞা ১১৮ — আরাধনা করিয়া। 'প্রাণরাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্মঞ্ছন' চৈ. চ ৩৭৬ (অন্ত্য)

নিশ্চএ ভাগে ২৮ — নিশ্চিত কালে অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে

নিশ্চএর বেলে ৭৫ — দ্র. নিশ্চএ ভাগে

নিহরে ১৬৫, ১৭৮ — দগ্ধ বা বিদ্ধ করে। ∠ নির্হরণ

নিঃক্ষত্রিঅ ৪৪ — বিষ্ণুর ষষ্ঠাবতারের প্রসঙ্গ

নীত ২৪, ৫৮, ২৮৮ — নীতি, শাস্ত্রবিধি

নীরে ক্ষীরে···মন ১৯১ — জল এবং দুগ্ধ যেমন মিলিয়া যায়, তেমনই রাধিকা এবং কৃষ্ণের মনও এক হইয়া গেল

নুনির ৬২, ৯৯, ২০৬ — নবনীর

নেঅটাঅ ৩২১ — প্রত্যাবর্তন করে। নি-√বৃৎ>নিবট্ট>নিঅট্ট>নিঅট, নেঅট

নেঅটী ১৬ — ফিরিয়া। 'এত বলি নেউটি প্রভু গেলা নিজস্থানে' চৈ. চ ৪৪২ (অন্ত্য)

নেআই ৫৮, ১৫৯ — তর্কবিতর্ক ; চলিত ভাষায় 'নেই করা'। 'আশেষ নেআঅ জুড়ী' শ্রী. কী ৩৯।<ন্যায়

নেআই, নেআইএ, নেআএ ১৬, ৬৭, ৭৩, ১৪৬, ১৯২, ২০০, ২৭৭, ৩০৯, ৩২০ — কাটাই, কাটায়

নেআইবে ৭৪ — হস্তচ্যুত করাইবে, লওয়াইবে

নেআইল ১৯২, ২৫৫, ২৬৩, ৩৩৫ — তর্কবিতর্ক করিল, হারাইল, অতিবাহিত করিল দ্র. নেআই

নেউ ১৭৬ — লউক। 'যে হএ মজুরি তার তাহাকেহো নেউ' শ্রী. কী ৭৮

নেউটি ১৬৪ — দ্র. নেঅটি

নেউটিঞা ৫৮ — ফিরিয়া

নেকু ১৬২ — লউক

নেঙ্গুরের ৩০২ — লাঙ্গুলের

নেতফালি ৮০, ৯৩ — এক টুকরা সূক্ষ্ম বস্ত্রবিশেষ। 'পরিধান নেত লাসী' শ্রী. কী ১৩১

নেতের ৫৯, ৬২, ৮২, ১৬৪ — সূক্ষ্ম বস্ত্রবিশেষের। 'নেতবাস ওহারণ দিআঁ' শ্রী. কী ৪ 'নেতের বসন পরিধান' চণ্ডী

নেবারে ৬৩ — নিবারণ করে

নেহ, নেহা ২৪০, ২৫২, ২৫৫ — স্নেহ। 'আহ্মা সনে নেহ রাধা বড় পুণ্যে পাইএ' শ্রী. কী ২৩ 'ক্ষেণেক সোয়াস্ত নাহি মন চিত কি হল্য শ্যামের নেহা' চণ্ডীদাস

নেহালি, নেহালে ৪৮, ৯৫, ১০৬, ১২১, ১২৪, ১২৬, ১২৮-৯, ১৯০, ১৯৪, ২০০, ২০৩, ২০৭, ২১১, ২১৫-৭, ২২৩, ২২৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫৪, ৩২৮ — দেখে, দেখা যায়। 'উঠিয়া পর্বত-পাড় নেহালয়ে ঝোপঝাড়' চণ্ডী ১৬৫ 'মায়া অনুবন্ধে ছায়াল নেহালে' ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ' পৃ ৫৩ 'ষবে জাওঁ আল কাহাঞিঁ মথুরার হাটে। আহ্মাক নেহালী তোহ্মে যাহা বাটে বাটে॥ শ্রী. কী ৫২। <নিভালন

নেহাসিঞা ১০৭ — আসিয়া গ্রহণ কর। নেহ+আসিঞা

পঅড়ে, পএড়ে ৪৫, ৬৪ — প্রবাহে। রাঢ়ে, বিশেষতঃ দক্ষিণাঞ্চলে 'পএড়' (=বন্যা) কথাটি বিশেষ প্রচলিত। ∠*পয়গড়

পআন ৪১, ১২৫, ১৯৯, ২৮০-২, ২৮৬ — প্রস্থান। 'জাইয়া সঙ্গে ধর্মকেতু কথ কালে মুক্তি হেতু বারাণশী করিলা পয়ান' চণ্ডী ১৪১। <প্রয়াণ

পঙ্গুআ, পাঙ্গুআ ৯৬, ১৮২ — খঞ্জ, পাদবিকল। 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্' গীতামঙ্গলাচরণ

পটহা ১৬ — ঢাক, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'সন্ধ্যাবলিপটহতাং' মেঘদূত, পূর্ব।৩৪.

পড়খা ১৯৮ — পরথ, বোরখা ?

পড়িএ নাঞি ১৮ — পড়ে না

পড়েসিঞা ৩১৯ — আসিয়া পড়ে

পদ্মাবতী ২১৩, ২১৬ — অষ্ট সখীর অন্যতমা

পর ৩৩১ — শ্রেষ্ঠ, উত্তম। 'ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ' গীতা, ৩।৪২

পরতেখ ৫ — প্রত্যক্ষ। 'ভাল ভৈল বড়ায়ি মোর ভৈল পরতেখ' শ্রী. কী ৫৪

পরহু, পড়হুঁ ১৯, ২০, ৩৬, ৩৮, ১৩০, ২৮৫ — পড়ি, পতিত হই। 'না ভাণ্ডিহ সত্য বল পড়হুঁ চরণে' শ্রী. বি

পরাঅত ২৮ — পরের অধীন। ∠পরায়ত্ত

পরিআসে ২৮৮ — সম্যক আয়াসে, অতিক্লেশে

পরিখ্যা ২০৪ ৫ — পরিখা। 'পরিখীকৃতসাগরাম্' রঘুবংশম্, ১।৩০

পরিৎসদে ১৫-৭, ৮২ — পারিষদ্ লইয়া, সভাসদে, পরিচ্ছদে

পরিভএ ৬৮ — পরাভব

পরিশণে ১২২, ১৯৭ — অন্নাদি পরিবেশনে

পরিশনে ৩০৩ — স্পর্শনে

পরিশে ৯৫ — পরিবেশন করে। 'পরিশে লহনা নারী গায় দেখি ঘর্মধারা' চণ্ডী ১৩৫

পল্লভ ছাড়িয়া …চিবাএ ৭ — কণ্টকভোজী ন্যায়; লোকশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টান্ত (popular maxim) আছে; ইহাদের 'ন্যায়' বলা হয়। এইরূপ ন্যায় অনেক; 'উষ্ট্রকণ্টকভক্ষণ ন্যায়' ইহাদের অন্যতম। ইহার ব্যঞ্জনা, অল্প সুখের আশায় প্রচুর দুঃখভোগ।

পহিল, পহিলহি ৮৪, ৯৯, ১০২-৩, ১০৫-৬, ১৩৩, ১৪৩, ১৫০, ১৭৩, ১৯৭, ২০০, ২০৬, ২৭৫, ২৯৬, ৩১৪, ৩১৯ — প্রথম। 'পহিল বিআণ মোর বাসনযুড়া' চ. প ৭২
'ভূঞা হাসি কহে—আমি জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে॥' চৈ. চ ৮২৯ (মধ্য)
'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল॥' চৈ. চ ৩৪৬ (মধ্য)।
হিন. পহিল

পসারে ৯ — বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর আধারে। 'লুঁড়িআঁ সব পসার খাইবোঁ দধি তাহার' শ্রী. কী ১১

পাই ৭ — পাওয়া যায়। 'কাঁচ ফল ভাঁগিলে কিছু রস না পাই' শ্রী. কী ৪৭

পাইএ ৯ — পাওয়া যায়। 'আহ্মা সমে নেহ রাধা বড় পুণ্যে পাইএ' শ্রী. কী ২৩

* পাইক ২৫ — প্রহরী, পদাতিক। 'পাইক পায়দল আগু ধায়' ম. বি ৭০ 'ধায় পাইক চাপ ঢাল' চণ্ডী ২৯৬। ফা. পইক। ∠পাদিক

পাউ ৩৬ — পাই (উত্তম পুরুষে)

পাউটি, পাওরি ১৯৫, ২০৪ — পায়ের অলংকারবিশেষ

পাঁউ ২৭৮ — পাউক

পাঁতরে ৩১৬ — প্রান্তরে। 'পাতরে একসরী পাইলেঁ নিমাথিতী' শ্রী. কী ১৭

পাকা-মহাকাল-চিন ২৩৯ — অত্যন্ত কুটিলতার চিহ্ন

পাকিল ৩০৭ — পক্ক (বিশেষণ)। 'দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে' শ্রী. কী ১৮

পাকে ৩৬, ১০৭, ১৩২, ২৯৫ — কারণে, প্রকারে। 'পাকে সম্বর মারি' শ্রী. বি ৮৬ 'জামাতার পাকে ঘরে হৈলা শর্পভয়' চণ্ডী ৮৩

পাকের ১৪৯, ১৬১ কুশলী

পাখড়ি ২২৭, ২৩০ পাপড়ি। 'এক স পদমা চৌষট্টি পাখুড়ী' চ. প ১০ 'ফুল তুলি লৈল রাধা ভাঙ্গিআঁ পাখুড়ী' শ্রী. কী ৮৬

পাখালিঞা ৩৩৩ ধুইয়া। প্র-√ক্ষালি > পক্খাল > পখাল, পাখাল

পাখি…উড়ি পড়ি ২৬৯ 'পাখী জাতি যদি হঙ পিয়া পাশে উড়ি যাঙ' বিদ্যাপতি 'পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ' শ্রী. কী ২৯৪

পাগ ২১৫, ২৮৯ উষ্ণীষ। 'মৌলার বঙ্কিণী বন্দ মস্তকের পাগে' চণ্ডী ১৭। হি. পাগ

পাঙড়ি ২০৪, ২২০ পায়ের অলংকারবিশেষ

পাঙড়ি ৩৩৬ প্রাকৃত, নীচ, ইতর। < পামর

পাছাড়ি ২০৫ পশ্চাৎ করি বা ফিরাই

পাছাড়ে ৮১, ৯৯, ৩১৭ প্রসরণে, প্রসরণপূর্বক চাহে, আকুলি বিকুলি। ∠ প্র-√সারি

পাছুআ ১৪২ পশ্চাৎ। 'নেত ধড়ী পিন্ধি আগু পাছু গাঁথাএ' শ্রী. কী ১৩৩

পাছোড়া ৮৫, ১২১ ১৯৪, ৩০১ গাত্রবস্ত্র। < প্রচ্ছদ

পাজ কাটে ৭৭ জাবর কাটে, রোমন্থন করে

পাট ৫৯ পাটা, কাষ্ঠ, চাপ। 'চারি পাট চিরী নাঅ দিল যোখ মাপে' শ্রী. কী ৫৫

পাটছাতা ১২১ রেশমের ছাতা

পাটভাল ১৯৫

পাট থোপা ৩০১ পট্টস্তপ, রেশমী সূত্রগুচ্ছ। 'মুকুতার ঝারা পাটথোপ দুই পাশে' শ্রী. কী ১২৩

পাটাড়ি ৮৫ প্রধান খেলোয়ার

পাটাড়িল ৯৮, ১০২, ১১৪, ১৯৫, ২০৯ ঘিরিল

পাটান্তর, পাটান্তরী ৭০, ১৪৪ তুলনা

পাটী পাটী ১২৫ পরিপাটীরূপে

পাটে ১৬১ সিংহাসনে, রাজতক্তে। 'না মানসি কংসরাঅ পাটে' শ্রী. কী ৪২

পাটে পাটে ১৮৭-৮, ১৯৫ প্রতি-অংশে

পাটোআড়ে পাটোআর ৫৭, ৮০, ২৫৯ — বিস্তৃত হয়, বিস্তার

পাড়ি ২০৮ — পাহাড়

পাঢ়এ ৫৭

পাণ্ডেমা ২৮ — পাণ্ডুবর্ণ

পাতনে ৪২ — স্থাপন, অবস্থান

পাতহ পাষণ্ডে ১০৭ — পাপিষ্ঠাচরণ কর

পাতিআ ৫৩ — শপথ। 'য়েই না কথায় পাতিয়াস কোন জন' চণ্ডী ৩১৮।<প্রত্যয়

পাতিআই ৫৪, ১৬৯ — প্রত্যয় করাই, সান্ত্বনা দেই। 'তা সুণি কে বা পাতিআএ' শ্রী. কী ৪২

পাতিআন ২৪০ — সান্ত্বনা, বিশ্বাস। 'দুয়েরে বাল্মীকি মুনি দেন পাতিআন' কৃত্তিবাস

পাত্যাইতে ৫৪ — প্রত্যয় করিতে, শান্ত করিতে

পাত্যাএ ৭২ — বিশ্বাস। <প্রত্যয়

পানি ৩১৯ — প্রস্থান। <প্রয়াণ

পানিসাহে ১৫ — বিবাহে জলসাধা-বিষয়ে (বরুণ বা গঙ্গার সাধনা)

পান্তো ৯৩ — দিকে। <প্রান্ত

পাপ-আলক্ষ্মী .. নাঞি ৭৮ — অলক্ষ্মী পাপ ভিন্ন আর সমস্তই গৃহে আছে। ইহাতে বৃন্দাবনের পুণ্যবত্তা সূচিত হইতেছে

পারণা ১৭০, ২৪১ — উপবাসের পর পানীয় বা ভোজ্য গ্রহণ

পারা ১৩৬, ১৯৩, ২২৪, ৩৩৩ — সদৃশ। 'যে দেখি যে শুনি শুন বিনোদিনী
পরাণ হারাবে পারা' চণ্ডীদাস
'কোথাহ না দেখি গ দুখিনী মোর পারা' চণ্ডী ৭৪।<প্রায়

পারাইঞা ১৮৫ — পার হইয়া

পার্যাবার ১৭৫ — পারাপার, পার হইবার

পালাউ ২৪১ — পলায়ন করুক। 'পালাউ আন্ধার মদন বিকার' শ্রী. কী ৮৬

পাসরহ ১০১ — ভুলিয়া যাও

পাসরি ২১, ৪০ — বিস্মৃত হইয়া। 'আনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে' শ্রী. কী ১৪০। বি-√স্মৃ>বিস্মরণ>বিসরণ>পসরণ, পাস্‌রণ। হি. বিসরনা, পাসরনা

পাসলী ১৯৮ — পাদাঙ্গুলির ভূষণবিশেষ। 'কনক মল্ল তোর আর পাসলীনিকর' শ্রী. কী ১৫০ 'অঙ্গুরী অঙ্গুলে দিল পাসুল চরণে ভাল' চণ্ডী ১৭৮

পিঅ ৫৬ — পান কর। <পিব

পিঅল ১২৩ — পান করিল

পিআঁন ৫৯, ১৬৩, ১৭৬ — পরিহিত, পিনদ্ধ। <পিন্ধন

পিআসিআ ৭৭ — পিপাসিত

পিকবরি ২৩৪ — পিকবর, কোকিলশ্রেষ্ঠ

পিঠালি ৪৪ — চালগুঁড়ার কাই বা আতপ চাউল বাঁটা। পিষ্ট>পিট্‌ঠ>পিঠা+লি

পিঢ়াপিঢ়ি ৬৪ — কাষ্ঠাসন। 'মারয়ে পিড়ির বাড়ি কোণে বস্যা কান্দী' চণ্ডী ৭৪। পীঠ>পীঢ>পীঢ়, পীঢ়া, পীঢ়ি

পিণ্ডাএ ৭৩ — পিঁড়াতে, বারান্দায়, বেদীতে। (মুণ্ডারি 'পিন্‌ডা'=বারান্দা)

পিনাক ২১৫ — বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'পিনাক ধনুক যার অনন্ত সিঞ্জীনী' চণ্ডী ৪৪

পিপীড়াকে ২৮৯ — পিপীলিকার

পিল ৩০৩ — পান করিল। 'মধু পীল হৃষ্ট কাহ্নে' শ্রী. কী ১৫১

পিশুন ২৬৩, ২৭৫ — খল, ক্রূর। 'মনমথ পিশুন কয়ল জীউ অন্ত' জ্ঞানদাস

পীড়এ ৬২ — পীড়ন করে

পুছএ ২৫১ — জিজ্ঞাসা করে। 'পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাহারে' চৈ. চ ১১২ (অন্ত্য)

পুছিল ৭২ — মুছিয়া ফেলিল। প্র-√উঞ্ছ্>প্রোঞ্ছ্>পুঞ্ছ্, পুংছ>পুঁছ, পুছ

পুছে ১৭, ৯১, ১১৬ — √প্রচ্ছ্>পুচ্ছ>পুছ

পুজাএ ১১৩ — পূজা করে

পুঠির ২৫৮ — পুটি মাছের

পুড়িল গড়ুই ১২৬ — পোড়া গর্ত

পুড়ু ৩৬ — পুড়ুক

পুতনা ৩৭, ৪১-৪৩, ৭৪, ৮৬, ৯২, ১৩৬, ১৬৫-৬, ২০২, ২৫৪, ২৫৬, ২৬৭, ২৯৭, ৩০৩ — কামচারিণী বালঘাতিনী রাক্ষসী। কংসের আদেশে এই রাক্ষসী স্তনে বিষ মিশ্রিত করিয়া স্তনপানচ্ছলে কৃষ্ণকে বধ করিতে গোকুলে গমন করে। পূর্ব হইতে কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া বিষমিশ্রিত স্তনপানে রাক্ষসীকে সংহার করেন। হরিবংশে জানা যায়, পূতনা কংশের আদেশে শকুনীবেশে নন্দালয়ে উপস্থিত হয়।

পুতন্তি ১৫৫ — পবিত্র হয়

পুন ৩৪, ২৩২ — পুণ্য। 'বাঁশীগুটী দেহ যবেঁ বড় পুন পাহ তবেঁ' শ্রী. কী ১২৮

পুনি ১২৪, ১৪২ — পোয়ান ; কাঁচা হাঁড়ি কলসী ইত্যাদি পোড়াইবার চুল্লী। 'মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী' শ্রী. কী ১১৬। পবন>পঅণ> পন, পুনি

পুরল ২২৯ — 'নিরমল গৌরপ্রেমরস সিঞ্চনে পূরল সব মন আশ' প. ক।১

পুরী…গুণিজনে ৮ — গুণী জনের হৃদয়ানন্দস্বরূপ মথুরাপুরী দেখিয়া

পুরূবে…ভগবতী ৩৪ — দ্র. ধরণী। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দৈবকীর বিশেষ পরিচয় আছে। দ্র. ভা।৯।২৪

পুশি ৭৩ — প্রবেশ করিয়া। 'গলাত পাথর বান্ধি দহে পশি মরে' শ্রী. কী ১৫৯

পুষ্করাদি ১১২, ১১৪ — চতুষ্টয় মেঘাধিপতি

পূর্ণমিক ২৩০ — পূর্ণিমার। 'কাল মেঘের পাশে শোভে পুনমির চন্দ' শ্রী. কী ৩৭

পৃষ্টি ১০ — পৃষ্ঠপ্রদর্শন (শত্রুকে দেখিয়া পলায়ন)

পেলাইল ২৩০ — ফেলিল। 'পাএ পেলাইল রাধা তোর গুআ পান' শ্রী. কী ১০ 'দক্ষের কাটী শীর অনলে মোহাবীর পেলাইলা যজ্ঞের কুণ্ডে' চণ্ডী ৫২। প্র-√ঈরি>প্রের>পেল্ল>পেল

পেলাউ ৩৬, ৩৮ — ফেলিয়া দেই। 'বাতাস বুঝিয়া পেলাই' প. ক।৯৫৪

পেলাএ ৫৮, ২৬৫ — ফেলায়

পেলাঙ ৩৮, ২০৭ — ফেলি

পেলাপেলি ৪৫, ৯৩, ১২১ — ধাক্কা, ঠেলাঠেলি। 'আরম্ভিল জলকেলি অন্যোন্যে জল-পেলাপেলি' চৈ. চ ৬৩৮ (অন্ত্য)

পেলাহ, পেলিহ ২৪০, ৩৩৬ — ফেলাও, ফেলিও। 'সংসারের মাঝে রাধা দুলহ জীবন। হার পেলাহ পাতল হউ [তোর] তন॥' শ্রী. কী ৬৩

পেলি পেলি ১৬ — ফেলিয়া ফেলিয়া

পেলিমো ৯৪, ১৫৬ — ফেলিয়া দিব, ফেলিব

পেলিল সরিষা… জাএ ১৫, ১২১ — নিক্ষিপ্ত অতিক্ষুদ্র কণা সরিষা পর্যন্ত তলায় যাইতে পারে না (এতই লোকজনের ভিড়)

পেলুঁ ২১৪ — নিক্ষেপ করি। 'দহে পেলোঁ সে ফুলের বাণ' শ্রী. কী ১১৩

পৈশে ৮১, ২৬২ — প্রবেশ করে। 'পরঘরে পৈশে জেন চোর পাটাবুক' শ্রী. কী ১৫৯

পো ৯২ — পুত্র। 'হআঁ কাহ্ন বড়ার পো ভাল কাম না করসি তোঁ' শ্রী. কী ২৬

পোআলী ৫৯ — প্রবাল। 'বিম্ব পোআলেঁ এক ভৈল' শ্রী. কী ২৩০

পোখরির ৪২ — পুষ্করিণীর

পোখানি ৪১, ৭৪ — দ্র. পো। 'চোরের মায়ে যেন পোয়ের লাগিয়া' প. ক।২৫৩। পুত্র>পুত্ত>পুঅ>পো।

পোঙার ২৭ — প্রবাল। 'জিনি বিম্বু অধর পঙারে' বিদ্যাপতি 'যেহু যমজ পৌআর' শ্রী. কী ৬

পোছে ১৪৮ — মুছিয়া ফেলে। প্র-√উঞ্ছ্>পুঞ্ছ>পোঁছ, পোছ

পোড়নি ৩৩০ — কষ্ট, জ্বালা। 'দিন পাঁচ সাত রসত লাগিআঁ দুগুণ পোড়নি সারে' শ্রী. কী ১৩৭

পোঁতলী ১৯৬ — পুত্তলিকাবৎ স্থির বা নিষ্পন্দ

পোসে ৬ — ভরণপোষণ করে

প্রকৃতি পুরুষ ২৪৭

প্রতিআশে ১৪১, ১৪৬ — প্রত্যাশায়। 'বড় পতিআশেঁ মোঁ খোপা ফুলে ভরী' শ্রী. কী ১৪১ 'সঙ্কেত-কুঞ্জহিঁ শেজ বিছায়ই কানু মিলব প্রতিআশ' প. ক।৩১০

প্রতীত ১৮-৯ — বিশ্বাস। 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল' চৈ. চ ৫৫৭ (মধ্য)

প্রবেশাল্য ১০৩ — প্রবেশ করাইলেন

প্রমাণ ২০৪ — প্রস্থ। দ্র. সি. বি. আই।২০

প্রলম্ব, প্রলম্বু ১০২- — দৈত্যবিশেষ। এই কংসচর অসুর বলরামকর্তৃক নিহত হয় বৃন্দাবনে

প্রসগতি ১৪৫ — প্রসঙ্গ

ফাগু ২১৫, ২৯০ — আবীর

ফুক ১৭, ৭৭, ১৯৭ — ফুৎকার। 'বরসা-বাদলেতে অনলে দেহ ফুক' চণ্ডী ৩৭৮ ফুৎকার >ফুক্কার>ফুকার>ফুকা, ফুক

ফুকরে ১৯৫ — প্রকাশ বা উচ্চ শব্দ করে। 'বাহা বাহা করি তবে রাধিকা ফুকরে' শ্রী. কী ৬২

ফুটল ১২১ — প্রস্ফুটিত। 'নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব' প. ক।৫৩

ফুটিবাকে ৫৯ — বিদীর্ণ হইতে

ফুরিল ২৫০ — প্রকাশিত হইল। √স্ফুট>ফুট>ফুড়, ফুর

ফুরে ১৬৪, ২৬৭ — স্ফুরিত বা প্রকাশিত হয়। 'দখিন নয়ন ইহ ফুরই' প. ক।১৫৯৯

ফেখনে ৩০২ — পেখম

বআনে ৪৪ — বদন। 'নির্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে' শ্রী. কী ১৩৬

বইরাগী ১৭১ — <বৈরাগী

বইল ৩৮ — কহিল

বউলে ১২১ — খড়মের মুকুলাকার বদ্ধ কীলক বা বলো। মুকুল>মুউল>মউল> বউল

বক, বকাসুর ৩৭, ৮৯, ৯০, ৯২, ২৫৪, ৩০৩ — কংসানুচর অসুরবিশেষ। কংসের আদেশে এই অসুর বকরূপধারণ-পূর্বক ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণসহ গোপালগণকে হত্যা করিবার জন্য নানা চক্রান্ত করে; পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক এই অসুর নিহত হয়।

বখাটের ১৫৪ — নীতিহীনের

বচনেক ১৫৫ — 'বচনেক বলেঁ। শুন চন্দ্রাবলী রাণী' শ্রী. কী ৬১ 'বচনেক কর অবধান' চণ্ডী ৩৩৯

বড়কে…হএ ১৬৫ — যে লাঘব অর্থাৎ ছোট, সে কোনো কারণে বড় হইলেও বড় বলিয়া অভিহিত হয় না

বড়াই ৮, ১২৮, ১৩২-৮, ১৪১-২, ১৪৪-৬, ১৪৮, ১৬৬ — ব্রজের বৃদ্ধাবিশেষ; প্রসিদ্ধি আছে, ইনি যশোদার মা পাটলার সহচরী। এই বৃদ্ধা নানা উপায়ে রাধা ও কৃষ্ণের মিলনে সহায়তা করেন। কেউ কেউ বলেন, ইনি যোগমায়া।

বড়ি ১৫৮ — বড়, অনেক। 'আজলী রাধা তোঁ আবালী বড়ী' শ্রী. কী ১৫

বৎস, বৎসক, বৎসকাসুর ৮৭, ৮৯, ৯২, ১৩৬, ২৫৪ — কংসানুচর অসুরবিশেষ। কংসের নির্দেশে এই অসুর শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টসাধনে বৎসরূপ ধারণ-পূর্বক সুযোগ অন্বেষণ করিত। একদিন শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া বৎসরূপী এই অসুরকে সংহার করেন।

বনপ্রিয় ২৩৩, ২৫৪ — কোকিল

বনে ২০৫ — জল। 'সময়া বনৌঘনমদভ্রমরাণি' শিশুপালবধ, ৬।৭৩

বন্ধুকে ২৩৭ — রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষে, বান্ধুলি ফুলে। 'আধর বন্ধুলী গণ্ড মধুক সমানে' শ্রী. কী ১০১ 'অধর বন্ধুক মাধ্বীক-অধিক' প. ক।২১৬৪

বন্ধের মুক্তি ৬ — অজ্ঞানতারূপ বন্ধন অথবা সংসারের অবিদ্যারূপ বন্ধনের মোচন

* **বরাবরে** ২০, ৭৩ — সমীপে। 'চারি মেঘ করিবর আল্যা ইন্দ্র বরাবর' চণ্ডী ২৪৪। ফা. বরাবর

বরিখএ ১৩ — বর্ষণ করে

বরুণ ১১৭-৮ — দিক্‌পাল জলাধিপতি

বলআ ১৪৪ — বলবান। 'বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ' চ. প ৯৬

বলআর ৬২ — বলয়-ভূষণের। 'বাহুত বলআ শোভে পাএ ত নুপুর' শ্রী. কী ৬

বলকা-বলএ ১২০	অলংকারবিশেষে
বলনি, বলনী ৩৯, ৫৯	গঠন, আকৃতি। 'উরুর বলনি রামকদলী' প. ক।১৫৩
বলভদ্র ৪৫	'বলভদ্র খানি এক গুণিলান্ত মণে' শ্রী. কী ৯২
বলি, বলিরাজে ৩৫, ৬৯, ৩০৫	দৈত্যরাজ। ইহার পিতা বিরোচন, পিতামহ প্রহ্লাদ। ইহার বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে মহাভারতের অন্তর্গত শান্তিপর্বে 'বলিবাসবসংবাদে'
বলিদমন ২৪৫	নারায়ণ
বলিহে ২৩১	বলিবে। দ্র. আসিহে
বলীআর, বলীআরি ৪৯, ৫৩, ৮০, ১৫৩, ২৪৫-৬, ৩০০, ৩০৪	বলবান, অতিবুদ্ধিযুক্ত। <*বলীযান্ 'বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ। ভব উলোলে সব বি বোলিয়া॥' চ. প ৯৬
বশদণ্ড ৭৮	
বসুদেব ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪৯, ২৬৬	ইক্ষ্বাকুবংশীয় বসুর পুত্র; মতান্তরে, ইহার পিতা যদুবংশীয় শূর এবং জননী ভোজসুতা মহিষী
বহুআরি ১২৩, ১৫৩-৪, ১৫৯, ২০১, ২৬৩	যুবতী বধূ। 'সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ' চ. প ৪৮. 'বড়ার বহুআরী আম্ভে' শ্রী. কী ৪৩ 'রাখালের হাতে খাণ্ডা বহুড়ির হাতে ভাণ্ডা' চণ্ডী ২৫৮ 'বড়াড়ি বহুআড়ি আমি বড়ারি-ঝিয়াড়ি' প. ক।২৫৮৬
বহুত ১৪	অনেক। 'তাহাত দান রাধে বহুত আহ্মার' শ্রী. কী ৪৫
বহেন্ত ৯৩	বহন করে
বাউ বই...জাএ ৭৮	বায়ু ভিন্ন আর কেহ গ্রাম দিয়া যাইতে পারে না অর্থাৎ বৃন্দাবনে অন্যের প্রবেশাধিকার নাই। ইহাতে বৃন্দাবনের নির্মাণকৌশল ও বিশেষ রক্ষার ব্যবস্থা সূচিত হইতেছে।
বাউলে ১০, ২৮	পাগল, ব্যাকুল।<বাতুল
বাএ ৮০	বায়ু। 'পাঞ্চ পাটের নাঅ মন্থায়িল বাএ' শ্রী. কী ৬২
বাও ৯	
বাগড়ি, বাগাড়ি, বাগুড়ি ৮১, ৯৬, ১৬৩, ২৭৬	কুট কৌশল, প্রতিবন্ধক। 'এড়হ বাগড় কাহ্নাঞি জাইতেঁ দেহ ঘর' শ্রী. কী ৩৩।<বাগুড়া

বাচহ ১৪৭	বল
বাঞ্ছাপুরনিঞা ৩৩৪	আশাপূর্ণকারী
বাজি ১২১	বাদ্য
বাট, বাটে ৮, ১৫ ১৪৫-৬, ১৫১, ১৭৬, ১৮৭, ১৯০, ১৯৯, ২৯২-৩	পথ। 'বহল বাট দুই-আর ন দিশঅ' চ. প ৮০ 'বিঘিনি বিথারিত বাট' বিদ্যাপতি 'বাট দান হাট দান লইলোঁ রাজঘরে' শ্রী. কী ১৬ 'নানা চিত্র পাশানে বান্ধিলা নাছ বাট' চণ্ডী ৯২
বাটাইঞা ৯৭	ভাগ ভাগ করিয়া অর্থাৎ ছাড়িয়া দিয়া
বাটাএ ১১৯	তাম্বূলাধারে
বাটিঞাঁ। ২৩০	ভাগ করিয়া। 'তুহারে প্রবোধ করি বাটিয়া দিলেন গৌরী রন্ধন করিলা ভগবতী।' চণ্ডী ৮৫
বাটে মুখে ১৯৬	গাভীর বাঁটের মুখে
বাড়ি ৬৩	যষ্টি। 'লাভে কিল বাড়ী খাই বান্ধিল জাই' শ্রী. কী ২৮
বাড়ে বেঢ়া ১০৪	বেড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত। 'পথে সিজের বারি হয়, ফুটিয়া চলিলা' চৈ. চ ৪৪২ (অন্ত্য)
বাতে ১১৬	বার্তা, কথা। 'না চিহ্নিলি আল রাধা না শুনিলি বাত' শ্রী. কী ৩৫ 'শুনিতে তোহারি বাত পুলকে ভরয়ে গাত' প. ক।৯৪; হিন. বাত।<বার্তা
বাথানে ৭৭, ৮৪	গোষ্ঠে গাভীবন্ধনের স্থানে, গোষ্ঠভূমিতে। 'বনভাগে বসায় বাথান' চণ্ডী ২৭১ 'বাথানে আসিয়া সুখে শিঙ্গা দিল চাঁদমুখে' প. ক।১২২৮
বাদলে ২৫৮, ৩৩৫	বর্ষায়, বর্ষণে। 'ভাদ্রপদ-মাসে ঝড় দুরন্ত বাদল' চণ্ডী ২০০। <বার্দল
*** বাদা বনে** ২৯৮	জঙ্গলে, বহুবিস্তীর্ণ অকর্ষিত নিম্নস্থানে। আ. বাদীয়া
বাধসে ৩৯, ১০৯	বর্ধিত হইতেছে, আতিশয্যে
বান্ধুলি ২২৫, ২৩০	রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ। 'নেয়ালী বান্ধুলী চাঁপা আর তুলসী' চণ্ডী ৯৩
বান্ধে ২৩২	বাঁধের দ্বারা। বন্ধ>বংধ>বাঁধ। ফা. বন্‌ধ্‌
বাপকে অধিক ৩১২	বাপ অপেক্ষা বেশি (অধিকযোগে -কে বিভক্তি)
বাপা ৭৬	স্নেহপাত্র, পিতা। 'সরহ ভণই বপা উজুবাট ভাইলা' চ. প ৮৮
বাপাএ ৫৪	স্নেহের দুলার পুত্রকে
বামন ৩৫, ৪৫	বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার
বারেক ২০	একবার। 'বারেক করাহ যবেঁ রাধা দরশনে' শ্রী. কী ৯

বালড়ি ৫৬, ১৯১, ২০৬ — বাইল, কচি গোটা পাত

* **বালিসে** ২১৩, ২৯৬ — উপাধানে। ফা. বালিশ

বালী ১৩৭ — বালিকা। 'বস্থল আনিল ঘরে যশোদার বালী' শ্রী. কী ২

বাসহর, বাসহরে ১৭, ১৯ — বাসর, বাসঘরে। 'গর্ত্তে নীর হেমবারী দূর্বা তণ্ডুলাদি করি পূজা লবে বাশর মঙ্গলে' চণ্ডী ৯১

বাসাএ ৫৩ — ইচ্ছা করে

বাসি কাপড় ৯০ — ধোপার ধোয়া সাদা কাপড়

বাসুকি ১০, ৩৫ — নাগরাজ। ইঁহার পিতা মহর্ষি কশ্যপ ও মাতা দক্ষকন্যা কদ্রু

বাহি ২৫৯ — বাহু

বাহিটে, বাহিতে ১২০, ১২৫-৬ — বাহুতে

বাহিরাইতে ২২৮ — বাহিরে আসিতে (বাহির+আইতে)

বাহিরাইল ৯১ — বাহিরে আসিল (বাহির+আইল) 'চেতন পাইলে হস্ত-পদ বাহিরাইল' চৈ. চ ৫৭০ (অন্ত্য)

বাহুক ৭৬ — বাঁক। 'চামড় কাঠের বাঁহুক যোড়িআঁ তেবহু কৈল সীকা' শ্রী. কী ৭০

বাহুটী ১২৫ — বাহুর অলংকারবিশেষ

বাহুড়ি ১৮৪ — ফিরিয়া। 'বাহুড়ী আপন ঘর করহ গমন' শ্রী. কী ৪১

বাহুলে ১৭৪ — পাগল, বাউল

বাহের ৬২, ৯১ — বাহুর। 'বাহের বলয়া না পিন্ধিবোঁ' শ্রী. কী ২৫

বিউপতি ৭ — জ্ঞান। ∠ ব্যুৎপত্তি

বিউমতি ২৯৩ — বিশেষ উন্মত্ত, বিমতি

বিকে ১৫৯, ১৬২, ১৬৬ — বিক্রয় করিতে, বিক্রয়ের জন্য। 'দধি বিকে জাইতেঁ সঙ্গে মথুরানগরী' শ্রী. কী ৫

বিঘটাই ১৬৭ — নষ্ট করা হইতেছে

বিঘটাইতে ১৭৪ — ব্যর্থ করিতে। 'মিলল রতন কিয়ে পুন বিঘটাওয়ে' প. ক।১৭৩২

বিঘটাসি ১৪৬ — নষ্ট করিতেছ (তুচ্ছার্থে)

বিচে ৮০ — বিছাইয়া দেয়

বিজঅ ১৯৩, ২০৪ — যাত্রা। 'আর দিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয়' চৈ. চ ৬০৭ (মধ্য)

বিতথ ৩২১ — অনেক, বিস্তৃত। 'ত্রিভুবনে যত শোভার বিততি' প. ক।২১৪৮। ∠ বিতত

বিতথা ১৩ — মিথ্যা। 'ন বিতথা পরিহাসকথাস্বপি' রঘুবংশ ৯।৮। ∠ বিতথ্য

বিতানে ১৩০ — সমষ্টি, বিস্তার। 'বিতানিত মনসিজ-তন্ত্র' প. ক।২৬০৯

বিথান ৬১, ২৩০ — বিশৃঙ্খল, ইতস্ততঃ ছড়ানো, বিকীর্ণ।<বি-স্থান, বিতান

বিথারে ১২৪ — বিস্তৃত হয়। 'বিথর দেখিলেঁ বিথর শুনিলেঁ' শ্রী. কী ৭

*** বিদাঅ, বিদাই, বিদাএ** ৪৫, ৫২, ৯০, ১০২, ১১৮, ১৯১, ২৬৪, ২৮১-২, ২৮৪, ৩৩৪ — 'আইস্থানে করিলেন সন্তোষে বিদায়' চৈ. ভা. ৪৮৪ 'সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া শ্রীরাম চিন্তিত' কৃত্তি 'ক্ষণং গৃহঞ্চ যাস্যামি বিশিষ্টং কার্যমস্তি মে। বিদায়ং দেহি সংপ্রীত্যা ক্ষণং মে প্রাণবল্লভে ॥' ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ আ. বিদ'ঈ

বিদারে ১৮৬ — বিদীর্ণ স্থানে

বিদ্রুমের ২১০ — রক্তপ্রবালের

বিনতানন্দন ১০১, ২০০ — পক্ষিরাজ গরুড়। ইহার জনক মহর্ষি কশ্যপ ও জননী দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা বিনতা

বিনাঞা ১০০, ১১০ — দীর্ঘ স্বর করিয়া

বিনানি, বিনানে ৩০৬ — বিন্যাস, বিন্যাসে। 'সে সব বিনানি নন্দের ঘরণী দেখিয়া হইলা সুখী' প. ক।২৫৫৯

বিনি ৯, ১০ — বিনা। 'তুলিতেঁ নাগ্বায়িতেঁ পাইল আলিঙ্গন কাহ্নাঞিঁ বিনি যতনে' শ্রী. কী ৮৩ 'বিনি পরিচয়ে মোর পরাণ কেমন করে' প. ক।১২৫

বিনি…জাতি ৯ — প্রত্যেক মানুষই সুন্দর এবং দেখিতে একই রকম; সুতরাং কাহারও জাতি জানিতে চাহিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়

বিনু ৮, ১৪, ৪০, ৯৭ — ভিন্ন। 'জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি' চ. প ৫২

বিপঞ্চি ১২, ১৬ — বাদ্যবিশেষ, বীণা, বাঁশী

বিপত্য ৯২ — বিপদ।<বিপত্তি

বিপ্র বহি…করে ৭৮ — ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ হাত পাতে না অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছাড়া সকলেই ধনী

বিবুধি ৭৪ — দুবুদ্ধি। 'ছাড়হ বিবুধি কাহ্নাঞিঁ সুণ মোর বোল' শ্রী. কী ২৮

বিভা ১৭১ — বিবাহ। 'কোন বরে বিভা দিব কন্যা মোর গৌরী' চণ্ডী ৫৯

বিভাইল ২৯৪ — বিবাহিত

বিভাগ…মনে ২৩০ — বৃন্দাবনের তরুলতা রাধিকার রূপ এবং সৌন্দর্য যেন নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইল

বিভাহ-বেভারে ১৮ — বিবাহ-সংস্কার। 'হেন হএ বড়ার বেভারে' শ্রী. কী ২৫

বিম্বুকে বিম্বুকে ১৮৫-৬ — ঝলকে ঝলকে। 'বুম্বুকে উথলে জল ঝাঁট মার পানী' শ্রী. কী ৬২

বিরতি বিরতি ৮১ — থামিয়া থামিয়া

বিরহ…তুর ২৫২ — সামীপ্য অপেক্ষা বিরহে কৃষ্ণকে অতিনিকটে পাওয়া যায়। বিরহের আর্তি সুগভীর; ইহাতে ভগবান ভক্তকে ধরা না দিয়ে পারেন না।

বিলাও ১৯৪ — বিতরণ কর। 'বিলাহ যৌবন রাধা ল মোর বোল শুন' শ্রী. কী ২৬

বিশিখে ২৪০ — 'কুটিল কটাখ-বিশিখে তনু জর-জর' প. ক।৫৮

বিশ্বম্ভরলীলা ৪৭

বিষমে ১৮ — কঠোর বা দারুণ ভাবে

বিষরি ৯৯ — বিষাক্ত। বিষকারী > বিষআরি > বিষারি, বিষরি; অথবা বিষভরিক বিষহরিঅ > বিষরিঅ > বিষরি

বিষাইল ১২৪, ১৬৬, ১৮৩ — বিষাক্ত। 'বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী' শ্রী. কী ১৫৫ 'বিষাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী, প. ক।১৭৭৮

বিহাণে ৭৬ — 'সাঁঝ ভৈল আইলোঁ বিহাণে' শ্রী. কী ৩৩

বিহুসি ১২৭ — হাসিয়া। 'বিহুসি আইলি তুঅ পাসে' বিদ্যাপতি

বুধসাজ ২৩৭ — নিপুণ বা বুদ্ধিমানের সজ্জা

বুধিবারে ৭৪ — বধ করিতে। 'শুনী কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে' শ্রী. কী ২

বুধিবে ১৪৭ — বুঝাইবে

বুলাইল ৯৮ — বুলাইয়া দিল, ম্রক্ষণ করিল। 'সিতল চন্দন আঙ্গে বুলাঅ' শ্রী. কী ১৩৩

বুলি ১০, ১৭, ২১, ২৫, ২৮, ৩১, ৩৪, ৩৬-৮, ৪১-২, ৪৫-৬, ৪৯, ৫৩-৪, ৬৭, ৭১-৩, ৭৯, ৮৪, ৮৭, ৮৯, ৯০ — বলিয়া। 'বড়ায়ি বড়ায়ি বুলি অঝর নয়নে। কান্দএ একসরী রাধা মাঝ বনে॥' শ্রী. কী ৪৯ 'শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার। বোল বোল বুলি উচ্চে বোলে বার বার॥' চৈ. চ ৫৬৬ (মধ্য)

বুলি ১২	বলাবলি
বুলি ৩২৯	ঘুরিয়া বেড়াই
বুলিহে ১৪৯	বেড়াইবে। দ্র. আসিহে
বুলু ১৯৪	ঘুরুক, ভ্রমণ করুক
বুলে ৪১, ৫৪, ৫৭, ৬০, ৬৯, ৭৪, ৮১, ৮৭, ৯০, ৯৯, ১০৫, ১২২, ১৪১, ১৪৯, ২১১, ২৩৬, ২৬১, ২৯৫, ৩৩১	ভ্রমণ করে। 'কুলে কুলে বুলই' চ. প ৬৬ 'কারণ করিয়া ব্যাঘ্র বুলে ধায়্যা' চণ্ডী ৮৭ 'বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে' ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস রামায়ণ,পৃ ৫৩ 'কৃষ্ণ চাহিয়া বুলে সব বৃন্দাবনে' শ্রী. বি 'কুলি কুলি নিয়া বুলে' কৃত্তি, উত্তর-চরিত ১১৪ 'আপ্তগণে রক্ষিয়া বুলেন নিরন্তর' চৈ. ভা 'হাটে হাটে বুলে' চৈ. চ ১।১৭।১৩১ 'ঘরে ঘরে বুলে' প. ক, পদসংখ্যা ৬১৮
বেআজে ৫৫, ৯৬, ১৯০	ছলনা। 'এভোঁ সুন্দর কাহ্নাঞি না কর বেআজ' শ্রী. কী ২৮ 'ধনি যদি দেখবি না সহে বেয়াজ' প. ক ৩২১
বেআপিতে ১৩	ব্যাপ্ত করিতে। 'পাপ বেআপিত সে ধরম করে খএ' শ্রী. কী ১১৮
বেআলিস ১৯৫, ২১৫	ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর সমবায়ে বাজনা। 'দামামা দগড় বাজে বেয়াল্লিশ বাজনা' কৃত্তি 'পূজাকালে ব্যাল্লীশ বাজন' চণ্ডী ১০৫
বেওঁশিঞা ২২১	বেশ করাইয়া, ডাকিয়া
বেঙসি ২৬৪	অনেক চেষ্টায়, বিশেষ চিন্তা করিয়া। ∠*বি-√মৃশ
বেঢ়িল ২১১	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পরিবেষ্টিত। 'বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস' চ. প ৫৪
বেতবাড়ি ৭৯	বেতের লাঠি
বেতে, বেঁতে ৫৫, ৯০, ৯৩	মুখের ভিতরে, মুখ। 'খেত্যে খেত্যে বেঁতে হৈতে দিতে হৈল ভাইরে' প. ক ১২০০।<বক্ত্র
বেবর্তিঞা ৭৩	বণ্টন করিয়া
বেবথা ২৩৬	<ব্যবস্থা। 'না জানসি ধবম বেবথা' শ্রী. কী ২৬
বেশাইল ৩১৩	
বেসার ১৯৭	মসলা, ঝালবাটনা। 'আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ।' শ্রী. কী ৩০৬ 'মালের বেশারি রান্ধ কুমুড়ার বড়ি' চণ্ডী ৮৬।<বেশবার
বেসালি ৬২	মৃৎপাত্রবিশেষ, দুগ্ধপাত্র। 'চুলাতে রাখি বেসালি' প. ক ১২৯২
বৈরিকে অধিকে ৩১১	শত্রু অপেক্ষা অধিক
বৈষ্ণব...সকল ৭	গোপালবিজয় পাঁচালী বৈষ্ণবগণের ভক্তির আধার এবং অপরের নিকটে সর্বস্বধন-সদৃশ

বৈসাইল ১৩৮, ২৭৯ উপবেশন করাইল

বোঢ়া ২৯ শক্তিশালী

* **বোদলে, বদলে** ১৮৯, ২৪৩ বিনিময়ে। 'ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে' চৈ. চ ১।১৭।১৭৪ আ. বদল্

বোধাঞা ২৮৫, ৩১৯ বুঝাইয়া

বোলই ৭৪ বলায় বা বলাইল। 'যৈছে চটকিনি বোলই' প. ক ২১

বোলকে ১৮ বাক্যনিঃসরণস্থানে অর্থাৎ মুখে, নাসিকাভরণ-বিশেষে (নোলকে ?)

বোলন্তি ১৫৭ বলে। 'পরদারে পাপ নাহি বোলন্তি কাহ্নাঞি' শ্রী. কী ২৭

বোলাএ ৩০৪-৫, ৩১০-১১, ৩৩১ বলায়, প্রচার করে। 'সেহি এহা পথে মাহাদানী বোলাএ' শ্রী. কী ৩৫ 'পরম মগুপ পুন বোলায় ব্রাহ্মণ' চৈ ভা

বোলাহ ৩২৩ প্রচার করিতেছ। 'জন-দুই চারি যাহ বোলাহ' চৈ. চ ৮০ (অন্ত্য)

বোলেন্ত ৯৩ বলে। 'বোলেন্ত কাহ্নাঞি নাম কুলত চাপাআঁ' শ্রী. কী ৫৭

ব্যোমাসুর ২৬৮ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিহত কংসানুচর অসুরবিশেষ

ব্রহ্ম ২৩৬, ২৯২, ৩০৪

ব্রহ্ম-অবতারে ১১১

ব্রহ্মা ৯৫-৭, ১১০, ১৬৬, ১৭২, ২০৫, ২১২, ২২৯, ২৬৯, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৮, ৩১৬

ভই ২০২ হইয়া। 'কমল-কুলিশ মাঝে ভই ম মিঅলি' চ. প ১০৮

ভরছতি ১১১ ভৎর্সনা করে

ভর্ছসি ১৭০ ভৎর্সনা করিতেছ (তুচ্ছার্থে)

ভাএ ৭, ৫৩, ২৭৫, ২৭৮, ৩১৮, ৩৩১ প্রতিভাত বা শোভিত হয়। 'কাহ্ন বিণি মোর এবেঁ একখন এক কুল যুগ ভাএ' শ্রী. কী ২৯৬ 'জে জার মনে ভায়' চণ্ডী ৬৮

ভাগ্যকে অশক্য ২৬ ভাগ্যের ক্ষমতার বাহিরে

ভাঙ ১২০, ২২১ ভ্রূ। 'ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু' বিদ্যাপতি

ভাঙু ২৭, ৫৯, ১২০ দ্র. ভাঙ। 'ভাঙু-লতা ধনু ভ্রমর ভুজঙ্গিনী' বিদ্যাপতি

ভাঙুরি ২৩৯

ভাজিত্যেপারিলে··· মধুকোষে ২৫২ মৌমাছির দোষ থাকিলেও মধুর জন্য মৌচাকের মধুকোষ কখনও নষ্ট করা হয় না

ভাণ্ডুআ ১১২, ১৪০, ১৫০, ৩০৪ — যাহাকে সহজে ভাঁড়ানো যায়, নির্বোধ

ভানে ৯৯ — সদৃশে। 'সর্বঅঙ্গ সুনির্মাণ সুবর্ণপ্রতিমা-ভান' চৈ. চ ১।১৩।১১৫

ভাবি ১৪ — ভবিষ্যৎ, ভবিতব্য

ভারথ পুরাণ, ভারথে ২৫, ১১১ — মহাভারত। 'বিশাই কাচলি লিখে ভারতপুরাণ দেখে' চণ্ডী ১৭৮

ভালাঞি ১৩৪ — সৌভাগ্য, মঙ্গল। হিন. ভলাঈ

ভালিঞা ৮৮, ৯৬ — দেখিয়া। <√নিভালি

ভালিতে ৯, ২৭০ — দেখিতে

ভালে ৫৫, ৯৫, ২৭০, ৩১৪ — দেখে

ভালেঞি ১৬২ — ভালোয় ভালোয়, মঙ্গলমতো

ভুক্তি ৩০ — ভোগ, ভোজন। 'ভুক্তিমুক্তি-আদি বাঞ্ছা' চৈ. চ

ভুখিল ৬০, ২১৮, ২২৮, ২৪১, ২৫৯, ২৬৭, ২৯৪, ৩১৭, ৩২৬ — বুভুক্ষিত। 'কমলিনি কোমল কলেবর। তুহুঁসে ভুলিল মধুকর' প. ক ২২২ 'সমুখ দীঠে পড়িলে বনত ভুখিল বাঘ না খাএ॥' শ্রী. কী ৩৯ নাহিক মধুর কথা যে ঘরে লহনা সতা
হয় যেন ভুখিল বাঘিনী' চণ্ডী ৩৭১

ভুমিথেহ ৯৭

ভেটাইল ১৯০ — পাঠাইল, উপহার দিল

ভেটিল, ভেটিলা ১০৯, ১৭৬, ১৯০, ২৭৫, ৩২৯ — সাক্ষাৎ করিল, মিলিল। 'লঙ্কার মধ্যেতে গিয়া রাবণে ভেটিল' কৃত্তি 'ঘাটত ভেটিল নান্দের পো কাজ না বুঝিল লাজে॥' শ্রী. কী ৯৪

ভেল ১৬৪, ১৮৯, ২৩৫ — হইল। 'মোর ভেল রতি আশোয়াসে' শ্রী. কী ১৫৮ 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল' চৈ. চ ২।৮।১৫২

ভেলে ১২৪ — ভালভাবে, বিহ্বলতাহেতু। বিহ্বল > ভোল > ভোলে, ভেলে

ভোর ৩১৯ — বিভোর। 'দুহুঁ হেরি দুহুঁ ভেল ভোর' প. ক ৫০

ভোল, ভোলে ২২, ১৪৬, ২০৩, ২৩১, ২৯৭, ৩০৪ — বিহ্বল। 'কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা' চ. প ১১৪ 'মনে কিছু না গণলু ও-রসে ভোল' বিদ্যাপতি 'আছুক মানুষ দেবলোক পড়ে ভোল' শ্রী. কী ৮২ 'রাজভোগে হৈয়াছ ভোল' চণ্ডী ১০৬

ভৌম সুখ ৩০ — পার্থিব সুখ

ভ্রমি বুলি ১৩	ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই
ভ্রূহি ৩২, ৪২, ৪৪	ভ্রূ। 'কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল' শ্রী. কী ৩
মইল ৪৬, ৯২	মরিল
মইল কাম ১২৬	মৃত কামদেব
মইলা ২৬৬	দ্র. মইল। 'তিলোত্তমা হেতু দুই ময়িলা এক ঠাই' শ্রী. কী ২৭
মইলে ২০, ২৫০	মরিলে। 'মইলেঁ মুকুতি কিবা সুরপুর জাইএ' শ্রী. কী ৪৯
মকরকুণ্ডল-রুচি ৩২	মকরমুখো কুণ্ডলের দীপ্তি
মগরা খাড়ু ৫৬	মকরমুখো পাদাভরণবিশেষ। 'পএর মগর খাড়ু' শ্রী. কী ৭৯
মঙ্গলচণ্ডী ২৮০	
মণিএ ৮	মণিদ্বারা
মণিগ্রীব ৭১	যক্ষপতি কুবেরের অন্যতর পুত্র। দ্র. জমল-অর্জুন
মতমতি ৪৫	মাতামাতি
মতিমোএ, মতিমোহে ১৮-২০, ২৮, ৭০	মতিভ্রমে বা অজ্ঞানতা-হেতু। 'অবুধ গোআলি না বুঝ মতিমোহে' শ্রী. কী ৪৮
মদনক মালা ২২১	মদনের মালা
মদালসা ২১৩, ২১৬	অষ্টসখীর অন্যতমা
মধুএ ৯	মৌচাককে
মধু-পরবেশে	বসন্তের প্রবেশে বা আগমনে
মনকেহোঁ ২৭	মনের মধ্যেও
মনুলোকে ২৯৫	মর্তলোকে
মনেক ১৭৭	মনে (স্বার্থে 'ক' প্রত্যয়)
মনেঞি ১৫	মনে মনেই
মনেত ২৩	মনে। 'কেহ্নে রাধা মনত গুণসি পাঁচ সাত' শ্রী. কী ৫০
মনোভব ১৭	মদন। 'অত্যারূঢ়ো হি নারীণামকালজ্ঞমনোভবঃ' রঘুবংশ ১২।৩৩ 'ঐছন মনোভব-কেলি' প. ক ২৩৫
মনোরমা ২১৩, ২১৬, ২২০, ২২৮	অষ্টসখীর অন্যতমা
মন্ত্রেসি ৭	মন্ত্রেই
মর্ম্ম ২৮৯, ২৯৯	মর্ম

মরসিল ১০৭ ক্ষমা করা হইল। 'সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলা' শ্রী. কী ১৩০
মরিমো ১৬০ ক্ষমা করে
মরিষে ১১৬
মরু ২৪১ মরুক
*** মলান ১৮৩** কোমলতা, সরসতা। আ. মুলায়ম্। (∠ মৃণাল ?)
মহাকাল ২৩৯ মাকাল ফল। 'মহাকাল ফল আহ্মার তনে' শ্রী. কী ২৪৩
মহাদেই ২৯৮ মহাদেবী
মহাতাপ ১৬ অতিশয় উজ্জ্বলতা
মহারসকাম ২০৯
মহিষের ছালা ২৪৩ মহিষের চামড়া দিয়া রচিত দ্রব্যাধার
মহুরী ১৬ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'দুন্দুভি ডিণ্ডিম মহুরী জয়-ধ্বনি' প. ক ১১২৬
মাউত ৩০০ হস্তিচালক। 'রাউত মাহুত মাল জেবা ধরে অসি ঢাল' চণ্ডী ২২১
মাজরিল ২৫৮ মঞ্জরিত হইল
মাজরে ৩২২ মুকুলিত হয়। 'পশুপাখী ঝুরে পাষাণ মাজরে' প. ক ৩০৪৫
মাড়া হরিতাল ৯০ মর্দন-করা পীতবর্ণ ধাতুবিশেষ। √মৃদ্ > মড্ড > মাড, মাড়, মাড়া
মাতা ১২১-২, ২০৬, ২২৫, ২২৮ উন্মত্ত। 'যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাথী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুকি যায় পাতা॥' চৈ. চ ৭৮৯ (মধ্য)। ∠ মত্ত
মাথাএগা ২৮৩ মথিত বা নষ্ট করিয়া
মাধব ২৮০ 'মা ধব' অর্থাৎ হে পতি! যাইওনা। অন্য অর্থ 'কৃষ্ণ'
মাধবী ২১৩, ২১৬, ২৫১ অষ্টসখীর অন্যতমা
মান ২১২ পরিমাণ। দ্র. সি. বি. আই. ২০
মানমদ ২৪৯ মানবর্ধনকারী। < মানদ
মানসরোবরে ২৮৯ মানসসরোবরে
মানাএগা ১৩৫, ১৬০, ২৪১ বশীভূত করিয়া, সম্মত করাইয়া। 'কথোদিন থাকিলেঁ মো দিতোঁ ষ মানাঞা' শ্রী. কী ১১২
মানানে ১৪৮ মানাইয়া লইতে, সম্মত করাইতে
*** মামলাএ ৬০** ব্যবহারিত বিষয়ে। আ. মব্ আমলহ্
মারিমু, মারিমো ৩৭, ৪১, ২৬৭

মালকাছ ৯০	মালকোঁচা
মালতী ২১৩, ২১৬	অষ্ট সখীর অন্যতমা
মালসাট ৯৪, ৩০৬	মল্লের শব্দ, গর্জন বা দাপট। শব্দ>সদ্দ>সাদ, সাট
মিঠানি…উঠানি ২৫৮	মিষ্ট জলে অর্থাৎ বর্ষার নূতন জলে অথবা পরিষ্কার রৌদ্রালোকিত জলে যেমন পুঁঠি মাছ আনন্দে খেলা করে
মিলিল ১৪৬	মিলিত
মু ৬৭, ২২২, ২৩৮	আমি
মুকল ১৮৩, ২২৬	মুক্ত, ব্যক্ত। 'চিঅরাজ সহাবে মুকল' চ. প ৮৮
মুএ ১৩৮	মুখে
মুকাইএগ ৯৫	মুক্ত করিয়া। মুক্ত>মুক্ক>মুক, মুকা
মুকাইল ২২৪, ২২৬	মুক্ত করিল। 'বিশ্বম্ভর মুকাইল ভক্তির কপাট' চৈ. ভা ২৩৪
মুকাইল ২৯৩	মুক্ত (বিশেষণ)
মুকাএগ ৭২	দ্র. মুকাইএগ
মুকাহ ১৮৩	মুক্ত কর
মুকুতার চুনের ৭৮	ঝিনুকের চুণে নির্মিত
মুখ ১৪৯	মুখ্য
মুখ-মামলাএ ৬০	মুখ বা কথার ব্যবহারে
মুখানি ১২৪, ২৬০	'কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া মুখানি মাজিল গো' প. ক ১৪৭
মুছি ৪৫	'পিত-বাসে মুছই বয়ান' প. ক ৪৩১
মুঞি ৩৮, ৪৬, ১৩০, ১৪৭, ১৪৯	'আইলু মুঞি বড় আশে' শ্রী. কী ১৬০ 'নিচয়ে ভখিমু মুঞি এ গরল বিষে' চণ্ডীদাস 'মুঞি সেই, মুঞি বিশ্ব ধরোঁ' চৈ. ভা ৮৪
মুট্‌কীতে ৩০৫	মুষ্টির মধ্যে। 'দারুণ মুটকি মারে মুখে' চণ্ডী ১৫২। ∠ মুষ্টিক
মুঠিতে ১৮৬	মুষ্টিতে। 'মুঠি যার রচিত পুরটে' শ্রী. কী ২২৩
মুঠ্‌কী ৪৮	মুষ্টি। 'চাছিল ভার দুঈ মুঠী' শ্রী. কী ৬৬
মুঠুনি ৬৩	মুষ্টি
মুড়ি ৫৪	আচ্ছাদন করিয়া। তামিল. মুডি
মুড়িলে ১৮৩	মর্দিত করিলে। 'সিকল মোড়িঅ খস্তাঠাণা' চ. প ৬৮। ∠√মুট্‌
মুণ্ডিআছে ১৩৪	মণ্ডিত বা শোভিত হইয়াছে
মুদড়ি, মুদড়ী ১২০, ১২৬, ১৯৮	অঙ্গুরীয়ক। 'কর সঞে কঙ্কণ মুদরি' প. ক ৯৭৬ 'লাখেকের মুদড়ী দিবোঁর' শ্রী. কী ২৭৯। <মুদ্রিকা

মুদিএ ২২৩ — হৃষ্ট হয়। √মুদ্>মোদতে>মোদএ, মুদএ, মুদিএ

৩৭, ৩০৬ — বলরামকর্তৃক নিহত কংসের জনৈক মল্লবিশেষ

মুহুরে ২২৩ — কামদেব। √মুহ্+ইর>মুহিরে>মুহর

মূর্ছনা ১৯৫ — সঙ্গীতের সপ্তস্বরের আরোহণ বা অবরোহণের ক্রম

মূল-শোধ ২৭৪ — মূল অর্থাৎ কৃষ্ণের মথুরাযাত্রার মূল বিষয় সত্য কিনা তাহার শুদ্ধি বা অনুসন্ধান

মৃগমদে ১২৫ — কস্তুরী

মেন ১৮০, ১৯৯, ২২৯ — মনে কর। 'বাঁশীগুটি দিআঁ মেণ দানে' শ্রী. কী ৩১৪

মেনে ১৭২ — মনে করে। 'মো মেন মনু গোরাচান্দেরে দেখিয়া' প ক ১০৩। <মন্তে

মেলানি, মেলানী ৪০-১, ১০৩, ১২৯, ১৪৭, ২৮০, ১৯২, ২৮০-১ — বিদায়। 'জেব বি লোঅর বান্ধন তেব বি জোইর মেলাণা' চ. প ১২২ 'সভাক মেলানি দিয়া চলিল শ্রীহরি' ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস রামায়ণ, পৃ ৫৭ 'এড়ু দামোদর ঝাঁট জাঁও ঘর দিআরু মোকে মেলানী।' শ্রী. কী ১৫

মো ২৪, ৩৪-৫, ৬৭, ৭১, ৯৬, ১১১, ১১৮, ১২৪, ১২৬, ১৩১-৩, ১৪১, ১৪৭, ১৭২, ১৭৪, ১৮৯, ২৩৮, ২৪৫, ২৯০, ৩১৫, ৩২৭ — আমি, আমাকে, আমার
'ষোল শত গোপী পসার সাজিআঁ
মথুরা জাওঁ মো বিকে ॥' শ্রী. কী ১৪
'মো পুনি ঠেকিয়া গেনু ও নয়ন-ফান্দে' জ্ঞানদাস
'মো মেনে মলুঁ মো মেনে মলুঁ' প. ক ২৭৭
'তৈখনে হরব মো চেতনে' প. ক ১৯৭৪

মোএ ২৩, ৬০, ৯৬ — আমাকে

মোকে ১১০, ২৩৮, ৩২৭ — 'কোপেঁ কণ্ডেঁা মোকে হাথে না ছুইল সামী' শ্রী. কী ১০

মোখে ৩৬, ১৯২ — আমাকে

মোর …থানে ৩৩০ — দেহান্তে আমার পঞ্চভূত যেন কৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া যায়

মোরা ৩১০ — আমার

মোরের ২৭১ — আমার

মোহে ৯৭, ১৪৮ — আমাকে। 'মোহে করল নিরাশে' বিদ্যাপতি

মোহোর, মোহোঁর ১৩, ১০২, ১০৯, ২৬৩, ৩২৩ — আমার। 'মোহোর বিগোআা কহণ ন জাই' চ. প ১২ 'এবে মন নিবারি মোহোর বোল ধর' শ্রী. কী ১২১ 'মোহর মিনতি না শুনি আরতি' প. ক ৮২৫

যাস্তি ২৯৬	যায়। (ক্রিয়াপদে বহুবচনের প্রয়োগ প্রাচীনত্বজ্ঞাপক)
রঙ্কে ২৩৪	দরিদ্র। 'সো এক-আখর-রঙ্ক' প. ক ৬২
রঙ্কের ১৭০, ২৮৯	দরিদ্রের, নীচের। 'রাঙ্কে যেন ভাত পাঞঁা না এড়ে' শ্রী. কী ৮৫ 'নিজ ধন দিতে দিতে তুমি হবে রঙ্ক' চণ্ডী ৩০
রঙ্কের···খাই ২৮৯	অতিদুর্লভ বস্তু দেখা যায় না (প্রবচন)
রজনীত্রিজামা-বিধি ১৫	বিধিবিশেষ; রাত্রির তৃতীয় প্রহরে অনুষ্ঠেয় বিবাহসংক্রান্ত বিধি
রড়ারড়ি ৭২, ৮০, ১৫২	হুড়াহুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, দ্রুতগতিতে। 'তপোবনে যায় রড়ারড়ি' কৃত্তি ১১ 'পালায় রড়ারড়ি' শ্রী. বি ১৬৪
রণতুর ২৭২	সংগ্রামপটহ, রণবাদ্য, রণশিঙা
রত্নাবতী ২১৩	অষ্টসখীর অন্যতমা
রভস ২২৭-৮, ২৬২, ৩২০	কেলি, বিহার। 'না জানি রভস-রস' প. ক ৯৯ 'রভস করবি বুঝি বিদগধ-রায়' প. ক ৫১
রভসে ১৯২, ২১৯, ২৪৫, ২৬৪	আনন্দে, সকৌতুকে, প্রেমে। 'ঐছে বচন পুন না কহবি মোয়। রভসহিঁ বচন সাঁচি জনি হোয়॥' প. ক ২৪৭
রসকে···খেআতি ২২৫	অতিশয় নিষ্পেষণে উত্তম মধুর রসও তিক্ত হইয়া পড়ে
রসমান ৩২৪	রসাত্মক, রসময়
রসানে ২১৫	উজ্জ্বল। ∠রসায়ন
রসুনের গজা ১২৬	রসুনের অঙ্কুর
রহনি, রহনী, রহলি ৫৫, ৮৫, ৯০, ৯৩, ১৮৭, ২০৭, ২৫২	ক্রীড়াবিশেষ, অধিষ্ঠানরূপ ক্রীড়া 'দুই পাল্যের কন্ধে দিয়া দুই পাও। আমার কন্ধেতে বসি রহনি খেলাও॥' চণ্ডী
রহনে না জাএ ৭৪	থাকা যায় না
রহসে ১২০	আমোদপ্রমোদ বা ক্রীড়া করে
রহাইল ১০	থামাইল, অপেক্ষা করাইল। 'কাহ্নাঞিঁ রহাইল দানের ছলে' শ্রী. কী ৫৪
রহাইহ ১৪৯	আটকাইও, রাখিয়া দিও। হিন. রহ্না
রহাএ, রোহাএ ৮৪, ১০০, ১৫৪, ১৬৫, ২৪৬, ২৮৫, ৩১৯	থামায়, রাখে। 'আগু ছিআঁ বাটে তবেঁ কাহ্নাঞিঁ রহাএ' শ্রী. কী ৪৯ 'শমলে রহায় রবিরথ' চণ্ডী ১৩০ 'কি লাগি নন্দের পো ধরিয়া রহায়' প. ক ১৩৯৭

রহাসি ১৫২ — আটকাইতেছ। 'কাজ বিনি কাহ্নাঞিঁ রহায়সি কিকে' শ্রী. কী ২৮

রহি ৪২ — 'রই'কাঠ। আরবি>রই, রহি। হিন্. রঈ

রহিলাগা ২৬ — অবস্থান করিল

রহিলী ২৪০, ২৬১ — দ্র. রহিলাগা (স্ত্রীলিঙ্গ কর্তার ক্রিয়াপদে স্ত্রীপ্রত্যয়)

রহু ২৯ — অবস্থান করুক। 'দ্বারহি রহু পুন থারি' প. ক ১১৩

রাই ৫৪, ১৩৮ ১৭২, ২১৪, ২৫৩, ২৬৪ — 'না পরিহর সুন্দর কানাঞি। সব কলা সম্পূর্ণী তো নাই॥' শ্রী. কী ১৬০

রাএ ১৬, ৬২, ৭৭ — শব্দ করে। 'শেষ পহর রাতী কুয়িলী কাড়ে রাএ' শ্রী কী ৫৭

রাখ পাউ ১৮০ — রক্ষা পাউক

রাখসি ২৮৯ — রাখ বা রক্ষা কর (তুচ্ছার্থে)। 'গোআল গোঠ রাখসি' শ্রী. কী ৩৩

রাখিল হএ ১০ — রক্ষিত হয়। 'খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়' প. ক ৮৯৭

রাখু ৪৬ — রক্ষা করুক, রাখুক

রাঙ্গাধুলা ২৮৯, ৩০৪ — 'রাঙ্গা ধূলা মাখে গায়' চণ্ডী ৪০

রাঙ্গের ১৬৭

রাজবাহক ১০৩ — ক্রীড়াবিশেষ

রাতা ৩৩, ৯৯, ২৩৭, ২৫৮, ২৬১, ৩২৪ — রক্তবর্ণ। 'তোর পাঅ দেখি রাতা উতপল লাজে লুকাইল জলে।' শ্রী. কী ১৬।<রক্ত

রাতিএ ১৬ — 'দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে রাতিহো এ দুখ চান্দে' শ্রী কী ১৩৭

রাবণ ১৭০

রাম ১৩ — বলরাম

রামকদলীর ২০৬ — কদলীবৃক্ষবিশেষের। 'উরু তোর রামকদলী সমানে' শ্রী. কী ২২

রামকলা ৯ — বিশেষ জাতীয় বড় কলা। 'ক্ষীণমধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল' শ্রী. কী ২

রামরাতি ৫২ — আনন্দের বা উৎসবের রাত্রি।< √রম্ (আনন্দলাভ করা)

রাহি, রাহী ২৩৮, ২৪৫ — রাধিকা। 'সাবধান হআঁ মোর বোল শুন রাহী' শ্রী. কী ৬২

রাহু ..উগারে ২৪৮ — তু. কমলে কামিনী প্রসঙ্গ

রাহের ১৬২ — রাহুর

রিপুকে…পৃষ্টি ১০ — শত্রুকে দেখিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলনা

রীত ২১, ৫৬, ৮৮, ১৩৮ — আচরণ। 'তোর ভাল রিত নহে' শ্রী. কী ৩১। 'মিশ্র কহে শচী-স্থানে—দেখি আন রীত' চৈ. চ, ১।১৩।৭৮।<রীতি

রুচির ৩২ — উজ্জ্বল, সুন্দর, মনোজ্ঞ। 'সজল জলদরুচি' শ্রী. কী ৬

রুদ্র ১৬ — বাদ্যবিশেষ ; রুদ্রবীণা ?

রূপডাড়ি ১৯৮ — রূপডালি, রূপসম্ভার

রূপস ৪১, ৫৬ — রূপবান, অতিসুন্দর। 'রূপস দেখিএ যথাঁ' শ্রী. কী ১১৭

রেহা ২২৬ — রেখা। 'যেহ্ন নিকষত শোভে কনকরেহা' শ্রী. কী ১১৪

রোখে ২৩০, ৩২১ — ক্রুদ্ধ হয়। 'জাগর তুরে রহু সপনহি রোখ' প. ক ৪৩। <রোষ

রোহিনী ১৩, ২৬, ৫১, ৬২, ২৮০ — বসুদেবের অন্যতমা পত্নী ও বলরামের জননী। কংসের ভয়ে বসুদেব ইহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন

লইলু ১৬৯ — লইলাম। 'বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজঘরে' শ্রী. কী ১৬

লক্ষেক ২৯ — এক লক্ষ। 'এহাত আহ্মার লক্ষক দানে' শ্রী. কী ২২

লক্ষ্মীকে অধিক ৯৬, ১০৬ — লক্ষ্মী অপেক্ষা বেশি। ('অধিক' যোগে অঞ্চমীর স্থানে 'কে' বিভক্তি)

লখিমী ১১৯ — লক্ষ্মী। 'অপণ অঙ্গের লখিমী হইআঁ' শ্রী. কী ৫১

লঘুর ২৩৪ — নীচ জনের

লড়িলা ৪০ — চলিল। 'লড়িলা জনার্দন কান্ধে লআঁ ভার' শ্রী. কী ৭০

লহু লহু ৩০৩ — মৃদু মৃদু। 'লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহমাঝ' বিদ্যাপতি। <লঘু

লাএ, লাও ১৭৯-৮০ — নৌকা, নৌকায়

লাক্ষা রাগ ১৯৮

লাখকের ২৭৬ — লক্ষ সংখ্যকের। 'লাখেকের মুদড়ী দিবোঁর' শ্রী. কী ২৭৯ 'লক্ষকের বুহিতাল' ম. বি ২১০

লাগ, লাগে ৩৬, ৫৫, ৬৫, ১১৭, ১৭৬, ২২৮, ২৩৩, ২৭৪, ৩১৭ — সঙ্গ, নাগাল। 'দারুণ কাহ্নাঞি যবেঁ লাগ পাএ বনে' শ্রী. কী ৪৮ 'শরভ ভল্লুক বাঘ, বারণ আসি লয় লাগ' চণ্ডী ৫২ 'কৃষ্ণপ্রেম সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লৈয়া' চৈ. চ ৯৩ (আদি)

লাঘব ১৬৫ — ছোট

লাজাই ১৫৫, ১৯৩ — লজ্জা পাই। 'কহিতেঁ লাজাই রাধা তোহ্মার যত কাজ' শ্রী. কী ১৪০

লাজাউলি ১২৭ — লজ্জাবতী, লজ্জায় ব্যাকুলী

লাড়ে ২৪৬ — নাড়ে

*** লাথে** ৯৮ — দ্র. নাথি। 'কেশে ধরি কিল লাথি মারে' চণ্ডী ৪৫৪। ফা. লকদ্

লাপে ৯৬ — লাফে

লাভকে ১৩১	লাভের, লাভের জন্য
লাম্ব ২৪৯	লম্বিত হউক
লাম্বে ৩৩, ১২০ ১৯৫	লম্বিত হয়
লাস-বেশ ১০৪, ৩৩৩	বিলাস বেশ। 'লাস বেশ করে রাধা বড়ই বিহাণে' শ্রী. কী ১৩
লাসিঞা ২৪১	বিলাসভাব দেখাইয়া
লীলাবতী ২১৬	অষ্টসখীর অন্যতমা
লুকাবাকে ১৫৮	লুকাইতে, লুকাইবার জন্য
লুড়ি, লুড়িঞা ১৩৭, ২৫৯, ২৯৫, ৩৩৫	লুটিয়া। 'অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ' চ. প ১১০ 'লুড়িআঁ সব পসার' শ্রী. কী ২৮। <√লুট্
লুলিত ৮১	হিল্লোলিত। 'সিন্দুর লুলিত মুকুতা পাঁতী' শ্রী. কী ১০৬
লুলে ৭৭	দোলে। 'ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে' শ্রী. কী ৩
লেআলি ১৩১	লিইলি, দড়িবিশেষ। রাঢ়-অঞ্চলে ইহাকে 'নেআলি' বলে
লোকদ্বারে ৪১	বাহিরের দরজার পাশে
লোক ··ভরি ১০৬	লোকে শুনিয়া অপমান করিবে (প্রবচন)
লোটনে ১২০	ঝোলে, গড়াগড়ি যায়। 'ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে' শ্রী. কী ৫২
লোণ মুঠা ১৯৭	মুষ্টিপরিমাণ লবণ। 'আঁইস-হাড়ির লোণে' চণ্ডী ৪৪৮
লোণ পানি ১৫৯	লবণময় জল, সমুদ্র
লোভকে ১৫৮	লোভের (সম্বন্ধপদে কে-বিভক্তি)
লোভাই ১৩৩	লুব্ধ হয়। 'পয়োধর উপরে পড়লহুঁ কীর লোভাই' প. ক ২৪৪
লোলে ৫৯, ১২৬, ৩০১-২,	দোলে, কাঁপে, ঝোলে। 'দুই কুচ লুলে' শ্রী. কী ৪ 'বিধিকুতহলী সুস্থির বিজুলি অলকা সুচারু লোলে' চণ্ডী ১৮৮
লোহ, লোহে ২০, ৬৮, ২৯০	নয়নজল। 'ত্রাসে কম্প লোহ ঝরে সহস্র নয়ানে' শ্রী. বি ১৩৫ 'লোহ মুছিআঁ কাহ্ন আপন বসনে' শ্রী. কী ৪৯
লৌকা ১৭৮-৯	নৌকা
শঅনেরে ৬১, ৮২	শয্যায়, শয়নের নিমিত্ত
শঁণ-বাড়ি ২৩৯	শণের ক্ষেত
শকুন ১৪৮, ৩০২	শুভাশুভসূচক চিহ্ন
শত পল ১৭	'শত পল সোনা' চণ্ডা ১৮৩
শত মান ২১২	পরিমানবিশেষ। দ্র. মান
শতেক ১৬৭	'মোর শতেক দানে' শ্রী. কী ৭৬ 'ধায় শতেক কিংকর' চণ্ডী ২২১

শতেশ্বরী, শতেসরী ১৫৬, ১৭২, ২৪০ — শতনরী (হার), শতলহরযুক্ত। 'দশন জুতি গীএ শতেশ্বরী হারে' শ্রী. কী ১৬১ 'বেসর খচিত শতেশ্বরী পহিরল' প. ক ৪৮৩

শবরী ৭৩ — 'ইয়ঞ্চ শ্রমণা নাম সিদ্ধশবরী' উত্তররামচরিত, প্রথম অঙ্ক

শব্দাইল ৩৯

শরণ-পঞ্জর ২০২ — তু. 'অভয়পঞ্জর স্মর গোবিন্দের পদ'

শরভের ২৭৭ — মহাসিংহের। 'অষ্টপাদ্ উর্দ্ধনয়ন উর্ধ্বপাদশ্চতুষ্টয়ঃ। সিংহং হস্তং সমায়াতি শরভো বনগোচরঃ' মহা ১২।১১৭।১৩ 'শরভ করভ কান্দে করি অভিমান' চণ্ডী ১৫৫

শাতি ২৩২ — শাস্তি। 'কুলবতী যুবতি লেউ নিজ শাতি' শ্রী. কী ৭৫

শাল ৩১০, ৩৩৪ — শল্য, শলাকা। 'এ শাল থাকল বুকে' শ্রী. কী ১৩৮

শিংহশালী ৮৮ — শৃঙ্গযুক্ত

শিংহের ৮৮ — শিঙের। 'বালুআতেলেঁ সসরসিংগে আকাশ ফুলিলা' চ. প ১৮০। ∠শৃঙ্গ

শিকা ৬৩, ৭৬, ৯৩, ৯৫ — রজ্জুনির্মিত দ্রব্যাধার। 'শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ' ভাগবত ১০।৮।৩০ 'বাহুক যোড়িআঁ তেরছ কৈল সীকা' শ্রী. কী ৭০। ∠শিক্যা

শিখণ্ডমণ্ডল ১২০ — ময়ূরপুচ্ছরাশি। চূড়ায় উড়য়ে মত্ত মউর-শিখণ্ড' প. ক ১৯

শিখরি-পওধরে ১৫ — (উদয়পর্বতের) শৃঙ্গরূপ পয়োধর

শিঙ্গা ৭৯, ৮০-২ ৮৮, ১০৪ — শৃঙ্গনির্মিত বাদ্যবিশেষ

শিজ ৪৪, ৫৪-৫, ৬১, ৮২, ১০৩, ২২৬, ২৯৬, ৩১৭ — শয্যা

শিব শিব ৯৬, ৯৯, ২৩৪, ২৩৭, ২৫০, ২৫৬, ২৭৬, ২৮৯, ৩০৬, ৩১৬, ৩২০, ৩২৫, ৩২৭, ৩২৯ — খেদসূচক অব্যয়।

ঠামহি রহিঅ ঘুমি পরস চিহ্নিঅ ভূমি
দিগ মগ উপজু সন্দেহ।
হরি হরি সিব সিব ভাবে জাইহ জিব
জাবে ন উপজুসিনেহ॥

দ্র. পাঁচশত বৎসরের পদাবলী—শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, পৃ ৩৭

শিশু কবিশেখর ২৫৮

শিহরি ৮০ — শৃঙ্গের মতো খাড়া করিয়া

শীৎকার ২২১, ৩৩৫ — সম্ভোগসুখ-জাত শব্দ। 'পিবইতে অধর রচই সিতকার' প. ক ৫৩

শুক ৮০, ২৩১ — শুকদেব। বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য মৎসম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বল্লী, পৃ ৬১

শুখাইলা ২৮ — 'সিকতা জল যৈছে খণহি শুখায়ল' প. ক ৯৬৮

শুদ্ধি, শুধি ১৩, ২৯ — তথ্য, তত্ত্ব। 'মোর না জানসি শুধী' শ্রী. কী ৭২

শুধ ৩০২ — স্বচ্ছ, নির্মল

শুনিসি ২৫১ — শুনিয়াছ (আদরার্থে)। 'আন না শুনসি কাণে' প. ক ২৩১

শূনি ৩১৫ — শূন্য। 'শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী' বিদ্যাপতি

শৃকালি ৩৫ — শৃগাল। 'তথি পার কৈলে তুমি হইয়া শৃগালী' চণ্ডী ৫৮৯। <শৃগালী

শেজ, শেজা ১০৩, ৩২৪ — 'এবে নানা ফুলে মোঞ সেজা বিছাইআঁ' শ্রী. কী ১৩৮ 'সাজহ শেজ কমলদল পাতি' প. ক ৭৫। শয্যা>সেজ্জা>সেজা, শেজ

শৈলক ২১৩ — পাহাড়কে। 'কুর্ম গণ্ডা শসক শৈলক' চণ্ডী ১৬৫

শোগে ৬৬ — শোক। হিন্. সোগ

শোষ, শোষে ৩১৭, ৩৩২, ৩৩৫ — শুষ্কতা, তৃষ্ণায়, তৃষ্ণা। 'শফরীং হ্রদশোষবিক্লবাম্' কুমারসম্ভব ৪।৩৯ 'তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক শোষ' চৈ. চ ১২১ (মধ্য)

শোহনা ৫৬ — শোভাকারিণী। 'ভঙ্গি-নটবর-শোহনি' প. ক ১৩০৫।<শোভিনী

শ্রীদামকে ১০৩, ১১৯, ১২৯ — শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম প্রভৃতি সাতজন শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন

শ্রীবৎস ৪৪ — শ্রীবৎসযুক্ত, বিষ্ণু

শ্রুতি ২২০ — স্বরগ্রামে স্বর হইতে স্বরান্তরের অবয়বভূত সূক্ষ্ম-স্বরাংশ

সংসার...জারে ১৪ — সংসাররূপ দারুণ বিষ জীর্ণ হইয়া যায় (হরিনাম জপে)

সংহিতে ২৬৭ — যুক্ত। 'বচনং ধর্মসংহিতম্' রা ২।২১।২৯

সকল ...সিধি ৭ — সমস্ত মধুর জিনিস এক জায়গাতেই পাওয়া যায় না।

সঙ্কর ৯৬ — সংমিশ্রণ, একজাতীয়

সঙ্কলি ২৮২ — সংবরণ করিয়া। 'ক্রন্দন সম্বলি নন্দ বলিল তাহারে' শ্রী. বি ২২০

সঙ্কর্ষণে ৫১ — বলরাম। 'সঙ্কর্ষণাৎ তু গর্ভস্য স তু সঙ্কর্ষণো যুবা' হরিবংশ ৫৮।৩২

সঞে ৯৮ — সঙ্গে। 'তা সঙে নিরুপম নটন বিলাসবি' প. ক ২৯১৯

সতিসাধে ৯৯, ১৫৩, ১৯৩, ২৫০, ২৭৭ — কদাপি সাধ বা ইচ্ছা থাকিলেও, সত্য সাধনায় বা ইচ্ছায়

সনকাদি ৮০ — ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ, চতুঃসন

সন্তান ৩২ — দেবতরুবিশেষ। মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্প, হরিচন্দন—এই পাঁচটি দেবতরু

সন্নাহ ২০২ — বর্ম। 'হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে' শ্রী. কী ৩৭৯

সপ্তস্বরা ১৬, ২১৫ — সপ্তস্বরবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রবিশেষ

সবক ২১৪ — সকল (স্বার্থে 'ক' প্রত্যয়)

সবকালে…জাএ ৭ — সকল সময়ই সম্পদে পূর্ণ থাকে না

সব বেঁত্তে ৫৫ — সম্পূর্ণ মুখের মধ্যে। বক্ত্র >বেঁত

সবে বাউ…জাব ৩০৯ — শ্রীকৃষ্ণই সর্বশক্তিমান ; তথাপি তিনি এ-বিষয়ে অসমর্থ হইয়া সর্বত্র গতিশীল পবন ও সর্বাপেক্ষা তেজস্বী সূর্যের উপর ভার দিলেন। বিষ্ণুপুরাণে (৫।২১।১৩-৭) শ্রীকৃষ্ণকৃত পবনদেবের স্মরণ করার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সভা ১৪, ৮১ — সকলকে। 'কথঞ্চিত সভা প্রতি হইলা বিদায়' চৈ. ভা ১৪৩

সভাকার, সভাকারে ২৫, ৭৩, ১০৭, ২৬২ — 'যার যত অভিলাষ পূরে সভাকার আশ
হেন রূপা বাস ধেনু' চণ্ডী ৫৭০

সভেঁ ২২, ৬৮, ৭৯, ৯৯ 'সবেঁ কহিব আইহনের মাএ' শ্রী কী ৭৫

সভেঞি, সভেঞী ৯, ১১, ২০, ৭১-২, ৭৪, ৮৭, ১০৫, ১০৭, ১২৮, ১৩৪, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৯, ২১০, ২১৮, ২৫২, ৩০৪, ৩২১ — 'সভেই বেদান্তজ্ঞানী সভেই তপস্বী' চৈ. ভা ২৯৬ 'সক্ষেই চিন্তিআঁ বুয়িল ব্রহ্মার ঠাএ' শ্রী. কী ১

সমতি ৫৮, ২৭৩ — উত্তর, সারা। 'সমতী দেহ রাধা চন্দ্রাবলী' শ্রী. কী ১১৩ 'সমতি না দেই সতত রোয়' প. ক ৪১

সমনা ১৬৩, ১৬৫ — বড়াই, ক্ষমতা

সমাএ, সামাএ ১২৫-৬, ১৮৬ — প্রবেশ, প্রবেশ করে। 'কাঅবাকচিঅ জসু ণ সমায়' চ. প ৯৮ 'চক্ষু সামায় কোটরে' ম. বি ১৬৭ 'তুমার বচন মোর সামায় কানে' শ্রী. কী ১৬১

সমাঝ ৫৮, ৯৫, ১১৫ — দলবদ্ধ বা দল

সম্মিত ১৮৫ — বোধ, জ্ঞান। 'জ্ঞানদাস কহে সখী করায় সম্বিত' প. ক ১৬০৫। <সংবিত

সমূল সন্ধি ১৮১ — ত্রিবলীর সোপান ও নাভি আবর্তের সঙ্গমস্থল

সরবস ৭, ৫৩ — সর্বস্ব। 'অন্তর জর জর সরবস লেয়লি মোদি' প. ক ১৯৯

সরস্বতী ১৮, ৯৬, ১৭২

সরিল ১৫ — বিস্তৃত হইল। ∠√সৃ+ক্ত

সহজ বৈরি ৬২ — স্বভাবজ বা সহজাত শত্রু

সহজাচার ১২, ৬৯ — সহজ আচার। স্বাভাবিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াও যাহা স্বসংবেদ্য, অবর্ণনীয় ও অনির্বচনীয়

সহজে আগমবলে… নাহি পাএ ২৫১ — সহজ শাস্ত্রে অর্থাৎ সহজসাধনায় শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া সুলভ কিন্তু শাস্ত্রের সাহায্যে তাঁহার দর্শনকামনায় কেহই পথ পায় না

সহনে না জাএ ৯২, ১৬০, ১৮৬, ২০২, ২৪১ — সহ্য করা যায় না। 'আসত নিফল দুখ সহনে না জাএ। ত্রিভুবনজনমন গোচর তোহ্মাএ॥' শ্রী. কী ৮৪

সহী ১২৮, ২৫৩ — সখী

সহ্মা ৩৭, ৯২ — সকল। 'সহ্মা পার কৈলেঁ। রাধা তোহ্মার আশে' শ্রী. কী ৫৮

সহ্মাএ ৭৪ — সকলকে

সহ্মার ৭৪ — সকলের। 'সহ্মার বন্ধক রাখিলেঁ।' শ্রী. কী ৫৯

সহ্মে ১১, ৪৭, ৭৯ — সকলে, সকল। 'তবেঁ মথুরাক জাইএ সহ্মে' শ্রী. কী ৫৬

সহ্মেই, সহ্মেঞি ৯, ৩৩, ৪৭, ৮৬ — সকলেই। 'সহ্মেঞি চাহেন্ত তোক রোষু বনমালী' শ্রী. কী ১০০

সাঁক, সাঁকো ১৪১, ১৬১ — 'সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী' চ. প ৫৪

সাখি ৯৪ — 'শাখি করিব জালন্ধরি-পাএ' চ. প ৯৪ 'বাত বরুণ সুরুজ সাখি' শ্রী. কী ৫৯

সাঙ্গাতিনী ১২৬ — সহচরী, স্ত্রীবন্ধু। 'মরম না কহ কাহে প্রাণ-সাঙ্গাতি' প. ক ৫৫ 'সই সাঙ্গাতিনী যত নগরে নগরে' চণ্ডী ৭২৫

সাচ, সাচা, সাঁচা ১৩১, ২৪০-৪১ — বিশ্বাসযোগ্য। 'বিদ্যাপতি কহ বুঝলহুঁ সাঁচ' 'সাঁচ কি মিছ ইহ জান' প. ক ৩৭৩। সত্য>সচ্চ>সাচ

সাঠ ৬২ — যষ্টি, লাঠি। হিন. সাঁটা

সাত স্বরী ১৯৫ — সপ্তস্বর। 'মুখ সংযোজিআঁ সপত সর বাজাএ' শ্রী. কী ১১৯

সাতি ১৯৩ — শাস্তি। 'দোষ পাইলেঁ নাকেঁ কানে করে সাতি' শ্রী. কী ৬১

সাধাই, সাধাএ ৫৬-৭, ৭৮, ১০৯, ১৪৬, ১৭২, ২:৮ — ইচ্ছা করি, সাধ করা হয়, বাসনা হয়

সাধে ৩২৬ — শ্রদ্ধায়। 'বিভা করি সাধে টুটায় মান' চণ্ডী ৪৫২

সানে ১৭, ১৬, ১৮, ১১৪, ১২৯, ১৪০, ১৬৬, ১৯০, ১৯৯, ২০১-২, ২১১, ২১৪, ২৩০, ২৫৪, ৩০৯ — ইঙ্গিতে, ইসারায়। 'নিষেধিল সখীগণে হাত-সান দিয়া' শ্রী. বি ১০৮ 'হেন বেলে মাঝ বৃন্দাবনে। কাহ্নাঞি বাঁশীত দিল সানে॥' শ্রী. কী ১৯১ 'দেই রামা হাথ-সান ধনপতি তেজে মান' চণ্ডী ৯৮৫। সংজ্ঞা>সণ্ণা>সান; স্বান>সাণ>সান

সাপুড়া ১২১ — কৌটা, ডিবা। ∠সম্পুট

সাম ১৮৭ — সন্ধি

সান্তাইলা ৯৩, ১০৩, ২৯৫ — প্রবেশ করিল। 'তোহ্মার বচন মোর না সান্বাএ কানে' শ্রী. কী ১০৪ 'খর সোঁতে সান্তাইল' ম. বি ১২৬ 'হিয়ার ভিতরে কি শেল সন্তাইল' প. ক ৮৯৬

সান্তাএ ৪৭ — প্রবেশ করে। 'মোর কানে না সান্বাএ তোর দুষ্ট বাণী' শ্রী. কী ৪৭

সান্তাঞা ১৯৯ — প্রবেশ করিয়া

সারঙ্গী ২১৫ — বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'কোই মাউর সুরট কোই সারঙ্গি' প. ক ১৪৪২

সিঅলি ২৩, ৩৪, ১৩২, ১৬৮ — নম্রশিরে প্রণিপাত বা মিনতিপূর্বক

সিআন, সীআন ১৫৫, ১৫৯ — চতুর। 'তোহ্মেঞি বড় সিআন' শ্রী. কী ১২৬ 'চাতুরী না কর কানাই চতুর সিয়ান' প. ক ১৩৮৫। সজ্ঞান>স-গেআন>সিআন

সিধি ৭ — সিদ্ধি। আজি হয়িব মোর কাজের সিধী' শ্রী. কী ৮৩

সিন্ধুআন ১৬ — বাদ্যবিশেষ

সিবেলে ২৬৯ — সেই বেলায়

সিলোক ২৩৭ — সেই লোক

সীতাকে ১৭০

সুঁধি ৬৩ — সন্ধান, পরিচয়। 'আহ্মে জগন্নাথ ত্রিদশ ঈশর তোহ্মে নাহিঁ জান সুধী' শ্রী. কী ৬৩। ∠শুদ্ধি

সুখ শকুন ২৮০ — মঙ্গল চিহ্ন

সুখান ৪২ — শুষ্ক। 'উদর গোটা জেন তার সুখান পোখুরি' শ্রী. বি ৫০ 'তোর রূপ দেখি সব জন মোহে মঞ্জরে সুখান কাঠে' শ্রী. কী ৪৩ 'শুখান কানন দেখি কৌতুকে সহাস মুখী' চণ্ডী ১৬৬

সুগরী ১৪৭ — সাগর বা আধার

সুঘট ২০৮ — সুগঠিত, সুনির্মিত

সুঝি, সুঝে ২২১, ৩২৮ — বোধ করি, মনে করে। 'আন্ধল নয়ান না সুজে মোরে' প. ক ২৬৯৮। হিন. সুঝনা।<সমুঝ

সুবলিত ৯০ — সুগঠিত, সুপুষ্ট। 'সুবলিত বলিত ললিত পুলকায়িত' প. ক ২০৬১

সুরানন্দ ১৩১ — রাধিকার পিতার নাম

সুরেশ্বরী ১২৬, ১৭২, ২৪০ — গঙ্গা

সুসার ২২৬, ২৬২ — সুন্দর, সুসজ্জিত ; সুষ্ঠু, শ্রেণীবদ্ধভাবে

সুসেরি, সোসর, সোঁসর, সোঁসরি ১০৯, ১২৬, ২০৬, ২৭০ — সমান, তুল্য। 'কারে কেহ জিনিতে নারে একই সোসর' শ্রী. বি ৮৬ 'উভয়েরে দেখিলাম একই সোসর' কৃত্তি ১৫৯ 'সেহ নহে তোমার শোঁশর' চণ্ডী ৩৬৯ 'তুহু সে আমার প্রাণের সোসর' প. ক ১০৯৪ 'সর্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোঁসর' ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাস-রামায়ণ, পৃ ১৭৩

সূর্য ২০৫ — সূর্যকান্তমণি

সূর্যক···বাদে ১১২ — সূর্যের সঙ্গে বিবাদ হয় না অর্থাৎ তাপক্লেশ হয় না

সেই পুন কর ৩৪ — তাহাই পুণ্যময় হস্ত। তু. 'সা জিহ্বা যা জিনং স্তৌ[illegible] [illegible]চেতং যজ্জিনে রতম্। তাবেব চ করৌ শ্লাঘ্যৌ যৌ [illegible]করৌ করৌ ॥'

সেবতী ২৫১ — সাদা গোলাপ। 'শেবতি কর্বটি [illegible] ইন্দ্র-ফুল তোলে তথা [illegible]রা তুলিলা সতাবরী' চণ্ডী ১১০

সেসি ২৬১ — সেই। [illegible]ত মহাবল সেসি তোহ্মার যম' শ্রী. কী ২

সোআথে ৪০, ১০৬ — [illegible]এখন না পাওঁ সোআথ' শ্রী. কী ২৩ ; স্বস্তি>সোয়াস্তি>সোআথ

সোঁঅরিবে ১০ — স্মরণ করিবে। 'তব গুণ-গণ সোঙরাব' প. ক ৪১৭

সোঙরিথাও ৩১৭ — স্মরণ করাইতাম

সোঙহ ২৮৮ — স্মরণ কর

সোধাসি ২৭৩ — জিজ্ঞাসা করিতেছ (আদরার্থে)

সোনাটী ৩০৬ — কীটবিশেষ

সোনার ২২৬, ২৪৫ — স্বর্ণকার। হিন. সুনার

সোহাগমৎসর ২৫৩ — অপরের সৌভাগ্যহেতু মাৎসর্য

স্বরমণ্ডল ১৬ — বীণাবিশেষ

স্বাথ ১১৯ — সোয়াস্তি, সোয়াথ। 'তাহি সোয়াথ নাহি পায়' প. ক ১৭৫

হঅগ্রীব ৪৪ — হয়শিরোধর বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। মধুকৈটভ বেদত্রয় বলপূর্বক ব্রহ্মার নিকট হইতে অপহরণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিলে বিষ্ণু হয়শিরোধর-মূর্তি ধারণপূর্বক রসাতল হইতে বেদ উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মাকে প্রদান করেন। দ্র. মহা ১২।৩৪৭।১৯-৫৮

হইমু ভালে ২৯৮ — ভাল বা সঙ্গত হইবে

হইহ ২০, ৩২২ — হইও

হউ ৬, ১৩৪, ৩২৫, ৩৩১ — 'এবেঁ মোর মনে হউ সুখ' শ্রী. কী ৩৪ 'তোমার অঙ্গের পরশে আমার চিরজীবী হউ তনু' প. ক. ৫০৫

হকু ১৬৩, ১৭২, ১৮২ — হউক। 'আমার লাগুক কড়ি তোর হকু যশ' চণ্ডী ৪৯৯

হঠাহঠ ১৫৬ — হঠকারিতা, জেদ, বিবাদ, হঠকারীর সঙ্গে হঠকারিতা

হঠিআল ১৪১, ১৪৫ — হঠকারী

হঠে ১৪১, ১৪৪-৪৫, ১৬০-৬১ — জেদে, বলপূর্বক, বিবাদে। 'পুন বীর মোড়া হঠে কেশরী ঠেলিয়া উঠে' চণ্ডী ১৫৩ 'হঠে নট কৈলি সব কাজ'

হঠে হঠে ২৫৯-৬০ — স্পর্ধা করিয়া, বলপ্রকাশপূর্বক

হপ হপ ৪৫ — থপ থপ শব্দ

[illegible] ১৫৩, ২৭৮ — হইবে

হরি হরি ৯৯, ২৩১, ২৫০, ২৫৭, ২৭৩, ৩০৩, ৩২০ — খেদসূচক শব্দ। 'হরি হরি যবে গেলি রাধা। হাঁছি জিঠি না িল বাধা॥' প. ক ২১৬ 'হরি হরি এমন কেন না হৈল' প. ক ৪৩

হরেক ১৬ — নানা প্রকার

হহাকার ৮০ — গরু চালাইবার মৌখিক শব্দ

হঁকারিঞা ১১৪ — হাঁক দিয়া। 'হাকারিয়া গোঠে আনাল্যা ছাগল' চণ্ডী ৪৮৪। হুঙ্কার>হুঁকার>হঁকার

হাকল বিকলে ৩২৮ — অতিশয় বিহ্বল। 'বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল' শ্রী. কী ৯১

হাকলি বিকলি ৭২, ১৯৯ — দ্র. হাকল বিকলে। <আকুল ব্যাকুল

হাকান্দ ৯৯, ১৯১, ২৫১, ২৫৫, ২৬৭, ৩৩২ হাহাকারপূর্বক ক্রন্দন। 'ভক্ত জনার পাছে পাছে লোটাঞা লোটাঞা কাছে বাসুঘোষ হাকান্দ কান্দনে' প. ক ২২২৫ 'হাকান্দ হাকান্দ শীলা মায়ের করুণে' চণ্ডী ৯৪৯

হাছি জিঠে ২৩১ হাঁচিটিকটিকিতে। 'হাছি জিঠী কেহো তাত না দিল বিরোধা' শ্রী. কী ৩৮ 'সদাগর পাছে নড়ে হাঁচি জ্যেঠি বাধা পড়ে' চণ্ডী ৬৮৩

হাতাশ ১৮, ২৫, ২৩১ হা হুতাশ। 'হাতাস করিয়া দেবি ভূমেতে পড়িল' শ্রী. বি ২৯৪

হাথাঞা, হাথাইঞা ৫৮, ৯২ হাত করিয়া অর্থাৎ সহায়তায়

হাথেনাথে ৬৭ সঙ্গে সঙ্গে বা মালসহ ধরা পড়ার মতো (চুরি)

হাথে···পাঁচবাণে ৯ পুষ্পধনু হাতে লইয়া কামদেব নগরবাসীদের জাগাইয়া তোলে

হাথের···চিনি ৩০৫ হাতের শঙ্খবলয় চিনিতে দর্পণের প্রয়োজন হয় না

হাথের···দেখি ১০ দ্র. হাথের···চিনি। 'হাথে রে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ' চ. প ৮৮

হাপুতের, হাপুতির ৪০, ৫৯, ২৮১, ৩১৪ পুত্রাভাবে কাতর নর ও নারীর। 'আগে পাছে নাহি মোরা হাপুতীর পুত তোরা' প. ক ২৫৬৬

হাফালিঞা ৪৬, ৮৭, ৯২, ১০২, ১৪৫, ৩০৬ আস্ফালন করিয়া। আস্ফাল>আপ্ফাল>আফাল, হাফাল

হাফালে ২৯৫ স্পর্ধাপূর্বক। দ্র. হাফালিঞা

হাফিনা···ধোঞে ১৩৮ হাপরের মতো ধূম অর্থাৎ ঊর্ধ্বশ্বাস ত্যাগ করে

হাববি, হাবরি হারবি ৩৭, ৪৩, ৪৬, ১৪৮ ১৯২, ১৩৬ কোনো গ্রন্থ বা শাস্ত্রের নাম অথবা বাক্যচ্ছটা ?

হামি, হাঁমি ২৭, ৪৯ হাই, জৃম্ভণ। 'সঘন ছাড়িল রাধা হামী আপার' শ্রী. কী ৮২

হাসেন্ত ১০৬ হাসে (গৌরবার্থে বহুবচন)

হিছোল্যে ৩৬ হেঁচরাইয়া। 'নখের ঘাএ হিছোলেঁ লএ পরাণে' শ্রী. কী ১৪১। ∠ঘৃষ্ট

হিফিঞা ২০১ ফোঁপাইয়া

হিরণ্য ৪৩ হিরণ্যকশিপু। 'নরসিংহরূপে হিরণ্য বিদারিলেঁ।' শ্রী. কী ৪০

হিরণ্যকশিপু ২৪৫, ৩০৫	দৈত্যরাজবিশেষ। ইহার পিতা কশ্যপ ও মাতা দিতি। ব্রহ্মার বরে ভূতমাত্রের অবধ্য হইয়া ত্রিভুবন উৎপীড়িত করিলে বিষ্ণু নৃসিংহ-মূর্তিতে ইহাকে নিহত করেন।
হিরাধর, হীরাধর ১২৫, ১৫৮	হীরকখচিত। 'বাহুর বলআ লএ কাঢ়ী। কানের হিরাধর কঢ়ী॥' শ্রী. কী ৪৪
হীরাবতী ৮	গোপালবিজয়-কার কবিশেখরের জননী
হেঁহারব ২৬৭	অশ্বের হ্রেষা ধ্বনি
হেটে ১২১	তলে। *হেংঠ<হেঁঠ, হেঠ, হেট
হেনক, হেনখ ৩৬ ৮৬, ৯৬, ১১০ ১২০ ১৬১, ২০৯, ২৪০ ২৯৫, ৩২৮	এইরূপ। 'বার বার না বুলিহ হেনক উত্তর' শ্রী. কী ১০ 'নারদে বলিব কিয়ে তার বাক্যে দিল ঝিয়ে হেনক ভাগুড় অধিপাপে।' চণ্ডী ৩৬
হেনকার ১৬৫	এইরূপ
হের, হোর ১০৮, ১৫১ ১৫৩-৪, ১৬৫, ১৮০, ১৮২, ১৯৯, ২০৭, ২২৯, ২৩১, ২৮০, ৩১৪, ৩২৮	আর, অদূরে। 'দয়া কর মোরে হের ধরোঁ চরণ' শ্রী. কী ৩৪ 'হোর আছে ঘাটোআল লআঁ নাঅখানী' শ্রী. কী ৫৭ 'সখি হের দেখসিয়া বা' প. ক ১০৮৩ 'হোর রথখানি দেখ নন্দের দুয়ারে' শ্রী. বি ২২১ 'হোর দেখ শ্যাম কহই পুন তৈখনে তলে পড়লহি ভোর॥' প. ক ১৭৬
হোঁকারিঞা ২৬৫	হুঙ্কার করিয়া। দ্র. হুঁকারিঞা
	একশত আটবার (/০ আনা = ২০ গণ্ডা; ২৭ গণ্ডা = ১৮০ কড়া)। দ্র. শ্রী. ভ ৪০

॥ পৌরাণিক জীবনীর আকর-নির্ণয় ॥

অক্রুর ২২, ৩৮, ২৬৭, ২৬৯-৭২, ২৮১-৩, ২৮৫-৭, ৩১২-৩ — ভা ১০।৩৮-৪০ বি. পু ৫।১৭।১-৩৪ হ. ব ২।২২।৯৪ ব্র. পু ১৯১ অধ্যায়। বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য মৎসম্পাদিত শ্রী. ভ, পৃ ৫৯

অজামিল ৯৪ — ভা ৬।১-২

অদিতি ৩১ — ঋক্ ১০।৭২।১-৯, পৃ ১২৩৩ রা ৩।১৪।১১, পৃ ৪৩১ মহা ১।৬৫।১২, পৃ ৭৪ হ. ব ১।৫৫ বি. পু ১।১৫।১২৫ ব্র. পু ৩।৫১ মৎস্য ৬।১ বৃহ ২।১৫।৮ অগ্নি ২১।১

অরিষ্ট ৩৭, ২৬৫-৬, ৩০৪ — ভা ১০।৩৬ বি. পু ৫।১৫।১ হ. ব ১।৫৫।৫ ব্র. পু ১৮৯ অধ্যায়, অগ্নি ১২।২০

অর্জুন (কার্তবীর্যার্জুন) ২৬০ — রা ৭।৩৬-৮, পৃ ১৩২৫-৩৩ মহা ১৩।১৫২।৩, পৃ ২০১৩ ভা ৯।১৫-৬ বি. পু ৪।১১।৩ হ. ব ১।৩৩ মার্ক ১৯।৬ মৎস্য ৪৩।১৩

অহল্যা ১৪৫, ১৭০ — রা ১।৪৮-৯, পৃ ৮৭-৯০ বি. পু ৪।১৯।১৬ মার্ক ৫।১৩ বৃহ ১।১৯।৯

আইহন ৬০, ১৭৮ — ব্র. বৈ ৪।১১১।৬৯

উগ্রসেন ১৬, ৩০৭-৮, ৩৩৩ — মহা ২।৪।২১, পৃ ২১৬ ভা ১০।৪৫।১২ বি. পু ৫।২১।৯ ব্র. পু ১৯৪ অধ্যায়, বৃহ ৩।১৬।৪ কূর্ম-পূর্ব, ২৪।৬৪

উদ্ধব ৩২৬-৩১, ৩৩৩ — ভা ১০।৪৬-৭। বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য শ্রী. ভ, পৃ ৫৪

কশ্যপ ৩৫ — ঋক্ ৯।১১৩-৪, পৃ ১১১২-৪ রা ১।৭০।২০, পৃ ১২১ মহা ১।৬৫।১১, পৃ ৭৪ অথর্ব ১৩।৩।১০, পৃ ৪৬৪ ভা ৪।১।১২-৩ হ. ব ১।৫৫।২৬ বি. পু ১।১৫।৭৬ কূর্ম-পূর্ব ৪১।৪ ব্র. পু ৩।২৬ বৃহ ২।১৫।৪ ব্রহ্মা ৩।২ বরা ২৪।৪ অগ্নি ১৮।২৯ মৎস্য ৬।৫ স্কন্দ-বিষ্ণু ২।২৩

কালিয়নাগ ৯৯, ১০১-২ — ভা ১০।১৬ বি. পু ৫।৭ হ. ব ২।১।২৬, ২।১২ ব্র পু ১৮৫ অধ্যায়, বৃহ ৩।১৭।২৪ অগ্নি ১২।১৮

কুব্জা ২৯০ — ভা ১০।৪২ বি. পু ৫।২০ হ. ব ২।২৭ ব্র. পু ১৯৩ অধ্যায়, বৃহ ৩।১৭।৫২। বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য শ্রী. ভ পৃ ৫৪-৫

কৃষ্ণ — ঋক্ ৮।৯।৮৫, পৃ ৮০৯ (R. V. S, Vol. IV) ছা ৩।১৭, পৃ ১৯০। এতদ্ব্যতীত মহাভারতাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বিস্তৃত পরিচয় আছে।

কেশী ৩৭, ২৬৬-৮, ৩০৫	ঋক্ ১০।১৩৬, পৃ ১৩৩৩ মহা ১।৬৫।২৩ ভা ১০।৩৭ হ. ব ২।২৪ ব্র. পু ১৯০ অধ্যায়, অগ্নি ১২।২০ বৃহ ৩।১৭।৩২ বায়ু ৬৮।১৫
কংস	মহা ২।১৪।৩৪, পৃ ২৩০ (?) ভা ১০।১-৪৪ বি. পু ৫।১-২০ হ. ব ১।৫৫, ২।১ ইত্যাদি ; বৃহ ৩।১৬।১১ অগ্নি ১২।৭ ব্র. পু ১৮১-৯৩ অধ্যায়
গর্গ ৪৯, ৫০, ২৫৬	ঋক্ ৬।৪৭, ৪৮ ; পৃ ৬৭২-৯ মহা ১৩।১৮।৩৮, পৃ ১৮৮২ ভা ৯।২১, ১০।৮ বি. পু ৫।৬।৮ হ. ব ১।৩২।১৯ ব্র. পু ১৮৪।২৯-৩০ বায়ু ১০৬।৩৫ মৎস্য ৪৯।৩৬ মার্ক ১৮।১০ ; গর্গ-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য পৌ. উ পৃ ৫০-১
চাণূর ৩৭, ৩০৬	মহা ২।৪।২৬, পৃ ২১৬ ভা ১০।৪৩ বি. পু ৫।২০ হ. ব ২।২৮, ৩০ ব্র. পু ১৯৩ অধ্যায়, অগ্নি ১২।২৬ বৃহ ৩।১৭।৫৭
তৃণাবর্ত ৩৭	ভা ১০।৭ বৃহ ৩।১৭।১৪
দৈবকী ১৪, ৩৮, ৭৫, ৮৬	ভা ৯।২৪, ১০।১ ইত্যাদি ; বি. পু ৫।১,২ ইত্যাদি ; হ. ব ২।২,৪ ইত্যাদি ; ব্র. পু ১৮১ অধ্যায়, মৎস্য ৪৭।১০ কূর্ম-পূর্ব ২৪।৬৬ বৃহ ৩।১৬।৭ অগ্নি ১২।৪
দ্রোণ ৪৩	ভা ১০।৮।৪৮ বায়ু ৬২।১৬
দ্রৌপদী ১৪৫	মহা ১।৬৭।১৫৭
ধেনুকাসুর ৩৭, ৯৮, ২৫৪, ৩১৬	ভা ১০।১৫ বি. পু ৫।৮ হ. ব ২।১৩ ব্র. পু ১৮১ অধ্যায়, বায়ু ৬৮।১৫ অগ্নি ১২।১৯
নন্দ	ভা ১০।১,৩ ইত্যাদি ; বি. পু ৫।৩,৫ ইত্যাদি ; হ. ব ২।২,৫ ইত্যাদি ; ব্র. পু ১৮২, ১৮৪ অধ্যায় ইত্যাদি ; মৎস্য ৪৭।৭ বায়ু ৬৭।৩৪ বৃহ ৩।১৬।৫০
নলকূবর[1] ৭১	ভা ১০।১০।৪২
নারদ ২২-৪	ভা১।৪,৫ ইত্যাদি। বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য শ্রী. ভ, পৃ ৫৭
পুতনা ৩৭, ৪১-৩ ৭৪, ৮৬, ৯২, ১৩৬	ভা ১০।৬ বি. পু ৫।৫ হ. ব ২।৬ ব্র. পু ১৮৪ অধ্যায় ; অগ্নি ১২।১৪ বৃহ ৩.১৭।১২
প্রলম্ব ১০২-৪	মহা ১।৬৫।২৯, পৃ ৭৪ ; ভা ১০।১৮ বি. পু ৫।৯ হ. ব ২।১৪ ব্র. পু ১৮৭ অধ্যায় ; বায়ু ৬৮।১৫

১ রামায়ণে (৭।৬।৩৫, পৃ ১২৪৪) যমলার্জুন নামে এক অসুরের নাম পাওয়া যায়।

বক ৩৭, ৮৯, ৯০ ৯২, ২৫৪, ৩০৩	ভা ১০।১১ বৃহ ৩।১৭।১৯ মহা ১।১৬০।৩, পৃ ১৫৯
বৎসক ৮৭, ৮৯, ৯২, ১৩৬, ২৫৪	ভা ১০।১১ বৃহ ৩।১৭।১৯
বলভদ্র ৪৫	ভা ১০।২।১৪ বি. পু ৪।১৫।১২, ৫।২০।৪৫ ইত্যাদি; কূর্ম-পূর্ব ২৪।৭৭
বলি ৩৫, ৬৯, ৩০৫	মহা ১।৬৫।২০, পৃ ৭৪ ভা ৮।১৫।১৯-২৩ বি. পু ১।২১।১ হ. ব ১।৫৪।৭২, ৩।৬৩ ইত্যাদি; ব্র. পু ৩।৬৮ মৎস্য ৬।১০ বায়ু ৯৯।২৬ বৃহ ২।১৫।৬ অগ্নি ১৯।৯
বসুদেব ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪৯, ২৬৬	ভা ১০।১,২ ইত্যাদি; বি. পু ৫।১,৩ ইত্যাদি; হ. ব ২।২,৪ ইত্যাদি; ব্র. পু ১৮১, ১৮২ অধ্যায় ইত্যাদি; অগ্নি ১২।৩ কূর্ম-পূর্ব ২৪।৬৯ বৃহ ৩।১৬।৭
বামন ৩৫, ৪৫	রা ১।২৯।৩, পৃ ৫৩; ভা ৮।১৮-৯ বি. পু ৩।১।৪৩ হ. ব ৩।৭০-২ বৃহ ২।১৭।১০ কূর্ম-পূর্ব ২০।৩৩ মৎস্য ৬।১৭
বিনতানন্দন ১০১, ২০০	রা ৩।১৪।৩২, পৃ ৪৩৩ মহা ১।২৩।১২, পৃ ৪৩ ভা ৮।১৩।২৭-৩৬ মৎস্য ৬।২ অগ্নি ১৯।১৬
ব্যোমাসুর ৬৮	ভা ১০।৩৭
ভৃগু ৩১	মনু ১।৩৫, পৃ ১৬ মহা ১।৬৬।৪১, পৃ ৭৫ ভা ৩।১২।২৩
মণিগ্রীব ৭১	ভা ১০।৯।২৩
মুষ্টিক ৩৭, ৩০৬	ভা ১০।৪৩ বি. পু ৫।২০ হ. ব ২।২৮, ৩০ ব্র. পু ১৯৩ অধ্যায়; অগ্নি ১২।২৬ বৃহ ৩।১৭।৫৭
যশোদা	ভা ১০।২, ৩ ইত্যাদি; বি. পু ৫।১, ৩ ইত্যাদি হ. ব ২।৪, ৫ ইত্যাদি; ব্র. পু ১৮২।২৪ বায়ু ৭৩।৪০ কূর্ম-পূর্ব ২৪।৭৪ মৎস্য ৪৭।৭ অগ্নি ১২।৮
রাধিকা[1]	বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বি. শ, পৃ ২৬০-১ এবং শ্রী. ভ, পৃ ৬০
রাহু ৩১, ২৪৮	মহা ১।৬৫।৩১, পৃ ৭৪ ভা ৬।৬।২৪-৩৭ বায়ু ৬৭।৬০ অগ্নি ১৯।৬
রোহিণী ১৩, ২৬, ৫১, ৬২, ২৮০	রা ৩।১৪।২৭, পৃ ৪৩২ মহা ১।৬৭।৬৭, পৃ ৭৬ ভা ১০।২, ৫ বি. পু ৫।১।৭৩ হ. ব ২।৪, ৫ ব্র. পু ১৮১-২ মার্ক ৫২।১০ বায়ু ২৭।৫৬ অগ্নি ১২।৬ কূর্ম-পূর্ব ২৪।৭১ বৃহ ৩।১৬।৫১

১ রামায়ণে (৭।৬।৩৫) রাধেয় নামে এক অসুরের নাম পাওয়া যায়।

শুক ৮০, ২৩১	ভা ১।১৯, ২।৪ ইত্যাদি। বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য শ্রী. ভ, পৃ ৬১
শ্রীদাম ১০৩, ১১৯ ১২৯	ভা ১০।৮০
সনক ৮০	ভা ২।৭।১-৫ পদ্ম ৩৮।১০৭ কূর্ম-পূর্ব ৭।২০ বায়ু ৬।৭১ ; দ্র. শ্রী. ভ, পৃ ৫৫
হিরণ্যকশিপু ৪৩, ২৪৫, ৩০৫	মহা ১।৬৫।১৭, পৃ ৭৪ ভা ২।৭।১১-৬ বি. পু ১।১৫।১৪০ হ. ব ৩।৪১ ব্র. পু ৩।৬৫ কূর্ম ১৬।২০ বৃহ ২।১৫।৪ অগ্নি ১২।৪ বায়ু ৬৭।৬০ মৎস্য ৬।৮

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৯	ঋগ্বেদ	ঋগ্বেদ°
২৫	পাদটীকা	জন্মাষ্টমীব্রত-কথায়	জন্মাষ্টমীব্রত-কথা হইতে
৭৪	পাদটীকা	ত্রিপদীছন্দ	লঘু ত্রিপদী
৭৫	২০	অগ্রে	অগ্র্যে
৭৭৩	৩	পাতরূপে	পাত্তরূপে
১০	১	বন্দিজন-নঅনাঞ্জন জলে	বন্দিজন-নঅনাঞ্জনজলে
১৫	১৮	হলাহুলী	হুলাহুলি
১৭	১৪	ইন্দ্রাদিদুর্লভ	ইন্দ্রাদি দুর্লভ
১৭	১৭	সেই	সেহ
১৭	২১	বসন্ত রজনী	বসন্তরজনী
১৮	১১	বেভারে	আচারে
২১	২২	রাত	রীত
২৫	৬	তারণ	তাড়ন
২৫	২১	জোগনিদ্রাব বলে	জোগনিদ্রা নিজ বলে
২৯	১৯	শুনিঞা	খণ্ডাইতে
৩১	২০	নিবারিল	আবরিল
৩৩	২২	স্বরূপ গেআনে	স্বরূপগেআনে
৩৮	৩	এক জনের	করে সব
৩৮	১৭	শরীর ধর্ম	শরীরধর্ম
৩৯	১২	নব নখ-মণি	নখ নব মণি
৪০	১৭	মৃত্যু	মিত
৪১	২১	সুখে	মুখে
৫২	১৬	মহোসব	মহোৎসব
৫৩	৫	দেবের	বেদের
৫৯	১৫	মরকত পাট	মরকতপাট
৫৯	১৬	কনক ধটী	কনক-ধটী
৫৯	২১	শুদ্ধি	শুদ্ধি

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৪	১২	তা কোণের ভিতরে	কাঁথকোলের অন্তরে
৬৫	২	আড়ে	আড়ে
৬৭	১৯	মাগিঞা	মাগিএ
৭০	১২	গোকুল নগরে	গোকুলনগরে
৭০	১৬	জৌবন সম্পদ	জৌবনসম্পদ
৭০	১৯	সাড়ে	সারে
৭৮	১	গোকুলের শতেক শতেক আজতনে	গোকুলকে শত গুণে কইল আয়তনে
৭৮	২০	সব বশদণ্ড	সরবস দণ্ড
৭৯	১৭	ধনাই	কোথাহো
৮০	২	সুদর	সুন্দর
৮৪	৩	সাঁজ নাহি হএ কেনে	প্রাতঃকাল নাঞি হএ
৮৪	৩	কানে	মোএ
৯১	১	কোছাএ	কড়ছে
৯১	৯	দেখিঞা	শুনিঞা
৯৬	১০	শঙ্কর	সঙ্কর
১০১	২১	অনুসারে	অনুভাবে
১০১	২১	কিছু নাহি পারে	কিছুই না পাবে
১০৫	২০	সকলী	সকলি
১০৭	১৯	সখাগণে	সখীগণে
১১২	১৩	জাহাব পবসাদে	জাহার ছায়াপরসাদে
১১২	১৩	সূর্যক	সূর্যতেজ
১১২	১৪	বিড়ম্বে	বিলম্বে
১১৭	৮	শুনি	বুলি
১১৯	৪	বিষঅ-সুখ	রসিকগুরু
১২১	৪	রস সম	রসসম
১২২	৬	ত্রিভুবন-আল	ত্রিভুবন-আলো
১২৫	১৭	ললাটে চন্দন	নআনে কাজল
১২৬	১৬	পুরন	পুড়িল

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৬	১৮	জাআবাকে	জীআবাকে
১৩১	৮	বলিঞা দেখু	কে কহিবে
১৩৩	৯	দোখ	দেখি
১৪৬	১৩	হারতহি	হার তহি
১৫২	৯৬	তুলাহ	গুলাহ
১৫৭	১৯	তপতে	গুপতে
১৬৩	১২	মানুষেই	মানুষের
১৭১	৩	উরু কদলী	উরু-কদলী
১৭২	৬	মোনে মোনে	মনে মনে
১৮১	১৪	খেওয়া	খেড়া
১৮৮	২	অঙ্গটানি	অঙ্গ টানি
১৮৯	১৪	সখাজনে	সখীজনে
১৯৭	১১	পাতে ব্যঞ্জন	বেলা আমল
২১২	১৬	বহির্দ্ধার	বহির্দ্বার
২১৫	৭	বে-আলিস	বেআলিস
২২৪	৮	তিখবি	ভিখারি
২২৯	১৪	বাসরসে	রাসরসে
২৩৯	১০	ছন্দোরং	ছন্দোত্তরং
২৪১	১০	নাচগণের	নীচগণের
২৫১	১৩	যূথা	যূথী
২৫২	১৫	সখা	সখী
২৫৮	১১	সখা	সখী
২৬৪	১২	ইন্দাবর	ইন্দীবর
২৬৭	৭	সবেরে	সত্বরে
২৭১	৯	মোরের	মনেব
২৮১	৪	ফ্বে	ফুরে
২৮৭	৫	হস	হাস
২৯১	৫	কহ্নাই	কাহ্নাই
৩২৯	৮	অক্লতি	অক্লতী

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩২	৭	হরিষ	হরিষ
৩৩৫	১৮	নবজলধর-রসে	নবজলধর রসে
৩৫৩	২৭	সখার	সখীর
৩৫৫	২	ঋজু<উজু	ঋজু>উজু
৩৫৮	১৭	সখা	সখী
৩৭০	৪	শাবক<শাব	শাবক>শাব
৩৯১	২৯	বি-√স্মৃ	বি-√স্মৃ+অনট্
৪০৫	২৩	মানবর্ধনকারী ।<মানদ	মানের মত্ততা
৪১০	১৬	লহুলহ	লহুলহু
৪১৪	৭	বক্ত>বেঁত	বক্ত্র>বেঁত
৪১৭	৭	<সমুঝ	<সম্-√বুধ্
৪২০	২০	১৮০ কড়া	১০৮ কড়া

বিঃ দ্রঃ— ইহাদের মধ্যে কয়েকটি পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে অধুনা প্রাপ্ত গোপালবিজয়ের নূতন পুঁথি হইতে।

সম্পাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী (সাহিত্যপ্রকাশিকা ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী)

বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্য (যন্ত্রস্থ)

রবীন্দ্ররচনায় বৈষ্ণব প্রভাব (যন্ত্রস্থ)